সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট্ (বল্‌শেভিক্) পার্টির ইতিহাস

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বল্‌শেভিক্) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়োজিত বিশেষ 'কমিশন' দ্বারা সম্পাদিত।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বল্‌শেভিক্) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা অনুমোদিত (১৯৩৮)

—বঙ্গানুবাদক—

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক্ এজেন্সী লিমিটেড্
১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট,
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক

সুরেন দত্ত

ন্যাশনাল বুক্ এজেন্সী লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট,

কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম বাংলা সংস্করণ

ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

দাম তিন টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

অনুবাদকের নিবেদন

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট্ পার্টির ইতিহাস মার্কস্-বাদী সাহিত্যে একটী প্রামাণিক গ্রন্থ। ইংরাজী হইতে ইহার যথাসম্ভব অবিকল অনুবাদের চেষ্টা করিয়াছি। সেইজন্য স্থানে স্থানে ভাষার সৌষ্ঠব হয়তো ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর অনুবাদ সুপাঠ্য হইয়াছে আশা করি।

প্রথম চার অধ্যায়ের অনুবাদে কমরেড্ সুধী প্রধানের পূর্ব্বকৃত অনুবাদ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। চতুর্থ অধ্যায়ে "ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ" শীর্ষক পরিচ্ছেদটী কমরেড্ সরোজ আচার্য্যের অনুবাদ। পুস্তক অনুবাদ, মুদ্রণ ও প্রকাশ ব্যাপারে—কমরেড্ মুজফ্ফর আহ্মদের আগ্রহ ও তত্ত্বাবধান এবং কমরেড্ সুরেন দত্ত, সত্য চক্রবর্ত্তী ও সুনীল বসুর সহযোগিতার উল্লেখ করা আমার কর্ত্তব্য।

কোথাও কোথাও দুই একটি ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। পাঠকেরা এই ভুলগুলি সহজেই ধরিতে পারিবেন আশা করি।

কলিকাতা
"লালফৌজ দিবস"
২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

ভূমিকা

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) এক দীর্ঘ, গৌরবদীপ্ত পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে রুশদেশে যে ছোট ছোট মার্ক্স্‌বাদী চক্র ও সংঘ গঠিত হইয়াছিল, সেগুলিতে ইহার স্থচনা ; পৃথিবীর ইতিহাসে মজুর কৃষকের প্রথম সাম্যবাদীরাষ্ট্রের পরিচালক বিরাট বলশেভিকদলে ইহার পরিণতি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) প্রাক্‌বিপ্লব যুগের রুশ শ্রমিক-আন্দোলনের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। যে সমস্ত মার্ক্স্‌বাদী চক্র ও সংঘ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল ও শ্রমিক আন্দোলনে সাম্যবাদী চৈতন্য জাগাইয়াছিল, সেই চক্র ও সংঘগুলি হইতে পার্টির উদ্ভব। পার্টি সর্ব্বদাই মার্ক্স্‌-লেনিনের বিপ্লবী শিক্ষাদ্বারা পরিচালিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদীযুদ্ধ ও সর্ব্বহারা বিপ্লবের যুগে পার্টির নেতারাই মার্ক্স্‌-এঙ্গেল্‌সের শিক্ষায় বিকাশ ঘটাইয়া নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) শ্রমিক আন্দোলনের ভিতরে সোশালিস্ট-রেভলুশনারি (এদেরও পূর্ব্বে নারদনিক্‌ দল), মেনশেভিক, নৈরাজ্যবাদী, হরেক রকমের বুর্জোয়া জাতীয়তাপন্থী ইত্যাদি নিম্নমধ্যবিত্ত মনোবৃত্তিসম্পন্ন দলের সহিত মতবাদের মৌলিক সমস্যা লইয়া সংগ্রামের ফলে শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে ও অগ্রসর হইয়াছে। আবার দলের মধ্যেই ট্রট্‌স্কিপন্থী, বুখারিনপন্থী, জাতীয়তা-সর্ব্বস্ব বিপথগামী ও অন্যান্য লেনিনবাদবিরোধী সংস্থার মেনশেভিকমাফিক্‌ সুবিধাবাদী ধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে শক্তিসংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) শ্রমিকশ্রেণী ও সর্ব্বদেশের কর্ম্মব্যস্ত জনসাধারণের যাহারা শত্রু, সেই জমিদার,

পুঁজিদাব, 'কুলাক্' (ধনী চাষী), রাষ্ট্রের সম্পত্তিনাশকারী, গোয়েন্দা ও সোভিয়েটের চতুর্দ্দিকস্থ ধনিক বাষ্ট্রগুলির ভাড়াটিয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম চালাইয়া শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে, পার্টির সংগঠনকে দৃঢ় করিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস তিনটী বিপ্লবের ইতিহাস—১৯০৫ সালের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের বুর্জোযা-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসের সোশালিস্ট বিপ্লবেব ইতিহাস।

সোভিয়েট ইউনিযনের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস হইতেছে জার-শাসন ও জমিদার পুঁজিদারের প্রতিপত্তি ধ্বংস করার ইতিহাস, গৃহযুদ্ধের সময় বিদেশী-সৈন্যের আক্রমণ চূর্ণ করার ইতিহাস, আমাদের দেশে সোভিযেট রাষ্ট্র ও সোশালিস্ট সমাজ গঠনের ইতিহাস।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস পড়িলে সোশালিজ্‌মের জন্য আমাদের দেশের মজুর কৃষকের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আমাদের বিপ্লবী চেতনাকে সমৃদ্ধ করিবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস, মার্ক্‌স্-লেনিনবাদের ও শ্রমিকশ্রেণীর সকল শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের পার্টির সংগ্রামের ইতিহাস, বলশেভিকনীতি আয়ত্ত করিতে আমাদের সাহায্য করিবে, রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের সতর্কতাকে তীক্ষ্ণতর করিবে।

বলশেভিক দলের বীরত্বব্যঞ্জক ইতিহাস পড়িলে সমাজের বিকাশ, ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মূলনীতি ও বিপ্লবের হেতু সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের হাতিয়ার হইবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাস পড়িলে লেনিন-স্টালিনের পার্টির মহান্ উদ্দেশ্য, দুনিয়ার সর্ব্বত্র সাম্যবাদের বিজয় যে অবশ্যম্ভাবী এ নিশ্চিতি দৃঢ়তর হইবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই বইয়ে লেখা হইয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের
কমিউনিস্ট্ পার্টির ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

রুশদেশে সোশাল-ডেমক্রাটিক্ পার্টি গঠনের জন্য সংগ্রাম (১৮৮৩—১৯০১)

১। রুশদেশে ভূমিদাসপ্রথার বিলোপ ও শিল্পে ধনিকতন্ত্রের বিকাশ—আধুনিক কারখানা শিল্পের সর্ব্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান—শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ

জারের শাসনে রুশদেশ অন্যদেশের তুলনায় বিলম্বে ধনিক অগ্রগতির পথে প্রবেশ করে। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের পূর্ব্বে রুশদেশে কলকারখানা খুবই কম ছিল। ভূমিদাসপ্রথার ভিত্তিতে বড় বড় জমিদারী ছিল তখনকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন। ভূমিদাসপ্রথা থাকিলে শিল্পের যথার্থ বিকাশ সম্ভব ছিল না। ভূমিদাসেরা অনিচ্ছায় কৃষিকর্ম্ম চালাইত বলিয়া উৎপাদন অল্প হইত। অর্থনীতির বিকাশ যে-ভাবে হইতেছিল তাহাতে ভূমিদাসপ্রথার বিলোপ একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে দুর্ব্বল হইয়াছিল বলিয়া জারের সরকার

১৮৬১ সালে জমিদারের বিরুদ্ধে চাষীদের বিদ্রোহ আশঙ্কা করিয়া ভূমিদাসপ্রথা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইল।

কিন্তু ভূমিদাসপ্রথা উঠিয়া যাইবার পরেও জমিদাররা চাষীদের উপর অত্যাচার করিত। জমিদাররা ভূমিদাসত্ব হইতে রেহাই দিতে যাইয়া চাষীরা পূর্ব্বে যে-জমি ব্যবহার করিত, তাহার অনেকটা ঘিরিয়া লইয়া চাষীদের কাছ হইতে কাড়িয়া লইল। এই কাড়িয়া-লওয়া জমিকে চাষীরা বলিত 'ওট্রেজ্‌কি' (কাটছাঁট)। ভূমিদাসপ্রথা হইতে মুক্তির মূল্যস্বরূপ চাষীদের ২০০ কোটী রুব্‌ল্‌ দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল।

ভূমিদাসপ্রথা রদ হইবার পর জমিদারদের কাছ হইতে অত্যন্ত কঠোর শর্ত্তে জমি ইজারা লওয়া ছাড়া চাষীদের অন্য উপায় ছিল না। শুধু খাজনা লইয়াই জমিদার সন্তুষ্ট হইত না; চাষীরা প্রায়ই জমিদারের জমির কোন বিশেষ অংশে নিজেদের ঘোড়া ও লাঙল লইয়া বিনা পারিশ্রমিকে চাষ করিতে বাধ্য হইত। এই ব্যবস্থার নাম ছিল 'অট্রাবট্‌কি' বা 'বার্শ্‌চিনা' (শ্রম দিয়া খাজনা মিটানো বা বেগার)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শস্যসংগ্রহ কালে উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক দিয়া জমিদারের পাওনা মিটানো হইত। ইহাকে বলিত 'ইস্পলু' (আধা-আধি বন্দোবস্ত)।

এইভাবে ভূমিদাসপ্রথার আমলে যে-অবস্থা ছিল, প্রায় তাহাই রহিয়া গেল। একমাত্র তফাৎ ছিল এই যে ব্যক্তিগতভাবে চাষী এখন হইল স্বাধীন, তাহাকে আর অস্থাবর সম্পত্তির মত কেনা বেচা চলিত না।

খাজনা, জরিমানা ইত্যাদি আদায় করিয়া নানাভাবে উৎপীড়ন চালাইয়া জমিদাররা পশ্চাৎপদ চাষীদের রক্ত শোষণ করিত। জমিদারদের অত্যাচারের দরুণ অধিকাংশ চাষী চাষবাসের ব্যবস্থাকে উন্নত করিতে পারিত না। এই কারণে বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশদেশে চাষবাস অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অবস্থায় ছিল, প্রায়ই শস্য উৎপাদন অল্প হইত, দুর্ভিক্ষ দেখা দিত।

ভূমিদাসপ্রথার লেজুড় হিসাবে যে-নিদারুণ করভার ও জমিদারের প্রাপ্য দাসত্ব মুক্তির মূল্য টিকিয়া রহিল তাহা কখনও কখনও চাষীর আয়ের চেয়ে বেশী হইত। সুতরাং চাষীর সর্ব্বনাশ ঘটিল, চাষী ভিক্ষাবৃত্তি করিতে ও গ্রাম ছাড়িয়া উপার্জ্জনের আশায় ঘুরিতে বাধ্য হইল। কলকারখানায় তাহারা কাজ করিতে গেল, মালিকদের পক্ষে সস্তায় মজুর সংগ্রহ করার একটা উপায় জুটিল।

কর্ম্মব্যস্ত, শোষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে জারকে এবং পুঁজিদার-জমিদারদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শেরিফ্, ডেপুটী-শেরিফ, পুলিস কন্স্টেব্ল, চৌকীদার ইত্যাদি লইয়া যেন এক বিরাট বাহিনী মজুরকৃষকদের উপর খবরদারী করিত। ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত দৈহিক দণ্ড প্রচলিত ছিল। ভূমিদাসপ্রথা রদ হইলেও সামান্য অপরাধে কিংবা খাজনা মিটাইয়া না দিলে চাষীদের চাবুক মারা হইত। পুলিস ও কসাক্ সৈন্যেরা শ্রমিকদের মারধর করিত, বিশেষত যখন মালিকেরা তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ করায় তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ রাখিত। জারের আমলে মজুরকৃষকের কিছুমাত্র রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। জারের স্বৈরশাসন ছিল জনগণের সব চেয়ে বড় শত্রু।

জারশাসনে রাশিয়া ছিল বহুজাতির কয়েদখানা। রুশ ব্যতীত অন্যান্য বহু জাতি সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল, সর্ব্বদাই নানাভাবে অপমান ও অবজ্ঞা সহ্য করিতে বাধ্য হইত। জারের শাসনে রুশদের শিক্ষা দেওয়া হইত যে অন্যান্য জাতিকে নিকৃষ্ট মনে করা উচিত। সরকারী কাগজপত্রে রুশ ছাড়া সকলকে বলা হইত 'ইনরডট্সি' ('বিদেশী'), তাহাদের প্রতি ঘৃণার ভাব উদ্রেক করা হইত। জারের শাসনে মতলব করিয়া জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ উদ্দীপিত করা হইত, একজাতির বিরুদ্ধে আর এক জাতিকে প্ররোচিত করা হইত, ইহুদীদের উপর

অত্যাচার সংঘটন করা হইত, ককেশসের দক্ষিণে তাতার ও আর্মিনিয়ানরা যাহাতে পরস্পর খুনোখুনি করে তাহার চেষ্টা হইত।

যে-অঞ্চলগুলিতে রুশছাড়া অন্য জাতি বাস করিত, সেখানে সব না হইলেও প্রায় সব সরকারী চাকরী রুশরাই পাইত। সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলিতে ও আদালতে রুশভাষাতেই সকল কাজ হইত। রুশ ছাড়া অন্য যে-কোন জাতির নিজস্ব ভাষায় কাগজ বা বই ছাপানো, কিংবা স্কুলে সেই ভাষায় শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। জাতীয় সংস্কৃতির প্রত্যেক শিখাটী পর্য্যন্ত নিভাইবার জন্য জার-সরকার ব্যাকুল ছিল, জোর করিয়া রুশভাষা ও ভাব সর্ব্বত্র চাপাইবার নীতি অনুসরণ করিত। রুশ ব্যতীত অন্যান্য জাতিসমূহের কাছে জার-সরকার ছিল যেন অত্যাচারী জল্লাদ।

ভূমিদাসপ্রথা রদ হইবার পর পূর্ব্বব্যবস্থার রেশ চলিতে থাকিলেও রুশদেশে ধনিক শিল্পের বিকাশ মোটামুটি দ্রুতই অগ্রসর হইয়াছিল। ১৮৬৫-৯০ এই পঁচিশ বৎসরে বড় বড় কারখানায় ও রেলওয়েতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৭,০৬,০০০ হইতে ১৪,৩০,০০০—অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশী বাড়ে।

গত শতাব্দীর নবম দশকে রুশদেশে বড়দরের ধনিকশিল্প আরও জোর কদমে বাড়িয়া চলে। ঐ দশকের শেষে শুধু ইয়োরোপীয় রাশিয়ার পঞ্চাশটী প্রদেশে বড় কলকারখানা, কয়লাখনি ও রেলওয়ে ইত্যাদিতে শ্রমিকসংখ্যা ছিল ২২,০৭,০০০ ; সমস্ত রাশিয়াতে তাহাদের সংখ্যা ছিল ২৭,৯২,০০০।

ইহারা হইল আধুনিক শিল্পের শ্রমিক। ভূমিদাসপ্রথার যুগে যে ছোট ছোট কারখানা ছিল, কিংবা হাতের কাজ ও অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের তুলনায় ইহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিরাট ধনিক শিল্পায়তনে শ্রমিকদের নূতন এক সমস্বার্থ বোধ জন্মায়, সংগ্রামমুখী বিপ্লবী গুণ তাহাদের মধ্যে দেখা দেয়।

প্রধানত রেলপথ নির্মাণের হিড়িক্ লাগায় গত শতাব্দীর নবম দশকে শিল্পবিকাশেব যেন মরসুম আসে। ১৮৯০—১৯০০, এই দশ বৎসরে ২১০০০ ভের্স্টের উপর নূতন রেললাইন পাতা হয়। রেলবাড়ার দরুণ (ইঞ্জিন, গাড়ী ও পাতিবার রেলেব জন্য) লোহার চাহিদা খুব বাড়ে, জ্বালানির জন্য কয়লা ও তৈলের চাহিদাও বাড়ে। ফলে ধাতব ও জ্বালানি শিল্পের সংবর্দ্ধন ঘটে।

সকল ধনিক দেশের মত, বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশদেশেও শিল্প ব্যবস্থায় মরসুমের পর সঙ্কট আসিত, কাজকর্ম্ম প্রায় বন্ধ হইত, শ্রমিকশ্রেণী কঠোর আঘাত পাইত, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হইয়া দারিদ্র্যের শিকলে আটক পড়িত।

রুশদেশে ভূমিদাসপ্রথা বিলোপেব পব ধনিকশিল্পের বিকাশ দ্রুত ঘটিলেও অর্থনৈতিক প্রগতির দিক হইতে রুশদেশ অন্যান্য ধনিকদেশের বহু পশ্চাতে পড়িযাছিল। দেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা খুবই বেশী ছিল। "রুশদেশে ধনিকবাদেব বিকাশ" নামে বিখ্যাত গ্রন্থে লেনিন ১৮৯৭ সালের আদমশুমারী হইতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে মোট লোকসংখ্যার $\frac{4}{5}$ ভাগ কৃষিকর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল, আর বাকী $\frac{1}{5}$ ভাগ ছোট বড কলকাবখানায়, ব্যবসাতে, রেলপথ ও জলপথে, গৃহনির্ম্মাণ ও অন্যান্য নানাবকম পাঁচমিশেলি কাজে লাগিযা থাকিত।

সুতবাং দেখা যায যে ধনিকবাদ বাড়িতে থাকিলেও রুশদেশ ছিল কৃষিপ্রধান, অর্থনীতির দিক হইতে পশ্চাৎপদ, নিম্নমধ্যবিত্ত দেশ। অর্থাৎ, তখনও সামান্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অল্প উৎপাদনশীল ছোট ছোট ক্ষেতখামার ছিল দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু ধনিকবাদ শুধু শহরে নয, গ্রামেও জাঁকিয়া বসিতেছিল। বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশদেশে চাষীরা সংখ্যায় সব চেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু

কৃষকশ্রেণীর মধ্যে ভাঙন ও ভাগাভাগি শুরু হইয়া গিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন কৃষকদের মধ্য হইতে 'কুলাকদের' একটা নূতন স্তর গড়িয়া উঠিতেছিল; ইহারা হইল গ্রামের বুর্জোয়াশ্রেণী। অন্যদিকে বহুচাষী সর্ব্বস্ব হারাইতেছিল বলিয়া গ্রামের গরীব, প্রলেটেরিয়ন্ কিংবা অর্দ্ধ প্রলেটেরিয়ন চাষীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছিল। মাঝারি অবস্থার কৃষকদের সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর কমিতেছিল।

১৯০৩ সালে রুশদেশে প্রায় এককোটী চাষী পরিবার ছিল। "গ্রামের গরীবদের প্রতি" নামে পুস্তিকায় লেনিন হিসাব করিয়াছিলেন যে মোট এই সংখ্যার মধ্যে অন্তত ৩৫' লক্ষ পরিবার এতই গরীব ছিল যে চাষের জন্য কোন ঘোড়া তাহাদের ছিল না। সব চেয়ে গরীব এই চাষীরা সাধারণত তাহাদের জমির সামান্য অংশে বীজবপন করিয়া বাকী জমি 'কুলাকদের' হাতে ছাড়িয়া দিত এবং জীবিকানির্ব্বাহের অন্য উপায়ের সন্ধান করিয়া বেড়াইত। এই চাষীদের অবস্থা সর্ব্বহারাদের (প্রলেটেরিয়ট) প্রায় সামিল ছিল। লেনিন ইহাদের বলিতেন গ্রামের প্রলেটেরিয়ন্ কিংবা অর্দ্ধ-প্রলেটেরিয়ন্।

অপরপক্ষে এক কোটী কৃষকপরিবারের মধ্যে ১৫ লক্ষ ধনী চাষী (কুলাক) পরিবারের হাতে চাষীদের মোট জমির অর্দ্ধেক থাকিত। গরীব ও মাঝারি চাষীকে পিষিয়া রাখিয়া এই কৃষকবুর্জোয়াশ্রেণী বড়লোক বনিয়া যাইতেছিল, ক্ষেতমজুরদের খাটুনি হইতে মুনাফা হস্তগত করিয়া ইহারা গ্রামের পুঁজিদারশ্রেণী হিসাবে খাড়া হইতে লাগিল।

গত শতাব্দীর সপ্তম দশকেই রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণী জাগিতেছিল এবং বিশেষ করিয়া অষ্টম দশকে ধনিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করিয়াছিল। জারের আমলে রুশদেশে শ্রমিকদের নিতান্ত দুর্দ্দশা ছিল। অষ্টম দশকে কলকারখানায় দৈনিক অন্তত ১২½ ঘণ্টা খাটিতে হইত, কাপড়কলে ১৪।১৫

ঘণ্টা কাজ করিতে হইত। স্ত্রীলোক ও শিশুদের কারখানায় খাটাইয়া শোষণ করার ব্যবস্থা নানাস্থানে বাহাল ছিল। শিশুদের প্রাপ্তবয়স্কদের মতই বেশী সময় খাটিতে হইত, কেবল মেয়েদের মত তাহাদেরও মজুরী ছিল অনেক কম। মজুরী এমনিই ছিল অতিমাত্রায় অল্প। অধিকাংশ শ্রমিক মাসে ৭।৮ রুব্লের বেশী পাইত না। লোহার কারখানা ও ঢালাইখানার শ্রমিকেরা সব চেয়ে ভালো মজুরী পাইলেও মাসে ৩৫ রুব্লের বেশী পাইত না। শ্রমিকদের নিরাপদে কাজ করা সম্বন্ধে কোন আইন-কানুন ছিলনা বলিয়া বহু শ্রমিক বিকলাঙ্গ হইত ও মারা যাইত। শ্রমিকদের কোনপ্রকার বীমার ব্যবস্থা ছিল না, ডাক্তার ডাকিতে হইলে শ্রমিককে গাঁটের পয়সা খরচ করিতে হইত। আবাসস্থানের বন্দোবস্ত ছিল ভয়াবহ। কারখানার মালিকেরা যে-ছাউনি বানাইত, সেখানে একটী ছোট কামরায় ১০।১২ জনকে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া থাকিতে হইত। শ্রমিকের পুরা মজুরি না দিয়া প্রায়ই ঠকানো হইত, কারখানামালিকের দোকানে বেজায় দরে জিনিস কিনিতে তাহারা বাধ্য হইত, জরিমানাও তাহাদের ঘাড়ে চাপানো হইত।

এই অসহ্য অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য শ্রমিকরা একত্র দাঁড়াইয়া কারখানামালিকের কাছে সমবেত দাবী পেশ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কাজ বন্ধ রাখিয়া ধর্ম্মঘট করিতে লাগিল। প্রথম দিকে গত শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে যে ধর্ম্মঘটগুলি হইত, সেগুলির কারণ প্রায়ই ছিল অতিরিক্ত জরিমানা, মজুরী লইয়া ঠকানো ও জুয়াচুরি, কিংবা মজুরীর হার কমাইযা দেওয়া।

প্রথম দিকের ধর্ম্মঘটগুলিতে আশাভঙ্গের ফলে মরিয়া হইয়া শ্রমিকেরা কখনও কখনও কলকব্জা চূর্ণ করিত, কারখানার জানালা ভাঙিত এবং কারখানার দোকান ও আফিসঘরগুলিকে ধ্বংস করিত।

শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা বেশী অগ্রসর, তাহারা শীঘ্রই বুঝিল যে ধনিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফল হইতে হইলে সব চেয়ে প্রয়োজন সংগঠন। শ্রমিক ইউনিযন এইভাবে তৈয়ার হইতে লাগিল।

১৮৭৫ সালে ওডেসাতে দক্ষিণ রুশ শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিকদের এই প্রথম সংগঠন ৮।৯ মাস চলিবার পর জার-সরকার ইহাকে চূর্ণ করিযা দেয়।

১৮৭৮ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ শহরে খালটুরিন্ নামে একজন ছুতোর ও অবনর্স্কি নামে এক 'ফিটার' মিস্ত্রীর নেতৃত্বে উত্তর রুশ শ্রমিক ইউনিযন স্থাপিত হয়। ইউনিয়নের কার্য্যপদ্ধতিতে বলা হয় যে ইহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পশ্চিম ইয়োরোপের সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক দলগুলির অনুরূপ। ইউনিয়নের চরম লক্ষ্য ছিল সোশালিস্ট বিপ্লব—"বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একান্ত ন্যায়বিরোধী বলিযা তাহাকে উল্টাইয়া ফেলা।" ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অব্নর্স্কি কিছুকাল বিদেশে ছিলেন এবং মার্ক্স্বাদী সোশাল-ডেমক্রাটিক দলগুলি ও মার্ক্স্-পরিচালিত প্রথম ইণ্টারন্যাশনালের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। উত্তর রুশ শ্রমিক ইউনিয়নের কার্য্যপদ্ধতিতে ইহার ছাপ পড়িয়াছিল। আপাতত ইউনিয়নের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার (বক্তৃতা, ছাপাখানা ও সভাসমিতি করিবার অধিকার) আয়ত্ত করা। অবিলম্বে যাহাতে শ্রমিকদের দৈনিক খাটিবার সময় কমানো হয়, তাহার দাবী করা হইয়াছিল।

ইউনিয়নের মেম্বারসংখ্যা শীঘ্রই দুইশত হইল, দরদীর সংখ্যাও প্রায় দুইশত হইল। শ্রমিক ধর্ম্মঘটে অংশ গ্রহণ করিয়া ইউনিয়ন শ্রমিকদের পরিচালনা করিতে লাগিল। জারের সরকার তাই এই শ্রমিক ইউনিয়নকেও ভাঙিয়া দিল।

কিন্তু সরকারী দমননীতি সত্ত্বেও শ্রমিক আন্দোলন বাড়িতে লাগিল, জেলা হইতে জেলায় ছড়াইয়া পড়িল। গত শতাব্দীর .অষ্টম দশকে অনেকগুলি ধর্ম্মঘট হইল। ১৮৮১-৮৬ এই পাঁচ বৎসরে ৪৮টি ধর্ম্মঘট হয়, ৮০,০০০ শ্রমিক তাহাতে লিপ্ত থাকে।

১৮৮৫ সালে অরেখভো-জুইয়েভোতে মরোজভ্ মিলে যে-বিরাট ধর্ম্মঘট হয়, তাহা বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এই মিলে প্রায় ৮০০০ শ্রমিক কাজ করিত। দিনের পর দিন কাজের ব্যবস্থা খারাব হইতে লাগিল, ১৮৮২ হইতে ১৮৮৪-এর ভিতর পাঁচবার মজুরী ছাঁটাই হয়, আর শেষদিকে এক ধাক্কায় মজুরী শতকরা পঁচিশ টাকা কমানো হয়। এ ছাড়া মালিক মরোজভ্ জরিমানা চাপাইয়া শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করিত। ধর্ম্মঘটের পর আদালতে বিচারের সময় হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া যায় ও সকলে জানিতে পারে যে এক রুব্‌ল মজুরীর মধ্যে ৩০ থেকে ৫০ কোপেক্ (অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক) জরিমানা হিসাবে মালিকের পকেটে যাইত। শ্রমিকরা আর বেশীদিন এই চুরি সহ্য করিতে পারে নাই বলিয়া ১৮৮৫-এর জানুয়ারী মাসে ধর্ম্মঘট শুরু হয়। পূর্ব্ব হইতে ধর্ম্মঘটের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। পিওত্র মোযসেয়েঙ্কো নামে রাজনীতির দিক হইতে অগ্রসর একজন শ্রমিক এ ধর্ম্মঘটের নেতৃত্ব করেন। ইনি উত্তর রুশ শ্রমিক ইউনিয়নের সভ্য ছিলেন এবং পূর্ব্বেই কিছু বিপ্লবী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ধর্ম্মঘটের অব্যবহিত পূর্ব্বে মোযসেয়েঙ্কো ও অন্যান্য শ্রেণীসচেতন তাঁতমজুর মিলমালিকের কাছে পেশ করিবার জন্য অনেকগুলি দাবী খসড়া করেন, শ্রমিকদের এক গোপন সভায় দাবীগুলি গৃহীত হয়। জোর করিয়া জরিমানা চাপানো বন্ধ হউক, এই ছিল প্রধান দাবী।

সশস্ত্র সিপাহী আসিয়া ধর্ম্মঘট দমন করে। ছয়শতেরও বেশী শ্রমিক গ্রেপ্তার হয়, অনেককে আদালতে হাজির করানো হয়।

১৮৮৫ সালে আইভানোভো-ভজ্ নেসেন্স্কের কারখানাগুলিতে অনুরূপ ধর্ম্মঘট হয়।

পর বৎসর জারের সরকার শ্রমিক আন্দোলনের বৃদ্ধিতে ভয় পাইয়া জরিমানা সম্বন্ধে এক আইন বাহাল করিতে বাধ্য হয়। এই আইন অনুসারে জরিমানার টাকা মালিকের পকেটে না গিয়া শ্রমিকদের দরকারেই খরচ করা হইবে বলা হয়।

মরোজভ্ কারখানা ও অন্যত্র ধর্ম্মঘটের ফলে শ্রমিকরা বুঝিল যে একজোট হইয়া সংগ্রাম করিলে অনেক কিছু সুবিধা আদায় করা যায়। শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করিবার জন্য শ্রমিকদের মধ্য হইতেই সুদক্ষ নেতা ও সংগঠক বাহির হইয়া আসিতে লাগিলেন।

ঐ একই সময়ে শ্রমিক-আন্দোলন বৃদ্ধির ভিত্তিতে ও পশ্চিম ইয়োরোপের শ্রমিক-আন্দোলনের প্রভাবে রুশদেশে প্রথম মার্ক্স্বাদী সংস্থা গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

২। রুশদেশে নারদিজম্ (পপ্যুলিজম্) এবং মার্ক্স্বাদ— প্লেখানভ এবং তাঁহার "শ্রমিকমুক্তি" সংঘ— নারদিজ্মের বিরুদ্ধে প্লেখানভের সংগ্রাম— রুশদেশে মার্ক্স্বাদের প্রসার

মার্ক্সবাদী সংঘগুলি দেখা দিবার পূর্ব্বে মার্ক্স্বাদবিরোধী নারদ্নিকেরা (পপ্যুলিস্ট) রুশদেশে বিপ্লবী কাজ করিয়া যাইত।

প্রথম রুশ মার্ক্স্বাদী সংঘ ১৮৮৩ সালে দেখা যায়। বিদেশে, জেনীভা শহরে, প্লেখানভ্ "শ্রমিকমুক্তি" সংঘ স্থাপন করেন। বিপ্লবী

কার্য্যক্রমের জন্য জার-সরকারের অত্যাচার এড়াইবার জন্য তিনি বিদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন্।

প্লেখানভ্ একসময় নিজে একজন নারদ্নিক্ ছিলেন। কিন্তু প্রবাসে মার্ক্স্‌বাদ আলোচনা করিয়া তিনি নারদিজ্‌ম্ পরিত্যাগ করেন ও মার্ক্স্‌বাদের একজন প্রধান প্রচারক হন।

রুশদেশে মার্ক্স্‌বাদ বিস্তারে "শ্রমিকমুক্তি" সংঘের অবদান অল্প নয়। মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্‌সেব লেখা "কমিউনিস্ট ইস্তেহার", "মজুরী, মজুর ও পুঁজি", "সমাজতন্ত্রবাদ—কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক," ইত্যাদি গ্রন্থ তাঁহারা রুশভাষায় অনুবাদ করিয়া বিদেশে ছাপাইয়া গোপনে দেশের মধ্যে প্রচার করেন। প্লেখানভ্, জাসুলিচ্, আক্সেল্‌রড্ প্রভৃতি সংঘের সদস্যেরা অনেকগুলি বইয়ে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে মার্ক্স্-এঙ্গেল্‌সের শিক্ষার ব্যাখ্যা করেন।

সর্ব্বহারাদের মহান্ শিক্ষাগুরু মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্‌স্ 'আকাশ-বিহারী' সোশালিস্টদের মত খণ্ডন করিয়া প্রথম বুঝাইয়া দেন্ যে সোশালিজ্‌ম্ স্বপ্নচারীদের ('য়ুটোপিয়ন্') আবিষ্কার নয়, সোশালিজ্‌ম্ আধুনিক ধনিক সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। তাঁহারা দেখাইয়া দেন্ যে ভূমিদাসপ্রথার মত ধনিকবাদেরও পতন হইবে, আর যাহারা ধনিকতন্ত্রের কবর খুঁড়িবে, সেই সর্ব্বহারা শ্রমিকশ্রেণীকে ধনিকতন্ত্রই সৃষ্টি করিতেছে। তাঁহারা প্রমাণ করেন যে প্রলেটেরিয়টের শ্রেণীসংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে বুর্জোয়া শ্রেণীর পরাজয় ও প্রলেটেরিয়টের জয়ই পৃথিবী হইতে ধনিকবাদ ও শোষণপ্রথা অবলুপ্ত করিবার একমাত্র উপায়।

মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্‌স্ প্রলেটেরিয়টকে শিক্ষা দেন্ যে তাহাদিগকে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

ও ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ ধনিক সমাজ বিকাশের বিধিগুলি আবিষ্কার করেন এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রমাণ করেন যে ধনিকসমাজের বিকাশ ও সমাজের মধ্যে অবিরাম শ্রেণীসংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইল ধনিকতন্ত্রের পতন, প্রলেটেরিয়টের বিজয়, সমাজে প্রলেটেরিয়টের একাধিপত্য।

মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ শিক্ষা দেন্ যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধনিকদের ক্ষমতা লুপ্ত করিয়া ধনিক সম্পত্তিকে সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করা অসম্ভব। বুর্জোয়াশ্রেণীর উপর বিপ্লবী আক্রমণ করিয়া, প্রলেটেবিয়ন্ বিপ্লবের হাতিয়ার লইয়া, প্রলেটেরিয়টেব একাধিপত্য দিয়া নিজেদের রাজনৈতিক শাসন সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াই শ্রমিকশ্রেণী এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতে পারিবে, শোষকদের প্রতিরোধ চূর্ণ কবিয়া নূতন, শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজ পত্তন করিতে পারিবে।

মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ শিক্ষা দেন্ যে ধনিকসমাজে কলকারখানার মজুরেরাই সবচেয়ে বিপ্লবী ও সব চেয়ে অগ্রসর শ্রেণী, এবং একমাত্র প্রলেটেরিয়ট শ্রেণীই ধনিকশাসনে যাহারা অসন্তুষ্ট তাহাদের সকলকে নিজের নেতৃত্বে একজোট করিয়া ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে পারে। কিন্তু পুরাতন পৃথিবীকে পরাজিত করিয়া নূতন শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি করিতে হইলে, প্রলেটেরিয়টের নিজের শ্রমিকদল প্রয়োজন। এই দলকেই মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ 'কমিউনিস্ট পার্টি' নাম দেন।

মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্সের মতবাদ প্রচারের কাজে রুশদেশে প্রথম মার্ক্স্বাদী প্রতিষ্ঠান প্লেখানভের "শ্রমিকমুক্তি" সংঘ আত্মনিয়োগ করে।

রুশদেশে যখন কোনও সোশাল-ডেমক্রাটিক আন্দোলন শুরু হয় নাই, তখনই বিদেশে রুশ কাগজপত্রে "শ্রমিকমুক্তি" সংঘ মার্ক্স্বাদের ধ্বজা তুলিয়া ধরে। আন্দোলনের জন্য মতবাদের দিক্ হইতে দেশকে প্রথমে

তৈয়ার করার প্রয়োজন ছিল। মার্ক্‌স্‌বাদ ও সোশাল-ডেমক্রাটিক আন্দোলনের প্রসারের পথে প্রধান বাধা ছিল এই যে নারদ্‌নিকদের চিন্তাধারা তখন প্রগতিশীল শ্রমিক ও বিপ্লবপন্থী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল।

রুশদেশে ধনিকবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকেরাই সংগঠিত বিপ্লবী সংগ্রাম চালাইতে সক্ষম এক শক্তিশালী ও অগ্রসর শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু নারদ্‌নিকেরা শ্রমিকশ্রেণীব এই প্রধান ভূমিকার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে নাই। রুশ নারদ্‌নিকেরা ভুল করিয়া ভাবিত যে কৃষকেরাই প্রধান বিপ্লবীশক্তি, মজুরেরা নয়। তাহারা আশা করিত যে কৃষকবিদ্রোহ দ্বারাই জার ও জমিদারদের শাসনকে বিপর্য্যস্ত করা যাইবে। শ্রমিকশ্রেণীকে তাহারা চিনিত না, তাহারা জানিত না যে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া, শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালনায় অগ্রসর না হইলে কৃষকেরা জার ও জমিদারদের শাসনকে বিকল করিতে পারিত না। নারদ্‌নিকেরা বুঝিত না যে শ্রমিকশ্রেণীই সমাজে সব চেয়ে বিপ্লবী, সব চেয়ে আগুয়ান্ শ্রেণী।

নারদ্‌নিকেরা প্রথমে জারশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য চাষীদের জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। এই উদ্দেশ্য লইযা শিক্ষিত তরুণ বিপ্লবীরা চাষীর পোষাক পরিয়া গ্রামে গ্রামে গেল—"জনগণের কাছে" গেল, এই কথা তখন শোনা যাইত। 'নারদ্' অর্থে 'জনগণ'; 'নারদ্‌নিক্' নামকরণ এইজন্য হইয়াছে। কিন্তু চাষীদের সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান ও সহানুভূতি না থাকার দরুণ তাহারা চাষীদের কাছে কোন সমর্থন পাইল না। তাহাদের অধিকাংশই জারের পুলিসের কবলে পড়িল। তখন নারদ্‌নিকেরা স্থির করিল যে জনগণের সমর্থন বিনা তাহারা একাই জারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়িবে এবং এর ফলে তাহারা আরও মারাত্মক ভুল করিয়া চলিল।

'নারদ্‌নায়া ভলিয়া' ("জনগণের মুক্তি") নামে নারদ্‌নিক্‌দের এক গোপন প্রতিষ্ঠান জারকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিল। ১৮৮১ সালের ১লা মার্চ এই দল একটা বোমা ছুড়িয়া জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যা করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে জনসাধারণের কিছুমাত্র উপকার হয় নাই। কয়েকজনকে হত্যা করিয়া জারের স্বৈর শাসনকে বিপর্য্যস্ত করা গেল না, জমিদারশ্রেণীর বিলোপও ঘটিল না। মৃত জারের জায়গায় নূতন জার, তৃতীয় আলেকজান্দার বসিল, শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থা পূর্ব্বের চেয়ে খারাব হইল।

কয়েকজনকে হত্যা করিয়া ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের রাস্তায় অগ্রসর হইয়া জারশাসনকে পর্য্যুদস্ত করার যে-মতলব নাবদ্‌নিকেরা করিযাছিল, সে মতলব ভুল এবং তাহাতে বিপ্লবেরই ক্ষতি হইল। নাবদ্‌নিকের একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে কয়েকজন উদ্যোগী "বীর" থাকিবে, আর নিষ্ক্রিয "জনতা" তাহাদের কার্য্যকলাপের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। এই ধারণাই ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের বনিয়াদ। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ইতিহাস সৃষ্টি করে মাত্র কয়েকজন মহারথী, আর জনসাধারণ, শ্রেণী, "জনতা" (নারদ্‌নিক্‌ লেখকেরা অবজ্ঞাসূচকভাবে ইহাদিগকে "ইতর লোকের ভিড়" বলিয়া বর্ণনা করেন) সচেতন, সংগঠিত কাজ করিতেই অক্ষম, তাহারা শুধু অন্ধভাবে "বীর নায়কদের" পথ অনুসরণ করিতে পারে। এই কারণে নারদ্‌নিকেরা চাষী ও মজুরদের মধ্যে বিপ্লবী প্রচার কার্য্য বন্ধ করিয়া ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের দিকে যায়। তাহাদের প্ররোচনায় তখনকার একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, স্টেপান্‌ খাল্‌টুরিন্‌, বিপ্লবী মজুর ইউনিয়ন গঠনের কাজ ছাড়িয়া সন্ত্রাসবাদে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে।

শোষকশ্রেণীর কয়েকজন প্রতিনিধিকে হত্যা করিয়া বিপ্লব কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নাই, বরঞ্চ নারদ্‌নিক্‌দের কার্য্যকলাপ শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে

শ্রেণীহিসাবে সংগ্রামের দিক হইতে শ্রমিক জনসাধারণের মনকে ভিন্নপথে লইয়া যায়। শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের বিপ্লবী উদ্যোগ ও উৎসাহের বিকাশ এভাবে বিশেষ বাধা পায়।

নারদনিক্‌দের জন্য শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবে তাহাদের প্রধান ভূমিকার অর্থ বুঝিতে পারে নাই, তাহাদের স্বতন্ত্র স্বাধীন দল খাড়া হইতেও অনেক দেরী হয়।

নারদনিক্‌দের গোপন সংস্থা জার-সরকার চূর্ণ করিলেও বিপ্লবপন্থী শিক্ষিতশ্রেণী বহুদিন নারদনিক্ মতবাদের অনুরাগী হইয়া রহিল। যে-সব নারদনিক্ জারের দমননীতি এড়াইতে পারিয়াছিল, তাহারা রুশদেশে মার্কস্‌বাদ প্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ চালাইল, শ্রমিক সংগঠনকে বাধা দিল।

সুতরাং রুশদেশে মার্কস্‌বাদ নারদিজ্‌মের বিরুদ্ধে লড়িয়াই প্রসার লাভ কবিল, শক্তিবৃদ্ধি করিল।

প্লেখানভের "শ্রমিকমুক্তি" সংঘ নারদনিক্‌দের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন কবিতে লাগিল এবং কিভাবে নাবদনিজ্‌ম্ এবং উহার সংগ্রামপ্রণালী শ্রমিক আন্দোলনকে পঙ্গু করিতেছিল, তাহা প্রমাণ করিল।

নারদনিক্‌দের বিরুদ্ধে তাঁহার রচনাবলীতে প্লেখানভ্ দেখাইলেন যে নারদনিকেরা নিজেদের সোশালিস্ট বলিলেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে তাহাদের মতবাদের কিছুমাত্র মিল নাই।

প্লেখানভই প্রথম নারদনিক্‌দের ভ্রান্ত ধারণাগুলির মার্কস্‌বাদী খণ্ডন প্রচার করেন। নারদনিক্ মতের বিরুদ্ধে নিপুণ আঘাত দিয়া প্লেখানভ মার্কস্‌বাদের পক্ষে নানাযুক্তির সমুজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেন।

নারদনিক্‌দের কোন্ কোন্ প্রধান ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য প্লেখানভ যুক্তির হাতুড়ি চালাইয়াছিলেন?

প্রথম, নারদনিকেরা বলিত যে রুশদেশে ধনিকবাদ "হঠাৎ" উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে, ইহার কোন বিকাশ ঘটিবে না, আর তাই প্রলেটেরিয়েট শ্রেণীরও কোন বিকাশ ঘটিবে না, শক্তি বাড়িবে না।

দ্বিতীয়, নারদনিকেরা বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীকে সর্ব্বাগ্রগামী শ্রেণী মনে করিত না। প্রলেটেরিয়টকে বাদ দিয়া সোশালিজ্‌মের স্বপ্ন তাহারা দেখিত। তাহারা মনে করিত যে, শিক্ষিতশ্রেণীর পরিচালনায় চাষীরাই ছিল প্রধান বিপ্লবী শক্তি, তাহারা ভাবিত যে চাষীদের পল্লীসমাজ ('কমিউন্') হইতেই সোশালিজ্‌মের জন্ম হইবে, সোশালিস্ট সমাজ গড়িয়া উঠিবে।

তৃতীয়, মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে নারদনিক্‌দের ধারণা ছিল একদম ভুল ও হানিকর। সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের তত্ত্ব তাহারা জানিত না, বুঝিত না।* এক্ষেত্রে তাহারা একেবারে পশ্চাৎপদ ছিল। তাহাদের মতে বিরাট শ্রেণীরা ইতিহাস গড়ে না, শ্রেণীসংগ্রামে ইতিহাস গড়িয়া উঠে না, শুধু যে-কয়েকজন মহারথী "বীরকে" জনসাধারণ, "ইতর জনতা", শ্রেণী ইত্যাদি অন্ধভাবে মানিয়া চলে, তাহারাই ইতিহাস সৃষ্টি করে।

নারদনিক্‌দের সঙ্গে লড়িবার জন্য ও তাহাদের ভুলভ্রান্তি জাহির করিয়া দিবার জন্য প্লেখানভ অনেকগুলি মার্ক্‌স্‌বাদী পুস্তক লেখেন। এগুলি রুশদেশে মার্ক্‌স্‌বাদীদের শিক্ষার বাহন হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে "সোশালিজ্‌ম্ ও রাজনৈতিক সংগ্রাম," "আমাদের মতবিভেদ", "ইতিহাসের একত্ববাদী ব্যাখ্যা বিষয়ে আলোচনা," ইত্যাদি রুশদেশে মার্ক্‌স্‌বাদের জয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

প্লেখানভ তাঁহার গ্রন্থাবলীতে মার্ক্‌স্‌বাদের মৌলিক তত্ত্বগুলির বিশ্লেষণ করেন। ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত "ইতিহাসের একত্ববাদী ব্যাখ্যা বিষয়ে

আলোচনা" বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লেনিন বলেন যে এই বই "রুশদেশে সম্পূর্ণ এক পুরুষ মার্ক্‌স্‌বাদীকে শিক্ষিত করিতে" সাহায্য করিয়াছে।

নারদ্‌নিক্‌দের বিরুদ্ধে লিখিত গ্রন্থাবলীতে প্লেখানভ দেখান যে নারদ্‌নিকেরা যে-ভাবে "রুশদেশে ধনিকবাদ বাড়িয়া চলিবে কি না?" এই প্রশ্ন তুলিয়াছিল, তাহা একেবারে অসঙ্গত। তিনি বলেন যে বস্তুত, রুশদেশ তখনই ধনিক বিকাশের পথে প্রবেশ করিয়াছিল। নানা তথ্য দেখাইয়া তিনি একথা প্রমাণ করেন ও বলেন যে কোন শক্তিই দেশকে এপথ হইতে ঘুরাইতে প্যারিবে না।

বিপ্লবীদের কর্ত্তব্য রুশদেশে ধনিক বিকাশের পথ রোধ করা নয়— কোনক্রমেই তাহাদেব পক্ষে একাজ করাও সম্ভব ছিল না। তাহাদের কর্ত্তব্য হইল ধনিকতন্ত্রের অগ্রগতির ফলে যে সব চেয়ে জোবদার বিপ্লবী শ্রেণী দেখা দিল, সেই শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় সমর্থন পাওয়া, শ্রমিকদের শ্রেণীচৈতন্যকে জাগাইয়া তোলা, সংগঠিত করা ও তাহাদের নিজস্ব শ্রমিকদল সৃষ্টি করিতে সাহায্য করা।

নাবদ্‌নিক্‌দের দ্বিতীয় প্রধান ভুল হইল বিপ্লবী সংগ্রামে প্রলেটেরিয়টকে সর্ব্বাগ্রগামীস্থান না দেওয়া। প্লেখানভ এই ভুল ভাঙিয়া দিলেন। নাবদ্‌নিকেরা রুশদেশে প্রলেটেরিয়টের (সর্ব্বহারা শ্রমিকশ্রেণী) আবির্ভাবকে একটা "ঐতিহাসিক দুর্দৈব" মনে করিত, সমাজদেহে "প্রলেটেরিয়নিজ্‌মের ক্ষত" সম্বন্ধে আক্ষেপ করিত। মার্ক্‌সের শিক্ষার সমর্থনে প্লেখানভ্‌ দেখাইলেন যে মার্ক্‌স্‌বাদ রুশদেশে সম্পূর্ণ প্রয়োজ্য এবং সংখ্যায় চাষীরা শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় খুবই বেশী হইলেও প্রলেটেরিয়ট এবং তাহার শক্তিবৃদ্ধির উপর বিপ্লবীদের প্রধান আশা ও অবলম্বন হইবে।

প্রশ্ন উঠিল যে প্রলেটেরিয়টের উপর বিপ্লব নির্ভর করিবে কেন?

কারণ, সংখ্যায় অল্প হইলেও প্রলেটেরিয়ট হইল এমন একটি

শ্রমিকশ্রেণী যাহা উৎপাদন ব্যবস্থার সব চেয়ে প্রগতিশীল রূপ, অর্থাৎ বড় বড় কলকারখানার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ ভবিষ্যতে বহুদূর অগ্রসর হইতে সক্ষম।

কারণ, প্রলেটেরিয়ট, শ্রেণী হিসাবে, বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়া চলিতেছিল; রাজনৈতিকভাবে শক্তিসংগ্রহ করিতেছিল; বড় বড় কলকারখানায় একত্র কাজ করিত বলিয়া সহজেই নিজেদের সংগঠন খাড়া করিতে পারিত; এবং বিপ্লবে নিজেদের শিকলছাড়া সর্ব্বহারাদের আর কিছু হারাইবার আশঙ্কা না থাকায়, সব চেয়ে বিপ্লবীশ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হইল।

চাষীদের অবস্থা ছিল এ থেকে অনেক তফাৎ।

সংখ্যায় বিপুল হইলেও শ্রেণীহিসাবে চাষীরা উৎপাদন ব্যবস্থার সব চেয়ে পশ্চাৎপদ ধারা, অর্থাৎ ছোট ছোট জমিতে উৎপাদন লইয়া-ব্যস্ত ছিল বলিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ছিল না, হইতেও পারিত না।

শ্রেণীহিসাবে শক্তিবৃদ্ধি দূরে থাক্, চাষীদের মধ্যে ক্রমেই ভাঙন বাড়িতেছিল, ধনী চাষীরা ('কুলাক্') বুর্জোয়ার দলে ভিড়িল, গরীব চাষীরা প্রলেটেরিয়ন্ বা অর্দ্ধ-প্রলেটেরিয়ন্ পর্য্যায়ে পড়িল। এছাড়া চাষীদের জমি ছড়ানো অবস্থাতে থাকায় তাহারা প্রলেটেরিয়টের মত সহজে সংগঠন বানাইতে পারিত না, সামান্য নিজস্ব সম্পত্তি থাকার দরুণ তাহারা প্রলেটেরিয়টের মত উৎসাহ লইয়া বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিত না।

নারদ্নিকেরা বিশ্বাস করিত যে রুশ দেশে সোশালিজ্ম্ প্রলেটেরিয়ন্ একাধিপত্য মারফৎ আসিবে না, বরঞ্চ চাষীদের যে পঞ্চায়েৎকে ('কমিউন্') তাহারা সোশালিজ্মের অঙ্কুর ও বনিয়াদ মনে করিত, সেই পল্লীব্যবস্থার মধ্য দিয়াই আসিবে। কিন্তু আসলে 'কমিউন্' সোশালিজ্মের অঙ্কুর ছিল না, বনিয়াদও ছিল না, কখনও তাহা হইতেও পারিত না।

'কমিউনে' প্রভুত্ব করিত সেই কুলাক্‌রা যাহারা লোভী জোঁকের মত গরীব চাষী, ক্ষেতমজুর ও মাঝারি অবস্থার চাষীদের মধ্যে দুর্বলদের রক্তশোষণ করিত। নামমাত্র বলা হইত যে কমিউনের অধিবাসী সকলেই জমির মালিক এবং মাঝে মাঝে প্রত্যেক পরিবারে মাথাগুন্‌তি করিয়া সেই অনুপাতে জমি ভাগ করা হইত। কিন্তু ইহাতে অবস্থার কোন অদলবদল ঘটিত না। কমিউনের অধিবাসীদের মধ্যে যাহাদের চাষের ঘোড়া, লাঙল ও বীজ ইত্যাদি থাকিত, তাহারা, অর্থাৎ 'কুলাক্' ও অবস্থাপন্ন চাষীরাই জমি ব্যবহার করিতে পারিত। যে-সব গরীব চাষীর ঘোড়া ছিল না, তাহারা নিজেদের জমি কুলাক্‌দের দিতে বাধ্য হইত ও নিজেরা ক্ষেতমজুর হইয়া খাটিত। সত্য কথা বলিতে গেলে কুলাক্‌দের প্রভুত্বের উপর একটা সহজ মুখোস্ চাপাইবার পক্ষে 'কমিউন্' বা পঞ্চায়েৎ খুবই সাহায্য করিত, সরকারের পক্ষেও সমস্ত চাষীর ঘাড়ে খাজনা দেওয়ার দায়িত্ব ফেলিয়া খাজনা আদায় করার কল হিসাবে, 'কমিউনের' অস্তিত্ব খুবই সুবিধাজনক ছিল। এই কারণেই জারশাসনে চাষীদের 'কমিউনের' উপর হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। 'কমিউন্'কে সোশালিজ্‌মের উৎপত্তিস্থল ও বনিয়াদ মনে করা একেবারে হাস্যকর।

সমাজের বিকাশে "বীরপুঙ্গব" ও বিশিষ্ট মহারথীরা ও তাঁহাদের চিন্তাধারাই যে মূল প্রেরণা জোগান আর জনগণের, "ইতরসাধারণের", জনতার, শ্রেণীর ভূমিকা যে নামমাত্র—নারদ্‌নিকদের প্রধান ভুলগুলির মধ্যে এই তৃতীয় ভুলটিকে প্লেখানভ চূর্ণবিচূর্ণ করেন। তিনি নারদ্‌নিকদের "ভাববাদের" অপরাধে দোষী করেন ও প্রমাণ করেন যে ভাববাদে নয়, মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের "বস্তুবাদেই" সত্য রহিয়াছে।

প্লেখানভ মার্ক্সীয় বস্তুবাদের ব্যাখ্যা ও যথার্থতা প্রতিপন্ন করেন। মার্ক্সীয় বস্তুবাদ অনুযায়ী তিনি দেখান যে কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের চিন্তা

বা ইচ্ছামাফিক সমাজের বিকাশ শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয় না। তিনি দেখান যে সমাজের বিকাশ নির্ভর করে সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বাস্তব অবস্থার বিকাশ কতখানি হইল তাহার উপর ; সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য যে-বাস্তব সম্পদ প্রয়োজন তাহার উৎপাদনপদ্ধতির পরিবর্ত্তনের উপর ; এই বাস্তব সম্পদ উৎপাদনে ব্যস্ত শ্রেণীগুলির পরস্পর সম্পর্কের পরিবর্ত্তনের উপর ; বাস্তব সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে স্থান ও অধিকারের জন্য শ্রেণীগুলির সংগ্রামের উপর। কতকগুলি চিন্তাধারা মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্ণয় করে না, মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই তাহার চিন্তধারাকে নির্ণীত করে। সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের পথে, সমাজে অগ্রণী শ্রেণীর প্রয়োজনের পথে, যে মহারথীদের চিন্তা বা ইচ্ছা বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাঁহারা কার্য্যতঃ নগণ্য হইয়া পড়েন। অন্যপক্ষে যদি তাঁহাদের চিন্তা ও ইচ্ছা নির্ভুলভাবে সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ ও অগ্রণী শ্রেণীর অভাব ইত্যাদি পূরণের কথা প্রকাশ করে, তাহা হইলে মহারথীরা সত্যই মহারথী নামের যোগ্য হইতে পারেন।

জনগণ কেবল জনতার সমষ্টিমাত্র আর মহারথীরাই ইতিহাস সৃষ্টি করেন এবং জনতাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করেন—নারদ্নিকদের এই ধারণার উত্তরে মার্ক্সবাদীরা বলেন যে মহারথীরা ইতিহাস গড়ে না, ইতিহাসই মহারথীদের গড়ে এবং সেই কারণে মহারথীরা জনশক্তিকে সৃষ্টি করেন না, জনশক্তিই মহারথীদের সৃষ্টি করে, ইতিহাসকে আগাইয়া দেয়। বীরেরা, বিখ্যাত মহারথীরা যে-পরিমাণে সমাজের বিকাশের কারণগুলি নির্ভুল ভাবে বুঝিতে পারেন ও উন্নতির পথে সমাজ পরিবর্ত্তনের উপায় নির্দ্ধারিত করিতে পারেন, ঠিক সেই পরিমাণেই তাঁহারা সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। সমাজবিকাশের যথাযথ কারণগুলি না বুঝিলে, নিজেদের "ইতিহাসস্রষ্টা" কল্পনা করিয়া সমাজের ইতিহাসনির্দ্দিষ্ট

প্রয়োজনের বিরুদ্ধে যাইলে, এই সব বিখ্যাত ব্যক্তি হাস্যাস্পদ হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সকল চেষ্টা বিফল হয়, সমাজের কাছে তাঁহারা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়েন।

নারদনিকদের স্থান এই মন্দভাগ্য মহারথীদের দলে।

নারদনিকদের বিরুদ্ধে প্লেখানভের সংগ্রাম ও লেখাগুলির ফলে বিপ্লবীবুদ্ধিজীবীমহলে তাহাদের প্রভাব সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কিন্তু মতবাদ হিসাবে নারদিজ্‌মের ধ্বংস সম্পূর্ণ হইতে তখনও বিলম্ব ছিল। নারদিজ্‌ম্ মার্ক্‌স্‌বাদের শত্রু বলিয়া তাহার উপর চরম আঘাত দিবার ভার লেনিনের উপর পড়িল।

"নারদনায়া ভলিয়া" দলকে সরকার দমন করিবার কিছু পরেই অধিকাংশ নারদনিক্ জার-সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের পথ পরিহার করিয়া আপোসমীমাংসা নীতিগ্রহণের পক্ষে প্রচার চালাইতে থাকে। অষ্টম ও নবম দশকে নারদনিকেরা কুলাকদের (সম্পন্ন চাষী) স্বপক্ষেই কথা বলিতে আরম্ভ করে।

রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক দল খাড়া করিবার জন্য "শ্রমিকমুক্তি" সংঘ কার্য্যক্রমের দুইটি খসড়া তৈয়ার করে (প্রথমটী ১৮৮৪ এবং দ্বিতীয়টী ১৮৮৭ সালে)। রুশদেশে মার্ক্‌স্‌বাদী সোশাল-ডেমক্রাটিক দল গঠনে ইহা ছিল একটী খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূচনা।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই "শ্রমিকমুক্তি" সংঘের কয়েকটী অত্যন্ত গুরুতর ত্রুটী ঘটিল। কার্য্যক্রমের প্রথম খসড়াতে নারদনিক মতবাদের লুপ্তাবশেষ কিছু ছিল; ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের পদ্ধতির সমর্থন ইহাতে থাকে। আবার বিপ্লবের পথে সর্ব্বহারাশ্রেণীই কৃষকদের উপর নেতৃত্ব করিবে ও করা উচিত, কৃষকদের সঙ্গে মিলিয়াই সর্ব্বহারা জারশাসনকে হারাইতে পারে, একথা প্লেখানভ পরিষ্কার বুঝিতে পারেন নাই। প্লেখানভের এমন

ধারণাও ছিল যে বিপ্লবকে বুর্জোয়া উদারনীতিকরা (লিবারল্) সমর্থন করিতে পারে, যদিও অবশ্য সে-সমর্থন অস্থায়ী হইতে বাধ্য, কিন্তু কৃষকদের সম্বন্ধে প্লেখানভ কয়েকটী লেখায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যান। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো যায় যে তিনি বলেন—"বুর্জোয়া ও সর্ব্বহারা ছাড়া আমাদের দেশে এমন কোন সামাজিক শক্তি লক্ষ্য করা যায় না যাহার নিকট সমাজের বর্ত্তমান কর্ত্তৃত্ববিরোধী বা বিপ্লবী সংহতি সমর্থন পাইতে পারে।" (প্লেখানভ) গ্রন্থাবলী, রুশ সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৯)।

পরবর্ত্তী জীবনে প্লেখানভের মেনশেভিক মতবাদের বীজ এই ভ্রান্ত ধারণার ভিতরই ছিল।

এ পর্য্যন্ত "শ্রমিকমুক্তি" সংঘ কিংবা ঐ সময়কার মার্ক্স্‌বাদী চক্রগুলির সঙ্গে শ্রমিক-আন্দোলনের কার্য্যতঃ কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। এই সময়ে শুধু মার্ক্স্‌বাদের সিদ্ধান্ত ও চিন্তাধারা এবং সোশাল-ডেমক্রাটিক কর্ম্মপদ্ধতির মূলসূত্রগুলি দেখা দিয়াছিল মাত্র, রুশদেশে খানিকটা প্রতিষ্ঠাও পাইতে ছিল। ১৮৮৪-৯৪ সালে সোশাল ডেমক্রাটিক আন্দোলন ছোট ছোট আলাদা সংঘ ও চক্রে সীমাবদ্ধ ছিল, এই সংঘ ও চক্রগুলির সঙ্গে শ্রমিক গণ-আন্দোলনের কোন সম্পর্কই ছিল না, কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই অল্প সম্পর্ক ছিল। জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে শিশু যেমন মাতৃগর্ভে বাড়িতে থাকে, তেমনই লেনিনের ভাষায় বলিতে গেলে, সোশাল-ডেমক্রাটিক আন্দোলন তখন "ভ্রূণবৃদ্ধির পথে" ছিল।

"শ্রমিকমুক্তি" সংঘ সম্বন্ধে লেনিন বলেন—"এই দল কেবল সোশাল-ডেমক্রাটিক আন্দোলনের মতবাদ মূলক ভিত্তি স্থাপন করে ও শ্রমিক-আন্দোলনের দিকে প্রথম ধাপ অগ্রসর হয়।"

রুশদেশে শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে মার্ক্স্‌বাদের মিলন ঘটানো এবং "শ্রমিকমুক্তি" সংঘের ভুল সংশোধন করিবার দায়িত্ব পড়িল লেনিনের উপর।

৩। লেনিনের বিপ্লবী কার্য্যাবলী আরম্ভ—সেণ্ট পিটার্সবুর্গে শ্রমিক-শ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের লীগ

বলশেভিকবাদের প্রতিষ্ঠাতা, ভ্লাদিমির ইলিইচ্ উলিয়ানভ্ (লেনিন) ১৮৭০ সালে সিম্বির্স্ক্ শহরে (এখন ইহার নাম উলিয়ানভ্স্ক) জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন, কিন্তু শীঘ্রই বিপ্লবী ছাত্র-আন্দোলনে যোগ দিবার অজুহাতে গ্রেপ্তার হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হন। কাজানে ফেদোজিয়েভ্ নামে একজন যে-মার্ক্স্বাদী চক্র প্রতিষ্ঠা করেন, লেনিন সেখানে যোগ দেন। পরে তিনি যান সামারা শহরে, এবং শীঘ্রই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সেখানকার প্রথম মার্ক্স্বাদী চক্র গঠিত হয়। তখনই লেনিনের মার্ক্স্বাদে গভীর ব্যুৎপত্তি দেখে সকলে আশ্চর্য্য হইত।

১৮৯৩ সালের শেষে তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যান। সেখানকার মার্ক্স্বাদী চক্রগুলিতে তাঁহার প্রথম বক্তৃতাগুলিই সকলকে মুগ্ধ করে। মার্ক্সের রচনাবলী সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ, প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, তখনকার রুশদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মার্ক্স্বাদ প্রয়োগ করা ব্যাপারে তাঁহার ক্ষমতা, শ্রমিকদের আদর্শের জয় যে নিশ্চয়ই হইবে এবিষয়ে তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ও উৎসাহ, সংগঠক হিসাবে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা—এই সব কারণে তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মার্ক্স্বাদীদের অবিসম্বাদিত নেতা হইলেন।

রাজনৈতিক চেতনায় অগ্রসর যে-শ্রমিকদিগকে তিনি ঐ চক্রগুলিতে শিক্ষা দিতেন, তাহাদের আন্তরিক স্নেহ তিনি পাইয়াছিলেন।

তখনকার শ্রমিকচক্রগুলিতে লেনিনের শিক্ষকতার কথা স্মরণ করিয়া বাবুস্কিন্ নামে একজন মজুর বলেন—"বক্তৃতাগুলি খুবই সজীব ও

চিত্তাকর্ষক হইত। আমরা সকলে এই বক্তৃতাগুলি শুনিয়া খুশী হইতাম ও সর্ব্বদাই বক্তার জ্ঞানের প্রশংসা করিতাম।”

১৮৯৫ সালে লেনিন সেন্ট পিটার্সবুর্গের যাবতীয় মার্ক্‌স্‌বাদী শ্রমিকচক্র (প্রায় ২০টী) একটি দলে একত্রিত করেন। এই দলের নাম শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামসংঘ (League of Struggle for the Emancipation of the Working Class)। এইভাবে তিনি বিপ্লবী মার্ক্‌স্‌বাদী শ্রমিকদল গঠন করার পথ নির্ম্মাণ করেন।

শ্রমিকশ্রেণীর গণ-আন্দোলনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা ও শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার কাজের গুরুত্ব তিনি এই দলকে বোঝান। তিনি প্রস্তাব করেন যে রাজনৈতিক চেতনায় অগ্রসর যে-কয়েকজন শ্রমিক আলোচনাচক্রে আসিত তাহাদের কাছে মার্ক্‌স্‌বাদের প্রচার সীমাবদ্ধ না রাখিয়া বিরাট জনগণের কাছে যাইয়া দৈনন্দিন সমস্যা বিষয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন মূলক প্রচার চালানো উচিত। আন্দোলন মূলক গণপ্রচারের দিকে এই গতিনির্দ্দেশ পরে রুশদেশে শ্রমিক আন্দোলনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

নবম দশক ছিল শিল্পবাণিজ্যের সুদিন। শ্রমিকেরা সংখ্যায় বাড়িতেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনেরও শক্তি বৃদ্ধি হইল। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৯ সালের একটা অসম্পূর্ণ বিবরণ হইতে জানা যায় যে তখন অন্তত ২,২১,০০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দেয়। দেশের রাজনৈতিক জীবনে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন একটা বিশিষ্ট শক্তি হিসাবে পরিচিত হইল। শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্বের স্থান অধিকার করিবে, নারদ্‌নিকদের মতখণ্ডনে মার্ক্‌স্‌বাদীদের এই যুক্তির যথার্থতা ঘটনার গতি হইতেই প্রমাণ হইল।

লেনিনের পরিচালনায় “শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামসংঘ” শ্রমিকদের

কাজ করিবার ব্যবস্থায় উন্নতি, অল্পসময় ও উচ্চহারে বেতন প্রভৃতি অর্থনৈতিক দাবীর জন্য সংগ্রামের সঙ্গে জার-শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই একত্র মিলাইয়া দিল। সংগ্রামসংঘ শ্রমিকদের রাজনীতি শিক্ষা দিল।

লেনিনের পরিচালনায় সেণ্ট পিটার্সবুর্গের "শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামসংঘ" হইল রুশদেশে প্রথম সংস্থা যাহা **শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের সঙ্গে সোশালিজ্‌মের সংযোগ** আরম্ভ করিয়াছিল। কোন কারখানাতে ধর্ম্মঘট বাধিলে সংঘের বিবিধ চক্রের কর্ম্মীরা সেই কারখানার যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক খবর জানাইত এবং সংঘ তখনই সেই খবর মাফিক্ ইস্তেহার ও সোশালিস্ট ঘোষণাপত্র বিলি করিত। মালিকরা কিভাবে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করে, শ্রমিকদেরই বা কিভাবে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য লড়াই করা ও দাবী জানানো উচিত, তাহা ঐ সমস্ত ইস্তেহারে পরিষ্কার করিয়া বলা হইত। সমাজদেহে ধনতন্ত্র যে গভীর ক্ষত আনিয়াছে, শ্রমিকদের দারিদ্র্য, সারাদিনে ১২।১৪ ঘণ্টা তাহাদের অসহ্য খাটুনি, ও সকল অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা সম্বন্ধে খাঁটী সত্যকথা ঐ ইস্তেহারগুলিতে থাকিত। সময়োপযোগী রাজনৈতিক দাবীও ইস্তেহার মারফৎ উপস্থাপিত করা হইত। ১৮৯৪ সালের শেষে মজুর বাবুস্কিনের সাহায্য লইয়া লেনিন এ ধরণের প্রথম আন্দোলনমূলক প্রচারপত্র লেখেন ও সেণ্টপিটার্সবুর্গে সেমিয়ানিকভ্ কারখানায় যে-শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশে আবেদন লেখেন। ১৮৯৫ সালের শরৎকালে থর্ন টন্ মিলের স্ত্রী ও পুরুষ ধর্ম্মঘটীদের জন্য লেনিন একটী ইস্তেহার লেখেন। এই মিলের মালিকেরা ছিল ইংরেজ, এবং তাহারা শ্রমিকদের খাটাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতেছিল। এখানে শ্রমিকদের রোজ ১৪ ঘণ্টার উপর খাটিতে হইত, অথচ একজন তাঁতমিস্ত্রির মাসিক মাহিনা ছিল মাত্র ৭ রুব্‌ল। ধর্ম্মঘটে

শ্রমিকদের জয় হয়। অল্পদিনের মধ্যে সংগ্রামসংঘ এই ধরণের অনেক ইস্তেহার ও আবেদনপত্র বিভিন্ন কারখানার মজুরদের কাছে পৌছাইয়া দেয়। প্রত্যেকটী ইস্তেহার শ্রমিকদের মনের জোর বাড়াইতে সাহায্য করে। শ্রমিকরা দেখে যে সোশালিস্টরাই তাহাদের সাহায্য ও স্বার্থরক্ষা করিতেছিল।

১৮৯৬ সালের গ্রীষ্মকালে সংগ্রামসংঘের নেতৃত্বে সেণ্টপিটার্সবুর্গে সুতাকলের ৩০,০০০ মজুর ধর্ম্মঘট করে। প্রধান দাবী ছিল দৈনিক খাটুনির সময় কমানো। ধর্ম্মঘটের ফলে ১৮৯৭ সালের ২রা জুন তারিখে জার-সরকার খাটুনির সময় সাড়ে এগারো ঘণ্টা স্থির করিয়া আইন জারি করিতে বাধ্য হয়। ইহার পূর্বে কারখানায় মজুরদের খাটাইবার সময়ের কোন সীমা ছিল না।

১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জার-সরকার লেনিনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু জেলখানায় থাকিয়াও তিনি বিপ্লবী কাজকর্ম্ম থামান নাই। তিনি কখনও সংগ্রামসংঘকে পরামর্শ ও নির্দেশ দিতেন এবং পুস্তিকা ও ইস্তেহার লিখিতেন। জেলে তিনি "ধর্ম্মঘট" সম্বন্ধে এক পুস্তিকা লেখেন, এবং জার-শাসনের বর্ব্বর অত্যাচারের মুখোস খুলিয়া দিয়া "জার-সরকারের প্রতি" নামে একটী ইস্তেহার রচনা করেন। জেল হইতেই লেনিন দলের কার্য্যতালিকার খসড়া করেন (অদৃশ্য কালির বদলে তিনি দুধ ব্যবহার করিতেন এবং লিখিতেন একটি ডাক্তারী বইয়ের লাইনগুলির ফাঁকে ফাঁকে)।

সেণ্টপিটার্সবুর্গের সংগ্রামসংঘ রুশ দেশের অন্যান্য প্রদেশ ও শহরের শ্রমিক সংস্থাগুলিকে অনুরূপ সংঘে সংঘটিত করার কাজে প্রবল উৎসাহ সঞ্চার করে। নবম দশকের মাঝামাঝি সময় ট্রান্স্-ককেশিয়াতে (ককেশস্ পর্ব্বতমালার দক্ষিণে) মার্ক্স্‌বাদী সংগঠন গড়িয়া উঠে। ১৮৯৪ সালে

মস্কোতে একটী শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। নবম দশকের শেষ দিকে সাইবিরিয়াতে এক সোশাল্-ডেমক্রাটিক্ ইউনিয়ন স্থাপিত হয়। ঐ সময় আইভানোভো-ভজ্‌নেসেন্‌স্‌ক্, য়ারোশ্লাভ্‌ল্ ও কস্ত্রোমাতে ছোট ছোট মার্ক্‌স্‌বাদী দল গঠিত হয় এবং তাহারা মিলিয়া সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির উত্তর ইউনিয়ন সৃষ্টি করে। নবম দশকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে রস্টভ-অন্-ডন্, একাটেরিনোশ্লাভ্, কীভ্, নিকোলাইয়েভ্, টুলা, সামারা, কাজান, ওরেখোভো-জুইয়েভো ও অন্যান্য শহরে ছোট ছোট সোশাল-ডেমক্রাটিক দল ও ইউনিয়ন স্থাপিত হয়।

লেনিন বলিতেন, সেণ্টপিটার্সবুর্গের "শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামসংঘের" গুরুত্ব হইল এই যে ইহাতে **শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের সমর্থন লইয়া সংগঠিত বিপ্লবী পার্টির প্রথম সূত্রপাত** হইয়াছিল।

সেণ্টপিটার্সবুর্গ "শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামসংঘের" বিপ্লবী অভিজ্ঞতা লেনিন পরবর্ত্তী যুগে রুশদেশে মার্ক্‌স্‌বাদী সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি গড়িবার কাজে লাগান।

লেনিন এবং তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের গ্রেপ্তারের পর সংঘের নেতৃত্বে যথেষ্ট অদলবদল হইল। নূতন লোক আসিয়া নিজেদের "নবীন" বলিয়া প্রচার করিল, লেনিন ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের "বুড়োর দলে" ফেলিল। ইহারা রাজনীতিক্ষেত্রে ভুল পথ ধরিয়া চলিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে শ্রমিকদের কেবল মালিকদের বিরুদ্ধে মজুরী লইয়া অর্থনৈতিক সংগ্রামে ডাকা উচিত; রাজনৈতিক সংগ্রাম হইল উদারনীতিক বুর্জোয়াদের ব্যাপার, তাহাদের হাতেই সে-সংগ্রামের নেতৃত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

ইহাদের নাম দেওয়া হয় "অর্থনীতিবাদী" (Economists) (অর্থাৎ যাহারা শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনীতি হইতে আলাদা সরাইয়া কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রামের স্তরে আটকাইয়া রাখিতে চায়)।

রুশদেশে মার্ক্স্‌বাদী সংগঠনের মধ্যে ইহারাই প্রথমে আপোস মীমাংসার পক্ষপাতী সুবিধাবাদীরূপে দেখা দেয়।

৪। নারদিজ্‌ম্‌ ও "আইনসঙ্গত মার্ক্স্‌বাদের" বিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রাম—শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রী সম্বন্ধে লেনিনের মত—রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিকপার্টির প্রথম কংগ্রেস

যদিও গত শতাব্দীর অষ্টম দশকেই প্লেখানভ্‌ নারদ্‌নিক মতবাদকে জবরদস্ত আঘাত দিয়াছিলেন, তাহা হইলেও নবম দশকের প্রথমে বিপ্লবী তরুণ সম্প্রদায়ের কোন কোন অংশে নারদ্‌নিক্‌ মতবাদের প্রতি সহানুভূতি ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তখনও ভাবিতেন যে রুশদেশ ধনতন্ত্রের রাস্তা এড়াইয়া যাইতে পারিবে এবং কৃষকেরাই বিপ্লবে প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে, শ্রমিকশ্রেণী নয়। যে-সব নারদ্‌নিক্‌ অবশিষ্ট ছিল তাহারা রুশদেশে মার্ক্স্‌বাদের প্রচার আটকাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত। মার্ক্স্‌বাদীদের বিপক্ষে লড়িত এবং সর্ব্বপ্রকারে অপদস্থ করার চেষ্টা করিত। তাই মার্ক্স্‌বাদের বিস্তার ঘটাইয়া সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি গঠনের পথে বাধা দূর করিতে হইলে নারদিজ্‌ম্‌কে একেবারে খতম করিয়া দেওয়া দরকার ছিল।

এই কাজ লেনিন সুসম্পন্ন করেন।

১৮৯৪ সালে "'জনগণের বন্ধুরা' কি ধরণের এবং তাহারা কিভাবে সোশাল-ডেমক্রাটদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে" নামে একটা বইয়ে লেনিন পরিষ্কারভাবে নারদ্‌নিকদের আসলরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া দেন, তাহারা যে "জনগণের কপট বন্ধু" এবং কাজের সময় জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধেই যায় তাহা প্রমাণ করেন।

আসলে নবম দশকের নারদ্নিক্‌রা বহুপূর্ব্বেই জারশাসনের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বিপ্লবী সংগ্রাম পরিহার করিযাছিল। তাহাদের মধ্যে উদারনীতিকরা ('লিবারল্') জার-সরকারের সঙ্গে আপোসের কথা প্রচার করে। তখনকার নারদ্নিক্‌দের সম্বন্ধে লেনিন লেখেন, "তাহারা মনে করে যে শুধু জার-সরকারের কাছে বেশ ভদ্র ও বিনীত ভাবে নিজেদের নিবেদন' জানাইতে পারিলে সরকার সব ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া দিবে।" (লেনিন, সিলেক্টেড্ ওয়ার্কস্, ইংরেজী সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪১৩)।

নবম দশকের নারদ্নিক্‌রা গরীব চাষীদের অবস্থা, গ্রাম অঞ্চলে শ্রেণীসংঘর্ষ এবং গরীব চাষীদের উপর ধনী চাষীদের ('কুলাক্') অত্যাচার প্রভৃতি ব্যাপার সম্বন্ধে চোখ বুজিয়া ছিল, এবং ধনী চাষীদের কৃষিপদ্ধতির প্রশংসায় শতমুখ হইত। কাজের বেলায় ইহারা কুলাক্‌দের স্বপক্ষের কথাই প্রচার করিত।

সঙ্গে সঙ্গে নারদ্নিক্‌রা তাহাদের সংবাদপত্রে মার্কস্‌বাদীদের গালিগালাজ করিত। তাহারা মতলব করিয়া রুশ মার্ক্‌স্‌বাদীদের মতগুলিকে বিকৃত করিত, মিথ্যা বর্ণনা দিত, এবং বলিত যে মার্ক্‌স্‌বাদীরা গ্রাম অঞ্চল ধ্বংস হউক কামনা করে এবং চায় যে "প্রত্যেক 'মুজিক্' (রুশ চাষী) কারখানার কেটলিতে সিদ্ধ হউক।" নারদ্নিক্‌দের সমালোচনা যে মিথ্যা, তাহা লেনিন প্রমাণ করেন এবং দেখাইয়া দেন যে রুশদেশে ধনতন্ত্র যে বস্তুতঃ বিকাশ পাইতেছে তাহা মার্ক্‌স্‌বাদীর "ইচ্ছার" উপর নির্ভর করে না, ধনতন্ত্র বাড়িতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্য ভাবে সর্ব্বহারা শ্রেণীও (প্রলেটেরিয়েট) বাড়িবে, সর্ব্বহারা শ্রেণীই ধনিক ব্যবস্থার কবর খুঁড়িবে।

লেনিন দেখাইলেন যে নারদ্নিক্‌রা নয়, মার্ক্‌স্‌বাদীরাই জনগণের প্রকৃত বন্ধু, শুধু তাহারাই জমিদার পুঁজিদারদের দাসত্ব উচ্ছেদ করিতে ও জারশাসনকে ধ্বংস করিতে চায়।

"'জনগণের বন্ধুরা' কি ধরণের" এই বইয়ে লেনিন জার, জমিদার ও বুর্জোয়াদের কর্তৃত্ব বরবাদ করিবার প্রধান হাতিয়ার হিসাবে শ্রমিককৃষকের বিপ্লবী ঐক্যের কথা সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিলেন।

এই সময় অনেকগুলি লেখাতে লেনিন তখনকার প্রধান নারদ্‌নিক্‌ দল "নারদনায়া ভলিয়া" এবং পরে নারদ্‌নিক্‌দের উত্তরাধিকারী সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিরা যে রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে লড়েন এবং বিশেষ করিয়া ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের পদ্ধতিকে আক্রমণ করেন। লেনিন মনে করিতেন যে এসব কলকারখানা বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষতি করে, কারণ ইহাতে ব্যক্তিগত মহারথীদের সংগ্রামকে গণসংগ্রামের স্থান দেওয়া হয়। জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনে বিশ্বাসের অভাবই ইহাতে সূচিত হয়।

"'জনগণের বন্ধুবা' কি ধরণের" এই বইযে লেনিন রুশ মার্ক্‌স্‌বাদীদের প্রধান কর্ত্তব্য কি তাহা পরিষ্কার করিয়া জানাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে রুশ মার্ক্‌স্‌বাদীদের প্রথম কর্ত্তব্য ছিল বিচ্ছিন্ন মার্ক্‌স্‌বাদী চক্রগুলিকে একটী সংযুক্ত সোশালিস্ট শ্রমিক পার্টিতে মিলিত করা। তিনি আরও দেখাইলেন যে রুশ শ্রমিকশ্রেণীই চাষীদের সহিত সম্মিলিত হইয়া জারের স্বৈরশাসনকে উচ্ছেদ কনিবে, এবং তাহার পর রুশ প্রলেটেরিয়ট অন্যান্য শ্রমরত ও শোষিত জনগণের সহিত মিলিয়া ও অন্য দেশের সর্ব্বহারাদের সঙ্গে লইয়া বিজয়ী সাম্যবাদী বিপ্লবের উদ্দেশ্যে নিষ্কপট রাজনৈতিক সংগ্রামের সোজা রাস্তায় চলিতে আরম্ভ করিবে।

এইভাবে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে লেনিন শ্রমিকশ্রেণীকে নির্ভুলভাবে সংগ্রামের পথ দেখাইয়াছিলেন, শ্রমিকেরা যে সমাজে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শক্তি এবং কৃষকেরা যে তাহাদের সাথী তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছিলেন।

লেনিন ও তাঁহার অনুবর্ত্তীরা নবম দশকেই নারদনিক্‌দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাহাদের মতবাদকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন।

"বৈধ মার্ক্‌স্‌বাদীদের" (Legal Marxists) বিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রামও খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইতিহাসে সচরাচর দেখা যায় যে যখন বড় বড় সামাজিক আন্দোলন ঘটে, তখন অল্পকালের জন্য আন্দোলনে অনেক "সহযাত্রী" জুটিয়া পড়ে। যাহাদের "বৈধ মার্ক্‌স্‌বাদী" বলা হইত, তাহারা ছিল এইরূপ "সহযাত্রী"। রুশদেশে তখন মার্ক্‌স্‌বাদ বেশ বিস্তৃত হইতেছিল; বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদিগকে তাই মার্ক্‌স্‌বাদী পোশাকে সাজিতে দেখা গেল। তাহারা বৈধ সংবাদপত্র ও সাময়িকগুলিতে, অর্থাৎ জার-সরকার যেগুলি প্রকাশ হইতে দিত, সেগুলিতে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে লাগিল। এই কারণে তাহারা "বৈধ মার্ক্‌স্‌বাদী" বলিয়া পরিচিত হয়।

তাহারা আবার নিজেদের ধরণে নারদিজ্‌মের বিরুদ্ধেও লড়িয়াছিল। কিন্তু এই সংগ্রাম ও মার্ক্‌স্‌বাদের পতাকার সুযোগ লইয়া তাহারা শ্রমিক আন্দোলনকে বুর্জোয়াদের অধীনে ও বুর্জোয়া সমাজের স্বার্থের উপযোগী করিয়া চালাইতে চেষ্টা করে। মার্ক্‌স্‌বাদের সার বস্তু—সর্ব্বহারা বিপ্লবের নীতি ও সর্ব্বহারা একনায়কত্বের কথা তাহারা কাটিয়া দেয়। পিটার স্ট্রুভ্ নামে একজন বিখ্যাত "বৈধ মার্ক্‌স্‌বাদী" বুর্জোয়াদের প্রচুর প্রশংসা করেন এবং ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের ডাক না দিয়া বলেন—"সংস্কৃতির দিক্ হইতে আমাদের অভাব আমরা স্বীকার করি এবং শিক্ষার জন্য ধনতন্ত্রের কাছেই যাই।"

নারদনিক্‌দের বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়া "বৈধ মার্ক্‌স্‌বাদীদের" নারদনিক্‌দের বিপক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব বলিয়া তাহাদের সঙ্গে সাময়িক চুক্তি করা লেনিন সঙ্গত মনে করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নারদনিক্‌দের বিপক্ষে প্রবন্ধাদি একত্রে প্রকাশ করার কথা বলা যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে "বৈধ

মার্ক্স্‌বাদীদের" সমালোচনা করার সময় এবং তাহাদের উদারনৈতিক বুর্জোয়া মনোভাবের স্থযোগ খুলিয়া দিতে লেনিন কখনও ছাড়িয়া কথা বলেন নাই।

এই সব সহযাত্রীদের মধ্যে অনেকে পরে বৈধগণতান্ত্রিক (Constitutional-Democrats, রুশ বুর্জোয়াদের প্রধান দল, Cadets) হন, এবং বিপ্লবের পর গৃহযুদ্ধের সময় পুরোপুরি বিপ্লবেব নিদারুণ শত্রু 'শ্বেতরক্ষীদল' (whiteguards) হইয়া দাঁড়ান।

সেণ্টপিটার্স্‌বুর্গ, মস্কো, কীভ্‌ এবং অন্যান্য স্থানে সংগ্রাম সংঘ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে রুশদেশের পশ্চিমে জাতীয় সীমান্ত প্রদেশগুলিতেও সোশাল-ডেমক্রাটিক সংগঠন গড়িয়া উঠে। নবম দশকে পোলিশ জাতীয় দলে যাহারা মার্ক্স্‌বাদী ছিল, তাহারা দল ছাড়িয়া পোলাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ায় সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি খাড়া করে। নবম দশকের শেষে লাট্‌ভিয়ান সোশাল-ডেমক্রাটিক সংগঠন গড়িয়া উঠে, এবং ১৮৯৭ সালের অক্টোবরে 'বুন্দ্‌' নামে পরিচিত ইহুদীদের সাধারণ সোশাল-ডেমক্রাটিক ইউনিয়ন রুশদেশের পশ্চিম প্রদেশগুলিতে স্থাপিত হয়।

১৮৯৮ সালে সেণ্টপিটার্স্‌বুর্গ, মস্কো, কীভ্‌ ও একাটেরিনোস্লাভের সংগ্রাম সংঘ বুন্দের সহিত মিলিয়া সর্ব্বপ্রথম একত্র হইয়া একটী সোসাল-ডেমক্রাটিক পার্টি গড়িবার চেষ্টা করে। এইজন্য তাহারা রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবর পার্টির প্রথম কংগ্রেস আহ্বান করে। এই কংগ্রেস ১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে মিন্‌স্ক্‌ শহরে বসে।

নয়জন মাত্র সভ্য এই কংগ্রেসে উপস্থিত হন। লেনিন আসিতে পারেন নাই, কারণ তিনি তখন সাইবীরিয়ায় নির্বাসিত অবস্থায় ছিলেন। কংগ্রেসে নির্বাচিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে অতি শীঘ্র গ্রেপ্তার করা হয়। কংগ্রেসের নামে যে-ইস্তেহার প্রকাশ করা হয় তাহা অনেকাংশে আশানুরূপ

হয় নাই। সর্ব্বহারাদের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের সমস্যাকে এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সর্ব্বহারা শ্রেণীর কর্ত্তৃত্বের কথা ইস্তেহারে ছিল না। জারশাসন ও বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্ব্বহারা শ্রেণীর মিত্রদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখই ছিল না।

কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে ও ইস্তেহারে রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবর পার্টি গঠনের সংবাদ ঘোষণা করা হয়।

নিয়মমাফিক এই যে পার্টি গঠন ও ইস্তেহার ঘোষণা করা হইল, ইহাই বিপ্লবী প্রচারের বিরাট ভূমিকাস্বরূপ হইল। রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রথম কংগ্রেসের ইহাই তাৎপর্য্য।

কিন্তু প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইলেও সত্যই তখনও রুশদেশে মার্ক্‌স্‌বাদী কোন সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি গঠিত হয় নাই। বিভিন্ন মার্ক্‌স্‌বাদী চক্র ও দলগুলিকে একত্র করিয়া সংগঠনের দিক হইতে সুগঠিত করার কাজে কংগ্রেস সফল হয় নাই। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক ধরণে কাজ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না, পার্টির কোন কর্ম্মসূচী ছিল না, নিয়মকানুন ছিল না, নেতৃত্ব পরিচালনা করিবার কোন একটা কেন্দ্র ছিল না।

এইসব ও অন্যান্য কারণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে মতবাদমূলক বিভ্রান্তি বাড়িতে থাকে। ফলে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে 'অর্থনীতিবাদ' (Economism) নামে পরিচিত সুবিধাবাদী ধারা প্রশ্রয় পাইতে লাগিল।

এই বিভ্রান্তি দূর করিতে, সুবিধাবাদীদের দোলায়মান মনোবৃত্তি নষ্ট করিতে এবং রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টি গঠনের পথ পরিষ্কার করিতে কয়েক বৎসর ধরিয়া লেনিন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "ইস্ক্রা" (স্ফুলিঙ্গ) সংবাদ পত্রকে দারুণ প্রয়াস করিতে হইয়াছিল।

৫। "অর্থনীতিবাদের" বিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রাম, লেনিনের সংবাদপত্র "ইস্ক্রার" প্রকাশ

রুশ-সোশাল ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রথম কংগ্রেসে লেনিন উপস্থিত ছিলেন না। তখন তিনি সাইবীরিয়াতে শিশেন্স্কয় গ্রামে নির্ব্বাসিত অবস্থায় ছিলেন। সংগ্রাম সংঘের কাজে লাগিয়া ছিলেন বলিয়া জার-সবকার তাঁহাকে দীর্ঘকাল সেণ্টপিটার্স্বুর্গে কারারুদ্ধ রাখিবার পর ঐখানে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল।

কিন্তু নির্ব্বাসনে থাকিয়াও লেনিন বিপ্লবী কাজকর্ম্ম চালাইয়া যাইতেছিলেন। "রুশ দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ" নামে অত্যন্ত গুরুতর গবেষণামূলক বই তিনি সেখানেই লিখিয়া নারদনিক্দের মতবাদকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেন। "রুশ সোশাল-ডেমক্রাটদের কর্ত্তব্য কি?" নামে প্রসিদ্ধ পুস্তিকাখানিও তিনি নির্ব্বাসনে থাকিয়া লেখেন।

প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কাজকর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিলেও লেনিন যাহারা কাজ কবিত তাহাদের সহিত কিছু যোগাযোগ রাখিতেন। তিনি নির্ব্বাসন হইতে চিঠিপত্র লেখালেখি কবিতেন, তাহাদের নিকট হইতে সংবাদ লইতেন ও উপদেশ দিতেন। এই সময় লেনিন "অর্থনীতিবাদীদের" লইয়াই উঠিয়া পডিয়া লাগেন। অন্য সকলের চেয়ে তিনি পরিষ্কার বুঝিয়াছিলেন যে "অর্থনীতিবাদ" হইল আপোসের মনোভাব ও সুবিধা-বাদের প্রধান উৎস, এবং "অর্থনীতিবাদ" শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনে অধিক প্রভাব বিস্তার করিলে সর্বহারার বিপ্লবী আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি হইবে, মার্ক্স্বাদের পরাজয় ঘটিবে।

সুতরাং "অর্থনীতিবাদীরা" আসরে নামিতে না নামিতে লেনিন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করিলেন।

"অর্থনীতিবাদীরা" বলিত যে শ্রমিকরা কেবল অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য লড়িবে, রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাইবে শুধু উদারনীতিক বুর্জোয়ারা, শ্রমিকদের কর্ত্তব্য হইবে তাহাদিগকে সমর্থন করা। এই মত লেনিনের চোখে মার্ক্সবাদ পরিত্যাগেরই সামিল, ইহার অর্থ শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টি গঠনের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা এবং শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনীতিক্ষেত্রে বুর্জোয়াশ্রেণীর একটা লেজুড় বানাইবার চেষ্টা করা।

১৮৯৯ সালে "অর্থনীতিবাদীদের" একদল (প্রকপোভিচ্, কুশকোভা ও অন্য কয়েকজন, যাহারা পরে বৈধ-গণতান্ত্রিক, Constitutional Democrats রূপে দেখা দেয়) একটী ইস্তেহার প্রকাশ করিয়া বিপ্লবী মার্ক্সবাদের বিরোধিতা করে এবং জোর করিয়া বলে যে সর্বহারাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টি গঠন ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দাবী উপস্থাপিত করার চেষ্টাকে দূরে পরিহার করা হউক। "অর্থনীতিবাদীদের" মতে রাজনৈতিক সংগ্রাম হইল উদারনীতিক বুর্জোয়াদের ব্যাপার, আর শ্রমিকদের বেলায় কেবল মালিকদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রামই যথেষ্ট।

সুবিধাবাদীদের এই দলিলখানি পড়িবার পর লেনিন কাছাকাছি যে-সমস্ত মার্ক্সবাদী নির্বাসিত অবস্থায় ছিলেন, তাঁহাদের এক সভা আহ্বান করেন। ১৭ জন সম্মিলিত হন, এবং লেনিনের নেতৃত্বে "অর্থনীতিবাদীদের" মতের তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করেন।

লেনিন এই প্রতিবাদপত্র লিখিয়াছিলেন। সারা দেশে মার্ক্সবাদী সংগঠনগুলির মধ্যে ইহা ছড়াইয়া পড়িল, এবং রুশদেশে মার্ক্সবাদী মতের বিকাশে ও মার্ক্সবাদী পার্টি গঠনের পথে বিরাট স্থান অধিকার করিল।

রুশদেশের বাহিরে সুবিধাবাদী বের্ণস্টাইনের অনুচর "বের্ণস্টাইনবাদী" যে-সমস্ত মার্ক্সবাদবিরোধী সোশাল-ডেমক্রাটিক দল ছিল, রুশ "অর্থনীতিবাদীদের" সঙ্গে তাহাদের মতের সামঞ্জস্য ছিল।

সুতরাং রুশদেশে "অর্থনীতিবাদের" বিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রাম একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সামিল হইল।

"অর্থনীতিবাদের" বিপক্ষে এবং সর্বহারাশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টিগঠনের পক্ষে সংগ্রাম প্রধানত চালাইল লেনিনের অবৈধ সংবাদপত্র "ইস্ক্রা"।

১৯০০ সালের প্রথম দিকে লেনিন এবং সংগ্রাম সংঘের অন্যান্য সদস্য সাইবীরিয়ার নির্বাসন হইতে ফিরিলেন। সমগ্র রুশদেশের জন্য একটী বড অবৈধ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করার কথা লেনিন স্থির করিলেন। তখনও রুশদেশে যে অনেকগুলি ছোট ছোট মার্কস্‌বাদী সংস্থা ছিল সেগুলিকে একত্র সংঘবদ্ধ করা হয় নাই। কমরেড স্টালিনের ভাষায়, যখন "চক্রগুলির সৌখীন রাজনীতি ও কূপমণ্ডুক দৃষ্টিভঙ্গী পার্টিকে আগাগোড়া বিষাক্ত করিতেছিল, যখন পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মতবাদ মূলক বিভ্রান্তি", তখন সারা রুশদেশে ছডাইয়া দিবার জন্য অবৈধ সংবাদপত্র প্রকাশ করা ছিল রুশের বিপ্লবী মার্কস্‌-বাদীদের সবচেয়ে বড কাজ। ঐরকম একটী কাগজই কেবল বিক্ষিপ্ত মার্কস্‌বাদী সংস্থাগুলিকে সংযুক্ত করিতে এবং যথার্থ পার্টিগঠনের পথ পরিষ্কার কবিতে পারিত।

কিন্তু জারের আমলে রুশদেশে পুলিস অত্যাচারের দরুণ ঐরকম কাগজ প্রকাশ করা চলিত না। দুই এক মাসের মধ্যেই জারেব গুপ্ত-চরেরা সন্ধান পাইয়া ইহাকে ধ্বংস করিত। তাই লেনিন স্থির করিলেন যে বিদেশে এই কাগজ প্রকাশ করা হইবে। সেখানে খুব পাত্‌লা অথচ টেঁকসই কাগজে ইহা ছাপা হইত এবং গোপনে রুশদেশে চালান দেওয়া হইত। বাকু, কিশিনেভ্‌ এবং সাইবীরিয়াতে গোপন ছাপাখানায় "ইস্ক্রার" কোন কোন সংখ্যা রুশদেশে পুনর্মুদ্রিত হইত।

সমগ্র রুশদেশে প্রচারের জন্য একখানি রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য লইয়া লেনিন ১৯০০ সালের শরৎকালে "শ্রমিকমুক্তি" সংঘের কমরেডদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার জন্য বিদেশে গেলেন। কি ভাবে ইহা করা যাইবে সে-বিষয়ে তিনি নির্বাসনে থাকার সময়ই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তা করিয়া রাখিয়াছিলেন। নির্বাসন হইতে ফিরিবার পথে তিনি ঐ বিষয়ে উফা, পিস্‌কফ্, মস্কো ও সেণ্ট পিটার্স্‌বুর্গে অনেকগুলি আলোচনাসভার ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক জায়গায় কমরেডদের সঙ্গে সাঙ্কেতিক ভাষায় গোপনে চিঠিপত্র লেখা, যে যে ঠিকানায় মার্ক্‌স্‌বাদী সাহিত্য পাঠানো হইবে ইত্যাদি ব্যাপারের বন্দোবস্ত, এবং ভবিষ্যৎ সংগ্রাম কি ভাবে চালাইতে হইবে তাহার বিস্তৃত আলোচনা লেনিন করিয়া যান।

লেনিন যে সরকারের একজন সব চেয়ে সাংঘাতিক শত্রু, তাহা জার-সরকার বুঝিতে পারে। জার-পুলিসের ('ওখ্‌রানা') একজন বড় কর্ম্মচারী জুবাটভ্ একটী গোপন নথিতে লেখে: "আজিকার বিপ্লবে উলিয়ানভের (লেনিন) চেয়ে বড় কেহ নাই।" এই কারণে লেনিনকে হত্যা করাই সে দরকার মনে করে।

বিদেশে "শ্রমিকমুক্তি" সংঘ, অর্থাৎ প্লেখানভ, অ্যাক্সেলরড্ ও ভি, জাসুলিকের সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর একত্র "ইস্ক্রা" প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা লেনিন করেন। কাগজ প্রকাশ করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত আগাগোড়া লেনিনই করিয়াছিলেন।

১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদেশে "ইস্ক্রার" প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। সাম্‌নের পাতায় লেখা ছিল: "অগ্নিশিখা আগুন জ্বালাইবে" ("The spark will kindle a flame")। কবি পুশ্‌কিনের

দ্বিতীয় অধ্যায়

রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সৃষ্টি—পার্টির ভিতর বল্‌শেভিক্‌ ও মেন্‌শেভিক্‌ দলের আবির্ভাব (১৯০১—১৯০৪)

১। ১৯০১—১৯০৪ সালে রুশদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার

শিল্পের সঙ্কট দ্বারা ইয়োরোপে উনিশ শতাব্দীর সমাপ্তি সূচিত হইল। এ সঙ্কট শীঘ্রই রুশদেশে ছড়াইয়া পড়িল। এই সঙ্কটের সময় (১৯০০—১৯০৩) প্রায় ৩০০০ ছোট বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইল ও একলক্ষের উপর মজুর পথে দাঁড়াইল। যে-সব শ্রমিকের চাকরী রহিয়া গেল তাহাদের মাহিনা খুবই কমানো হইল। কঠোর অর্থনৈতিক ধর্ম্মঘট দ্বারা পূর্ব্বে ধনিকদের কাছ হইতে যে-সামান্য সুবিধা আদায় করা হইয়াছিল, তাহা এখন বাতিল হইয়া গেল।

শিল্পসঙ্কট ও বেকারসমস্যা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে থামাইতে বা দুর্ব্বল করিতে পারিল না। বরঞ্চ শ্রমিকদের সংগ্রাম ক্রমান্বয়ে আরও বেশী বিপ্লবী আকার ধারণ করিল। অর্থনৈতিক ধর্ম্মঘটের স্তর হইতে শ্রমিকেরা রাজনৈতিক ধর্ম্মঘটের দিকে চলিল, শেষে মিছিল করিয়া বিক্ষোভ দেখাইল, গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য রাজনৈতিক দাবী উপস্থাপিত করিল, "জারের স্বৈরশাসন নিপাত যাক্‌" বলিয়া আওয়াজ তুলিল।

১৯০১ সালে সেণ্টপিটার্স্‌বুর্গে 'অবুখব' অস্ত্রশস্ত্রের কারখানাতে মে-দিবস ধর্ম্মঘট উপলক্ষে শ্রমিক ও সৈন্যদলের মধ্যে একটা রক্তাক্ত সংঘর্ষ

ঘটিল। জারের সশস্ত্র সৈন্যদলকে বাধা দিবার জন্য পাথর ও লোহার চাঙড় ছিল শ্রমিকদের একমাত্র হাতিয়ার। শ্রমিকদের দৃঢ় প্রতিরোধ ভাঙিয়া গেল। এর পরে সরকারের জবাব স্বরূপ ভীষণ অত্যাচার শুরু হইল; প্রায় ৮০০ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হইল, অনেকের দীর্ঘ কারাদণ্ড বা নির্ব্বাসনের হুকুম হইল। কিন্তু 'অবুখবের' বীর প্রতিরোধ রুশ শ্রমিকদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিল ও তাহাদের মধ্যে সহানুভূতির ঢেউ তুলিল।

১৯০২ সালের মার্চ মাসে বাটুম শহরে সেখানকার সোশাল-ডেমক্রটিক কমিটির উদ্যোগে বিরাট ধর্ম্মঘট ও শ্রমিক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইল। বাটুমের এই শোভাযাত্রা ট্রান্স-ককেশিয়ার শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করিল।

১৯০২ সালে ডন্‌ নদীর উপর অবস্থিত রস্টভ শহরেরও একটি বড় ধর্ম্মঘট হয়। ধর্ম্মঘট প্রথম শুরু করে রেলশ্রমিকেরা, শীঘ্রই অন্যান্য কারখানার মজুররা তাহাদের সহিত যোগদান করে। এই ধর্ম্মঘট সমস্ত মজুরদেরই চঞ্চল করিয়া তোলে। শহরের বাহিরে দিনের পর দিন যে-সব সভাসমিতি হইত, তাহাতে ত্রিশ হাজার শ্রমিক সমবেত হইত। এই সব সভাসমিতিতে সোশাল-ডেমক্রাটিক প্রচার পত্র পড়া হইত ও বক্তারা বক্তৃতা করিত। হাজার হাজার শ্রমিক সভায় যোগ দিত বলিয়া পুলিস এবং কসাক সৈন্য এই সভাগুলি ভাঙিতে পারিত না। পুলিস যেদিন কয়েকজন শ্রমিককে হত্যা করে, তাহার পরদিন শ্রমিকেরা বিরাট মিছিল করিয়া তাহাদের সমাধিস্থলে যায়। চারদিকের শহরগুলি থেকে সৈন্য আনাইয়া তবে জারের সরকার ধর্ম্মঘট দমন করিতে পারে। রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ডন্‌ কমিটি রস্টভ শ্রমিকদের এই সংগ্রাম পরিচালনা করে।

১৯০৩ সালে যে-সকল ধর্ম্মঘট হয়, সেগুলি আরও বিরাট ও ব্যাপক। সেই বৎসর দক্ষিণে বিপুল রাজনৈতিক ধর্ম্মঘটের প্লাবনে ট্রান্স-ককেশিয়া (বাকু, টিফ্‌লিস্, বাটুম) এবং য়ুক্রেনের বড় বড় শহরগুলি (ওডেসা, কীভ, একাটেরিনোস্লাভ্‌ল্) যেন ভাসিয়া যায়। ধর্ম্মঘটগুলি এবার আরও দৃঢ় ও সুসংহত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যাহা ঘটে নাই, এবার তাহাই হইল; প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করিল সোশাল-ডেমক্রাটিক কমিটিগুলি।

জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম চালাইবার জন্য রুশ দেশের শ্রমিকশ্রেণী জাগিয়া উঠিতেছিল.।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রভাব কৃষকদের উপর গিয়া পড়িল। ১৯০২ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে য়ুক্রেন (প'ল্টাভা ও খার্কভ্ প্রদেশ) ও ভল্‌গা অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন আরম্ভ হয়। চাষীরা জমিদারদের প্রাসাদে আগুন লাগায়, তাহাদের জমি দখল করিয়া বসে, এবং জমিদার ও গ্রামের ঘৃণিত সরকারী মোড়লদের ('জেম্‌স্‌কি নাচাল্‌নিক্'—'প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ' জাতীয় জীব) হত্যা করে। বিদ্রোহী চাষীদের দমন করিবার জন্য সৈন্যসামন্ত প্রেরিত হয়। চাষীরা তখন গুলি খাইয়া মরিল, শত শত কৃষক গ্রেপ্তার হইল, তাহাদের নেতা ও সংগঠকরা কয়েদখানায় আটক পড়িল, কিন্তু বিপ্লবী কৃষক আন্দোলন বাড়িতেই লাগিল।

রুশদেশে বিপ্লব যে গড়িয়া উঠিতেছিল ও ঘনাইয়া আসিতেছিল—শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী কাজ কর্ম্ম হইল তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ।

শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রভাবে সরকার-বিরোধী ছাত্র-আন্দোলন ব্যাপকতর হইতে লাগিল। ছাত্রেরা শোভাযাত্রা ও ধর্ম্মঘট করিত বলিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বন্ধ করিল। বহু শত ছাত্রকে বন্দী করিল এবং অবশেষে স্থির করিল যে অবাধ্য ছাত্রদের

সেনাদলে সাধারণ সিপাহী করিয়া পাঠাইবে। প্রত্যুত্তরে সমস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির ছাত্রেরা ১৯০১-০২ সালের শীতকালে ব্যাপক ধর্ম্মঘট করে। এই ধর্ম্মঘটে প্রায় ত্রিশহাজার ছাত্র যোগ দিয়াছিল।

শ্রমিককৃষকের বিপ্লবী আন্দোলন এবং বিশেষত ছাত্রদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া যে-সব উদারনৈতিক বুর্জোয়া ও জমিদার বিভিন্ন "জেম্‌স্ট্‌ভোর" (কতকটা আমাদের দেশের ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটির মত—অনুবাদক) সদস্য ছিলেন, তাঁহারা বিচলিত হইলেন এবং তাঁহাদেরই পুত্রস্থানীয় ছাত্রদের দমন করিতে জার-সরকার যে "বাড়াবাড়ি" করিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে "প্রতিবাদ" করিতে লাগিলেন।

'জেম্‌স্ট্‌ভো'-উদারনীতিকদের প্রধান ঘাঁটি ছিল 'জেম্‌স্ট্‌ভো' বোর্ড-গুলি। এগুলি ছিল স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান, গ্রামের লোকের জীবন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিতান্ত স্থানীয় কাজকর্ম্ম, যেমন রাস্তাঘাট বানানো, হাঁসপাতাল ও স্কুল চালানো ইত্যাদির ভার ইহাদের উপর থাকিত। 'জেম্‌স্ট্‌ভো' বোর্ডগুলিতে উদারনৈতিক জমিদাররা একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিত। উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাহাদের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এমন কি তাহারা প্রায় একত্র মিশিয়া গিয়াছিল বলা চলে, কারণ জমিদাররা নিজেরাই তাহাদের ভূসম্পত্তিতে ধনতান্ত্রিক প্রথায় চাষবাস করা যে বেশী লাভজনক তাহা বুঝিয়া ভূমিদাস প্রথায় চাষবাসের পদ্ধতি ছাড়িতে শুরু করিতেছিল। অবশ্য এই দুই দলই জার-সরকারকে সমর্থন করিত, কিন্তু জারতন্ত্র যেরকম "বাড়াবাড়ি" করিত, তাহারা সেই "বাড়াবাড়ি"র বিরুদ্ধবাদী ছিল—"বাড়াবাড়ি"র ফলে বিপ্লবী আন্দোলনই যে বাড়িয়া উঠিবে, এ আশঙ্কা তাহারা করিত। জারতন্ত্রের "বাড়াড়াড়িকে" তাহারা ভয় করিত বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবকে তাহারা আরও বেশী ভয় করিত। এই সব "বাড়াবাড়ি"র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সময় তাহাদের দুইটী লক্ষ্য

থাকিত :—প্রথমত, "জারের বিবেচনাবুদ্ধিকে ফিরাইয়া আনা", এবং দ্বিতীয়ত, জারশাসন সম্বন্ধে "গভীর অসন্তোষের" মুখোস পরিয়া জনগণের বিশ্বাস অর্জ্জন করা, এবং তাহাদিগকে, কিংবা অন্তত জনগণের একটা অংশকে, বিপ্লবের রাস্তা হইতে দূরে সরাইয়া বিপ্লবের শক্তি কমাইয়া দেওয়া।

অবশ্য 'জেম্স্ট্ভো' উদারনৈতিক আন্দোলন জার-শাসনের অস্তিত্বের পক্ষে একেবারেই কোনরকম ভীতির কারণ হয় নাই; কিন্তু তবুও জার-শাসনের "সনাতন" স্তম্ভগুলির অবস্থা যে বিশেষ ভাল নয়, তাহা ইহার ফলে ধরা পড়িতেছিল।

১৯০২ সালে 'জেম্স্ট্ভো' উদারনৈতিক আন্দোলন হইতে নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদল ('কন্স্টিট্যুশনাল ডেমক্রাট্স্' বা সংক্ষেপে-ক্যাডেট্স্) নামে রুশদেশে বুর্জোয়াদের প্রধান যে-দল পরে খাড়া হইয়াছিল, তাহার সূচনাস্বরূপ বুর্জোয়া 'স্বাধীনতা' দলের সৃষ্টি হয়।

শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন সারা দেশকে প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে বুঝিয়া জার-সরকার বিপ্লবী প্লাবনকে রোধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাকরে। শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট ও শোভাযাত্রা দমন করিবার জন্য আরও বেশী এবং আরও ঘন ঘন অস্ত্রশস্ত্রের জোরে জবরদস্তি চলিতে লাগিল। শ্রমিক-কৃষকরা কিছু করিলেই সরকার গুলি চালাইয়া ও কাঁটাচাবুক মারিয়া প্রত্যুত্তর দিতে থাকিল। কয়েদখানা ও নির্ব্বাসনের স্থানগুলি বোঝাই হইয়া উঠিল।

দমনব্যবস্থাকে কঠোরতর করিয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই জার-সরকার দমননীতি না চালাইয়া অন্যান্য কায়দাতে "আল্গা ধরণের" উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করিল—শ্রমিকদিগকে বিপ্লবী আন্দোলনের আওতা হইতে টানিয়া আনাই ছিল মতলব। পুলিস ও দারোগাদের উদ্যোগে ভূয়ো মজুর সংগঠন খাড়া করার চেষ্টা হইল। এদের নাম দেওয়া হয়

"পুলিস সোশালিজ্‌মের" সংস্থা কিংবা 'জুবাটভ্‌ সংগঠন' (জুবাটভ্‌ নামে একজন পুলিসের বড কর্ত্তা পুলিসের নিয়ন্ত্রণে এই মজুর সংস্থাগুলি স্থাপন করে বলিয়াই এই নামকরণ)। এদের দ্বারা জারের গোয়েন্দাপুলিস ('ওগ্‌রানা') শ্রমিকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টাকরে যে তাহাদের অর্থনৈতিক দাবীগুলি মিটাইবার জন্য সাহায্য করিতে জার-সরকার নিজেই প্রস্তুত। জুবাটভের চরেরা শ্রমিকদের কানে কুহকবার্ত্তা শুনাইত, "জার যখন নিজেই শ্রমিকদের পক্ষে, তখন আর তাহারা কি কারণে রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামাইবে ? বিপ্লব করারই বা কারণ কি ?" কয়েকটী শহরে 'জুবাটভ্‌ সংগঠন' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সব সংগঠনের ধরণে ও একই মতলবে ১৯০৪ সালে গাপন্‌ নামে এক পাদ্‌রী সেন্টপিটার্স্‌বুর্গের রুশ কারখানা মজুরদের সভা নামে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে।

কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনকে জারের গোয়েন্দা পুলিসের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিবার এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শ্রমিক আন্দোলন ক্রমেই বাড়িতেছিল ; এইসব কৌশলে জার-সরকার উহাকে আট্‌কাইতে পারিল না। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন অগ্রসর হইয়া এইসব পুলিস পরিচালিত সংগঠনকে পথ হইতে অপসারিত করিল।

২। মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টি গঠন সম্পর্কে লেনিনের পরিকল্পনা—"অর্থনীতিবাদীদের" সুবিধাবাদী নীতি—লেনিনের পরিকল্পনার স্বপক্ষে "ইস্ক্রার" সংগ্রাম—লেনিনের বই, "কি করিতে হইবে ?"—মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টির নীতিমূলক ভিত্তিস্থাপন

যদিও ১৮৯৮ সালে রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির প্রথম কংগ্রেস বসে এবং সেখানে পার্টি গঠিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়, কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে তখনও পার্টি গড়িয়া উঠে নাই। পার্টির কোন কার্য্যক্রম বা নিয়মকানুন ছিল না। প্রথম কংগ্রেসে যে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়, তাহারা গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাহাদের স্থানে কেহ আবার নির্বাচিত হয় নাই, তাহাদের স্থান লইবার মত কেহ ছিলও না। ইহার চেয়েও খারাব কথা এই যে প্রথম কংগ্রেসের পর দলের নীতি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি ও সংগঠন সম্বন্ধে ঐক্যবোধের অভাব আরও বেশী লক্ষ্য করা যায়।

১৮৮৪-৯৪ সালের মধ্যে নারদ্‌নিক্ মতবাদের উপর বিজয়লাভ ও সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি গঠনের নীতিমূলক আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। ১৮৯৪-৯৮ সালে ভিন্ন ভিন্ন মার্ক্‌স্‌বাদী সংস্থাগুলিকে একটা সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টিতে গ্রথিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৯৮ সালের ঠিক পরবর্ত্তী সময়ে পার্টির মধ্যেই নীতিগত ও সংগঠনমূলক বিভ্রান্তি খুব বাড়িতে থাকে। নারদিজ্‌মের উপর মার্ক্‌স্‌বাদের জয়লাভ ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী কার্য্যাবলী মার্ক্‌স্‌বাদীদের নীতির যথার্থতাকে প্রমাণ করে, মার্ক্‌স্‌বাদের প্রতি বিপ্লবী যুবসম্প্রদায়ের সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়। এমন কি মার্ক্‌স্‌বাদ একটা ফ্যাশানে পরিণত হয়। ফলে মার্ক্‌স্‌বাদী সংগঠনগুলিতে এমন সব তরুণ বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী দলে দলে প্রবেশ করিতে লাগিল, যাহারা মার্ক্‌স্‌বাদ ভাল জানিত না, রাজনৈতিক সংগঠন সম্বন্ধেও অনভিজ্ঞ ছিল এবং "বৈধ মার্ক্‌স্‌বাদীদের" যে-সব সুবিধাবাদী লেখায় সংবাদ পত্রগুলি বোঝাই থাকিত, সেগুলি হইতে মার্ক্‌স্‌বাদ সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল ধারণা পোষণ করিত। ইহাতে মার্ক্‌স্‌বাদী সংগঠনগুলির নীতিগত ও রাজনৈতিক স্তরের অবনতি ঘটিল, "বৈধ মার্ক্‌স্‌বাদীদের" সুবিধাবাদী নীতি সংক্রমিত হইতে লাগিল, এবং নীতি ব্যাপারে বিভ্রান্তি, রাজনীতির ক্ষেত্রে দোলায়মান ভাব এবং সংগঠন বিষয়ে অরাজকতা বাড়িয়া চলিল।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ক্রমবর্দ্ধমান প্রবাহ এবং অদূরবর্তী বিপ্লবের অনিবার্য্যতা হইতে শ্রমিকশ্রেণীর সুসংহত ও কেন্দ্রীভূত, যে-পার্টি বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতে পারে এমন একটা পার্টির চাহিদা সৃষ্টি হইল। কিন্তু স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলি, স্থানীয় কমিটি, দল বা চক্রগুলি এমনই দুরবস্থায় ছিল, এবং তাহাদের সংগঠনমূলক অনৈক্য ও নীতিগত বৈষম্য এত গভীর ছিল যে ঐরূপ পার্টি তৈয়ার করার কাজ অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িল।

জার-সরকারের পাশবিক অত্যাচারের ফলে মাঝে মাঝেই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীরা নির্ব্বাসন বা দীর্ঘ কারাবাসে দণ্ডিত হইতেছিল বলিয়া, অত্যাচারের এই আগুনের মধ্যে একটা দল গঠন করার বিপদ তো ছিলই, কিন্তু আরও বিপদ হইল এই যে অনেকগুলি স্থানীয় কমিটি ও তাহাদের সদস্যেরা ছোটোখাট স্থানীয় দৈনন্দিন কাজ ছাড়া কিছুই করিত না, পার্টির ভিতর সংগঠন ও নীতিমূলক একতার অভাবের যে কি দোষ তাহা বুঝিত না, দলের মধ্যে অনৈক্য ও নীতিমূলক বিভ্রান্তিতে তাহারা অভ্যস্ত ছিল, আর বিশ্বাস করিত যে ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীভূত পার্টি বিনাও কাজ বেশ চালানো সম্ভব।

কেন্দ্রীভূত পার্টি গঠন করিতে হইলে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির এই পশ্চাৎপদ ভাব, এই নিশ্চেষ্টতা ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ঘুচাইবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু ইহাই সব নয়। পার্টির মধ্যে একটা বেশ বড় দল ছিল যাহাদের নিজেদের ছাপাখানা ছিল—রুশদেশে "রাবোচায়া মিস্‌ল্‌" (শ্রমিকদের চিন্তা) এবং বিদেশে "রাবোচেয়ে দেলো" (শ্রমিকদের উদ্দেশ্য) তাহারা ছাপাইত—এবং যাহারা মতের দিক হইতে পার্টির মধ্যে সাংগঠনিক ঐক্যবোধের অভাব আর নীতিমূলক বিভ্রান্তি যে সঙ্গত তাহাই

প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিত, এমন কি প্রায়ই ঐ অভাব ও বিভ্রান্তির প্রশংসা করিত, এবং শ্রমিকশ্রেণীর মিলিত ও কেন্দ্রীভূত পার্টি গঠনের পরিকল্পনাকে অদরকারী ও কৃত্রিম বলিত।

ইহারাই হইলেন "অর্থনীতিবাদী" ও তাহাদের অনুবর্ত্তীদল।

সর্ব্বহারার মিলিত রাজনৈতিক পার্টি গঠনের পূর্ব্বে "অর্থনীতিবাদীদের" পরাজিত করা প্রয়োজন ছিল।

এই কাজে ও শ্রমিক পার্টি গঠনের কাজে লেনিন নিজেকে নিয়োজিত করিলেন।

কিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মিলিত পার্টি গঠন করার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, এই সমস্যা লইয়া নানা মত প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ ভাবিত যে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস আহ্বান করিয়া পার্টি গঠনের কাজ আরম্ভ হউক। কংগ্রেসে স্থানীয় সংস্থাগুলি সম্মিলিত করিয়া পার্টি গড়া যাইবে। লেনিন এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁহার মত ছিল এই যে কংগ্রেস ডাকিবার পূর্ব্বে পার্টির লক্ষ্য ও আদর্শ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা দরকার, কি ধরণের পার্টি চাই তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া দরকার, "অর্থনীতিবাদীদের" সঙ্গে যে অনৈক্য আছে তাহাকে নীতির দিক হইতে পরিষ্কার দেখাইয়া দেওয়া দরকার, পার্টির লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে "অর্থনীতিবাদী" ও বিপ্লবী সোশাল-ডেমক্রাটদের মধ্যে মতের অনৈক্য যে আছে, তাহা গোপন না করিয়া পার্টিকে সোজাসুজি জানাইয়া দেওয়া দরকার, "অর্থনীতিবাদীরা" যেমন নিজেদের কাগজপত্রে নিজেদের মতামত প্রচার করিতেছিল তেমনই বিপ্লবী সোশাল-ডেমক্রাসির নীতি সম্বন্ধেও কাগজপত্রে প্রচার চালানো দরকার, এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিকে এই দুইটী মতের মধ্যে একটীকে সুচিন্তিত ভাবে বাছিয়া লওয়ার সুযোগ দেওয়া দরকার।

লেনিন এই কথাই সহজ করিয়া বলিলেন :—"আমরা মিলিত হইবার

পূর্ব্বে, এবং মিলিত হইবার জন্যই প্রথমে আমাদের মধ্যে পার্থক্যের একটা দৃঢ় ও সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নিশ্চয়ই টানিতে হইবে।" (লেনিন, "সিলেক্টেড ওয়ার্ক্স্", ইংরেজী সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৫)।

এই মত অনুসারে লেনিন বলিলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি গঠনের কাজ শুরু করিতে হইলে সারা রুশদেশ জুড়িয়া একটা সংগ্রামমুখী রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এই সংবাদপত্র বিপ্লবী সোশাল-ডেমক্রাসির মতবাদের স্বপক্ষে প্রচার ও আন্দোলন চালাইবে, এই রকম সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করাই হইবে পার্টি গঠনের প্রথম ধাপ।

"কোথায় আরম্ভ করিতে হইবে?" নামে বিখ্যাত প্রবন্ধে লেনিন পার্টি গঠন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ছক্ আঁকিয়া দেন, পরবর্ত্তীকালে এই পরিকল্পনাকে তাঁহার প্রসিদ্ধ "কি করিতে হইবে?" ("What is to be done?") গ্রন্থে বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ করেন।

এই প্রবন্ধে লেনিন লেখেন:—"আমাদের মতে সারা রুশদেশের উপযোগী রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করাই হইবে আমাদের কাজের আরম্ভ, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত সংগঠন সৃষ্টির (অর্থাৎ পার্টি গঠনের) প্রথম ধাপ, শেষ কথায় বলিতে গেলে এই সংবাদপত্রই হইবে প্রধান সূত্র যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের সংগঠনকে বাড়াইতে পারিব, গভীরতর করিতে পারিব এবং অবিচলিতভাবে বিস্তৃত করিতে পারিব। সকল সোশাল-ডেমক্রাটের যে প্রধান ও অবিরাম কর্ত্তব্য রহিয়াছে, যে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে নীতির দিক হইতে সুসঙ্গত ও সর্ব্বপ্রসারী প্রচার ও আন্দোলন প্রয়োজন, তাহা সংবাদপত্র বিনা কিছুতেই করা যায় না। আজিকার দিনে যখন জনগণের মধ্যে একটা বিরাট অংশ রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে উৎসুক হইতেছে ও সোশালিজ্ম্ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছে,

তখন এ প্রচারকে বিশেষ জরুরী কাজ মনে করিতেই হইবে।" (ঐ পৃঃ ১৯)

লেনিনের বিবেচনায় এই ধরণের সংবাদপত্র যে কেবল মতবাদের দিক হইতে পার্টিকে সুসংহত করিবে তাহা নয়, স্থানীয় সংস্থাগুলিকেও পার্টি সংগঠনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করিবে। স্থানীয় সংস্থাগুলির পক্ষ হইতে সংবাদদাতা ও এজেন্টের দল মিলিয়া এমন একটা কাঠামো খাড়া করিবে যাহার চারপাশে পার্টি গড়িয়া উঠিতে পারিবে। কাবণ, লেনিনেব ভাষায়, "সংবাদপত্র কেবল যৌথ প্রচার ও আন্দোলনই করে না, যৌথ সংগঠক হিসাবেও কাজ দেয়।"

ঐ একই প্রবন্ধে লেনিন লেখেন :—"জালবুনানির মত এই এজেন্টদের দল ঠিক এমনি একটা সংগঠনের কাঠামো তৈয়ার করিবে যাহা আমরা চাই। সে-সংগঠন হইবে গোটা দেশব্যাপী বিবাট সংগঠন; কড়াকড়িভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ কর্ম্মবিভাগের জন্য যথেষ্ট ব্যাপক ও বহুমুখী হইবে; যে কোন অবস্থাতে, যে কোন 'বিপাকের' সময় ও যে কোন গুরুতর পরিস্থিতিতে নিজের কাজ চালাইবাব উপযোগী হইবাব জন্য কাজেব ভিতর দিয়া পরীক্ষিত ও শক্ত হইবে; শত্রু যখন বিপুল উদ্যোগে একই স্থানে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিযা আক্রমণ করিবে, তখন সম্মুখ সংগ্রাম এড়াইয়া যাইবার জন্য মোড় ঘুরিবার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষমতা সে-সংগঠনের থাকিবে; আবার এই শত্রুই যখন দুরবস্থায় পড়িবে তখন তাহার সুযোগ লইয়া যখন ও যেখানে শত্রু আক্রমণের আশঙ্কা করে না তখনও সেখানে তাহাকে আক্রমণ করিবে।" (ঐ, পৃঃ ২১-২২)

"ইস্ক্রাকে" এই ধরণের কাগজ করিবার চেষ্টা হইল।

পার্টির নীতিমূলক ও সাংগঠনিক সংহতির পথ পরিষ্কার করিতে "ইস্ক্রা" বাস্তবিকই ঐ ধরণের নিখিল-রুশ রাজনৈতিক সংবাদপত্র হইয়া দাঁড়াইল।

পার্টির কাঠামো ও গঠন সম্বন্ধে লেনিনের মত ছিল এই যে পার্টির দুইটি অংশ থাকিবে : (ক) পার্টির নেতৃস্থানীয় নিয়মিত কর্ম্মীদের লইয়া একটী ঘনিষ্ঠ চক্র—এখানে প্রধানত সেই ধরণের কর্ম্মীরা থাকিবেন যাঁহারা পেশাদার বিপ্লবী, অর্থাৎ এমন পার্টিকর্ম্মী যাঁহারা পার্টির কাজ ছাড়া আর কিছু করেন না এবং যতটুকু থাকা দরকার অন্তত ততটুকু মার্ক্‌স্‌বাদ সম্বন্ধে জ্ঞান, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, সংগঠনের অভ্যাস এবং জারের পুলিসের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ও এড়াইয়া যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন। (খ) স্থানীয় পার্টিসংগঠনগুলির সুবিস্তৃত জালবুনানি এবং শ্রমব্যস্ত লক্ষ লক্ষ জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেন এমন বহুসংখ্যক পার্টিসভ্য।

লেনিন লিখিয়াছিলেন :—"আমি জোর করিয়া বলিতেছি যে (১) ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবার জন্য যদি নেতাদের কোন পাকা সংগঠন না থাকে, তাহা হইলে কোন বিপ্লবী আন্দোলনই স্থায়ী হয় না; (২) জনগণ যতই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অধিক সংখ্যায় সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট হয়,...ততই ঐরূপ সংগঠনের প্রয়োজন আরও গুরুতর হইয়া উঠে, এবং ততই সংগঠনকে আরও মজবুৎ করিবার দরকার হয়,...(৩) যে সমস্ত লোক বিপ্লবকেই তাহাদের জীবনের একমাত্র পেশা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, প্রধানত তাহারাই এই সংগঠনে থাকিবে; (৪) একটা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমরা যত বেশী এই সংগঠনের সভ্যসংখ্যা পেশাদার বিপ্লবী এবং যাহারা বিপ্লবী কাজকর্ম্মে পুলিসকে প্রতিহত করিতে অভ্যস্ত ও সুকৌশলী, তাহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে পারি, ততই রাজনৈতিক পুলিসের পক্ষে এই সংগঠন ধ্বংস করা খুবই কঠিন হইবে; এবং (৫) শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর জনগণ ততই বেশী পরিমাণে আন্দোলনে যোগ দিতে ও সক্রিয়ভাবে কাজ করিতে পারিবে।" (ঐ, পৃঃ ১৩৮–৩৯)

এই যে পার্টি তৈয়ার করা হইতেছিল তাহার প্রকৃতি, শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্কে তাহার ভূমিকা এবং তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে লেনিন বলিতেন যে পার্টির হওয়া চাই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাগ্রগামী এবং শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের পরিচালনশক্তি, সর্ব্বহারার শ্রেণীসংগ্রামকে পার্টি সুসংবদ্ধ করিবে, চালনা করিবে। ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ও সোশালিজ্‌মের প্রতিষ্ঠা করাই হইল পার্টির চরম লক্ষ্য। এখনই জার-শাসনের নিপাত না ঘটাইতে পারিলে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ সম্ভব নয় বলিয়া বর্ত্তমানে পার্টির প্রধান কর্ত্তব্য হইল শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র জনসমষ্টিকে জার-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন গড়িয়া তুলা এবং সোশালিজ্‌মের রাস্তায় প্রথম গুরুতর বিঘ্ন হিসাবে জার-শাসনেব বিলোপ ঘটানো।

লেনিন লিখিয়াছেন : "যে কোন দেশের সর্ব্বহারাদের সম্মুখে যে সকল আশু কর্ত্তব্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে **সব চেয়ে যে বিপ্লবী কর্ত্তব্য** আমাদের এখনই পালন করা উচিত তাহা ইতিহাস আমাদের সম্মুখে আনিয়াছে। এই কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলে, শুধু ইযোরোপ নয়, (আজ বলা যায়) সমস্ত এশিয়ার বিপ্লববিরোধী শক্তির **সবচেয়ে শক্ত প্রাচীরকে** ধ্বংস করিতে পারিলে, রুশ সর্ব্বহারা সারা দুনিয়ায় বিপ্লবী সর্ব্বহারাদের মধ্যে অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত হইবে।" (ঐ, পৃঃ ৫০)

তিনি আরও বলিয়াছেন : "আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিতে হইবে যে আংশিক দাবীর জন্য সরকারের সঙ্গে লড়াই বা ছোটখাট দাবীর আংশিক পূরণ কেবলমাত্র শত্রুর সঙ্গে সামান্য হাতাহাতি বা শত্রুসীমান্তে খণ্ডযুদ্ধ ছাড়া কিছু নয় ; কিন্তু চূড়ান্ত সংগ্রামের এখনও বিলম্ব আছে। সমস্ত শক্তি লইয়া শত্রুদুর্গ আমাদের সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছে, আমাদের উপর

গোলাগুলি বর্ষণ করিতেছে, আমাদেরই শ্রেষ্ঠ সৈনিকদের ভূপাতিত কবিতেছে। আমাদের এই কেল্লা দখল কবিতেই হইবে, এবং আমরা যদি জাগরণোন্মুখ সর্ব্বহারাদের সমস্ত শক্তির সঙ্গে রুশ বিপ্লবীদের সমস্ত শক্তিকে এমন একটি পার্টিতে মিলাইতে পারি যাহা রুশদেশের সমস্ত প্রাণবন্ত ও সৎলোককে আকৃষ্ট করে, তাহা হইলে আমবা নিশ্চযই এ দুর্গ জয় করিব। আব শুধু তখনই বিপ্লবী রুশ শ্রমিক, পিওত্র এলেকসিয়েভের মহৎ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে —লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের পেশীবহুল বাহু উত্থিত হইবে এবং সৈনিকেব তরবারি যে অত্যাচারের যুপকাষ্ঠকে রক্ষণাবেক্ষণ কবিতেছে, তাহা চূর্ণ হইযা অণুপরমাণুতে পর্য্যবসিত হইবে।" (লেনিন, "কলেক্‌টেড্ ওয়ার্ক্‌স্", রুশ সংস্কবণ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৯)

স্বৈবশাসক জাবের আমলে রুশদেশে শ্রমিকশ্রেণীব পার্টি গঠন সম্পর্কে ইহাই ছিল লেনিনের পরিকল্পনা।

"অর্থনীতিবাদীরা" লেনিনের এই পবিকল্পনাব বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে কিছুমাত্র দেরী করে নাই।

তাহারা বলিত যে জাবের বিরুদ্ধে সাধারণ রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানো সকল শ্রেণীবই, কিন্তু প্রধানত বুর্জোয়াশ্রেণীব কর্ত্তব্য, সুতরাং উচ্চহারে বেতন, উন্নততর শ্রমব্যবস্থা প্রভৃতি দাবী লইয়া মালিকদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালানো শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান স্বার্থ বলিয়া রাজনৈতিক সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীব পক্ষে একটা বিশেষ গুরুতর কর্ত্তব্য নয়। সুতরাং জারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানো বা জারতন্ত্রেব উচ্ছেদ সাধন করা সোশাল-ডেমক্রাটদেব প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য নয়—"সরকার ও মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের" জন্য সংগঠন সৃষ্টি করাই তাহাদের কাজ। সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রামের অর্থ তাহারা করিত উন্নততর কারখানা আইন আদায়ের সংগ্রাম। "অর্থনীতিবাদীরা"

দাবী করিত যে এইভাবে "অর্থনৈতিক সংগ্রামকেই রাজনৈতিক রূপ" দেওয়া সম্ভব হইবে।

শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন সম্বন্ধে খোলাখুলি বিরোধিতা করার সাহস তখন আর "অর্থনীতিবাদীদের" ছিল না। কিন্তু তাহাদের মত ছিল এই যে, পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের পবিচালকশক্তি মনে করা উচিত নয়, শ্রমিকশ্রেণীব স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলনে পার্টির হস্তক্ষেপ করাই উচিত নয়, পরিচালন করা তো দূরের কথা, পার্টির উচিত আন্দোলনকে অনুসরণ করা, সে বিষয়ে বিচার কবা ও তাহা হইতে শিক্ষা লাভ করা।

"অর্থনীতিবাদীরা" আরও বলিত যে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনে যাহারা সচেতনভাবে লিপ্ত, তাহাদের ভূমিকা, এবং সংগঠন ও পরিচালনায় সোশালিস্ট চেতনা ও মতবাদেব অবদান তুচ্ছ, কিংবা প্রায় তুচ্ছ, শ্রমিক-দিগের চিন্তাকে সোশালিস্ট চেতনার স্তরে উন্নীত করা সোশাল-ডেমক্রাটদের কর্ত্তব্য নয়, বরঞ্চ সোশাল-ডেমক্রাটদের উচিত সাধারণ মজুর কিংবা মজুর শ্রেণীব পশ্চাৎপদ অংশের স্তরে নিজেদের নামানো ও মানাইয়া চলা। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সোশালিষ্ট চেতনা বিস্তারের চেষ্টা না করিয়া বরং যতদিন না শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলন আপনা হইতেই তাহাদিগকে সোশালিস্ট চেতনায় পৌছাইয়া দেয় ততদিন অপেক্ষা করা উচিত।

পার্টি-সংগঠন বিষয়ে লেনিনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে "অর্থনীতিবাদীরা" বলিত যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলনের উপর ইহা একটা জবরদস্তির সামিল।

"ইস্ক্রার" পাতায় পাতায় এবং বিশেষ করিয়া "কি করিতে হইবে ?" শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থে লেনিন "অর্থনীতিবাদীদের" এই সুবিধাবাদী চিন্তাধারাকে তীব্র আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন।

(১) লেনিন দেখাইলেন যে শ্রমিকশ্রেণীকে সাধারণ রাষ্ট্রনীতিক সংগ্রাম হইতে সরাইয়া রাখা এবং মালিক ও সরকার উভয়কেই অক্ষত অবস্থায়

ছাড়িয়া মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধে মাত্র অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে কাজ সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ হইল শ্রমিকদিগকে চিরদিন দাসত্বদণ্ডে দণ্ডিত করা। মালিক ও সরকার পক্ষের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামের অর্থ হইল পুঁজিদারদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয়ের সময় দর বাড়াইবার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন-মার্কা লড়াই। কিন্তু শ্রমিকরা শুধু পুঁজিদারদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বেচিবার সময় দর বাড়াইবার জন্য লড়িয়াই ক্ষান্ত হইতে চায় না, যে-ধনতন্ত্র তাহাদিগকে শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে ও শোষণ সহ্য করিতে বাধ্য করিতেছে সেই ধনতন্ত্রেরই উচ্ছেদ চায়। কিন্তু যতদিন ধনতন্ত্রের পাহারাদার কুকুরের মত জারশাসন শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের পথ রোধ করিয়া রহিয়াছে, ততদিন শ্রমিকরা ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ও পূর্ণ সোশালিজ্‌মের জন্য সংগ্রাম গড়িয়া তুলিতে পারিবে না। সুতরাং পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হইল অবিলম্বে জার-শাসনকে সরাইয়া সোশালিজ্‌মের রাস্তা পরিষ্কার করা।

(২) লেনিন দেখাইলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তিকে বাহ্‌বা দেওয়া, পার্টির যে নেতৃত্বের ভূমিকা রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা, পার্টিকে কেবল ঘটনার পর্যবেক্ষকরূপে নামাইয়া আনার অর্থ হইল 'লেজুড়ে' নীতি প্রচার করা (Khvostism), পার্টিকে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের লেজুড়ে পরিণত করা, আন্দোলনের নিষ্ক্রিয় শক্তিতে পরিণত করা, পার্টি যে কেবল স্বতঃস্ফূর্তির ধারা আলোচনা করিতে পারে এবং ঘটনাবলীকে যথানির্দিষ্টভাবে চলিতে দেয় এই কথা বলা। এই প্রচারের অর্থ হইল পার্টির ধ্বংস সাধনের ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ পার্টিহীন হইয়া শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্ত্র অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া। কিন্তু জারতন্ত্রের মত অতিমাত্রায় সশস্ত্র শত্রু এবং আধুনিক রীতিতে সুসংবদ্ধ ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য নিজেদের পার্টি লইয়া বুর্জোয়াদের মত শত্রু যখন রহিয়াছে,

তখন শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্ত্র অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ হইল শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

(৩) লেনিন দেখাইলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের স্তুতিতে মাথা নত করা, এবং চেতনার প্রয়োজনকে হেয় করা, সোশালিস্ট চেতনা বা মতবাদকে হেয় করার অর্থ হইল প্রথমত সেই শ্রমিকদেরই অপমান করা, যাহাদিগকে ঐ চেতনা আলোকের মত আকৃষ্ট করিয়াছে; দ্বিতীয়ত, পার্টির চক্ষে মতবাদের মূল্যকে হেয় করা, অর্থাৎ যে অস্ত্রের সাহায্যে পার্টি বর্তমানকে বুঝিতে পারে ও ভবিষ্যৎকে দেখিতে পায়, সে অস্ত্রকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা; এবং তৃতীয়ত, সুবিধাবাদের পঙ্কে একেবারে এমনভাবে নিমজ্জিত হওয়া যে আর উদ্ধারের উপায় পর্য্যন্ত থাকে না।

লেনিন বলিয়াছেন, "বিপ্লবী নীতি না থাকিলে বিপ্লবী আন্দোলন সম্ভব নয়।...যে পার্টি সবচেয়ে অগ্রগামী নীতি দ্বারা পরিচালিত সেই পার্টিই কেবল সম্পূর্ণরূপে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে।" (লেনিন, "সিলেক্‌টেড্ ওয়ার্ক্‌স্", ইংরেজী সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৪৮)

(৪) লেনিন দেখাইলেন যে "অর্থনীতিবাদীরা" যখন বলে যে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হইতেই সোশালিস্ট নীতি গড়িয়া উঠিতে পারে, তখন তাহারা শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারণা করে, কারণ প্রকৃতপক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হইতে নয়, বিজ্ঞান হইতেই সোশালিস্ট নীতির উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রমিকশ্রেণীকে সোশালিস্ট চেতনায় প্রবুদ্ধ করিবার প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়া "অর্থনীতিবাদীরা" বুর্জোয়া ভাবধারার পথ পরিষ্কার করিতেছিল, সেই ভাবধারা যাহাতে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিস্তার লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা প্রশস্ত করিতেছিল এবং তাহারই ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও সোশালিজ্‌মের মধ্যে মিলনের কথাকে কবর দিয়া বুর্জোয়াদেরই সাহায্য করিতেছিল।

লেনিন বলেন :—"শ্রমিক আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত্তির সর্ব্বপ্রকার স্তুতি, "সচেতন অংশের" ভূমিকা, সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির ভূমিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টার অর্থ হইল **শ্রমিকদের মধ্যে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাবকে শক্তিশালী করা, যাহারা পার্টিকে হেয় প্রমাণ করে তাহারা ইহা কামনা করুক বা না করুক।"** (ঐ, পৃঃ ৬১)

লেনিন আরও লেখেন :—"বুর্জোয়া অথবা সোশালিস্ট মতবাদের মধ্যে **শুধু** একটাকেই আমাদের বাছিয়া লইতে হইবে। মাঝামাঝি কোন পথ নাই।......সুতরাং **কোনক্রমে** সোশালিস্ট মতবাদকে হেয় করা কিংবা **সামান্যতম মাত্রায় এ পথ থেকে সরিয়া আসার** অর্থ হইল বুর্জোয়া মতবাদকে শক্তিশালী করা।" (ঐ, পৃঃ ৬২)

(৫) "অর্থনীতিবাদীদের" এইসব ভুলভ্রান্তি একত্র বিচার করিয়া লেনিন সিদ্ধান্ত করেন যে তাহারা শ্রমিকশ্রেণীকে ধনতন্ত্রের কবল হইতে উদ্ধারের জন্য সমাজ বিপ্লবী যে-পার্টি দরকার তাহা চায় নাই, তাহারা চাহিয়াছিল এমন "সমাজ সংস্কারের" দল যাহারা পুঁজিদারী শাসনকে কায়েম রাখে, এবং এই কারণেই "অর্থনীতিবাদীদের" সর্ব্বহারার মূল স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতক সংস্কারবাদী বলা যায়।

(৬) সর্ব্বশেষে লেনিন দেখাইলেন যে "অর্থনীতিবাদ" শুধু রুশদেশে একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়, শ্রমিকশ্রেণীর উপর বুর্জোয়া প্রভাব বিস্তারের ইহাই একটী অস্ত্র, সুবিধাবাদী বের্ণস্টাইনের যে-অনুবর্ত্তীরা মার্ক্‌স্‌বাদকে মাজিয়া ঘষিয়া লইতেছিল, পশ্চিম ইয়োরোপে তাহাদের সোশাল-ডেমক্রাটিক দলগুলিতে তাহাদের বন্ধুবান্ধবেরা রহিয়াছে। পশ্চিম ইয়োরোপে সোশাল-ডেমক্রাটিক দলগুলিতে সুবিধাবাদীদের শক্তিবৃদ্ধি হইতেছিল; মার্ক্‌সের "সমালোচনা করিবার পূর্ণ অধিকার" সম্বন্ধে বুলি আওড়াইয়া

ইহারা মার্ক্সবাদের "সংস্কার" দাবী করিতেছিল (এজন্য ইহাকে বলা হয় "সংস্কারবাদ") ; বিপ্লব, সোশালিজ্‌ম্ ও সর্ব্বহারার এক নায়কত্বের নীতি পরিহার করার দাবী ইহারা করিতেছিল। লেনিন দেখাইলেন যে রুশ "অর্থনীতিবাদীরা" বিপ্লবী সংগ্রাম, সোশালিজ্‌ম্ ও সর্ব্বহারার এক নায়কত্ব পরিহার করা সম্বন্ধে অনুরূপ নীতি অনুসরণ করিতেছিল।

"কি করিতে হইবে ?" বইটীতে লেনিন এইসব প্রধান নীতিমূলক মতের ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন।

এই বইটীর বহুল প্রচারের ফলে, রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময়, অর্থাৎ বইটী প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যে (১৯০২ সালে মার্চ মাসে বই প্রকাশ হয়), "অর্থনীতিবাদীদের" মতবাদ সম্বন্ধে একপ্রকার তিক্ত স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই রহিল না এবং পার্টির অধিকাংশ সভ্য "অর্থনীতিবাদী" বলিয়া অভিহিত হওয়াকে অপমান মনে করিতে লাগিল।

"অর্থনীতিবাদ" সুবিধাবাদী চিন্তাধারা, "লেজুর হইয়া থাকার নীতি" এবং স্বতঃস্ফূর্ত্তির সম্পূর্ণ মতবাদমূলক পরাজয় এইভাবে ঘটিয়াছিল।

কিন্তু লেনিনের "কি করিতে হইবে ?" বইয়ের তাৎপর্য্য এখানেই নিঃশেষ হয় নাই।

এই বিখ্যাত গ্রন্থের যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে তাহার কারণ এই যে ইহাতে লেনিন :

(১) মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম সুবিধাবাদী নীতির মূল শিকড় টানিয়া বাহির করিয়া দেখান যে সুবিধাবাদীরা প্রধানত স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের স্তুতিগান করে ও শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনে সোশালিস্ট চেতনার ভূমিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

(২) স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের বিপ্লবমুখী পরিচালকশক্তি

হিসাবে মতবাদ, সামাজিক চেতনা ও পার্টির বিরাট গুরুত্ব প্রমাণ করেন।

(৩) মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টি যে সোশালিজ্‌মের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের মিলনের প্রতীক, তাহা চমৎকারভাবে বুঝাইয়া দেন।

(৪) মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টির মতবাদমূলক ভিত্তি সম্বন্ধে চমৎকার ব্যাখ্যা দেন।

"কি করিতে হইবে ?" বইটীতে যে সকল নীতিগত নির্দ্দেশ পরিস্ফুট করা হয়, তাহা পরবর্ত্তীকালে বল্‌শেভিক পার্টির ভাবধারার ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

মতবাদের এই সম্পদের অধিকারী হইয়া "ইস্ক্রা" পার্টিগঠন, পার্টির শক্তিসঞ্চয়, দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস আহ্বান, বিপ্লবী সোশাল-ডেমক্রাসির স্বপক্ষে এবং "অর্থনীতিবাদী", সংস্কারবাদী ও সর্ব্বপ্রকার সুবিধাবাদীদের বিপক্ষে লেনিনের পরিকল্পনার ভিত্তিতে ব্যাপক প্রচার চালাইবার শক্তি পাইয়াছিল ও কাজের ক্ষেত্রে সে-প্রচার সজোরে চালাইয়াছিল।

"ইস্ক্রা" যাহা কিছু করে তাহার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য একটা কাজ হইল পার্টির জন্য একটা কর্ম্মসূচীর খসড়া তৈয়ার করা। আমরা জানি যে **শ্রমিক পার্টির কর্ম্মসূচী** হইল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করিয়া একটা সংক্ষিপ্ত ও বিজ্ঞানসম্মত বিবৃতি। এই কর্ম্মসূচীতে সর্ব্বহারার বিপ্লবী আন্দোলনের চরম লক্ষ্যের পরিষ্কার সংজ্ঞা আছে এবং চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে পথে যে সকল দাবীর জন্য পার্টিকে লড়িতে হইবে তাহার বর্ণনাও আছে। সুতরাং এই কর্ম্মসূচীর মুসাবিদা করা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

খসড়া তৈয়ার করার সময় "ইস্ক্রার" সম্পাদকমণ্ডলীতে একদিকে লেনিন ও অন্যদিকে প্লেখানভ ও মণ্ডলীর অন্যান্য সভ্যের মধ্যে গুরুতর

মতভেদ উপস্থিত হইল। এই মতভেদ ও মতানৈক্যের ফলে লেনিন ও প্লেখানভের মধ্যে প্রায় পুরোপুরি ছাড়াছাড়ির উপক্রম হয়। কিন্তু ব্যাপার তখনও সঙ্গীন হইয়া দাঁড়ায় নাই। বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে পরিষ্কার বিবৃতি এবং সর্ব্বহারার একনায়কত্ব সম্বন্ধে একটী গুরুত্বপূর্ণ ধারা তিনি ঐ খসড়ার মধ্যে যোগ করিযা দিতে পারেন।

কর্ম্মসূচীর কৃষিবিষয়ক অংশটীও লেনিন সম্পূর্ণ প্রণয়ন করেন।

তখনই লেনিন ভূমিস্বত্বকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করিতেন যে চাষীদের "মুক্তির" সময় জমিদাররা যে সব জমি চাষীদের কাছ থেকে কাড়িয়া লইয়াছিল সেই সব খাস জমি ("ওট্রেজ্‌কি") ফেরং পাইবার দাবী সংগ্রামের প্রথম স্তরে পেশ করা দরকার। ভূমিস্বত্বকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা প্লেখাভের মতবিরুদ্ধ ছিল।

পার্টির কর্ম্মসূচী লইয়া লেনিন ও প্লেখানভের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দেয়, ভবিষ্যতে বল্‌শেভিক্ ও মেন্‌শেভিক্‌দের মধ্যে মতভেদের উপর তাহার বেশ কিছু প্রভাব ছিল।

৩। রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিকপার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস—কর্ম্মসূচী ও নিয়মাবলী গ্রহণ এবং একটী একক পার্টি গঠন—কংগ্রেসে মতানৈক্য এবং পার্টির মধ্যে বল্‌শেভিক্ ও মেন্‌শেভিক্ নামে দুইটী ধারার আবির্ভাব

এইভাবে লেনিনের নীতি জয়লাভ করায় এবং সংগঠন সম্পর্কে লেনিনের পরিকল্পনা লইয়া "ইস্ক্রার" সার্থক সংগ্রামের ফলে একটী পার্টি—অথবা সেই সময়ের কথায়, একটী যথার্থ পার্টি—গঠনের জন্য প্রধানত যে

আয়োজন আবশ্যক ছিল তাহা সুসম্পন্ন হইল। রুশ দেশে সোশাল-ডেমক্রাটিক সংগঠনগুলিতে "ইস্ক্রার" নীতিই প্রাধান্য লাভ করিল। এখন তাই দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করিবার সময় আসিল।

১৯০৩ সালের ১৭ই জুলাই, (নূতন হিসাবে ৩০শে জুলাই) বিদেশে এবং গোপনে রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। প্রথমে ব্রুসেল্‌স্‌ শহরে সভা আরম্ভ হয়, কিন্তু বেলজিয়মের পুলিস ডেলিগেটদের দেশ ছাড়িয়া যাইতে বলিল। ফলে কংগ্রেসের অধিবেশন লণ্ডনে স্থানান্তরিত হইল।

কংগ্রেসে সর্ব্বসমেত ৪৩জন ডেলিগেট ২৬টী সংগঠনের প্রতিনিধিরূপে সমবেত হন। প্রত্যেকটী কমিটির দুইজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার ছিল, কিন্তু কোন কোন কমিটি মাত্র একজনকে পাঠায়। ৪৩জন প্রতিনিধি ৫১টী ভোটের অধিকার লইয়া আসিয়াছিল।

" 'ইস্ক্রা' এতদিন ধরিয়া যে নীতি ও সংগঠনের কথা বিশদভাবে প্রচার করিয়া আসিয়াছে, তাহারই ভিত্তিতে একটী যথার্থ পার্টি গঠন করা" ছিল কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য। (লেনিন, "সিলেক্‌টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌", ইংরেজী সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪১২)।

কংগ্রেসে বিভিন্ন ধরণের প্রতিনিধি আসিযাছিল। পরাজয়ের ফলে গোঁড়া "অর্থনীতিবাদীদের" কোন প্রতিনিধি আসে নাই। কিন্তু সুকৌশলে তাহাদের মতবাদকে ছদ্মবেশ পরানোর ফলে তাহাদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে গোপনে কংগ্রেসে ঢুকাইতে সমর্থ হয়। এ ছাড়া 'বুন্দ্‌' প্রতিনিধিরা (ইহুদী সোশালিস্টরা) "অর্থনীতিবাদীদের" সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক না রাখিলেও আসলে তাহাদেরই সমর্থন করিত।

সুতরাং কংগ্রেসে শুধু "ইস্ক্রার" পক্ষাবলম্বীরাই ছিল না, বিরুদ্ধবাদীরাও ছিল। ডেলিগেটদের মধ্যে ৩৩ জন, অর্থাৎ অধিকাংশ, "ইস্ক্রার" সমর্থক

ছিল। কিন্তু যাহারা নিজেদের "ইস্ক্রা"-পন্থী মনে করিত, তাহারা সকলেই প্রকৃত লেনিনবাদী "ইস্ক্রা"-পন্থী ছিল না। ডেলিগেটদের মধ্যে কয়েকটা দল ছিল। লেনিনের সমর্থক অর্থাৎ খাঁটি "ইস্ক্রা"-পন্থীদের হাতে ছিল ২৪টী ভোট; "ইস্ক্রা"-পন্থীদের মধ্যে নয়জন মার্টভকে অনুসরণ করিত, ইহাদের "ইস্ক্রা"-পন্থার উপর ভরসা করা চলিত না। কয়েকজন ডেলিগেট "ইস্ক্রা" এবং বিরোধী দলের মধ্যে দোলায়মান অবস্থায় ছিল; ইহাদের হাতে ছিল দশটী ভোট এবং মধ্যপন্থী বলিয়াই ইহারা পরিচিত ছিল। "ইস্ক্রার" খোলাখুলি বিরোধিতা যাহারা করিত, তাহাদের হাতে ছিল আটটী ভোট ("অর্থনীতিবাদীদের" তিনটী এবং বুন্দ্‌দলীয়দের পাঁচটী)। "ইস্ক্রার" দলের মধ্যে ভাঙন ধরিলে "ইস্ক্রার" শত্রুরা প্রাধান্য লাভের সুযোগ পাইত।

সুতরাং কংগ্রেসের পরিস্থিতি কতটা জটিল তাহা বেশ দেখা যায়। "ইস্ক্রার" জয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য লেনিন বিশেষ পরিশ্রম করেন।

অধিবেশনের কার্য্যাবলীর মধ্যে পার্টির কর্ম্মসূচী স্থির করাই ছিল সব চেয়ে গুরুতর বিষয়। কর্ম্মসূচী আলোচনার সময় কংগ্রেসের সুবিধাবাদীর দল যে-প্রধান প্রশ্ন লইয়া আপত্তি উত্থাপন করে, তাহা হইল সর্ব্বহারার একনায়কত্বের কথা। কর্ম্মসূচীতে আরও অনেক কিছু ছিল যাহা লইয়া সুবিধাবাদীদের সহিত কংগ্রেসের বিপ্লবী অংশের মতভেদ ছিল। কিন্তু সুবিধাবাদীরা স্থির করে যে সর্ব্বহারার একনায়কত্বের প্রশ্ন সম্পর্কে তাহারা মোক্ষম লড়াই লড়িবে। তাহাদের এক অজুহাত ছিল যে অনেকগুলি বিদেশী সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির কর্ম্মসূচীতে সর্ব্বহারার একনায়কত্বের উল্লেখ নাই। সুতরাং রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টিও কর্ম্মসূচী হইতে সহজে এ কথাটী বাদ দিয়া যাইতে পারে।

কৃষকসমস্যা সম্বন্ধে দাবীগুলি পার্টির কর্ম্মসূচীর অন্তর্গত করিতেও

সুবিধাবাদীদের আপত্তি ছিল। এই লোকগুলি বিপ্লব চায় নাই ; তাই শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র কৃষকশ্রেণীকে তাহারা কাটাইয়া যাইতে চাহিত, কৃষকদের প্রতি বন্ধুভাব গ্রহণ করিতে পারিত না।

প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে বুন্দ্‌দলীয়েরা এবং পোলিশ্‌ সোশাল-ডেমক্রাট্‌রা আপত্তি জানায়। লেনিন সর্ব্বদাই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে লড়িতেই হইবে। কর্ম্মসূচীর মধ্যে এই দাবী অন্তর্ভুক্ত না করার অর্থ হইল সর্ব্বহারার আন্তর্জাতিক মনোভাব্‌ পরিত্যাগ করা ও জাতিগত অত্যাচারের সহায়তা করা।

এই সমস্ত আপত্তি যে অমূলক লেনিন তাহা সহজেই প্রমাণ করিয়া দেন।

"ইস্ক্রা" যে কর্ম্মসূচীর প্রস্তাব করিয়াছিল, কংগ্রেসে তাহা গৃহীত হয়।

এই কর্ম্মসূচীর দুইটী ভাগ ছিল :—একটী হইল চরম কার্য্যতালিকা, অপরটী সর্ব্বনিম্ন তালিকা। চরম কার্য্যতালিকায় ছিল শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্যের বিষয়, অর্থাৎ সোশালিস্ট বিপ্লব, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ও সর্ব্বহারার একনায়ত্বের প্রতিষ্ঠা। সর্ব্বনিম্ন কার্য্যতালিকায় ছিল, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ বা সর্ব্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার পূর্ব্বে যে-সকল আশু উদ্দেশ্য এখনই সফল করিতে হইবে সেইগুলি, যেমন জার-স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিলোপসাধন, গণতন্ত্রস্থাপন, দৈনিক আটঘণ্টা কাজের সময় বাঁধিয়া দেওয়া, গ্রামে যতরকম ভূমিদাসপ্রথার লুপ্তাবশেষ চলিতেছিল তাহার অবসান করা, জমিদাররা কৃষকদের যে-সব জমি কাড়িয়া লইয়াছিল তাহা চাষীদের হাতে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা।

পরবর্ত্তীকালে বল্‌শেভিক্‌রা চাষীদের কাছ থেকে কাড়িয়া-লওয়া জমি

ফেরতের দাবীর বদলে সব জমিদারীই বাজেয়াপ্ত করার দাবী উপস্থাপিত করে।

দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত কর্ম্মসূচী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির বিপ্লবী কর্ম্মসূচী। বিজয়ী সর্ব্বহারা বিপ্লবের পর যে অষ্টম পার্টি কংগ্রেস হয় সেখানে আমাদের পার্টি নূতন কর্ম্মসূচী গ্রহণ করে। সে-পর্য্যন্ত এই কর্ম্মসূচীই বাহাল ছিল।

কর্ম্মসূচী গৃহীত হইবার পর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে পার্টির নিয়মকানুন সম্বন্ধে খসড়া লইয়া আলোচনা চলে। কর্ম্মসূচী স্থির করিয়া পার্টির নীতিমূলক ঐক্যের ভিত্তিস্থাপন করিবার পর সখের বিপ্লবীপনা, চক্রগুলির সঙ্কীর্ণ মনোভাব, সাংগঠনিক অনৈক্য ও পার্টির মধ্যে কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব দূর করার জন্য কংগ্রেসের পক্ষে পার্টির নিয়মকানুন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

একরকম নির্ব্বিঘ্নেই কর্ম্মসূচী গৃহিত হইয়াছিল, কিন্তু পার্টির নিয়মকানুন লইয়া কংগ্রেসে দারুণ ঝগড়া লাগিল। পার্টির সভ্য হওয়া সম্পর্কে নিয়মকানুনের প্রথম প্যারাগ্রাফে যে-সংজ্ঞা ছিল তাহা লইয়া সব চেয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। পার্টির সভ্য কে হইতে পারিবে, কিভাবে পার্টি গঠিত হইবে, পার্টি-সংগঠনের প্রকৃতি কেমন হইবে, মজবুৎ সংগঠন চাই না আলগা, নিরবয়ব একটা কিছু হইলেই চলিবে—এই ধরণের প্রশ্ন নিয়মবালীর প্রথম প্যারাগ্রাফ্ সম্পর্কে উত্থাপিত হইল। দুইটী বিভিন্ন মত এক্ষেত্রে দেখা দেয়ঃ—লেনিনের নির্দ্দেশ প্লেখানভ্ ও পাকা "ইস্ক্রা"-পন্থীরা সমর্থন করে, আর মার্তভের নির্দ্দেশ আক্সেলরড্, জাসুলিক, অস্থিরমতি "ইস্ক্রা"-পন্থীর দল, ট্রট্স্কি ও কংগ্রেসের যত মুখোস্-খোলা সুবিধাবাদী সমর্থন করে।

লেনিনের নির্দ্দেশ অনুসারে যে পার্টির কর্ম্মসূচী মানিয়া লইবে, পার্টিকে

অর্থ দিয়া সাহায্য করিবে এবং পার্টির কোন-না-কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে, তাহাকেই পার্টি সভ্য করা যাইবে। মার্‌টভের মতে কর্ম্মসূচী মানিয়া লওয়া ও অর্থসাহায্য পার্টি সভ্য হইবার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও প্রত্যেককেই যে কোন-না-কোন পার্টি প্রতিষ্ঠানে থাকিতে হইবে এমন কোন শর্ত্ত থাকা উচিত নয়, পার্টি সভ্য হইলেই যে কোন একটী পার্টি প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

লেনিন মনে করিতেন যে পার্টি এমনই একটী **সুসংহত** বাহিনী, যাহার সভ্যেরা কেবল পার্টিতে নাম লিখাইয়া প্রবেশ করিতে পারিবে না, পার্টির কোন প্রতিষ্ঠান-মারফৎ তাহাদিগকে পার্টিতে ঢুকিতে হইবে, সুতরাং পার্টির শৃঙ্খলাকেও মানিয়া লইতে হইবে। অপরপক্ষে মার্‌টভের মতে সংগঠনের দিক হইতে পার্টি হইবে **আল্‌গা ধরণের,** যে কেহ নাম লিখাইয়া পার্টির সভ্য হইতে পারিবে, পার্টির কোন প্রতিষ্ঠানে না থাকার দরুণ পার্টি শৃঙ্খলা মানিয়া লইবার কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না।

সুতরাং দেখা গেল যে লেনিনের মত না মানিয়া মার্‌টভের নির্দ্দেশ মানিলে সর্ব্বহারা ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর অস্থিরমতি লোকগুলির জন্য পার্টির দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কালে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন সব লোক দেখা যায় যাহারা কেবল কিছুকালের জন্য বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি দেখায়। সময় সময় তাহারা পার্টির জন্য কিছু সামান্য কাজও করিয়া দিতে পারে। কিন্তু এই ধরণের লোক কখনও কোনও সংগঠনে যোগ দেয় না, পার্টির শৃঙ্খলা মানিতে চায় না, পার্টি কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করে না, বা কাজের আনুষঙ্গিক যে বিপদ আছে তাহা সহ্য করিতে রাজী হয় না। তবুও মার্‌টভ ও অন্যান্য মেন্‌শেভিকরা প্রস্তাব করিয়াছিল যে ঐ ধরণের লোককে পার্টিসভ্য করিয়া এমন অধিকার

ও সুযোগ দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা পার্টির কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তাহারা এমন প্রস্তাবও করিয়াছিল যে, যে-কোন ধর্ম্মঘটীকে শুধু "নাম লিখাইয়া" পার্টিতে ঢুকিবার অধিকার দেওয়া হউক, যদিও এমন অনেকেই ধর্ম্মঘটে যোগ দেয় যাহারা সোশালিস্টই নয়, যাহারা নৈরাজ্যবাদী বা সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি ('সমাজবিপ্লবী')।

সুতরাং লেনিন ও লেনিনপন্থীরা সুনির্দ্দিষ্ট সাংগঠনিক ভিত্তির উপর যে পাথরের মত জমাট, ঐক্যবদ্ধ, সংগ্রামশীল পার্টির জন্য লড়িযাছিলেন, তাহার বদলে মারৃটভের দলবল চাহিয়াছিল এমন একটা পার্টি যাহা বিভিন্ন মতের লোক লইয়া আল্‌গা, অসংবদ্ধ ও অবয়বহীন ধরণের হইবে। যাহা অন্য কারণে না হউক্, এরকম জগাখিচুড়ি ব্যাপার বলিয়াই শৃঙ্খলাবদ্ধ, সংগ্রামশীল পার্টি হইতে পারিবে না।

পাকা "ইস্ক্রা"-পন্থীদের নিকট হইতে সরিয়া যাইয়া অস্থিরমতি "ইস্ক্রা"-পন্থীরা মধ্যপন্থীদের সহযোগে এবং ঝানু সুবিধাবাদীদের সহিত মিলিয়া মারৃটভের দল ভারী করিল। নিয়মাবলীর প্রথম প্যারাগ্রাফ্ সম্পর্কে মারৃটভের প্রস্তাব ২৮ ভোটে গৃহীত হইল—লেনিনের পক্ষে ২২টা ভোট হইল, একজন ভোট দেয় নাই।

নিয়মাবলীর প্রথম প্যারাগ্রাফ্ লইয়া "ইস্ক্রা"-পন্থীদের মধ্যে ভাঙন ধরিবার পর কংগ্রেসে ঝগড়া আরও পাকিয়া উঠে। কার্য্যতালিকার শেষ দিকে পার্টির প্রধান কার্যকরী প্রতিষ্ঠানগুলি, পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র "ইস্ক্রার" সম্পাদকমণ্ডলী, ও কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য নির্ব্বাচন হইবার কথা ছিল। কিন্তু নির্ব্বাচনের সময় আসিবার পূর্ব্বেই এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল যাহাতে বিভিন্ন দলের শক্তিসমাবেশের মধ্যে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল।

পার্টির নিয়মাবলী সম্পর্কে কংগ্রেসকে 'বুন্দের' সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতে হয়। 'বুন্দ্' পার্টির মধ্যে একটা বিশেষ স্থান দাবী করে। 'বুন্দ্'

দাবী করে যে সমগ্র রুশদেশের ইহুদী শ্রমিকদের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে ইহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হউক। এ দাবী মানিয়া লওয়ার অর্থ হইল পার্টি প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকদের জাতিগত ভিত্তিতে বিভক্ত করা এবং সমভৌগোলিক ভিত্তিতে শ্রমিকদের শ্রেণীসংগঠন সৃষ্টি করার নীতি পরিহার করা। 'বুন্দ্'দের প্রস্তাবিত জাতি হিসাবে শ্রমিক-সংগঠন গড়িবার প্রস্তাব কংগ্রেস অগ্রাহ্য করে। ফলে 'বুন্দ্'-ওয়ালারা কংগ্রেস ছাড়িয়া যায়। "অর্থনীতিবাদীদের" বৈদেশিক লীগকে যখন কংগ্রেস পার্টির বৈদেশিক প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইতে নারাজ হয়, তখন তাহাদের দুইজনও কংগ্রেস ছাড়িয়া যায়।

এই সাতজন সুবিধাবাদী সরিয়া পড়ার ফলে কংগ্রেসে লেনিনপন্থীদের পক্ষে পাল্লা ভারী হইল।

পার্টির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির গঠনের দিকে লেনিন গোড়া থেকেই চোখ রাখিয়াছিলেন। তিনি স্থির করেন যে বাছা বাছা দৃঢ়চিত্ত স্থিতধী বিপ্লবীদের লইয়া কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। মার্তভের দল চেষ্টা করে যাহাতে অস্থিতধী, সুবিধাবাদীরাই কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রাধান্য লাভ করে। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের অধিকাংশ লেনিনকে সমর্থন করে। যে-কেন্দ্রীয় কমিটি নির্ব্বাচিত হইল, তাহার সকলেই লেনিনের মতাবলম্বী।

লেনিনের প্রস্তাবে প্লেখানভ, মার্তভ এবং লেনিন স্বয়ং "ইস্ক্রার" সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য নির্ব্বাচিত হন। মার্তভ দাবী করিয়াছিল যে আগে যে-ছয়জন "ইস্ক্রার" সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিল তাহারা আবার নির্ব্বাচিত হউক; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল মার্তভের অনুচর। এ দাবী কংগ্রেসের অধিকাংশ ভোটে বাতিল হয়। লেনিন যে-তিনজনের নাম করেন, তাঁহারাই নির্ব্বাচিত হইলেন। তখন মার্তভ ঘোষণা করিলেন যে কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীতে তিনি যোগ দিবেন না।

এই ভাবে, পার্টির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নির্ব্বাচন ব্যাপারে কংগ্রেস মার্‌টভের দলের পরাজয় ও লেনিনপন্থীদের বিজয় ঘোষণা করে।

এই সময় হইতে কংগ্রেসে নির্ব্বাচন উপলক্ষে যে-লেনিনপন্থীরা অধিকাংশ ভোট পায়, তাহাদিগকে বল্‌শেভিক্ ("বল্‌শিন্‌স্‌ট্‌ভো", বা "অধিকাংশ" হইতে) বলা হইত, এবং লেনিনের যে-বিরুদ্ধবাদীরা কম ভোট পায়, তাহাদিগকে বলা হইত মেন্‌শেভিক্ ("মেন্‌শিন্‌স্‌ট্‌ভো" বা "সংখ্যাল্প" হইতে)।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের কাজ মোটামুটি সংক্ষিপ্ত করিতে গেলে এই সিদ্ধান্ত-গুলিতে উপনীত হওয়া যায়:—

(১) "অর্থনীতিবাদ" ও খোলাখুলি সুবিধাবাদের উপর কংগ্রেসে মার্ক্‌স্‌বাদের বিজয় কায়েম হইল।

(২) কংগ্রেস কর্ম্মসূচী ও নিয়মাবলী গ্রহণ করিল, সোশাল-ডেমক্রাটিক্ পার্টির সৃষ্টি করিল, এবং এইভাবে একটি একক পার্টির কাঠামো বানাইল।

(৩) কংগ্রেসে দেখা গেল যে সংগঠনের প্রশ্ন লইয়া গুরুতর মতভেদ রহিয়াছে, এ-মতভেদ পার্টিকে বল্‌শেভিক্-মেন্‌শেভিক্ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে: বলশেভিক্‌রা হইল বিপ্লবী সোশাল-ডেমক্রাসির সাংগঠনিক নীতির পরিপোষক, আর মেন্‌শেভিক্‌রা হইল সাংগঠনিক অব্যবস্থা ও সুবিধাবাদের পঙ্কে নিমজ্জিত।

(৪) কংগ্রেস দেখাইল যে পুরাতন সুবিধাবাদী "অর্থনীতিবাদীরা" পার্টির দ্বারা পূর্ব্বেই পরাজিত হইলেও তাহাদের স্থান গ্রহণ করিল নূতন সুবিধাবাদী মেন্‌শেভিক্‌রা।

(৫) সংগঠন ব্যাপারে কংগ্রেস নিজের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ পালন করিতে পারে নাই, কংগ্রেস মনস্থির না করিতে পারিয়া দোলায়মান ভাব

দেখাইয়াছে, এমন কি মাঝে মাঝে মেন্‌শেভিক্‌দেরই প্রাধান্য দিয়াছে। শেষদিকে অবস্থার কিছু সংশোধন করিলেও সংগঠন সম্পর্কে মেনশেভিক্‌দের সুবিধাবাদী মুখোস কংগ্রেস খুলিয়া দিতে পারে নাই, পার্টির মধ্যে মেন্‌শেভিক্‌দের কোণঠেসা করিতে বা কোণঠেসা করিবার দরকারের কথাও তুলিতে পারে নাই।

এই শেষের ব্যাপারে বুঝা গেল যে বল্‌শেভিক্‌ ও মেন্‌শেভিকের বিরোধ কংগ্রেসের পরে মীমাংসা হওয়া তো দূরের কথা, বরং আরও বেশী তীব্র হইয়া উঠিল।

৪। দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর পার্টির মধ্যে তীব্র বিরোধ এবং মেন্‌শেভিক্‌ নেতাদের দল ভাঙাইবার চেষ্টা—মেন্‌শেভিক্‌দের সুবিধাবাদ—লেনিনের বই, "এক কদম আগাইয়া দুই কদম পিছু হটা"—মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টির সংগঠন সম্পর্কীয় নীতি

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর পার্টির মধ্যে বিরোধ আরও তীব্র হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে ভণ্ডুল করিয়া দিতে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিতে মেন্‌শেভিক্‌রা প্রাণপণ চেষ্টা করিল। তাহারা দাবী করিল যে "ইস্ক্রার" সম্পাদকমণ্ডলী এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে তাহাদের প্রতিনিধি এমন সংখ্যায় লওয়া হউক, যাহাতে সম্পাদকমণ্ডলীতে তাহারাই অধিকাংশ হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে তাহারা বল্‌শেভিক্‌দের সমান হয়। এই প্রস্তাব দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া বল্‌শেভিক্‌রা মেন্‌শেভিক্‌দের দাবী অগ্রাহ্য করে। ফলে মেন্‌শেভিক্‌রা পার্টির নিকট লুকাইয়া মার্তভ, ট্রট্‌স্কি ও আক্সেলরডের

নেতৃত্বে পার্টির বিরুদ্ধে ভাঙন বাড়াইবার জন্য নিজেদের সংগঠন খাড়া করে। মারটভের ভাষায় তাহারা "লেনিনবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।" তাহারা যে ভাবে পার্টির বিরুদ্ধে কাজ করে, "পার্টির সমস্ত কাজকর্ম্মকে বিশৃঙ্খল করা, আদর্শের ক্ষতি করা এবং সব কিছুতেই বাধা দেওয়া", বলিয়া লেনিন তাহার বর্ণনা করেন। রুশ সোশাল-ডেমক্রাটদের বৈদেশিক লীগে ইহারা আড্ডা গাড়ে। এই লীগে দশ ভাগের নয় ভাগই ছিল নির্ব্বাসিত রুশ বুদ্ধিজীবীর দল, রুশদেশের কাজের সঙ্গে তাহাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না, নিজেদের আড্ডা থেকে তাহারা পার্টির, লেনিন ও লেনিনপন্থীদের লক্ষ্য করিয়া গোলা ছুঁড়িতে লাগিল।

মেন্‌শেভিক্‌রা প্লেখানভের কাছে যথেষ্ট সাহায্য পায়। দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্লেখানভ লেনিনের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর তিনি দল ভাঙিবার ভয় দেখাইয়া মেন্‌শেভিকদের ধমকানিতে গলিয়া গেলেন এবং যে-কোন উপায়ে মেন্‌শেভিকদের সঙ্গে "শান্তিস্থাপনের" সিদ্ধান্ত করিলেন। পূর্ব্বে তিনি নিজে যে সব সুবিধাবাদী ভুলভ্রান্তি করিয়াছিলেন, তাহারই বোঝার চাপে তিনি মেন্‌শেভিক্‌দের দিকে নামিয়া যাইতে লাগিলেন। সুবিধাবাদী মেন্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে মিটমাটের জন্য ওকালতি করিতে যাইয়া তিনি শীঘ্র নিজেই মেন্‌শেভিক হইয়া পড়িলেন। প্লেখানভ দাবী করিয়া বসিলেন যে "ইস্ক্রার" পুরাতন মেন্‌শেভিক্ সম্পাদকরা কংগ্রেস কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও আবার তাঁহাদিগকে সম্পাদকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করা হউক। লেনিন অবশ্য একথায় রাজী হন নাই এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাকা হইয়া বসিবার জন্য এবং সেখান থেকে সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য "ইস্ক্রার" সম্পাদকমণ্ডলী হইতে ইস্তফা দিলেন। শুধু নিজের মতে এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে উড়াইয়া দিয়া প্লেখানভ আগেকার মেন্‌শেভিক্ সম্পাদকদের "ইস্ক্রার" সম্পাদকমণ্ডলীতে গ্রহণ করিলেন। এই

সময় হইতে, "ইস্ক্রার" ৫২ সংখ্যা থেকে আরম্ভ করিয়া মেন্‌শেভিক্‌রা ইহাকে নিজেদের মুখপত্রে পরিণত করে এবং ইহার ছত্রে ছত্রে নিজেদের সুবিধাবাদী মত প্রচার করিতে থাকে।

তখন হইতে পার্টিতে লেনিনের বল্‌শেভিক্‌ "ইস্ক্রাকে" বলা হইত "পুরাতন ইস্ক্রা" এবং সুবিধাবাদী মেন্‌শেভিক্‌ "ইস্ক্রাকে" বলা হইত "নূতন ইস্ক্রা"।

মেন্‌শেভিক্‌দের কবলে যাওয়ার পর হইতে "ইস্ক্রা" লেনিন ও বল্‌শেভিক্‌দের বিরুদ্ধে লড়িবার একটা অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল, প্রধানত সংগঠন ব্যাপারে মেন্‌শেভিক্‌ সুবিধাবাদ প্রচারের মুখপত্র হইল। "অর্থনীতিবাদী" ও "বুন্দ্‌"ওয়ালাদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া মেন্‌শেভিক্‌রা "ইস্ক্রার" ছত্রে ছত্রে লেদিনবাদের কিরুদ্ধে প্রচার চালাইতে লাগিল! দুইদলে মিটমাটেব পাণ্ডা হিসাবে প্লেখানভ আর রহিলেন না, তিনি শীঘ্রই এই প্রচারে যোগ দিলেন। এই সকল ব্যাপারে এমনই ঘটিয়া থাকে; একবার সুবিধাবাদীদের প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করিলে নিজে সুবিধাবাদী না হইয়া পারা যায না। নূতন "ইস্ক্রা" হইল যেন একটা শিঙ্গা; ইহার ছত্রে ছত্রে অনর্গল প্রবন্ধ ও বিবৃতি প্রকাশ হইতে লাগিল, দাবী করা হইল যে পার্টি একটা পুরোপুরি সুশৃঙ্খল সংগঠন হওয়া উচিত নয়; পার্টির সিদ্ধান্ত মানিবার কোন বাধ্যবাধকতা না রাখিলেও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ও উপদলকে পার্টির মধ্যেই থাকিতে দিতে হইবে; পার্টির প্রতি সহানুভূতি-শীল যে-কোন বুদ্ধিজীবী, কিংবা যে-কোন "ধর্ম্মঘটী" বা "শোভাযাত্রায় যোগদানকারীকে" পার্টিসদস্য হইবার অধিকার দেওয়া উচিত; পার্টির যাবতীয় সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার দাবী হইল নিতান্ত "মামুলি ও আমলা-তান্ত্রিক" কাণ্ড; সংখ্যায় যাহারা অল্প তাহারা অধিকাংশের নির্দ্দেশ মানিয়া লইবে বলার অর্থ হইল পার্টিসদস্যদের ইচ্ছাকে "কলের জাঁতায় পিষিয়া

দেওয়া ;" পার্টির নেতারা ও সাধারণ সদস্যেরা সকলেই সমানভাবে পার্টির নীতি মানিয়া চলিবে, এই দাবীর অর্থ হইল পার্টির মধ্যে "দাসত্ব" কায়েম করা ; "আমরা" কেন্দ্রীভূত সংগঠন চাহি নাই, আমরা চাহিয়াছিলাম এমন নৈরাজ্যবাদী "স্বায়ত্তশাসন" যাহাতে ব্যক্তি বিশেষ বা পার্টির কোন প্রতিষ্ঠান বিনাবাধায় পার্টির সিদ্ধান্ত অমান্য করিতে পারে।

এই সব কথা বলার অর্থ হইল সংগঠনের মধ্যে স্বেচ্ছাচারের অনুমতি দাবী করিয়া অবাধ প্রচার চালানো, ইহার অর্থ হইল পার্টির নীতি ও শৃঙ্খলাকে ভাঙিয়া দেওয়া ; ইহার অর্থ হইল বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের গুণকীর্তন করা এবং শৃঙ্খলার প্রতি নৈরাজ্যবাদীদের অবজ্ঞাকে ন্যায়সঙ্গত বলা।

পরিষ্কার দেখা গেল যে মেন্‌শেভিক্‌রা দ্বিতীয় কংগ্রেসে যেটুকু কাজ হইয়াছিল, তাহা নষ্ট করিয়া পার্টিকে আবার পুরাতন সাংগঠনিক অনৈক্য, পুরাতন সীমাবদ্ধ চক্রমনোভাব এবং পুরাতন সৌখীন ও খামখেয়ালী কাজের পর্যায়ে টানিয়া নামাইতে চেষ্টা করিতেছিল।

মেনশেভিক্‌দের একটা প্রচণ্ড রকম ধমকানি দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল।

১৯০৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত বিখ্যাত "এক কদম আগাইয়া দুই কদম পিছু হটা" শীর্ষক পুস্তকে লেনিন এই ধমকানি দেন।

সংগঠনের যে প্রধান প্রধান নীতির ব্যাখ্যা লেনিন এই বইয়ে দিয়াছিলেন, এবং যাহা পরবর্তীকালে বল্‌শেভিক্‌ পার্টি সংগঠনের মূল ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার নিম্নোক্তরূপ বর্ণনা দেওয়া যায়।

(১) মার্কস্‌বাদী পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর একটা অংশ, একটা বাহিনী-স্বরূপ। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন বাহিনী আছে ; অতএব শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যেকটা বাহিনীকে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি বলা চলে না। শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য

বাহিনী হইতে পার্টির প্রধান তফাৎ হইল এই যে পার্টি একটা সাধারণ বাহিনী নয়—পার্টি হইল **অগ্রগামী** বাহিনী, **শ্রেণীচেতনার উদ্বুদ্ধ** বাহিনী, শ্রমিকশ্রেণীর **মার্ক্‌স্‌বাদী** বাহিনী, সমাজজীবন, সামাজিক বিকাশের বিধান, শ্রেণীসংগ্রামের ধারা সম্বন্ধে জ্ঞান এই বাহিনীর হাতিয়ার, এবং সেইজন্যই ইহা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব লইতে ও সংগ্রাম পরিচালনা করিতে পারে। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী যাহা পার্টিও তাহা, এই ধারণা ভুল, কারণ একটা সম্পূর্ণ জিনিস ও তাহার অংশ একই বস্তু নয়। কেহ ধর্ম্মঘটে যোগ দিলেই যে নিজেকে পার্টিসভ্য বলিতে পারিবে, এরূপ দাবী অনুচিত, কারণ শ্রেণী ও পার্টির মধ্যে তফাৎ গুলাইয়া দিলে পার্টির রাজনৈতিক চেতনা "প্রত্যেক ধর্ম্মঘটীর" চেতনার পর্য্যায়ে নামানো হয়, শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন **অগ্রণী** রূপে পার্টির যে ভূমিকা রহিয়াছে, তাহাকে নষ্ট করা হয়। "প্রত্যেক ধর্ম্মঘটীর" পর্য্যায়ে নিজেকে **নামাইয়া** আনা পার্টির কাজ নয়; পার্টির কাজ হইল শ্রমিকসাধারণকে **উঠাইয়া** লওয়া, "প্রত্যেক ধর্ম্মঘটীকে" পার্টির স্তরে **তুলিয়া** লওয়া।

লেনিন লিখিয়াছিলেন:—"আমরা হইলাম একটি শ্রেণীর পার্টি, সুতরাং **প্রায় সমগ্র শ্রেণীর** (যুদ্ধের সময় বা গৃহযুদ্ধের সময় সমগ্র শ্রেণীরই) উচিত আমাদের পার্টির নেতৃত্বে চলা এবং আমাদের পার্টির সঙ্গে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখা। কিন্তু পুঁজিবাদের আমলে কোনকালে সমগ্র শ্রেণী বা প্রায় সমগ্র শ্রেণী তাহার অগ্রণী সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির চেতনা ও কার্য্যকলাপের স্তরে উঠিতে পারিবে মনে করা হইল 'মানিলভিজ্‌ম্‌' (নিছক্ আত্মতুষ্টি) এবং 'খভোস্টিজ্‌মের' (লেজুড় হইয়া থাকার) সামিল। আজ পর্য্যন্ত কোন বুদ্ধিমান্ সোশাল-ডেমক্রাটই সন্দেহ করেন নাই যে পুঁজিবাদের আমলে ট্রেড ইউনিয়নগুলিও (যাহা একটা প্রথম স্তরের ব্যাপার এবং অনুন্নত শ্রমিকদের কাছেও সহজবোধ্য) সমগ্র কিংবা প্রায়

সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে গণ্ডীর মধ্যে আনিতে পারে না। সমগ্র জনগণ তাহার অগ্রণী অংশের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকিলেও অগ্রণী অংশ ও সমগ্র জনগণের মধ্যে পার্থক্য ভুলিয়া যাওয়া, এবং সর্ব্বদাই জনগণের বিপুল হইতে বিপুলতর অংশকে সব চেয়ে উচ্চস্তরে **তুলিবার** যে কর্ত্তব্য অগ্রণী অংশের রহিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাওয়ার অর্থ, শুধু নিজেকেই প্রতারণা করা, কর্ত্তব্যের বিরাটত্বের দিকে চোখ বুজিয়া থাকা এবং এই কর্ত্তব্যগুলিকেই সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলা।" (লেনিন "কলেক্টেড্ ওয়ার্কস্", রুশ সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০৫-৬)।

(২) পার্টি শুধু অগ্রণী নয়, শুধু শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সচেতন বাহিনী নয়, পার্টি হইল শ্রমিকশ্রেণীরই **সুসংহত** বাহিণী। ইহার নিজস্ব শৃঙ্খলা রহিয়াছে এবং সকল সভ্যকেই সে-শৃঙ্খলা মানিতে হইবে। সুতরাং পার্টি সভ্যদিগকে পার্টির কোন-না-কোন সংগঠনের সভ্য হইতেই হইবে। পার্টি যদি শ্রেণীর **সুসংহত** বাহিণী না হয়, পার্টি যদি **সুসংবদ্ধ সংগঠন** না হয়, পার্টি যদি এমন কতকগুলি লোকের সমষ্টি হয় যাহারা মুখে শুধু নিজেদের পার্টি সভ্য বলে কিন্তু কোন পার্টি সংগঠনে কাজ করে না বলিয়া **সুসংহত হয় না** এবং পার্টির সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকে না, তাহা হইলে পার্টির সম্মিলিত ইচ্ছা বলিয়া কখনও কিছু থাকিতে পারে না, পার্টি কখনও সভ্যদের একযোগে কাজে লাগাইতে পারে না এবং ফলে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম পরিচালনা করিতে সম্পূর্ণ অপারগ হয়। যদি পার্টির সকল সভ্য একই বাহিনীতে **সুসংহত** থাকে, যদি একই ইচ্ছা, একই কর্ম্মপন্থা এবং শৃঙ্খলায় তাহারা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে, কেবল তাহা হইলেই পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত সংগ্রামে নেতৃত্ব করিতে এবং একটা মাত্র লক্ষ্যের প্রতি সংগ্রামকে পরিচালনা করিতে পারে।

মেন্‌শেভিক্‌রা আপত্তি করে যে সে-ক্ষেত্রে অনেক বুদ্ধিজীবী—যেমন

অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষায়তনের ছাত্র প্রভৃতি—পার্টির বহির্ভূত হইয়া থাকিবে, কারণ তাহারা পার্টি শৃঙ্খলা মানিতে সঙ্কোচ বোধ করে বলিয়া কিংবা, দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্লেখানভের উক্তি অনুসারে "কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়াকে তাহারা মানহানিকর মনে করে" বলিয়া তাহারা পার্টির কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবে না। মেন্‌শেভিক্‌দের এই আপত্তিব বোঝা গিষা তাহাদের নিজের মাথাতেই পডিল, কারণ পার্টির শৃঙ্খলা যাহারা মানিতে চায় না, কিংবা পার্টি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে যাহারা ভয় পায়, পার্টিও তাহাদের মত লোক চায় না। শ্রমিকরা শৃঙ্খলা বা সংগঠনকে ভয় পায় না, এবং তাহারা একবার পার্টি সভ্য হওয়া মনস্থ করিলে স্বেচ্ছাতেই সংগঠনে যোগ দেয়। শৃঙ্খলা ও সংগঠনকে ভয় করে খামখেয়ালী বুদ্ধিজীবীর দল, এবং তাহারা নিশ্চয়ই পার্টির বাহিরে থাকিবে। কিন্তু এ ব্যাপারটা ভালোই, কারণ এর ফলে পার্টি একদল অস্থিবমতি লোকের ভিড জমানোর হাত হইতে উদ্ধার পায়। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব যখন আগাইয়া চলিতেছিল তখন এই অস্থিরমতি লোকদের ভিড় দেখা গিয়াছিল।

লেনিন লিখেন: "আমি যখন বলি যে পর্টি হইবে সমস্ত **সংগঠনের সমষ্টি** (ইহা পাটীগণিতের সাধারণ যোগ নয়, মিশ্র যোগের ফল)···তখন আমি পরিষ্কার ও সুনির্দ্দিষ্টভাবে আমার এই ইচ্ছা, এই দাবী জানাই যে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী হিসাবে পার্টি যথাসম্ভব **সুসংহত** হইবে এবং পার্টিতে শুধু এমন লোক লওয়া হইবে যাহারা **অন্তত সংগঠনের সর্ব্বনিম্ন অবস্থাতে নিজেদের মানাইয়া লইতে পারে**"···(ঐ, পৃঃ ২০৮)

পরে তিনি আরও লেখেন: "মার্‌টভের সিদ্ধান্ত **বাহ্যত** সর্ব্বহারার বিস্তৃততম অংশের স্বার্থরক্ষা করিতে চায় বটে কিন্তু **আসলে** যে **বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা** সর্ব্বহারার শৃঙ্খলা ও সংগঠনকে ভয় করে, তাহাদেরই

স্বার্থরক্ষার জন্য উপস্থাপিত হইয়াছে। কেহই একথা অস্বীকার করিবে না যে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে **স্বতন্ত্র স্তর হিসাবে বুদ্ধিজীবীদের** সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইল **কেবল তাহাদের খামখেয়ালী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য,** এবং শৃঙ্খলা ও সংগঠনের প্রতি বিমুখ-মনোভাব"। (ঐ, পৃঃ ২১২)

আবার তিনি লেখেন: "সর্ব্বহারা সংগঠন ও শৃঙ্খলাকে ভয় করে না। ...যে সব মাননীয় অধ্যাপক ও ছাত্র কোন সংগঠনে যোগ দিতে চান্ না, তাঁহারা একটি সংগঠনের অধীনে কাজ করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে পার্টি-সভ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে সর্ব্বহারা একেবারেই নারাজ।...সংগঠন ও শৃঙ্খলায় যে **আত্মশিক্ষা** প্রয়োজন, তাহার অভাব সর্ব্বহারাদের মধ্যে নয়, আমাদের পার্টিতে **কোন কোন বুদ্ধিজীবীর** মধ্যেই রহিয়াছে।" (ঐ, পৃঃ ৩০৭)

(৩) পার্টি কেবল একটা সুসংহত বাহিনী নয়, পার্টি হইল শ্রমিকশ্রেণীর **সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন,** শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য সংগঠনকে **পরিচালনা** করাই পার্টির দায়িত্ব। পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর বাছাই-করা লোক লইয়া, প্রগতিশীল মতবাদ, শ্রেণীসংগ্রামের বিধি-সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিপ্লবী আন্দোলনেব অভিজ্ঞতাকে হাতিয়ার হিসাবে পাইয়া, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন হইয়াছে বলিয়াই শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য সংগঠনকে পরিচালনা করিবার সুযোগ পাইয়াছে, এবং সে-পরিচালনার ভার লইতে বাধ্যও হইয়াছে। পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও তাহার যথাযথ মূল্য না দেওয়ার চেষ্টা করিয়া মেন্‌শেভিক্‌রা পার্টি-পরিচালিত অন্যান্য সর্ব্বহারা সংগঠনগুলিকে দুর্ব্বল করিতে চাহিয়াছে এবং তাহার ফলে সর্ব্বহারাশ্রেণীকে দুর্ব্বল ও নিরস্ত্র করিতে চাহিয়াছে, কারণ "রাষ্ট্রশক্তি দখল করার সংগ্রামে সর্ব্বহারাদের হাতে সংগঠন ছাড়া কোন হাতিয়ার নাই।" (লেনিন, "সিলেক্‌টেড ওয়ার্কস্", ইংরেজী সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৬)

(৪) **লক্ষ লক্ষ সাধারণ শ্রমিকের সহিত** শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণীদের **যে সম্পর্ক তাহার বাস্তবরূপ** হইল পার্টি। অগ্রণী হিসাবে পার্টি যতই চমৎকার হউক্‌ না কেন, তাহার সংগঠন যতই ভালো হউক্‌ না কেন, পার্টির বাহিরে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকিলে এবং এই সম্পর্ককে ক্রমাগত বহুগুণ বাড়াইতে ও শক্তিশালী না করিতে পারিলে পার্টি বাঁচিতে পারে না বা বাড়িতে পারে না। যে পার্টি নিজের খোলার মধ্যে শামুকের মত নিজেকে গুটাইয়া রাখে, যে-পার্টি জনগণের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, যে-পার্টি নিজের শ্রেণীর সঙ্গে সংযোগ হারাইয়া ফেলে বা যোগসূত্রকে আল্‌গা করিয়া ফেলে, সে পার্টি নিশ্চয়ই জনগণের বিশ্বাস ও সমর্থন হারায় এবং ফলে নিশ্চয়ই ধ্বংস হইতে বাধ্য হয়। পরিপূর্ণভাবে বাঁচিতে ও বাড়িতে হইলে পার্টিকে জনগণের সহিত সম্পর্ক বহুগুণ বাড়াইতে হয়, নিজ শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতেই হয়।

লেনিন বলিয়াছেন: "সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি হইতে হইলে আমাদের পক্ষে বিশেষ করিয়া **শ্রেণীর সমর্থন** অর্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" (লেনিন, "কলেক্‌টেড্‌ ওয়ার্কস্‌" রুশ সংস্করণের ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০৮)

(৫) ঠিকমত কাজ করিতে হইলে এবং জনগণকে যথারীতি পরিচালিত করিতে হইলে পার্টিকে **কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের** ভিত্তিতে দাঁড় করাইতে হইবে। একই নিয়মকানুন এবং একই পার্টি শৃঙ্খলা থাকিবে, পার্টি কংগ্রেস হইবে একমাত্র নেতৃত্বশালী প্রতিষ্ঠান এবং একটী কংগ্রেসের পর থেকে আবার কংগ্রেস বসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই নেতৃত্বভার থাকিবে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপর। যাহারা সংখ্যায় অল্প, তাহারা অধিকাংশের মত মানিয়া লইবে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রের নির্দ্দেশমত চলিবে, নিম্নতর

প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চতর প্রতিষ্ঠানকে মানিবে। এই শর্ত্তগুলি পূরণ না হইলে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি যথার্থ পার্টি হইতে পারিবে না, শ্রেণীকে পরিচালনা করার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে না।

অবশ্য জারের স্বৈরশাসনের দরুণ পার্টির অস্তিত্ব ছিল বে-আইনী। নীচের দিক থেকে নির্ব্বাচনপ্রথায় তখন পার্টিসংগঠন গড়িয়া তুলা সম্ভব হয় নাই। ফলে পার্টি পুরোপুরি ষড়যন্ত্রমূলকই রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু লেনিন মনে করিতেন যে পার্টির জীবনে এই **সাময়িক** দুরবস্থা জারতন্ত্র উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে, পার্টি তখন বৈধ ও প্রকাশ্যভাবে কাজ করিবে, এবং গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের প্রথায় ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় পরিচালনায় পার্টি সংগঠনগুলি গড়িয়া উঠিবে।

লেনিন লেখেন: "**পূর্বে** আমাদের পার্টি যথারীতি সংগঠিত একটা সম্পূর্ণ ব্যাপার হইয়া উঠে নাই, পার্টি কেবল কতগুলি পৃথক পৃথক দলের মিশ্রণ হিসাবে ছিল। সুতরাং এই সব দলের মধ্যে আদর্শগত প্রভাব ভিন্ন অন্য কোন সম্পর্ক সম্ভব ছিল না। **এখন** আমরা একটা সুগঠিত পার্টির মধ্যে সংহত হইয়াছি এবং এজন্য একটা কর্ত্তৃত্ব কায়েম হইয়াছে, ভাবধারার শক্তি এখন কর্ত্তৃত্বের শক্তিতে পরিণত হইয়াছে, পার্টির নিম্ন সংগঠনগুলি উচ্চ সংগঠনের নেতৃত্বে আসিয়া গিয়াছে।" (ঐ, পৃঃ ২৯১)

সংগঠন বিষয়ে নেতিবাদ এবং অভিজাতসুলভ অরাজকতা—যাহা পার্টির কর্ত্তৃত্ব ও শৃঙ্খলা মানিতে নারাজ—মেন্‌শেভিক্‌দের বিরুদ্ধে এই দুই অভিযোগ আনিয়া লেনিন লেখেন:—

"রুশ নিহিলিস্টদের (নেতিবাদীদের) চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হইল এধরণের বড়লোকী উচ্ছৃঙ্খলতা। পার্টি সংগঠনকে ইহারা একটা সাংঘাতিক রকমের 'কারখানা' মনে করে; সমগ্রের কাছে অংশবিশেষের এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সংখ্যালঘিষ্ঠের নতিস্বীকারকে ইহারা 'দাসত্ব'

মনে করে……কেন্দ্রীয় পরিচালনায় সে ভাবে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া হইলে, ইহারা হাসি-কান্নামিশ্রিত চীৎকার করিয়া বলে যে মানুষকে 'নাট্-বল্টুতে' পরিণত করা হইতেছে (এই ধরণের "নিতান্ত নিদারুণ অপরাধের" নমুনা হইল—এক সময় যে কাগজের সম্পাদক ছিল তাহাকে সাধারণ লেখকে পরিণত করা) ; পার্টির সংগঠনমূলক আইনকানুনের উল্লেখ করিলেই ইহারা ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া ("যাহারা নিয়ম মানিয়া চলে" তাহাদের উদ্দেশে) অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করে যে নিয়মকানুন একেবারেই না মানিলেও বেশ কাজ চালানো যায়। (লেনিন, "সিলেক্‌টেড্ ওয়ার্কস্", ইংরেজি সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪২-৪৩)

(৬) নিয়মিত কাজকর্ম্মে পার্টি যদি সকল সভ্যের **একতা** বজায় রাখিতে চায়, তাহা হইলে পার্টিকে নিশ্চয়ই **সকলের** জন্য সর্ব্বহারার কঠোর শৃঙ্খলা খাটাইতে হইবে, পার্টিনেতা এবং সাধারণ সভ্যের উপর **সমানভাবে** এই শৃঙ্খলা প্রয়োগ করিতে হইবে। সুতরাং পার্টির মধ্যে "বাছাবাছা কয়েকজন", যাঁহাদের উপর শৃঙ্খলা খাটে না, এবং "আর সকলে," যাঁহারা শৃঙ্খলা মানিয়া থাকেন, তাঁহাদের কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়। এই শর্ত্ত পালিত না হইলে পার্টির অখণ্ডতা এবং সভ্যদের মধ্যে একতা বজায় রাখা যাইবে না।

লেনিন লেখেন : "কংগ্রেস কর্ত্তৃক নিযুক্ত সম্পাদকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে মার্‌টভের সাঙ্গোপাঙ্গ যে কোন **সারবান** যুক্তি একেবারেই দিতে পারে নাই, তাহার প্রকৃত প্রমাণ হইল তাহাদের এই কথা : 'আমরা দাস নই !'…যে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী নিজেকে গণসংগঠন ও গণশৃঙ্খলার নাগালের বাহিরে 'বাছা বাছা কয়েকজন' বলিয়া কল্পনা করেন, তাহার মনোভাব এ কথায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতেছে।…ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী মনে করে…যে **সর্ব্বপ্রকার** সর্ব্বহারা সংগঠন ও শৃঙ্খলা

দাসত্বেরই নামান্তর।" (লেনিন, "কলেক্‌টেড্ ওয়ার্ক্‌স্", রুশসংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৮২)।

লেনিন আরও লেখেন: "আমরা যখন **প্রকৃত** পার্টিগঠনে অগ্রসর হইতেছি, তখন প্রত্যেক শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক যেন নিশ্চয়ই সর্ব্বহারার সেনাবাহিনীর একজন সৈনিকের মনোভাবের সহিত যে-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা খামখেয়ালী বুলি আওড়াইতে অভ্যস্ত তাহাদের মনোভাবে পার্থক্য নিশ্চিত ভাবে বুঝিতে শিখে, সে যেন নিশ্চয়ই **দাবী** করিতে শিখে যে পার্টি-সভ্যের কর্ত্তব্য কেবল সাধারণ সভ্যেরা পালন করিবে না, যাহারা পার্টির 'মাথা', তাহারাও করিবে।" (লেনিন, "সিলেক্‌টেড্ ওয়ার্ক্‌স্", ইংরেজি সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৪৪৫-৪৬)।

"সংগঠন বিষয়ে মেন্‌শেভিক্‌দের সুবিধাবাদ" ও তাহাদের সহিত মতভেদের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া লেনিন মনে করেন যে সর্ব্বহারার মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে পার্টি **সংগঠন**-রূপ অস্ত্রের গুরুত্ব কমাইয়া নেওয়া হইল মেন্‌শেভিক্‌দের অন্যতম চরম পাপ। মেন্‌শেভিকরা বলিত যে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করিতে হইলে সর্ব্বহারার পার্টি **সংগঠন** এমন কিছু জরুরী কাজ নয়। মেন্‌শেভিকদের এই যুক্তির সম্পূর্ণ বিপক্ষে লেনিন বলিতেন যে জয়ের পক্ষে সর্ব্বহারাদের মধ্যে **মতবাদমূলক** ঐক্য যথেষ্ট নয়; জয়লাভ করিতে হইলে তাহাদের মতবাদমূলক ঐক্যকে সর্ব্বহারার "একক **সংগঠনের** বাস্তব" ভিত্তি দ্বারা **মজবুৎ** করিতে হইবে। লেনিনের মতে কেবল এই উপায়েই সর্ব্বহারাশ্রেণী অজেয় শক্তিতে পরিণত হইতে পারে।

লেনিন লিখিয়াছেন: "রাষ্ট্রশক্তি দখলের সংগ্রামে সংগঠন বিনা সর্ব্বহারার কোন হাতিয়ার নাই। বুর্জোয়া জগতের উচ্ছৃঙ্খল প্রতিযোগিতার শাসনে সর্ব্বহারারা ছত্রভঙ্গ, পুঁজিদার জবরদস্তি করিয়া

তাহাদের খাটাইয়া নিষ্পিষ্ট করিতেছে, তাহারা প্রতিনিয়ত দারুণ-দারিদ্র্য, বর্ব্বরতা ও গ্লানির 'নিম্নতম গহ্বরে' নিক্ষিপ্ত হইতেছে। যখন মার্ক্‌স্‌বাদী নীতির সাহায্যে তাহাদের আদর্শগত ঐক্য সংগঠনের বাস্তব ভিত্তির উপর মজবুৎ হইয়া গড়িয়া উঠে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে শ্রমিকশ্রেণীর সেনাবাহিনীরূপে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া দেয়, তখন সর্ব্বহারারা এক অজেয় শক্তিতে পরিণত হইতে পারে এবং অবশ্যই হইবে। রুশ দেশের জরদ্গব জারতন্ত্র কিংবা নির্বীর্য্য আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের এ বাহিনীকে বাধা দিবার সাধ্য নাই।" (ঐ পৃঃ ৪৪৬)

ভবিষ্যদ্বাণী সূচক এই কয়েকটী কথা দিয়া লেনিন তাঁহার বই শেষ করেন।

"এক কদম আগাইয়া দুই কদম পিছু হটা" শীর্ষক বিখ্যাত বইয়ে লেনিন সংগঠননীতি সম্পর্কে এই মৌলিক কথাগুলিই বলিয়াছিলেন।

এই বইখানির প্রধান বিশেষত্ব হইল এই যে চক্রমনোভাবের বিরুদ্ধে পার্টিনীতিকে এবং যাহারা দল ভাঙ্গিতে চায় তাহাদের বিরুদ্ধে পার্টিকে শক্ত করিয়া খাড়া করিবার কথা বই খানিতে বুঝাইয়া লেখা হইয়াছে। সংগঠন বিষয়ে মেন্‌শেভিকদের সুবিধাবাদকে এই বই চূর্ণ করিয়া দেয়, এবং বল্‌শেভিক পার্টির সাংগঠনিক বনিয়াদ পত্তন করে।

কিন্তু এ বইয়ের তাৎপর্য্য এখানেই নিঃশেষ হয় নাই। ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব হইল এই যে, মার্ক্‌সবাদের ইতিহাসে লেনিন প্রথম সর্ব্বহারার প্রধান **সংগঠন** রূপে **পার্টির ভূমিকা সম্বন্ধে নীতি** বিশ্লেষণ করিলেন, যে-প্রধান **হাতিয়ার** না থাকিলে একনায়কত্বের জন্য সংগ্রামে সর্ব্বহারা বিজয়ী হইতে পারে না, পার্টিকে সেই হাতিয়ার হিসাবে পরিষ্কার করিয়া দেখাইলেন।

"এক কদম আগাইয়া দুই কদম পিছু হটা," লেনিনের এই বইটী

পার্টিকর্মীদের মধ্যে বহুল প্রচারিত হওয়ায় অধিকাংশ স্থানীয় সংগঠনগুলি লেনিনের পক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সংগঠনগুলি যতই বল্‌শেভিক্‌দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিতে লাগিল, ততই মেন্‌শেভিক্‌ নেতাদের ব্যবহারে বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

১৯০৪ সালের গ্রীষ্মকালে, প্লেখানভের সহায়তায় এবং ক্রাসিন ও নস্কভ্‌ নামে দুইজন দুর্ব্বলচেতা বল্‌শেভিকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মেন্‌শেভিক্‌রা কেন্দ্রীয় কমিটিতে অধিকাংশ সভাপদ দখল করিয়া বসে। মেন্‌শেভিক্‌রা যে দল ভাঙিবার জন্য ব্যস্ত, তাহা স্পষ্টই দেখা গেল। "ইস্ক্রা" এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ায় বল্‌শেভিক্‌রা বিশেষ বিপদে পড়িল। ফলে বল্‌শেভিক্‌দের নিজস্ব কাগজের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইল। নূতন পার্টিকংগ্রেস, অর্থাৎ তৃতীয় কংগ্রেস, আহ্বান করিয়া নূতন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্ব্বাচন কবা ও মেন্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে শেষ বুঝা-পড়ার প্রয়োজন হইল।

লেনিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিক্‌রা এখন এই কাজেই প্রবৃত্ত হইল।

তৃতীয় পার্টিকংগ্রেস আহ্বান করিবার জন্য বল্‌শেভিক্‌রা আন্দোলন শুরু করিল। ১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে লেনিনের পরিচালনায় ২০ জন বল্‌শেভিক্‌ লইয়া সুইট্‌সার্‌ল্যাণ্ডে এক সম্মেলন বসিল। এই সম্মেলন "পার্টির প্রতি" নামে এক আবেদনপত্র প্রকাশ করে। তৃতীয় কংগ্রেস ডাকিবার জন্য বল্‌শেভিক্‌রা যে সংগ্রাম চালাইতেছিল, এই আবেদন তাহার কর্ম্মসূচীস্বরূপ হইল।

তিনটী প্রদেশের (দক্ষিণ, ককেশীয় এবং উত্তর) বল্‌শেভিক্‌ কমিটির সম্মেলনে সংখ্যাধিকদলের কমিটিগুলির কার্য্যকরী সংঘ নির্ব্বাচিত হয়।

ইহারাই তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের জন্য সর্ব্ববিধ আয়োজনেব ভার গ্রহণ করে।

১৯০৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে বল্‌শেভিক্ সংবাদপত্র "আগে চলো"র ("ভিপেরিয়ড্") প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

এইভাবে পার্টির মধ্যে বল্‌শেভিক্ ও মেন্‌শেভিক্ নামে দুইটী পৃথক স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান নিজস্ব মুখপত্র লইয়া দেখা দিল।

সংক্ষিপ্তসার

১৯০১ হইতে ১৯০৪ সালেব মধ্যে, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীব আন্দোলনেব সঙ্গে সঙ্গে রুশদেশে মার্কস্‌বাদী সোশাল-ডেমক্রাটিক সংগঠন গড়িয়া উঠে ও বাড়িয়া চলে। "অর্থনীতিবাদীদেব" বিরুদ্ধে মতবাদ লইয়া কঠোব সংগ্রামে লেনিনেব "ইস্ক্রা" যে-বিপ্লবী পথেব নির্দ্দেশ দিয়াছিল তাহাই জযলাভ করে, এবং নীতি লইয়া গণ্ডগোল ও "সৌখীন খামখেয়ালী কাজেব ঢঙের" অবসান ঘটে।

বিচ্ছিন্ন সোশাল ডেমক্রাটিক চক্র ও দলগুলিকে "ইস্ক্রা" একত্র সম্মিলিত করে এবং দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস আহ্বানেব পথ পরিষ্কাব করে। ১৯০৩ সালে দ্বিতীয় কংগ্রেসেব অধিবেশনে রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টি গঠিত হয়, পার্টির কর্ম্মসূচী ও নিযমাবলী গৃহীত হয়, এবং পার্টিব কেন্দ্রীয নেতৃত্বকে কার্য্যকরী কবিবাব ব্যবস্থা খাড়া করা হয়।

দ্বিতীয় কংগ্রেসে রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিক পার্টির মধ্যে "ইস্ক্রা"র মতবাদেব সম্পূর্ণ বিজয়ের জন্য যে-সংগ্রাম হয়, তাহাব ফলে বলশেভিক্ ও মেন্‌শেভিক্ নামে দুইটি দলের উদ্ভব হইল।

দ্বিতীয় কংগ্রেসেব পবে বল্‌শেভিক্ ও মেন্‌শেভিক্‌দের মধ্যে প্রধানত সংগঠন সম্বন্ধে প্রশ্ন লইয়া মতভেদ চলিতে লাগিল।

মেন্‌শেভিক্‌রা ক্রমে "অর্থনীতিবাদীদের" কাছাকাছি যাইয়া পার্টির মধ্যে

তাহাদেব স্থানটাই লইল। তখনকাব মত মেন্‌শেভিক্‌দেব স্থবিধাবাদ সংগঠন সম্বন্ধে প্রশ্ন লইয়াই দেখা দিল। লেনিন যে-ধবণেব সংগ্রামশীল বিপ্লবী পার্টি চাহিতেন, মেন্‌শেভিক্‌বা ছিল তাহাব বিবোধী। তাহাবা চাহিত আল্‌গা অসংবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীব "লেজুড়"-স্বৰূপ পার্টি। তাহাবা পার্টিব মধ্যে ভাঙন আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। প্লেখানভেব সহায়তায় তাহারা "ইস্ক্রা" কাগজে ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে কর্তৃত্ব দখল করিল এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবিতে, অর্থাৎ পার্টিতে ভাঙন আনিবাব জন্য ব্যবহাব করিল।

মেন্‌শেভিক্‌বা পার্টি ভাঙিয়া দিবাব উদ্যোগ কবিতেছে দেখিয়া বিভীষণদেব কাণ্ডকাবখানা দমন কবিবাব জন্য বল্‌শেভিক্‌বা সচেষ্ট হইল। তাহাবা তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বান কবিবাব উদ্দেশ্যে স্থানীয় সংগঠনগুলিকে একত্র কবিল এবং নিজস্ব সংবাদপত্র "আগে চলো" প্রকাশ কবিল।

স্থতবাং, প্রথম রুশ বিপ্লবেব প্রাক্কালে, রুশ-জাপান যুদ্ধ যখন শুরু হইয়া গিয়াছে, তখন বল্‌শেভিক ও মেন্‌শেভিকবা দুইটী আলাদা দল হিসাবেই কাজ কবিতেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

রুশ-জাপান যুদ্ধ ও প্রথম রুশবিপ্লবের সময় বলশেভিক্ ও মেনশেভিকদের অবস্থা (১৯০৪—১৯০৭)

১। রুশ-জাপান যুদ্ধ—রুশদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার বৃদ্ধি—সেণ্ট্ পিটার্সবুর্গে ধর্ম্মঘট—১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে জারের শীত-প্রাসাদের সম্মুখে শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিল—জনতার উপর গুলি চালানো—বিপ্লবের আরম্ভ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি প্রশান্তমহাসাগর অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন এবং চীনদেশকে ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইবার জন্য তীব্র সংগ্রাম আরম্ভ করে। এ-সংগ্রামে জারের রুশও যোগ দেয়। ১৯০০ সালে চীনদেশের জনগণ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যে-বিদ্রোহ করিয়াছিল, জাপানী, জার্মান, ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যদলের সহিত একযোগে জারের সৈন্যেরা সে-বিদ্রোহকে অভূতপূর্ব্ব নিষ্ঠুরতার সহিত দমন করে। ইহার পূর্ব্বেই জারের সরকার চীনকে লিয়াওটুং উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থর বন্দর ও দুর্গ রুশের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য করে। চীনে রেলপথ নির্ম্মাণের অধিকারও রুশ আদায় করে। উত্তর মাঞ্চুরিয়াতে পূর্ব্বচীন রেলওয়ে নামে এক রেলপথ নির্ম্মাণ করা হয় এবং সেখানে পাহারা দিবার জন্য রুশ সৈন্য মোতায়েন করা হয়।

উত্তর-মাঞ্চুরিয়া জারশাসিত রুশের সামরিক রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্গত হয়। জারতন্ত্র কোরিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। রুশ বুর্জোয়ারা মাঞ্চুরিয়াতে "পীতরুশ" প্রতিষ্ঠার মতলব ভাঁজিতেছিল।

সুদূর প্রাচ্যে রাজ্যজয়ের ফলে জারতন্ত্রের সহিত আর এক দস্যু-শক্তির বিরোধ বাধিল। জাপান খুব তাড়াতাড়ি সাম্রাজ্যবাদী দেশ হইয়া উঠিয়াছিল এবং প্রথমে চীন ও পরে এশিয়া মহাদেশের অন্যত্র দেশ দখলের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। জারের রুশের মত জাপানও কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করিল। জাপান তখনই সাখালিন এবং সুদূর প্রাচ্যে রুশ-অধিকৃত অঞ্চলগুলি দখল করার স্বপ্ন দেখিতেছিল। সুদূর প্রাচ্যে জারশাসিত রুশের শক্তি বাড়িতেছিল বলিয়া শঙ্কিত হইয়া ব্রিটেন গোপনে জাপানের পক্ষ লইল। রুশ-জাপানে যুদ্ধ ঘনাইয়া আসিতেছিল। বড় বড় বুর্জোয়ারা মালপত্রের জন্য নূতন বাজারের সন্ধানে ঘুরিতেছিল; তাহারা জমিদারশ্রেণীর মধ্যে বেশী প্রগতিবিরোধী লোকগুলির সহিত মিলিয়া জারসরকারকে এই যুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিল।

জারের সরকার যুদ্ধঘোষণা করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া জাপান নিজেই লড়াই আরম্ভ করিল। রুশদেশে জাপানের সুচতুর গোয়েন্দা-বিভাগ ছিল। তাই জাপান আগে হইতে জানিত যে তাহার শত্রু যুদ্ধের জন্য তখনও প্রস্তুত নয়। ১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে, যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া, জাপান হঠাৎ পোর্ট আর্থরের রুশ দুর্গ আক্রমণ করে এবং বন্দরে যে রুশ নৌবাহিনী ছিল তাহাকে গুরুতরভাবে জখম করে।

এইভাবে রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

জারসরকার হিসাব করিয়া দেখে যে এই যুদ্ধ জারশাসনের রাজনৈতিক অবস্থাকে জোরদার করিতে সাহায্য করিবে এবং বিপ্লবকে রোধ

করিবে। কিন্তু এই হিসাবে ভুল ছিল। এই যুদ্ধে জারশাসন যে ধাক্কা খায় তেমন আর কখনও হয় নাই।

রুশসৈন্যের অস্ত্রের ও সামরিক শিক্ষার অভাব ছিল। সেনাপতিরা ছিল অনুপযুক্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ। তাই রুশসৈন্য বারবার পরাজিত হইতে লাগিল।

পুঁজিদার, সরকারী কর্ম্মচারী ও সেনাপতিরাই এযুদ্ধে লাভবান হইতে লাগিল। তহবিল তছরূপ খুব জোর চলিতেছিল। সৈন্যেরা সাজসরঞ্জাম খুবই কম পাইতেছিল। সৈন্যবাহিনীর যখন অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ঘটিত, তখন যেন তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই গাড়ী গাড়ী 'আইকন্‌' [ভক্তির চিহ্নস্বরূপ কাঠের ক্রুশ্‌] পাঠানো হইত। তিক্তবিরক্ত হইয়া সৈন্যেরা বলিত :—"জাপানীরা আমাদের উপর গোলা ছুড়িতেছে আর আমরা পাল্টা জবাব দিতেছি 'আইকন্‌' ছড়াইয়া!" আহতদের স্থানান্তরিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্ত্তে স্পেশাল ট্রেন্‌গুলি জারের সেনাপতিদের লুণ্ঠিত মালপত্র বোঝাই হইয়া যাইত।

জাপানী পোর্ট আর্থর অবরোধ করে এবং পরে দখল করে। জার-সৈন্যদের কয়েকবার হারাইয়া জাপানীরা শেষে মুক্‌দেনের কাছে তাহাদিগকে একেবারে বিধ্বস্ত করে। এই যুদ্ধে জারের তিনলক্ষ সৈন্যের মধ্যে একলক্ষ বিশহাজার মারা যায় কিংবা জখম হয়, কিংবা শত্রুর হাতে বন্দী হয়। এর পরে পোর্ট আর্থরকে বাঁচাইবার জন্য বল্‌টিক সাগর হইতে জারের যে নৌবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা সুশিমা-প্রণালীতে সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিনষ্ট হয়। সুশিমার যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়; জারের পাঠানো কুড়িখানা যুদ্ধজাহাজের মধ্যে তেরো-খানা ডুবিয়া যায় কিংবা নষ্ট হয়, আর চারখানা আটক পড়ে। এযুদ্ধে জারের রুশ সম্পূর্ণ পরাজিত হয়।

জাপানের সহিত একটা অপমানজনক সন্ধি করিতে জারসরকাব বাধ্য হইয়াছিল। জাপান কোরিয়া অধিকার করে এবং পোর্ট আর্থর ও সাখালিন দ্বীপের অর্দ্ধাংশ রুশদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়।

জনসাধারণ এযুদ্ধ চায় নাই। যুদ্ধ যে দেশের পক্ষে কত ক্ষতিকর তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল। জারশাসিত রুশের পশ্চাৎপদ অবস্থার জন্য তাহাদেরই দারুণ ভুগিতে হইল।

যুদ্ধ সম্বন্ধে বল্‌শেভিক্ ও মেন্‌শেভিক্‌দের মনোভাব ছিল বিভিন্ন প্রকারের।

মেন্‌শেভিক্‌দের মধ্যে ট্রট্স্কি ছিল। জাব, জমিদার ও পুঁজিদাবদেব "পিতৃভূমি" রক্ষাব জন্য ইহারা নামিয়া আসিতেছিল।

অপরদিকে লেনিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিক্‌বা বলিল যে এই দস্যুযুদ্ধে জারসরকারের পরাজয়ই প্রয়োজন, কারণ পরাজয়ের ফলে জারতন্ত্র দুর্ব্বল হইবে ও বিপ্লবের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

জারতন্ত্র যে কতদূর জীর্ণ হইয়া পডিযাছে, জারসৈন্যের বার বার পরাজয়ে সে-বিষয়ে জনগণের চক্ষু খুলিয়া গেল। দিন দিন জারতন্ত্রের প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ বাডিযা চলিল। লেনিন লিখিলেন যে পোর্ট আর্থরের পতনের অর্থ হইল স্বৈরশাসনের পতনের আরম্ভ।

জার বিপ্লবকে রোধ করিবার জন্য যুদ্ধকে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ফল পাইলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। রুশ-জাপান যুদ্ধ তাডাতাডি বিপ্লব আরম্ভ করাইবার কাজে সাহায্য করিল।

জারের রুশে পুঁজিদারদের পেষণ জারতন্ত্রের পেষণের জন্য আরও দুঃসহ হইয়াছিল। শ্রমিকরা যে কেবল পুঁজিবাদী শোষণ ও অমানুষিক পরিশ্রমের কষ্ট পাইত তাহা নয়, সমগ্র জনগণের সহিত তাহারাও সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। সুতরাং রাজনীতির দিক

হইতে অগ্রসর শ্রমিকরা জারশাসনের বিরুদ্ধে শহর ও গ্রামের গণতন্ত্রকামী সকলের সম্মিলিত বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্ব লইবার চেষ্টা করিল। জমির অভাবের দরুণ এবং ভূমিদাসপ্রথা অনেকভাবে টিকিয়া ছিল বলিয়া চাষীরা নিদারুণ অভাবগ্রস্ত অবস্থায় ছিল, জমিদার ও অবস্থাপন্ন কৃষকদের দাসত্ব বহন করিয়াই তাহারা জীবনযাপন করিত। জারের রুশে যে নানাজাতি বসবাস করিত, তাহারা একদিকে নিজেদের জমিদার-পুঁজিদার ও অন্যদিকে রুশ জমিদার-পুঁজিদারদের ডবল ভারে আর্ত্তনাদ করিত। ১৯০০ ০৩ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কটে শ্রমিকসাধারণের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইল। যুদ্ধ এ দুর্দ্দশাকে আরও নিদারুণ করিয়া তুলিল। জার-শাসনের প্রতি জনসাধারণের যে বিদ্বেষ ছিল, যুদ্ধে পরাজয় সে-বিদ্বেষের আগুনে ইন্ধন যোগাইল। জনগণের ধৈর্যচ্যুতি হইয়া আসিতেছিল।

সুতরাং বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্টেরও বেশী কারণ ছিল, তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম।

বল্‌শেভিকদের বাকু কমিটির নেতৃত্বে ১৯০৪ সালে বাকু শহরে শ্রমিকদের এক বিরাট ও সুসংবদ্ধ ধর্ম্মঘট হয়। ধর্ম্মঘটে শ্রমিকরা বিজয়ী হয়, এবং তৈলখনির শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে একটা সমষ্টিগত চুক্তি হয়। রুশদেশে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এধরণের চুক্তি এই প্রথম হইল।

ট্রান্স্‌ককেশিয়া ও রুশদেশের নানাস্থানে বিপ্লবী জাগরণের সূচনা হইল এই বাকু ধর্ম্মঘট।

"সারা রুশদেশে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে যে গৌরবময় সংগ্রাম চলিয়াছিল, বাকু ধর্ম্মঘট হইল তাহারই সঙ্কেত।" (স্টালিন)

এই ধর্ম্মঘট যেন বিপুল বিপ্লবী ঝঞ্ঝার আবাহনে বজ্রধ্বনির মত শুনাইল।

১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী (নূতন হিসাবে ২২শে) সেণ্টপিটার্সবুর্গের ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী ঝঞ্ঝাবাত আরম্ভ হইল।

১৯০৫ সালের ৩রা জানুয়ারী সেণ্টপিটার্সবুর্গের সবচেয়ে বড় কারখানা পুটিলভে (বর্ত্তমানে কাইরভ্ কারখানা) ধর্ম্মঘট শুরু হয়। চারজন শ্রমিকের কর্ম্মচ্যুতি এই ধর্ম্মঘটের কারণ। ধর্ম্মঘট তাড়াতাড়ি ছড়াইয়া পড়ে এবং সেণ্ট্পিটার্সবুর্গের অন্যান্য কলকারখানা যোগ দেয়। এইভাবে সাধারণ ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। আন্দোলন খুবই জোরদার হইয়া উঠে। জারসরকার ধর্ম্মঘটকে প্রথম পর্য্যায়েই পিষিয়া দিবার মতলব করে।

পুটিলভ্ ধর্ম্মঘটের পূর্ব্বে, ১৯০৪ সালে, গাপন্ নামে এক পাদরীকে পুলিস গুপ্ত প্ররোচক হিসাবে ব্যবহার করে। গাপন্ রুশ কারখানা শ্রমিকসভা নামে শ্রমিকদের এক সংগঠন খাড়া করে। সেণ্টপিটার্সবুর্গের সকল অঞ্চলে এই সংগঠনের শাখা ছিল। ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইবার পর সভার অধিবেশনে গাপন্ বিশ্বাসঘাতকের মত এক ফন্দিবাজ পরিকল্পনার কথা উপস্থাপিত করে: ৯ই জানুয়ারী শ্রমিকদের সম্মিলিত হইতে, এবং গির্জার পতাকা ও জারের ছবি লইয়া শান্তিপূর্ণ মিছিল করিয়া জারের শীতকালীন প্রাসাদে যাইয়া শ্রমিকদের দাবীদাওয়া-সম্বলিত একটী দরখাস্ত জারকে দেওয়া হইবে। জার জনতার সম্মুখে আসিয়া তাহাদের কথা শুনিবে ও দাবী পূরণ করিবে। শ্রমিকদের উপর গুলি-চালাইবার এক অজুহাত সৃষ্টি করিয়া রক্তের বন্যায় শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনকে ডুবাইবার কাজে জারের 'অখ্রানাকে' (গোপন পুলিস) সাহায্য করিবার ভার গাপন্ লইয়াছিল। কিন্তু পুলিসের এই ষড়যন্ত্রের ফাঁদ শেষ পর্য্যন্ত জারসরকারেরই মাথার উপর পড়িল।

শ্রমিকদের সভায় এই দরখাস্ত সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। এই সব সভায় বল্শেভিকরা নিজেদের

বল্‌শেভিক্‌ বলিয়া ঘোষণা না করিয়া বক্তৃতা করে। তাহাদের প্রভাবে এই দরখাস্তে সংবাদপত্র, বক্তৃতা ও শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা, রুশদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য গণপরিষদ্‌ আহ্বান, আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার, রাষ্ট্র হইতে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানকে পৃথক করা, যুদ্ধের অবসান, শ্রম-সময় আট ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট করা, জমি চাষীর হাতে দেওয়া ইত্যাদি দাবী যোগ করিয়া দেওয়া হয়।

এই সব সভায় বল্‌শেভিক্‌রা বুঝাইয়া দেয় যে জারের কাছে আবেদন-নিবেদন দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যায় না, অস্ত্রবলে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে। বল্‌শেভিক্‌রা শ্রমিকদের এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেয় যে তাহাদের উপর গুলি চলিতে পারে। কিন্তু জারের শীতপ্রাসাদ অভিমুখে যে মিছিল যাইল, তাহা তাহারা বন্ধ করিতে পারে নাই। শ্রমিকদের একটা বড় অংশ তখনও বিশ্বাস করিত যে জার তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। আন্দোলন জনতার উপর জোর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সেণ্টপিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের দরখাস্তে বলা হয় :—

"আমাদের সার্ব্বভৌম সম্রাট! আমরা, সেণ্টপিটার্সবুর্গের মজুররা, আমাদের স্ত্রীপুত্রকন্যা এবং আমাদের অসহায় বৃদ্ধ মাতাপিতা, সকলে মিলিয়া আপনার কাছে ন্যায়বিচার ও আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। আমরা গরীব, আমরা নিপীড়িত, অসহ্য পরিশ্রমে আমরা ভারাক্রান্ত; আমরা অপমান সহ্য করি, মানুষের মত ব্যবহার আমরা পাই না··· ধৈর্য্য ধরিয়া আমরা দুঃখকষ্ট সহ্য করিতেছি, কিন্তু ক্রমেই দারিদ্র্য, অধিকারহীনতা ও অজ্ঞতার গভীর গহ্বরে আমাদের আরও বেশী ঠেলিয়া ফেলা হইতেছে; অত্যাচার ও জুলুমের চাপে আমাদের শ্বাসরুদ্ধ হইতেছে···আমাদের ধৈর্য্য নিঃশেষ হইয়াছে। এই অসহ্য যন্ত্রণা আর

সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুই যে শ্রেয় তাহা বুঝিবার কালমুহূর্ত্ত আসিয়া গিয়াছে…।”

১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী প্রত্যূষে শ্রমিকরা জার যে শীতপ্রাসাদে তখন অবস্থান করিতেছিল সেদিকে অগ্রসর হইল। তাহারা সপরিবারে, স্ত্রী, পুত্রকন্যা ও বৃদ্ধবৃদ্ধাদের লইয়া, জারের ছবি ও গির্জার পতাকা বহন করিয়া চলিল। চলিতে চলিতে তাহারা ধর্ম্ম সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। তাহারা ছিল নিরস্ত্র। রাস্তায় ১ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশী লোক জমায়েৎ হইল।

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের কাছে তাহারা কঠোর অভ্যর্থনা পাইল। নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর গুলি চালাইবার হুকুম সে দিল। সেদিন জারের সিপাহীদের হাতে এক হাজারেরও বেশী শ্রমিক প্রাণ হারাইল, দুই হাজারেরও বেশী জখম হইল। শ্রমিকের রক্তে সেণ্টপিটার্সবুর্গের রাজপথ প্লাবিত হইল।

বল্‌শেভিক্‌রা মিছিলে শ্রমিকদের সঙ্গে ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে মারা গেল বা গ্রেপ্তার হইল। এ নিদারুণ অপরাধের দায়িত্ব কাহার এবং কিভাবে তাহার বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে, একথা সেদিন শ্রমিকরক্ত-প্লাবিত রাজপথে দাঁড়াইয়া বল্‌শেভিক্‌রা শ্রমিকদিগকে বুঝাইল।

৯ই জানুয়ারী "রক্তাক্ত রবিবার" নামে খ্যাত হইল। ঐদিন শ্রমিকরা রক্তপাতের মধ্যে শিক্ষা পাইল। জারের প্রতি তাহাদের যে বিশ্বাস ছিল, তাহা ঐদিন বন্দুকের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তাহারা পরিষ্কার বুঝিল যে একমাত্র সংগ্রাম দ্বারাই তাহারা নিজেদের অধিকার অর্জ্জন করিতে পারে। ঐদিন সন্ধ্যায় মজুর মহল্লার রাস্তায় রাস্তায় 'ব্যারিকেড্' [হাতের কাছে যাহা পাওয়া যায় তাহা লইয়া রাস্তা

আট্‌কাইবার পাঁচিলের মত বাধা] বানানো হইয়াছিল। শ্রমিকরা বলিল: "জার আমাদের দিয়াছে; এখন আমরা তাহা ফেরৎ দিব!"

জারের এই রক্তলোলুপ অপরাধের ভয়াবহ বিবরণ বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী, সমগ্র দেশ তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদে চঞ্চল হইয়া উঠিল। এমন একটীও শহর ছিল না যেখানে জারের এই জঘন্য কাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করে নাই এবং রাজনৈতিক দাবী পেশ করে নাই। "স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক্‌!" এই রব তুলিয়া শ্রমিকরা রাস্তায় রাস্তায় বাহির হইল। জানুয়ারী মাসে ধর্ম্মঘটীর সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িয়া ৪ লক্ষ ৪০ হাজারে দাঁড়াইল। ইহার পূর্ব্বে পুরো দশ বৎসরে যত শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, সে-তুলনায় এখন একমাসে বেশী শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিল। শ্রমিক আন্দোলন অভূতপূর্ব্বভাবে বাড়িয়া উঠিল।

রুশদেশে বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গেল।

২। শ্রমিকদের রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট ও শোভাযাত্রা—কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার—'পোটেম্‌কিন্‌' যুদ্ধজাহাজে বিদ্রোহ

৯ই জানুয়ারীর পর হইতে শ্রমিকদের বিপ্লবীসংগ্রাম আরও তীব্র হইল এবং রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করিল। অর্থনৈতিক ধর্ম্মঘট বা সহানুভূতি-সূচক ধর্ম্মঘটের পর্য্যায় পার হইয়া শ্রমিকরা রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট করিতে লাগিল, মিছিল করিল, এবং কোন কোন জায়গায় জারের সৈন্যদিগকে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাধা দিল। সেণ্টপিটার্সবুর্গ, মস্কো, ওয়ারস, রিগা এবং বাকুর মত বড় বড় শহরে বহুসংখ্যক শ্রমিক একত্র থাকিত বলিয়া বিশেষ করিয়া সে-সব শহরে অদম্য ও সুসংহত ধর্ম্মঘট হয়।

সংগ্রামরত সর্ব্বহারা শ্রেণীর পুরোভাগে চলিল লোহা ইত্যাদি ধাতুর কারখানাশ্রমিকরা। অগ্রণী শ্রমিকরা নিজেরা ধর্ম্মঘট করিয়া যাহাদের শ্রেণীচৈতন্য কম তাহাদেরও চঞ্চল করিয়া তুলিল এবং সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রামের পথে জাগাইয়া তুলিল। সোশাল-ডেমক্রাটদের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

অনেকগুলি শহরে মে-দিবসপালনের মিছিল উপলক্ষে পুলিস ও সিপাহীদের সহিত সংঘর্ষ ঘটিল। ওয়ার্‌স-তে মিছিলের উপর গুলি চলে, কয়েকশত লোক হতাহত হয়। পোলিশ্‌ সোশাল-ডেমক্রাট্‌দের আহ্বানে শ্রমিকরা প্রতিবাদসূচক ব্যাপক ধর্ম্মঘট করিয়া ওয়ার্‌স-তে গুলি চালানোর উত্তর দেয়। সারা মে-মাস ধরিয়া ধর্ম্মঘট ও শোভাযাত্রা অবিরত চলিতে থাকে। ঐমাসে সমগ্র রুশদেশে দুইলক্ষেরও অধিক শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে। বাকু, লড্‌জ্‌ ও আইভানোভো-ভজ্‌নেসেন্স্‌কে সাধারণ ধর্ম্মঘট হয়। ধর্ম্মঘটী ও শোভাযাত্রীর দলের সঙ্গে জারের সিপাহীদের সংঘর্ষ ক্রমেই বাড়িতে থাকে। ওডেসা, ওয়ার্‌স, রিগা, লড্‌জ্‌ এবং অন্যান্য অনেক শহরে এধরণের সংঘর্ষ ঘটে।

পোলাণ্ডের বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র লড্‌জ্‌ শহরে সংগ্রাম বিশেষ তীব্র হইয়া উঠে। লড্‌জের রাস্তায় রাস্তায় শ্রমিকরা 'ব্যারিকেড' বানায় এবং তিনদিন ধরিয়া (২২শে-২৪শে জুন, ১৯০৫) জারের সিপাহীদের সঙ্গে পথে পথে লড়াই করে। এখানে সাধারণ ব্যাপক ধর্ম্মঘটের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম মিশিয়া যায়। এই লড়াইকে রুশদেশে শ্রমিকদের প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম বলিয়া লেনিন মনে করিতেন।

ঐ বৎসর গ্রীষ্মকালে আইভানভো-ভজ্‌নেসেন্সকের শ্রমিক ধর্ম্মঘট হইল সব চেয়ে প্রধান ঘটনা। ১৯০৫ সালের মে মাসের শেষ হইতে আগস্টের আরম্ভ পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই মাস এ ধর্ম্মঘট চলে। প্রায় ৭০,০০০

মজুর ধর্ম্মঘটে যোগ দেয়; তাহাদের মধ্যে অনেক মেয়ে মজুরও ছিল। বল্‌শেভিক্‌দের উত্তর কমিটি এই ধর্ম্মঘটের নেতৃত্ব করে। প্রায় প্রতিদিন শহরের বাহিরে টাল্‌কা নদীতীরে হাজার হাজার শ্রমিক জমায়েৎ হইত। এই সব সভায় তাহারা নিজেদের দাবীদাওয়া লইয়া আলোচনা করিত। বল্‌শেভিক্‌রা শ্রমিকসভাগুলিতে বক্তৃতা করিত। ধর্ম্মঘটকে চূর্ণ করিবার জন্য জারসরকার শ্রমিকদের সভা ভাঙিয়া দিতে ও গুলি চালাইতে সৈন্যদলকে হুকুম দেয়। বহু শ্রমিক মারা যায় ও কয়েকশত আহত হয়। শহরে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু শ্রমিকরা অবিচলিত থাকে এবং কাজে ফিরিতে অস্বীকার করে। সপরিবারে উপবাস করিয়াও তাহাবা আত্মসমর্পণ করিতে চাহিল না। অবশেষে একান্ত অবসাদে মুহ্যমান হওয়াব ফলে তাহারা কাজে ফিরিতে বাধ্য হয। ধর্ম্মঘট শ্রমিকদিগকে ইস্পাতেব মত তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় করিল। ধর্ম্মঘট শ্রমিকশ্রেণীব সাহস, সংকল্প, সহ্যশক্তি এবং সংহতিব উদাহরণ হইয়া রহিল। আইভানোভো-ভজ্‌নেসেন্সকের শ্রমিকদের পক্ষে ইহা হইল প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষা।

এই ধর্ম্মঘটের সময় আইভানোভো-ভজ্‌নেসেন্সকের শ্রমিকরা যে প্রতিনিধিসভা গঠন করে, বাস্তবিকপক্ষে তাহাই হইল রুশদেশে শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রথম সোভিয়েটের অন্যতম।

শ্রমিকদের রাজনৈতিক ধর্ম্মঘটগুলি সমগ্র দেশকে আলোড়িত করিল। শহরের অনুসরণ করিয়া গ্রামেও জাগরণ আরম্ভ হইল। বসন্ত ঋতুতে কৃষকবিক্ষোভ দেখা দিল। কৃষকদের বিপুল জনতা জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান করিল, তাহাদের কাছারী, চিনির কারখানা ও মদের ভাটি আক্রমণ করিল, ও জমিদারদের প্রাসাদ ও খামারবাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিল। অনেক জায়গায় কৃষকরা জমি দখল করিয়া বসিল, সমস্ত বনজঙ্গল

কাটিয়া ফেলিল এবং জমিদারীগুলি জনগণের হাতে তুলিয়া দেওয়া হউক বলিয়া দাবী করিল। তাহারা জমিদারদের ফসল বোঝাই মরাই ও অন্যান্য জিনিসেব ভাণ্ডার দখল করিয়া উপবাসী জনগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিল। জমিদাররা ভয়ে শহরে পলাইয়া গেল। কৃষকবিদ্রোহ দমনের জন্য জারসরকার সৈন্য ও কসাক বাহিনী পাঠাইল। সৈন্যেরা কৃষকদের উপর গুলি চালাইল, তাহাদের "সর্দ্দারদের" পাকড়াও করিল, বেত মারিল, নানাভাবে যন্ত্রণা দিল। কিন্তু কৃষকরা তাহাদের সংগ্রাম থামাইল না।

রুশদেশের মধ্যভাগে, ভল্‌গা অঞ্চলে এবং ট্রান্স্‌ককেশিয়ায়, বিশেষ করিয়া জর্জিয়াতে কৃষক আন্দোলন পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে বাড়িয়া চলিল।

সোশাল-ডেমক্রাটরা গ্রাম অঞ্চলে আরও নিবিড়ভাবে প্রবেশ করিল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি "কৃষকগণ! তোমাদের কাছে আমাদের নিবেদন" শীর্ষক এক আবেদন প্রকাশ করে। টিভের, সাবাটভ, পল্টাভা, চের্নিগভ্‌, একাটেরিনোস্লাভ্‌, টিফ্‌লিস্‌ প্রভৃতি অন্যান্য অনেকগুলি প্রদেশের সোশাল-ডেমক্রাটিক কমিটিগুলি কৃষকদের কাছে আবেদন জানায়। গ্রামে গ্রামে সোশাল-ডেমক্রাটরা সভার বন্দোবস্ত করিত, কৃষকদের মধ্যে চক্র গঠন করিত এবং কৃষকসমিতি গড়িয়া তুলিত। ১৯০৫ সালের গ্রীষ্মকালে সোশাল-ডেমক্রাটদের নেতৃত্বে অনেক জায়গায় কৃষিমজুরদের ধর্ম্মঘট হয়।

কিন্তু ইহা হইল কেবল কৃষক সংগ্রামের আরম্ভ। কৃষক আন্দোলন তখন মাত্র ৮৫ "উইয়েজ্‌দ্‌" (জেলা), কিংবা জারশাসিত রুশদেশের ইয়োরোপীয় অংশে মোট যতগুলি জেলা ছিল, তাহার সাত ভাগের এক ভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলন এবং রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশ সৈন্যের ক্রমাগত পরাজয়ের প্রভাব সেনাবাহিনীর উপর পড়িল। জারতন্ত্রের দুর্গপ্রাকার টলমল করিতে লাগিল।

১৯০৫ সালের জুন মাসে কৃষ্ণসাগরে নৌবাহিনীর "পোটেম্‌কিন্" নামে একটী যুদ্ধজাহাজে বিদ্রোহ বাধে। ঐ সময় যুদ্ধ জাহাজটী ওডেসার নিকট ছিল, আর ওডেসাতে তখন শ্রমিকদের এক ব্যাপক সাধারণ ধর্ম্মঘট চলিতেছিল। জাহাজের যে-সমস্ত কর্ম্মচারীকে তাহারা খুবই ঘৃণা করিত, তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইয়া বিদ্রোহী নাবিকরা ওডেসাতে জাহাজটী লইয়া আসে। যুদ্ধজাহাজ "পোটেম্‌কিন্" বিপ্লবের পক্ষে চলিয়া যায়।

লেনিন এই বিদ্রোহের উপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে করিতেন যে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করা এবং শ্রমিক, কৃষক এবং স্থানীয় সেনাদলের আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা বল্‌শেভিক্‌দের পক্ষে প্রয়োজন।

"পোটেম্‌কিনের" বিরুদ্ধে জার কয়েকটী যুদ্ধজাহাজ পাঠাইল, কিন্তু এই সব জাহাজের নাবিকরা তাহাদের বিদ্রোহী সাথীদের উপর গুলি চালাইতে অস্বীকার করে। কয়েকদিন ধরিয়া যুদ্ধজাহাজ "পোটেম্‌কিনের" মাস্তুলে বিপ্লবের রক্তপতাকা উড়িতে থাকিল। কিন্তু ঐ সময় ১৯০৫ সালে আন্দোলনের নেতৃত্বে একমাত্র বল্‌শেভিক্ পার্টিই ছিল না, যেমন ছিল পরে ১৯১৭ সালে। "পোটেম্‌কিন্" জাহাজেই অনেকগুলি মেন্‌শেভিক্, সোশাল-রেভল্যুশনারি এবং নৈরাজ্যবাদী ছিল। সুতরাং সোশাল-ডেমক্রাটরা বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিলেও উপযুক্ত এবং যথেষ্ট পরিমাণে অভিজ্ঞ নেতৃত্বের অভাব ছিল। চরম মুহূর্ত্তে নাবিকদের কোন কোন অংশ ইতস্তত করিত। কৃষ্ণসাগর বাহিনীর অন্যান্য জাহাজগুলি

"পোটেম্‌কিনের" বিদ্রোহে যোগদান করে নাই। কয়লা ও খাদ্যসামগ্রীর অভাব ঘটায় বিপ্লবী যুদ্ধজাহাজটী রুমেনিয়ার তীরে ভিড়িতে ও সেখানে কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধজাহাজ "পোটেম্‌কিনের" নাবিকদের বিদ্রোহের অবসান ঘটে পরাজয়ে। পরে যে-সমস্ত নাবিক জারসরকারের কবলে পড়ে, তাহাদের বিচারের জন্য চালান দেওয়া হয়। কয়েকজনের প্রাণদণ্ড হয়। অন্যান্য সকলের নির্ব্বাসন বা দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহই হইল একটা যতদূর সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। "পোটেম্‌কিনের" বিদ্রোহ হইল স্থল ও নৌবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক বিপ্লবী সংগ্রামের প্রথম দৃষ্টান্ত, জারের সশস্ত্র বাহিনীর একটা বড় অংশ বিপ্লবের পক্ষে যোগ দেওয়ার প্রথম উপলক্ষ্য। এই বিপ্লবের ফলে স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের সঙ্গে যে যোগ দিতে পারে, এ ধারণা শ্রমিককৃষকদের কাছে এবং বিশেষ করিয়া সৈন্য ও নাবিকদেরই কাছে আগের চেয়ে সহজবোধ্য এবং মনোমত হইল।

শ্রমিকদের ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট ও মিছিল, কৃষক আন্দোলনের প্রসার, জনসাধারণের সহিত পুলিস ও সৈন্যদের সশস্ত্র সংঘর্ষ, এবং সব শেষে কৃষ্ণসাগরস্থ নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ প্রভৃতি যাবতীয় ঘটনা প্রমাণ করিল যে জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে পরিস্থিতি ক্রমেই পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছিল। ইহার ফলে 'লিবারল্‌' বুর্জোয়াদের মধ্যে কাজের সাড়া পড়িয়া গেল। বিপ্লবের ভয়ে ভীত হইয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে জারকে বিপ্লবের জুজু দেখাইয়া তাহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে জারের সঙ্গে একটা আপোস বন্দোবস্তের চেষ্টা করিল। জনসাধারণকে "শান্ত" করার জন্য, বিপ্লবের শক্তিতে ভাঙন ধরাইবার জন্য এবং ঐভাবে "বিপ্লবের বিভীষিকাকে" ঠেকাইবার জন্য তাহারা "জনগণের কল্যাণে" সামান্য

সংস্কারের দাবী করিল। লিবারল্‌ জমিদাররা বলিল, "আমাদের মাথা না হারাইয়া বরঞ্চ কিছু জমিজমা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল।" লিবারল্‌ বুর্জোয়াবা জারের ক্ষমতায় অংশীদাব হইবাব উদ্যোগ করিতেছিল। শ্রমিকশ্রেণী ও লিবারল্‌ বুর্জোয়াদেব কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে তখন লেনিন লেখেন: "সর্ব্বহাবারা লড়িতেছে আর বুর্জোয়ারা চুরি করিয়া শাসনক্ষমতা অধিকার কবিবার তালে রহিয়াছে।"

জারসরকার পাশবিক অত্যাচাব চালাইযা শ্রমিক ও কৃষকদের দমন করিতে লাগিল। কিন্তু সব্‌কাব না বুঝিযা পারে নাই যে মাত্র দমন ব্যবস্থার দ্বারা বিপ্লবের গতিরোধ কবা কখনও সম্ভব নয়। সুতরাং দমননীতি পবিত্যাগ না করিয়াই সরকার কূটকৌশল অবলম্বন করিতে থাকে। একদিকে, গুপ্ত প্ররোচকদেব সাহায্যে ইহুদী হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান কবিয়া এবং আর্মিনিয়ান ও তাতারদের মধ্যে পরস্পর খুনখারাবি লাগাইয়া দিয়া জার সবকার রুশদেশেব জনসাধারণের মধ্যে এক অংশকে অন্যান্য অংশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দেয়। অপরদিকে, প্রতিশ্রুতি দেয় যে 'জেম্‌স্কি সবর্‌' কিংবা স্টেট ডুমা [আইনসভা] নামে এক "প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান" প্রতিষ্ঠা করিবে, এবং মন্ত্রী বুলিগিন্‌কে ঐরকম আইনসভাব পরিকল্পনা প্রস্তুত কবার নির্দ্দেশ দেয, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্থির কবিয়া রাখে যে ঐ আইনসভার আইন বানাইবার কোন ক্ষমতা থাকিবে না। বিপ্লবের শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য এবং দেশের লোকের মধ্যে যাহারা নরমপন্থী তাহাদিগকে বিপ্লব থেকে ছিনাইয়া লইবাব জন্য এই সব ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল।

জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব লইয়া যে ভণ্ডামিব লীলা চলিতেছিল, তাহাকে পণ্ড করিবার জন্য বল্‌শেভিক্‌রা বুলিগিন্‌ ডুমা বয়কটের কথা ঘোষণা করে।

অপরপক্ষে মেন্‌শেভিক্‌রা সিদ্ধান্ত করে যে ডুমাকে নষ্ট করা ঠিক্‌ নয় এবং ইহাতে অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩। বল্‌শেভিক্‌ ও মেন্‌শেভিক্‌দের মধ্যে কৌশলগত পার্থক্য—তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস—লেনিনের বই, "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমক্রাসির তুই কৌশল"—মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টির কর্ম্মকৌশলের ভিত্তিস্থাপন

বিপ্লব সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার কবিয়াছিল। বিপ্লব দেশের রাজনৈতিক জীবনে যে অদলবদল আনিল তাহাতে সকলে প্রাচীন অভ্যস্ত স্থান হইতে বিচ্যুত হইল, নূতন পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের মানাইয়া চলিবাব জন্য নূতন ধরণে দল বাঁধিতে বাধ্য হইল। প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রত্যেক দল নিজস্ব কর্ম্মকৌশল, কর্ম্মপদ্ধতি, অন্যান্য শ্রেণী এবং সরকারের প্রতি মনোভাব নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিল। এমন কি জারসরকারও নূতন ও অনভ্যস্ত কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। ইহার উদাহবণ হইল বুলিগিন্‌ ডুমা বা "প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠান" আহ্বানেব প্রতিশ্রুতি।

সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টিকেও বিপ্লবের ক্রমবর্দ্ধমান প্রবাহের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কর্ম্মকৌশল নির্ণয় করিতে হইল। সর্ব্বহারাদের সম্মুখে যে সকল কাজের সমস্যা তখনই বিনা বিলম্বে সমাধানের জন্য উপস্থিত হয় —যেমন, সশস্ত্র বিদ্রোহের সংগঠন, জারসকারের উচ্ছেদ, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার খাড়া করা, এই সরকারে সোশাল-ডেমক্রাটদের অংশগ্রহণ, কৃষকসম্প্রদায় এবং লিবারলবুর্জোয়াদের প্রতি মনোভাব স্থির করা ইত্যাদি

—সেই সমস্যাগুলিরই তাগিদে কর্ম্মকৌশল নির্দ্ধারণ করা জরুরী কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। সাবধানে সুবিবেচনা করিয়া একই রকমের মার্ক্সবাদী কর্ম্মকৌশল সোশাল-ডেমক্রাটদের নিজেদেরই নির্দ্ধারণ করিতে হইল।

কিন্তু মেন্‌শেভিক্‌দের সুবিধাবাদ ও দলভাঙানো কাণ্ডকারখানার দরুণ তখন রুশ সোশাল-ডেমক্র্যাটিক পার্টি দুই দলে ভাগ হইয়া যায়। ভাঙন তখনও সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলা যায় নাই; দুই দল তখনও **বাহ্যতঃ** দুইটী স্বতন্ত্র পার্টিতে পরিণত হয় নাই। কিন্তু **বস্তুতঃ**, তাহারা দুই পার্টি বলিয়াই প্রতীয়মান হইল, তাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং নিজস্ব মুখপত্র ছিল।

পার্টির অধিকাংশের সঙ্গে **সংগঠন** লইয়া পূর্ব্বে যে পার্থক্য ছিল, মেন্‌শেভিক্‌রা এখন নূতন পার্থক্য, **কর্ম্মকৌশলের** সমস্যা সম্বন্ধে পার্থক্য, তাহাতে যোগ দেওয়ায় ভাঙন আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

একটী সুসংহত পার্টি না থাকার ফল হইল যে পার্টির একই ধরণের কর্ম্মকৌশল রহিল না।

তখনই আর একটী কংগ্রেস, অর্থাৎ পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বান করিয়া, সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য কর্ম্মকৌশল স্থির করিয়া এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ অধিকাংশের সিদ্ধান্ত অসঙ্কোচে মানিয়া লওয়া সম্বন্ধে সংখ্যাল্পদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইয়া, এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধারলাভ সম্ভব ছিল। বল্‌শেভিক্‌রা মেন্‌শেভিক্‌দের কাছে এই প্রস্তাবই পেশ করিল। কিন্তু তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তাবে মেন্‌শেভিক্‌রা কর্ণপাত করে নাই। পার্টিকর্তৃক নির্দ্ধারিত এবং সকল পার্টিসভ্যের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য কর্ম্মকৌশলের ব্যবস্থা না করিয়া পার্টিকে ফেলিয়া রাখাকে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ বিবেচনা করিয়া বল্‌শেভিক্‌রা নিজেরাই তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানের আয়োজন করিল।

কংগ্রেসে বল্‌শেভিক্, মেন্‌শেভিক্ উভয় দলের এবং সমস্ত পার্টি-সংগঠনকেই আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু মেন্‌শেভিক্‌রা তৃতীয় কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে এবং নিজেদের স্বতন্ত্র সম্মেলন অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাহাদের কংগ্রেসে ডেলিগেটের সংখ্যা অল্প হওয়ায় তাহারা ইহাকে 'কন্‌ফারেন্স্' নাম দেয়, কিন্তু বস্তুতঃ, ইহাই হইল কংগ্রেস—মেন্‌শেভিক্ পার্টি কংগ্রেস—এবং ইহার সিদ্ধান্ত সকল মেন্‌শেভিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক হইল।

১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে লণ্ডনে রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস বসে। ২০টী বল্‌শেভিক্ কমিটির ২৪ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন। পার্টির সমস্ত বড় বড় প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিল।

মেন্‌শেভিক্‌দিগকে "দলত্যাগী অংশ" বলিয়া নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করার পর কংগ্রেস প্রধান কাজ, অর্থাৎ পার্টির কর্ম্মকৌশল নির্ণয় করার কাজে মনোনিবেশ করে।

যে-সময় এই কংগ্রেস চলিতেছিল, তখনই জেনীভা শহরে মেন্‌শেভিক্‌দের সম্মেলন বসে।

"দুই কংগ্রেস—দুই পার্টি"—লেনিন এইভাবে সংক্ষেপে তখনকার অবস্থার বর্ণনা দেন।

কংগ্রেস এবং কন্‌ফারেন্স—দুই জায়গাতেই প্রকৃতপক্ষে একই কর্ম্ম-কৌশলসংক্রান্ত প্রশ্নের আলোচনা হয়, কিন্তু উভয়ে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। কংগ্রেস এবং কন্‌ফারেন্সে যথাক্রমে যে-দুই ধরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস ও মেন্‌শেভিক কন্‌ফারেন্স, এবং বল্‌শেভিক্ ও মেন্‌শেভিক্‌দের মধ্যে কর্ম্মকৌশল বিষয়ে পার্থক্য যে কত গভীর তাহা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়।

এই পার্থক্য সম্বন্ধে প্রধান প্রধান কথাগুলি এখানে বলা হইতেছে।

তৃতীয় পার্টিকংগ্রেসের কর্ম্মকৌশল সম্পর্কে নির্দ্দেশ। কংগ্রেস এই অভিমত প্রকাশ করে যে বর্ত্তমান বিপ্লবের প্রকৃতি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক হইলেও, এবং ঐ সময় ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে যতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব, সেই সীমা অতিক্রম করার শক্তি বিপ্লবের না থাকা সত্ত্বেও, প্রধানত সর্ব্বহারাশ্রেণীই বিপ্লবের সম্পূর্ণ বিজয় সম্বন্ধে আগ্রহশীল হইবে, কারণ এই বিপ্লব জয়ী হইলে সর্ব্বহারা নিজেকে সংগঠিত করিয়া তুলিতে পারিবে, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে অগ্রসর হইতে পারিবে, শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারিবে এবং বুর্জোয়া বিপ্লব হইতে সোশালিস্ট বিপ্লবের দিকে আগাইতে পারিবে।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পূর্ণ সাফল্য ঘটাইবার জন্য সর্ব্বহারা যে-কর্ম্মকৌশল অবলম্বন করিবে, তাহা একমাত্র কৃষকদের মধ্যেই সমর্থন পাইবে, কারণ বিপ্লব সম্পূর্ণ বিজয়ী না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষকরা জমিদারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া হিসাবনিকাশ চুকাইতে পারিবে না এবং নিজস্ব জমি ফিরিয়া পাইবে না। সুতরাং কৃষক ও সর্ব্বহারার বন্ধুতা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

'লিবারল্‌' বুর্জোয়ারা বিপ্লবের সম্পূর্ণ সাফল্য বিষয়ে আগ্রহ পোষণ করিত না; কারণ, যে-মজুর-কৃষককে তাহারা সব চেয়ে বেশী ভয় করিত, সেই মজুর-কৃষকের উপর চাবুক চালাইবার জন্য জারশাসন তাহাদের কাছে প্রয়োজন ছিল এবং কেবল সরকারের ক্ষমতা খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করিয়া জারশাসনকে বাঁচাইবার চেষ্টাই তাহারা করিত। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ভিত্তিতে জারের সঙ্গে মিটমাট করিয়া গণ্ডগোল চুকাইবার চেষ্টা তাহারা করিত।

সর্ব্বহারা শ্রেণীই যদি বিপ্লবের নেতৃত্ব করিত; বিপ্লবের নেতারূপে সর্ব্বহারা যদি কৃষকদের সঙ্গে মিতালি করিত; লিবারল্ বুর্জোযারা যদি কোণঠাসা হইত; জারশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুত্থানের সংগঠনে যদি সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিত; ঐ অভ্যুত্থান সফল হইবার ফলে যদি এমন একটী অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইত যাহা বিপ্লববিরোধী শক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে এবং সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিস্বরূপ গণপরিষদ্ আহ্বান করিতে সক্ষম হইত; এবং অবস্থা অনুকূল হইলে বিপ্লবকে যথার্থ পরিণতি পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার জন্য অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে যোগ দিতে যদি সোশাল-ডেমক্রাটীক পার্টি অস্বীকার না করিত, একমাত্র তাহা হইলেই বিপ্লব বিজয়ী হইতে পারিত।

মেন্‌শেভিক্ কন্‌ফারেন্সের কর্ম্মকৌশল পদ্ধতি।—বিপ্লবের প্রকৃতি বুর্জোয়া বলিয়া একমাত্র লিবারল্ বুর্জোযারাই ইহার নেতা হইতে পারে। কৃষকদের সঙ্গে না করিয়া লিবারল্ বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা সর্ব্বহারাদের উচিত। আসল কথা হইল এই যে বিপ্লবী তেজ দেখাইয়া যেন লিবারল্ বুর্জোয়াদের ভয় পাওয়ানো না হয়, বিপ্লব হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার অজুহাত যেন তাহাদিগকে দেওয়া না হয়, কারণ তাহারা বিপ্লব থেকে সরিয়া দাঁড়াইলে বিপ্লবের শক্তি কমিয়া যাইবে।

জনগণের অভ্যুত্থান বিজয়ী হওয়া সম্ভব; কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহ সফল হইবার পর লিবারল্ বুর্জোয়ারা যাহাতে ভয় পাইয়া না যায় সেজন্য সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির পক্ষে সরিয়া দাঁড়ানো উচিত। সম্ভবত ঐ বিদ্রোহের ফলে একটী অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকার স্থাপিত হইবে; কিন্তু সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির পক্ষে কোনক্রমেই ইহাতে অংশগ্রহণ

করা উচিত নয়, কারণ ঐ সরকার সোশালিস্ট সবকাব হইবে না। আরও একটী কারণ রহিয়াছে—এবং ইহাই প্রধান কারণ—যে সরকারে যোগ দিয়া এবং নিজেদের বিপ্লবী তেজ প্রকশ করিয়া সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি লিবাবল্‌ বুর্জোয়াদের ভয় পাওযাইয়া দিতে পারে এবং সেজন্য বিপ্লবকেই ব্যাহত করিতে পাবে।

বাহিব হইতে শ্রমিকশ্রেণীর চাপে পড়িযা গণপবিষদে রূপান্তরিত হইতে পাবে কিংবা গণপবিষদ আহ্বান কবিতে বাধ্য হইতে পারে, "জেম্‌স্কি সবব" বা স্টেট্‌ ডুমাব [আইনসভা] মত সেইরূপ কোন একটী প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান আহ্বান কবিতে পাবিলে বিপ্লবের সম্ভবনা আরও উজ্জ্বল হইবে।

সর্ব্বহারাদের নিজস্ব, নির্দ্দিষ্ট এবং খাঁটী মজুরী-সম্পর্কিত স্বার্থ রহিয়াছে, এবং তাহাদের উচিত বুর্জোযা বিপ্লবে নেতা সাজিবার চেষ্টা না করিযা কেবল এই সমস্ত স্বার্থরক্ষাব দিকে নজর দেওযা। বুর্জোয়া বিপ্লব সাধারণ বাজনৈতিক বিপ্লব বলিযা শুধু সর্ব্বহারা নয়, সকলশ্রেণীই ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট।

সংক্ষেপে ইহাই হইল রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিকপার্টির মধ্যে দুই দলের দুইপ্রকাব কর্ম্মকৌশল।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমক্রাসির দুই ধরণের কর্ম্মকৌশল—শীর্ষক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লেনিন মেন্‌শেভিক্‌ কর্ম্ম-কৌশলের অত্যন্ত মূল্যবান সমালোচনা করেন। বল্‌শেভিক্‌ কৌশলের চমৎকার বিশ্লেষণ দেন।

এই বইটী ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে, অর্থাৎ তৃতীয় পার্টিকংগ্রেসের দুই মাস পরে প্রকাশিত হয়। বইয়ের নাম দেখিয়া কেহ কেহ ধারণা করিতে পারেন যে লেনিন কেবল বুর্জোযা-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে

কর্ম্মকৌশলসংক্রান্ত যে-সব প্রশ্ন উঠিতেছিল তাহাই আলোচনা করেন এবং কেবল রুশ মেন্‌শেভিক্‌দের কথাই তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি যখন মেন্‌শেভিক্‌দের কর্ম্মকৌশল সমালোচনা করেন, সেই একই সময়ে তিনি আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সুবিধাবাদীদেরও মুখোস্‌ খুলিয়া দেন; যখন তিনি বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগে মার্ক্‌স্‌বাদী কর্ম্মকৌশলের যুক্তি বিশ্লেষণ করেন এবং বুর্জোয়া বিপ্লব ও সোশালিস্ট বিপ্লবের পার্থক্য দেখাইয়া দেন, তখন একই সময়ে তিনি বুর্জোয়া বিপ্লব সোশালিস্ট বিপ্লবে রূপান্তরিত হইবার মাঝামাঝি সময়ে মার্ক্‌স্‌বাদী কর্ম্মকৌশলের মূল নীতিগুলি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।

"গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমক্রাসির দুই ধরণের কর্ম্মকৌশল"—শীর্ষক পুস্তিকাতে লেনিন কর্ম্মকৌশল বিষয়ে যে মৌলিক নীতিগুলির ব্যাখ্যা করেন, তাহা এখানে দেওয়া হইল :—

(১) কর্ম্মকৌশল সম্পর্কে যে-মূলনীতি লেনিনের বইয়ের পাতায় পাতায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইল এই যে, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্ব্বহারা **নেতা** হইতে পারে এবং তাহাকে নেতা হইতেই হইবে, রুশদেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্ব্বহারাই **পরিচালক শক্তি** হইবে।

এই বিপ্লবের প্রকৃতি যে বুর্জোয়া, তাহা লেনিন স্বীকার করেন, কারণ তিনি বলেন, "মাত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সীমারেখা **সরাসরি** অতিক্রম করার শক্তি ইহার নাই।" তবুও তাঁহার মত ছিল এই যে এ বিপ্লব শুধু উচ্চশ্রেণীর বিপ্লব নয়, এ বিপ্লব জনগণের বিপ্লব, এ বিপ্লব সমগ্র জনতা, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র কৃষকশ্রেণীকে কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া আনিবে। সুতরাং সর্ব্বহারার পক্ষে বুর্জোয়া বিপ্লবের যথার্থ তাৎপর্য্যকে বিকৃত করা, বিপ্লবে সর্ব্বহারার অংশগ্রহণকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং

বিপ্লব থেকে সর্ব্বহারাকে সরাইয়া রাখার যে চেষ্টা মেন্‌শেভিক্‌রা করিত, লেনিনের মতে তাহার অর্থ হইল সর্ব্বহারার স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

লেনিন বলেন: "মার্ক্‌স্‌বাদ সর্ব্বহারাকে এই শিক্ষা দেয় যে সে বুর্জোয়া বিপ্লব থেকে দূরে থাকিতে পারে না, বিপ্লব সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারে না, বিপ্লবের নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে না, বরং এই শিক্ষাই দেয় যে সে যেন বিপ্লবে সবচেয়ে সতেজভাবে অংশগ্রহণ করে, প্রকৃত সর্ব্বহারা গণতন্ত্রের জন্য এবং বিপ্লবকে তাহার যথার্থ উপসংহারে পৌছাইয়া দিবার জন্য সে যেন সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-ভাবে সংগ্রাম করে।" (লেনিন, "সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌", ইংরেজি সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৭।)

লেনিন আরও বলেন: "আমরা যেন কিছুতেই না ভুলি যে বর্ত্তমান কালে সোশালিজ্‌ম্‌কে নিকটে টানিতে হইলে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র অর্জন করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, থাকিতেও পারে না।" (ঐ, পৃঃ ১২২)

ভবিষ্যতে বিপ্লবের দুইটি সম্ভাবনা লেনিন লক্ষ্য করেন:

(ক) হয়, এই বিপ্লব জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ, জারতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং গণতান্ত্রিক প্রজাশাসনে পর্য্যবসিত হইবে;

(খ) না হয়, যথেষ্ট শক্তির অভাবে, জনগণের স্বার্থহানি করিয়া, জার এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে একটা রফা হইবে, একটা ছাঁটকাট-করা শাসনতন্ত্র কিংবা খুবই সম্ভবত শাসনতন্ত্রের নামে একটা প্রহসন মিলিবে।

এই দুইটা সম্ভাবনার মধ্যে যেটা ভাল, অর্থাৎ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভই সর্ব্বহারাদের কাম্য। কিন্তু শুধু সর্ব্বহারা বিপ্লবের নেতা ও পরিচালক হইতে পারিলেই এই জয়লাভ সম্ভব।

লেনিন বলেন : "শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড় হইয়া কাজ করিবে, যে-লেজুড় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আঘাত দিবার পক্ষে শক্তিশালী কিন্তু রাজনৈতিক হিসাবে বীর্য্যহীন, এমন লেজুড় হইয়াই থাকিবে, কিংবা জনগণের বিপ্লবে নেতার ভূমিকা গ্রহণ করিবে,—এই প্রশ্নের উপর বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে।" (ঐ, পৃঃ ৪১)

লেনিনের দৃঢ় ধারণা ছিল যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতা হইবার এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড় হওয়ার আশঙ্কা হইতে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা সর্ব্বহারার যথেষ্টই রহিয়াছে। লেনিনের মতে এই সম্ভাবনার হেতু হইল এই :—

প্রথমতঃ, "সর্ব্বহারারা নিজেদের বিশেষ অবস্থার জন্য সবচেয়ে অগ্রসর এবং একমাত্র প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী ; এই কারণেই তাহারা রুশদেশে সাধারণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনে শ্রেষ্ঠাংশ গ্রহণ করিতে আহূত হইবে।" (লেনিন, "কলেক্টেড্ ওয়ার্ক্স্।" রুশ সংস্করণ, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৭৫)

দ্বিতীয়তঃ, সর্ব্বহারাদের যে নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি আছে তাহা বুর্জোয়াশ্রেণীর উপর নির্ভর করিয়া নাই এবং "ঐক্যবদ্ধ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি" হিসাবে নিজেদের সংহত হইবার ক্ষমতা দেয়।

তৃতীয়তঃ, বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় বিষয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর চেয়ে সর্ব্বহারারাই বেশী উৎসুক, কারণ "এক হিসাবে বুর্জোয়া বিপ্লব বুর্জোয়াদের চেয়ে সর্ব্বহারার পক্ষেই বেশী লাভজনক।" (ঐ, পৃঃ ৫৭)

লেনিন লিখিয়াছেন, "রাজতন্ত্র, স্থায়ী সৈন্যদল ইত্যাদি প্রাচীন যুগের লুপ্তাবশেষ যাহা রহিয়াছে, সর্ব্বহারার বিরুদ্ধে সেগুলির উপর নির্ভর করা বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে সুবিধাজনক। বুর্জোয়া বিপ্লব যদি দৃঢ়ভাবে অতীতের লুপ্তাবশেষকে সম্পূর্ণ সরাইয়া না দেয়, অর্থাৎ বিপ্লব প্রকৃতই যদি যথার্থ বিপ্লব না হয়, বিপ্লব যদি সম্পূর্ণ না হয় এবং সুদৃঢ় ও নির্ম্মমভাবে না চলে,

তাহা হইলে বুর্জোয়াশ্রেণীরই সুবিধা।· ·বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইতে হইলে যে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন তাহা যদি আরও আস্তে আস্তে, আরও ক্রমানুক্রমিকভাবে, আরও সাবধানে, এবং কম জোরের সঙ্গে, বিপ্লবের পদ্ধতিতে না হইয়া সংস্কারের পদ্ধতিতে ঘটে ··এইসব পরিবর্ত্তনের ফলে যদি সাধারণ লোক অর্থাৎ কৃষক এবং বিশেষতঃ শ্রমিকদের স্বতন্ত্র বিপ্লবী কার্য্যক্রম, উদ্যোগ ও উৎসাহ যথাসম্ভব অল্প বিকাশলাভ করে, তাহা হইলে বুর্জোয়াশ্রেণীর আরও সুবিধা, কারণ অন্যথা শ্রমিকরা আরও সহজে ফরাসীদের প্রবাদবাক্য অনুসারে "বন্দুকটা এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধে লইবে," অর্থাৎ যে-অস্ত্র বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে তাহাদের হাতে আসিবে, যে-স্বাধীনতা বিপ্লব আনিবে, দাসত্বমুক্ত ভূমিতে যে-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভূত হইবে, তাহা শ্রমিকরা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধেই ব্যবহার করিবে। অপরপক্ষে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে প্রয়োজন পরিবর্ত্তনগুলি যদি সংস্কারের মারফত না হইয়া বিপ্লবের মারফৎ হয়, তাহা হইলে শ্রমিকশ্রেণীরই সুবিধা বেশী; কারণ সংস্কারের পথ হইল মন্দগতির পথ, দীর্ঘ সূত্রতার পথ, জাতির শরীরের বিভিন্ন পচা অংশ তিলে তিলে ক্ষয় হওয়ার যন্ত্রণাদায়ক পথ। শ্রমিক এবং কৃষকরাই সবচেয়ে আগে আর সবচেয়ে বেশী এই পচন পদ্ধতির জন্য যন্ত্রণা পাইয়া থাকে। তাড়াতাড়ি পচা অংশগুলি কাটিয়া ফেলা হইল বিপ্লবের পথ; সর্ব্বহারার পক্ষে ইহা হইল সবচেয়ে কম যন্ত্রণাজনক। পচা, দূষিত অংশগুলি সোজাসুজি বাদ দেওয়ার রাস্তা, রাজতন্ত্র এবং তাহার আনুষঙ্গিক জঘন্য, ঘৃণ্য, পূতিগন্ধময় ও সংক্রামক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সবচেয়ে কম আমল দেওয়া এবং তাহাদের স্বার্থের দিকে নজর না দেওয়ার রাস্তা হইল বিপ্লবের রাস্তা।" (লেনিন, "সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌" ইংরেজি সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৫৬)

লেনিন আরও বলিয়াছেন: "এই কারণেই সর্ব্বহারাশ্রেণী সকলের আগে দাঁড়াইয়া সাধারণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে, এবং বুর্জোয়াদের ভয় না দেখাইবার জন্য যে উপদেশ তাহাকে দেওয়া হয়, সে উপদেশকে বাজে এবং অযোগ্য বলিয়া ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করে।" (ঐ, পৃঃ ১০৮)

বিপ্লবে সর্ব্বহারা নেতৃত্বের **সম্ভাবনাকে বাস্তবে** পরিণত করার জন্য, এবং বুর্জোয়া বিপ্লবে সর্ব্বহারা যাহাতে **প্রকৃতই** নেতা ও চালকশক্তি হইতে পারে সেজন্য লেনিনের মতে অন্তত দুইটা শর্ত্ত পূরণ হওয়া দরকার।

প্রথমতঃ, জারতন্ত্রকে একেবারে পরাজিত করিতে চায় এবং সর্ব্বহারার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে রাজী, এমন একটা মিত্রশক্তি সর্ব্বহারার পক্ষে প্রয়োজন। নেতৃত্বের সংজ্ঞা হইতেই এই প্রয়োজন নিরূপিত হইতেছে, কারণ নেতৃত্ব মানিবার লোক না থাকিলে নেতাও আর নেতা থাকে না, পরিচালনা মানিবার কেহ না থাকিলে পরিচালক আর পরিচালনা করিতে পারে না। লেনিনের বিবেচনায় কৃষকশ্রেণীই হইল এই মিত্রশক্তি।

দ্বিতীয়তঃ, যে-শ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব লইয়া সর্ব্বহারার সঙ্গে লড়িতেছে এবং বিপ্লবের একমাত্র নেতা হইবার চেষ্টা করিতেছে, সেই শ্রেণীকে নেতৃত্বক্ষেত্র হইতে হটাইয়া দেওয়া এবং কোণঠাসা করা প্রয়োজন। বিপ্লবের যখন দুইটা বিভিন্ন নেতা থাকিতে পারে না, তখন ইহাও নেতৃত্বের সংজ্ঞা হইতেই নিরূপিত হইতেছে। লেনিনের বিবেচনায় লিবারল্ বুর্জোয়ারাই হইল ঐরূপ এক শ্রেণী।

লেনিন বলেন: "একমাত্র সর্ব্বহারা শ্রেণীই সুসঙ্গতভাবে গণতন্ত্রের জন্য লড়িতে পারে। কৃষকসাধারণ যদি ইহার বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দেয়,

তাহা হইলেই ইহা গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে পারে।" (ঐ, পৃঃ ৮৬)

তিনি আরও লেখেন: "অনেক আধা-সর্ব্বহারা এবং পেটিবুর্জোয়া কৃষক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই কারণে কৃষকরা অস্থিরমতি হইয়া থাকে এবং সর্ব্বহারাকে বাধ্য হইয়াই শ্রেণীগত পার্টি হিসাবে কড়াক্কড়িভাবে ঐক্যবদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু কৃষকসম্প্রদায়ের অস্থির-মতিত্ব এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্থিরমতিত্বে রীতিমত তফাৎ আছে, কারণ বর্ত্তমানে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে অটুটভাবে রক্ষা করা সম্বন্ধে অবহিত না হইয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্যতম প্রধান রূপ জমিদারী বাজেয়াপ্ত করার দিকেই কৃষকসম্প্রদায়ের মনোযোগ পড়িয়াছে। এই কারণে অবশ্য কৃষকসম্প্রাদায় সোশালিস্ট হইয়া দাঁড়ায় না, কিংবা পেটিবুর্জোয়া স্বভাবও পরিত্যাগ করে না, কিন্তু গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্ব্বান্তঃকরণে ও খুবই অগ্রসর মনোভাব লইয়া কৃষকরা যোগ দিতে পারে। যে-বিপ্লবী ঘটনা পরম্পরা কৃষকসম্প্রদায়কে শিক্ষা দিতেছে, তাহা যদি তাড়াতাড়ি বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং সর্ব্বহারারা পরাজিত না হয়, কেবল তাহা হইলেই কৃষকসম্প্রদায় অনিবার্য্যভাবে বিপ্লবের সাথী হইবে। এই শর্ত্ত পূর্ণ হইলে কৃষকসম্প্রদায় নিশ্চয়ই বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্রের দুর্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে, কারণ বিপ্লবের পরিপূর্ণ জয়লাভ ঘটিলেই ভূস্বত্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে **যাহা কিছু** সম্ভব, কৃষকরা যাহা চায়, যাহার স্বপ্ন দেখে এবং সত্যই যাহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন, তাহার **সব কিছু** কৃষকেরা পাইতে পারিবে।" (ঐ, পৃঃ ১০৮-০৯)

যে-মেন্‌শেভিক্‌রা বলিত যে এই বল্‌শেভিক্ কর্ম্মকৌশল "বুর্জোয়াশ্রেণীকে বিপ্লবের উদ্দেশ্য দূরে পরিহার করিতে বাধ্য করিবে এবং বিপ্লবের পরিধিকে সঙ্কীর্ণ করিবে", তাহাদের আপত্তি সম্বন্ধে বিচার করিয়া, এবং এইসব

আপত্তিকে "বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পদ্ধতি", "যাহা সর্ব্বহারাকে বুর্জোয়াশ্রেণীগুলির কদর্য্য লেজুড়ে পরিণত করে, এমন কর্ম্মকৌশল", এই আখ্যা দিয়া লেনিন লেখেন :

"বিজয়ী রুশবিপ্লবে কৃষকসম্প্রদায়ের ভূমিকা যাহারা সত্যই বোঝে, তাহারা স্বপ্নেও বলিবে না যে বুর্জোয়ারা সরিয়া দাঁড়াইলে বিপ্লবের জোয়ারে ভাঁটা পড়িয়া যাইবে। কারণ আসল কথা হইল এই যে রুশবিপ্লব মাত্র তখনই ইহার প্রকৃত রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিবে, মাত্র তখনই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক যুগে যথাসম্ভব সুপরিব্যাপ্ত বিপ্লবী রূপ গ্রহণ করিবে, যখন বুর্জোয়াশ্রেণীই ভয় পাইয়া সরিয়া যাইবে এবং কৃষকসাধারণ সর্ব্বহারাদের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সক্রিয় বিপ্লবীরূপে অগ্রসর হইবে। সুসঙ্গতভাবে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে হইলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সেইসব শক্তির উপর নির্ভর করিতেই হইবে, যে-সব শক্তি বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী কথা ও কাজের মধ্যে অসঙ্গতিকে পঙ্গু করিয়া দিতে পারে, অর্থাৎ যাহাতে বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লব হইতে দূরে সরিয়া যায় তাহারই ব্যবস্থা ঠিক্‌ভাবে করিতে পারে।" (ঐ, পৃঃ ১১০)

"গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমক্রাসির দুই ধরণের কর্ম্মকৌশল"—নামক বইয়ে লেনিন বুর্জোয়া বিপ্লবের নেতা হিসাবে সর্ব্বহারা শ্রেণীর এই প্রধান কর্ম্মকৌশলগত নীতি এবং বুর্জোয়া বিপ্লবে সর্ব্বহারার নেতৃত্ব (প্রধান ভূমিকা) সম্বন্ধে মৌলিক কর্ম্মকৌশল সম্পর্কিত নীতির ব্যাখ্যা দেন।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কর্ম্মকৌশলগত প্রশ্ন সম্বন্ধে ইহা হইল মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টির নূতন ধারা ['লাইন'] ; এ পর্য্যন্ত মার্ক্‌স্‌বাদের অস্ত্রাগারে কর্ম্মকৌশলের যে ধারা ছিল, তাহা হইতে এ ধারা সম্পূর্ণ পৃথক্। পূর্ব্বের পরিস্থিতি ছিল এই যে বুর্জোয়া বিপ্লবে—দৃষ্টান্তস্বরূপ, পশ্চিম ইয়োরোপে—বুর্জোয়াশ্রেণী প্রধান ভূমিকায় নামিত, সর্ব্বহারা

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বুর্জোয়াদের পিছনে পিছনে চলিত এবং কৃষকরা বুর্জোয়াশ্রেণীব প্রয়োজন মত ব্যবহারের জন্য মোতায়েন অবস্থায় থাকিত। মার্ক্‌স্‌বাদীবা মনে করিত যে এরকম যোগাযোগ অল্পাধিক অনিবার্য্য আর সঙ্গে সঙ্গে একথা জুড়িয়া দিত যে শ্রেণীহিসাবে জরুরী দাবীগুলির জন্য সর্ব্বহাবাকে যথাসম্ভব সংগ্রাম করিতেই হইবে এবং নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি গড়িতেই হইবে। লেনিন বলিলেন যে এখন, ইতিহাসের নূতন পর্য্যায়ে, পরিস্থিতি এমনভাবে বদ্‌লাইতেছে যে সর্ব্বহারাই বুর্জোয়া বিপ্লবের চালকশক্তি হইয়া 'উঠিতেছে, বিপ্লবেব নেতৃত্ব হইতে বুর্জোযাশ্রেণীকে ঠেলিয়া ফেলা হইতেছে এবং কৃষকসম্প্রদায় সর্ব্বহারারই মোতাযেন ['রিজার্ভ'] শক্তি হইয়া উঠিতেছে।

প্লেখানভও সর্ব্বহাবা-নেতৃত্বেব "পক্ষ লইয়াছিলেন" বলিয়া কেহ কেহ যে দাবী কবে, তাহা একেবাবে ভুল ধারণার উপব নির্ভর করিতেছে। সর্ব্বহারা-নেতৃত্বের কথা লইয়া প্লেখানভ খানিকটা খেলা করিয়াছিলেন ; মৌখিকভাবে একথা স্বীকার করিতেও যে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না, তাহা সত্য। কিন্তু আসলে একথার মর্ম্মবস্তুরই তিনি বিরোধিতা করেন। সর্ব্বহারা নেতৃত্বেব অর্থ হইল এই যে বুর্জোয়া বিপ্লবে সর্ব্বহারা প্রধান ভূমিকা লইবে, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বহারা ও কৃষকদের মধ্যে **মিতালি** স্থাপন এবং লিবারল্‌ বুর্জোয়াদের **কোণঠাসা** করার কৌশল চলিতে থাকিবে ; কিন্তু আমরা জানি যে প্লেখানভ্‌ লিবারল্‌ বুর্জোয়াদের কোণঠাসা করার কৌশলের **বিরোধিতা** করিতেন, লিবারল্‌ বুর্জোয়াদের সঙ্গে **বোঝাপড়ার** কর্ম্মকৌশলই **পছন্দ** করিতেন, এবং সর্ব্বহারা ও কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে মিতালির **বিরোধিতা** করিতেন। যে-মেন্‌শেভিক্‌রা সর্ব্বহারা-নেতৃত্বকে উড়াইয়া দিত, আসলে প্লেখানভ্‌ তাহাদেরই কর্ম্মধারাকে সমর্থন করিতেন।

(২) লেনিন মনে করিতেন যে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটানো এবং গণতান্ত্রিক প্রজাশাসন কায়েম করার পক্ষে সবচেয়ে জোরালো উপায় হইল বিজয়ী জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। মেন্‌শেভিকদের মতের বিরুদ্ধে লেনিনের সিদ্ধান্ত এই ছিল যে "সাধারণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের **প্রয়োজনকে ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করিয়াছে**", ইতিমধ্যেই "পার্টির যে-সব জরুরী, প্রধান ও **অপরিহার্য্য** কাজ এখনই করিতে হইবে, সেইসব কাজের মধ্যে বিদ্রোহের জন্য সর্ব্বহারা সংগঠনের কথা নির্দ্ধারিত হইয়াছে", এবং "সর্ব্বহারার হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিবার জন্য ও প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহে নেতৃত্ব লইবার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করিবার জন্য **সবচেয়ে জোরালো** ব্যবস্থা অবলম্বন করার" প্রয়োজন রহিয়াছে। (লেনিন, "কলেক্‌টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌", রুশ সংস্করণ, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৭৫)

লেনিন মনে করিতেন যে জনগণকে সশস্ত্র বিদ্রোহের দিকে চালনা করিতে এবং ইহাকে সমগ্র জনশক্তির বিদ্রোহে পরিণত করিতে হইলে এমন সব আওয়াজ ('স্লোগান') তোলা দরকার, জনগণের কাছে এমন আবেদন প্রচার করা দরকার, যাহা তাহাদের বিপ্লবী প্রেরণাকে জাগাইয়া দিবে, বিদ্রোহের জন্য তাহাদিগকে সংগঠিত করিবে এবং জারশাসনের শক্তির যন্ত্রকে বিকল করিয়া দিবে। তিনি মনে করিতেন যে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের কর্ম্মকৌশল সম্পর্কিত নির্দ্দেশের মধ্যে এইসব 'স্লোগান' দেওয়া হইয়াছিল, এবং এই নির্দ্দেশগুলির সমর্থন করিতে গিয়া তিনি "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমক্রাসির দুই ধরণের কর্ম্মকৌশল" নামে বইখানি লেখেন।

তাঁহার বিবেচনায় 'স্লোগান'গুলি ছিল এই :—

(ক) "ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট, যাহা বিদ্রোহের প্রথমে এবং

বিদ্রোহ যখন চলিতেছে তখন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে।" (ঐ, পৃঃ ৭৫)

(খ) "দিনে আট-ঘণ্টার বেশী না খাটিবার দাবী এবং শ্রমিকশ্রেণীর অন্য যে-সব দাবী এখনই মানিয়া লওয়াইতে হইবে, অবিলম্বে বৈপ্লবিক উপায়ে সেগুলি আদায় করা।" (ঐ, পৃঃ ৪৭)

(গ) জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা এবং "অন্যান্য সমস্ত গণতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন" বৈপ্লবিক উপায়ে "সাধন করিবার জন্য বিপ্লবী কৃষক সমিতি অবিলম্বে গঠন করা।" (ঐ, পৃঃ ৮৮)

(ঘ) শ্রমিকদিগের হাতে অস্ত্র জোগাইয়া দেওয়া।

এখানে দুইটী জিনিস বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে :

প্রথমত, **বৈপ্লবিক উপায়ে** শহরগুলিতে আট ঘণ্টা রোজের দাবী আদায় করা এবং গ্রাম অঞ্চলে গণতান্ত্রিক অদলবদল সাধন করার কৌশলের অর্থ হইল কর্ত্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করা, আইনকানুনকে অমান্য করা, কর্ত্তৃপক্ষ ও আইন এই উভয়কেই অস্বীকার করা, চল্‌তি আইনকে ভাঙা এবং বে-আইনীভাবে পাকাপাকি করিয়া নূতন অবস্থা সৃষ্টি করার পথে যাওয়া। ইহা হইল কর্ম্মকৌশলের দিক থেকে এক অভিনব পদ্ধতি, এবং ইহারই প্রয়োগে জারশাসনের কল অকেজো হইয়া গেল এবং জনগণের নবসৃষ্টিশীল কর্ম্মতৎপরতা মুক্তি পাইয়াছিল। এই কৌশল অবলম্বনের ফলে শহরগুলিতে বিপ্লবী 'স্ট্রাইক্‌' কমিটি এবং গ্রামে বিপ্লবী কৃষকসমিতি খাড়া হইল। পরে এই শহরের স্ট্রাইক্‌ কমিটিগুলি শ্রমিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েট এবং গ্রামের কৃষকসমিতিগুলি কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েটে পরিণত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, **জনগণের রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট**,—ব্যাপক রাজনৈতিক হরতালের পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়া পরে বিপ্লবের সময় তাহা জনগণের

বিপ্লবী জমায়েৎ গঠনের পক্ষে নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছিল। সর্ব্বহারার হাতে ইহা হইল এক নূতন এবং অত্যন্ত জরুরী হাতিয়ার; এ পর্য্যন্ত মার্ক্সবাদী দলগুলির কাছে এ হাতিয়ার একেবারে অজানা ছিল এবং পরে এ-হাতিয়ারকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

লেনিন মনে করিতেন যে জনগণের বিজয়ী অভ্যুত্থানের পর জার-সরকারের স্থানে একটী অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে বসাইতে হইবে। এই অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের কাজ হইবে বিপ্লবের বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠ করা, বিপ্লববিরোধীদের প্রতিরোধকে চূর্ণ করা এবং রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিকপার্টির সর্ব্বনিম্ন কর্ম্মসূচীকে বাস্তবে পরিণত করা। লেনিন বলিতেন যে এই সকল কাজ শেষ না করিলে জারতন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ বিজয়লাভ সম্ভব হইবে না। এই কাজগুলি করিবার জন্য এবং জারতন্ত্রকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিবার জন্য অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে কোন একটী সাধারণ সরকারের মত হইলে চলিবে না, তাহাকে বিজয়ী শ্রেণীগুলি, অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষকদের একনায়কত্ব চালাইবার মত সরকার হইতে হইবে; ইহাকে সর্ব্বহারা ও কৃষকদের বিপ্লবী 'ডিক্‌টেরশিপ্‌' হইতে হইবে। "বিপ্লবের পর প্রত্যেক অস্থায়ী রাষ্ট্রসংগঠনেরই প্রয়োজন একনায়কত্ব, প্রকৃত জোরালো 'ডিক্‌টেররশিপ্‌'",—মার্ক্সের এই বিখ্যাত মত উদ্ধৃত করিয়া লেনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে নিশ্চিতভাবে জারতন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ বিজয়লাভ করিতে হইলে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পক্ষে সর্ব্বহারা ও কৃষকদের একনায়কত্ব হিসাবে কাজ করা ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয়।

লেনিন বলিয়াছেন: "চূড়ান্তভাবে জারতন্ত্রের উপর বিজয়ের অর্থ হইল **সর্ব্বহারা ও কৃষকদের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।** ......এ বিজয় সুনির্দ্দিষ্টভাবে একনায়কত্বে পরিণত হইবেই। অর্থাৎ ইহাকে সামরিক শক্তির উপর, সমগ্র জনগণের উপর, জন-অভ্যুত্থানের

উপর অনিবার্য্যভাবে নির্ভর করিতে হইবে, 'আইন মাফিক' বা 'শান্তিপূর্ণ' উপায়ে প্রতিষ্ঠিত কোন রকম ব্যবস্থার উপর নির্ভর করা চলিবে না। কারণ সর্ব্বহারা ও কৃষকদের পক্ষে যে-সমস্ত পরিবর্ত্তন অত্যন্ত জরুরী এবং একেবারে অপরিহার্য্য, সেইসব পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে জমিদার, বড় বড় পুঁজিদার এবং জারসরকারের কর্ত্তাদের প্রাণপণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতেই হইবে। ঐ প্রতিরোধ চূর্ণ করিতে হইলে, বিপ্লববিরোধী প্রচেষ্টাকে হটাইয়া দিতে হইলে এক-নায়কত্ব বিনা চলিবে না। কিন্তু নিশ্চয়ই এই একনায়কত্ব হইবে গণতান্ত্রিক, সোশালিস্ট নয়। (বিপ্লবী বিকাশের কতকগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট মধ্যবর্ত্তী অবস্থা কাটাইয়া না যাইলে) এই সরকার ধনতন্ত্রের বনিয়াদকে নাড়া দিতে পারিবে না। বড় জোর এই সরকার কৃষকদের স্বপক্ষে জমি বিলি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আন্‌কোরা নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে, পূর্ণ, সুসঙ্গত গণতন্ত্র স্থাপন করিতে পারে, অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে সাধারণতন্ত্র গঠন করিতে পারে, গ্রামে এবং কারখানাজীবনেও এশিয়া-মহাদেশে চলতি পরাধীনতার অত্যাচারকে দূর করিতে পারে, শ্রমিকদের অবস্থা ও জীবিকা-ব্যবস্থাকে আগাগোড়া উন্নত করার কাজের ভিত্তিস্থাপন করিতে পারে, আর সবশেষে—যদিও একাজ কম জরুরী নয়—ইয়োরোপে বিপ্লবের আগুন বহিয়া লইয়া যাইতে পারে। এ সাফল্য কোনক্রমেই এখনও আমাদের বুর্জোয়া বিপ্লবকে সোশালিস্ট বিপ্লবে রূপান্তরিত করিবে না; গণতান্ত্রিক বিপ্লব সোজাসুজি বুর্জোয়া যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বেড়াকে ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারিবে না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রুশদেশে ও সমস্ত পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পক্ষে ঐ বিপ্লবের বিরাট গুরুত্ব থাকিবে। যে-বিপ্লব এখন রুশদেশে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার চূড়ান্ত সাফল্য যেমন করিয়া দুনিয়ার

সর্ব্বহারাদের বিপ্লবী প্রেরণাকে বাড়াইবে, যেমন করিয়া সর্ব্বহারার সম্পূর্ণ জয়যাত্রাপথের দৈর্ঘ্যকে কমাইবে, তেমন করিয়া আর কোন ঘটনা পারিবে না।" (লেনিন, "সিলেক্‌টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌", ইংরেজী সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮২-৩)

অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার সম্পর্কে সোশাল-ডেমক্রাট্‌দের মনোভাব, এবং ঐ সরকারে তাহাদের পক্ষে কোন অংশ গ্রহণ করা চলিবে কিনা, এ বিষয়ে লেনিন তৃতীয় পার্টিকংগ্রেসের প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। প্রস্তাবের কথাগুলি এই :—

"বিভিন্ন শক্তির পরস্পরসম্পর্ক এবং অন্যান্য যে-সমস্ত বিষয়ে বর্ত্তমানে ঠিকমত নির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়, তাহা বিবেচনা করিয়া আমাদের পার্টির প্রতিনিধিরা সমস্ত বিপ্লববিরোধী প্রচেষ্টার বিপক্ষে নির্ম্মম সংগ্রাম চালাইবার জন্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে যোগ দিতে পারে। কিন্তু এই যোগদানের পক্ষে সম্পূর্ণ অনিবার্য্য শর্ত্ত হইল এই যে পার্টি তাহার প্রতিনিধিদের উপর কঠোর অনুশাসন প্রয়োগ করিবে, এবং যে-সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি পূর্ণ সোশালিস্ট বিপ্লবের জন্য চেষ্টা করিতেছে এবং সেজন্য সমস্ত বুর্জোয়া পার্টির সহিত আপোসহীন সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে, সেই সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির স্বাতন্ত্র্যকে সুস্পষ্টভাবে বজায় রাখিতে হইবে। সোশাল-ডেমক্রাট্‌দের পক্ষে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে যোগদান সম্ভব হউক্‌ বা না হউক্‌, আমরা নিশ্চয়ই সর্ব্বহারাদের মধ্যে সকলের কাছে প্রচার করিবে যে বিপ্লবের সাফল্যকে রক্ষা করিবার জন্য, ঐ সাফল্যকে সুদৃঢ় ও ব্যাপক করিবার জন্য সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র জনগণকে সর্ব্বদাই অস্থায়ী সরকারের উপর চাপ দিয়া যাইবার প্রয়োজন বুঝিতে হইবে।" (ঐ, পৃঃ ৪৬-৭)

অস্থায়ী সরকার বুর্জোয়া সরকারই হইবে এবং ফরাসী সোশলিস্ট মিলের্বা বুর্জোয়া ফরাসী সরকারে যোগ দিবার সময় যে-ভুল করিয়াছিল সে-ভুল আবার না করিতে চাহিলে সোশাল-ডেমক্রাট্‌দিগকে এ-সরকারে যোগদানের অনুমতি দেওয়া উচিত নয় বলিয়া মেন্‌শেভিক্‌রা যে আপত্তি তুলিয়াছিল, তাহাব খণ্ডন করিতে গিয়া লেনিন দেখাইয়া দেন যে মেন্‌শেভিকরা এখানে দুইটী **পৃথক্** জিনিসকে মিশাইয়া ফেলিয়াছে এবং মার্ক্‌স্‌বাদীবা যে-ভাবে ঐ সমস্যার আলোচনা করিযা থাকে, সেভাবে আলোচনা কবার অক্ষমতাই জাহির করিতেছে। ফ্রান্সের ব্যাপার হইল এই যে যখন সেদেশে কোনরকম বিপ্লবী পবিস্থিতির **অস্তিত্বই ছিল না**, তখন সোশালিস্টদের পক্ষে **প্রতিক্রিয়াশীল** বুর্জোয়া সরকারে অংশগ্রহণ কবার প্রশ্ন উঠে, ঐ অবস্থায় সোশালিস্টদের পক্ষে ঐ ধরণের সবকাবে যোগ না দেওয়াই ছিল অবশ্যকর্ত্তব্য। অপরপক্ষে রুশদেশে প্রশ্ন হইল এই যে যখন বিপ্লব **পুরামাত্রায়** চলিতেছে তখন **বিপ্লবের বিজয়ের** জন্য যে-**বিপ্লবী** বুর্জোয়া সবকার সংগ্রাম করিতেছে, তাহাতে সোশালিস্টরা অংশগ্রহণ কবিবে কি না। এমন অবস্থায় বিপ্লববিরোধী-দিগকে কেবল "নীচে থেকে" ও বাহিব থেকে নয়, বরঞ্চ "উপর থেকে" এবং সরকারের কাঠামোর মধ্য থেকেও আঘাত দিবার জন্য ঐরূপ সরকারে যোগ দেওয়ার **অনুমতি** সোশাল-ডেমক্রাট্‌রা পাইতে পারে, এমন কি অনুকূল অবস্থায় যোগদান **অবশ্যকর্ত্তব্য** হইতে পারে।

(৩) বুর্জোয়া বিপ্লবের জয় এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে যুক্তি দিবার সময় লেনিন ঘুণাক্ষরেও বলেন নাই যে বিপ্লবকে গণতান্ত্রিক স্তরেই স্তব্ধ হইতে হইবে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের পরিধিকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক কার্য্যাবলী সম্পন্ন করার মধ্যেই নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। লেনিনের মত ছিল এই যে গণতান্ত্রিক কর্ত্তব্য সাধন করার পর

সর্ব্বহারা ও অন্যান্য শোষিত জনগণকে তখন সোশালিস্ট বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে। লেনিন এবিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং তিনি মনে করিতেন যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সোশালিস্ট বিপ্লবের পর্য্যায়ে **পৌঁছাইয়া** দিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হইল সোশাল-ডেমক্রাটদের কর্ত্তব্য। লেনিনের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে সর্ব্বহারা ও কৃষকের একনায়কত্ব প্রয়োজন জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভের সময়ই বিপ্লবের পর্ব্বকে **চুকাইয়া** দেওয়ার জন্য নয়, বরঞ্চ যথাসম্ভব বিপ্লবের পরিস্থিতিকে **দীর্ঘস্থায়ী** করা, ইয়োরোপে বিপ্লবের আগুন ছড়াইয়া দেওয়া, এবং ইতিমধ্যে সুযোগ পাইয়া সর্ব্বহারাকে রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়া এক বিপুল বাহিনীর মত সুসংহত করিয়া বিপ্লবকে সরাসরি সোশালিস্ট বিপ্লবে রূপান্তরিত করার জন্যই ঐ একনায়কত্বের প্রয়োজন রহিয়াছে।

বুর্জোয়া বিপ্লবের ব্যাপ্তি কতদূর এবং মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টি এই বিপ্লবের প্রকৃতির উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এই বিষয়ে আলোচনা ব্যপদেশে লেনিন লেখেন :—

"স্বৈরশাসনের প্রতিরোধকে সজোরে চূর্ণ করিবার জন্য এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর অনিশ্চিত মনোবৃত্তিকে পঙ্গু করিয়া দিবার জন্য কৃষক-সাধারণের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করিয়া সর্ব্বহারাকেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে পূর্ণ সাফল্যের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধকেও সজোরে চূর্ণ করিবার জন্য এবং কৃষকসম্প্রদায় ও নিম্নমধ্যবিত্তদের অনিশ্চিত মনোবৃত্তিকে পঙ্গু করিয়া দিবার জন্যও জনগণের মধ্যে যাহারা আধাআধি সর্ব্বহারা তাহাদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করিয়া সর্ব্বহারার সোশালিস্ট বিপ্লবকে পূর্ণ সাফল্যের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। ইহাই হইল সর্ব্বহারার কর্ত্তব্য, কিন্তু ইহাকেই নূতন "ইস্ক্রা"-বাদীরা [অর্থাৎ

মেন্‌শেভিক্‌রা] তাহাদের যুক্তিতে এবং বিপ্লবের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে তাহাদের প্রস্তাব সমূহে **সর্ব্বদা** সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখায়।" (ঐ, পৃঃ ১১০-১১)

লেনিন আরও বলেন :—"পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য, সুসঙ্গত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য, সাধারণতন্ত্রের জন্য,—সমগ্র জনগণের এবং বিশেষত কৃষক-শ্রেণীর পুরোভাগে দাঁড়াও! সোশালিজ্‌মের জন্য—সমস্ত শ্রমরত ও শোষিত জনগণের পুরোভাগে দাঁড়াও! কার্য্যত, বিপ্লবী সর্ব্বহারার নীতিই হইল এই ; বিপ্লবের সময় শ্রমিকদের পার্টির প্রতি পদক্ষেপ নির্দ্ধারিত হইবে এবং প্রতিটী কৌশলগত সমস্যার সমাধান হইবে এই শ্রেণীগত "স্লোগানের" প্রয়োগ দ্বারা।" (ঐ, পৃঃ ১২৪)

যাহাতে কোনও কিছু অস্পষ্ট না থাকে, সে-জন্য "**দুই কর্ম্মকৌশল**" বইটী প্রকাশিত হইবার দুইমাস পরে "কৃষক আন্দোলনের প্রতি সোশাল-ডেমক্রাটদের মনোভাব" শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেনিন পরিষ্কার করিয়া লেখেন :—

"গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে আমরা অবিলম্বে, এবং ঠিক আমাদের শক্তি, অর্থাৎ শ্রেণীসচেতন এবং সুসংহত সর্ব্বহারার শক্তি অনুপাতে, সোশালিস্ট বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিব। আমরা নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের পক্ষপাতী। আমরা মাঝ-পথে থামিয়া যাইব না।" (ঐ, পৃঃ ১৪৫)

বুর্জোয়া বিপ্লব ও সোশালিস্ট বিপ্লবের পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে ইহা এক নূতন নীতি ; বুর্জোয়া বিপ্লবের শেষভাগে সোজাসুজি সোশালিস্ট বিপ্লবে রূপান্তরিত হইবার জন্য সর্ব্বহারাশ্রেণীকে কেন্দ্র করিয়া নূতনভাবে দলবাঁধা বিষয়ে ইহা এক নূতন নীতি—বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব কি ভাবে সোশালিস্ট বিপ্লবের দিকে **আগাইয়া** যায়, ইহাই সে-বিষয়ের মতবাদ।

এই নূতন নীতির ব্যাখ্যা দিতে যাইয়া লেনিন নির্ভর করেন প্রথমত,

গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষদিকে "কমিউনিস্ট লীগের প্রতি আহ্বানে" মার্ক্‌স্ নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব সম্বন্ধে যে বিখ্যাত মতবাদ প্রচার করেন, তাহার উপর ; এবং দ্বিতীয়ত, ১৮৫৬ সালে মার্ক্‌স্ এঙ্গেল্‌স্‌কে লেখা এক চিঠিতে সর্ব্বহারা বিপ্লবের সঙ্গে কৃষকের বিপ্লবী আন্দোলনকে সংযুক্ত করার প্রয়োজন সম্বন্ধে যে বিখ্যাত নীতির বিশ্লেষণ করেন, তাহার উপর। চিঠিটিতে মার্ক্‌স্ লেখেন :—"জার্মানীতে গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করিবে সর্ব্বহারা বিপ্লবের সমর্থনে কৃষকবিদ্রোহের একটা দ্বিতীয় সংস্করণের সম্ভাবনার উপর।" যাহা হউক, মার্ক্‌সের এইসব সমুজ্জ্বল সিদ্ধান্ত পরবর্ত্তীকালে মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের রচনাবলীতে পরিণতিলাভ করে নাই ; অপরপক্ষে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের নীতিবিশারদরা এগুলিকে সমাধিস্থ করিয়া বিস্মৃতির গর্ভে ঠেলিয়া দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। মার্ক্‌সের এইসব বিস্মৃত ধারণাকে আলোকের পথে টানিয়া আনিয়া তাহাদের যথাযোগ্য আসনে সুপ্রতিষ্ঠ করার ভার পড়িল লেনিনের উপর। কিন্তু এইসব মার্ক্‌স্‌বাদী সিদ্ধান্তকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া লেনিন কেবল সেগুলির পুনরাবৃত্তি করেন নাই—করিতে পরিতেনও না, তিনি সেগুলিকে আরও সুপরিণত করিয়া তোলেন এবং নূতন এক ব্যাপারের অবতারণা করিয়া, সোশালিস্ট বিপ্লবের এক **অপরিহার্য্য** উপাদান, অর্থাৎ সর্ব্বহারা-বিপ্লবে বিজয়ের **শর্ত্ত** হিসাবে শহর ও গ্রামের অর্দ্ধ সর্ব্বহারাদের সঙ্গে সর্ব্বহারার **মিলনের** কথা বলিয়া সোশালিস্ট বিপ্লব সম্পর্কে এক সুসমঞ্জস নীতির ছাঁচে মার্ক্‌সের ধারণাগুলিকে গড়িয়া তোলেন।

পশ্চিম ইয়োরোপে যে-সব সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টিগুলি ধরিয়া লইয়াছিল যে বুর্জোয়া বিপ্লবের পরে কৃষকসাধারণ, এমনকি গরীব চাষীরাও, নিশ্চয়ই বিপ্লবের রাস্তা ছাড়িয়া যাইবে এবং তাহার ফলে বুর্জোয়া বিপ্লবের পরে যেন একটা সুদীর্ঘ **অবসর** আসিয়া পড়িবে, পঞ্চাশ কি একশো

বৎসর কিংবা আবও দীর্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলনে "ভাঁটা" পডিয়া যাইবে, আর তখন "শান্তিপূর্ণ" উপায়ে সর্ব্বহারাদের উপর শোষণ চলিবে, নূতন সোশালিস্ট বিপ্লব ঘটিবার সময় উপস্থিত না হওয়া পয্যন্ত "আইনসঙ্গত-ভাবে" বুর্জোযাশ্রেণী নিজের ঐশ্বয্য বাডাইবে—এইসব সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির কর্ম্মকৌশলগত নীতিকে লেনিনেব পূর্ব্বোক্ত মতবাদ সম্পূর্ণ খণ্ডন কবিল।

এই নূতন মতবাদ অনুযায়ী সর্ব্বহাবাশ্রেণী একা **সমস্ত** বুর্জোযাদের বিরুদ্ধে লডিয়া সোশালিস্ট বিপ্লবসাধন করিবে না, বরঞ্চ লোক সংখ্যার মধ্যে যাহাবা অর্দ্ধ-সর্ব্বহাবা, সেই "লক্ষ লক্ষ শ্রমব্যস্ত, শোষিত জনগণকে" **সাথী** হিসাবে লইযা সর্ব্বহাবা শ্রেণীহিসাবে নেতৃত্ব করিবে ও বিপ্লবের সংগ্রামে জয়ী হইবে।

এই মতবাদ অনুসারে বুর্জোযা বিপ্লবে সর্ব্বহারাব নেতৃত্ব, কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে সর্ব্বহাবাব **মিলনে**, সোশালিস্ট বিপ্লবে সর্ব্বহারা নেতৃত্বে পবিণত হইবে। এই ক্ষেত্রে সর্ব্বহারা অন্যান্য শ্রমব্যস্ত ও শোষিত জনগণেব সঙ্গে হাত মিলাইবে, এবং সর্ব্বহাবা ও কৃষকেব গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সর্ব্বহাবাব সোশালিস্ট একনাযকত্বের পথ প্রস্তুত করিযা দিবে।

পশ্চিম ইযোবোপেব সোশাল-ডেমক্রাট্‌রা শহব ও গ্রামের অর্দ্ধ-সর্ব্বহারাদের বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে অস্বীকার কবিত এবং ধরিয়া লইয়াছিল যে "আমাদেব দেশে বুর্জোয়া ও সর্ব্বহাবা ছাডা এমন কোন সামাজিক শক্তিব সন্ধান পাই না, যেখানে বিপ্লবী ও বিপ্লববিরোধী সংস্থা সমর্থন পাইতে পারে" (প্লেখানভের এই কথাগুলি পশ্চিম ইয়োবোপের সোশাল-ডেমক্রাট্‌দের ধারণার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়)। লেনিনের পূর্ব্বোক্ত মতবাদ এই প্রচলিত ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল।

পশ্চিম ইযোরোপেব সোশাল-ডেমক্রাট্‌রা মনে করিত যে সোশালিস্ট

বিপ্লবে সর্ব্বহারা **একলা** দাঁড়াইবে, **নির্বান্ধব** অবস্থায় **সমগ্র** বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, অন্যান্য যে-**সকল** শ্রেণী বা স্তর ঠিক্ সর্ব্বহারা নয়, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। তাহারা বুঝিতে চাহিত না যে ধনতন্ত্র কেবল সর্ব্বহারাকে নয়, শহর ও গ্রামের লক্ষ লক্ষ অৰ্দ্ধ-সর্ব্বহারাদেরও শোষণ করে, তাহারা বুঝিত না যে ধনতন্ত্রের চাপে নিষ্পিষ্ট হয় বলিয়া ধনতন্ত্রের কবল হইতে সমাজের মুক্তি সংগ্রামে তাহারা সর্ব্বহারার মিত্র হইতে পারে। তাই পশ্চিম ইয়োরোপের সোশাল-ডেমক্র্যাট্‌দের ধারণা ছিল এই যে ইয়োরোপে সোশালিস্ট বিপ্লবের সময় ঠিক্ আসে নাই। সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ আরও বাড়িলে সর্ব্বহারা যখন জাতি ও সমাজের অধিকাংশ হইয়া দাঁড়াইবে তখনই বিপ্লবের সময় আসিয়াছে বলা যাইবে।

সোশালিস্ট বিপ্লব সম্বন্ধে লেনিনের নীতি পশ্চিম ইয়োরোপের সোশাল-ডেমক্র্যাট্‌দের এই ভেজাল, সর্ব্বহারাবিরোধী যুক্তিকে সম্পূর্ণ উল্‌টাইয়া দিল।

একা একটী মাত্র দেশে সোশালিজ্‌মের বিজয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত তখনও লেনিনের নীতির মধ্যে ছিল না। কিন্তু শীঘ্রই বা বিলম্বে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য প্রয়োজন মূলনীতিগুলি সবই, বা প্রায় সব, তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমরা জানি যে দশ বৎসর পরে, ১৯১৫ সালে লেনিন ঐ সিদ্ধান্তে পৌছান।

"গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমক্র্যাসির দুই ধরণের কর্ম্মকৌশল"—শীর্ষক ইতিহাস প্রসিদ্ধ বইয়ে লেনিন এই মৌলিক কৌশল সম্পর্কিত নীতিগুলির ব্যাখ্যা প্রচার করেন।

ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী পরিষ্কার হয় যখন আমরা

দেখি যে এই বই-মারফৎ লেনিন মেন্‌শেভিক্‌দের নিম্নমধ্যবিত্ত সুলভ কর্ম্মকৌশলনীতিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্রমবিকাশের জন্য এবং জারতন্ত্রকে আবার আক্রমণ করিবার জন্য রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণীর হাতে নূতন হাতিয়ার তুলিয়া দিলেন, এবং বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব কি ভাবে সোশালিস্ট বিপ্লবে আগাইয়া যাইতে পারে ও তাহার প্রয়োজন সম্বন্ধে রুশ সোশাল-ডেমক্রাট্‌দের ধারণা সুস্পষ্ট করিয়া দিলেন।

কিন্তু ইহাতেই লেনিনের বইয়ের তাৎপর্য্য নিঃশেষ হয় না। ইহার অমূল্য অবদান হইল এই যে ইহা মার্ক্‌স্‌বাদকে বিপ্লব সম্বন্ধে নূতন নীতি দ্বারা সমৃদ্ধ করিল এবং বল্‌শেভিক পার্টির যে-বিপ্লবী কৌশলের সাহায্যে ১৯১৭ সালে আমাদের দেশের সর্ব্বহারাশ্রেণী ধনতন্ত্রের উপর বিজয়লাভ করিয়াছিল, সেই কৌশলের ভিত্তি স্থাপন করিল।

৪। বিপ্লবের ক্রমবর্দ্ধমান গতি—১৯০৫ সালের অক্টোবরে নিখিল রুশ রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট—জারতন্ত্রের পশ্চাদ্‌গমন—জারের ইস্তাহার—শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েটের উত্থান

১৯০৫ সালের শরৎকালের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন সারা দেশ প্লাবন করিল এবং তীব্রবেগে বাড়িয়া চলিল।

১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে মস্কোতে ছাপাখানা শ্রমিকদের এক ধর্ম্মঘট শুরু হয়। এই ধর্ম্মঘট সেণ্ট পিটার্স্‌বুর্গ ও অন্য অনেকগুলি শহরে ছড়াইয়া পড়ে। খাস মস্কোতে অন্যান্য কারখানার শ্রমিকরা ছাপাখানা

শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটকে সমর্থন করে এবং ইহা এক ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্ম্মঘটে পরিণত হয়।

অক্টোবর মাসের প্রথমে মস্কো-কাজান রেলপথে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। দুই দিনের মধ্যে মস্কো রেলওয়ে জংশনের সমস্ত রেলশ্রমিকরা ইহাতে যোগ দেয় এবং শীঘ্রই দেশের সকল রেলওয়েতে ধর্ম্মঘটের ধূম পড়িয়া যায়। ডাকঘর ও তার আফিসের কাজকর্ম্ম অচল হইয়া পড়ে। রুশদেশের বিভিন্ন শহরে শ্রমিকরা বিরাট সভায় সমবেত হইয়া কাজ বন্ধ রাখা সাব্যস্ত করে। কারখানার পর কারখানা, কলের পর কল, শহরের পর শহর, প্রদেশের পর প্রদেশ—সর্ব্বত্র ধর্ম্মঘট ছড়াইয়া পড়ে। শ্রমিকদের সঙ্গে নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী—উকিল, ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তাররা—যোগ দেয়।

অক্টোবরের রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট নিখিল রুশ হরতালে পরিণত হইয়াছিল। প্রায় সারা দেশে, সব চেয়ে সুদূর অঞ্চলে পর্য্যন্ত, ইহা বিস্তৃত হয় এবং সব চেয়ে পশ্চাৎপদ্ শ্রমিকদের লইয়া প্রায় সকল শ্রমিকদের সমাবেশ ঘটায়। রেলশ্রমিক, ডাকঘর ও তার আফিসের কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য বহুলোককে না ধরিলেও প্রায় দশলক্ষ কারখানাশ্রমিকই এই সাধারণ রাজনৈতিক ধর্ম্মঘটে যোগ দেয়। দেশের সমগ্র জীবন স্তব্ধ হইয়া আসিয়াছিল। সরকার পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল।

স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের এই সংগ্রামে নেতৃত্ব করে শ্রমিকশ্রেণী।

ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট বিষয়ে বল্‌শেভিকদের 'স্লোগান্' ফল উৎপাদন করিয়াছিল।

অক্টোবরের সাধারণ ধর্ম্মঘটে সর্ব্বহারা আন্দোলনের শক্তি ও পরাক্রম লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠে। ১৯০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে নিদারুণ আতঙ্কিত হইয়া জার এক ইস্তাহার প্রচার করিতে বাধ্য হয়। এই ইস্তাহারে দেশের লোককে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে "নাগরিক

অধিকারের অটল ভিত্তি ; প্রকৃত ব্যক্তি-স্বাধীনতা, এবং বিবেক, বক্তৃতা ও সভাসমিতি বিষয়ে স্বাধীনতা" কায়েম করার ব্যবস্থা হইবে। জনগণের মধ্যে সকল শ্রেণীকে ভোটের অধিকার দিয়া একটী আইন সভা ('ডুমা') আহ্বান করার প্রতিশ্রুতি এই ইস্তাহারে ছিল।

কেবল আলোচনার অধিকারী এক 'ডুমা' আহ্বান করিবার যে পরিকল্পনা বুলিগিন্‌ করিয়াছিল, তাহা বিপ্লবের জোয়ারে ভাসিয়া গেল। বুলিগিন্‌-মার্কা 'ডুমা' বয়কট করা সম্বন্ধে বল্‌শেভিক্‌দের কার্য্যপ্রণালী নির্ভুল প্রমাণিত হইল।

তাহা হইলেও ১৭ই অক্টোবরের ইস্তাহার জনগণকে প্রতারণাই করিয়াছিল। এই চালবাজির দ্বারা জার যাহা হউক্‌ কিছু সময় পাইয়া সরলবিশ্বাসীদের শান্ত করিতে এবং ঐ অবসরে নিজের শক্তিসংগ্রহ করিয়া তখন বিপ্লবকে আঘাত করিতে চাহিয়াছিল। জারের সরকার মুখের কথায় স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বটে, কিন্তু আসলে বাস্তবিক কিছু দেয় নাই। এ পর্য্যন্ত শ্রমিক ও কৃষক সরকারের কাছে কেবল প্রতিশ্রুতিই পাইয়াছিল। সকলে সাধারণভাবে যে রাজনৈতিক বন্দীদের কারামুক্তি আশা করিয়াছিল, তাহার বদলে ২১শে অক্টোবর তারিখে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের শক্তিকে দ্বিখণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী প্ররোচনায় ইহুদীদের মারিবার জন্য দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তারক্তি লাগিয়া যায় এবং বহু সহস্র লোকের প্রাণ যায়। বিপ্লবকে নিষ্পিষ্ট করিবার জন্য রুশ জনগণের সংঘ ও দেবদূত মাইকেলের 'লীগ্‌' নামে দুইটী গুণ্ডা দল পুলিসের আশ্রয়ে খাড়া করা হয়। এই সংগঠনগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার, ব্যবসাদার, পুরোহিত এবং ভবঘুরে ধরণের আধা-বদমায়েসের দল প্রধান অংশ গ্রহণ করে। দেশের লোক ইহাদের নাম দেয় "ব্ল্যাক্‌ হাণ্ড্রেড্‌" ("Black

Hundred)। ইহারা পুলিসের সাহায্য লইয়া রাজনীতি ব্যাপারে অগ্রসর শ্রমিক, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রদের প্রকাশ্যে মারধর ও খুন করে, সভাসমিতির জায়গাতে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং সভায় সমবেত নাগরিকদের উপর গুলি চালায়। এ পর্য্যন্ত ইহাই হইল জারের ইস্তাহারের ফল।

সেই সময় লোকের কাছে এই গানটী খুব প্রিয় হইয়াছিল :—

"ভয় পেয়ে জার ছাড়িল ইস্তাহার :
"স্বাধীনতা শুধু মৃতের জন্য, জীবিতেরা—গ্রেফ্‌তার !"

বল্‌শেভিক্‌রা জনগণকে বুঝাইল যে ১৭ই অক্টোবরের ইস্তাহার হইল একটী ফন্দীমাত্র। ইস্তাহার প্রচার করার পর সরকারের ব্যবহারকে তাহারা ক্রোধোদ্দীপক বলিয়া বর্ণনা করিল। জনগণকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য বল্‌শেভিক্‌রা শ্রমিকদের আহ্বান করিল।

পূর্ব্বের চেয়ে বেশী উৎসাহ লইয়া শ্রমিকরা যোদ্ধা-'স্কোয়াড' গঠনের দিকে মনোযোগ দিল। তাহাদের কাছে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে ১৭ই অক্টোবরে সাধারণ রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট দ্বারা তাহারা যে নিজের জোরে প্রথম বিজয়লাভ করিয়াছে, সেই বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্যই আরও চেষ্টা দরকার, জারতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম চালানো দরকার।

১৭ই অক্টোবরের ইস্তাহার সম্পর্কে লেনিনের ধারণা ছিল এই যে ইহা বিভিন্ন শক্তির মধ্যে একপ্রকার অস্থায়ী ভারসাম্যের প্রকাশ : সর্ব্বহারা ও কৃষক মিলিয়া জারের কাছ থেকে এই ইস্তাহার আদায় করিলেও জারতন্ত্রকে ধ্বংস করার পক্ষে তাহারা **তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী হয় নাই, অপর পক্ষে জারতন্ত্র আর কেবল প্রাচীন পদ্ধতিতে শাসন করিতে সক্ষম ছিল না** বলিয়া "নাগরিক

অধিকার” ও “ডুমা” “আইন সভা” বিষয়ে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

অক্টোবরের রাজনৈতিক ধর্ম্মঘটের সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ সময়ে, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আগুনে, শ্রমিকসাধারণের বিপ্লবী সৃষ্টি-প্রতিভা ও উদ্যোগের ফলে এক নূতন ও শক্তিশালী অস্ত্র নির্ম্মিত হইল শ্রমিক প্রতিনিধিদেব সোভিয়েট দেখা দিল।

সমস্ত কলকারখানা হইতে প্রতিনিধি লইয়া শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট গঠিত হইল। ইহা হইল শ্রমিক শ্রেণীব ব্যাপক রাজনৈতিক সংগঠনের এমন এক রূপ যাহা পৃথিবীতে পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। ১৯১৭ সালে বল্‌শেভিক্‌ পার্টির নেতৃত্বে সর্ব্বহারা যে সোভিয়েট রাষ্ট্র খাড়া করে, তাহার **মূল প্রতিকৃতি** দেখা যায ১৯০৫-এর প্রথম সোভিয়েটগুলিতে। জনগণের সৃষ্টিপ্রবণতাব নূতন বিপ্লবী রূপ হইল সোভিয়েট। জারতন্ত্রের সকল আইনকানুন ও হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া জনগণের মধ্যে যাহারা বিপ্লবী, কেবল তাহারাই এগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিল। জার-শাসনের সঙ্গে লড়িবার জন্য যাহাবা জাগিতেছিল, সেই জনগণের স্বতন্ত্র সংগ্রামের প্রকাশ দেখা দিল এই সোভিয়েটে।

বল্‌শেভিক্‌রা সোভিয়েটগুলিকে বিপ্লবী শক্তির অঙ্কুর মনে করিত। তাহাদের ধারণা ছিল যে সশস্ত্র বিদ্রোহের শক্তি ও সাফল্যের উপর সোভিয়েটগুলির শক্তি ও গুরুত্ব নির্ভর করিতেছে।

মেন্‌শেভিক্‌রা সোভিয়েটগুলিকে বিপ্লবী শক্তির অঙ্কুব কিংবা সশস্ত্র বিদ্রোহের হাতিয়ার মনে করিত না। তাহাদের মতে সোভিয়েটগুলি ছিল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্র, সরকার-পরিচালিত গণতান্ত্রিক মিউনিসিপ্যালিটি ধরণের বস্তু।

১৯০৫ সালের ১৩ই অক্টোবর (নূতন পর্য্যায়ে ২৬শে) তারিখে

সেণ্টপিটার্সবুর্গে সকল কলকারখানায় শ্রমিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েট নির্ব্বাচন হইল। ঐ রাত্রিতে সোভিয়েটের প্রথম অধিবেশন বসিল। সেণ্টপিটার্সবুর্গের দেখাদেখি মস্কোতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট গঠিত হইল।

রুশদেশের সব চেয়ে বড় শিল্প ও বিপ্লবের কেন্দ্র, জার-সাম্রাজ্যের রাজধানী, সেণ্টাপিটার্সবুর্গের সোভিয়েটের উচিত ছিল ১৯০৫ সালের বিপ্লবে চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করা। কিন্তু খারাব মেন্‌শেভিক্ পরিচালনার ফলে ইহা কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে নাই। আমরা জানি যে লেনিন তখনও সেণ্টপিটার্সবুর্গে পৌছান নাই; তিনি তখনও বিদেশে। লেনিনের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া মেন্‌শেভিক্‌রা সেণ্টপিটার্সবুর্গ সোভিয়েটে প্রবেশ করে এবং তাহার নেতৃত্ব দখল করিয়া বসে। এই অবস্থায় খুস্টালেভ, ট্রট্‌স্কি, পারভুস্ ও অন্যান্য মেন্‌শেভিকরা যে সেণ্টপিটার্সবুর্গ সোভিয়েটকে সশস্ত্র বিদ্রোহের নীতির বিরুদ্ধে দাঁড করাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। সৈন্যদিগকে সোভিয়েটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনিয়া পরস্পর সংযুক্ত করার পরিবর্ত্তে তাহারা দাবী করিল যে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ হইতে সৈন্য সরাইয়া লওয়া হউক্। শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র দিয়া বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত না করিয়া সোভিয়েট শুধু বৃথা কালক্ষেপ করিতে লাগিল এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রচার করিল।

মস্কোতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট বিপ্লবে যে ভূমিকা নিল, তাহা সম্পূর্ণ অন্য রকম। একেবারে প্রথম হইতে মস্কো সোভিয়েট পুরোপুরি বিপ্লবী নীতি অনুসরণ করে। মস্কো সোভিয়েটের নেতৃত্ব ছিল বল্‌শেভিক্‌দের হাতে। তাহাদের চেষ্টাতেই মস্কোতে শ্রমিক প্রতি-নিধিদের সোভিয়েটের পাশাপাশি সৈনিক প্রতিনিধিদের এক সোভিয়েট গড়িয়া উঠে। মস্কো সোভিয়েটই হইল সশস্ত্র বিদ্রোহের সংগঠন।

১৯০৫ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে অনেকগুলি বড় শহরে আর প্রায় সমস্ত শ্রমিককেন্দ্রে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট খাড়া করা হইযাছিল। সৈনিক ও নাবিকদের প্রতিনিধি লইয়া সোভিয়েট গড়া ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েটের সঙ্গে সেগুলিকে সম্মিলিত করার চেষ্টাও হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট স্থাপন করা হয়।

সোভিয়েটগুলির বিপুল প্রভাব হইয়াছিল। যদিও সেগুলি প্রায়ই আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিযাছিল, যদিও তাহাদের কোন সুনির্দ্দিষ্ট কাঠামো ছিল না এবং সংগঠন আল্‌গা ধরণের ছিল, তবুও তাহারা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের মতই কাজ করে। আইন সঙ্গত কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও তাহারা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা এবং আট-ঘণ্টা মজুরীর প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। জার-সবকারকে কব না দিতে তাহারা জনগণকে আহ্বান করে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা সবকারী তহবিল বাজেয়াপ্ত করে এবং ঐ টাকা বিপ্লবের কাজে খরচ করে।

৫। ডিসেম্বরের সশস্ত্র বিদ্রোহ—বিদ্রোহের পরাজয়—বিপ্লবের পশ্চাদপসরণ—প্রথম স্টেট্‌ ডুমা—চতুর্থ (ঐক্য) পার্টি কংগ্রেস

১৯০৫ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম পূর্ণ তেজে বাড়িয়া চলে। শ্রমিক ধর্ম্মঘট তখন লাগিয়াই ছিল।

১৯০৫ সালের শরৎকালে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম ব্যাপক রূপ গ্রহণ করিল। দেশের জিলাগুলির ('uyezd') মধ্যে এক তৃতীয়াংশে কৃষক আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। সারাটভ্‌, টাম্‌বেভ্‌,

চের্নিগভ্, টিফ্লিস্, কুটাইস্ ও অন্যান্য প্রদেশে আসল কৃষক বিদ্রোহের দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু তখনও কৃষক সাধারণের আক্রমণ যথেষ্ট শক্তিশালী হয় নাই। কৃষক আন্দোলনে সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাব ছিল।

টিফ্লিস্, ব্লাডিভস্টক্, টাস্কেন্ত্, সমরকন্দ, কুর্স্ক্, স্থখুম্, ওয়ারস, কীভ ও রিগা প্রভৃতি অনেকগুলি শহরে সৈনিকদের মধ্যেও অসন্তোষ বাড়িতেছিল। ক্রন্স্টাড্টে এবং সেবাস্তোপোলে কৃষ্ণসাগর নৌ-বাহিনীর নাবিকদের মধ্যে (নভেম্বর ১৯০৫) বিদ্রোহ দেখা দিল। কিন্তু বিদ্রোহগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জার-সরকার তাহাদের দমন করিতে সক্ষম হয়।

উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের পাশবিক ব্যবহার, খারাব খাবার ("শিম লইয়া দাঙ্গা") এবং অনুরূপ কারণে প্রায়ই সৈন্য ও নৌ-বাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিত। কিন্তু জার-সরকারের উচ্ছেদ এবং সোৎসাহে সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনার প্রয়োজন সম্বন্ধে বিদ্রোহী সৈনিক ও নাবিকদের মধ্যে অধিকাংশ তখনও পর্য্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বুঝিত না। তাহারা তখনও অতিরিক্ত রকমের শান্ত ও আত্মতুষ্ট অবস্থায় ছিল; বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার সময় যে-সব উচ্চ কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হইত, তাহারা প্রায় ভুল করিয়া উহাদের ছাড়িয়া দিত এবং প্রতিশ্রুতি ও মিষ্ট কথায় নিজেরাই গলিয়া যাইত।

বিপ্লবী আন্দোলন সশস্ত্র বিদ্রোহের সীমানায় পৌঁছাইয়া গেল। জার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য বল্শেভিক্রা জনগণকে আহ্বান করিল এবং ইহা যে অবশ্যম্ভাবী তাহা বুঝাইল। সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্যোগ-আয়োজনে বল্শেভিক্রা অক্লান্ত পরিশ্রম করিল। সৈনিক ও নাবিকদের মধ্যে বিপ্লবী কাজ চালানো হইল এবং সৈন্যদলের ভিতর পার্টির সামরিক সংগঠন খাড়া করা হইল। অনেকগুলি শহরে শ্রমিকদের

সামরিক 'স্কোয়াড্' গড়া হইল এবং তাহাদিগকে অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার শিখান হইল। বিদেশে অস্ত্র কিনিয়া গোপনে রুশদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা পাকা করা হইল, এই পাঠানোর কাজে পার্টির বিশিষ্ট সভ্যেরা অংশ গ্রহণ করিলেন।

১৯০৫ সালের নভেম্বরে লেনিন রুশদেশে ফিরিলেন। সশস্ত্র বিদ্রোহের আযোজনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জারের সৈন্য ও গোপন পুলিসকে এড়াইয়া চলিলেন। "নোভায়া জিন্" ("নবজীবন") নামক বল্‌শেভিক্ কাগজে তাঁহার প্রবন্ধগুলি পার্টির দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্ম পরিচালনার সাহায্য করিত।

এই সময় কমরেড স্টালিন ট্রান্স-ককেশিয়াতে [ককেশস্ পর্ব্বতমালার দক্ষিণে] দারুণ বিপ্লবী কাজ-কর্ম্ম চালাইতেছিলেন। মেন্‌শেভিক্‌রা যে বিপ্লব ও সশস্ত্র বিদ্রোহের শত্রু, একথাটি তিনি জাহির করিয়া দেন এবং মেন্‌শেভিক্‌দের উপর তীব্র আক্রমণ করেন। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য তিনি অটল চিত্তে শ্রমিকদের প্রস্তুত করিতেছিলেন। যেদিন জারের ইস্তাহার প্রকাশ হয়, সেদিন টিফ্‌লিসে শ্রমিকদের এক বক্তৃতাতে কমরেড স্টালিন বলেন :—

"যথার্থ জয়লাভ করিবার জন্য আমাদের কি চাই? তিনটী জিনিস আমাদের দরকার : প্রথম—অস্ত্র-শস্ত্র, দ্বিতীয়—অস্ত্র-শস্ত্র, তৃতীয়—বারবার চাই অস্ত্র-শস্ত্র !"

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে ফিন্‌লাণ্ডের টামারফর্স শহরে একটী বল্‌শেভিক্ সম্মেলন হয়। যদিও বল্‌শেভিক্ ও মেন্‌শেভিক্‌রা নামমাত্র একই সোশাল ডেমক্রাটিক পার্টির অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবুও আসলে তাহারা ছিল দুইটী আলাদা দল এবং তাহাদের দুইটী আলাদা নেতৃত্বের কেন্দ্র ছিল। এই কন্‌ফারেন্সে লেনিনের সঙ্গে স্টালিনের প্রথম সাক্ষাৎ

ঘটে। ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে চিঠিপত্র ও কমরেডদের মারফৎ যোগাযোগ ছিল।

টামারফর্স সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে এই দুইটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। একটী হইল যে পার্টি কার্য্যত দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে আবার ঐক্যবদ্ধ করার কথা এবং আর একটী হইল প্রথম ডুমা, যাহাকে 'উইট্‌ ডুমা' ('Witte Duma') বলা হইত, তাহাকে বর্জ্জন করা সম্বন্ধে।

ইতিমধ্যে মস্কোতে সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া লেনিনের উপদেশে সম্মেলন তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিল এবং প্রতিনিধিরা যাহাতে ব্যক্তিগত ভাবে বিদ্রোহে যোগ দিতে পারে সেজন্য অধিবেশন সাঙ্গ হইল।

কিন্তু জার-সরকারও ঘুমাইয়া ছিল না, বরং চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। জাপানের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন করিয়া এবং ঐ উপায়ে নিজের দুরবস্থা খানিকটা কমাইয়া জার-সরকার শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে আবার আক্রমণ চালাইল। যে-অনেকগুলি প্রদেশে কৃষকবিদ্রোহ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সেখানে সরকাব সামরিক আইন জারি কবিল, "কাহাকেও কয়েদী করিও না", এবং "গুলি বাঁচাইও না" বলিয়া নৃশংস হুকুম দিল এবং বিপ্লবী আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েটকে ছত্রভঙ্গ করিবার আদেশ দিল।

ইহার জবাবে মস্কোর বল্‌শেভিক্‌রা এবং তাহাদের পরিচালিত শ্রমিক প্রতিনিধিদের যে সোভিয়েট শ্রমিক সাধারণের সঙ্গে পরস্পর সংশ্লিষ্ট ছিল, সেই মস্কো সোভিয়েট স্থির করিল যে অবিলম্বে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করিতে হইবে। ৫ই (১৮ই) ডিসেম্বর তারিখে মস্কো বল্‌শেভিক্ কমিটি সোভিয়েটকে সাধারণ রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিতে আহ্বান করার

সিদ্ধান্ত করে। ইহার উদ্দেশ্য হইল সংগ্রামের মধ্য দিয়া ধর্ম্মঘটকে সশস্ত্র বিদ্রোহে রূপান্তরিত করা। শ্রমিকদের বড় বড় জমায়েতে এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইল। মস্কো সোভিয়েট শ্রমিকদের এই অভিলাষে সাড়া দিল এবং একবাক্যে সাধারণ রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল।

যখন মস্কোব সর্ব্বহারাবা বিদ্রোহ আরম্ভ করিল, তখন তাহাদের সামবিক সংগঠনে প্রায এক হাজাব যোদ্ধা ছিল, তাহাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী ছিল বল্‌শেভিক্‌। এ ছাড়া মস্কোর কয়েকটী কারখানায় সামরিক 'স্কোয়াড্‌' ছিল। সবশুদ্ধ বিদ্রোহীদের দলে প্রায় দুই হাজার যোদ্ধা ছিল। শ্রমিকদেব আশা ছিল জারেব রক্ষী সৈন্যদের নিরপেক্ষ করিয়া রাখা যাইবে এব' তাহাদেব একাংশকে নিজেদের দলে টানিয়া আনা যাইবে।

৭ই (২০শে) ডিসেম্বর তারিখে মস্কোতে রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইল। কিন্তু এই ধর্ম্মঘটকে সারা দেশে ছড়াইয়া দিবার চেষ্টা বিফল হইল; সেণ্টপিটার্সবুর্গে যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া গেল না, এবং সেইজন্য শুরু হইতেই ঐ অভ্যুত্থানেব সফল হইবার সম্ভাবনা কমিয়া গেল। নিকোলাইয়েভস্কায়া (এখন ইহার নাম অক্টোবর) রেলপথ জার-সরকারের হাতেই রহিল। এই রাস্তায় রেল চলাচল বন্ধ হয় নাই, এবং ইহার ফলে বিদ্রোহকে দমন করিবার জন্য সেণ্টপিটার্সবুর্গ হইতে মস্কোতে সরকার সৈন্যদল হাজির করিতে পারিল।

খাস মস্কোতে সৈন্যরা দো-মনা হইয়া পড়িল। শ্রমিকরা বিদ্রোহ আরম্ভ করিবার সময কতকটা আশা করিয়াছিল যে সৈন্যদের নিকটে সাহায্য মিলিবে। কিন্তু বিপ্লবীরা বড় বেশী দেরী করিয়া ফেলায় সরকার সৈন্যদলের মধ্যে অসন্তোষ দমন করিবার সময় পাইয়া গেল।

৯ই (২২শে) ডিসেম্বর তারিখে মস্কোতে প্রথম 'ব্যারিকেড্' [রাস্তায় রাস্তায় জনগণ প্রতিরোধের জন্য যে প্রাচীর খাড়া করে] দেখা দিল। শীঘ্রই শহরের রাস্তাগুলি ব্যারিকেডে ছাইয়া গেল। জার-সরকার কামান দাগিতে আরম্ভ করিল। বিদ্রোহীদের যে-সংখ্যা তার বহুগুণ শক্তি সরকার জড়ো করিল। নয় দিন ধরিয়া কয়েক হাজার সশস্ত্র শ্রমিক বীরবিক্রমে লড়িতে থাকিল। কেবল সেণ্টপিটার্স্‌বুর্গ, টিভের এবং পশ্চিম প্রদেশ থেকে সৈন্য আনিতে পারিয়াছিল বলিয়া জার-সরকার এই বিদ্রোহকে দমন করিতে সমর্থ হয়। ঠিক সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে বিদ্রোহের নেতারা অনেকে গ্রেপ্তার হইলেন, অনেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। মস্কো বল্‌শেভিক্ কমিটির সভ্যেরা সকলে গ্রেপ্তার হইলেন। তাই সশস্ত্র বিদ্রোহ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে অসংলগ্ন অভ্যুত্থান হইয়া দাঁড়াইল। পরিচালককেন্দ্র না থাকায় এবং সারা শহরের জন্য একটী ব্যাপক কার্য্য পরিকল্পনার অভাবে বিভিন্ন অঞ্চলগুলি প্রধানত আত্মরক্ষামূলক কার্য্যেই ব্যাপৃত রহিল। ইহাই যে মস্কো বিদ্রোহের প্রধান দুর্ব্বলতা এবং পরাজয়েরও অন্যতম কারণ, তাহা লেনিন পরে দেখাইয়া দেন।

মস্কোর ক্রাস্‌নায়া প্রেস্‌নায়া অঞ্চলে বিদ্রোহ বিশেষ তীব্র ও সাংঘাতিক আকার গ্রহণ করে। এ জায়গাটী ছিল বিদ্রোহের প্রধান ঘাঁটি ও কেন্দ্র স্বরূপ। এখানেই বল্‌শেভিক্‌দের নেতৃত্বে সেরা লড়িয়ে 'স্কোয়াড্' জমায়েৎ হইয়াছিল। কিন্তু আগুন আর তলোয়ার চালাইয়া ক্রাস্‌নায়া প্রেস্‌নায়াকে দমন করা হইল; বিদ্রোহ রক্তের বন্যায় ডুবিয়া গেল, কামানের আগুনে জ্বলিয়া গেল। মস্কোর বিদ্রোহ নিষ্পিষ্ট হইল।

কিন্তু বিদ্রোহ শুধু মস্কোতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্য অনেকগুলি শহর ও জেলাতে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। ক্রাস্‌নোয়ার্স্‌ক্,

মটভ্লিখা (পার্ম), নভোরসিস্ক্, সর্মোভো, সেবাস্তোপোল এবং ক্রন্স্টাড্টে সশস্ত্র বিদ্রোহ হইযাছিল।

রুশদেশের অধীন অত্যাচারিত জাতিগুলিও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিদ্রোহ করে। প্রায সমস্ত জর্জিযা অস্ত্রধারণ করিয়া সংগ্রামে উদ্যত হয। যুক্রেনে, গর্লভ্কা, আলেক্সান্দ্রাভ্স্ক্ এবং লুগান্স্ক্ (এখন ভরোশিলভ্গ্রাদ) শহবে, ও দনেৎস্ নদীব অববাহিকাতে বিপুল জাগরণ ঘটে। লাট্ভিয়াতে তীব্র সংগ্রাম চলে। ফিন্লাণ্ডে শ্রমিকরা নিজেদেব 'বেড গার্ড' বানাইয়া বিদ্রোহ করে।

কিন্তু মস্কোর মত এই সব অভ্যুত্থানকে স্বৈরতন্ত্র অমানুষিক অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট করে।

ডিসেম্বরেব সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্বন্ধে বল্শেভিক্ ও মেন্শেভিক্দের সিদ্ধান্ত হয় আলাদা ধরণের।

বিদ্রোহের পরে পার্টিকে তিরস্কার করিয়া মেন্শেভিক্ প্লেখানভ্ বলেন, "অস্ত্রধারণ করা উচিত হয নাই।" মেন্শেভিক্দের যুক্তি ছিল এই যে বিদ্রোহ শুধু অনাবশ্যক নয, ক্ষতিকরও বটে, বিপ্লবে বিদ্রোহকে বাদ দিলেই চলিবে, সশস্ত্র বিদ্রোহে সাফল্য আসিবে না, সাফল্য আসিবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংগ্রামের ফলে।

এই ধরণের কথাকে বল্শেভিক্রা বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া ঘোষণা করে। তাহারা বলে যে মস্কোর সশস্ত্র বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা এ কথাই প্রমাণ করে যে শ্রমিক শ্রেণী সাফল্যের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম কবিতে পারে। "অস্ত্র ধাবণ করা উচিত হয় নাই"—প্লেখানভের এই তিবস্কারের উত্তরে লেনিন বলেন:—

"অপর পক্ষে, আরও দৃঢভাবে আরও উৎসাহ লইয়া এবং আক্রমণাত্মক উপায়ে আমাদের অস্ত্র ধারণ করা উচিত ছিল। আমাদের উচিত ছিল

জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া যে কেবল শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মঘটে নিজেদের আবদ্ধ রাখা অসম্ভব এবং নির্ভীক, নির্ম্মম, সশস্ত্র সংগ্রাম অপরিহার্য্য।" (লেনিন, "সিলেক্টেড ওয়ার্কস্" ইংরেজী সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৩৪৮।)

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে বিদ্রোহ হইল বিপ্লবের পরাকাষ্ঠার সময়। জারের স্বৈরতন্ত্র বিদ্রোহকে দমন করিল। তাহার পর বিপ্লব মোড় ফিরাইল এবং পিছু হটিতে লাগিল। ক্রমে বিপ্লবের প্রবাহ প্রশমিত হইল।

এই পরাজয়ের সুযোগ লইয়া বিপ্লবকে চরম আঘাত দিবার জন্য জার সরকার তৎপর হইল। জারের জল্লাদ আর জেলারের দল তাহাদের জঘন্য কাজ আরম্ভ করিল। পোলাণ্ড, লাট্‌ভিয়া এস্থোনিয়া, ট্রান্স্-ককেশিয়া এবং সাইবীরিয়াতে পিটুনী ফৌজের অভিযান চলিল।

কিন্তু বিপ্লব এখনও চূর্ণ হয় নাই। শ্রমিক ও বিপ্লবী কৃষকেরা লড়িতে লড়িতে ধীরে ধীরে পিছু হটিতেছিল। শ্রমিকদের মধ্যে নূতন নূতন অনেকে সংগ্রামে যোগ দিল। ১৯০৬ সালে ধর্ম্মঘটগুলিতে ১০ লক্ষেরও বেশী এবং ১৯০৭-এ ৭ লক্ষ ৪০ হাজার যোগ দেয়। ১৯০৬ সালের প্রথমার্দ্ধে রুশদেশের জেলাগুলির মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক, এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে এক-পঞ্চমাংশে কৃষক আন্দোলন বিস্তৃত ছিল। সৈন্য ও নৌ-বাহিনীতে অসন্তোষ প্রশমিত হয় নাই।

বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়িতে যাইয়া জার-সরকার কেবল দমননীতি অবলম্বন করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। দমনমূলক ব্যবস্থা দ্বারা প্রথম সাফল্য লাভ করিয়া সরকার স্থির করিল যে নূতন এক 'ডুমা', "ব্যবস্থাপক সভা" আহ্বান করিয়া বিপ্লবকে আবার আঘাত দেওয়া যাইবে। সরকারের আশা ছিল যে এই ভাবে কৃষকদের ছিনাইয়া আনিয়া বিপ্লবের অবসান ঘটানো যাইবে। বল্‌শেভিক্‌রা বয়কট্ করার ফলে যে পুরানো

"আলোচনা সভা", "বুলিগিন্‌ ডুমা" অপসৃত হইয়া গিয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে নূতন, "ব্যবস্থাপক" ডুমা আহ্বান করা সম্পর্কে ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জার-সবকার এক আইন জারি করে। জারের নির্ব্বাচন বিধিগুলি অবশ্য গণতন্ত্রবিবোধী ছিল। সার্ব্বজনীন নির্ব্বাচনপ্রথা ছিল না। লোক সংখ্যাব অর্দ্ধেকেরও বেশী—যেমন, স্ত্রীলোক ও ২০ লক্ষের বেশী শ্রমিক—একেবারে ভোটের অধিকাব হইতে বঞ্চিত থাকে। নির্ব্বাচনে কোন বকম সমান অধিকাব ছিল না। নির্ব্বাচকদের চার 'কিউবিয়াতে' বিভক্ত করা হয়ঃ—কৃষিসম্পর্কীয় (জমিদার), শহর (বুর্জোয়া), কৃষক এবং শ্রমিকদের 'কিউবিযা'। প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা ছিল না, কযেকটী স্তরের মধ্য দিয়া নির্ব্বাচন হইত। কার্য্যত গোপন 'ব্যালট্‌' ভোটেব ব্যবস্থা ছিল না। নির্ব্বাচনবিধি ছিল এমন যে ডুমাতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কৃষকদের উপর অল্প কযেকজন জমিদার ও পুঁজিদাবের সম্পূর্ণ প্রাধান্য নিশ্চিত ছিল।

জারেব মতলব ছিল যে জনগণকে বিপ্লব হইতে সরাইযা আনিবার জন্য ডুমাকে ব্যবহার করা যাইবে। তখনকার দিনে কৃষকদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করিত যে তাহাবা ডুমার মধ্যস্থতায় জমিজমা পাইতে পারিবে। কন্‌স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাট, মেন্‌শেভিক, সোশালিস্ট-রেভল্যু-শনারিরা এই বলিযা শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতারণা করিত যে জনগণ যে-ব্যবস্থা চায তাহা বিদ্রোহ ও বিপ্লব বিনা লাভ করা সম্ভব। জনগণকে এই প্রতারণার প্রভাব হইতে উদ্ধার কর'র জন্য বল্‌শেভিক্‌রা প্রথম স্টেট্‌ ডুমা বয়কট করার সিদ্ধান্ত প্রচার করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। টামারফর্স সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইহা করা হয়।

জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়া শ্রমিকরা দাবী করিল যে পার্টির শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে, সর্ব্বহারার পার্টিকে সুসংহত করিতে

হইবে। ঐক্য বিষয়ে টামারফর্স সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে হাতিয়াররূপে পাইয়া বল্‌শেভিক্‌রা শ্রমিকদের এই দাবী সমর্থন করিল এবং মেন্‌শেভিক্‌দের কাছে প্রস্তাব করিল যে পার্টির এক ঐক্য সম্মেলন আহ্বান করা হউক। শ্রমিকদের চাপে মেন্‌শেভিক্‌রা ঐক্য প্রস্তাবে রাজী হইল।

লেনিন ছিলেন ঐক্যের পক্ষে, কিন্তু তিনি এমন ঐক্য চাহিতেন যাহা বিপ্লবের সমস্যা সম্পর্কে প্রকৃত মতভেদকে ধামা চাপা দিবে না। (বগ্‌দানভ্‌, ক্রাসিন্‌ এবং অন্যান্য) যাহারা আপোসের পক্ষপাতী ছিল তাহারা বল্‌শেভিক্‌ ও মেন্‌শেভিক্‌দের মধ্যে যথার্থ কোন পার্থক্য নাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়া পার্টির যথেষ্ট ক্ষতি করে। লেনিন এই সব আপোসওয়ালাদের বিরুদ্ধে লড়েন, তিনি জোর করিয়া বলেন যে বল্‌শেভিক্‌রা তাহাদের নিজস্ব মতামত লইয়া কংগ্রেসে যাইবে, যাহাতে বল্‌শেভিক্‌দের কার্য্যক্রম কি এবং কোন্‌ ভিত্তির উপর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা শ্রমিকরা স্পষ্ট বুঝিতে পারে। বল্‌শেভিক্‌রা তাহাদের মতামত লিখিয়া তৈয়ার করিল এবং আলোচনার জন্য পার্টি সভ্যদের কাছে দিল।

১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে স্টক্‌হল্‌মে (সুইডেন) রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবর পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস বসে। ঐক্য সম্মেলন নামে ইহার খ্যাতি হয়। পার্টির ৫৭টী স্থানীয় সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে ভোটাধিকার সম্পন্ন ১১১ জন ডেলিগেট উপস্থিত হন। এ ছাড়া বিভিন্ন জাতির সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির প্রতিনিধিরা আসেন: বুন্দ্‌ হইতে তিনজন, পোলিশ সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি হইতে তিনজন এবং লাট্‌ভিয়ার সোশাল-ডেমক্রাটিক সংগঠন হইতে তিনজন।

ডিসেম্বর বিদ্রোহের সময় এবং পরে বল্‌শেভিক্‌ সংগঠনগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ

হইয়া যাওয়ার ফলে তাহারা সকলে ডেলিগেট পাঠাইতে পারে নাই। অপরপক্ষে, ১৯০৫ সালের "মুক্তির দিনগুলিতে" মেন্‌শেভিক্‌রা নিজেদের দলে এমন অনেক পেতি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীকে ঢুকাইয়াছিল যাহারা বিপ্লবী মার্ক্‌স্‌বাদের ধার দিয়াও যাইত না। একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে টিফ্‌লিসের মেন্‌শেভিক্‌রা (টিফ্‌লিসে কারখানাশ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম ছিল) যত প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল তাহা সর্ব্বহারাদের সব চেয়ে বড় সংগঠনের প্রতিনিধিসংখ্যার সমান। ফলে স্টকহল্‌ম্‌ কংগ্রেসে মেন্‌শেভিক্‌দের সামান্য হইলেও কিছু সংখ্যাধিক্য ছিল। কংগ্রেসের গঠন এইরূপ হওয়ায় অনেকগুলি ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহার ধরণ হয় মেনশেভিক-মার্কা।

এই কংগ্রেসে **নামমাত্র** একতা ঘটিল। আসলে বল্‌শেভিক ও মেন্‌শেভিক্‌রা তাহাদের নিজস্ব মত ও নিজস্ব স্বাধীন সংগঠন বজায় রাখিল।

চতুর্থ কংগ্রেসে আলোচিত প্রধান বিষয় হইল কৃষিসমস্যা, তৎকালীন পরিস্থিতি এবং সর্ব্বহারার শ্রেণী-কর্ত্তব্য, স্টেট্‌ ডুমা সম্পর্কিত নীতি এবং সাংগঠনিক প্রশ্নাবলী।

এই কংগ্রেসে মেন্‌শেভিক্‌রা সংখ্যাধিক হইলেও, শ্রমিকরা যাহাতে বিরূপ না হয় এই ভয়ে পার্টির সভ্য হওয়া সংক্রান্ত কানুনের প্রথম প্যারাগ্রাফে লেনিনের নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে বাধ্য হয়।

কৃষিসমস্যা সম্বন্ধে লেনিন সমস্ত জমিজমাকে **জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত** করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ করার পর বিপ্লবের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জমিজমাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা চলিবে। এই অবস্থায় জমিজমা জাতীয় সম্পত্তি হইলে সর্ব্বহারার পক্ষে গরীব চাষীদের সঙ্গে মিলিয়া সোশ্যালিস্ট

বিপ্লবের স্তরে পৌছনো আরও সহজ হইবে। জমিজমাকে জাতীয় সম্পত্তি করার অর্থ হইল যে বিনা খেসারতে জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া চাষীদের বিলি করিয়া দেওয়া হইবে। বল্‌শেভিক্‌দের কৃষিবিষয়ে যে-কার্য্যক্রম ছিল তাহাতে জার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্য চাষীদের আহ্বান করা হয়।

মেন্‌শেভিক্‌দের মত ছিল আলাদা। তাহাদের কর্ম্মসূচীতে ছিল জমিজমাকে **মিউনিসিপ্যালিটির হাতে তুলিয়া দেওয়ার** কথা। এই কর্ম্মসূচী অনুসারে জমিজমা গ্রামের পঞ্চায়েৎগুলির কর্ত্তৃত্বাধীনে দেওয়া হইবে না, এমন কি পঞ্চায়েৎগুলিকে জমি ব্যবহার করিতেও দেওয়া হইবে না, বরং তাহা মিউনিসিপ্যালিটির (অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, কিংবা জেম্‌স্ট্‌ভো) হাতে দেওয়া হইবে, এবং প্রত্যেক চাষী সাধ্য অনুযায়ী **খাজনা** দিয়া জমি লইবে।

জমিজমা মিউনিসিপ্যালিটির হাতে দেওয়া সম্বন্ধে মেন্‌শেভিক্‌দের এই কার্য্যক্রম আপোসমূলক এবং সেই কারণে বিপ্লবের প্রতিকূল ছিল। ইহার দ্বারা বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য চাষীদের সমাবেশ সম্ভব হইত না এবং জমিদারী সম্পত্তিপ্রথা সম্পূর্ণ লোপ করার উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। মেন্‌শেভিক্‌ কার্য্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল মাঝরাস্তায় বিপ্লবকে থামাইয়া দেওয়া। বিপ্লবের জন্য কৃষকদের জাগাইয়া তুলিতে মেন্‌শেভিক্‌রা চায় নাই।

কংগ্রেসে মেন্‌শেভিক্‌ কার্য্যক্রমই অধিকাংশ ভোট পাইল।

মেন্‌শেভিক্‌রা যে কতদূর সর্ব্বহারাবিরোধী ও সুবিধাবাদী প্রকৃতির লোক তাহা বিশেষভাবে ধরা পড়িল যখন তৎকালীন পরিস্থিতি ও স্টেট্‌ ডুমা সম্বন্ধে প্রস্তাবের আলোচনা হইল। মেন্‌শেভিক্‌ মারিনভ্‌ বিপ্লবে সর্ব্বহারার নায়কত্বের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বক্তৃতা করিলেন।

কমরেড স্টালিন মেন্‌শেভিক্‌দের যুক্তির জবাবে অত্যন্ত চোখা-চোখা কথায় বুঝাইলেন :—

"হয় সর্ব্বহারার নায়কত্ব, নয় গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের নায়কত্ব—এই হইল পার্টির সম্মুখে সমস্যা, এখানেই আমাদের মতভেদ।"

স্টেট্ ডুমা সম্পর্কে মেন্‌শেভিক্‌রা তাহাদের প্রস্তাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিল যে বিপ্লব এবং জারতন্ত্রের কবল থেকে জনগণের মুক্তির যে সমস্যা তাহা সমাধান করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। অপর পক্ষে বল্‌শেভিক্‌দের মত ছিল এই যে ডুমা হইল জারতন্ত্রের এক নিস্তেজ লেজুড়মাত্র। জারতন্ত্রের দোষত্রুটি ইহা ঢাকিয়া রাখিবে এবং অসুবিধাজনক হইলেই জারতন্ত্র ইহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবে।

চতুর্থ কংগ্রেসে নির্ব্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিল তিনজন বল্‌শেভিক্ ও ছয়জন মেন্‌শেভিক। কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সকলেই ছিল মেন্‌শেভিক্।

ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল যে পার্টির ভিতরে ঝগড়া চলিতে থাকিবে।

চতুর্থ কংগ্রেসের পর বল্‌শেভিক্ ও মেন্‌শেভিক্‌দের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ নূতন উদ্যমে আরম্ভ হইল। যে-স্থানীয় সংগঠনগুলিতে নামমাত্র ঐক্য সংঘটিত হইল, সেখানে কংগ্রেস সম্বন্ধে বিবরণ ('রিপোর্ট') দিত দুইজন বক্তা, একজন বল্‌শেভিক্ পক্ষ থেকে, আর একজন মেন্‌শেভিক্ পক্ষ থেকে। দুই নীতি সম্বন্ধে আলোচনার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংগঠনগুলির সভ্যদের মধ্যে বেশীর ভাগ বল্‌শেভিক্‌দের পক্ষ লইত।

পরবর্ত্তী ঘটনায় বল্‌শেভিক্‌দের নীতি যে ঠিক তাহা প্রমাণ হইল। চতুর্থ কংগ্রেসে নির্ব্বাচিত মেন্‌শেভিক্ কেন্দ্রীয় কমিটি ক্রমান্বয়ে তাহাদের সুবিধাবাদী রূপ প্রকট করিয়া ফেলিল এবং জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্ব করা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অক্ষমতা দেখাইল। ১৯০৬ সালের গ্রীষ্ম ও

শরৎকালে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম নূতন বিক্রমে আরম্ভ হইযা গেল। ক্রন্‌স্টাড্‌ট্ এবং স্বিবর্গে নাবিকেরা বিদ্রোহ করিল; জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠিল। কিন্তু তবুও মেন্‌শেভিক্ কেন্দ্রীয় কমিটি এমন সুবিধাবাদী 'স্লোগান' দিতে লাগিল যে জনগণ তাহা মানিল না।

৬। প্রথম স্টেট্ ডুমা ভঙ্গ—দ্বিতীয় স্টেট্ ডুমা আহ্বান —পঞ্চম পার্টি কংগ্রেস—দ্বিতীয় স্টেট্ ডুমা ভঙ্গ —প্রথম রুশ বিপ্লবের পরাজয়ের কারণ

প্রথম স্টেট্ ডুমা যথেষ্ট হুকুম বরদারী না করায় ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে জার-সরকার ইহাকে ভাঙিয়া দিল। সরকার জনগণের উপর আরও কঠোর অত্যাচার চালাইল, সারাদেশে পিটুনী ফৌজের বীভৎস কাণ্ডকারখানা বাড়াইয়া দিল এবং শীঘ্রই দ্বিতীয় স্টেট্ ডুমা আহ্বান করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিল। স্পষ্ট দেখা গেল যে জার-সরকার দিন দিন আরও উদ্ধত হইয়া উঠিতেছিল। বিপ্লবকে সরকার আর ভয় করিত না, কারণ দেখা গেল যে বিপ্লব পড়্‌তির মুখে চলিয়াছে।

দ্বিতীয় ডুমাতে যোগ দেওয়া কিংবা বয়কট করা উচিত, এ বিষয়ে বল্‌শেভিক্‌দের মনস্থির করিতে হইল। বয়কট বলিতে বল্‌শেভিক্‌রা সাধারণত বুঝিত সক্রিয় বয়কট—নির্ব্বাচনে ভোটাভুটি হইতে কেবল চুপচাপ সরিয়া থাকার নীতি বুঝিত না। বল্‌শেভিক্‌রা মনে করিত যে জার যে জনগনকে বিপ্লবের রাস্তা থেকে সরকারী "নিয়মতান্ত্রিকতার" দিকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, সে-বিষয়ে জনগণকে সাবধান করিয়া দিবার জন্যই সক্রিয় বয়কট একরকম বিপ্লবী পদ্ধতি। এইসব

চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে আবার নূতন করিয়া জনগণের আক্রমণের ব্যবস্থা করার উপায় হইল বয়কট।

বুলিগিন্‌ ডুমা বয়কট করার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছিল যে বয়কট যে "একমাত্র নির্ভুল পথ, তাহা ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছিল।" (লেনিন, "সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌", ইংরেজী সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৩)। এই বয়কট সফল হওয়ার কারণ ছিল এই যে ইহা কেবল জারের হুকুমমাফিক্‌ নিয়মতান্ত্রিকতার পথে চলার বিপদ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেয় নাই, ইহা ডুমার অধিবেশনকেই বাতিল করিয়া দিয়াছিল। বয়কট সফল হওয়ার কারণ আরও হইল এই যে বিপ্লবের **জোয়ার** যখন বাড়িয়া চলিতেছে, তখন বয়কট আন্দোলন সেই স্রোতের ক্রমবর্দ্ধমান বেগ হইতে সাহায্য পাইয়াছিল, বিপ্লবের প্রবাহে তখনও ভাঁটা পড়ে নাই। বিপ্লব যখন **উজান বহিয়া** চলিতেছে, তখনই ডুমার অধিবেশনকে বাতিল করা সম্ভব ছিল।

উইট্‌ ডুমা, অর্থাৎ প্রথম ডুমা যখন বয়কট করা হয়, তাহার পূর্ব্বেই ডিসেম্বর বিদ্রোহ পরাজিত হইয়া গিয়াছিল, জার বিজয়লাভ করিয়াছিল, অর্থাৎ এমন সময়ে, যখন বিপ্লব পিছু হটিতে আরম্ভ করিয়াছে মনে করার সঙ্গত কারণ ছিল।

লেনিন লিখিয়াছেন, "কিন্তু একথা বলাই বাহুল্য যে তখনও জারের এই জয়লাভকে চূড়ান্ত বিজয় মনে করার কারণ ছিল না। ১৯০৫-এর ডিসেম্বর বিদ্রোহের পরিশিষ্ট হিসাবে ১৯০৬-এর গ্রীষ্মকালে অনেকগুলি অসংবদ্ধ ও আংশিক সামরিক বিদ্রোহ ও ধর্ম্মঘট হয়। উইট্‌ ডুমাকে বয়কট করার আহ্বানের অর্থ হইল এই বিদ্রোহগুলিকে কেন্দ্রীভূত ও ব্যাপক করিবার আহ্বান।" (লেনিন, "কলেক্টেড্‌ ওয়ার্কস্‌", রুশ সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ২০)

উইট্‌ ডুমা বয়কটের ফলে ডুমার যথেষ্ট মর্য্যাদাহানি ঘটিল, জনসাধারণের একাংশের ইহার উপর যে বিশ্বাস ছিল তাহাও শিথিল হইল, কিন্তু একেবারে অধিবেশন বাতিল করা সম্ভব হইল না। পরে পরিষ্কার বুঝা গেল যে বয়কট দ্বারা ডুমার অধিবেশন বন্ধ করিতে না পারার কারণ হইল এই যে বয়কট যখন হয় তখন বিপ্লব পিছু হটিতেছে, অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এজন্য প্রথম ডুমা বয়কটের প্রচেষ্টা বিফল হইল। এ সম্বন্ধে লেনিন তাঁহার "বামপন্থী কমিউনিজ্‌ম্‌—শৈশবেব উচ্ছৃঙ্খলা" নামে বিখ্যাত পুস্তিকাতে লেখেন ঃ—

"১৯০৫ সালে 'পার্লামেণ্ট' বয়কট করায় বল্‌শেভিক্‌ নীতি বিপ্লবী সর্ব্বহারাকে অত্যন্ত মূল্যবান্‌ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা জোগাইল এবং দেখাইল যে একসঙ্গে বৈধ ও অবৈধ, পার্লামেণ্টের ভিতরে ও বাহিরে কাজ করার সময় কখনও কখনও আইনসভার কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া দরকার হয়, এমন কি নিতান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।...কিন্তু ১৯০৬ সালে বল্‌শেভিক্‌দেব ডুমা-বয়কট ভুল হইয়াছিল, যদিও এভুল সাংঘাতিক হয় নাই এবং সহজেই এভুল সংশোধন করা যাইত।...ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা খাটে, তাহা দরকারী অদলবদল করিযা লইয়া—রাজনীতি ও পার্টি সম্পর্কেও খাটে। যে কখনও ভুল করে না সে-ই জ্ঞানী এমন কোন কথা নাই। সংসারে ভুল করে না এমন লোক নাই, থাকিতে পারে না। যে বিশেষ সাংঘাতিক ভুল করে না এবং ভুল করিলে সহজে এবং শীঘ্র তাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারে, সে-ই হইল জ্ঞানী।" (লেনিন, "কলেক্টেড্‌ ওয়ার্কস্‌", রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ খণ্ড, পৃঃ ১৮২-৮৩)

দ্বিতীয় স্টেট্‌ ডুমা সম্বন্ধে লেনিনের মত ছিল এই যে অবস্থা বদ্‌লাইয়া যাওয়ার এবং বিপ্লব অবসন্ন হইয়া পড়ার দরুণ বল্‌শেভিক্‌দের "নিশ্চয়ই

স্টেট্‌ ডুমা বয়কট করার নীতি পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে।" (লেনিন, "সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্কস্‌", ইংরেজী সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৯২)

লেনিন লিখিয়াছেন, "ইতিহাসে দেখা যায় যে ডুমা যখন বসে, তখন ডুমার ভিতরে এবং ডুমা-সম্পর্কিত ব্যাপারে বাহির হইতেও প্রয়োজনীয় আন্দোলন চালাইবার সুযোগ মিলে। কন্‌স্টিট্যুশনাল-ডেমক্রাটদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সঙ্গে হাত মিলাইবার কর্ম্মকৌশল ডুমাতে প্রয়োগ করা যায়।" (ঐ, পৃঃ ৩৯৬)

এই সকল ব্যাপার হইতে বুঝা গেল যে বিপ্লব যখন বাড়িবার মুখে, কেবল তখন দৃঢ়ভাবে সকলের সামনে থাকিয়া অগ্রসর হইবার কৌশল জানিলে চলিবে না, বরং যখন বিপ্লব আর বাড়্‌তির পথে চলিতেছে না, তখন পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কৌশল বদ্‌লাইয়া কেমন করিয়া ঠিকভাবে পিছু হটা যায়, কেমন করিয়া সকলের পিছনে থাকিয়া হটিতে হয়, সে কৌশলও জানা চাই। বিশৃঙ্খল না হইয়া শান্ত, নির্ভয় ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতিতে কেমন করিয়া পিছু হটিতে হয়, সামান্যতম সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করিয়া নিজদলের কর্ম্মীদের শত্রুর অগ্নিবর্ষণ হইতে কিভাবে বাঁচাইতে হয়, যথাসময়ে শক্তিসংগ্রহ করিয়া নিজেদের বাহিনী পুনর্গঠন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে নূতন আক্রমণের উদ্যোগ কিভাবে করিতে হয়, তাহা জানা প্রয়োজন।

বল্‌শেভিক্‌রা স্থির করিল যে তাহারা দ্বিতীয় ডুমার নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবে।

কিন্তু বল্‌শেভিক্‌রা মেন্‌শেভিক্‌দের মত কন্‌স্টিট্যুশনাল ডেমক্রাটদের সঙ্গে জোট বাঁধিয়া "আইন প্রণয়নের" জন্য ডুমাতে যায় নাই, তাহারা গিয়াছিল ডুমাকে বিপ্লবের স্বার্থে লাগাইবার জন্য একটা প্রচার মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য।

অপর পক্ষে মেন্‌শেভিক্ কেন্দ্রীয় কমিটি বলিতে লাগিল যে কন্‌স্টিট্যুশনাল-ডেমক্রাটদের সঙ্গে নির্ব্বাচন ব্যাপারে চুক্তি করা হউক, এবং ডুমাতে তাহাদিগকে সমর্থন করা হউক, কারণ মেন্‌শেভিক্‌দের দৃষ্টিতে ডুমা ছিল এমন এক আইন সভা যাহা জার-সরকারকে বশীভূত করিতে পারিবে।

মেন্‌শেভিক্ কেন্দ্রীয় কমিটির এই নীতির বিপক্ষে অধিকাংশ পার্টি সংগঠন মত প্রকাশ করিল।

বল্‌শেভিক্‌রা তখন দাবী করিল যে নূতন পার্টি কংগ্রেস ডাকা হউক।

১৯০৭ সালের মে মাসে লণ্ডনে পঞ্চম পার্টি কংগ্রেস বসিল। এই কংগ্রেসের সময় রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবর পার্টির (বিভিন্ন জাতীয় সোশাল-ডেমক্রাটিক সংগঠনগুলি সমেত) প্রায় দেড লক্ষ সভ্য ছিল। সবশুদ্ধ ৩৩৬ জন ডেলিগেট এই কংগ্রেসে যোগ দেয়। ইহাদের মধ্যে ছিল ১০৫ জন বল্‌শেভিক্ এবং ৯৭ জন মেন্‌শেভিক্। যে-জাতীয় সোশাল ডেমক্রাটিক সংগঠনগুলি—যেমন পোলাণ্ড ও লাট্‌ভিয়ার সোশাল-ডেমক্রাটরা, এবং [ইহুদীদের] 'বুন্দ'—পূর্ব্ববর্ত্তী কংগ্রেসে রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবর পার্টিতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিল, অবশিষ্ট ডেলিগেটরা ছিল তাহাদের প্রতিনিধি।

এই কংগ্রেসে ট্রট্‌স্কি নিজস্ব এক মধ্যপন্থী, আধা-মেন্‌শেভিক্, দল খাড়া করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার দলে কেহ ভিড়িল না।

পোলাণ্ড ও লাট্‌ভিয়ার প্রতিনিধিদের সমর্থন পাওয়ার দরুণ কংগ্রেসে বল্‌শেভিক্‌দের স্থায়ী সংখ্যাধিক্য ছিল।

এই কংগ্রেসে একটা প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল বুর্জোয়া পার্টিগুলি সম্বন্ধে মনোভাব স্থির করা। এই প্রশ্ন লইয়া ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কংগ্রেসে

বল্‌শেভিক ও মেন্‌শেভিক্‌দের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। পঞ্চম কংগ্রেসে ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড্‌, অক্টোব্রিস্ট্ (১৭ই অক্টোবরের ইউনিয়ন), কন্‌স্টিট্যুশনাল-ডেমক্র্যাট এবং সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি, সর্ব্বহারার সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট এই সব দলগুলি সম্বন্ধে বল্‌শেভিক্‌রা নিজেদের ধারণা সুস্পষ্ট করিল এবং ইহাদের সম্পর্কে যে বল্‌শেভিক কর্ম্মকৌশল প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিল।

কংগ্রেসে বল্‌শেভিক্ নীতি অনুমোদিত হইল। স্থির হইল যে ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড-দলগুলি—অর্থাৎ রুশ জনগণের লীগ, রাজতন্ত্রবাদী, মিলিত অভিজাত-সংসদ—এবং অক্টোব্রিস্ট্, শিল্প ও ব্যবসায়ীদের দল, শান্তিপূর্ণ সংস্কারকামীর দল ইত্যাদির বিরুদ্ধে নির্ম্মম সংগ্রাম চালাইতে হইবে। এই সকল দল খোলাখুলি বিপ্লবের বিরোধিতা করিত।

লিবারল্ বুর্জোয়া শ্রেণীর কন্‌স্টিট্যুশনাল-ডেমক্র্যাটিক পার্টি সম্বন্ধে কংগ্রেস নির্দ্দেশ দিল যে কোন রকম মিটমাট না করিয়া তাহাদের মুখোস্ খুলিয়া দিতে হইবে, কন্‌স্টিট্যুশনাল-ডেমক্র্যাটিক পার্টির মিথ্যা ও ছলনাময় "গণতান্ত্রিকতার" প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতে হইবে এবং লিবারল্ বুর্জোয়ারা কৃষক আন্দোলনে কর্ত্তৃত্ব করিবার যে চেষ্টায় ছিল তাহাকে ব্যাহত করিতে হইবে।

তথাকথিত নারদ্‌নিক বা ক্রদোভিক্ দলগুলি (পপুলার সোশালিস্ট, ক্রুদোভিক্ দল এবং সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি) সম্বন্ধে কংগ্রেস নির্দ্দেশ দিল যে তাহাদের সোশালিস্ট মুখোস পরিবার চেষ্টাকে জাহির করিয়া দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস বলিয়া দিল যে জারতন্ত্র ও কন্‌স্টিট্যুশনাল-ডেমক্র্যাটিক বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে এক সঙ্গে এবং এক সময়ে লড়িবার জন্য মাঝে মাঝে ইহাদের সঙ্গে চুক্তি করা যাইতে পারে, কারণ

তখন এই সব দল খানিকটা গণতান্ত্রিক ছিল এবং শহর ও গ্রামের নিম্ন-মধ্যবিত্তদের স্বার্থরক্ষার জন্য দাঁড়াইত।

এই কংগ্রেসের পূর্ব্বেই মেন্‌শেভিক্‌রা প্রস্তাব করিয়াছিল যে "শ্রমিক কংগ্রেস" নাম দিয়া এক সম্মেলন আহ্বান করা হউক। মেন্‌শেভিকদের মতলব ছিল যে এমন এক কংগ্রেস ডাকা হইবে, যেখানে সোশাল-ডেমক্রাট, সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি এবং নৈরাজ্যবাদী ['অ্যানার্কিস্ট'] সকলেই প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে। এই "শ্রমিক" কংগ্রেসেব কাজ ছিল কোন কার্য্যক্রমেব বালাই না রাখিযা এক "অ-দলীয় দল" কিংবা "ব্যাপক" পেতি-বুর্জোয়া শ্রমিক পার্টি খাড়া কবা। মেন্‌শেভিক্‌রা যে সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবর পার্টিকে উঠাইয়া এবং পেতি-বুর্জোযার ভিড়ের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর পুরোগামী বাহিনীকে ভাঙিযা দিবার জন্য মারাত্মক অপচেষ্টা করিতেছিল, একথা লেনিন জাহির করিয়া দিলেন। "শ্রমিক সম্মেলন" আহ্বান সম্বন্ধে মেন্‌শেভিক্‌দেব প্রস্তাবকে কংগ্রেস তীব্র নিন্দা করিল।

ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত ব্যাপারে কংগ্রেস বিশেষ মনোযোগ দেয। মেন্‌শেভিক্‌রা বলিল যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যেন "নিরপেক্ষ" থাকে, অর্থাৎ মেন্‌শেভিক্‌রা পার্টির সেখানে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করার বিরোধী হইল। কংগ্রেস মেন্‌শেভিকদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বল্‌শেভিক্ প্রস্তাবটী গ্রহণ করিল। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির মতবাদ ও রাজনৈতিক কার্য্যক্রম বিষযে পার্টিকে নেতৃত্ব লইতেই হইবে।

পঞ্চম কংগ্রেস শ্রমিক আন্দোলনে বলশেভিকদের একটা বড় রকমের বিজয় সূচনা করিল। কিন্তু ইহাতে বল্‌শেভিক্‌দের মাথা ঘুরিয়া যাইতে দেওয়া হয় নাই, সাফল্যের আনন্দে কাজে ঢিলা তাহারা দেয় নাই।

সেরূপ শিক্ষা তাহারা লেনিনের কাছে পায় নাই। বল্‌শেভিক্‌রা জানিত যে মেন্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও অনেকবার লড়িতে হইবে।

১৯০৭ সালে লেখা "একজন প্রতিনিধির নোট" নামে প্রবন্ধে কমরেড স্টালিন এইভাবে কংগ্রেসের ফলাফল নিরূপণ করেন :—

"**বিপ্লবী** সোশাল ডেমক্রাসির পতাকাতলে একটী মাত্র নিখিল-রুশ পার্টিতে সারা রুশদেশের অগ্রসর শ্রমিকদের যথার্থ মিলন—ইহাই লণ্ডন কংগ্রেসেব তাৎপয্য, ইহাই তাহার সাধারণ বৈশিষ্ট্য।"

এই প্রবন্ধে কমরেড স্টালিন কতকগুলি তথ্য উদ্ধৃত কারয়া কংগ্রেসের গঠন কেমন ছিল তাহা দেখান। এই তথ্যগুলি হইতে দেখা যায় যে প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলি (সেণ্টপিটার্স্‌বুর্গ, মস্কো, য়ুরাল অঞ্চল, আইভানভো-ভজ্‌নেসেন্স্‌ক্‌, প্রভৃতি) হইতে অধিকাংশ বল্‌শেভিক্‌ ডেলিগেট প্রেরিত হয, অপব পক্ষে, যে-সব অঞ্চলে ছোটখাট শিল্প ছিল, যেখানে কারিগব, আধা-সর্ব্বহারাদেব সংখ্যাই বেশী, এবং অনেকগুলি সম্পূর্ণ গ্রাম্য অঞ্চল হইতে মেন্‌শেভিক্‌রা নির্ব্বাচিত হইয়া আসে।

কংগ্রেসের ফলাফল সম্বন্ধে সংক্ষেপে কমরেড স্টালিন বলেন :—"স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে বল্‌শেভিক্‌দের কর্ম্মকৌশল হইল বড় বড় শিল্পকেন্দ্রে সর্ব্বহারাদের কর্ম্মকৌশল, যে-সব অঞ্চলে শ্রেণীবৈষম্য খুবই পরিষ্কার আর শ্রেণীসংঘাত খুবই প্রবল, সেই সব অঞ্চলের উপযুক্ত কর্ম্মকৌশল। আসল সর্ব্বহারার কর্ম্মকৌশলই হইল বল্‌শেভিক্‌বাদ। অপর পক্ষে, ইহাও সমান স্পষ্ট যে মেন্‌শেভিক্‌ কর্ম্মকৌশল হইল প্রধানত যাহারা হাতের কাজ করে এবং যাহারা অর্দ্ধ-সর্ব্বহারা কৃষক তাহাদের কর্ম্মকৌশল, যে-সব অঞ্চলে শ্রেণীবৈষম্য একেবারে পরিষ্কার নয় এবং শ্রেণীসংঘাতও প্রচ্ছন্ন, সেই সব অঞ্চলের উপযুক্ত কর্ম্মকৌশল। সর্ব্বহারার মধ্যে যাহারা আধা-

বুর্জোয়া, মেনশেভিকবাদ তাহাদেরই কর্ম্মকৌশল। নিছক গণনাতেই একথা জানা যায়।" ("রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবর পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসের অবিকল রিপোর্ট", রুশ সংস্করণ, ১৯৩৫, পৃঃ ১১-১২)

প্রথম ডুমা ভাঙিয়া দিবার সময় জার আশা করিয়াছিল যে দ্বিতীয় ডুমা আরও হুকুম মানিয়া চলিবে। কিন্তু দ্বিতীয় ডুমাও তাহার আশাভঙ্গ করিল। সুতরাং জার ইহাকেও ভাঙিয়া দেওয়া স্থির করিল এবং ভোটের অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া দিলে ডুমা আরও নরম প্রকৃতির হইবে আশা করিয়া তৃতীয় ডুমা আহ্বান করার সিদ্ধান্ত লইল।

পঞ্চম কংগ্রেসের কিছুকাল পরেই জার সরকার নিজের ক্ষমতা পাকা করিবার জন্য ৩রা জুন তারিখে হঠাৎ ওলটপালট আনিল। ১৯০৭-এর ৩রা জুন জার দ্বিতীয় স্টেট ডুমা ভাঙিয়া দিল। ডুমাতে সোশাল-ডেমক্রাটিক দলের ৬৫ জন প্রতিনিধি গ্রেপ্তার হইয়া সাইবীরিয়াতে নির্ব্বাসিত হইল। নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নূতন আইন বাহাল হইল। শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকার আরও কমাইয়া দেওয়া হইল। জার সরকার মারমুখী হইয়াই চলিল।

শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে নৃশংস অত্যাচারের অভিযান জারের মন্ত্রী স্টলিপিন্ আরও কঠোর ভাবে চালাইল। পিটুনী ফৌজ যাইয়া হাজার হাজার বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষককে গুলি করিয়া মারিল কিংবা ফাঁসিকাঠে ঝুলাইল। জারের কয়েদখানাতে বিপ্লবীদের উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চলিতে লাগিল। শ্রমিক সংগঠনগুলি এবং বিশেষত বলশেভিকদের উপর নিদারুণ বর্ব্বর নির্য্যাতন চলিল। লেনিন তখন ফিনল্যাণ্ডে লুকাইয়া ছিলেন এবং জারের শিকারী কুকুররা [গুপ্ত পুলিস] তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিপ্লবের যিনি নেতা তাঁহার উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য তাহারা ব্যাকুল হইয়াছিল। ১৯০৭ সালের

ডিসেম্বর মাসে লেনিন গুরুতর বিপদ এড়াইয়া বিদেশে যাইতে পারিলেন এবং আবার প্রবাস-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

স্টলিপিন্‌ প্রতিক্রিয়ার অন্ধকার দিনগুলি শুরু হইল।

এইভাবে প্রথম রুশ বিপ্লব পরাজয়েই সমাপ্ত হইল।

এই পরাজয় ঘটিয়াছিল নিম্নলিখিত কারণে :—

(১) বিপ্লবের সময় জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে কোন স্থায়ী মিতালি হয় নাই। চাষীরা জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য জাগিয়াছিল এবং সেজন্য শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিতেও চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহারা তখনও বুঝে নাই যে জারকে উচ্ছেদ না করিলে জমিদারদের উৎখাত করা যাইবে না, তাহারা বুঝে নাই যে জার জমিদারদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া কাজ করিতেছিল, এবং অনেক চাষী তখনও জারকে বিশ্বাস করিত এবং জারের স্টেট্‌ ডুমা সম্বন্ধে আশান্বিত ছিল। এই কারণে চাষীদের মধ্যে অনেকে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিতে গররাজী ছিল। আসল বিপ্লবী বল্‌শেভিক্‌দের চেয়ে তাই আপোসওয়ালা সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি দলের উপর কৃষকদের আস্থা বেশী ছিল। ফলে জমিদারদের বিরুদ্ধে চাষীদের সংগ্রাম যথেষ্ট পরিমাণে সুসংগঠিত হয় নাই। লেনিন বলেন :—

"কৃষকদের কার্য্যকলাপ অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ও অসংবদ্ধ ছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণে আক্রমণমূলক ছিল না। বিপ্লবের পরাজয়ের ইহাই অন্যতম মূল কারণ।" (লেনিন, "কলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌", রুশ সংস্করণ, ঊনবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৪)।

(২) কৃষকদের মধ্যে একটা বড় অংশ জারতন্ত্র উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিতে গররাজী হওয়ায় যে-সেনাদলে প্রধানত কৃষক সন্তানেরাই সিপাহীর উর্দ্দি পরিত, সেই সেনাদলের উপর ইহার প্রভাব

পড়িল। জারের সৈন্যদলের কয়েকটা বিভাগে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দিলেও অধিকাংশ সৈন্য ধর্ম্মঘট এবং শ্রমিক-অভ্যুত্থান দমনের কাজে জারকেই সাহায্য করিল।

(৩) শ্রমিকদের কাজও যথেষ্ট সুসংহত হয় নাই। ১৯০৫ সালে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অগ্রণীরা বীরের মত এক বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করে। তাহাদেব মধ্যে যাহারা আরও পশ্চাৎপদ—যে-সব প্রদেশে শিল্প বিশেষ অগ্রসর হয় নাই সেখানকার এবং গ্রাম অঞ্চলের শ্রমিকরা—আরও দেরী করিয়া কাজে নামে। ১৯০৬ সালে বিপ্লবী সংগ্রামে ইহারা খুবই সক্রিয় ভাবে যোগ দিল বটে, কিন্তু তখন শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী অংশ অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল।

(৪) শ্রমিকশ্রেণী নিশ্চয়ই বিপ্লবেব প্রধান ও সর্ব্বাগ্রগণ্য শক্তি, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে যে ঐক্য ও সংহতি প্রয়োজন তাহার অভাব ছিল। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি—রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবর পার্টি—বল্‌শেভিক্‌-মেন্‌শেভিক্‌ দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। বল্‌শেভিক্‌রা অবিচলিতভাবে বিপ্লবীপথ অনুসরণ কবিয়া চলিত এবং জারতন্ত্র উচ্ছেদ করিবার জন্য শ্রমিকদেব আহ্বান কবিত। মেন্‌শেভিক্‌রা তাহাদেব আপোসমূলক কর্ম্মকৌশল দ্বারা বিপ্লবের পথে বিঘ্ন ঘটাইত, অনেক শ্রমিকের মনে ভুলভ্রান্তি ঢুকাইত এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভাঙন ধরাইয়াছিল। এই কারণে শ্রমিকরা সর্ব্বদা একজোট হইয়া বিপ্লবের কাজ চালাইতে পারে নাই, এবং নিজদলের মধ্যে একতা না থাকায় শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রকৃত নেতা হইতে পারে নাই।

(৫) ১৯০৫ সালের বিপ্লবকে নিষ্পিষ্ট করিতে জারের স্বৈরতন্ত্র পশ্চিম ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য পায়। বিদেশী পুঁজিদাররা রুশদেশে তাহাদের খাটানো টাকা এবং বিপুল মুনাফা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে

পারে বলিয়া ভয় পাইয়াছিল। তাহাদের আরও আশঙ্কা ছিল যে রুশ-বিপ্লব সফল হইলে অন্যান্য দেশের শ্রমিকরাও জাগিয়া উঠিয়া বিপ্লব করিতে পারে। পশ্চিম ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা তাই জল্লাদ-জারকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইল। বিপ্লবদমনের জন্য ফরাসী ব্যাঙ্ক-ওয়ালারা মোটা টাকা ধার দিল। রুশজারের পক্ষে মধ্যস্থতা করিবার উদ্দেশ্যে জার্মান কাইজার বিরাট সৈন্যবাহিনী মজুদ রাখিল।

(৬) ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানের সঙ্গে শান্তিস্থাপন হওয়ায় জার যথেষ্ট সুবিধা পাইল। যুদ্ধে পরাজয় ঘটায় এবং বিপ্লবের বিপদ বাড়িতে থাকায় জার তাড়াতাড়ি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিল। যুদ্ধে পরাজয় জারতন্ত্রকে দুর্ব্বল করিল, কিন্তু শান্তিস্থাপন হওয়ায় জারের শক্তিবৃদ্ধি হইল।

সংক্ষিপ্তসার

আমাদের দেশের বিকাশে প্রথম রুশ বিপ্লব একটী পূর্ণ ঐতিহাসিক পর্য্যায় ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই ঐতিহাসিক পর্য্যায়কে দুই যুগে বিভক্ত করা যায় প্রথম যুগে বিপ্লবের জোয়ার অক্টোবরের ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট হইতে ডিসেম্বরের সশস্ত্র বিদ্রোহ পর্য্যন্ত বাড়িয়া চলিল 'র' মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত জারের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া বুলিগিন ডুমাকে ভাসাইয়া দিল ও জারের কাছ থেকে একের পর আর একটী প্রতিশ্রুতি আদায় করিল; দ্বিতীয় যুগে জারতন্ত্র জাপানের সঙ্গে শান্তিস্থাপনের ফলে নিজের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লিবারল্ বুর্জোয়াদের বিপ্লব-ভীকতার সুযোগ লইল, কৃষকদের অস্থির-মতিত্বের সুযোগ লইল, তাহাদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য সান্ত্বনা হিসাবে উইট্‌-ডুমাকে ছুড়িয়া দিল, এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে, বিপ্লবের বিরুদ্ধে, আক্রমণ চালাইতে লাগিল।

বিপ্লবের অল্প তিনবৎসরের মধ্যে (১৯০৫-০৭) শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায় প্রচুর রাজনৈতিক শিক্ষা পাইল। সাধারণভাবে শান্তিপূর্ণ বিকাশ ঘটিতে থাকিলে ত্রিশবৎসরেও এরূপ শিক্ষা মিলিত না। বহু দশকের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতিতে যাহা পরিষ্কার হয় নাই, তাহা মাত্র কয়েকবৎসরের বিপ্লবী অভিজ্ঞতায় পরিষ্কার হইয়া উঠিল।

বিপ্লব স্পষ্ট করিয়া দেখাইল যে জারতন্ত্র হইল জনগণের পরম শত্রু, দেখাইল যে জারতন্ত্র হইল প্রবাদকথিত সেই কুব্জ ব্যক্তির মত, যে কেবল কবরে যাইয়া আরোগ্যলাভ করিতে পারে।

বিপ্লব দেখাইল যে লিবারল্ বুর্জোয়ারা জনগণের সঙ্গে না করিয়া জারতন্ত্রের সঙ্গে মিতালি করিতে চাহিতেছিল, বিপ্লব দেখাইল যে তাহারা বিপ্লববিরোধী শক্তি বলিয়া তাহাদের সঙ্গে চুক্তি হইল জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

বিপ্লব দেখাইল যে কেবল শ্রমিকশ্রেণীই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব করিতে পারিবে, দেখাইল যে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী লিবারল্ কন্স্টিট্যুশনাল ডেমক্রাটিক বুর্জোয়াদের সরাইয়া দিয়া কৃষকদের উপর তাহাদের প্রভাব নষ্ট করিতে পারিবে, জমিদারদের উৎখাত করিতে পারিবে, বিপ্লবকে তাহার লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছাইয়া সোশালিজ্‌মের রাস্তা সাফ করিতে পারিবে।

সবশেষে, বিপ্লব দেখাইল যে আস্থিরতা সত্ত্বেও শ্রমরত কৃষকসম্প্রদায়ই হইল একমাত্র বিরাট শক্তি যাহা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করিতে পারে।

বিপ্লবের সময় বলশেভিক ও মেনশেভিকদের দুই পৃথক্ নীতি লইয়া রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবার পার্টির ভিতর বাদাবসম্বাদ চলিতেছিল। বলশেভিকরা যে-পথে যাইতে চাহিল সে-পথ হইল বিপ্লবের প্রসার, সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা জারতন্ত্রের উচ্ছেদ, শ্রমিকশ্রেণীর নায়কত্ব, কন্স্টিট্যুশনাল-ডেমক্রাটিক বুর্জোয়াদের কোণঠাসা করা, কৃষকদের সঙ্গে মিতালি, শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধি লইয়া এক অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার সংগঠন এবং বিপ্লবের

পূর্ণ-বিজয়ের পথ। অপরপক্ষে মেন্‌শেভিক্‌রা যে-পথে যাইতে চাহিল, তাহা হইল বিপ্লবকে চুকাইয়া দিবার পথ। সশস্ত্র অভ্যুত্থান দ্বারা জারতন্ত্রের নিপাত না ঘটাইয়া তাহারা সংস্কারের যলে জারতন্ত্রকে "উন্নত' করা সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করিল; সর্ব্বহারার নায়কত্বের পরিবর্ত্তে তাহারা লিবারল্ বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব চাহিল, কৃষকদের সঙ্গে মিতালির বদলে তাহারা কন্‌স্টিট্যুশনাল-ডেমক্রাটিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিতালির কথা বলিল, অস্থায়ী সরকারের বদলে তাহারা দেশের "বিপ্লবী শক্তিসমূহের" কেন্দ্র হিসাবে স্টেট ডুমা আহ্বানের প্রস্তাব তুলিল।

এইভাবে মেনশেভিক্‌রা মিটমাটের কাদায় ডুবিয়া গেল এবং শ্রমিকশ্রেণীর উপর বুর্জোয়া প্রভাবের বাহক হইয়া পড়িল, কার্য্যত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়াদের দালাল সাজিল।

পার্টিতে এবং সারা দেশে বলশেভিক্‌রাই একমাত্র বিপ্লবী শক্তি বলিয়া প্রমাণিত হইল।

এরূপ মৌলিক মতভেদ থাকার দরুণ রুশ সোশাল ডেমক্রাটিক লেবর পার্টি যে সত্যই দুই দলে, বলশেভিক্ ও মেন্‌শেভিক্‌দের দুই দলে, বিভক্ত হইয়া গেল, তাহা স্বাভাবিক। পার্টির ভিতরে আসল অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন চতুর্থ পার্টি কংগ্রেস ঘটাইল না। ইহা কেবল পার্টির **নামমাত্র** ঐক্যকে বজায় রাখিল ও কিছুটা জোরদার করিল। পার্টির আসল ঐক্য, বলশেভিক্‌দের পতাকাতলে যে-ঐক্য সাধিত হইয়াছিল, সেদিকে পঞ্চম পার্টি কংগ্রেস এক পা অগ্রসর হইল।

বিপ্লবী আন্দোলনের সমালোচনা করিতে গিয়া পঞ্চম পার্টি কংগ্রেস মেন্‌শেভিক্‌দের আপোসমূলক নীতির নিন্দা করিল, বিপ্লবী মার্কস্‌বাদী নীতি হিসাবে বলশেভিক্‌দের মতবাদকেই মঞ্জুর করিল। প্রথম রুশ বিপ্লবের ঘটনাবলী দ্বারা যাহা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ হইয়াছিল, সেই সিদ্ধান্তকেই পঞ্চম পার্টি কংগ্রেস আবার দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত করিয়া দেখাইল।

বিপ্লবের সময় দেখা গেল যে কখন পরিস্থিতি অনুকূল থাকিলে অগ্রসর

হওয়া যায় তাহা বলশেভিকরা জানিত, পুরোভাগে থাকিয়া সমগ্র জনগণকে আক্রমণের পথে পরিচালনা করিতে তাহারা শিখিয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবের সময় আরও দেখা গেল যে পরিস্থিতি প্রতিকূল হইয়া পড়িলে, বিপ্লব অধোগামী হইয়া পড়িলে, কেমন করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদগমন করা যায়, তাহা বলশেভিকরা জানিত, তাহারা স্থিরভাবে, নির্ভয়ে ও বিনা বিভ্রাটে, পিছু হটিতে শিখিয়াছিল, যাহাতে নিজদলের কর্মীদের বাঁচাইয়া রাখা যায়, এবং শক্তিসংগ্রহ করিয়া নূতন পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের বাহিনী পুনর্গঠিত করিয়া আবার শত্রুকে আক্রমণ করা সম্ভব হয়।

যথাযথভাবে আক্রমণ করিতে না জানিলে শত্রুকে পরাজিত করা অসম্ভব।

ঠিকমত পিছু হটিতে না জানিলে, নির্ভয়ে ও বিনা গণ্ডগোলে পিছু হটিতে না জানিলে, পরাজয়ের সময় চরম সর্ব্বনাশ এড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায়

স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগে মেন্‌শেভিক্ ও বল্‌শেভিক্‌-দের কার্য্যকলাপ—বল্‌শেভিক্‌রা নিজেরাই স্বতন্ত্র মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টি গঠন করিল (১৯০৮-১২)

১। স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়া—সরকারবিরোধী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ভাঙাভাঙি—অবসাদ—পার্টির বুদ্ধিজীবীদের একাংশ কর্ত্তৃক মার্ক্‌স্‌বাদের শত্রুপক্ষে যোগদান এবং মার্ক্‌স্‌-বাদের নীতি সংশোধনের চেষ্টা—"মেটীরিয়লিজ্‌ম্ ও এম্পিরিয়োক্রিটিসিজ্‌ম্" গ্রন্থে সংশোধনওয়ালাদের মতবাদ খণ্ডন এবং মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টির নীতিগত ভিত্তির স্বপক্ষে লেনিনের যুক্তি

১৯০৭ সালের ৩রা জুন তারিখে জার-সরকার দ্বিতীয় স্টেট্ ডুমাকে ভাঙিয়া দেয়। সাধারণত ইতিহাসে ৩রা জুনের কাণ্ড বলিয়া ইহার উল্লেখ দেখা যায়। তৃতীয় স্টেট ডুমার নির্ব্বাচন সম্পর্কে জার-সরকার এক নূতন আইন জারি করে এবং এইভাবে ১৯০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখের নিজস্ব ইস্তাহারে যে বলিয়াছিল, কেবল ডুমার সম্মতি লইয়াই নূতন আইন প্রচার করা হইবে, সে ইস্তাহারকেই লঙ্ঘন করিল। দ্বিতীয় ডুমার সোশাল-ডেমক্রাটিক দলভুক্ত সভ্যদের বিচারের জন্য চালান দেওয়া হইল; শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা কারাবাস ও নির্ব্বাসনে দণ্ডিত হইল।

নূতন আইনের মুসাবিদা এমনভাবে করা হইয়াছিল যে তাহাতে

ডুমাতে জমিদার ব্যবসাদার এবং শিল্পপতি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিসংখ্যা খুবই বাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিকদের যে সামান্য প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল তাহাকে কমাইয়া আগেকার সংখ্যার এক ভগ্নাংশে পরিণত করা হইল।

ব্ল্যাক্ হাণ্ড্রেড্ ও কন্‌স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটরাই তৃতীয় ডুমাতে দলে ভারী ছিল। সর্ব্বসমেত ৪৪২ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৭১ জন ছিল দক্ষিণপন্থী (ব্ল্যাক্ হাণ্ড্রেড্), ১১৩ জন অক্টোব্রিস্ট্ কিংবা অনুরূপ কোন দলের সভ্য, ১০১ জন কন্‌স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাট বা কাছাকাছি কোন দলের লোক, ১৩ জন ক্রুদোভিকি এবং ১৮ জন সোশাল-ডেমক্রাট।

দক্ষিণপন্থীরা (ডুমাতে ডান-হাতের দিকের আসনগুলিতে বসিত বলিয়া এই নামকরণ হয়) ছিল শ্রমিক ও কৃষকদের সবচেয়ে সাংঘাতিক শত্রুদের প্রতিনিধি—যে ব্ল্যাক্-হাণ্ড্রেড্ জায়গীরদার-জমিদারের দল কৃষক আন্দোলন দমনের সময় দলে দলে চাষীদের উপর চাবুক চালাইত ও গুলি করিয়া মারিত, যাহারা ইহুদী-নিপীড়নের বন্দোবস্ত করিত, মিছিল করিয়া যাইলে শ্রমিকদের ধরিয়া প্রহার করিত, বিপ্লবের সময় যে-সব জায়গায় সভাসমিতি বসিত সেখানে নৃশংসভাবে আগুন লাগাইয়া দিত, তাহাদেরই প্রতিনিধি। দক্ষিণপন্থীরা শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের উপর নিদারুণ নির্ম্মম অত্যাচার এবং জারের সীমাহীন ক্ষমতা বজায় রাখার পক্ষে ছিল; ১৯০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর জার যে-ইস্তাহার প্রচার করে, ইহারা তাহার বিরুদ্ধে ছিল।

অক্টোব্রিস্ট্ দল, কিংবা ১৭ই অক্টোবরের সংঘ, ডুমাতে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া চলিত। বড় বড় কারখানার পুঁজিপতি ও যে-সব বড় বড় জমিদার ধনিক কায়দায় জমিদারী চালাইত, তাহাদের প্রতিনিধি ছিল অক্টোব্রিস্ট্‌রা (১৯০৫ সালের বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার সময়

অনেক বড় জমিদারের মধ্যে অনেকে কন্‌স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটিক পার্টি ছাড়িয়া অক্টোবিস্ট্‌দের সঙ্গে যোগ দেয়)। দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে তাহাদের তফাৎ ছিল শুধু এই যে অক্টোব্রিস্ট্‌রা—শুধু মুখের কথায়—১৭ই অক্টোবরের ইস্তাহারকে মানিয়া লইয়াছিল। জার-সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতিকে তাহারা সম্পূর্ণ সমর্থন করিত।

প্রথম ও দ্বিতীয় ডুমার তুলনায় তৃতীয় ডুমাতে কন্‌স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটিক পার্টির প্রতিনিধিসংখ্যা ছিল কম। ইহার কারণ হইল যে জমিদারদের মধ্যে একাংশের ভোট কন্‌স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটদের কাছ থেকে হাত বদলের ফলে অক্টোব্রিস্টরা পাইয়াছিল।

তৃতীয় ডুমাতে ত্রুদোভিকি নামে পেতি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকদের একটী ছোট দল ছিল। তাহারা একবার কন্‌স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটদের পক্ষে আর একবার শ্রমিক-গণতান্ত্রিকদের (বল্‌শেভিক্) পক্ষে ঝুঁকিত। লেনিন দেখাইয়া দেন যে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলেও ডুমাতে ত্রুদোভিকিরা জনগণের, কৃষক সাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিত। ছোট ছোট ভূম্যধিকারীদের শ্রেণীগত পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই তাহারা কন্‌স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাট ও শ্রমিক-গণতান্ত্রিকদের মধ্যে দো-মনা অবস্থায় থাকিত। লেনিন শ্রমিক-গণতান্ত্রিক অর্থাৎ ডুমার বল্‌শেভিক্ সভ্যাদিগকে কাজের নির্দ্দেশ দিয়া বলেন যে তাহারা যেন "দুর্ব্বল পেতি-বুর্জোয়া ও গণতান্ত্রিকদের সাহায্য করে, লিবারল্‌দের প্রভাব হইতে যেন তাহাদিগকে উদ্ধার করে এবং কেবল দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে নয়, বিপ্লববিরোধী কন্‌স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটদের বিরুদ্ধেও সমস্ত গণতান্ত্রিক দলগুলিকে একজোট করে।" (লেনিন, "কলেক্টেড্ ওয়র্ক্‌স্", রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৬)

১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় এবং বিশেষত বিপ্লব পরাজিত হইবার পর, কন্‌স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটরা ক্রমেই সুস্পষ্টভাবে বিপ্লববিরোধী

শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। ক্রমশ তাহাদের গণতান্ত্রিক "মুখোস" ছাড়িতে ছাড়িতে তাহারা একেবারে জারতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে রাজতন্ত্রীরূপে কাজ করিতে লাগিল। ১৯০৯ সালে একদল বিশিষ্ট কন্‌স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাট লেখক "ভেখি" ("সীমানা") নামে এক প্রবন্ধ সঙ্কলন প্রকাশ করে এবং বিপ্লবকে চূর্ণ করিয়াছে বলিয়া জারকে বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষ হইতে কৃত ধন্যবাদ জানায়। যে-সরকার চাবুক আর ফাঁসিকাঠের জোরে চলিতেছিল, সেই জার-সরকারের খোশামোদ ও স্তবস্তুতি করিয়া কন্‌স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটরা এ বইয়ে খোলাখুলি লেখে যে "জনগণের ক্রোধাগ্নি থেকে একমাত্র যে-সরকার 'বেয়নেট্' ও কয়েদখানার সাহায্যে আমাদের (লিবারল্ বুর্জোয়াদের) রক্ষা করিয়াছে, সে-সরকারের মঙ্গল কামনা করা আমাদের উচিত।"

দ্বিতীয় স্টেট ডুমা ভাঙিয়া দিয়া এবং ডুমার সোশাল-ডেমক্রাটিক দলটাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া জার-সরকার সোৎসাহে সর্ব্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সংগঠনগুলি ধ্বংস করিতে লাগিল। কারাগার, কেল্লা ও নির্ব্বাসনস্থানগুলি বিপ্লবীতে ভরপুর হইয়া গেল। কয়েদখানায় তাঁহাদিগকে নৃশংসভাবে মারা হইত, নির্য্যাতন ও যন্ত্রণা দেওয়া হইত। 'ব্ল্যাক হাণ্ড্রেড' বদমায়েসদের পাশবিকতা বিনা বাধায় চলিতে লাগিল। জারের মন্ত্রী স্টলিপিন্ দেশের সর্ব্বত্র ফাঁসিকাঠ ঝুলাইল। কয়েক হাজার বিপ্লবীকে ফাঁসি দেওয়া হইল। তখনকার দিনে ফাঁসিকাঠকে বলা হইত "স্টলিপিনের গলাবন্ধ।"

শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলন চূর্ণ করিবার চেষ্টায় জার-সরকার কেবল অত্যাচার, পিটুনী পুলিস, গুলি চালানো, কারাদণ্ড ও নির্ব্বাসনের উপর ভরসা করিয়া থাকিতে পারে নাই। সরকার সভয়ে বুঝিল যে "ছোট বাবা জারের" উপর সরলবুদ্ধি কৃষকদের বিশ্বাস ক্রমেই উবিয়া

যাইতেছিল। সুতরাং সরকার একটা বড় রকমের চাল ঠিক করিল। গ্রাম অঞ্চলের একটি বড় বুর্জোয়া শ্রেণী অর্থাৎ কুলাক্‌দের মধ্যে নিজের জন্য মজ্‌বুৎ সমর্থন বাগাইবার মতলব সরকার স্থির করিল।

১৯০৬ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে স্টলিপিন্ এক নূতন কৃষিসংক্রান্ত আইন জারি করিয়া কৃষকদিগকে কৃষিসমবায় ('কমিউন্') ছাড়িয়া ইচ্ছামত স্বতন্ত্র ক্ষেত-খামার করিবার অধিকার দিল। স্টলিপিনের কৃষি-আইনের ফলে সাধারণ ভূ-স্বত্ব ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িল। চাষীদের বলা হইল যে তাহারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে নিজেদের অংশ দখল করুক এবং কৃষিসমবায় ছাড়িয়া আসুক। পূর্ব্বে তাহারা নিজেদের অংশ বিক্রয় করিয়া দিতে পারিত না, এখন সে-অধিকার পাইল। কৃষকরা যখন কৃষিসমবায় ছাড়িয়া দিল, তখন সমবায় এক ফালিতেই ("খুটর্," "অট্রুব্") তাহাদের জমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে বাধ্য হইল।

ধনী কৃষক অর্থাৎ কুলাক্‌রা এখন সস্তাদরে গরীব চাষীদের জমি কিনিয়া লইবার সুযোগ পাইল। এই আইন জারি হইবার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই দশ লক্ষেরও বেশী গরীব চাষী তাহাদের সমস্ত জমি হারাইল ও একেবারে পথে বসিল। গরীব চাষীরা জমি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে কুলাক্‌দের ক্ষেত-খামার বাড়িতে লাগিল। সময় সময় এই সব খামার বেশ বড় জমিদারী হইয়া দাঁড়াইল এবং সেখানে বহুসংখ্যক ক্ষেতমজুর মজুরী লইয়া খাটিতে লাগিল। সবচেয়ে ভাল জমি 'কুলাক্' কৃষকদের দিতে সরকার কৃষিসমবায়গুলিকে বাধ্য করিল।

কৃষকদের "মুক্তির" যুগে জমিদাররা কৃষকদের জমি কাড়িয়া লইয়াছিল; এখন কুলাকরা কৃষিসমবায়ের জমি কাড়িয়া লইতে শুরু করিল, সবচেয়ে ভাল জমি বাগাইয়া লইল এবং সস্তাদরে গরীব চাষীদের জমি কিনিয়া লইতে লাগিল।

জমি কেনা এবং খামারের সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করার জন্য কুলাক্‌রা জার-সরকারের কাছে মোটা টাকা ধার পাইল। স্টলিপিন্ কুলাক্‌দের ছোটখাট জমিদার বানাইয়া জার-স্বৈরতন্ত্রের অনুরক্ত সেবকে পরিণত করিতে চাহিয়াছিল।

১৯০৬-১৫ এই নয় বৎসরেই বিশ লক্ষেরও বেশী কৃষক পরিবার কৃষিসমবায় ছাড়িয়া আসে।

স্টলিপিন্-নীতির ফলে গরীব চাষী ও ছোটখাট জমির মালিক চাষীদের অবস্থা খুবই খারাব হইয়া পড়িল। কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্যের পদ্ধতি ক্রমেই সুস্পষ্ট হইল। কুলাক্‌দেব সঙ্গে চাষীদের সংঘর্ষ প্রায়ই ঘটিতে আরম্ভ হইল।

সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা বুঝিতে আরম্ভ করিল যে যতদিন জারশাসন, আর জমিদার ও কন্‌স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটদেব স্টেট-ডুমাব অস্তিত্ব রহিয়াছে, ততদিন তাহাবা কখনও জমিদারীগুলি দখল কবিতে পারিবে না।

যে-সময় (১৯০৭-০৯) অনেকগুলি 'কুলাক্' খামার প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তখন কৃষক আন্দোলনে অবনতি আবম্ভ হয় বটে, কিন্তু ইহার পরে শীঘ্রই ১৯১০-১৯১১ সালে এবং তাহার পরে গ্রামে গ্রামে কৃষি-সমবায়ের অংশীদার ও 'কুলাক্' কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটার ফলে জমিদার ও কুলাক কৃষকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র বাড়িয়া উঠে।

বিপ্লবের পর শিল্প ব্যবস্থাতেও বিরাট পরিবর্ত্তন আসে। যে-সব ধনিকগোষ্ঠী ক্রমেই খুব শক্তিশালী হইতেছিল, তাহাদের হাতে শিল্প পূর্ব্বের চেয়ে ঢের বেশী তাড়াতাড়ি কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। ১৯০৫-এর বিপ্লবের পূর্ব্বেই, দেশের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম বাড়াইবার জন্য এবং এইভাবে লব্ধ অতিরিক্ত মুনাফা দ্বারা রপ্তানী কারবার বাড়াইয়া বিদেশে

সস্তাদরে মাল ছাড়িয়া বাজার দখল করার মতলবে পুঁজিদাররা দল বাঁধিতে শুরু করিয়াছিল। এই ধনিকসংস্থাগুলিকে (একচেটিয়া কারবার) 'ট্রাস্ট্‌' বা 'সিণ্ডিকেট্‌' বলা হইত। বিপ্লবের পর ইহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়া গেল। বড় বড় ব্যাঙ্কের সংখ্যাও বাড়িল, শিল্পব্যবস্থাতে ব্যাঙ্কগুলির গুরুত্ব আরও বাড়িল। রুশদেশে বিদেশী পুঁজি বেশী আসিতে লাগিল।

এইভাবে রুশদেশে ধনতন্ত্র ক্রমেই বর্দ্ধমান গতিতে একচেটিয়া ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রে পরিণত হইতেছিল।

কয়েকবৎসর মন্দা চলিবার পর শিল্পক্ষেত্রে আবার উন্নতি দেখা গেল। কয়লা, ধাতব পদার্থ, তৈল, বয়নশিল্প ও চিনির ব্যবসা বাড়িল। শস্য রপ্তানীর পরিমাণও খুব বাড়িয়া উঠিল।

এই সময় কিছু শিল্পোন্নতি ঘটিলেও পশ্চিম ইয়োরোপের তুলনায় রুশদেশ তখনও পশ্চাৎপদ ছিল এবং বিদেশী ধনিকদের উপর নির্ভর করিত। রুশদেশে তখন কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি তৈয়ার হইত না, সেগুলি বিদেশ থেকে আমদানী হইযা আসিত। মোটর নির্ম্মাণ ও রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কিত কোন কারখানাও সেখানে ছিল না ; কৃত্রিম সারও তৈয়ার হইত না। অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের ব্যাপারেও রুশদেশ অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলির পিছনে পড়িয়া ছিল।

রুশদেশে ধাতব পদার্থের চাহিদা যেরূপ অল্প ছিল, তাহাকে দেশের পশ্চাৎপদতারই লক্ষণ হিসাবে নির্দ্দেশ করিয়া লেনিন লেখেন :—

"কৃষকদের মুক্তির পর অর্দ্ধ-শতাব্দীকালে রুশদেশে লৌহের ব্যবহার পাঁচগুণ বাড়িয়াছে ; কিন্তু রুশদেশ এখনও অবিশ্বাস্য ও আশ্চর্য্যভাবে পশ্চাৎপদ রহিয়াছে, দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ও অর্দ্ধ-বর্ব্বর অবস্থায় রহিয়াছে। আধুনিক উৎপাদন-উপকরণে রুশদেশের সমৃদ্ধি হইল ইংলণ্ডের এক-

চতুর্থাংশ, জার্মানীর এক-পঞ্চমাংশ এবং আমেরিকার এক-দশমাংশ।" (লেনিন, "কলেক্টেড্ ওয়ার্কস্", রুশ-সংস্করণ, ষষ্ঠবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩)

অর্থনীতি ও রাজনীতি ব্যাপারে রুশদেশের অনুন্নতির একটী প্রত্যক্ষ ফল হইল এই যে পশ্চিম-ইয়োপের ধনতন্ত্রের উপর রুশ ধনতন্ত্র এবং স্বয়ং জার-শাসনকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত।

এই কথাই প্রকাশ পায় যখন দেখা যায় যে কয়লা, তৈল, বৈত্যুতিক উৎপাদন এবং ধাতব শিল্পের মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি ছিল বিদেশী ধনিকদের হাতে, আর জার-শাসিত রুশদেশকে প্রায় সমস্ত কলকজা ও উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানী করিতে হইত।

এই কথাই আবার প্রকাশ পায় পর্ব্বতপ্রমাণ বিদেশী ঋণের মধ্যে। এই ঋণের সুদ মিটাইবার জন্য জারতন্ত্র প্রতি বৎসর প্রজাদের নিষ্পিষ্ট করিয়া কোটী কোটী 'রুব্ল্' আদায় কবিত।

রুশদেশের "মিত্রদের" সঙ্গে যে সব গোপন চুক্তি অনুসাবে যুদ্ধ বাধিলে সাম্রাজ্যবাদী রণক্ষেত্রে "মিত্রশক্তিকে" সাহায্য করিবার জন্য জার-সরকার লক্ষ লক্ষ রুশ সৈন্য পাঠাইবার অঙ্গীকার দিয়াছিল এবং ইংরেজ ও ফরাসী পুঁজিপতিদের বিপুল মুনাফা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহাতে এই কথাই পরিস্ফুট হয়।

স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগের বৈশিষ্ট্য হইল শ্রমিকশ্রেণীর উপর সিপাহী ও পুলিসের বর্ব্বর অত্যাচার, জারের গোয়েন্দা-প্ররোচক এবং ব্ল্যাকহাণ্ড্রেড গুণ্ডাদের বদমায়েসি। কিন্তু জারের ভাড়াটিয়ারাই কেবল শ্রমিকদিগকে হয়রান ও লাঞ্ছনা করিত না। এ বিষয়ে কলকারখানার মালিকদের উৎসাহ কম ছিল না। ব্যবসায়ে মন্দা ও বেকার-সমস্যা বৃদ্ধির সময় শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাহাদের আক্রমণ তীব্রতর হইত। মালিকরা কারখানা বন্ধ করিয়া 'লক্-আউট্' ঘোষণা করিত এবং যে-

সব শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক ধর্মঘটে সক্রিয় অংশ লইত, তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য নাম সংগ্রহ করিয়া রাখিত। একবার এই 'কালো তালিকায়' নাম উঠিলে শ্রমিকের পক্ষে কোন বিশেষ শিল্পে মালিক সমিতির অন্তর্গত কাহারও কারখানায় আর কোন দিন চাকরী জুটাইবার আশা নিঃশেষ হইয়া যাইত। ১৯০৮ সালের মধ্যেই মজুরীর হারে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ ছাঁটাই হইয়াছিল। মজুরীর সময় সর্ব্বত্র ১০ কিংবা ১২ ঘণ্টায় দাঁড় করানো হইয়াছিল। ইহার উপর চলিত জরিমানার জুলুমবাজী।

১৯০৫ সালে বিপ্লবের পরাজয় ঘটায় বিপ্লবে সহযাত্রীদের মধ্যে একপ্রকার অসংহতি ও অবনতি আরম্ভ হইয়া গেল। বিশেষ করিয়া বুদ্ধিজীবীদেব মধ্যে অধোগতি ও নির্বীর্য্যতার লক্ষণ দেখা দিল। বিপ্লব যখন উত্তাল বেগে অগ্রসর হইয়াছিল, তখন যাহারা বুর্জোয়া দল হইতে আসিয়া আন্দোলনে যোগ দেয়, তাহারা প্রতিক্রিয়ার দিনে পার্টিকে ছাড়িয়া যাইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিপ্লবের প্রকাশ্য শত্রুদের দলে ঢুকিল, কেহ কেহ যে-সব শ্রমিকসংঘ তখনও বৈধভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল, সেখানে জাঁকিয়া বসিল এবং বিপ্লবের পথ হইতে সর্ব্বহারাকে সরাইয়া লইয়া সর্ব্বহারার বিপ্লবী পার্টির বদনাম করিবার চেষ্টায় লাগিল। বিপ্লবকে পরিহার করিয়া সহযাত্রীরা বিপ্লববিরোধীদের প্রসন্ন করিয়া জারতন্ত্রের অধীনে শান্তিতে বাস করার চেষ্টা করিল।

বিপ্লব পরাজিত হওয়ায় যে-সুযোগ আসিল, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া জার-সরকার বিপ্লবের সহযাত্রীদের মধ্যে যাহারা বেশী ভীরু ও স্বার্থপর, তাহাদিগকে গোপন-প্ররোচক হিসাবে নিযুক্ত করিল। এই ঘৃণ্য 'জুডাসের' [বিশ্বাসঘাতক—জুডাস্‌ যীশু খ্রীস্টের সহচর হইয়া বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছিল] দলকে জারের 'অখ্‌রানা' [গুপ্ত-পুলিস] শ্রমিক-

শ্রেণী ও পার্টি সংগঠনগুলিতে পাঠাইল। সেখানে তাহারা ভিতর হইতে গোয়েন্দাগিরি করিত এবং বিপ্লবীদের ধরাইয়া দিত।

বিপ্লববিরোধীদের আক্রমণ মার্ক্‌স্‌বাদের নীতিগত ভিত্তির উপরও চলিল। এক ঝাঁক সৌখীন লেখকের আবির্ভাব ঘটিল এবং তাহারা মার্ক্‌স্‌বাদের "সমালোচনা" করিল, মার্কস্‌বাদকে "ধূলিসাৎ" করিল, বিপ্লব লইয়া তামাসা করিল, উপহাস করিল, বিশ্বাসঘাতকতার সুখ্যাতি করিল এবং "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের" ছদ্মবেশে যৌন ব্যভিচারের প্রশংসা করিল।

দর্শনের ক্ষেত্রে মার্ক্‌স্‌বাদকে "সমালোচনা" করা এবং মাজিয়া ঘষিয়া লওয়ার চেষ্টা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল; ভূয়ো বৈজ্ঞানিক মতবাদের আচ্ছাদনে নানাপ্রকার ধর্ম্মমূলক প্রচার আরম্ভ হইল।

মার্ক্‌স্‌বাদের "সমালোচনা" করা একটা 'ফ্যাশান্' হইয়া দাঁড়াইল।

এই সমস্ত ভদ্রলোক তাঁহাদের বহুরূপী বর্ণচ্ছটা সত্ত্বেও একই উদ্দেশ্যে চলিতেছিলেন; সে-উদ্দেশ্য হইল বিপ্লব থেকে জনগণকে সরাইয়া আনা।

পার্টির মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের একাংশকেও নিবীর্য্যতা ও অবিশ্বাস আক্রমণ করিল। ইহারা নিজেদের মার্ক্‌স্‌বাদী মনে করিলেও কখনও দৃঢ়ভাবে মার্ক্‌স্‌বাদকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে ছিলেন বগ্‌দানভ, বাজারভ্‌, লুনাচার্‌স্‌কি (ইনি ১৯০৫ সালে বল্‌শেভিক্‌দের পক্ষে ছিলেন), যুশ্‌কেভিচ্‌ এবং ভালেণ্টিন্‌ভের (ইহারা সকলেই মেন্‌শেভিক্‌) মত লেখক। মার্ক্‌স্‌বাদের দার্শনিক ভিত্তি, অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং ইতিহাসতত্ত্বের মৌলিক মার্ক্‌স্‌বাদী নীতি, অর্থাৎ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, এই উভয় নীতির বিরুদ্ধে তাঁহারা একই সময়ে "সমালোচনা" চালাইলেন। মামুলী সমালোচনা থেকে তফাৎ ছিল এই যে, এ-সমালোচনা প্রকাশ্য ও সোজাসুজি ধরণে হইত না, মার্ক্‌স্‌বাদের

মৌলিক নীতি "সমর্থনের" ছদ্মবেশে পরদা পরাইয়া কপটভাবে হইত। ইহারা মোটের উপর নিজেদের মার্ক্‌স্‌বাদী বলিয়া দাবী করিত এবং কয়েকটা মূলনীতি সরাইয়া দিয়া মার্ক্‌স্‌বাদকে "উন্নত" করিতে চাই বলিয়া প্রচার করিত। আসলে ইহারা ছিল মার্ক্‌স্‌বাদের শত্রু, কারণ প্রতারকের মত মার্ক্‌স্‌বাদের প্রতি বৈরিতা অস্বীকার করিয়া দু-মুখো অবস্থায় নিজেদের মার্ক্‌স্‌বাদী আখ্যা দিলেও তাহারা মার্ক্‌স্‌বাদের নীতিগত ভিত্তিকে ধ্বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিত। এই কপট সমালোচনার বিপদ ছিল এই যে ইহাতে পার্টির সাধারণ সভ্যদের পক্ষে ফাঁদে পড়িয়া বিপদগামী হওয়া সম্ভব হইল। মার্ক্‌স্‌বাদের নীতিগত ভিত্তিকে ভাঙিবার মতলবে এই সমালোচনা যতই ছদ্মবেশে বাড়িতে লাগিল, ততই পার্টির বিপদ বাড়িয়া চলিল, কারণ পার্টির বিরুদ্ধে ও বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের সমবেত প্রচেষ্টার মধ্যে এই সমালোচনা মিশিয়া গেল। যে-সব বুদ্ধিজীবী মার্ক্‌স্‌বাদকে ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এতদূর যাইল যে তাহারা নূতন এক ধর্ম্মস্থাপনের কথা প্রচার করিল (ইহারা "ঈশ্বর-অন্বেষক" ও "ঈশ্বর-স্রষ্টা" বলিয়া পরিচিত ছিল)।

মার্ক্‌স্‌নীতিভ্রষ্ট এই পলাতকদের উপযুক্ত উত্তর দেওয়া, মুখোস্‌ ছিঁড়িয়া লইয়া তাহাদের স্বরূপ পুরোপুরি জাহির করা এবং মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টির নীতিগত ভিত্তিকে সুরক্ষিত করা, মার্ক্‌স্‌বাদীদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইল।

প্লেখানভ এবং তাঁহার যে-সব মেন্‌শেভিক্‌ বন্ধু নিজেদের "পরম মার্ক্‌স্‌নীতিবিশারদ" বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা যে এই কর্ত্তব্যের ভার লইবেন, আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা খবরের কাগজ লেখার ধরণে দুই-একটা তুচ্ছ মন্তব্যের ফাঁকা আওয়াজ ছাড়িয়াই খুশী হইলেন এবং রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

১৯০৯ সালে প্রকাশিত "মেটারিয়লিজ্‌ম্‌ ও এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিজ্‌ম্‌" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লেনিন এ কাজ সুসম্পন্ন করেন।

লেনিন লেখেন, "ছয়মাসেরও কম সময়ের মধ্যে প্রধানত এবং প্রায় সম্পূর্ণরূপে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে আক্রমণ করিয়া চারখানা পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান হইল "মার্ক্‌স্‌বাদের দর্শন বিষয়ে (?—'বিষয়ে' না বলিয়া 'বিরুদ্ধে' বলাই আরও সঙ্গত হইত) আলোচনা" (সেণ্টপিটার্সবুর্গ, ১৯০৮); বাজারভ, বগ্‌দানভ, লুনাচার্স্কি, বের্মান, হেলফণ্ড্‌, য়ুশ্‌কেভিচ্‌ ও সুভরভের প্রবন্ধ সমষ্টি ইহাতে আছে। তাহার পর হইল য়ুশ্‌কেভিচের "বস্তুবাদ ও তুলনামূলক যথার্থবাদ" ("মেটারিয়লিজ্‌ম্‌ এণ্ড ক্রিটিকাল রিয়লিজ্‌ম্‌"); বের্মানের "আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিতে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি" ("ডায়ালেক্‌টিক্স্‌" ইন দি লাইট অফ্‌ দি মডার্ন থিয়োরি অফ্‌ নলেজ্‌"); এবং ভালেণ্টিনভের "মার্ক্‌স্‌-বাদের দার্শনিক নির্ম্মাণ" ("দি ফিলজফিক কন্‌স্ট্রুক্‌শন্স্‌ অফ্‌ মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌")।...এই সব লোকের নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক মতামত লইয়া তীব্র বিরোধ থাকিলেও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রতি শত্রুতায় তাহারা ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শনে মার্ক্‌স্‌বাদী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিত! বের্মান বলেন যে এঙ্গেল্‌সের দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি ('ডায়ালেক্‌টিক্স্‌' হইল "গূঢ়ার্থবাদ" ('মিস্‌টিসিজ্‌ম্‌')। কথাটা যেন স্বতঃসিদ্ধ, এইভাবে বাজারভ হঠাৎ মন্তব্য করেন যে, এঙ্গেল্‌সের মতামত "অপ্রচলিত" হইয়া গিয়াছে। "আধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব", "সাম্প্রতিক দর্শন" (কিংবা "সাম্প্রতিক প্রত্যক্ষবাদ বা পজিটিভিজ্‌ম্‌"), "আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দর্শন", এমন কি "বিংশ শতাব্দীর প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দর্শন" প্রভৃতির নাম সগর্ব্বে উত্থাপন করিয়া আমাদের বীর যোদ্ধারা যেন বস্তুবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া মনে

করিতেন।" (লেনিন, "সিলেক্টেড্ ওয়ার্ক্স্", ইংরেজী সংস্করণ, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৮৯)

যে-লুনাচার্স্কি দর্শনে সংশোধনকামী বন্ধুদের স্বপক্ষে বলেন যে "হয় তো আমরা ভুল পথে গিয়াছি, কিন্তু আমরা পথেরই অন্বেষণে ব্যস্ত", তাঁহার কথার উত্তরে লেনিন লেখেন :—

"নিজের কথা বলিতে যাইলে আমিও দর্শন রাজ্যে একজন 'অন্বেষক' অর্থাৎ এই টিকাগুলির ("মেটারিয়লিজ্ম্ ও এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিজ্মে") মধ্য দিয়ে আমি এই কাজের ভার লইয়াছি যে আমি সেই দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধক খুঁজিয়া বাহির করিব, যাহা থাকার ফলে এই লোকগুলি মার্ক্স্বাদের ছদ্মবেশে অবিশ্বাস্য রকম গোঁজামিলে-ভরা, ভ্রান্তধারণাপূর্ণ, বিপ্লববিরোধী মতবাদ উপস্থাপিত করিতেছে।" (ঐ, পৃঃ ৯০)

কিন্তু আসলে লেনিনের গ্রন্থ এই পরিমিত কর্ত্তব্য পালনের চেয়ে অনেক বেশী দূর গিয়াছিল। বগ্দানভ, য়ুশ্কেভিচ্, বাজারভ ও ভালেন্টিনভের দর্শনশাস্ত্রে গুরু হইলেন আভেনারিয়ুস্ ও মাখ্;—ইঁহারা নিজেদের রচনাবলীতে মার্ক্সীয় বস্তুবাদের পাণ্টা জবাবে মার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত ভাববাদ ('আইডিয়ালিজ্ম্') খাড়া করিয়া দেন। এই মতের সমালোচনা ছাড়াও লেনিনের বইয়ে অনেক কিছু আছে। সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্স্বাদের নীতিগত ভিত্তি—দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের স্বপক্ষে যুক্তি ইহাতে আছে। এঙ্গেল্সের মৃত্যুর সময় থেকে লেনিনের "মেটারিয়লিজ্ম্ ও এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিজ্ম্" প্রকাশ পর্য্যন্ত একটা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক যুগ ব্যাপিয়া বিজ্ঞান, এবং বিশেষত প্রকৃতি-বিজ্ঞানের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য্য যাহা কিছু জানা গিয়াছিল, তাহার বস্তুবাদী নিরূপণ লেনিনের বইয়ে আছে।

এই বইয়ে রুশ 'এম্পিরিয়ো ক্রিটিসিস্ট্' এবং তাহাদের বিদেশী গুরুদের

মতবাদের সফল সমালোচনা করিয়া দর্শন এবং নীতিগত ব্যাপারে সংশোধনওয়ালাদের সম্বন্ধে লেনিন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন :—

(১) "রাজনীতি, কর্মকৌশল সম্পর্কিত প্রশ্ন, এবং সাধারণত দর্শনের ক্ষেত্রে আধুনিক সংশোধনবাদীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল—অত্যন্ত চতুর পদ্ধতিতে মার্ক্স্‌বাদের প্রত্যাখ্যান ঘটানো, অত্যন্ত চতুর উপায়ে মার্ক্স্‌-বাদের ছদ্মবেশে বস্তুবাদবিরোধী নীতি প্রচার করা।" (ঐ, পৃঃ ৩৮১)

(২) "মাখ্‌ ও আভেনাযুসের শিষ্য-প্রশিষ্য সকলে ভাববাদের দিকে চলিতেছে।" (ঐ, পৃঃ ৪০৫)

(৩) "আমাদের মাখ্‌-পন্থীরা সকলে ভাববাদের কাদায় আটক পড়িয়াছে।" (ঐ, পৃঃ ৩৯৫)

(৪) "এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিস্ট্‌দের জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত তার্কিকতার পিছনে দর্শনশাস্ত্র লইয়া দলের ঝগড়া না দেখাই অসম্ভব; শেষ পর্য্যন্ত খতাইয়া দেখিলে এ ঝগড়া আধুনিক সমাজে পরস্পরবিরোধী শ্রেণীগুলির বৈশিষ্ট্য ও মতবাদেরই প্রকাশ।" (ঐ, পৃঃ ৩০৬)

(৫) "বাস্তবক্ষেত্রে এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিস্ট্‌দের শ্রেণীভূমিকা হইল এই যে তাহারা সাধারণত বস্তুবাদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করিয়া ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে লড়িতে যাইয়া কেবল 'বিশ্বাসীদের' (যে-প্রতিক্রিয়াবাদীরা বিজ্ঞানের চেয়ে ধর্ম্মবিশ্বাসকে বড় করিয়া দেখে—সম্পাদক) অনুচর ছাড়া আর কিছুই নয়।" (ঐ, পৃঃ ৪০৬)

(৬) "দর্শনে ভাববাদ ('আইডিয়ালিজ্‌ম্‌') হইল…ধর্ম্মান্ধদের প্রগতিবিরোধেরই রাস্তা।" (ঐ, পৃঃ ৮৪)

আমাদের পার্টির ইতিহাসে লেনিনের গ্রন্থ যে বিরাট স্থান অধিকার করে, এবং স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগে একগাদা পাঁচমিশেলী সংশোধন-ওয়ালা ও দলত্যাগীর হাত থেকে কি নীতিগত সম্পদ লেনিন রক্ষা

করেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদের পক্ষে অন্তত সংক্ষেপে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সাম্যবাদের নীতিগত ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া ইহা আমাদের পক্ষে আরও প্রয়োজন। আমাদের পার্টির প্রত্যেক সক্রিয় সভ্যেরই এই মূলসূত্রগুলি জানা এবং আলোচনা করা কর্তব্য।

সুতরাং প্রশ্ন হইল—

(১) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কি?

(২) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কি?

২। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

মার্ক্স্‌-লেনিনপন্থী পার্টির বিশ্বদর্শনের নাম দ্বন্দ্বমূলক (ডায়ালেক্‌টিক্‌) বস্তুবাদ। ইহাকে ডায়ালেক্‌টিক্‌ বস্তুবাদ বলা হয়, কারণ বস্তুজগতের প্রতি ইহার দৃষ্টিভঙ্গী ও বস্তুজগতের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পদ্ধতি হইল **ডায়ালেক্‌টিক্‌**; আর বস্তুজগতের ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা, বর্ণনা এবং ঐ সম্বন্ধীয় ইহার সিদ্ধান্ত বা 'থিওরী' হইল **বস্তুমূলক**।

সমাজব্যবস্থার অনুশীলনে ডায়ালেক্‌টিক্‌ বস্তুবাদের মূলনীতিগুলির প্রয়োগকে বলা হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। সামাজিক জীবনধারা এবং সমাজ ও সমাজের ইতিবৃত্তের বিচারে ডায়ালেক্‌টিক্‌ বস্তুবাদের মূল-নীতিগুলির প্রয়োগ ও ব্যবহারকে বলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

মার্ক্স্‌ এবং এঙ্গেল্‌স্‌ তাঁহাদের ডায়ালেকটিক পদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন যে দার্শনিক হেগেল ডায়ালেক্‌টিকের মূল-নীতিগুলিকে প্রথম সূত্রবদ্ধ করেন। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে মার্ক্স্‌

ও এঙ্গেল্‌সের ডায়ালেক্‌টিক্ আর হেগেলের ডায়ালেক্‌টিক একই জিনিস। প্রকৃতপক্ষে মার্ক্‌স্ এবং এঙ্গেল্‌স্ হেগেলীয় ডায়ালেক্‌টিকের "যুক্তিসঙ্গত সারভাগ" বা (শাঁসটুকু) লইয়াছিলেন এবং ইহার ভাববাদী খোসাটি বর্জ্জন করিয়া ডায়ালেক্‌টিক্‌কে আরও সমৃদ্ধ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিচ্ছদ পরাইয়াছেন।

মার্ক্‌স্ বলিয়াছেন, "আমার ডায়ালেকটিক্ পদ্ধতি হেগেলীয় পদ্ধতি হইতে কেবলমাত্র স্বতন্ত্র নয়, মূলগত ব্যাপারে একেবারে বিপরীত। হেগেলের মতে, মননপদ্ধতি—যাহাকে হেগেল "আইডিয়া" বা মানস নাম দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তায় রূপান্তরিত করিয়াছেন—সেই মননপদ্ধতিই হইল বস্তুজগতের স্রষ্টা এবং বস্তুজগত হইল কেবলমাত্র এই 'আইডিয়া' বা মানসের—বাহ্য, বাস্তবরূপ। অপরপক্ষে, আমার মতে 'আইডিয়া' মানুষের মনে প্রতিফলিত এবং বিভিন্ন মননপ্রকরণে রূপান্তরিত বস্তুজগৎ ভিন্ন কিছুই নয়।" (কার্ল মার্ক্‌স্, 'ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৯, জর্জ্জ অ্যালেন ও আনউইন, ১৯৩৮)।

মার্ক্‌স্ এঙ্গেল্‌স্ তাঁহাদের বস্তুবাদ বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রায়ই দার্শনিক ফয়েরবাখের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে তিনিই বস্তুবাদকে আবার স্বাধিকার প্রদান করেন। অবশ্য একথার অর্থ ইহা নয় যে মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের বস্তুবাদ এবং ফয়েরবাখের বস্তুবাদ একই জিনিস। প্রকৃতপক্ষে মার্ক্‌স্ এবং এঙ্গেল্‌স্ ফয়েরবাখের বস্তুবাদের সারভাগটুকু মাত্র লইয়া ইহাকে বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক মতবাদে বিকশিত করেন এবং ইহার ভাববাদী এবং ধর্ম্ম ও নীতিমূলক জঞ্জালকে বর্জ্জন করেন। আমরা জানি যে ফয়েরবাখ মূলত বস্তুবাদী হইলেও "বস্তুবাদ" শব্দটি ব্যবহার করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। এঙ্গেল্‌স বহুবার বলিয়াছেন যে "বস্তুবাদী ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াও ফয়েরবাখ চিরাচরিত ভাববাদী দর্শনের শিকলে বাঁধা

ছিলেন," এবং "যখনই আমরা ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁহার মত লক্ষ্য করি তখনই ফয়েরবাখের আসল ভাববাদী স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে।"

ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ কথাটি আসিয়াছে গ্রীকশব্দ 'ডায়ালিগো' হইতে—ইহার অর্থ আলোচনা করা, তর্ক করা। প্রতিপক্ষের তর্কধারার অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি ও বৈষম্যগুলি প্রকাশ করিয়া দিয়া সেইগুলিকে খণ্ডন করিয়া সত্যে পৌছানোর উপায়কে প্রাচীনকালে বলা হইত 'ডায়ালেক্‌টিক্‌স'। প্রাচীনকালে অনেক দার্শনিক ছিলেন যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে চিন্তাধারার ভিতরকার অসঙ্গতি ও বৈষম্য আবিষ্কার করা এবং পরস্পর-বিরোধী মতের সংঘাতের মধ্য দিয়া সত্যে পৌছানোই শ্রেষ্ঠ পথ। এই ডায়ালেক্‌টিক্ যুক্তি বিচারের পদ্ধতি পরে প্রকৃতিজগতের ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত হইবার ফলে প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করার ডায়ালেক্‌টিক্ পদ্ধতিতে বিকাশ পাইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে বস্তুজগত সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল ও গতিময়; বস্তুজগতের পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হইল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বৈষম্যের পরিণতি, পরস্পরবিরোধী প্রাকৃতিক-শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘর্ষের ফল।

ডায়ালেক্‌টিস্ মূলতঃ পরমার্থতত্ত্ব বা অধ্যাত্মবাদের ঠিক বিপরীত।

(১) মার্ক্সীয় ডায়ালেক্‌টিক্ পদ্ধতির প্রধান লক্ষণগুলি নীচে দেওয়া হইল।

(ক) অধ্যাত্মদর্শনের বিপরীতভাবে, ডায়ালেক্‌টিক্‌স বস্তুজগতকে পরস্পর সম্পর্কহীন ও বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ স্বাধীন ঘটনাপুঞ্জের আকস্মিক সমাবেশ বলিয়া মনে করে না, বরং ডায়ালেক্‌টিক্‌স বলে যে বস্তুজগত অবিচ্ছিন্ন ও সমগ্রভাবে সুসংহত, এবং ইহার প্রতিটি বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে অন্যের প্রকৃতিগত সংযোগ আছে, তাহারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও পরস্পরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কাজেই ডায়ালেক্‌টিক্ পদ্ধতির মতে কোন বস্তুই বোধগম্য হইবে না যদি তাহাকে পৃথকভাবে পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখার চেষ্টা করা হয়, কারণ প্রকৃতিজগতে যে-কোন বস্তুর রহস্য আমাদের কাছে অর্থহীন হইয়া পড়িতে পারে যদি তাহাকে আমরা তাহার পরিবেশের সম্পর্কে বিচার না করি—যদি তাহাকে আমরা পৃথকভাবে বিচার করি। অন্যদিকে যে-কোন বস্তুকে বোঝা যাইবে ও তাহার ব্যাখ্যাও সহজ হইবে যদি পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তাহার অপরিহার্য্য সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার বিচার করি, যদি লক্ষ্য করি যে বস্তুটি তাহার পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত।

(খ) অধ্যাত্মবাদের ঠিক বিপরীতভাবে ডায়ালেক্‌টিক্ পদ্ধতি বিশ্বাস করে যে বিশ্বপ্রকৃতি স্থাণু ও অনড় নয়, অচঞ্চল ও সনাতন নয়, বরং বিশ্বপ্রকৃতি অবিরাম গতিশীল—সেখানে প্রতিনিয়তই আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের ক্রিয়া চলিতেছে, প্রতিক্ষণই কোন না কোন নূতন বস্তুর আবির্ভাব ও বিকাশ হইতেছে, আবার কোন না কোন বস্তু ভাঙিতেছে ও লয় পাইতেছে।

কাজেই ডায়ালেক্‌টিক্ পদ্ধতি চায় যে কোন বস্তুকে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তাহার পারস্পরিক সম্বন্ধ বা নির্ভরশীলতার দিক হইতে বিচার করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, উপরন্তু তাহার গতি, পরিবর্ত্তন, ক্রম-বিকাশ, আবির্ভাব ও তিরোধান—সব দিক হইতে বিচার করিতে হইবে।

কোন একটা বিশেষ মুহূর্ত্তে যে-বস্তুকে টেঁকসই ও স্থায়ী মনে হয় কিন্তু তখনই তাহার ভাঙনও শুরু হইয়া যায় তাহাকে ডায়ালেক্‌টিক্ পদ্ধতি প্রাধান্য দেয় না। কিন্তু প্রথম অবস্থায় অস্থায়ী মনে হইলেও যে-বস্তু নূতন উদ্ভূত হইতেছে ও বিকাশ পাইতেছে, তাহাকেই

ডায়ালেক্‌টিক্‌স প্রাধান্য দেয়, কারণ এই পদ্ধতি অনুযায়ী যে-বস্তুর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিতেছে তাহাই অপরাজেয়।

এঙ্গেল্‌স্‌ বলিয়াছেন—"সমগ্র প্রকৃতি ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম বস্তু—একমুঠা বালি হইতে সূর্য্য অবধি, আদিম জীবকোষ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত—সকলেই সর্ব্বদা জন্মিতেছে ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহারা পরিবর্ত্তিত হইতেছে—প্রত্যেকেই নিরবচ্ছিন্ন গতি ও পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে রহিয়াছে।" (এঙ্গেল্‌স্‌, "ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌ অব্‌ নেচার")

কাজেই, এঙ্গেল্‌সের মতে, ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌ "প্রত্যেক বস্তু ও তাহার মানসিক প্রতিচ্ছবিকে মূলতঃ তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক, অবিচ্ছেদ ও গতিশীলতা, তাহাদের বিকাশ ও বিলোপের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে।"

(গ) অধ্যাত্মবাদের বিপরীতভাবে, ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌ ক্রমবিকাশের ধারাকে সহজ অগ্রগতির ছন্দ বলিয়া স্বীকার করে না, ডায়ালেক্‌টিক্‌স স্বীকার করে না যে পরিমাণের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোন গুণগত পরিবর্ত্তন দেখা দেয় না। উপরন্তু ডায়ালেক্‌টিক মতবাদ দেখাইয়া দেয় যে ক্রমবিকাশের ধারায় পরিমাণের অতি নগণ্য ও অস্পষ্ট পরিবর্ত্তন সুব্যক্ত মৌলিক পরিবর্ত্তনে, গুণগত পরিবর্ত্তনে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর পদ্ধতিতে গুণগত পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ঘটে না—ঘটে অত্যন্ত দ্রুত এবং সহসা—এই পরিবর্ত্তন এক পর্য্যায় হইতে অন্য পর্য্যায়ে উৎক্রান্তি বা লম্ফ দিবার ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়। এই রূপান্তর আকস্মিক কিছু নয়—সামান্য সামান্য এবং অস্পষ্ট পরিমাণগত পরিবর্ত্তন সঞ্চিত হইতে হইতে এই মৌলিক গুণগত পরিবর্ত্তন স্বাভাবিকরূপেই দেখা দেয়।

কাজেই ডায়ালেক্‌টিক্‌ পদ্ধতি অনুসারে পরিণতির ধারা একই বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া নয় বা পূর্ব্বের অবস্থার মামুলী পুনরাবৃত্তিও নয়। ক্রমবিকাশের ধারা অগ্রাভিমুখী—উন্নততর পর্য্যায়ের দিকে। গুণের

পুরাতন পর্য্যায় থেকে নূতন উন্নততর পর্য্যায়ে বিকাশ, সহজ থেকে জটিল, নিম্ন স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে বিকাশই ইহার প্রকৃতি।

এঙ্গেল্‌স্‌ লিখিয়াছেন, "প্রকৃতিই ডায়ালেক্‌টিক মতবাদের প্রমাণ স্থল। এ কথা মানিতেই হইবে যে আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আজ অবধি এই পরীক্ষার অতি মূল্যবান উপকরণ আহরণ কবিতেছে—এবং প্রতিদিনই আরও বেশী পরিমাণে আহরণ করিতেছে। ইহা আরও প্রমাণিত করিতেছে যে মূলতঃ প্রকৃতির কর্ম্মধারা হইল দ্বন্দ্বমূলক (ডায়ালেক্‌টিক্‌), আধিভৌতিক নয়। এই কর্ম্মধারা চিরকাল ধরিয়া একই ছন্দে বারবার একই বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খায় না, বরঞ্চ বাস্তব পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। এখানে প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত ডারুউইনের নাম। আজিকার এই জীবজগতে সব কিছুই,—গাছপালা, জীবজন্তু এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষও কোটি কোটি বৎসর ব্যাপী ক্রমবিকাশের ফল, তিনি এই কথা প্রমাণ করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছেন।" (এঙ্গেল্‌স্‌, "এণ্টি-ড্যুরিং")

ডায়ালেক্‌টিক্‌ ক্রমবিকাশের ধারাকে পরিমাণগত পরিবর্ত্তনের ফলে মৌলিক রূপান্তর বলিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া এঙ্গেল্‌স্‌ লিখিযাছেন:— "পদার্থবিজ্ঞানে প্রত্যেকটি পরিবর্ত্তন পরিমাণ হইতে গুণের রূপান্তর। এই পরিবর্ত্তন হয় বস্তুটির অন্তর্নিহিত গতি বা বাইরের জগত থেকে সংগৃহীত গতির পরিমাণগত পরিবর্ত্তনের ফল। যেমন জলের তরল অবস্থার উপর প্রথম প্রথম জলের উত্তাপের কোন প্রভাব দেখা যায় না, কিন্তু তরল জলের উত্তাপের উঠা নামার সঙ্গে সঙ্গে এমন মুহূর্ত্ত আসে যখন এই সংহত অবস্থার পরিবর্ত্তন শুরু হয় এবং এক ক্ষেত্রে জল বাষ্পে এবং অন্য ক্ষেত্রে বরফে পরিণত হয়।...প্লাটিনামের তার জ্বালাইবার জন্য প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট নিম্নতম পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি; প্রত্যেক

ধাতুকে গলাইবার জন্য বিশেষ পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন; প্রত্যেক তরল বস্তু জমিয়া যাইবার জন্য বা বাষ্প হইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট চাপ নির্ণীত আছে,—যদি সেই নির্দ্দিষ্ট চাপ সৃষ্টি করার, উপযুক্ত উত্তাপ সৃষ্টি করার ব্যবস্থাদি আমাদেব হাতে থাকে। প্রত্যেক গ্যাসের এক একটি সঙ্কট মুহূর্ত্ত আছে ও সেখানে ঠাণ্ডা হওয়ার চাপ প্রয়োজনীয় পরিমাণ মত দিলে গ্যাসটি আবার তরল অবস্থায় পরিণত হয়।..পদার্থ-বিভায় যাহাকে "নির্দ্দিষ্ট বিন্দু" বা "কন্‌স্টাণ্ট" বলা হয় (অর্থাৎ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইবার সঙ্কট মুহূর্ত্ত) সেইগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপান্তরের নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তের সংজ্ঞা জ্ঞাপক ছাড়া কিছুই নয়—এবং সেই নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে গতির বা পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি যে-কোন বস্তুর তৎকালীন অবস্থাব রূপান্তর ঘটায়—এবং সেই সময়ই ঐ রূপান্তরের ফলে পরিমাণ গুণে পরিণত হয়—নূতন গুণে পর্য্যবসিত হয়।" ("ডায়ালেক্‌টিকস্‌ অব্‌ নেচার")

রসায়ণ বিত্তা সম্পর্কে এঙ্গেল্‌স্‌ আরও লেখেন :—"পদার্থের পরিমাণের পরিবর্ত্তনেব ফলে কোন বস্তুর মৌলিক গুণেব রূপান্তরের বিজ্ঞান হইল রসায়ণ শাস্ত্র। হেগেলও এই কথা জানিতেন।...অক্সিজেনের কথা ধরা যাউক—স্বাভাবিক দুইটি অণুর বদলে যদি কোন অক্সিজেন বিন্দুতে তিনটি অণু থাকে তাহা হইলে সেইটি হইবে 'ওজন'—এবং সেই নূতন পদার্থ সাধারণ অক্সিজেন থেকে গন্ধ বা প্রক্রিয়ার দিক্‌ দিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আর আমরা তো জানিই যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন বা গন্ধকের সঙ্গে কত বিভিন্ন পরিমাণে মিশিতে পারে এবং তাহার ফলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কত নূতন পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে যাহা অন্য সব বস্তু থেকে লক্ষণ ও গুণে সম্পূর্ণ আলাদা।" (ঐ)

ড্যুরিং প্রাণপণে হেগেলকে তিরস্কার করিয়াছিলেন—কিন্তু অচেতন

বস্তুজগত থেকে চেতন জীবজগতের বিকাশ বা নির্জীব জড়ের রাজত্ব থেকে চলমান সজীব জগতের উৎপত্তি যে গুণের নূতন স্তরের আকস্মিক আবির্ভাব—এই প্রসিদ্ধ তত্ত্বটি ড্যুরিং হেগেলের কাছ থেকে চুরি করিয়াছিলেন। সেই ড্যুরিংকে সমালোচনা প্রসঙ্গে এঙ্গেল্‌স্ লেখেন:—

"ইহাই হইল হেগেলের পরিমাণ সম্পর্কীয় সঙ্কট মুহূর্ত্ত, যখন কোন নির্দ্দিষ্ট সঙ্কট মুহূর্ত্তে কেবল পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে **গুণগত নূতন স্তরের সৃষ্টি** হয়—যেমন, ফুটন্ত ও ঠাণ্ডা অবস্থায় জলের বাষ্প হওয়া ও জমিয়া যাওয়ার মুহূর্ত্ত হইল সেই নির্দ্দিষ্ট সঙ্কটকাল যখন স্বাভাবিক চাপের ফলে একটা নূতন অবস্থায় পদার্থ রূপান্তরিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হয় গুণে। (এঙ্গেল্‌স্ "এন্টি-ড্যুরিং")

(ঘ) অধ্যাত্মবাদের বিপরীতভাবে ডায়ালেক্‌টিক্‌স বিশ্বাস করে যে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি বস্তু ও ঘটনা প্রবাহের মধ্যে নিহিত আছে অসঙ্গতি—কারণ প্রত্যেক বস্তুরই দুইটি রূপ আছে—একটি হাঁ-ধর্ম্মী, অপরটি না-ধর্ম্মী; একটি অতীত আর একটি ভাবী সম্ভাবনা;—তাহার কোন অংশ ক্ষয়ের দিকে আর কোনও অংশ বিকাশের মুখে। দুইটি বিপরীত গুণের লড়াই, পুরাতন আর নূতনের সংঘর্ষ; গুণের লয় ও দ্বন্দ্ব, বা ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার সঙ্গে বিকাশোন্মুখ গুণের এই বিরোধই হইল ক্রমবিকাশের ধারার সার অংশ; পরিমাণের মৌলিক রূপান্তরের মূল কথা।

কাজেই, ডায়ালেক্‌টিক্ মতবাদ অনুযায়ী নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে পৌঁছানো বিরোধহীন একটানা ক্রমবিকাশের ফল নয়—উপরন্তু এই মৌলিক রূপান্তর বস্তু বা বিশ্বপ্রবাহের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতির প্রকাশ; ইহা অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করিয়া দুই বিরোধী ধারার 'সংঘর্ষে'র ফল।

লেনিন বলিয়াছেন—"মূলতঃ ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ হইল বস্তু প্রকৃতির

'অন্তর্নিহিত' অসঙ্গতির আলোচনা ও দর্শন।" (লেনিন, "দার্শনিক নোটবই," রুশ সংস্করণ, পৃঃ ২৬৩)।

তিনি আরও বলিয়াছেন :—"বিরোধীগুণের 'দ্বন্দ্বই' বিকাশের ধর্ম।" (লেনিন, "সিলেক্টেড্ ওয়ার্ক্স্", ইংরেজী সংস্করণ, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৮১-২)

সংক্ষেপে মার্ক্সীয় ডায়ালেক্‌টিক্ পদ্ধতির মূলনীতি এইগুলি।

সহজেই বোঝা যাইবে যে সমাজ-জীবন ও সমাজ-ইতিহাসের আলোচনায় ডায়ালেক্‌টিক্ পদ্ধতির ব্যবহারের গুরুত্ব কতখানি। ইহাও বোঝা যাইবে যে সামাজিক ইতিহাসে ও সর্ব্বহারা পার্টির দৈনন্দিন কার্য্যক্রমে ঐ পদ্ধতির প্রয়োগের গুরুত্ব ও প্রয়োজন কতখানি।

যদি বিশ্বপ্রকৃতিতে কিছুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র না থাকে. যদি প্রত্যেকেই পরস্পর নির্ভরশীল ও অন্য বস্তুর সঙ্গে যোগসূত্রে বাঁধা হয় তাহা হইলে ইহাও স্পষ্ট যে ইতিহাসে কোন সমাজব্যবস্থা বা সামাজিক আন্দোলনকে কোন এক "চিরন্তন ধ্রুব ন্যায়" বা ঐ ধরণের কোন পূর্ব্বনির্দ্ধারিত নীতির মাপকাঠি দিয়া বিচার করা চলিবে না—যদিও বহু ঐতিহাসিকই তাহা করিয়া থাকেন। যে-সব ঘটনা ঐ সমাজব্যবস্থা বা আন্দোলনকে সৃষ্টি করিয়াছে ও যে-সব ঘটনার সঙ্গে ঐ সমাজব্যবস্থা বা আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে সেই সব সমসাময়িক ঘটনার পটভূমিকায় কোন বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা বা সামাজিক আন্দোলনকে বিচার করিতে হইবে।

বর্ত্তমান অবস্থায় দাসপ্রথা অস্বাভাবিক, অনর্থক, মূর্খতার নামান্তর বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু আদিম গোষ্ঠী সাম্যবাদের ভাঙনের সময় এই দাসপ্রথার অস্তিত্বের যথেষ্ঠ গুরুত্ব ছিল। আমরা বুঝিতে পারি যে ইহাই ছিল স্বাভাবিক, কারণ আদিম গোষ্ঠী সাম্যবাদের পরে এই দাসব্যবস্থা অগ্রগতির সূচনা করিয়াছিল।

জারের আমলে যখন বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্ব ছিল, তখন যেমন

১৯০৫ সালের রাশিয়ায়—বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী ছিল সহজবোধ্য, ন্যায়সঙ্গত বিপ্লবী দাবী, কারণ তখন বুর্জোয়া গণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠা বিপ্লবকে এক ধাপ আগাইয়া লইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু বর্ত্তমান সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এখন সেই দাবী হইল অর্থহীন, বিপ্লববিরোধী দাবী, কারণ সোভিয়েট রাষ্ট্রের তুলনায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হইবে প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদপসরণ।

প্রত্যেক জিনিসই স্থান কাল ও অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে।

ইহা স্পষ্ট যে সমাজ জীবন সম্পর্কে এই ধরণের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকিলে ইতিহাস-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ও বিকাশ অসম্ভব, কারণ একমাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গীই ইতিহাসকে বাঁচাইতে পারে, আকস্মিক বা সম্পর্কবিহীন কতকগুলি অসম্ভব ভুলের দুর্গতি থেকে।

আরও যদি মানিয়া লওয়া হয় যে বিশ্বপ্রকৃতি নিরবচ্ছিন্নভাবে গতি ও বিকাশশীল, যদি পুরাতনের লয় ও নূতনের আবির্ভাবেই তাহার বিকাশের ধারা হয়, তাহা হইলে ইহাও সহজগম্য যে পৃথিবীতে "চিরন্তন" সমাজ ব্যবস্থা থাকিতে পারে না, শোষণ ও ব্যক্তিগত ধন-দৌলত অধিকারের পিছনেও কোন "চিরন্তন নীতি" নাই, কৃষকের উপর জমিদারের জুলুম ও পুঁজিবাদীর শ্রমিকশোষণের মূলে কোন "সনাতন ভাবধারা" থাকিতে পারে না।

কাজেই, একদিন যেমন ফিউডালতন্ত্র বা জায়গীরদারী ব্যবস্থার জায়গা দখল করে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, আজ তেমনই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার জায়গায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব।

কাজেই, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সমাজের সেই স্তরের উপর ভিত্তি করিয়া গড়া উচিত নয়—যে-স্তর আর এখন বিকাশের পথে নয়, যদিও সেই স্তরই আজ সমাজের সর্ব্বপ্রধান শক্তি। এবং আমাদের নীতির ভিত্তি

হইবে সেই স্তর যাহা অগ্রগতির পথে—যাহার ভবিষ্যৎ রহিয়াছে—যদিও সেই স্তর বর্ত্তমানে সমাজের প্রধানশক্তি নয়।

গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে যখন মার্ক্‌স্‌বাদীদের সঙ্গে নারোদ্‌নিক্‌দের তুমুল বিতর্ক চলিতেছিল তখন জনসংখ্যার অনুপাতে শ্রমিকরা ছিল অতি নগণ্য এবং অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষিজীবী। কিন্তু শ্রেণীহিসাবে শ্রমিকেরা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল আর শ্রেণীগতভাবে চাষীদের ভাঙন শুরু হইয়াছিল। এবং যেহেতু শ্রমিকেরা ছিল শ্রেণীহিসাবে বর্দ্ধনশীল সেইজন্য মার্ক্‌স্‌বাদীদের নীতি ও লক্ষ্য শ্রমিকদের কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিল। আমরা জানি, তাহারা ভুল করে নাই, কারণ পরে সেই শ্রমিকশ্রেণীই অতি নগণ্য শক্তি থেকে প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইযাছিল।

কাজেই, নীতিনির্দ্ধারণে ভুলের হাত এড়াইতে হইলে সবচেয়ে প্রয়োজন সম্মুখে দেখার, ভবিষ্যতের দিকে নজর রাখার—পিছনের দিকে নয়।

আরও পরিমাণের ধীর পরিবর্ত্তনের ফলে দ্রুত ও আকস্মিক মৌলিক রূপান্তরই যদি বিকাশের ধর্ম্ম হয, তাহা হইলে ইহা সুস্পষ্ট যে শোষিত শ্রেণীর বিপ্লবও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী।

কাজেই, পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে পৌছানো বা পুঁজিবাদীর শোষণ থেকে শ্রমিকের মুক্তি সম্ভব শুধু বিপ্লবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তরে—ক্রমিক পরিবর্ত্তন বা জোড়াতালি দেওয়া সংস্কারে নয়। কাজেই, কর্ম্মনীতিতে ভুল এড়াইতে হইলে বিপ্লবী হইতে হইবে, সংস্কারবাদী হইলে চলিবে না।

আরও যদি মানিয়া লওয়া হয় যে বিকাশের ধারা হইল বস্তুর ভিতরকার অসঙ্গতি ও বিরোধের প্রকাশে বা সেই অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি বিরোধী শক্তির সংঘর্ষে ও সেই বিরোধের অবসানে, তাহা হইলে ইহাও

স্পষ্ট বোঝা যায় যে শ্রমিকদের শ্রেণীগত সংঘাত ও বিরোধ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী।

কাজেই, আমাদের কর্ত্তব্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অসঙ্গতিগুলিকে প্রকাশ করা, স্পষ্টভাবে জাহির করিয়া দেওয়া, তাহাকে ঢাকিয়া রাখা নয়। শ্রেণী-বিরোধকে রোধ করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়—আমাদের কর্ত্তব্য শ্রেণী-বিরোধকে চরম পরিণতির দিকে লইযা যাওয়া।

কাজেই, নীতিতে ভুল না করিতে হইলে প্রত্যেকের উচিত দ্বিধাবিহীনভাবে শ্রমিকদের শ্রেণীসঙ্গত কার্য্যক্রম অনুসরণ করা। কোন সংস্কারপন্থীনীতি অনুসরণ করা উচিত নয়। যে-নীতিব ভিত্তি হইল পুঁজিবাদী ও শ্রমিকদের পরস্পরবিবোধী স্বার্থের আপোস কবা সেই রকম নীতি অথবা "পুঁজিবাদ ক্রমশঃ নিজেই সমাজতন্ত্রে পরিণত হইবে"—এই ধরণের আপোসমূলক নীতি অনুসরণ করা সঙ্গত নয়।

সমাজ-জীবনে ও সমাজ-ইতিহাসে মার্ক্সীয় ডায়ালেক্‌টিক্ নীতির প্রয়োগ পদ্ধতি হইল ইহাই।

মার্ক্সীয় দার্শনিক বস্তুবাদ সম্পর্কে প্রথমেই বলিতে হয় যে এই বস্তুবাদ ভাববাদী দর্শনেব সম্পূর্ণ বিপরীত।

(২) মার্ক্সীয় বস্তুবাদের প্রধান লক্ষণগুলি নীচে দেওয়া হইল :—

(ক) বিশ্বপ্রকৃতি 'স্বয়ংসিদ্ধ আইডিয়া' 'অক্ষয় আত্মা' বা 'অজ্ঞেয় ব্রহ্মের' প্রকাশ—এই ধরণের ভাববাদী কল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী হইল মার্ক্সীয় বস্তুবাদ।

উপরন্তু ঠিক বিপরীতভাবে মার্ক্সীয় বস্তুবাদ দাবী করে যে বিশ্বপ্রকৃতি স্বভাবতঃই বস্তুমূলক,—প্রকৃতির প্রকাশ বৈচিত্র্য গতিশীল বস্তুর বিভিন্ন রূপ ছাড়া কিছু নয়, পারস্পরিক সম্বন্ধ ও পরস্পর নির্ভরশীলতা, যাহা ডায়ালেক্‌টিক পদ্ধতির অন্যতম সিদ্ধান্ত, তাহা গতিশীল বস্তুর বিকাশেরই

নিয়ম। বিশ্বপ্রকৃতির পরিণতির ধারা বস্তুর গতির নিয়মানুযায়ী চলে। কাজেই কোন "সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আত্মার" বিশ্বপ্রকৃতির প্রয়োজন নাই।

এঙ্গেল্‌স্‌ বলিয়াছেন—"প্রকৃতিজগত সম্পর্কে বস্তুবাদী ধারণাটি সোজা কথায় হইল—প্রকৃতিকে স্বাভাবিকভাবে দেখা—যেমনটি সে আছে, তেমনইভাবে দেখা, বস্তুপ্রকৃতিকে বাহির হইতে আমদানী করা কোন ধারণা লইয়া দেখা নয়।"

পুরাকালের দার্শনিক হেরাক্লিটাস বলিতেন যে বহুর মধ্যে এক এই যে বিশ্বপ্রকৃতি, ইহা কোন মানুষ বা ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, ইহা চিরকালই ছিল এবং থাকিবে। এ যেন একটা বহ্নিশিখা যাহা নিয়মিতভাবে জ্বলিতেছে-আর নিভিতেছে। তাঁহার এই উক্তি সম্পর্কে লেনিন লিখিয়াছেন—"মোটামুটিভাবে ইহা হইল ডায়ালেক্‌টিক্‌ বস্তুবাদের গোড়ার কথার সুন্দর বর্ণনা।"

(খ) ভাববাদী দর্শন শুধু মাত্র নির্বিকল্প মানসের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে—কাজেই সেই দর্শনে বস্তুজগত বা প্রকৃতির অস্তিত্ব কেবলমাত্র মানসের মধ্যে এবং শুধু মানসিক অনুভূতি ভাবনা ধারণার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মার্ক্‌সীয বস্তুবাদী দর্শন দাবী করে যে বস্তুপ্রকৃতির নিজস্ব স্বাধীনসত্তা আছে, আমাদের মানসজগতের বাহিরে তাহার স্বাধীন অস্তিত্ব। মার্ক্‌সীয় বস্তুবাদী দর্শনে বস্তুই মুখ্য, বস্তুই প্রধান, কারণ বস্তুই অনুভূতি, ধারণা ও মানসের মূল; মন হইল গৌণ—কারণ মন বস্তুর প্রতিবিম্ব বা অস্তিত্বের প্রতিচ্ছবিমাত্র। মার্ক্‌সীয় বস্তুবাদ আরও বিশ্বাস করে যে চিন্তাশক্তি বস্তুর উন্নত অবস্থার ফল—বস্তুর বিকাশের ধারায় মস্তিষ্ক-কোষ উৎকর্ষ লাভ করে এবং সেই মস্তিষ্ক-কোষ চিন্তাশক্তির উৎস, কাজেই চিন্তাশক্তিকে বস্তু থেকে আলাদা করা যায় না—করিলেই মারাত্মক ভুল করা হয়। এঙ্গেল্‌স্‌ বলেন :—

"বস্তুর সঙ্গে চিন্তার কি সম্পর্ক, আত্মার সঙ্গে প্রকৃতির কি সম্বন্ধ—ইহাই হইল চিরদিনই সকল দর্শনের মূল জিজ্ঞাসা। দার্শনিকরা যে-সব উত্তর দিয়াছেন সেই অনুযায়ী তাঁহাদের দুইটি বৃহৎ দলে ভাগ করা যায়। যাঁহারা বস্তুর চেয়ে চৈতন্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন তাঁহারা হইলেন **ভাববাদী**। যাঁহারা প্রকৃতিকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহারা হইলেন বিভিন্ন মতাবলম্বী **বস্তুবাদী** দার্শনিক।" (কার্লমার্ক্‌স্‌, "সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্কস্‌," ইংরেজী সংস্করণ, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৪৩০—৩১)।

এঙ্গেল্‌স্‌ আরও বলিয়াছেন:—"ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় এমন যে বস্তুজগতে আমরা বাস করি তাহাই হইল একমাত্র বাস্তব জগত।...আমাদের চৈতন্য ও চিন্তাক্ষমতা—যতই ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া মনে হউক না কেন, তাহা আমাদের দেহগত অঙ্গ, বস্তুগত মস্তিষ্কের ক্রিয়াফল, বস্তু মনের সৃষ্টি নয়—মন হইল বস্তুর চরম বিকাশ।" (ঐ পৃঃ ৪৩৫)

বস্তু ও চিন্তার সম্বন্ধ সম্পর্কে মার্ক্‌স্‌ বলিয়াছেন:—

"যে-বস্তু চিন্তা করে—তাহা হইতে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। বস্তুই সমস্ত পরিবর্ত্তনের কর্ত্তা।" (ঐ, পৃ ৩৯৭)

মার্ক্‌সীয় বস্তুবাদীদর্শন সম্পর্কে লেনিন বলিয়াছেন: "সাধারণভাবে বস্তুবাদ বিশ্বাস করে যে বস্তুর স্বাধীনসত্তা আছে, তাহার অস্তিত্ব চৈতন্য, অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না।...চৈতন্য হইল বস্তুর প্রতিচ্ছবি—যাহা বড়জোর মোটামুটিভাবে যথার্থ প্রতিচ্ছায়া—(এখানে যথার্থ মানে কাজ চালানোর মত যথেষ্ট বা ভাবের দিক দিয়া ঠিক)।" (লেনিন, "সিলেক্টেড ওয়ার্কস", ইংরেজী সংস্করণ, একাদশ খণ্ড পৃঃ ৩৭৭)

লেনিন আরোও বলিয়াছেন:—

"বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া অনুভূতির সঞ্চার করে—

বস্তুই হইল একমাত্র সত্য যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়গুলির অনুভূতির মধ্য দিয়া জানিতে পাই। বস্তু, প্রকৃতি, জৈবিক অস্তিত্ব ও পদার্থ হইল মুখ্য, আর আত্মা, চৈতন্য, অনুভূতি অর্থাৎ মানসিক সব কিছুই গৌণ।" (ঐ পৃঃ ২০৭,২০৮)।

"কিভাবে বস্তু রূপ বদলাইতেছে এবং **কিভাবে বস্তু চিন্তা করিতেছে** তাহার চিত্রই বিশ্বপ্রকৃতির চিত্র।" (ঐ পৃঃ ৪০২)।

"চিন্তার উৎস হইল বুদ্ধিকোষ বা মস্তিষ্ক।" (ঐ পৃঃ ২১৪)

(গ) ভাববাদী দর্শন স্বীকার করে না যে বিশ্বপ্রকৃতিকে বা তাহার নিয়মকানুনকে জানা ও আয়ত্ত করা সম্ভব, আমাদের পরীক্ষালব্ধ জগতের প্রমাণেও তাহার আস্থা নাই, বাস্তব সত্যের অস্তিত্ব ভাববাদীদর্শন মানে না। উপরন্তু সেই দর্শন বিশ্বাস করে যে বিশ্বপ্রকৃতি এমন কতকগুলি অজ্ঞেয় সত্তা দিয়া পূর্ণ যে বিজ্ঞানের কাছেও তাহাদের রহস্য চিরকাল অপরিজ্ঞাত থাকিবে। এই মতের বিপরীতভাবে মার্ক্‌সীয় বস্তুবাদ বিশ্বাস করে যে বিশ্বপ্রকৃতি ও তাহার নিয়মকানুন জানা সম্পূর্ণ সম্ভব; প্রাকৃতিক নিয়মকানুন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ব্যবহার ও প্রয়োগের কষ্টিপাথরে যাচাই করা বাস্তবজ্ঞান ও প্রমাণসিদ্ধ সত্য। মার্ক্‌সীয় বস্তুবাদের মতে বিশ্বপ্রকৃতির কিছুই অজ্ঞেয় নয়—এবং পৃথিবীতে আমাদের অজানা অনেক কিছু আছে যাহা ভবিষ্যতে আমরা বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আয়ত্ত করিতে পারিব।

"বিশ্বপ্রকৃতি এবং বস্তুর আসল সত্তাও অজ্ঞেয়"—কাণ্ট প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকদের এই মতবাদকে এঙ্গেল্‌স্‌ সমালোচনা করিয়া বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রমাণসিদ্ধ—এই সুপরিচিত বস্তুবাদী সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিয়া এঙ্গেল্‌স্‌ লেখেন :—

"এই ধরণের সব দার্শনিক রূপকথার সোজা জবাব হইল ব্যবহারিক

অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ গবেষণামূলক পরীক্ষা ও শিল্পবিজ্ঞান ; যদি কোন বস্তু সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারি, সেই বস্তুকে নিজেরা তৈয়ার করিয়া এবং অনুকূল অবস্থা থেকে তাহাকে প্রস্তুত করিয়া ও নিজেদের প্রয়োজনমত ব্যবহার করিয়া প্রমাণ করি, তখন কাণ্টের 'অজ্ঞেয় সত্তা' সেই সঙ্গেই লোপ পায়। যেদিন থেকে জৈব রসায়ন-বিজ্ঞান গাছপালা ও জীবজন্তুর রাসায়নিক পদার্থ একের পর এক তৈয়ার করিতে শুরু করে, সেইদিন থেকে ঐ বস্তুগুলির কোন অজ্ঞেয় সত্তা রহিল না ; সেই "অজ্ঞেয়" বস্তু আমাদের জ্ঞানের লক্ষ বিষয় হইয়া উঠিল। যেমন ধরা যাউক, 'আলিজারিন্'—ইহা হইল মাদার গাছের লালরঙের কারণ। আজকাল মাঠে মাদারগাছ পুঁতিয়া লাল রং জোগাড় করি না, বরং অনেক সস্তায় ও সহজে আলকাতারা থেকে ঐ জিনিস প্রস্তুত করি। তিনশত বৎসর ধরিয়া কোপারনিকাসের সৌরমণ্ডল একটা অনুমান ছিল মাত্র। এই অনুমানের সপক্ষে অসংখ্য যুক্তি থাকিলেও ইহা অনুমানমাত্রই ছিল। কিন্তু এই অনুমান থেকে সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে যখন লেভেরিয়ে একটা অজানা গ্রহের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করিযাই ক্ষান্ত হইলেন না, সৌরমণ্ডলে তাহার স্থান কোথায় তাহাও গণনার ফলে স্থির করিলেন এবং যখন গ্যালে সত্যিই ঐ গ্রহকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন তখন কোপারনিকাসের মতবাদও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।" (কার্ল মার্ক্স্, "সিলেক্টেড্ ওয়ার্কস", ইংরেজী সংস্করণ, প্রথমখণ্ড পৃঃ ৪৩২-৩৩)

বোগ্দানভ, বাজারভ, য়ুশ্কেভিচ্ ও মাখের অন্যান্য শিষ্যদের লেনিন দৈববিশ্বাসবাদী বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন (এই মতবাদ প্রতিক্রিয়াশীল, যেহেতু এই মতবাদ দৈবে বিশ্বাস করে, বিজ্ঞানে নয়। —লেনিন।) বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রমাণসিদ্ধ এবং

বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নিয়মগুলিও বাস্তব সত্য—বস্তুবাদের এই সুপরিচিত তথ্যকে সমর্থন করিয়া লেনিন লেখেন :—

"আধুনিক দৈববাদ একেবারেই বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে না—বিজ্ঞানের 'অতিবিক্ত' দাবীকে শুধু না-মঞ্জুর করে—যথা, বিজ্ঞান যে বাস্তব সত্যকে আবিষ্কার করিতে পারে একথা স্বীকার করে না। যদি সত্যের কোন ভিত্তি থাকে, আর (বস্তুবাদীদের ধারণানুযায়ী) পৃথিবীতে যদি বাস্তব সত্য থাকে এবং তাহাকে জানিবাব ক্ষমতা যদি থাকে তাহা একমাত্র বিজ্ঞানের,—যদি বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতিকে মানুষের অভিজ্ঞতার আয়নায় প্রতিফলিত করে তাহা হইলে দৈববাদ বোল আনাই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে।" (লেনিন, "সিলেক্টেড্ ওয়ার্কস", একাদশ খণ্ড, পৃঃ ১৮৮)

মার্ক্‌সীয় বস্তুবাদী দর্শনের মোটামুটি ইহাই হইল প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এখন সহজে বুঝা যাইবে যে সামাজিক ব্যবস্থা বা সমাজ-ইতিহাস অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই বস্তুবাদী দর্শনের নীতি ব্যবহারের প্রয়োজন কতখানি। সমাজের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের পার্টির কর্ম্ম-পন্থায় এই নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগের গুরুত্ব যে কত, তাহাও এখন বুঝা যাইবে।

বস্তুপুঞ্জের পারস্পরিকতা ও পরনির্ভরশীলতাই যদি বিশ্বপ্রকৃতির ক্রমবিকাশের নিয়ম হয় তাহা হইলে ইহাও স্বীকার্য্য যে সমাজ-জীবনেও ঘটনাপুঞ্জের পরস্পরমুখিতা ও পরনির্ভরশীলতাও সমাজের ক্রমবিকাশের নিয়ম—কোন ঘটনাই পুরাপুরি আকস্মিক নয়।

কাজেই, ইহার ফলে সমাজ-জীবন, সমাজের ইতিহাস গোটাকয়েক আকস্মিক ঘটনার অর্থহীন সমষ্টিভাবে দেখা চলিতে পারে না—সমাজ-জীবনকে এখন দেখা যায় সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সামাজিক বিকাশের

ঐতিহাসিক ধারা হিসাবে, সমাজ-ইতিহাসের অনুশীলন বিজ্ঞানের মর্য্যাদা পায়।

কাজেই, "অসাধারণ মহাপুরুষের সদিচ্ছা" বা "অশরীরী বিবেকে"র নির্দ্দেশ বা "চিরন্তন ন্যায়বুদ্ধি" কখনও শ্রমিক পার্টির ব্যবহারিক কর্ম্মধারার ভিত্তিই হইতে পারে না—সেই পার্টির কর্ম্মধারা সমাজের বিবর্ত্তনের নিয়মের ও সেই সম্পর্কিত অনুশীলনলব্ধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

আরও যদি স্বীকার করি যে, বিশ্বজগতকে জানা সম্ভব ও বিশ্বপ্রকৃতির বিবর্ত্তনের নিয়ম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানই প্রামাণ্য ও বাস্তব সত্য, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে সমাজ-জীবন ও সমাজ-বিবর্ত্তনের ধারাও জানা যায়, বুঝা যায় এবং এই সম্পর্কে বিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্যই প্রামাণ্য ও বাস্তব সত্য।

কাজেই, সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক জীবনধারার অজস্র জটিলতা সত্ত্বেও অন্য কোন বিজ্ঞান—যেমন, জীববিজ্ঞানের মতই নিশ্চিত হইতে পারে ও সমাজ-বিবর্ত্তনের মূল নিয়মগুলিকে কার্য্যকরীভাবে ব্যবহার করিতে পারে।

কাজেই, ব্যবহারিক কর্ম্মক্ষেত্রে কোন সাময়িক অবান্তর উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া শ্রমিক পার্টির পরিচালিত হওয়া উচিত নয়; তাহার অনুসরণ করা উচিত সমাজ-বিবর্ত্তনের নিয়মগুলিকে এবং সেই নিয়মগুলি অনুযায়ী রচিত কার্য্যকরী সিদ্ধান্তকে।

এইভাবে সোশালিজম্ মানবতার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নমাত্র না হইয়া বিজ্ঞানে পরিণত হইবে।

এইজন্যই বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও ব্যবহারিক কর্ম্মধারার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তত্ত্ব ও কর্ম্মের মধ্যে ঐক্য, শ্রমিক পার্টির পথনির্দ্দেশক হওয়া উচিত।

আরও যদি স্বীকার করা হয় যে বিশ্বপ্রকৃতি, অস্তিত্ব বা বস্তুজগতই হইল মুখ্য, এবং মন ও চিন্তা তাহার গৌণফল; যদি বস্তুজগতের অস্তিত্ব মানুষের ধারণা নিরপেক্ষ স্বাধীন হয় আর মনোজগত যদি তাহারই প্রতিবিম্ব মাত্র হয়, তাহা হইলে ইহাও মানিতে হইবে যে সমাজের বাস্তব জীবন, তাহার বাস্তব অস্তিত্বই মুখ্য এবং সমাজের মননধারা তাহারই গৌণফল; আর, সমাজের বাস্তব জীবনের অস্তিত্ব মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার বাহিরে, স্বাধীন ও স্বয়ংক্রিয়; এবং সমাজের মনন ধারা সমাজ-জীবনের বাস্তব অস্তিত্বেরই প্রতিবিম্ব।

সুতরাং, সমাজের অধ্যাত্ম জীবন গঠনের উৎস, সামাজিক ধারণা ও মতবাদ, রাজনীতিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানের মূল উৎস সন্ধান করিতে হইবে ঐ সব ধারণা, মতবাদ, অভিমত ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নয়, বরং সন্ধান করিতে হইবে সমাজের বাস্তবজীবন ব্যবস্থায়, সমাজসত্তার মধ্যে, যে-জীবনব্যবস্থা ও সমাজসত্তার প্রতিচ্ছবি হইল ঐ সব ধারণা, মতবাদ, অভিমত ইত্যাদি।

অতএব সমাজেতিহাসের বিভিন্ন যুগে যদি আমরা বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক ভাবধারা, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী ও বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই, যদি আমরা গোলামীব্যবস্থার সমাজে এক বিশেষ ধরণের সামাজিক ভাবধারা, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী, ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দেখি, আবার জায়গীরদারী সমাজ ব্যবস্থায় অন্যরকম এবং পুঁজিতন্ত্রের আমলে আর একরকম দেখি, তাহা হইলে এই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া এইসব ভাবধারা, মতবাদ ইত্যাদির "নিজস্ব প্রকৃতি" বা তাহাদের "বিশেষ গুণের" দোহাই দিলে কিছুই বুঝা যাইবে না; সমাজের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে জীবন

ধারণ ব্যবস্থার বিভিন্ন রকমের প্রকরণ ও ধরণ লক্ষ্য করিলেই ভাবধারার যুগ-বৈচিত্র্যের কারণ সঠিকভাবে বুঝা যাইবে।

সমাজের যে সত্তা, জীবনযাত্রা পদ্ধতির যে ব্যবস্থা, সেই মাফিকই সেই সমাজে চিন্তা, মতবাদ, রাজনৈতিক ধারণা ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

এই প্রসঙ্গে মার্ক্‌স্‌ বলিয়াছেন :—

"মানুষের বাস্তব অস্তিত্ব চৈতন্য দিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়না, অপর পক্ষে, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তাহার চৈতন্য বা চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে" (কার্ল মার্ক্‌স্‌, সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্কস্‌, ইংরেজী সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬)।

কাজেই কর্ম্মপদ্ধতিতে ভুল এড়াইবার জন্য, অলস স্বপ্নবিলাসীর অবস্থায় না পড়িতে হইলে শ্রমিক পার্টির উচিত সমাজ-জীবনের বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া কর্ম্মপন্থা স্থির করা,—কোন বাস্তবসম্পর্কহীন তথাকথিত বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করা উচিত নয়; "মহাপুরুষ"দের সদিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া সমাজ জীবনের বিবর্ত্তনের অনুকূল সত্যকার প্রয়োজনের দাবীর উপর নির্ভর করা উচিত।

নারদ্‌নিক্‌, নৈরাজ্যবাদী, সোশালিস্ট রেভল্যুশনারী প্রভৃতি কল্পনাপ্রবণ সমাজতন্ত্রীদের পতনের অন্যতম কারণ হইল এই যে তাহারা স্বীকাব করে নাই যে সামাজিক জীবনযাত্রা ব্যবস্থাই সমাজ-বিবর্ত্তনের প্রধান কারণ; ভববাদের স্রোতে নিমজ্জিত হইয়া, সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের অনুকূল দাবীর উপর তাহারা কর্ম্মপন্থা স্থির করে নাই; বরং তাহারা এইসব দাবী অগ্রাহ্য করিয়া সমাজের বাস্তবজীবনের সম্পর্কচ্যুত "বিশুদ্ধ আদর্শস্তরের" সর্ব্বসমন্বয়ী পরিকল্পনার উপর তাহাদের কর্ম্মপন্থা খাড়া করিয়াছে।

মার্ক্‌স্‌-লেনিনবাদের শক্তি ও প্রাণবত্তার মূল এইখানেই—এই মতবাদ কখনও সমাজের বাস্তব জীবনধারার সংস্রব বর্জ্জন করে না, ইহার কর্ম্মপন্থা প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজ জীবনের বিকাশের অনুকূল দাবীর উপর।

অবশ্য মার্ক্সের উক্তির অনুশীলনে একথা বলা চলে না যে সমাজ জীবনে সামাজিক চিন্তা ও মতবাদ বা রাজনৈতিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানগুলির কোনই সার্থকতা নাই, অথবা সমাজ জীবনের উপর, সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের উপর তাহাদের কোনই প্রভাব নাই। আমরা এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছি সামাজিক চিন্তাধারা, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির **উৎপত্তির ইতিহাস**—অর্থাৎ **কি ভাবে** তাহারা গড়িয়া উঠে; এইটুকু বলা হইয়াছে যে সমাজের মননধারা সমাজের বাস্তব জীবনযাত্রা ব্যবস্থারই প্রতিচ্ছায়া। সামাজিক চিন্তাধারা, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির তাৎপর্য্য এবং সমাজেতিহাসে তাহাদেব সার্থকতাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অস্বীকার করা দূরে থাক, সমাজ জীবনে ও সমাজের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক ধারায় ঐসব চিন্তাধারা ইত্যাদির গুরুত্ব ও সার্থকতার উপর বেশী জোর দিয়া থাকে।

সামাজিক চিন্তাধারা ও মতবাদ বিভিন্ন রকমের আছে। ইহাদের মধ্যে অনেক প্রাচীন ধারণা ও মতবাদ আছে—যাহাদের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে, যাহা বর্ত্তমানে সমাজের নির্জ্জীব ক্ষয়িষ্ণু শক্তিগুলির স্বার্থ সংরক্ষণ করিতেছে। তাহাদের তাৎপর্য্য হইল এই যে তাহারা সমাজের ক্রমবিকাশ ও প্রগতিকে বাধা দিতেছে। আবার এদিকে আছে অনেক নূতন প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও মতবাদ যাহা সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রণী শক্তিগুলিকে সাহায্য করিতেছে। তাহাদের তাৎপর্য্য হইল এই যে তাহারা সমাজের ক্রমবিকাশ ও প্রগতির পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে। সামাজিক জীবনযাত্রা ব্যবস্থার অগ্রগতির দাবীকে তাহারা যতই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে ততই তাহাদের সার্থকতা বেশী হয়।

নূতন সামাজিক চিন্তাধারা ও মতবাদ তখনই দেখা দেয় যখন জীবনযাত্রা ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে সমাজে নূতন সমস্যা ও কর্ত্তব্য

আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু একবার দেখা দিবার পর এই সব নূতন চিন্তাধারা ও মতবাদ খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং তাহাদের এই শক্তি সেই সব নূতন সামাজিক কর্ত্তব্য সিদ্ধিকে সাহায্য করে, সমাজ প্রগতিকে সাহায্য করে। ঠিক এইখানেই নূতন ধারণা, নূতন মতবাদ, নূতন রাজনৈতিক চিন্তা ও নূতন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যে দারুণ সংগঠক, সংহতিকারক ও রূপান্তরকারী অবদান আছে, তাহা সুস্পষ্ট হয়। সমাজের পক্ষে প্রয়োজন বলিয়াই নূতন সামাজিক ধারণা ও মতবাদের আবির্ভাব ঘটে, তাহাদের সংগঠক, সংহতিকারক ও রূপান্তরকারী শক্তি বিনা সমাজের বাস্তবজীবন বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজন কর্ত্তব্য পালন **অসম্ভব** বলিয়াই তাহাদের আবির্ভাব ঘটে, সমাজের বাস্তব জীবনবিকাশ সম্পর্কে কাজের তাগিদে দেখা দিয়া নূতন সামাজিক ধারণা ও মতবাদ বাধা দূর করিয়া অগ্রসর হয়, জনগণের সম্পদে পরিণত হয়, সমাজের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জনগণকে সংগঠিত করে, এবং যে সব শক্তি সমাজের বাস্তব প্রগতির পথে বাধা, সেই সব শক্তিকে পরাভূত করার কাজকে সহজ করে।

এইভাবে সমাজ জীবনের ক্রমবিকাশের ফলে, সামাজিক জীবনযাত্রা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে যে নূতন প্রয়োজন ও দাবী দেখা দেয় তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া সামাজিক চিন্তাধারা, মতবাদ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, এবং ইহারাই আবার সমাজ জীবন, সামাজিক জীবনযাত্রার ব্যবস্থার উপর সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে; এবং তাহার ফলে সমাজব্যবস্থার জরুরী দাবী মিটাইবার অনুকূল ব্যবস্থা সৃষ্টি করে এবং সমাজ জীবনের প্রগতিকে সম্ভবপর করিয়া তুলে।

এই প্রসঙ্গে মার্ক্‌স্‌ বলিয়াছেন—

"যে মুহূর্ত্তে কোন মতবাদ জনগণের মনকে উদ্‌বুদ্ধ করে, সেই মুহূর্ত্তেই

ঐ মতবাদ বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়।" ("হেগেলের ফিলজফি অফ্‌ রাইট্‌ সম্বন্ধে সমালোচনা"—জার্মান ভাষায়)।

কাজেই, সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য, তাহার অগ্রগতি ও উন্নতির বেগ দ্রুততর করার জন্য, শ্রমিক পার্টির দরকার এমন একটি সামাজিক মতবাদ বা চিন্তাধারার ব্যবহার করা যাহা জীবনযাত্রা ব্যবস্থার অগ্রগতির প্রয়োজনীয় দাবীকে সঠিকভাবে রূপ দেয়,—এমন চিন্তাধারা ও মতবাদ যাহা জনগণকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারে, যাহা জনগণকে শ্রমিক পার্টির বিরাট যুদ্ধবাহিনীরূপে সংঘবদ্ধ করিতে পারে, পরিচালনা করিতে পারে—যে-যুদ্ধবাহিনী প্রস্তুত হইবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে চূর্ণ করিয়া সমাজের প্রগতিশীল শক্তিগুলির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য।

"অর্থনীতিবাদী" ও মেন্‌শেভিক্‌দের পতনের অন্যতম কারণ হইল এই যে তাহারা প্রগতিশীল মতবাদ ও চিন্তাধারার সংগঠন ও পরিচালনশক্তি এবং সৃজনক্ষমতাকে স্বীকার করে নাই; তাহারা ডায়ালেক্‌টিক্‌ বিরোধী নিষ্ক্রিয় বস্তুবাদের আশ্রয় লইয়া এইসব প্রগতিশীল উপাদানের ঐতিহাসিক প্রয়োজন ও সার্থকতাকে প্রায় উড়াইয়া দিয়াছিল—ফলে তাহারা পার্টিকে প্রাণহীন ও নিষ্ক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

মার্ক্স্‌-লেনিনবাদের প্রাণশক্তি ও সজীবতার কারণ হইল এই যে মার্ক্স্‌-লেনিনবাদ সেইরকম প্রগতিশীল মতবাদের উপর নির্ভর করে যাহা সামাজিক জীবনযাত্রা ব্যবস্থার প্রগতির দাবীকে সঠিকভাবে নির্দেশ দেয়; মার্ক্স্‌-লেনিনবাদ মতবাদকে তাহার যথোপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠা করে এবং বিশ্বাস করে যে মার্ক্স্‌-লেনিনবাদের কর্তব্য হইল এই চিন্তাধারা ও মতবাদের সংগঠন, পরিচালন ও সৃজনশক্তির প্রতিটি বিন্দুকে কাজে লাগানো।

সমাজ-জীবন ও সমাজ চেতনার পরস্পর সম্পর্ক, সামাজিক জীবনযাত্রা ব্যবস্থার ও সামাজিক মননধারার বিকাশেব মধ্যে যে-সম্পর্ক রহিয়াছে সেই সম্পর্কে ইহাই হইল ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বক্তব্য।

এখন দেখিতে হইবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী "জীবনযাত্রা" ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝায়। সমাজের গঠন, সামাজিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে মূলতঃ জীবনযাত্রা ব্যবস্থাই নিয়ন্ত্রণ করে। এই জীবনযাত্রা ব্যবস্থা বলিতে কি বোঝায়? তাহার বিশেষত্ব কি কি?

নিঃসন্দেহে বলা যায যে "সামাজিক জীবনযাত্রা ব্যবস্থাব" মধ্যে প্রথমেই পড়ে সমাজেব পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি-জগত এবং ভৌগোলিক পরিবেশ। ইহা সমাজের বাস্তবজীবনেব পক্ষে অপবিহার্য্য ও সকল সময়েই নিশ্চিত প্রযোজন। এই ভৌগোলিক পবিবেশ অবশ্যই সমাজ বিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করে। প্রশ্ন উঠে যে সমাজের বিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশ কি ভূমিকা গ্রহণ কবে? ভৌগোলিক পরিবেশই কি সমাজের অবয়ব, মানবসমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং এক ব্যবস্থা হইতে অন্য ব্যবস্থায রূপান্তর নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রধান শক্তিরূপে কাজ করে?

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এই প্রশ্নের উত্তরে বলে, 'না'।

ভৌগোলিক পবিবেশ নিঃসন্দেহেই সমাজ বিকাশের পক্ষে সর্ব্বকালেই অত্যাবশ্যক এবং নিশ্চয়ই সমাজ বিকাশকে প্রভাবিত করে—বিকাশের ছন্দকে দ্রুততর করে অথবা মন্দীভূত করে। কিন্তু এই প্রভাব চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণের প্রভাব নয়, কারণ সমাজের পরিবর্ত্তন ও বিকাশের ছন্দ এতই দ্রুত যে ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্ত্তন ও বিকাশের ছন্দের সঙ্গে তুলনাই চলে না। তিন হাজার বৎসরের মধ্যে য়ুরোপে পরপর তিন রকমের সমাজ ব্যবস্থা, বাতিল হইয়া গিয়াছে,—আদিম যৌথ

সমাজ ব্যবস্থা, দাসত্বপ্রথা এবং জায়গীরদারী ব্যবস্থা। য়ুরোপের পূর্ব্বভাগে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে, এমনকি চার রকমেরও সমাজ ব্যবস্থা উৎখাত হইয়া গিয়াছে। তবুও এই তিন হাজার বৎসরে য়ুরোপের ভৌগোলিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, নয়তো এতই যৎসামান্য পবিবর্ত্তন হইয়াছে যে ভূগোল তাহাকে আমলেই আনে না। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ভৌগোলিক পরিবেশের কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগে, এদিকে কয়েক শত বা হাজার দুই বৎসরই মানুষের সমাজ-ব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্ত্তনের পক্ষে যথেষ্ট।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সমাজবিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশ **প্রধান** নিয়ন্ত্রণ-শক্তি নয়। প্রথমটির মৌলিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগে লক্ষ লক্ষ বৎসব, আব দ্বিতীয়টিব পক্ষে যখন কয়েক শত বৎসরই যথেষ্ট, তখন প্রথমটি আর দ্বিতীয়টিব বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পাবে না।

এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিও "জীবনযাত্রা ব্যবস্থা" কথাটির অন্তর্ভুক্ত, আর সমাজের বাস্তব জীবনের জন্য কমপক্ষে একটা ঘনবসতি এবং নিম্নতম নির্দ্দিষ্ট জনসংখ্যারও প্রয়োজন। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধিই কি সমাজ ব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করে?

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এ প্রশ্নের উত্তরেও 'না' বলে।

লোকসংখ্যাব বৃদ্ধি সমাজ বিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করে, এই বিকাশে সাহায্য করে বা বিরোধিতা করে, কিন্তু বিকাশকে **পূর্ণাকারে** নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। একটি সমাজ ব্যবস্থা বাতিল হইয়া যাইবার পর আর একটা বিশেষ ব্যবস্থার সৃষ্টি কেন হয়, এ প্রশ্নের সমাধান আমরা জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে করিতে পারি না। আমরা দেখিয়াছি যে আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া দাসপ্রথা দেখা দিল

এবং গোলামী ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া জায়গীরদারী ব্যবস্থা কায়েম হইল। জায়গীবদারী ব্যবস্থার স্থলেও বুর্জোয়া ব্যবস্থা বসিল। এখন একটিকে বাতিল করিয়া অন্য একটি বিশিষ্ট ব্যবস্থা কি করিয়া স্থান পায় তাহার উত্তর আমরা লোকসংখ্যাব তথ্য হইতে পাই না।

জনসংখ্যাই যদি সমাজ বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করিত তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত জনাকীর্ণ দেশগুলিতে তদনুযাযী উচ্চতব সমাজ ব্যবস্থা দেখা যাইত। আসলে ইহা সত্য নয়। চীন, আমেবিকার যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা চার গুণ জনবহুল, কিন্তু সমাজ বিকাশের মাপকাঠিতে আমেরিকা উচ্চতর স্তরে। চীনে এখনও আধা জাযগীরদারী ব্যবস্থা বাহাল বহিয়াছে, আর আমেরিকা বহুদিন পূর্ব্বে ধনতন্ত্রের শেষ সোপানে পৌছিয়াছে। বেল্‌জিয়ামে আমেরিকা অপেক্ষা উনিশ গুণ ও সোভিয়েট রাশিয়া অপেক্ষা ছাব্বিশ গুণ ঘনবসতি, কিন্তু আমেবিকায় বেল্‌জিয়াম অপেক্ষা উচ্চতব সমাজব্যবস্থা প্রচলিত। আব সোভিয়েটের কথা ধরিলে বেল্‌জিযাম একটা গোটা ঐতিহাসিক যুগেব পিছনে পড়িয়া আছে, কারণ বেল্‌জিয়ামে এখনও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্ত্তমান, আব সোভিযেট ইউনিযন ধনতন্ত্রকে বাতিল কবিয়া সোশালিস্ট ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কবিয়াছে।

সুতবাং জনসংখ্যাই সমাজ বিকাশের প্রধান শক্তি নয়, হইতে পারে না; সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং সমাজের অবয়ব **নিয়ন্ত্রণের** শক্তি নয়, হইতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হইল, জীবনযাত্রা ব্যবস্থাব জটিল ধাবার মধ্যে কোন্ প্রধান শক্তি সমাজের অবয়ব, সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং একধারা হইতে অন্য ধারায় সমাজের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে?

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে যে জীবন ধারণের জন্য **উপকরণের সংগ্রহ করার যে উপায়** তাহাই হইল এই শক্তি। সমাজ বাঁচিবার

ও বিকাশ পাইবার জন্য যাহা অবশ্য প্রয়োজন সেই খাদ্য, পরিধেয়, পাদুকা, বাসস্থান, জ্বালানি, উৎপাদনের উপকরণ প্রভৃতি, **বাস্তব প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা** হইল এই শক্তি।

জীবন ধারণের জন্য খাদ্য, পরিধেয়, পাদুকা, আশ্রয়, জ্বালানি ইত্যাদি প্রয়োজন; এই বাস্তব প্রয়োজনগুলি মিটাইতে হইলে মানুষকে এইগুলি উৎপন্ন করিতে হইবে; উৎপন্ন করিতে হইলে খাদ্য, পরিধেয়, পাদুকা, আশ্রয়, জ্বালানি ইত্যাদির উৎপাদনযন্ত্রও নির্ম্মাণ করিতে হইবে, মানুষকে এই যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ এবং তাহার যথাযথ ব্যবহার করিবার জন্য সমর্থ হইতে হইবে।

যে-**উৎপাদনযন্ত্র** লইয়া বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস বানানো যায়, যে-**জনগণ** একপ্রকার **উৎপাদন অভিজ্ঞতা** এবং **শ্রমকৌশলের** বলে উৎপাদনযন্ত্র ব্যবহার করে এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োজন জিনিস উৎপাদন করিয়া চলে—এই সকলে মিলিয়া সমাজের **উৎপাদকশক্তি** গঠিত হয়।

কিন্তু উৎপাদনশক্তি হইল উৎপাদন ব্যবস্থা ও পদ্ধতির মাত্র একটি দিক—এই দিক থেকে আমরা যে প্রাকৃতিক শক্তি ও পদার্থনিচয় ব্যবহার করিয়া বাস্তব জীবনে প্রয়োজন জিনিস উৎপাদন করা হয় তাহাদের সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক তাহা বুঝিতে পারি। উৎপাদন ব্যবস্থার ও পদ্ধতির আর একটা দিক হইল উৎপাদনের কার্য্যক্রমের মধ্যে মানুষের পরস্পর সম্পর্ক, মানুষের **উৎপাদন সম্পর্ক**। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগায়, কিন্তু এই সংগ্রাম মানুষ একা করে না, ব্যক্তিগতভাবে করে না, করে একসঙ্গে, দলবদ্ধভাবে, সমাজবদ্ধভাবে। সুতরাং সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় উৎপাদন বলিতে **সামাজিক** উৎপাদন বুঝায়। ব্যবহারযোগ্য বস্তুর উৎপাদনে মানুষকে

পারস্পরিক কোন না কোন সম্পর্কের বন্ধনে, কোন না কোন উৎপাদন সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে হয়—শোষণ সম্পর্ক রহিত মুক্ত জনগণের পরস্পর সহযোগিতাও উহার এক রূপ হইতে পারে, আবাব দলন ও দাসত্বের সম্পর্কও এ বন্ধনের অন্য রূপ হইতে পারে। আবাব এ উৎপাদন সম্পর্ক এক স্তব হইতে আর এক স্তরে পরিবর্ত্তনশীলও হইতে পারে। এ সম্পর্কের স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, ইহা সকল সমাজ ব্যবস্থাতেই উৎপাদন শক্তির মতই উৎপাদনের অতি আবশ্যক উপাদান।

মার্ক্স্ বলিযাছেন, "উৎপাদন ব্যাপারে মানুষের সম্পর্ক শুধু প্রকৃতির সঙ্গেই নয়, পরস্পরের সঙ্গেও। বিশেষ প্রকাবেব সহযোগিতা ও আদান প্রদানের মধ্য দিয়াই উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদন করিতে হইলে জনগণকে বিশেষ সম্পর্ক স্বীকাব করিয়া লইতে হয়, এ সম্পর্ক পারস্পরিক —এই সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই প্রকৃতি-জগতের উপব প্রভাব বিস্তার করা অর্থাৎ উৎপাদন সম্ভব"। (কার্ল মার্কস্, "সিলেক্টেড ওয়ার্ক্স্", ইংরেজী সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৬৪)

সুতবাং উৎপাদন বলিতে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক দুই-ই বুঝায়—এবং উৎপাদন ব্যবস্থায ইহারা যে অভিন্ন তাহাই নির্দ্দেশ করে।

উৎপাদনের একটা বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা কখনও বহুদিন এক জায়গায় আটক থাকে না। উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত ও উন্নত হয়—আর এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থায, সামাজিক ধারণায় ও রাজনৈতিক মতামতে ও প্রতিষ্ঠানে পরিবর্ত্তন দেখা যায়—এক কথায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ কাঠামো বদলাইতে হয়। উন্নতির বিভিন্ন স্তরে জনগণ উৎপাদন ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বন করে এবং ভিন্ন প্রকারে জীবন যাপন করে। আদিম সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের রীতি ছিল একরকম, গোলামী ব্যবস্থায় ছিল

আর একরকম, জায়গীরদারী ব্যবস্থায় ছিল আর একরকম। আর এই রীতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে মানুষের সমাজ ব্যবস্থায়, আধ্যাত্মিক জীবনে, রাজনৈতিক মতবাদে ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়।

সমাজের উৎপাদন রীতি যে ধরণের, তাহাই প্রধানতঃ সমাজ, সমাজের চিন্তাধারা ও মতবাদ, সমাজের রাষ্ট্রনৈতিক মনোভাব ও ব্যবস্থাকে নিরূপণ করে।

অথবা আরও খোলাখুলি বলিতে গেলে মানুষের জীবন যাপনের রীতি যেমন, তাহার চিন্তাধারাও হইল তেমন।

ইহার অর্থ এই যে সমাজ বিকাশের ইতিহাস মূলতঃ উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির ইতিহাস' (যে-উৎপাদনের উন্নতি ও রীতি পরস্পরকে শতাব্দীব পর শতাব্দী ধরিয়া অনুসরণ করে)—উৎপাদন শক্তির বিকাশের ইতিহাস, এবং জনগণের পারস্পরিক উৎপাদন সম্পর্কের ইতিহাস।

অতএব সমাজ বিকাশের ইতিহাস বলিতে একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদার্থগুলির উৎপাদকগণেরই ইতিহাস, শ্রমিকদের ইতিহাস বোঝায়; এই শ্রমিকেরাই উৎপাদন রীতির প্রধান শক্তি, ইহারাই সমাজের অস্তিত্বের জন্য যে-সকল বস্তুর প্রয়োজন তাহা উৎপন্ন করে।

কাজেই ইতিহাসকে যদি বাস্তব বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উঠিতে হয় তবে ইতিহাস এখন আর "দিগ্বীজয়ী" ও "অত্যাচারী" রাজা, যোদ্ধা ও শাসকগণের কার্য্যকলাপ দিয়াই সমাজ বিকাশের ধারাকে ব্যাখ্যা করিতে পারিবে না; ইতিহাসকে সর্ব্বোপরি উৎপাদক, শ্রমিক ও জনগণের ইতিহাস আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

কাজেই সামাজিক ইতিহাসের গতিছন্দের নিয়মকে বুঝিতে হইলে মানুষের মন, তাহার মতবাদ ও সমাজ সম্বন্ধীয় ধারণা লইয়া আলোচনা করিলে চলিবে না; ইহার সন্ধান লইতে হইবে কোন নির্দিষ্ট

ঐতিহাসিক কালের উৎপাদন রীতির মধ্যে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে।

অতএব ইতিহাস বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হইল উৎপাদনের নিয়ম, উৎপাদন-শক্তি বিকাশের নিয়ম, উৎপাদনের সম্বন্ধ এবং সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মগুলি আলোচনা ও প্রকাশ করা।

সুতরাং শ্রমিক পার্টি যদি একটি উপযুক্ত পার্টি হইতে চায় তবে তাহাকে উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির নিয়মগুলি জানিতে হইবে, সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাগুলির সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে। যদি ভুল নীতি অনুসরণ করিতে সে না চায় তবে কার্য্যসূচী নিরূপণ করার বিষয়েও, হাতে কলমে কাজ করার বিষয়েও, পার্টিকে উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির নিয়মগুলি, সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মগুলিকে অনুসরণ করিতে হইবে।

উৎপাদনের **দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য** হইল যে ইহার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি আরম্ভ হয় উৎপাদন শক্তির পরিবর্ত্তন ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, এবং প্রথমতঃ উৎপাদনের যন্ত্রাদির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, অতএব উৎপাদন শক্তিই উৎপাদনের সবচেয়ে গতিশীল ও বিপ্লবী উপাদান। সর্ব্বপ্রথম সমাজের উৎপাদন শক্তি পরিবর্ত্তিত ও উন্নত হয় এবং এই উন্নতির উপর **নির্ভর** করিয়া এবং ইহার সহিত **সামঞ্জস্য** রাখিয়া মানুষের উৎপাদন সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহার অর্থ কিন্তু এমন নয় যে উৎপাদন শক্তি উৎপাদন সম্পর্ক নিরপেক্ষ অথবা উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে না। উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির উপর নির্ভর করে বটে, আবার উৎপাদন শক্তিকে সাহায্য অথবা প্রতিহতও করে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে উৎপাদনের পারস্পরিক

সম্পর্কগুলি উৎপাদন শক্তির পিছনে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পড়িয়া থাকিতে পারে না, অথবা উৎপাদন শক্তির বিরোধিতা করিতে পারে না, কারণ এই সম্পর্কগুলি যখন উৎপাদন শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে এবং তাহার উন্নতির সহায়তা করে একমাত্র তখনই উৎপাদন শক্তির চরম উন্নতি হওয়া সম্ভব। কাজেই এই সম্পর্কগুলি যতই পিছনে থাকুক না কেন তাহাদের উৎপাদন শক্তির স্তরে আগাইয়া আসিতেই হইবে, নহিলে উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্কগুলির মধ্যে যে মূল ঐক্য আছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে, উৎপাদন ব্যবস্থায় সংকট দেখা দিবে এবং উৎপাদন শক্তির ধ্বংস হইবে।

এরকম ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত মিলে ধনিক দেশগুলির অর্থসঙ্কটে। সেখানে ধনিক উৎপাদনের উপাদানগুলিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিয়া তুলে এবং ইহা উৎপাদন শক্তির স্বভাববিরোধী, উৎপাদন রীতির সামাজিক বৈশিষ্ট্যের বিরোধী। ইহার ফলে হয় অর্থসঙ্কট এবং উৎপাদন শক্তির লোপ। অধিকন্তু এই অসামঞ্জস্যই সামাজিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক ভিত্তি। সামাজিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য হইল উৎপাদনের বর্ত্তমান সম্পর্ক-গুলির উচ্ছেদ ও নূতন সম্পর্কের সৃষ্টি—আর নূতন সম্পর্কগুলিই উৎপাদন-শক্তির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে পারে।

ধনিকতন্ত্রের এই দৃষ্টান্তের উল্টাদিক হইল সোভিয়েট ইউনিয়নের সোশালিস্ট অর্থনীতি। এখানে উৎপাদনের উপাদানগুলি কাহারও ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জ্জনের অস্ত্র নয়, এগুলি সমগ্র সমাজের অধিকারে। উৎপাদন রীতির সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই ব্যবস্থারই সামঞ্জস্য আছে, আর এইজন্যই অর্থসঙ্কট ও উৎপাদনশক্তির অপচয় সোভিয়েটে অজ্ঞাত।

সুতরাং উৎপাদনশক্তি যে শুধু সবচেয়ে গতিশীল ও বিপ্লবী উপাদান তাহাই নয়, উৎপাদনশক্তি উৎপাদনের উন্নতিও নিরূপণ করে।

উৎপাদনশক্তি যেরূপ হইবে, উৎপাদনের পারস্পরিক সম্পর্কগুলিও হইবে সেইরূপ।

উৎপাদনশক্তির অবস্থা এই প্রশ্নের উত্তর দেয়,—উৎপাদনের কোন্ যন্ত্র দিয়া মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের বস্তুগুলি উৎপন্ন হয়? উৎপাদনশক্তির পারস্পরিক সম্পর্কগুলি আর একটি প্রশ্নের উত্তরে সাহায্য করে—**উৎপাদনের উপাদানগুলির** মালিক কে? অর্থাৎ জমি, বন, জল, খনিজ সম্পদ, কাঁচামাল, চলাচলের যানবাহন এগুলির মালিক কে? এগুলির মালিক কি সমাজ, না কোন ব্যক্তি বা বিশেষ গোষ্ঠী, এগুলোর মালিকানা লইয়া তাহারা কি অপর ব্যক্তিদের বা শ্রেণীকে শোষণ করিবার সুযোগ পায়?

প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পর্য্যন্ত উৎপাদন শক্তির উন্নতির একটি মোটামুটি ছবি এইখানে বাখা হইতেছে। প্রথমে লোকে ব্যবহার করিত পাথরের অস্ত্রাদি, তাহার পর তীর ধনুকের প্রবর্ত্তন হইল; সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাপনের রীতির পরিবর্ত্তন হইল, ব্যাধের জীবন ছাড়িয়া মানুষ পশুপালনে রত হইল। মানুষ যখন ধাতুনির্ম্মিত (লৌহ খড়্গ, কাষ্ঠ ও লৌহনির্ম্মিত লাঙ্গল) অস্ত্রের ব্যবহার শিখিল, তখন সে কৃষিজীবী হইল। আবার এই ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্রাদির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানারকম হাতের কাজের প্রবর্ত্তন ঘটিল; কৃষিকার্য্য থেকে এসকল হাতের কাজকে (যেমন মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ ইত্যাদি) স্বতন্ত্র করা হইল এবং এইরূপ ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়া মানুষের সভ্যতা যন্ত্রযুগে উপস্থিত হইল। হাতের কাজের যুগ অতীত হইল, যন্ত্রযুগের প্রবর্ত্তন হইল। যন্ত্রের সাহায্য লইয়াই আজ বিরাট শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। ইহাই হইল মানুষের সমাজের উৎপাদন শক্তির ক্রমোন্নতির সম্পূর্ণ চিত্র। ইহা থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে যাহারা উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল তাহাদের সাহায্যেই এই উৎপাদনের

যন্ত্রাদির পরিবর্তন ও উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, আর মানুষকে বাদ দিয়া এ উন্নতি হয় নাই। সুতরাং এ সকলের পরিবর্তনে মানুষেরও উন্নতি হইয়াছে, আর মানুষই উৎপাদনশক্তির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান। যন্ত্রাদির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উৎপাদনের অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার শ্রমকুশলতা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে।

সমাজের উৎপাদনশক্তির পরিবর্তন ও উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া মানুষের উৎপাদনের সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন এবং উন্নতি ঘটিয়াছে।

উৎপাদন ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কের পাঁচটি প্রধান রূপ ইতিহাসে দেখা যায়—আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থা, গোলামী ব্যবস্থা, জায়গীরদারী ব্যবস্থা, ধনিকতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র।

আদিম ব্যবস্থার উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি ছিল এই যে উৎপাদনের উপাদানগুলি ছিল সমাজের অধিকারে। সেই যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে এর বেশ মিল আছে। পাথরের অস্ত্রাদি ও তীরধনুকের সাহায্যে মানুষ একাকী বন্যজন্তু ও প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে পারে না। ফল সংগ্রহ করা, মাছধরা, বাসগৃহ নির্মাণ করা সব কাজেই তাহাদের দলবদ্ধ হইবার দরকার হইত—নহিলে অনাহারে মৃত্যু বা বন্যজন্তুর বা প্রতিবেশী কোন শত্রুর কবলে পড়াই ছিল অবশ্যম্ভাবী। ইহার ফলে যাহারা কাজ করিত তাহারাই ছিল উৎপাদনের উপাদানের মালিক এবং উৎপন্ন দ্রব্যেরও মালিক। তখনও সমাজে ব্যক্তিগত অধিকারের ধারণা আসে নাই, প্রত্যেকেরই কয়েকটি অস্ত্রাদি থাকিত যাহা তাহার নিজস্ব, কিন্তু সেইগুলি নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্য। এ সমাজে শ্রেণীবিভাগও ছিল না, শ্রেণীগত শোষণও ছিল না।

গোলামীব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি হইল এই যে, যে

গোলামের মালিক, সে-ই উৎপাদনের মালিক। এই ব্যবস্থায় যাহারা কাজ করে, তাহারাও এই লোকের সম্পত্তি; আর মনিব ক্রীতদাসকে ইচ্ছামত ক্রয়, বিক্রয় বা হত্যাও করিতে পারে, মানুষ ও পশুতে যেন কোন তফাৎ নাই। উৎপাদন ব্যবস্থার এইরূপ পারস্পরিক সম্পর্ক সেই যুগের উপযুক্তই ছিল। পাথরের অস্ত্রাদির পরিবর্তে মানুষ তখন ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদির অধিকারী; আদিম মানুষের শোচনীয় ও অসহায় অবস্থার পরিবর্ত্তে তখনকার মানুষ কৃষিকার্য্য ও শিল্পকার্য্যের সহিত পরিচিত এবং উৎপাদনের বিভিন্ন বিভাগে তখন শ্রমবিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সমাজের এই অবস্থায় পণ্য আদান প্রদানের সম্ভাবনা ও মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধনাগমের সম্ভাবনা হয়। এই সময় উৎপাদনের উপাদানগুলি অল্পসংখ্যক লোকের হাতে থাকে, আর সংখ্যাগরিষ্ঠের দল সংখ্যালঘিষ্ঠের নিকট দাসরূপ জীবনযাপন করে। এই স্তরে আমরা উৎপাদন রীতিতে অবাধ সার্ব্বজনীন শ্রম দেখিতে পাই না—এখানে শ্রমিক হইল ক্রীতদাস, যাহাকে শোষণ করে ক্রীতদাসের অলস মনিবরা। সুতরাং এখানে উৎপাদন ব্যবস্থার উপাদানগুলি সমাজের অধিকারে নয়, এগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তর্গত। গোলামের মালিকই সর্ব্বপ্রথম সম্পত্তির প্রধান অধিকারীরূপে দেখা দিয়াছে।

ধনী ও দরিদ্র, শোষক ও শোষিত, অধিকারী ও সর্ব্বহারার মধ্যে নিদারুণ শ্রেণী সঙ্ঘর্ষ—ইহাই হইল গোলামীর ব্যবস্থার চিত্র।

জায়গীরদারী ব্যবস্থার উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি হইল এই যে জায়গীরদার উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিক, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে উৎপাদনেরত শ্রমিকের মালিক নহে—এই শ্রমিক হইল ভূমিদাস (সার্ফ), যাহাকে ভূস্বামী ক্রয়বিক্রয় করিতে পারিলেও তাহার প্রাণ লইতে পারে না। জায়গীদারী অধিকারের পাশাপাশি উৎপাদনের

উপকরণ এবং ব্যক্তিগত শ্রমের ভিত্তিতে স্থাপিত নিজস্ব ব্যবসায় সম্পর্কে কৃষক ও কারিগরদের অধিকারও দেখা যায়। উৎপাদন ব্যবস্থার এই সকল সম্পর্কগুলি প্রধানতঃ ঐ যুগের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়া থাকে। ইহার পরে লোহা গলাইবার ও লোহার জিনিস বানাইবার ব্যবস্থাব আরও উন্নতি ঘটিল; লোহায় লাঙ্গল ও তাঁতের প্রসার হইল; কৃষিকার্য্য, উদ্যানবিদ্যা, আঙ্গুরের চাষ ও পশুপালনের আরও উন্নতি হইল; কারিগরের নিজস্ব কর্মশালা ছাড়া ছোট ছোট কারখানাও দেখা দিল। উৎপাদনশক্তির তদানীন্তন বৈশিষ্ট্য হইল এইগুলি।

নূতন উৎপাদনশক্তির দাবী হইল এই যে শ্রমিককে উৎপাদনে উদ্যোগ দেখাইতে হইবে, এবং কাজেব জন্য আগ্রহ, কাজে মনোযোগ দিবার ইচ্ছা দেখাইতে হইবে। গোলামের কাজে উৎসাহ নাই এবং উৎপাদনে উদ্যোগিতার অভাব তাহার সম্পূর্ণ, তাই জায়গীরদার গোলামকে বাতিল করিযা দিল, এবং যে-ভূমিদাসের (সার্ফ) ঘরবাড়ী আছে, চাষের যন্ত্রাদি আছে, আর জমি চাষ করার জন্য এবং জমিদারকে উৎপন্ন শস্যের একাংশ দিবার জন্য কাজে যে-আগ্রহ নিতান্ত প্রয়োজন সেই আগ্রহ আছে, তাহার সহিত কারবার করিতে চাহিল।

এখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমা খানিকটা বাড়িয়াছে। শোষণ প্রায় গোলামী আমলের মতই কঠোর, শুধু একটু লঘু হইয়াছে। শোষক ও শোষিতের মধ্যে শ্রেণীসংঘর্ষই জায়গীরদারী ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ধনতন্ত্রের উৎপাদন ব্যবস্থায় পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হইল এই যে ধনিক উৎপাদন ব্যবস্থার উৎপাদনগুলির মালিক, কিন্তু শ্রমিকদের সর্ব্বময় প্রভু নয়। কারণ মজুরদের লইয়া ইচ্ছামত বেচাকেনা চলে

না, অথবা ইচ্ছা করিলে মজুরদের মারিয়া ফেলা যায় না; মজুরেরা ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন কিন্তু তাহাদের কাছে উৎপাদনের উপাদানগুলি নাই বলিয়া অনাহারের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য মজুরীর বিনিময়ে তাহারা ধনিকের কাছে শ্রমশক্তি বিক্রয় করে এবং শোষণের বন্ধন মানিয়া লয়। উৎপাদন ব্যবস্থার উপাদানগুলির মালিকানা ধনিকের, কিন্তু ইহারই পাশাপাশি কৃষক ও কারিগরও উৎপাদনের উপকরণগুলিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করিতেছে। প্রথমে এ দৃষ্টান্ত খুবই মিলিত। এই চাষী ও কারিগরেরা ভূমিদাস নয়, ব্যক্তিগত শ্রমের উপর তাহাদের সম্পত্তি প্রতিষ্ঠিত। ক্রমে কারিগরদের কর্ম্মশালা ও ছোট কারখানাকে বাতিল করিয়া যন্ত্রপাতি শোভিত হইয়া বড় বড় কলকারখানার আবির্ভাব হইল। যে-সব বড় জমিদারীতে আদিমযুগের যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষক জমি চাষ করিত, সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত এবং কৃষিকার্য্যের বৃহৎ যন্ত্রপাতি লইয়া বড় বড় পুঁজিদারী খামার দেখা দিল।

নূতন যুগের উৎপাদনশক্তির পক্ষে প্রয়োজন হইল যে শ্রমিক হইবে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান, আগেকার দিনের ভূমিদাসের মত অবজ্ঞাত ও অজ্ঞ হইলে চলিবে না; আধুনিক যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হইতে এবং ঠিকভাবে যন্ত্র চালাইতে সক্ষম হইতে হইবে। কাজেই ধনিকেরা ভূমিদাসদের বাতিল করিয়া ভূমিদাসত্বের বন্ধনমুক্ত এবং ঠিকভাবে যন্ত্র চালাইবার মত শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকদের সঙ্গে কারবার করিতে চাহিল।

কিন্তু উৎপাদনশক্তিকে বিপুলভাবে বিকশিত করিয়া ধনতন্ত্র পরস্পর-বিরোধী ঘটনার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে—এ জাল হইতে মুক্ত হইবার ক্ষমতা তাহার নাই। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া এবং তাহার দাম কমাইয়া ধনতন্ত্র প্রতিযোগিতাকে প্রখর করিতেছে, ছোট ও মাঝারি ধরণের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারীর দলকে নিঃশেষ

করিতেছে, তাহাদের সর্ব্বহারার পর্য্যায়ে পরিণত করিতেছে এবং কিনিবার শক্তি কমাইতেছে; ফলে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করাই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। অপরপক্ষে, উৎপাদন বাড়াইয়া এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বিরাট কলকারখানায় একত্র করিয়া ধনতন্ত্র উৎপাদনকে এক সামাজিক বৈশিষ্ট্য দান করিতেছে এবং ফলে ধনতন্ত্রের নিজের ভিত্তি ক্ষয় পাইতেছে, কারণ উৎপাদন রীতিতে এই সামাজিক বৈশিষ্ট্য দাবী করে যে উৎপাদনের উপাদানগুলি সামাজিক অধিকারে যাওয়া প্রয়োজন, কিন্তু এগুলি এখনও ব্যক্তিগত ধনিক সম্পত্তি, এইরূপ অবস্থা উৎপাদনরীতির সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খায় না।

উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্কগুলির মধ্যে এই যে অনপনেয় অসঙ্গতি, ইহার ফলে মাঝে মাঝে দেখা যায় যে উৎপন্ন দ্রব্যের আধিক্যের জন্য সঙ্কট উপস্থিত হয়, নিজেরাই জনসাধারণের ক্রয়শক্তি কমাইয়া তখন ধনিকরা দেখে যে তাহাদের মালের আসল চাহিদা নাই, তখন বাধ্য হইয়া তাহারা উৎপন্ন দ্রব্য পুড়াইয়া ফেলে, মাল নষ্ট করিয়া দেয়, উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেয় এবং যে-সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক কাজ ও খাদ্যের অভাবে হাহাকার করে সেই সময় উৎপাদন শক্তিকে পঙ্গু করিয়া দেয়। লোকে যে হাহাকার করে তাহার কারণ মালের অভাব নয়, অতিরিক্ত মাল উৎপাদন তাহার কারণ।

ইহার অর্থ এই যে ধনিকতন্ত্রের উৎপাদন ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কগুলি সমাজের উৎপাদনশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না, বরং অনপনেয় অসঙ্গতির সৃষ্টি করিতেছে।

ইহার অর্থ এই যে ধনতন্ত্রের গর্ভে বিপ্লব জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছে, যে-বিপ্লবের উদ্দেশ্য হইল উৎপাদন ব্যবস্থায় বর্ত্তমান ধনিক-সম্পত্তি বাতিল করিয়া সোশালিস্ট সম্পত্তি প্রতিষ্ঠিত করা।

ইহার অর্থ এই যে ধনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য শ্রেণী সংঘর্ষ।

উৎপাদন ব্যবস্থার যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সোশালিজ্‌মের আমলে দেখা যায় (যে-সম্পর্ক একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে) তাহার মূলকথা হইল এই যে উৎপাদন ব্যবস্থার উপাদানগুলি হইবে সমাজের সম্পত্তি। এখানে আর শোষক-শোষিতের অস্তিত্ব নাই। উৎপন্ন দ্রব্য বিলি হইবে যে যে-রকম পরিশ্রম করিতেছে, সেইভাবে—এই ব্যবস্থার পশ্চাতে যে নীতি, তাহা হইল এই—"যে কাজ করিবে না সে খাইতেও পাইবে না।". এখানে উৎপাদন পদ্ধতিতে জনগণের পরস্পর সম্পর্কে বন্ধুত্বলভ সহযোগিতার ভাব আছে, শোষণমুক্ত শ্রমিকদের পারস্পরিক সোশালিস্ট সাহায্যের লক্ষণ রহিয়াছে। এখানকার উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদনশক্তির অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতেছে, কারণ উৎপাদন পদ্ধতির সামাজিক রূপকে উৎপাদনের উপাদানসমূহের উপর সমাজের সম্পূর্ণ অধিকার সমৃদ্ধ করিতেছে।

এই কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নে কখনও থাকিয়া থাকিয়া উৎপন্নদ্রব্যের আধিক্য বা আনুষঙ্গিক অসঙ্গতি দেখা যায় না।

এই কারণে এখানে উৎপাদনশক্তির উন্নতি দ্রুত; উৎপাদনশক্তির সঙ্গে সমানতালে চলিয়া উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্কগুলি এই উন্নতির পথ সম্পূর্ণ খুলিয়া দেয়।

মানুষের ইতিহাসে উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্র হইল এই।

উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সমাজের উৎপাদনশক্তি এবং প্রধানতঃ উৎপাদনের যন্ত্রাদির উন্নতির উপর এতই নির্ভরশীল যে উৎপাদনশক্তির বিকাশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া তাড়াতাড়ি কিংবা দেরী করিয়া মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কেরও পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হয়।

মার্ক্স্‌ বলিয়াছেন : "উৎপাদনের সহায়তার জন্য অস্ত্রাদির ব্যবহারের উদাহরণ যদিও অসম্পূর্ণ আকারে আমরা কোন কোন শ্রেণীব প্রাণীর মধ্যে দেখিতে পাই, কিন্তু এটাকে মানুষের বৈশিষ্ট্যই বলা উচিত; এজন্য ফ্র্যাঙ্কলিন মানুষকে বলিয়াছেন 'অস্ত্র-নির্মাণকারী প্রাণী'। জীবাবশেষ (fossil) যেমন অধুনালুপ্ত জন্তুর আকৃতি সম্বন্ধে একটা আভাষ দেয় সেইরূপ অতীতযুগের উৎপাদনের যন্ত্রপাতিও অধুনালুপ্ত সমাজের স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণাতে সাহায্য করে। অর্থনৈতিক যুগগুলিকে ভাগ করিতে গেলে কোন্ যুগে কি দ্রব্য প্রস্তুত হইত ইহা তত প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে সেইগুলি তৈয়ার হইত তাহা জানা বিশেষ প্রয়োজন। ···উৎপাদনের যন্ত্রপাতি একদিকে যেমন মানুষের শ্রমকুশলতা নির্দ্দেশ করে অপরদিকে তেমনই বুঝাইয়া দেয় যে যে-সমাজে ঐ শ্রম করা হইত, সে-সমাজের অবস্থা কেমন ছিল।" (মার্ক্স্‌, "ক্যাপিট্যাল", ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৯)

মার্ক্স্‌ আরও বলিয়াছেন :

"সামাজিক সম্বন্ধের সঙ্গে উৎপাদনশক্তির একটা বিশেষ যোগ আছে। নূতন উৎপাদনশক্তি অর্জ্জন করিলে মানুষ উৎপাদনের রীতি পরিবর্ত্তন করে; আব এই রীতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, জীবিকা উপার্জ্জনের উপায়ে পরিবর্ত্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। তুমি যখন হাতে যন্ত্র চালাও তখন তুমি বাস কর জায়গীরদারী ব্যবস্থার যুগে, আর যখন সেই যন্ত্রই বাষ্পে চালিত হয় তখন তুমি ধনতন্ত্রের পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত।" (মার্ক্স্‌, "দর্শনের দৈন্য", ইংরেজী সংস্করণ, পৃঃ ৯২)

"উৎপাদনশক্তির নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধের ও মানুষের চিন্তাধারার ভাঙন গড়ন চলিতেছে; সনাতন বলিয়া যদি কিছু থাকে তো তাহা গতিশীলতা।" (ঐ পৃঃ ৯৩)

"কমিউনিস্ট ইস্তাহারে" প্রচারিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া এঙ্গেল্‌স্ বলিয়াছেন :

"প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগের অর্থনৈতিক উৎপাদন ও অনিবার্য্যভাবে তাহা হইতে উদ্ভূত সমাজের গঠন সেই যুগের রাজনীতি ও চিন্তাধারার ইতিহাসের বনিয়াদ সৃষ্টি করে।...সুতরাং আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থার বিলোপের পর থেকে মানুষের ইতিহাস, শ্রেণীসংঘর্ষেরই ইতিহাস, এ সংঘর্ষ শোষক ও শোষিতের মধ্যে সমাজ বিবর্ত্তনের বিভিন্ন স্তরে শাসক ও শাসিতশ্রেণীর মধ্যে।...আজ এই শ্রেণীসংগ্রাম এমন পর্য্যায়ে আসিয়াছে যে এখন শোষিত ও অত্যাচারিত শ্রেণী (সর্ব্বহারা) শুধু নিজেকে শোষক ও অত্যাচারীর (বুর্জোয়া শ্রেণীর) হাত থেকে মুক্ত করিতে পারে না, মুক্তি পাইতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের জন্য সমগ্র সমাজকেই অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত করিতে হয়।" ("কমিউনিস্ট ইস্তাহারে"র জার্মান সংস্করণের ভূমিকা—মার্ক্‌স্, "সিলেক্টেড্ ওয়ার্ক্‌স্", ইংরেজী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯২-৯৩)

উৎপাদনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে নূতন উৎপাদকশক্তি এবং তদনুযায়ী উৎপাদন সম্পর্ক পুরাতন ব্যবস্থা তিরোধান করার পর পুরাতন ব্যবস্থা হইতে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হয় না, বরং পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যেই পরিবর্ত্তন ঘটে ; নূতন উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্ক মানুষের স্বেচ্ছাকৃত ও সচেতন কার্য্যের ফলে হয় না, বরং হয় স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে, অচেতনভাবে এবং মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে। দুইটি কারণে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে এবং কাহারও ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে এই পরিবর্ত্তন হয়।

প্রথমতঃ, একটি কিংবা আর একটি উৎপাদনরীতি মানুষ ইচ্ছামত বাছিয়া লইতে পারে না, কারণ প্রত্যেক পুরুষ যখন কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করে তখন দেখে যে পূর্ব্বপুরুষদের চেষ্টায় উৎপাদনশক্তি ও সম্পর্ক

সমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং সেইজন্য তাহাকে প্রথমটা মানিয়া লইতে হইতেছে এবং বাস্তবজীবনের জন্য প্রয়োজন উৎপাদন করিবার জন্য উৎপাদনক্ষেত্রে যাহা কিছু মজুদ রহিয়াছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ যখন কোন একটি উৎপাদনযন্ত্রের ও উৎপাদন-শক্তির কোন একটি উপাদানের উন্নতিসাধন করে, তখন এই উন্নতির **সামাজিক** ফলাফল কি ঘটিবে সে চিন্তা করে না, ভাবিয়া দেখিবার ধৈর্য্য তাহার থাকে না, সে কেবল ভাবে তাহার দৈনন্দিন স্বার্থের কথা, ভাবে কেমন করিয়া শ্রমলাঘব করা যায়, কেমন করিয়া নিজেদের জন্য প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সুবিধা পাওয়া যায়।

আদিম যৌথ ব্যবস্থায় যখন কয়েকজন মানুষ ক্রমে ক্রমে ও হাতড়াইতে হাতড়াইতে প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রাদির ব্যবহার ছাড়িয়া ধাতু-নির্ম্মিত অস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল, তখন তাহারা জানিত না এবং স্থির হইয়া ভাবে নাই যে ঐ আবিষ্কারের **সামাজিক** পরিণাম কি—তাহারা বুঝে নাই বা ভাবে নাই যে ধাতব অস্ত্রে পরিবর্ত্তনের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপ্লব আসিবে, তাহারা বুঝে নাই যে ইহার চরম পরিণতি গোলামী ব্যবস্থায়। তাহারা শুধু চাহিয়াছিল নিজেদের পরিশ্রমকে লঘু করিতে, এবং অবিলম্বে প্রত্যক্ষ সুবিধা লাভ করিতে; তাহাদের সচেতন কার্য্য প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল।

জায়গীরদারী ব্যবস্থার যুগে ইয়োরোপে নবীন বুর্জোয়া সমাজ যখন ছোট ছোট কারখানার পাশে বড় বড় উৎপাদন কেন্দ্র গড়িতে শুরু করে এবং সমাজের উৎপাদন শক্তির উন্নতিসাধন করে, তখন অবশ্য তাহারা জানিত না এবং স্থির হইয়া ভাবে নাই যে এই পরিবর্ত্তনের

সামাজিক ফলাফল ও পরিণাম কি। তাহারা জানিত না ও বুঝিত না যে এই "সামান্য" নূতনত্ব সাধনের ফলে সমাজের শক্তিপুঞ্জকে নূতন-ভাবে সাজাইয়া যে বিপ্লব হইবে, তাহাতে যে-রাজার অনুগ্রহ তাহাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান্ ছিল এবং যে-অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য ইহাদের প্রধান প্রতিনিধিরা প্রায়ই কামনা করিত, তাহাদের উভয়েরই শক্তি বিপন্ন হইবে। ইহারা শুধু চাহিত দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয়সঙ্কোচ করিতে, ইহারা চাহিত এশিযার ও নব আবিষ্কৃত আমেরিকার বাজারে বহুল পরিমাণে পণ্য পাঠাইতে, এবং ক্রমাগত বেশী লাভ করিতে। ইহাদের সচেতন কার্য্যক্রম এই তুচ্ছ সাধারণ উদ্দেশ্যের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

যখন রাশিয়ার ধনীরা বিদেশী ধনীদের সাহায্যে রাশিয়ায় উৎসাহের সঙ্গে আধুনিক বড়দরের কলকারখানা বসায়, তখন তাহারা জারতন্ত্রকে অটুট রাখে এবং জমিদারদের করুণার উপর কৃষকদের ছাড়িয়া দেয়। তাহারা তখন নিশ্চয়ই জানিত না এবং ভাবিবাব অবকাশ পায় নাই যে উপাদানশক্তির এই বিপুল প্রসারের **সামাজিক** ভবিষ্যৎ কি। তাহারা জানিত না বা বুঝিত না যে সমাজের উৎপাদন শক্তির এই বিপুল বৃদ্ধিতে সামাজিক শক্তিপুঞ্জের যে নূতন সমাবেশ ঘটিবে, তাহার ফলে সর্ব্বহারা শ্রেণী কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনে এবং বিজয়ী সোশালিস্ট বিপ্লবসাধনে সমর্থ হইবে। তাহারা শুধু চাহিয়াছিল শেষ সীমা পর্য্যন্ত শিল্পোৎপাদন বাড়াইতে, রাশিয়ার বিরাট বাজার দখল করিয়া ক্রমে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করিতে, এবং যতটা সম্ভব জাতির ধনভাণ্ডার হইতে মুনাফা শোষণ করিতে। তাহাদের সচেতন কার্য্য এই কয়েকটি সাধারণ স্বার্থের গণ্ডীতেই আবদ্ধ ছিল। এই জন্যই মার্ক্স্ বলিয়াছেন :—

"সামাজিক উৎপাদনে (অর্থাৎ মানুষকে বাঁচাইতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহা উৎপাদন করিলে) মানুষকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক মানিয়া লইতে হয়, যে-গুলি অপরিহার্য্য ও যাহা মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ; এই উৎপাদন সম্পর্কগুলি উৎপাদন ব্যবস্থার বাস্তবশক্তির বিকাশের নির্দ্দিষ্ট স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া গড়িয়া উঠে"।

ইহার অর্থ এমন নয় যে উৎপাদনের সম্পর্কগুলির পরিবর্ত্তন—পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ক হইতে নূতন উৎপাদন সম্পর্কে রূপান্তরণ অতি সহজে, বিনা বাধায় ও বিনা সংঘর্ষেই হয়। অপরপক্ষে, সম্পর্কের এই রূপান্তর সাধারণতঃ ঘটে প্রাচীন উৎপাদন সম্পর্কের বিপ্লবী উচ্ছেদ এবং নূতন উৎপাদন সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়া। উৎপাদনশক্তির উন্নতি ও এই সম্পর্কগুলির পবিবর্ত্তন স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে এবং মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই হয়, কিন্তু তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট স্তর পর্য্যন্ত। নূতন ও বিকাশপ্রবণ উৎপাদনশক্তি যখন ব্যবহারযোগ্য হয় তখন উৎপাদনের বর্ত্তমান সম্পর্ক ও তাহার ধ্বজাধারীরা—অর্থাৎ শাসকশ্রেণী হইয়া পড়ে "অনতিক্রম্য" প্রতিবন্ধক, যাহাকে কেবল নূতন শ্রেণীগুলির সচেতন ও সজোর কার্য্যক্রম, অর্থাৎ বিপ্লবই সরাইতে পারে। এইখানেই নূতন সামাজিক চিন্তা, নূতন রাজনৈতিক ক্ষমতা, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বিবাট ভূমিকা; ইহাদের উদ্দেশ্য হইল জোর করিয়া পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে বাতিল করিয়া দেওযা। নূতন উৎপাদনশক্তি ও পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া, সমাজের নূতন অর্থনৈতিক দাবীর মধ্য দিয়া, নূতন সামাজিক চিন্তাধারা জাগিয়া উঠে; নূতন চিন্তাধারা জনগণকে সংগঠিত ও সুসংহত করে; জনগণ নূতন এক রাজনৈতিক বাহিনীতে গ্রথিত হয়, নূতন বিপ্লবীশক্তি সৃষ্টি করে, এবং এই শক্তি ব্যবহার করিয়া সজোরে উৎপাদন সম্পর্কের প্রাচীন ব্যবস্থাকে উৎপাটিত করে ও নূতন

ব্যবস্থাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। অগ্রগতির স্বতঃস্ফূর্ত পদ্ধতির স্থলে আসে মানুষের সচেতন কর্ম্মকাণ্ড, শান্তিপূর্ণ বিকাশের স্থলে আসে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, ধীর বিবর্ত্তনের স্থলে আসে বিপ্লব।

মার্ক্স্ বলিয়াছেন :—

"বুর্জোয়ার সঙ্গে সংগ্রামের সময় সর্ব্বহারাশ্রেণীকে ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হইতে হয়···বিপ্লবের সাহায্যে এই শ্রেণী নিজেকে শাসকশ্রেণীর পর্য্যায়ে তুলে এবং শাসকরূপে উৎপাদনের পুরাতন ব্যবস্থাকে সজোরে সরাইয়া দেয়।" ("কমিউনিস্ট ইস্তাহার"—কার্ল মার্ক্স্, "সিলেক্টেড্ ওয়ার্ক্স্", ইংরেজী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮)

মার্ক্স্ আরও বলিয়াছেন :—

"সর্ব্বহারা তাহার রাজনৈতিক আধিপত্য ব্যবহার করিয়া ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়ার হাত হইতে মূলধন কাড়িয়া লইবে, উৎপাদনের সমস্ত যন্ত্র রাষ্ট্রের অধিকারে আনিবে; অর্থাৎ সর্ব্বহারা শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠিত হইয়া ইহা করিবে, এবং সমগ্র উৎপাদনশক্তি যথাসম্ভব শীঘ্র বাড়াইয়া তুলিবে।" (ঐ পৃঃ ২২৭)

অন্যত্র মার্ক্স্ বলিয়াছেন,—"প্রত্যেক পুরাতন সমাজের গর্ভ হইতে নূতন সমাজের জন্ম সময়ে ধাত্রীর কাজ করে বলপ্রয়োগ।" ("ক্যাপিটাল", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭৬)

"অর্থনৈতিক সমালোচনা" নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ইতিহাস-বিশ্রুত ভূমিকায় মার্ক্স্ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সারকথাকে চমৎকারভাবে বুঝাইয়াছেন :—"মানুষ যে সামাজিক উৎপাদন চালায়, তাহাতে সে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক মানিয়া লয়, যাহার উপর মানুষের ইচ্ছাশক্তির কোন প্রভাব নাই এবং যাহা অপরিহার্য্য; এই উৎপাদন সম্পর্কগুলি উৎপাদন ব্যবস্থার বাস্তবশক্তির বিকাশের নির্দ্দিষ্ট স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য

রাখিয়া গড়িয়া উঠে। এই উৎপাদন সম্পর্কগুলি একত্রিত হইয়া সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সৃষ্টি হয়; এই বনিয়াদের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট ধরণের সমাজ চেতনার সামঞ্জস্য আছে, এবং এই বাস্তব ভিত্তির উপরই আইন ও রাজনীতির দিক হইতে ইমারৎ খাড়া হয়। সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও মননবিষয়ক জীবনধারাকে বাস্তব জীবনে উৎপাদন পদ্ধতিই নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চেতনা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না—মানুষের সামাজিক সত্তা তাহার চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিকাশের একটি বিশিষ্ট স্তরে উৎপাদনের শক্তির সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কগুলির বিরোধ ঘটে কিংবা ঐ একই ব্যাপারকে আইনের ভাষায় বলিতে গেলে যে সম্পত্তি-সম্পর্কের গণ্ডীতে উৎপাদন শক্তি সক্রিয় ছিল তাহার সঙ্গেই বিরোধ বাধে। উৎপাদন শক্তির বিকাশের বিভিন্নরূপ হইতে এখন এই সম্পর্কগুলি সে-শক্তির শৃঙ্খলে পরিণত হয়। তখন আরম্ভ হয় সামাজিক বিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদে পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিরাট ইমারত অল্পাধিক দ্রুতবেগে বদলাইতে থাকে। এই রূপান্তরের কথা আলোচনা করিতে গেলে দুইটি বিষয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হইবে, একটি হইল উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব রূপান্তর, যাহাকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অনিবার্য্য নিয়মমাফিক নিয়ন্ত্রণ করা যায়; আর একটি হইল মানুষের চিন্তাধারার স্বরূপ—আইন, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্ম, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, দর্শন—যাহার সাহায্যে মানুষ এই বিরোধ বিষয়ে সচেতন হয় ও বিরোধ নিরসনের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কোন মানুষ নিজের সম্বন্ধে কি ভাবে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া যেমন তাহার সম্বন্ধে কোন মত পোষণ করা চলে না, তেমনই পরিবর্ত্তনের কোন যুগকে তাহার নিজস্ব চেতনা দিয়া বিচার করা যায় না, বরং সে-যুগের চেতনাকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে বাস্তবজীবনের স্ববিরোধিতা

দ্বারা, সে-যুগের সামাজিক উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে জায়মান সংঘর্ষ দ্বারা। সমাজের উৎপাদন শক্তির পূর্ণতম বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন সমাজ ব্যবস্থার লোপ হইতে পারে না; পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে নূতন ব্যবস্থার অস্তিত্বের উপযোগী অবস্থা যতদিন না পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ততদিন উৎপাদনের উচ্চতর নূতন সম্পর্কগুলি আবির্ভূত হইতে পারে না। সুতরাং মানুষ সেই কাজেরই ভার গ্রহণ করে, যে-কাজের জটিলতার সমাধান সে করিতে পারে; কারণ একটু মনোযোগের সহিত দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে-কোন একটি কর্ত্তব্য তখনই আমাদের সম্মুখে দেখা দেয় যখন সে-কর্ত্তব্য সমাধা করার পক্ষে অনুকূল বাস্তব অবস্থা উদ্ভূত হইয়াছে কিংবা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। (কার্ল মার্ক্‌স্‌, "সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌", ইংরেজী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬-৫৭)

সামাজিক জীবনে ও সমাজের ইতিহাসে প্রয়োগ করিলে মার্ক্‌স্‌পন্থী বস্তুবাদ হইল এইরূপ।

এইগুলি হইল দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে মতবাদের কি সম্পদকে লেনিন পার্টির জন্য রক্ষা করিয়া রাখিয়াছেন এবং সংস্কারবাদী ও দলত্যাগীদের আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া রাখিযাছেন। আরও বুঝা যাইবে যে আমাদের পার্টির বিকাশে "মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌ ও এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিজ্‌ম্‌" গ্রন্থের প্রকাশ কত বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

৩। স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগে বল্‌শেভিক্‌ ও মেন্‌শেভিক্‌দের কার্য্যকলাপ—'লিকুইডেটর' ও 'অট্‌সোভিস্ট্‌দের' বিরুদ্ধে বল্‌শেভিক্‌দের সংগ্রাম

বিপ্লব যখন বৃদ্ধি পাইতেছিল, পূর্ব্বেকার সেই সময়ের তুলনায় প্রতিক্রিয়ার যুগে পার্টি সংগঠনগুলির কাজ ঢের বেশী শক্ত ছিল। পার্টির সভ্যসংখ্যা দারুণ কমিয়া গিয়াছিল। পার্টির অনেক পেতি-বুর্জোয়া সহযাত্রী, বিশেষত বুদ্ধিজীবীরা জার-সরকারের অত্যাচারের ভয়ে পার্টি থেকে সরিযা পড়িল।

লেনিন নির্দ্দেশ দিলেন যে ঐ রকম সময়ে বিপ্লবী পার্টিগুলির কর্ত্তব্য হইল নিজেদের জ্ঞানকে সম্পূর্ণ করা। বিপ্লবের অভ্যুত্থানের যুগে তাহারা অগ্রসর হইবার পদ্ধতি শিখিয়াছিল; প্রতিক্রিয়ার যুগে তাহাদিগকে শিখিতে হইবে যে কেমন করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হটা যায, কি ভাবে আত্মগোপন করিয়া কাজ চালাইতে হয়, কেমন করিয়া বে-আইনী পার্টিকে বাঁচাইয়া রাখিতে ও শক্তিশালী করিতে হয়, কেমন করিয়া আইনের সুযোগ লইতে হয়, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ককে দৃঢ় কবিবার জন্য সমস্ত বৈধ প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ করিয়া জনসংগঠনগুলিকে ব্যবহার করিতে হয়।

বিপ্লবের প্রবাহে আবার জোয়ার আসা সম্ভব এ বিশ্বাস না থাকায় মেন্‌শেভিক্‌রা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পিছু হটিয়া যায়; পার্টির বিপ্লবী 'স্লোগান' ও পার্টির কর্ম্মসূচীর বিপ্লবী দাবীগুলিকে তাহারা অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে পরিত্যাগ করে; তাহারা সর্ব্বহারা বিপ্লবী, বে-আইনী পার্টিকে ভাঙিয়া উঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। এইজন্য এ ধরণের মেন্‌শেভিক্‌রা 'লিকুইডেটর' নামে পরিচিত হইল।

মেন্‌শেভিক্‌দের মতের বিরুদ্ধে বল্‌শেভিক্‌রা এই ধারণা নিশ্চিতভাবে পোষণ করিত যে কয়েক বৎসরের মধ্যে বিপ্লবের প্রবাহে জোয়ার আসিবে এবং এই নূতন সমুত্থানের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা হইল পার্টির কর্ত্তব্য। বিপ্লবের মূল সমস্যাগুলির সমাধান তখনও হয় নাই। চাষীরা জমিদারদের জমি পায় নাই, শ্রমিকরা আট ঘণ্টা-দিনের দাবী আদায় করে নাই, জনসাধারণের চক্ষে জঘন্য যে-জারতন্ত্র উহার উচ্ছেদ হয় নাই। এবং ১৯০৫ সালে জনসাধারণ যে-সামান্য রাজনৈতিক অধিকার ছিনাইয়া লইয়াছিল, তাহাও জারতন্ত্র আবার চাপিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং যে-সমস্ত কারণে ১৯০৫ সালের বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটে, সে-সমস্ত কারণ তখনও বলবৎ ছিল। এই জন্যই বল্‌শেভিক্‌রা নিশ্চিত জানিত যে বিপ্লবী আন্দোলনের নূতন অভ্যুত্থান ঘটিবে, এই জন্যই তাহারা ইহার জন্য প্রস্তুত হইত এবং শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিকে সংহত করিত।

বিপ্লবের প্রবাহে নূতন গতিবেগের অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে বল্‌শেভিক্‌দের নিশ্চিতির আরও একটি কারণ হইল এই যে ১৯০৫-এর বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীকে নিজের অধিকারের জন্য ব্যাপক বিপ্লবী সংগ্রাম চালাইতে শিক্ষা দিয়াছিল। প্রতিক্রিয়ার যুগে যখন ধনিকরা আক্রমণ শুরু করিল, তখন শ্রমিকরাও ১৯০৫ সালের শিক্ষা ভুলিতে পারে নাই। লেনিন শ্রমিকদের যে সব চিঠি উদ্ধৃত করিয়া দেখান, তাহাতে কারখানা-মালিকরা কি ভাবে আবার শ্রমিকদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতেছে, সে কথা জানায় এবং বলে: "দাঁড়াও, ১৯০৫ সাল আবার আসিবে!"

বল্‌শেভিক্‌দের মূলগত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ১৯০৫ সালে যাহা ছিল তাহাই রহিল। অর্থাৎ জারতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে তাহার উপসংহার পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া এবং সোশালিস্ট বিপ্লবের

দিকে অগ্রসর হওয়া। কখনও মুহূর্ত্তের জন্যও বল্‌শেভিক্‌রা এই উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায় নাই; এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, জমিদারী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং দিনে আট ঘণ্টা মজুরীর সময় বাঁধিয়া দেওয়া, এই প্রধান বিপ্লবী 'স্লোগানগুলি' পূর্ব্বের মত জনগণের সম্মুখে রহিল।

কিন্তু ১৯০৫ সালে বিপ্লবস্রোতের জোয়াবের সময় পার্টির কর্ম্মকৌশল যাহা ছিল, এখন আর তাহাই থাকা সম্ভব ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে বিপ্লবী আন্দোলন যখন অবনতির মুখে, শ্রমিকশ্রেণী যখন নিতান্ত অবসন্ন অবস্থায় রহিয়াছে, এবং প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি রীতিমত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, তখন অবিলম্বে ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট কিংবা সশস্ত্র অভ্যুত্থানেব জন্য জনগণকে আহ্বান করা ভুল হইত। পার্টিকে তখন নূতন পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করিতে হইল। আক্রমণ মূলক কৌশলের বদলে আত্মরক্ষামূলক কৌশল, শক্তি সঞ্চয়ের কৌশল, কর্ম্মীদিগকে পার্টির গোপন ঘাঁটিতে টানিয়া আনা ও সেই গোপন ঘাঁটি হইতে কাজ চালাইয়া যাওয়ার কৌশল, শ্রমিকশ্রেণীর বৈধ সংগঠনগুলিতে কাজকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে বে-আইনী কাজকর্ম্মের যোগাযোগ রাখার কৌশল লইতে হইল।

বল্‌শেভিক্‌রা এই সব কাজ সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম বলিয়া প্রমাণ দিল।

লেনিন লেখেন: "বিপ্লবের পূর্ব্বে সুদীর্ঘ বৎসরগুলিতে কেমন করিয়া কাজ করিতে হয় আমরা জানিতাম। লোকে যে বলে আমরা পাহাড়ের মত শক্ত, তাহা অমূলক নয়। সোশাল-ডেমক্রাটরা এমন এক সর্ব্বহারা পার্টি গড়িয়াছে, যাহা সশস্ত্র আক্রমণের প্রথম পরাজয়ে আশা হারায় না, হতভম্ব হইয়া পড়ে না ও গোঁয়ারতুমিতে গা ভাসাইয়া দেয় না।" (লেনিন, "কলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌", দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ১২৬)

অবৈধ পার্টি সংগঠনগুলিকে বাঁচাইয়া ও শক্ত করিবার জন্য বলশেভিক্‌রা সচেষ্ট হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিয়া পার্টিকে শক্তিশালী করিবার জন্য প্রত্যেকটি আইনগত সুযোগ, প্রত্যেকটি আইনের ফাঁকের সদ্ব্যবহার করা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া স্থির করিল।

"এই হইল যেই যুগ যখন আমাদেব পার্টি জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে ঘোবালো ধবণে সংগ্রাম চালানোর দিকে মোড ফিরাইল, পরস্পর সাহায্য সমিতিগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া ডুমা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি আইনগত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার দিকে চলিল। ১৯০৫-এব বিপ্লবে আমাদেব পবাজয়ের পর আমাদের পশ্চাদপসরণের পর যুগ হইল এই। আমাদের শক্তি সংগ্রহ করিয়া আবার জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিপ্লবী সংগ্রাম আরম্ভ কবিবার জন্য লডিবাব নূতন কৌশল আয়ত্ত করা এই মোড ফিরানোর ফলে অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িল।" (জে, স্টালিন, "পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের অবিকল রিপোর্ট।" রুশ সংস্কবণ, ১৯৩৫, পৃঃ ৩৬৬-৬৭)

যে-সব বৈধ সংগঠন অবশিষ্ট ছিল, সেগুলি পার্টির গোপন কর্ম্মকেন্দ্রসমূহের উপর একটি পর্দ্দা হিসাবে এবং জনগণের সঙ্গে সম্পর্করক্ষার একটা উপায় হিসাবে কাজ কবিতে লাগিল। জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য বলশেভিক্‌রা ট্রেড-ইউনিয়ন এবং আতুর কল্যাণ সমিতি, শ্রমিকদের সমবায় মণ্ডলী, 'ক্লাব', শিক্ষাসমিতি, "পীপ্‌ল্‌স্ হাউস" প্রভৃতি বৈধ সাধারণ সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করিত। জার-সরকারের আসল নীতি জাহির করিয়া দিতে, কন্‌স্টিটিউশনাল্ ডেমক্রাটদের সম্বন্ধে হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া দিতে, এবং কৃষকদিগকে সর্ব্বহারার স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার জন্য বলশেভিক্‌রা স্টেট্ ডুমা হইতে প্রচারের সুযোগ

লইত। পার্টির অবৈধ সংগঠনকে অটুট রাখিয়া সব রকম রাজনৈতিক কাজ এই সংগঠনের নির্দ্দেশ অনুসারে চালাইতে পারার ফলে পার্টি নির্ভুল নীতি অনুসরণ করিতে পারিল এবং বিপ্লবের প্রবাহে নূতন আলোড়নের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিল।

বল্‌শেভিক্‌রা তাহাদের বিপ্লবী কর্ম্মপদ্ধতিকে আগাইয়া লইল **দুই ফ্রণ্টে** সংগ্রাম চালানোর ফলে, পার্টির মধ্যে দুই ধরণের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে। সংগ্রাম চলিল পার্টির খোলাখুলি শত্রু "লিকুইডেটরদের" বিরুদ্ধে এবং "অট্‌সোভিস্ট" নামে পরিচিত পার্টির গোপন শত্রুদের বিরুদ্ধে।

সুবিধাবাদী ভাবধাবার প্রথম আবির্ভাবের সময হইতে লেনিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিক্‌রা 'লিকুইডেশনিজমেব' বিরুদ্ধে নির্ম্মমভাবে সংগ্রাম চালায়। লেনিন দেখাইযা দিলেন যে 'লিকুইডেটররা' হইল পার্টির মধ্যে লিবারল বুর্জোয়াদেব দালাল।

১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে রুশ-সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবরপার্টির পঞ্চম (নিখিল রুশ) সম্মেলন প্যারিস শহবে বসিল। লেনিনের প্রস্তাবে এই সম্মেলন 'লিকুইডেশনিজ্‌মের' নিন্দা করিল। অর্থাৎ পার্টি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একাংশ (মেন্‌শেভিক্‌রা) "পার্টির বর্ত্তমান সংগঠনকে উঠাইয়া দিয়া যে-কোন উপায়ে, এমনকি পার্টির কর্ম্মপদ্ধতি, কৌশল ও ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াও এক আইন সঙ্গত, পাঁচমিশেলী, অবয়বহীন সংঘ স্থাপন করার যে চেষ্টা করিতেছিল", তাহার নিন্দা করা হইল। ("সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বল্‌শেভিক্) প্রস্তাবাবলী", রুশ সংস্করণ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১২৮)

লিকুইডেটরদের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অটল সংকল্প লইয়া সংগ্রামের জন্য সম্মেলন পার্টির সমস্ত সংগঠনকে আহ্বান করিল।

কিন্তু মেন্‌শেভিকরা সম্মেলনের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লয় নাই এবং ক্রমেই বেশী করিয়া 'লিকুইডেশনিজ্‌মের' দিকে কথা বলিল, বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল, কন্‌স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটদের সঙ্গে হাত মিলাইল। মেন্‌শেভিক্‌রা আরও খোলাখুলিভাবে সর্ব্বহারা পার্টির বিপ্লবী কার্য্যক্রমকে পরিহার করিল—গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, আটঘণ্টা মজুরী এবং জমিদারী বাজেয়াপ্ত সম্বন্ধে দাবী ছাড়িয়া দিতে লাগিল। তাহারা পার্টির কার্য্যক্রম ও কৌশল পরিহার করার পুরস্কার হিসাবে চাহিল যে জারতন্ত্র যেন এক প্রকাশ্য, বৈধ, তথাকথিত "শ্রমিক"পার্টির অস্তিত্বে সম্মতি দেয়। স্টলিপিন-শাসনের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করিয়া একটা সামঞ্জস্যের জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল। এই কারণেই লিকুইডেটরদের বলা হইত "স্টলিপিন লেবরপার্টি"।

ডান, অক্সেলরড এবং পট্রেসভের নেতৃত্বে এবং মার্‌টভ্‌, ট্রট্‌স্কি ও অন্যান্য মেন্‌শেভিক্‌দের সাহায্যে যে-লিকুইডেটাররা বিপ্লবের প্রত্যক্ষ শত্রুতা করিত, তাহাদের ছাড়াও যে ছদ্মবেশী লিকুইডেটর "অট্‌সোভিস্ট" দল "বামপন্থী" বাগ্‌বিস্তার করিয়া নিজেদের সুবিধাবাদকে আচ্ছাদন করিত, তাহাদের বিরুদ্ধে বলশেভিক্‌রা কৃপাহীন সংগ্রাম চালাইল। যে-কয়েকজন প্রাক্তন বলশেভিক্‌ স্টেট্‌-ডুমা হইতে শ্রমিকপ্রতিনিধিদের ফেরৎ আনিবার ('অট্‌সিভ্‌' অর্থে 'ফিরাইয়া আনা') দাবী করিয়াছিল এবং বৈধ সংগঠনগুলিতে কাজ একেবারে বন্ধ করিতে চাহিয়াছিল, তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছিল "অট্‌সোভিস্ট্‌"।

১৯০৮ সালে কোন কোন বলশেভিক্‌ দাবী করে যে স্টেট্‌-ডুমা থেকে সোশাল-ডেমক্রাটিক প্রতিনিধিদিগকে ফিরাইয়া আনা হউক। এই কারণে তাহাদের বলা হয় "অট্‌সোভিস্ট্‌"। অট্‌সোভিস্ট্‌রা নিজেদের দল খাড়া করে (বগ্‌দানভ্‌, লুনাচার্‌স্কি, আলেক্সিন্‌স্কি, পক্রভ্‌স্কি,

বুব্‌নভ্‌ প্রভৃতি) এবং লেনিন ও লেনিনের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। তাহারা ট্রেডইউনিয়ন ও অন্যান্য যে-সব বৈধ সংগঠন চলিতেছিল, সেখানে কাজ করিতে একেবারে জেদের সহিত অস্বীকার করে। এই কাণ্ড করিতে গিয়া তাহারা শ্রমিকদের যে উদ্দেশ্য, তাহার যথেষ্ট ক্ষতি করে। পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অট্‌সোভিস্ট্‌রা যেন একটা কীলক প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করে, পার্টি-বহির্ভূত জনসাধারণের সম্পর্ক থেকে পার্টিকে বঞ্চিত করিতে চায়; তাহারা গোপন সংগঠনের মধ্যে নিজেরা নিভৃতবাস করিতে চায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৈধ আচ্ছাদন ব্যবহার করার সুযোগ লইতে অস্বীকাব করিয়া গোপন সংগঠনের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করিয়া তুলে। অট্‌সোভিস্ট্‌রা বুঝে নাই যে স্টেট-ডুমাতে এবং স্টেট-ডুমার মধ্য দিযা বল্‌শেভিক্‌রা কৃষকদের উপর প্রভাববিস্তার করিতে পাবিত, জার-সবকারের নীতির মুখোস্ খুলিয়া দিতে পারিত এবং যে কন্‌স্টিটিউশনাল-ডেমক্রাটরা ধাপ্পা দিয়া কৃষকদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করিতেছিল, হাটে তাহাদের হাঁড়ি ভাঙিয়া দিতে পারিত। বিপ্লবের নব অগ্রগতির জন্য শক্তিসংগ্রহেব চেষ্টাকে অট্‌সোভিস্ট্‌রা ব্যাহত করিল। তাই অট্‌সোভিস্ট্‌দের বলা হইল "ভিতরে-বাহিবে লিকুইডেটর", বৈধ সংগঠনগুলি সদ্ব্যবহার করিবার সম্ভাবনাকেও তাহারা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিল এবং বস্তুত, পার্টি-বহির্ভূত ব্যাপক জনসাধরেণের উপর সর্ব্বহারার নেতৃত্বকে পরিহার করিল, বিপ্লবী কাজ ছাড়িয়া দিল।

অট্‌সোভিস্ট্‌দের চালচলন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১৯০৯ সালে বল্‌শেভিক্ সংবাদপত্র "প্রলেটারির" সংবর্দ্ধিত সম্পাদকমণ্ডলীর এক সভা আহূত হয় এবং সেখানে অট্‌সোভিস্ট্‌দের নিন্দা করা হয়। বল্‌শেভিক্‌রা তখন ঘোষণা করে যে অট্‌সোভিস্টদের সঙ্গে তাহাদের কোন মিল নাই এবং বল্‌শেভিক্ সংগঠন হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়।

লিকুইডেটর ও অট্সোভিস্ট্, এই উভয়দলই সর্ব্বহারা এবং তাহার পার্টির পেতি-বুর্জোয়া সহযাত্রী ছাড়া আর বেশী কিছু ছিল না। সর্ব্বহারার যখন দুঃসময়, তখনই লিকুইডেটর ও অট্সোভিস্ট্দের প্রকৃত চরিত্র অতি সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিল।

৪। ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে বল্‌শেভিক্‌দের সংগ্রাম—আগস্ট মাসে পার্টির বিরুদ্ধে জোটবাঁধার চেষ্টা

যে-সময় বল্‌শেভিক্‌রা একদিকে লিকুইডেটর ও অন্যদিকে অট্সোভিস্ট্দের বিরুদ্ধে নির্ম্মম সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল, যখন সর্ব্বহারা পার্টির সুসমঞ্জস নীতিকে বাঁচাইবার জন্য তাহারা লড়িতেছিল, তখন ট্রট্স্কি মেন্‌শেভিক্ লিকুইডেটরদের পক্ষে ছিল। এই সময় লেনিন তাহার নাম দেন "জুডাস্ ট্রট্স্কি" [জুডাস যীশুখ্রীস্টের সহচর হইয়াও তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়]। ভিয়েনাতে (অস্ট্রিয়া) ট্রট্স্কি এক লেখক সংঘ গঠন করে এবং এক নামমাত্র অদলীয় সংবাদপত্র প্রকাশ করে; এ কাগজখানি আসলে ছিল মেন্‌শেভিক্। লেনিন তখন লেখেন, "ট্রট্স্কি এক জঘন্য আত্মসর্ব্বস্ব কলহবিশারদের মত ব্যবহার করিতেছে ··মুখে পার্টির প্রতি আনুগত্য জানাইলেও আসলে সে যে-কোন দলাদলি-বাগীশের চেয়ে খারাব কাজ করিতেছে।"

পরে, ১৯১২ সালে, ট্রট্স্কি সমস্ত বল্‌শেভিক্‌বিরোধী দলকে, লেনিন ও বল্‌শেভিক্‌দলের বিরুদ্ধে যে-সব ভাবধারা ছিল, সেগুলিকে একত্র সংগঠিত করে। ইহারই নাম হয় আগস্টমাসের 'ব্লক' [জোটবাঁধা]। এই বল্‌শেভিক্‌বিরোধী সংস্থাতে লিকুইডেটর ও অট্সোভিস্ট্রা যোগ দিয়া নিজেদের আত্মীয়তা প্রতিপন্ন করে। ট্রট্স্কি ও তাহার অনুচরেরা সকল মৌলিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে লিকুইডেশনিস্ট্দের মত কথাই বলে।

কিন্তু ট্রট্‌স্কি মধ্যপন্থা অর্থাৎ পরস্পরমিলনের ছদ্মবেশে তাহার লিকুইডেশন্‌-নিজ্‌ম্‌কে ঢাকিয়া রাখে ; সে বলে যে সে বল্‌শেভিক্‌ও নয়, মেন্‌শেভিক্‌ও নয়, দুইদলে মিটমাটের জন্য সে চেষ্টা করিতেছে। এই সম্পর্কে লেনিন বলেন যে খোলাখুলি লিকুইডেটরদের চেয়েও ট্রট্‌স্কি বেশী জঘন্য ও ক্ষতিকরভাবে কাজ করিতেছিল ; কারণ তাহার চেষ্টা ছিল শ্রমিক-দিগকে ধাপ্পা দিয়া বিশ্বাস করাইতে যে সে নিজে হইল "দলাদলির উর্দ্ধে", অথচ কাজের বেলায় সে মেন্‌শেভিক্‌ লিকুইডেটরদের সম্পূর্ণ সমর্থন করিত। মধ্যপন্থার পরিপোষকদের মধ্যে ট্রট্‌স্কিবাদীরাই ছিল প্রধান দল।

কম্‌রেড স্টালিন লিখিয়াছেন, "মধ্যপন্থা একটী রাজনৈতিক ধারা। ইহার মতবাদ হইল সহজ সামঞ্জস্য ঘটাইবার মতবাদ, **একটী দলের মধ্যে** সর্ব্বহারার স্বার্থকে পেতি-বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের বশবর্ত্তী করার মতবাদ। লেনিনবাদের দৃষ্টিতে এ মতবাদ হইল সম্পূর্ণ বিরোধী ও বৈপরীত্যমূলক।" (স্টালিন, "লেনিনিজ্‌ম্‌", 'দেশকে শিল্পপ্রধান করা এবং বল্‌শেভিক্‌ পার্টির মধ্যে দক্ষিণমার্গী বিচ্যুতি', ইংরেজী সংস্করণ)

এই সময় কামেনেভ, জিনোভিয়েভ ও রাইকভ আসলে ছিল ট্রট্‌স্কির গোপন দালাল, কারণ তাহারা প্রায়ই লেনিনের বিপক্ষে ট্রট্‌স্কিকে সাহায্য করিত। জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, রাইকভ এবং ট্রট্‌স্কির অন্যান্য গোপন মিত্রের সহায়তায় ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে **লেনিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে** কেন্দ্রীয় কমিটির সকলকে লইয়া এক অধিবেশন আহ্বান করা হয়। তখন অনেক বল্‌শেভিক্‌ গ্রেপ্তার হওয়ার দরুণ কেন্দ্রীয় কমিটির চেহারা বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল, এবং যাহারা সাতপাঁচ ভাবিয়া ইতস্তত করিত তাহারা জোর করিয়া লেনিনের মতবিরোধী সিদ্ধান্ত গৃহীত করিতে পারিল। এইভাবে অধিবেশনে স্থির হয় যে

বল্‌শেভিক্‌ সংবাদপত্র "প্রলেটারিকে" বন্ধ করা হইবে ও ভিয়েনা হইতে প্রকাশিত ট্রট্‌স্কির কাগজ "প্রাভ্‌দাকে" আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে। কামেনেভ ট্রট্‌স্কির কাগজের সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দিল ও জিনোভিয়েভের সঙ্গে মিলিয়া ইহাকে কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র করিবার চেষ্টায় লাগিল।

কেবল লেনিনের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কেন্দ্রীয় কমিটির জানুয়ারী অধিবেশনে লিকুইডেশনিজ্‌ম্‌ ও অট্‌সোভিজ্‌মের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিন্তু এব্যাপারেও ট্রট্‌স্কির প্রস্তাব আলোচনায় জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ জেদ করিয়া বলে যে লিকুইডেটরদের ঐ নামে উল্লেখ করা উচিত নয়।

লেনিনের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও সাবধানবাণী যথার্থ প্রমাণ হইল। শুধু বল্‌শেভিক্‌রাই কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া নিজেদের মুখপত্র "প্রলেটারি" কাগজ বন্ধ করিয়া দিল, অথচ মেন্‌শেভিক্‌রা তাহাদের ভেদাভেদপন্থী লিকুইডেশনিস্ট্‌ কাগজ "গলস্‌ সোৎসিয়াল-ডেমক্রাটা" ("সোশাল-ডেমক্রাটদের বাণী") চালাইয়া গেল।

"সোশাল-ডেমক্রাটের" একাদশ সংখ্যায় কমরেড স্টালিন একটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া লেনিনের মতকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। এই প্রবন্ধে তিনি ট্রট্‌স্কিবাদের অপরাধে অংশীদারদের নিন্দা করেন এবং বলেন যে কামেনেভ, জিনোভিয়েভ ও রাইকভের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বল্‌শেভিক্‌দলের মধ্যে যে অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার অবসান ঘটানো প্রয়োজন। পরে প্রাগ্‌ শহরে পার্টিকংগ্রেসে সাধারণ পার্টিকন্‌ফারেন্স্‌ আহ্বান, বৈধভাবে পার্টির সংবাদপত্র প্রকাশ, এবং রুশদেশে কাজ চালাইবার জন্য বে-আইনী পার্টিকেন্দ্র গঠন বিষয়ে যে-প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়, সেগুলিকেই আজিকার কর্ত্তব্য বলিয়া ঐ

প্রবন্ধে আলোচনা ছিল। যে-বাকু কমিটি লেনিনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিত, তাহারই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমরেড স্টালিন প্রবন্ধটী লেখেন।

লিকুইডেটর ও ট্রট্স্কিবাদী হইতে আরম্ভ করিয়া অট্সোভিস্ট্ এবং ঈশ্বর-স্রষ্টার দল পর্য্যন্ত সব রকম পার্টিবিরোধীদেরই লইয়া ট্রট্স্কি আগস্টমাসে যে-পার্টিবিরোধী সংস্থা খাড়া করে, সেই সংস্থাকে প্রতিরোধ করার জন্য যাহারা বে-আইনী সর্ব্বহারা পার্টিকে বাঁচাইতে ও শক্তিশালী করিতে চাহিত তাহাদের একত্র করিয়া একটী পার্টি 'ব্লকে' লেনিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিক্‌রা ছাড়া প্লেখানভের নেতৃত্বে কয়েকজন পার্টিপক্ষপাতী মেন্‌শেভিকও ছিল। প্লেখানভ ও তাঁহার পার্টিপক্ষপাতী মেন্‌শেভিক্ অনুচরেরা অনেকগুলি ব্যাপারে মেন্‌শেভিক্ মতবাদ মানিয়া চলিলেও 'আগস্ট ব্লক' এবং লিকুইডেটরদের কার্য্যাবলী থেকে নিজেদের দৃঢ়ভাবে সরাইয়া রাখেন এবং বল্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে একটা মিটমাট খাড়া করিবার চেষ্টা করেন। লেনিন প্লেখানভের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত পার্টিবিরোধীদের বিরুদ্ধে এক অস্থায়ী সংস্থা গঠনে সম্মতিজ্ঞাপন করেন, কারণ ঐ সংস্থাগঠনের ফলে পার্টির সুবিধা হইবে ও লিকুইডেটরদের অবস্থা শোচনীয় হইবে।

কমরেড স্টালিন এই সংস্থাগঠনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। তিনি তখন নির্ব্বাসনে ছিলেন এবং সেখান থেকে লেনিনকে এক চিঠিতে লেখেন :—

"আমার মতে ঐ সংস্থার (লেনিন-প্লেখানভ) নীতি একমাত্র অভ্রান্ত নীতি : (১) এই নীতি, এবং একমাত্র এই নীতিই রুশদেশে যে-কাজ দরকার, প্রকৃত পার্টিপক্ষীয় সকলের একত্র সংহত হওয়ার যে দরকার, সে-কাজকে সম্ভব করিবে ; (২) এই নীতি, এবং একমাত্র এই নীতিই 'মেক্' [অর্থাৎ মেন্‌শেভিক্] শ্রমিক ও লিকুইডেটরদের মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া এবং লিকুইডেটরদের ছত্রভঙ্গ ও অবসান ঘটাইয়া তাহাদের

কবল হইতে বৈধ সংগঠনগুলির মুক্তিপদ্ধতিকে তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করিবে। ("লেনিন ও স্টালিন", রুশ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫২৯-৩০)

সুকৌশলে বে-আইনী ও বৈধ কাজকর্ম একযোগে চালাইয়া বলশেভিকরা শ্রমিকদের বৈধ সংগঠনগুলির মধ্যে এক প্রকৃত শক্তিতে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। এই সময় যে চারিটী কংগ্রেস বৈধভাবে অনুষ্ঠিত হয়—জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্মেলন, মহিলা সম্মেলন, কারখানার চিকিৎসকদের সম্মেলন ও মাদকবিরোধী সম্মেলন—সেখানে বলশেভিকরা যে বিপুল প্রভাববিস্তার করে, তাহাতে এ ঘটনার প্রমাণ মিলিয়াছিল। এই সম্মেলনগুলিতে বলশেভিকদের বক্তৃতাবলীর খুবই রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল এবং সারাদেশে সাড়া জাগাইয়াছিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে বলশেভিক শ্রমিক প্রতিনিধিরা সকল সংস্কৃতিমূলক উদ্যোগিতাকে চাপিয়া মারার যে-নীতি জারতন্ত্র অনুসরণ করিত তাহার প্রকৃত রূপ দেখাইয়া দেয় এবং বলে যে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ না হইলে দেশে সংস্কৃতিবিষয়ে কোনরূপ প্রগতি একেবারে অচিন্তনীয়। কারখানায় চিকিৎসকদের সম্মেলনে শ্রমিক-প্রতিনিধিরা কি ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়াতে শ্রমিকদের থাকিতে ও খাটিতে হয় সে-বিষয়ে বক্তৃতা করে, এবং এই সিদ্ধান্ত টানিয়া আনে যে জারতন্ত্রের পতন না ঘটাইলে কারখানার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যথার্থ উন্নত করা সম্ভব নয়।

ক্রমে বলশেভিকরা যে-সমস্ত বৈধ সংগঠন তখনও চলিতেছিল সেগুলি হইতে লিকুইডেটরদের চাপিয়া বাহির করিয়া দেয়। প্লেখানভের পার্টিপক্ষপাতী দলের সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রণ্টগঠনের যে স্বকীয় কৌশল বলশেভিকরা গ্রহণ করে, তাহার ফলে তাহারা অনেকগুলি মেনশেভিক শ্রমিক-সংগঠনের (ভাইবর্গ জেলায়, একাটেরিনোস্লাভ প্রভৃতি জায়গায় সমর্থন লাভ করিতে পারিল।

এই দুরূহ সময়ে বল্‌শেভিক্‌রা কেমন করিয়া বৈধ কাজের সঙ্গে বে-আইনী কাজকে মিলাইতে হয় তাহার উদাহরণ দেখায়।

৫। প্রাগ্‌পার্টি কন্‌ফারেন্স্‌, ১৯১২—বল্‌শেভিক্‌রা নিজেদের এক স্বতন্ত্র মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টি গঠন করিল

লিকুইডেটর ও অট্‌সোভিস্ট্‌, এবং ট্রট্‌স্কীবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমস্ত বল্‌শেভিক্‌কে একত্র করিয়া স্বতন্ত্র বল্‌শেভিক্‌ পার্টি গঠনের দারুণ গুরুত্ব স্পষ্ট বুঝা গেল। পার্টির মধ্যে যে সুবিধাবাদী ভাবধারা শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর ভাঙন আনিতেছিল কেবল তাহারই অবসান ঘটানোর জন্য নয়, বরং শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত করিয়া বিপ্লবের পথে নূতন অগ্রবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইলেও এ কাজ নিতান্ত প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু এ কাজ সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে পার্টিকে সুবিধাবাদী মেন্‌শেভিক্‌দের হাত থেকে উদ্ধার না করিলে চলিত না।

এই সময় বল্‌শেভিক্‌ ও মেন্‌শেভিক্‌দের পক্ষে এক পার্টিতে থাকার কথা যে ভাবা যায় না, এ বিষয়ে কোন বল্‌শেভিকেরই মনে সন্দেহমাত্র ছিল না। স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগে মেন্‌শেভিক্‌রা যে-বিশ্বাসঘাতকতা করে, সর্ব্বহারার পার্টিকে উঠাইয়া দিয়া নূতন, সংস্কারপন্থী পার্টি সংগঠনের যে-চেষ্টা তাহারা করে, তাহার ফলে বল্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে বিচ্ছেদ একেবারে অনিবার্য্য ছিল। মেন্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে এক পার্টিতে থাকিলে মেন্‌শেভিক্‌দের ব্যবহার সম্পর্কে নৈতিক দায়িত্ব কোন-না-কোন প্রকারে বল্‌শেভিক্‌দেরও লইতে হইত। কিন্তু পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা না করিতে চাহিলে বল্‌শেভিক্‌দের পক্ষে মেন্‌শেভিক্‌দের প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতায় নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করা

হইল একেবারে অচিন্তনীয়। সুতরাং একটিমাত্র পার্টিতে মেনশেভিকদের সঙ্গে বাস্তব বিচ্ছেদের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত যাওয়া দরকার হইল; যথাযথভাবে সাংগঠনিক বিচ্ছেদ ও পার্টি হইতে মেনশেভিকদের বিতাড়ন করা হইল।

একমাত্র এই উপায়েই এক কর্ম্মপদ্ধতি, কর্ম্মকৌশল ও শ্রেণীসংগঠন লইয়া সর্ব্বহারার বিপ্লবী পার্টি পুনর্গঠন সম্ভব ছিল।

যে-পার্টিকে মেনশেভিকরা ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার প্রকৃত (শুধু নামমাত্র) ঐক্য কেবল এই উপায়েই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল।

বলশেভিকরা যে-ষষ্ঠ পার্টি কনফারেন্সের আয়োজন করিতেছিল, সেখানে এই কর্ত্তব্য সম্পাদন হইল।

কিন্তু ইহা হইল সমস্যার একদিকমাত্র। মেনশেভিকদের সঙ্গে যথাযথভাবে বিচ্ছেদ ও বলশেভিকদের স্বতন্ত্র পার্টিগঠন নিশ্চয়ই খুব গুরুতর রাজনৈতিক কাজ। কিন্তু বলশেভিকদের সম্মুখে আর একটি আরও গুরুতর কাজ উপস্থিত হইল। বলশেভিকদের কাজ হইল শুধু মেনশেভিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আলাদা পার্টির বিধিব্যবস্থা স্থির করা নয়: বলশেভিকদের সবচেয়ে বড় কাজ হইল মেনশেভিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙিয়া দিয়া **নূতন** পার্টি গড়া, **নূতন ধরণের** পার্টি সৃষ্টি করা, এমন পার্টি গড়া যাহা পশ্চিম ইয়োরোপের সচরাচর যেমন সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি দেখা যায় তাহা হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির, যাহা সুবিধাবাদীদের সংস্পর্শযুক্ত এবং রাষ্ট্রশক্তির জন্য সংগ্রামে সর্ব্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব করিতে সক্ষম।

বলশেভিকদের সঙ্গে লড়িতে গিয়া অক্সেলরড ও মার্টিনভ থেকে মার্টভ ও ট্রট্স্কি পর্য্যন্ত নানা রঙের মেনশেভিকরা পশ্চিম ইয়োরোপের সোশাল-ডেমক্রাটদের অস্ত্রাগার থেকে ধার করা হাতিয়ার ব্যবহার

করিল। বলা যাইতে পারে যে তাহারা জার্মান বা ফরাসী সোশাল ডেমক্রাটিক পার্টির অনুরূপ এক পার্টি রুশদেশে চাহিয়াছিল। তাহারা বুঝিতে পারে যে বল্‌শেভিক্‌দের নূতন কিছু আছে, এমন কিছু আছে যাহা বিরল। যাহা পশ্চিমের সোশাল-ডেমক্রাটদের থেকে আলাদা, এবং শুধু সেই জন্যই তাহারা বল্‌শেভিক্‌দের বিরুদ্ধে লড়িতে থাকে। তখন পশ্চিমের সোশাল-ডেমক্রাটিক দলগুলি কিসের প্রতিভূ ছিল? এক পাঁচমিশেলী ব্যাপার, মার্ক্‌স্‌বাদী ও সুবিধাবাদীদের লইয়া, বিপ্লবের বন্ধু ও শত্রুদের লইয়া, পার্টিনীতির সমর্থক ও বিরোধীদের লইয়া এক জগাখিচুড়ী, আর ইহার মধ্যে মার্ক্‌স্‌বাদীরা ক্রমেই মতবাদের দিক থেকে সুবিধাবাদীদের সঙ্গে নিজেদের মানাইয়া লইতেছিল এবং বস্তুতঃ তাহাদেরই বশবর্ত্তী হইতেছিল। বল্‌শেভিক্‌রা পশ্চিম-ইয়োরাপীয় সোশাল-ডেমক্রাটদেব প্রশ্ন করিল—যাহারা সুবিধাবাদী, যাহারা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে তোমরা মিলন চাও কিসের জন্য? সোশাল-ডেমক্রাটরা উত্তব দিল—"পার্টির মধ্যে শান্তির" জন্য, ঐক্যের জন্য। কাহার সঙ্গে ঐক্য? সুবিধাবাদীদের সঙ্গে ঐক্য? তাহারা উত্তর দিল—হাঁ, সুবিধাবাদীদের সঙ্গে। এরকম দল যে কখনও বিপ্লবী পার্টি হইতে পারে না তাহা সুস্পষ্ট হইল।

বল্‌শেভিক্‌রা লক্ষ্য না করিয়া পারিল না যে এঙ্গেল্‌সের মৃত্যুর পরে পশ্চিম-ইয়োরোপীয় সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টিগুলি সমাজবিপ্লবকামী পার্টি হইতে "সমাজ-সংস্কার" লইয়া ব্যস্ত পার্টিতে নামিয়া যাইতে আরম্ভ করে, এবং এই দলগুলির প্রত্যেকটি, সংগঠন হিসাবে ইতিমধ্যেই এক নেতৃত্বশীল শক্তি হইতে নিজেদের পার্লামেণ্টারী দলেরই এক লেজুড়ে পরিণত হইয়াছিল।

বল্‌শেভিক্‌রা না জানিয়া পারিল না যে ঐরূপ পার্টি একেবারেই

সর্ব্বহারার মঙ্গল সূচনা করে না, ঐরূপ পার্টি শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের দিকে পথ নির্দ্দেশ দিতে সক্ষম নয়।

বল্‌শেভিক্‌রা না জানিয়া পারিল না যে ঐরূপ পার্টি সর্ব্বহারার চাই না, সর্ব্বহারার দরকার এক আলাদা ধরণের পার্টি, এক নূতন অকৃত্রিম মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টি, এমন পার্টি যাহা সুবিধাবাদীদের সঙ্গে কিছুতেই হাত মিলাইবে না ও বুর্জোয়াশ্রেণীর সম্পর্কে বিপ্লবী নীতি অনুসরণ করিবে। যে-পার্টি হইবে দৃঢ়গ্রন্থি ও এক স্তম্ভশিলার মত সুসংবদ্ধ, যাহা হইবে সমাজ বিপ্লবের পার্টি, সর্ব্বহারার একনায়কত্ব মূলক পার্টি।

এই নূতন ধরণের পার্টি বল্‌শেভিক্‌রা চাহিয়াছিল। এই পার্টি গড়িয়া তুলিবার জন্য বল্‌শেভিক্‌রা পরিশ্রম করিয়াছিল। "অর্থনীতিবাদী", মেন্‌শেভিক্‌, ট্রট্স্কীবাদী, অট্‌সোভিস্ট্‌ ও নানা রঙের ভাববাদী হইতে আরম্ভ করিয়া "এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিস্ট্‌" পর্য্যন্ত সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সম্পূর্ণ ইতিহাস হইল ঠিক ঐ ধরণের পার্টি গঠনের ইতিহাস। বল্‌শেভিক্‌রা চাহিয়াছিল নূতন পার্টি, এক **বল্‌শেভিক্‌** পার্টি গড়িয়া তুলিতে, যে-পার্টি হইবে যাহারা প্রকৃত বিপ্লবী মার্ক্‌স্‌বাদী পার্টি চায় তাহাদের সকলেরই আদর্শ। প্রাচীন "ইস্ক্রার" যুগ থেকে বল্‌শেভিক্‌রা ঐরূপ পার্টি গড়িবার জন্য খাটিতেছিল। সকল প্রতিবন্ধক অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা ইহার জন্য দুর্দ্দম, অবিচলিত চিত্তে পরিশ্রম করিয়াছিল। এই কাজে লেনিনের লেখা—"কি করা যায়?", "দুই কর্ম্ম কৌশল", ইত্যাদি—মৌলিক ও চূড়ান্ত অংশ গ্রহণ করে। পার্টির জন্য **মতবাদ মূলক** উদ্যোগ হইয়াছিল লেনিনের "কি করা যায়?" গ্রন্থে। "এক পা আগাইয়া দুই পা পিছু হটা", লেনিনের এ বই পার্টির জন্য **সাংগঠনিক** আয়োজন করিল। "গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে সোশাল-ডেমক্রাসির দুই কর্ম্মকৌশল," লেনিনের এ বই হইল পার্টির **রাজনৈতিক**

উপক্রমণিকা। আর সব শেষে লেনিনের "মেটীরিয়লিজ্‌ম্‌ ও এম্পিরিয়ো ক্রিটিসিজ্‌ম্‌" হইল ঐ পার্টির **তত্ত্ববিষয়ক** আয়োজন।

একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে ইতিহাসে কখনও কোন দল বল্‌শেভিক্‌ দলের মত নিজেদের পার্টি গঠনের জন্য এমন ষোল-আনা আয়োজন করে নাই।

বল্‌শেভিক্‌দের নিজেদের পার্টি গঠনের পক্ষে এখন তাই ঠিক সময় আসিয়াছিল। উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

মেন্‌শেভিক্‌দের বিতাড়িত করিয়া এবং নূতন পার্টি, বল্‌শেভিক্‌ পার্টি বানাইয়া সম্পূর্ণ আয়োজনকে ভূষিত করা হইল ষষ্ঠ পার্টি কনফারেন্সের কাজ।

১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে প্রাগ্‌ শহরে ষষ্ঠ নিখিল-রুশ পার্টি কনফারেন্স বসে। কুড়িটিরও বেশী পার্টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা ছিলেন। সুতরাং নিয়মিত পার্টি কংগ্রেসের মতই কনফারেন্সের গুরুত্ব রহিয়াছে।

কনফারেন্সের যে-বিবৃতিতে জানানো হয় যে পার্টির বহুধাবিদীর্ণ কেন্দ্রীয় কর্ম্মযন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং একটি কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপন করা হইয়াছে, সেই বিবৃতিতে ঘোষণা করা হইল যে সুনির্দ্দিষ্ট সংগঠনরূপে খাড়া হওয়া অবধি রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার যুগই ছিল সবচেয়ে কঠিন সময়। কিন্তু সকল নিগ্রহ সত্ত্বেও, বাহির হইতে প্রবল আঘাত এবং ভিতর হইতে সুবিধাবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও অস্থির মতিত্ব সত্ত্বেও, সর্ব্বহারার পার্টি তাহার পতাকা ও সংগঠনকে অটুট রাখিয়াছিল।

কনফারেন্সের বিবৃতিতে বলা হইল—"কেবল যে রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টির পতাকা, কর্ম্মপদ্ধতি ও বিপ্লবী ঐতিহ্যই টিকিয়া

রহিয়াছে, তাহা নয়; ইহার সংগঠনও রহিয়াছে। অত্যাচার এই সংগঠনের হানি করিয়াছে, শক্তিক্ষয় করিয়াছে বটে, কিন্তু কখনও সম্পূর্ণ চূর্ণ করিতে পারে নাই।”

রুশদেশে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের নূতন অভ্যুত্থান ও পার্টির কাজে নূতন উদ্দীপনার লক্ষণ কনফারেন্স লক্ষ্য করে।

স্থানীয সংগঠনগুলি যে-কার্য্য বিবরণ পেশ করে সে-বিষয়ে প্রস্তাবে কনফারেন্স মন্তব্য করে যে “স্থানীয বে-আইনী সোশাল-ডেমক্রাটিক সংগঠন ও দলগুলিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিকদের মধ্যে সর্ব্বত্র সোৎসাহে কাজ চলিতেছে।”

সমস্ত স্থানীয় কেন্দ্রে পশ্চাৎ গমনের যুগে বল্‌শেভিক্ কর্ম্মকৌশলের সবচেয়ে জরুরী নিযম, অর্থাৎ বে-আইনী কাজকর্ম্মের সঙ্গে বিভিন্ন বৈধ শ্রমিকসংঘ ও ইউনিয়নের মধ্যে কাজকে মিলানো যে প্রতিপালিত হইতেছিল, তাহা কনফারেন্স লিপিবদ্ধ করে।

লেনিন, স্টালিন, অর্জনিকিদ্‌জে, স্‌ভের্ড্‌লভ্, স্পান্দারিয়ান গলোশেকিন এবং অন্যান্য কয়েকজনকে লইয়া প্রাগ্ কনফারেন্সে এক বল্‌শেভিক্ কেন্দ্রীয় কমিটি নির্ব্বাচিত হয়। কমরেড স্টালিন ও কমরেড স্‌ভের্ড্‌লভ্ তখন নির্ব্বাসনে ছিলেন বলিয়া অনুপস্থিত থাকিয়াই কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্ব্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় কমিটির বদ্‌লী-সদস্য যাঁহারা নির্ব্বাচিত হন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড কালিনিন।

রুশদেশে বিপ্লবী কাজ চালাইবার জন্য কমরেড স্টালিনের নেতৃত্বে, এবং ওয়াই, স্‌ভের্ড্‌লভ্, এস্, স্পান্দারিয়ান, এস্, অর্জনিকিদ্‌জে, এম্, কালিনিন ও গলোশেকিন, এই কমরেডদের লইয়া একটি কর্ম্মকেন্দ্র (কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ বিভাগ) স্থাপিত হয়।

সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে বল্‌শেভিক্‌রা ইতিপূর্ব্বে যে-সংগ্রাম চালায়,

প্রাগ্ কনফারেন্সে সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ পর্য্যালোচনা হয় এবং পার্টি থেকে মেন্শেভিক্দের বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পার্টি থেকে মেন্শেভিক্দের তাড়াইয়া প্রাগ্ কনফারেন্স কানুন-মাফিক বল্শেভিক্ পার্টির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুষ্ঠিত করে।

মতবাদ ও সংগঠনের দিক থেকে মেন্শেভিক্দের পরাজয় ঘটাইয়া এবং তাহাদিগকে পার্টি থেকে তাড়াইয়া বল্শেভিক্রা পার্টির অর্থাৎ রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবব পার্টির প্রাচীন বৈজয়ন্তীকে উড্ডীন রাখে। এই কারণে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত বল্শেভিক্ পার্টি নিজেকে রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবব পার্টি বলিত এবং "বল্শেভিক্" এই কথাটি ভগ্ন চিহ্নের ('ব্র্যাকেট') মধ্যে যোগ করিয়া দেয়।

১৯১২ সালেব প্রথম দিকে প্রাগ্ কনফারেন্সের ফলাফল সম্বন্ধে গর্কিকে লিখিতে যাইয়া লেনিন বলেন :—

"লিকুইডেটরদের নোংরামি সত্ত্বেও অবশেষে আমরা সাফল্যলাভ করিয়াছি, পার্টি ও তাহার কেন্দ্রীয় কমিটিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছি। আশা করি আপনি ইহাতে উৎফুল্ল হইবেন।" (লেনিন, "কলেক্টেড্ ওয়ার্ক্স্", রুশ সংস্করণ, ২৯ খণ্ড, পৃঃ ১৯)

প্রাগ্ কনফারেন্সের গুরুত্ব সম্বন্ধে কমরেড স্টালিন বলেন :—

"আমাদের পার্টির ইতিহাসে এই কনফারেন্সের গুরুত্ব খুবই বেশী, কারণ এখানে বল্শেভিক্ ও মেন্শেভিক্দের মধ্যে সীমারেখা টানা হয় এবং সারা দেশের বল্শেভিক্ সংগঠনগুলিকে একত্র মিলাইয়া ঐক্যবদ্ধ বল্শেভিক্ পার্টি গঠন করা হয়।" ("সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট্ পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের অবিকল কার্য্য বিবরণী", রুশ সংস্করণ, পৃঃ ৩৬১-৬২)

মেন্শেভিক্-বিতাড়ন ও স্বতন্ত্র বল্শেভিক্ পার্টি গঠনের পর

বলশেভিক্ পার্টি আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হইল। **দল থেকে সুবিধাবাদীদের নিষ্কাসিত করিয়া দিয়া পার্টি নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে—**ইহা হইল বলশেভিক্ পার্টির একটি মূলনীতি ; দ্বিতীয় ইণ্টার ন্যাশনালেব সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টিগুলি থেকে বলশেভিক্ পার্টি হইল একেবারে আলাদা, নূতন পার্টি। যদিও দ্বিতীয় ইণ্টার ন্যাশনালেব পার্টিগুলি নিজেদের মার্ক্‌স্‌বাদী বলিত, তাহা হইলেও আসলে তাহারা মার্ক্‌স্‌বাদের শত্রুদেবই আমল দিত। দলের মধ্যে যাহারা স্পষ্টই সুবিধাবাদী তাহাদের থাকিতে দিত এবং দ্বিতীয় ইণ্টার ন্যাশনালকে দূষিত ও ধ্বংস কবিবার সুযোগ দিত। অপর পক্ষে, বলশেভিক্‌রা সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে নিষ্করুণ সংগ্রাম চালাইত, সর্ব্বহারার পার্টি হইতে সুবিধাবাদেব জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া সাফ করিত এবং নূতন্ ধরণের লেনিনপন্থী পার্টিগঠনে সক্ষম হইযাছিল। এই পার্টিই পরবর্ত্তীকালে সর্ব্বহারার একনায়কত্ব সুসম্পন্ন করে।

সর্ব্বহাবার পার্টির ভিতরে যদি সুবিধাবাদীবা থাকিত, তাহা হইলে বলশেভিক্ পার্টি প্রশস্ত পথে চলিয়া সর্ব্বহারার নেতৃত্ব করিতে পারিত না, রাষ্ট্রক্ষমতা লইতে পাবিত না, সর্ব্বহারার একনায়কত্ব স্থাপন করিতে পারিত না, গৃহযুদ্ধের আবর্ত্ত হইতে জয়লাভ করিযা বাহির হইতে পারিত না, সোশালিজ্‌ম্ গড়িতে পারিত না।

প্রাগ্ কনফারেন্স স্থির করে যে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, আটঘণ্টা মজুরী ও জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা, সর্ব্বনিম্ন কার্য্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত এই দাবীগুলিকে তথনই পার্টির প্রধান রাজনৈতিক 'স্লোগান' হিসাবে উপস্থাপিত করা হইবে।

এই বিপ্লবী আওয়াজ ('স্লোগান') তুলিয়া বলশেভিক্‌রা চতুর্থ স্টেট ডুমার নির্ব্বাচন সম্পর্কে প্রচার চালায়।

১৯১২-১৪ সালে শ্রমিকসাধারণের বিপ্লবী 'আন্দোলনের নূতন অভ্যুত্থান এই নীতি অনুসারেই পরিচালিত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

বিপ্লবী কাজের পক্ষে ১৯০৮-১২ সাল ছিল সব চেয়ে কঠিন সময়। বিপ্লব পরাজিত হইবার পর যখন বিপ্লবী আন্দোলনে মন্দা পড়িল ও জনগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন বল্‌শেভিক্‌রা কর্ম্মকৌশল বদলাইয়া জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোজাসুজি সংগ্রামের পরিবর্ত্তে ঘোরালো ধরণে সংগ্রামের রাস্তা ধরিল। স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার সময় যে দুরূহ অবস্থা চলিতেছিল, তখন বল্‌শেভিক্‌রা জনগণের সঙ্গে সংস্পর্শ বজায় রাখিবার জন্য তুচ্ছতম বৈধ সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করিল (আতুরমঙ্গল সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন হইতে ডুমার বক্তৃতামঞ্চ পর্য্যন্ত)। বিপ্লবী আন্দোলনের নব অভ্যুত্থানের জন্য শক্তি সমাবেশের উদ্দেশ্যে বল্‌শেভিক্‌রা অক্লান্ত পরিশ্রম করিল।

বিপ্লবের পরাজয়, জার-সরকারবিরোধী শক্তিগুলির সংহতিনাশ, বিপ্লব সম্বন্ধে নৈরাশ্য, এবং যে-সব বুদ্ধিজীবী পার্টি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন (বগ্‌দানভ, বাজারভ প্রভৃতি) পার্টির নীতিগত ভিত্তির পুনঃসংস্কার বিষয়ে তাঁহাদের ক্রমবর্দ্ধমান চেষ্টা প্রভৃতি কারণে যে-কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহাতে বল্‌শেভিক্‌রাই হইল পার্টির মধ্যে একমাত্র শক্তি যাহা পার্টির পতাকা কখনও গুটাইয়া রাখে নাই, যাহা পার্টির কর্ম্মপদ্ধতির প্রতি অনুরক্তি বজায় রাখিয়াছিল এবং মার্ক্‌স্‌বাদের "সমালোচকদের" আক্রমণকে হটাইয়া দিয়াছিল (লেনিনের "মেটীরিয়লিজ্‌ম্‌ ও এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিজ্‌ম্‌")। পার্টি ও তাহার বিপ্লবী নীতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে যাহা লেনিনকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত পার্টির নেতৃত্বশীল মজ্জাকে সাহায্য করিল, তাহা হইল এই যে ঐ নেতৃত্ব মার্ক্‌স্‌-লেনিনপন্থী মতবাদ দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছিল এবং বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতকে

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। তাই লেনিন বল্‌শেভিক্‌দের সম্বন্ধে বলেন, "লোকে যে বলে আমরা পাথরের মত শক্ত, তাহা বিনা কারণে নয়।"

এই সময় মেন্‌শেভিক্‌রা ক্রমেই বিপ্লব থেকে দূরে সরিয়া যাইতেছিল। তাহারা 'লিকুইডেটর' হইয়া দাঁড়াইল, সর্ব্বহারার বে-আইনী বিপ্লবী পার্টি তুলিয়া দেওয়া হউক, বাতিল কবিয়া দেওয়া হউক বলিয়া দাবী করিল। তাহারা ক্রমেই খুব খোলাখুলিভাবে পার্টিব বিপ্লবী উদ্দেশ্য ও 'স্লোগানগুলি' এবং পার্টিব কর্ম্মসূচীকে পরিত্যাগ করিল, এবং যে-পার্টিকে শ্রমিকরা "স্টলিপিন লেবর পার্টি" নাম দিল, নিজেদের সেই সংস্কাবপন্থী পার্টি গঠনের চেষ্টায় লাগিল। ট্রট্‌স্কি লিকুইডেটরদেরই সমর্থন করিল, বকধার্ম্মিকের মত "পার্টির ঐক্য" সম্বন্ধে স্লোগানকে উদ্দেশ্য ঢাকিয়া রাখিবার জন্য ব্যবহার করিল, কিন্তু আসলে লিকুইডেটরদের সঙ্গে মিলন কামনা করিল।

অপরপক্ষে, বল্‌শেভিক্‌দের মধ্যে যাহারা জারতন্ত্রের সঙ্গে লড়িতে হইলে নূতন ও আঁকাবাঁকা পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন উপলব্ধি করে নাই, তাহারা দাবী কবিল যে বৈধ সুযোগগুলি ব্যবহাব করা উচিত নয় এবং স্টেট ডুমা হইতে শ্রমিক প্রতিনিধিদেব ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এই অট্‌সোভিস্ট্‌রা পার্টিকে জনগণের সঙ্গে বিচ্ছেদের দিকে ঠেলিতেছিল ও বিপ্লবের নব অভ্যুত্থানের জন্য শক্তি সমাবেশে বাধা ঘটাইতেছিল। "বামপন্থী" বাগাড়ম্বরের আচ্ছাদন ব্যবহার করিলেও অট্‌সোভিস্ট্‌রা লিকুইডেটবদের মতই মূলত বিপ্লবী সংগ্রাম পরিত্যাগ করিতেছিল।

ট্রট্‌স্কি যে আগস্ট্ 'ব্লক' সংগঠিত করে, তাহাতে লিকুইডেটর ও অট্‌সোভিস্ট্‌রা লেনিনের বিরুদ্ধে একজোট হইয়া দাঁড়ায়।

লিকুইডেটর ও অট্‌সোভিস্টদের বিরুদ্ধে, আগস্ট ব্লকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বল্‌শেভিক্‌রা প্রাধান্য লাভ করে এবং অবৈধ সর্ব্বহারা পার্টিকে বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হয়।

এই যুগের সব চেয়ে বড় ঘটনা হইল রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবর

পার্টির প্রাগ্‌ কন্‌ফারেন্স (জানুয়ারী ১৯১২)। এই কন্‌ফারেন্সে মেন্‌শেভিক্‌রা পার্টি থেকে বিতাড়িত হয় এবং এক পার্টির ভিতর বল্‌শেভিক্‌ ও মেন্‌শেভিক্‌দের নামমাত্র ঐক্যের চিরতরে অবসান হয়। একক রাজনৈতিক দল হইতে বল্‌শেভিক্‌রা নিয়মমাফিক নিজেদের স্বতন্ত্র পার্টি, রুশ সোশাল-ডেমক্রাটিক লেবর পার্টি (বল্‌শেভিক্‌) গঠন করে। প্রাগ্‌ কন্‌ফারেন্সে নূতন ধরণের পার্টি, লেনিনবাদের পার্টি, **বল্‌শেভিক্‌** পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাগ্‌ কন্‌ফারেন্সে সর্ব্বহারা পার্টি থেকে মেনশেভিক্‌ সুবিধাবাদীদের ঝাঁটাইয়া দূর করার ফলে পরবর্ত্তীযুগে পার্টি ও বিপ্লবের বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। যদি পার্টি হইতে শ্রমিকদের লক্ষ্যের প্রতি যাহারা বিশ্বাসঘাতকা করিয়াছিল সেই আপোসওয়ালা মেন্‌শেভিক্‌রা বল্‌শেভিক্‌দের দ্বারা বিতাড়িত না হইত, তাহা হইলে সর্ব্বহারার পার্টি ১৯১৭ সালে সর্ব্বহারা-একনায়কত্বের জন্য সংগ্রামে জনগণকে উদ্দীপ্ত করিতে সক্ষম হইত না।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের নূতন অভ্যুত্থানের সময় বল্‌শেভিক্ পার্টির কার্য্যকলাপ (১৯১২-১৪)

১। ১৯১২-১৪ সালে বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যুত্থান

স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হয নাই। যে-সরকার জনগণকে চাবুক আর ফাঁসিকাঠ ছাড়া আর কিছু দিত না, তাহা বেশীদিন টিকিতেও পারিত না। দমননীতি এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িল যে তাহাতে আর জনসাধারণ ভয় পাইল না। বিপ্লবের পরাজয়ের অব্যবহিত পরে শ্রমিকবা যে-অবসাদ অনুভব করিযাছিল, তাহা ক্রমে কমিয়া গেল। শ্রমিকরা আবার সংগ্রামে লাগিল। বল্‌শেভিক্‌রা যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল যে, বিপ্লবের প্রবাহে নূতন জোয়ার অবশ্যম্ভাবী, তাহা নির্ভুল প্রমাণ হইল। ১৯১১ সালেই ধর্ম্মঘটীদের সংখ্যা ছিল একলক্ষেরও বেশী, অথচ পূর্ব্ব বৎসরগুলিতে এই সংখ্যা ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ এর বেশী কখনও হয় নাই। ১৯১২ সালের জানুয়ারীতে যখন প্রাগ্ কনফারেন্স বসে তখনই শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের পুনরুত্থানের আরম্ভ লক্ষ্য করা গিয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকৃত অভ্যুত্থান শুরু হইল ১৯১২ সালের এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে। তখন লীনা স্বর্ণখনিতে শ্রমিকদের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়া গেল।

১৯১২ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে সাইবীরিয়ায় লীনা স্বর্ণখনিতে ধর্ম্মঘটের সময় জার-সরকারের এক উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারীর হুকুমে গুলি চলার ফলে পাঁচশতেরও বেশী শ্রমিক হতাহত হয়। একদল নিরস্ত্র লীনা-খনিশ্রমিক যখন শান্তভাবে খনির কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তার জন্য যাইতেছিল, তখন তাহাদের উপর গুলি চালানোতে সারা দেশ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। খনিশ্রমিকদের অর্থনৈতিক ধর্ম্মঘটকে ভাঙিয়া লীনা স্বর্ণখনির মালিক ইংরেজ, পুঁজিদারদের তুষ্ট করিবার জন্য জার-স্বৈরতন্ত্র আবার এই রক্তপাতের ব্যবস্থা করে। শ্রমিকদিগকে নির্লজ্জভাবে শোষণ করিয়া লীনা স্বর্ণখনিগুলি হইতে ইংরেজ পুঁজিদার আর তাহাদের রুশ অংশীদারের দল বৎসরে ৭০ লক্ষ রুব্‌লেরও বেশী এক বিপুল মুনাফা লাভ করিতেছিল। তাহারা শ্রমিকদের অতি সামান্য পারিশ্রমিক দিত এবং খাইবার পক্ষে অনুপযুক্ত, জঘন্য খাদ্য সরবরাহ করিত। এই অত্যাচার ও অপমান আর সহ্য করিতে না পারিয়া লীনা স্বর্ণখনির ছয় হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছিল।

লীনাতে গুলি চালানোর জবাবে সেণ্টপিটার্সবুর্গ, মস্কো এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্র ও অঞ্চলের সর্ব্বহারা শ্রেণী ব্যাপক ধর্ম্মঘট, মিছিল ও সভাসমিতি করিল।

কয়েকটী কারখানার শ্রমিকরা একজোট হইয়া যে-প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহাতে বলা হয় :—"আমরা আবেগে এমন হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম যে তৎক্ষণাৎ আমাদের মনের কথা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাই নাই। আমরা যে-প্রতিবাদ জানাইয়াছিলাম, তাহা আমাদের প্রত্যেকের মনে ক্রোধের যে-আগুন ফুটিয়াছিল তাহার ম্লান প্রতিচ্ছবি মাত্র। চোখের জল কিংবা প্রতিবাদ, কিছুই আমাদের সাহায্য করিতে পারে না, সুসংহত গণসংগ্রামই কেবল সাহায্য করিতে পারে।"

শ্রমিকদের প্রবল বিক্ষোভ আরও বাড়িয়া উঠিল যখন লীনা হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে স্টেট্ ডুমাতে সোশাল-ডেমক্রাটিক দলের প্রশ্নের উত্তরে জারের মন্ত্রী মাকারভ উদ্ধতভাবে বলে: "যেমন ঘটিয়াছে, তেমনই আবার ঘটিবে।" লীনাশ্রমিকদের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসূচক রাজনৈতিক ধর্ম্মঘটে যাহারা যোগ দেয়, তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া তিনলক্ষে পৌঁছাইল।

স্টলিপিন-শাসন যে "শান্তির" আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, লীনার ঘটনাবলী যেন ঝড়ের মত সেই আবহাওয়াকে চিরিয়া ফেলিল।

এই সম্পর্কে ১৯১২ সালে সেণ্টপিটার্স বুর্গের বল্‌শেভিক্ সংবাদপত্র "জ্‌ভেজ্‌দাতে" ("তারকা") কমরেড স্টালিন লেখেন :—

"লীনাতে গুলি চালানোর ফলে নিস্তব্ধতার বরফ ভাঙিয়া গিয়াছে, গণ-আন্দোলনের নদীস্রোত আবার বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। বরফ ভাঙিয়া গিয়াছে!...বর্ত্তমান শাসনে যাহা কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর, বহুদিন ধরিয়া রুশদেশ যত কিছু দুর্গতি, যত কিছু দুঃখকষ্ট সহিয়া আসিয়াছে, তাহা একটীমাত্র ঘটনা, লীনার ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত হইল। এইজন্যই লীনাতে গুলিচলা ধর্ম্মঘট ও মিছিলের সঙ্কেত হিসাবে কাজ দিল।"

লিকুইডেটর ও ট্রট্স্কিবাদীরা বিপ্লবকে কবর দিবার যে-চেষ্টা করিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। লীনার ঘটনাবলী দেখাইল যে বিপ্লবের শক্তি তখনও সজীব, দেখাইল যে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল বিপ্লবী তেজ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। ১৯১২ সালের মে-দিবস উপলক্ষে ধর্ম্মঘটে জড়াইয়া পড়িল চারলক্ষেরও বেশী শ্রমিক। এই সমস্ত ধর্ম্মঘটের পরিষ্কার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল। গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, আট-ঘণ্টা দিন এবং জমিদারী বাজেয়াপ্ত, এই বিপ্লবী বল্‌শেভিক্ 'স্লোগান' লইয়া ধর্ম্মঘটগুলি হয়। ব্যাপকভাবে কেবল শ্রমিকসাধারণ নয়, কৃষক ও

সৈনিকদেরও স্বৈরতন্ত্রের উপর বিপ্লবী আক্রমণের জন্য একজোট করাইবার উদ্দেশ্যে এই 'স্লোগানগুলি' স্থির করা হয়।

"বিপ্লবী অভ্যুত্থান" শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেনিন লেখেন,—"সমস্ত রুশদেশের সর্ব্বহারা, যে-বিপুল মে-দিবস ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠান করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় যে-মিছিল, বিপ্লবী ঘোষণা ও শ্রমিকসমাবেশে বিপ্লবী বক্তৃতা চলে, তাহা দেখায় যে রুশদেশ বিপ্লবের অভ্যুত্থানের স্তরে প্রবেশ করিয়াছে।" (লেনিন, "কলেক্টেড্ ওয়ার্ক্‌স্", রুশ-সংস্করণ, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৩)

শ্রমিকদের বিপ্লবী মনোভাবে শঙ্কিত হইয়া লিকুইডেটররা ধর্ম্মঘট আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার চালাইল ; তাহারা বলিল "ধর্ম্মঘটের জ্বর" লাগিয়াছে। এই লিকুইডেটররা ও তাহাদের মিত্র ট্রট্স্কি সর্ব্বহারার বিপ্লবী সংগ্রামের বদলে "দরখাস্ত লইয়া লড়াই" চালাইতে চাহিল। তাহারা শ্রমিকদের আহ্বান করিল এক টুকরা কাগজে দরখাস্ত সই করিতে। দরখাস্তে অনুরোধ জানানো হয় যে কয়েকটী "অধিকার" (মেলামেশার অধিকারের উপর প্রতিবন্ধক সরাইয়া লওয়া, ধর্ম্মঘটের অধিকার স্বীকার করা, ইত্যাদি) অনুমোদন করা হউক। স্টেট ডুমার পরে এ দরখাস্ত পাঠানোর কথা ছিল। যখন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বল্‌শেভিক্‌দের বিপ্লবী নীতি সমর্থন করিতেছিল, তখন লিকুইডেটররা মাত্র ১৩০০ স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতে পারে।

শ্রমিকশ্রেণী বল্‌শেভিক্‌দের নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিল।

সেই সময় দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল এইরূপ :—

১৯১০ সালে শিল্পে অচল অবস্থা কাটিয়া গিয়া উন্নতির দিন আসিয়াছিল, শিল্পের প্রধান শাখাগুলিতে উৎপাদনের বিস্তার ঘটিয়াছিল। ১৯০০ সালে ঢালা লোহার উৎপাদন ছিল ১৮ কোটী ৬০ লক্ষ 'পুড্',

১৯১২ সালে ছিল ২৫ কোটী ৬০ লক্ষ; ১৯১৩ সালে হইল ২৮ কোটী ৩০ লক্ষ। ১৯১০ সালে কয়লা উঠিত ১৫২ কোটী ২০ লক্ষ 'পুড', ১৯১৩ সালে উঠিল ২২১ কোটী ৪০ লক্ষ।

ধনিকশিল্পের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বহারাও তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে লাগিল। শিল্পবিকাশের এক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে বড় বড় কারখানায় আরও বেশী উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হইল। ১৯০১ সালে পাঁচশত এবং তাহার চেয়ে বেশী সংখ্যায় শ্রমিক কাজ করে এমন বড় বড় কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল মোট শ্রমিকসংখ্যার শতকরা ৪৬·৭; ১৯১০ সালে এই অনুপাত বাড়িয়া হইল প্রায় শতকরা ৫৪, অর্থাৎ মোট শ্রমিকসংখ্যার অর্দ্ধেকেরও বেশী। শিল্পের এরূপ কেন্দ্রীকরণ পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। ঐ সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত শিল্পে অগ্রসর দেশেও মোট শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাত্র বড় বড় কারখানায় কাজ করিত।

সর্ব্বহারার শক্তিবৃদ্ধি এবং বিরাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তাহাদের সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে বল্‌শেভিক্ পার্টির মত বিপ্লবী পার্টি উপস্থিত থাকায় রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণী দেশের রাজনৈতিক জীবনে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইল। কারখানাগুলিতে যে-বর্ব্বর উপায়ে শ্রমিকদেব উপর শোষণকাণ্ড চলিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে জারের তাবেদাররা যে অসহ্য পুলিস-শাসন চালাইত, তাহার ফলে প্রত্যেক বড় ধর্ম্মঘটই রাজনৈতিক আকার গ্রহণ করিত। আরও দেখা গেল যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম একসূত্রে বাঁধা থাকায় ব্যাপক ধর্ম্মঘটগুলিতে বিপুল বিপ্লবী শক্তির সঞ্চার ঘটিল।

বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে চলিল সেণ্টপিটার্সবুর্গের বীর সর্ব্বহারার দল; পিটার্সবুর্গের পিছনে চলিল বল্টিক সাগরকূলস্থ

প্রদেশগুলি, মস্কো শহর ও প্রদেশ, ভল্‌গা অঞ্চল এবং দক্ষিণ রাশিয়া। ১৯১৩ সালে আন্দোলন পশ্চিম অঞ্চল, পোলাণ্ড এবং ককেশসে ছড়াইয়া পড়িল। সরকারী হিসাব অনুসারে সর্ব্বসমেত ৭,২৫,০০০ শ্রমিক, এবং আরও সম্পূর্ণ হিসাব অনুসারে দশলক্ষেরও অধিক শ্রমিক ১৯১২ সালের ধর্ম্মঘটগুলিতে যোগ দেয়। ১৯১৩ সালে সরকারী হিসাব অনুসারে ৮ লক্ষ ৬১ হাজার, এবং আরও সম্পূর্ণ হিসাব অনুসারে ১২ লক্ষ ৭২ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দেয়। ১৯১৪ সালের প্রথমার্দ্ধের মধ্যেই ধর্ম্মঘটীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষে দাঁড়াইয়াছিল।

এইভাবে ১৯১২-১৪ সালের বিপ্লবী অভ্যুত্থান এবং ধর্ম্মঘট-আন্দোলনের ব্যাপ্তি দেশে যে-অবস্থার সৃষ্টি করিল তাহা ১৯০৫ সালের বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার সময়ের অনুরূপ।

সর্ব্বহারার ব্যাপক বিপ্লবী ধর্ম্মঘট **সমস্ত জনগণের** কাছেই গুরুত্ব সূচক ছিল। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হওয়ার দরুণ শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রায় সকলেই সহানুভূতি দেখাইল। কারখানায় তালা লাগাইয়া শ্রমিকদের খেদাইয়া মালিকরা শোধ তুলিল। ১৯১৩ সালে মস্কো প্রদেশের পুঁজিদাররা ৫০,০০০ কাপড় কল মজুরকে পথে বসায়। ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে মাত্র একদিনে সেণ্টপিটার্সবুর্গে ৭০,০০০ শ্রমিককে বরখাস্ত করা হয়। অন্যান্য কারখানা ও শিল্পের শাখায় যাহারা কাজ করিত সেই শ্রমিকরা সাধারণের কাছে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এবং মাঝে মাঝে সহানুভূতি সূচক ধর্ম্মঘট করিয়া তাহাদের ধর্ম্মঘটী ও বরখাস্ত কম্‌রেডদের সাহায্য করিত।

শ্রমিক আন্দোলনের অভ্যুত্থান এবং ব্যাপক ধর্ম্মঘটের ফলে কৃষকদের মধ্যেও সাড়া পড়িল। তাহারাও সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িল। চাষীরা আবার জমিদারের বিরুদ্ধে জাগিয়া উঠিল; জমিদারের খাস-খামার এবং

ধনী কৃষকদের জমিজমা তাহারা নষ্ট করিতে লাগিল। ১৯১০-১৪ এই কয় বৎসরে কৃষক-বিক্ষোভ আন্দোলন ঘটে ১৩০০০-এরও বেশী।

সৈনিকদের মধ্যেও বিপ্লবী জাগরণ দেখা যায়। ১৯১২ সালে তুর্কিস্তানে সৈনিকরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। বল্‌টিক্ নৌ-বাহিনীতে এবং সেবাস্তোপোল বন্দরে বিপ্লব পাকিয়া উঠিতে থাকে।

বল্‌শেভিক্ পার্টির নেতৃত্বে এই বিপ্লবী ধর্ম্মঘট আন্দোলন ও মিছিল ইত্যাদিতে দেখা গেল যে শ্রমিক শ্রেণী আংশিক দাবী স্বীকার করাইবার *জন্য বা "সংস্কার" আদায়ের জন্য লড়ে নাই, তাহারা জারতন্ত্রের কবল হইতে সমগ্র জনসাধারণের মুক্তির জন্য লড়িতেছিল।* নূতন বিপ্লবের দিকে দেশ অগ্রসর হইতেছিল।

১৯১২ সালের গ্রীষ্মকালে লেনিন্ রুশদেশের অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকিবার জন্য পারিস হইতে গ্যালিসিয়াতে (অস্ট্রিয়া) যান। এখানে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ও প্রধান পার্টি কর্ম্মীদের দুইটী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। একটী হয় ১৯১২ সালের শেষ দিকে ক্রাকো শহরে; আর একটী হয় ১৯১৩ সালের শরৎ কালে ক্রাকোর নিকটে পরোনিনো নামে একটী ছোট শহরে। এই সম্মেলন দুইটীতে শ্রমিক আন্দোলন-সম্পর্কিত জরুরী সমস্যা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি, ধর্ম্মঘট ব্যাপারে পার্টির কর্ত্তব্য, অবৈধ সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করা, ডুমাতে সোশাল ডেমক্রাটিক দলের কাজকর্ম্ম, পার্টির পত্রিকা, শ্রমিকদের বীমা সম্পর্কে প্রচার, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

২। বল্‌শেভিক্‌ সংবাদ পত্র "প্রাভ্‌দা"—চতুর্থ স্টেট্‌ ডুমাতে বল্‌শেভিক্‌ গ্রুপের কাজকর্ম্ম

সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য এবং জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার জন্য সেণ্টপিটার্সবুর্গে প্রকাশিত বল্‌শেভিক্‌ দৈনিক সংবাদ পত্র **"প্রাভ্‌দা"** ("সত্য") হইল বল্‌শেভিক্‌ পার্টির এক জোরালো হাতিয়ার। লেনিনের উপদেশ অনুসারে এবং স্টালিন অল্‌মিন্সকি ও পলেটাইযেভের উদ্যোগে ইহা স্থাপিত হয়। বিপ্লবী আন্দোলনের নব অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক শ্রেণীর গণ-পত্রিকা হিসাবে "প্রাভ্‌দা" প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার' প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয় ১৯১২ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে (নূতন হিসাবে ৫ই মে)। এই দিন শ্রমিকদের পক্ষে প্রকৃতই উৎসবের দিন ছিল। "প্রাভ্‌দা"-প্রকাশকে স্মরণীয় করিবার জন্য স্থির হয় যে এখন হইতে প্রতি বৎসর ৫ই মে তারিখে শ্রমিক পত্রিকা দিবস পালিত হইবে।

"প্রাভ্‌দা" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই প্রগতিশীল শ্রমিকদের জন্য বল্‌শেভিক্‌রা "জ্‌ভেজ্‌দা" নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির করিত। লীনা খনির কাণ্ড যখন ঘটে, তখন এই কাগজ বেশ দরকারী কাজ করে। লেনিন ও স্টালিনের লেখা কয়েকটী চোখা চোখা রাজনৈতিক প্রবন্ধ ইহাতে ছাপা হয় এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু বিপ্লবের জোয়ার বাড়িতেছিল বলিয়া আর সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বল্‌শেভিক্‌ পার্টির সকল প্রয়োজন মিটাইতে পারিল না। ব্যাপকভাবে শ্রমিকসাধারণের উদ্দেশ্যে একটী দৈনিক রাজনৈতিক গণপত্রিকা দরকার হইল। ঐ ধরণের পত্রিকা হইল "প্রাভ্‌দা"।

এই সময় "প্রাভ্‌দা" আন্দোলনের কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

গ্রহন করে। "প্রাভ্দা" শ্রমিক সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বল্শেভিজ্মের সমর্থন অর্জ্জন করিল। অবিরত পুলিসের নির্য্যাতন, জরিমানা আর 'সেন্সরের অমনোমত প্রবন্ধ ও পত্রাদি ছাপানোর জন্য বহু সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হওয়ার দরুণ "প্রাভ্দাকে" বাঁচিতে হইলে হাজার হাজার প্রগতিশীল শ্রমিকের সক্রিয় সমর্থন একান্ত প্রয়োজন ছিল। শ্রমিকদের কাছ থেকে অনেক টাকা সংগ্রহ্ করা চলিত বলিয়াই "প্রাভ্দা"র পক্ষে মোটা জরিমানা দেওয়া সম্ভব ছিল। "প্রাভ্দা"র যে-সব সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হইত সেগুলিরও অনেকাংশ প্রায়ই পাঠকদের হাতে পৌছাইত, কারণ শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা বেশী সক্রিয় তাহারা রাত্রে ছাপাখানায় গিয়া বাণ্ডিল বাণ্ডিল কাগজ লইয়া যাইত।

আড়াই বৎসরের মধ্যে জার-সরকার আট বার "প্রাভ্দাকে" বন্ধ করিয়া দেয় কিন্তু প্রত্যেকবারই শ্রমিকদের সমর্থন পাইয়া নূতন এবং অনুরূপ এক নাম—যেমন 'জা প্রাভদা' ('সত্যের জন্য') 'পুটু প্রাভ্দি' ('সত্যের পথ') 'ত্রুদোভায়া প্রাভ্দা' ('শ্রম ও সত্য')—লইয়া প্রাভ্দা আবাব আবির্ভূত হইত।

প্রতিদিন গড়ে ৪০,০০০ কপি প্রাভ্দা" বিক্রয় হইত; অপরপক্ষে, মেন্শেভিক্ দৈনিক "লুচ্" ('কিরণ') ১৫।১৬ হাজারের বেশী বিক্রয় হইত না।

শ্রমিকরা "প্রাভ্দাকে" নিজস্ব পত্রিকা বলিয়া মনে করিত; ইহার উপর তাহাদের বিশ্বাস ছিল, ইহার আহ্বানে তাহারা বেশ সাড়া দিত। প্রত্যেকটি কপি হাতে হাতে ঘুরিত বলিয়া অনেকেই পড়িত, "প্রাভ্দা" শ্রমিকদের শিক্ষা দিত, শ্রেণীচৈতন্যকে সুগঠিত করিয়া দিত, এবং সংগ্রামে যোগদানের জন্য আহ্বান করিত।

"প্রাভ্দাতে" কি বিষয়ে লেখা হইত?

প্রত্যেক সংখ্যাতে শ্রমিকদের লেখা অনেক চিঠি থাকিত। এগুলিতে তাহারা নিজেদের জীবন বর্ণনা করিত, পুঁজিদার এবং 'ম্যানেজার' ও 'ফোরম্যান'দের হাতে তাহারা যে বর্ব্বর শোষণ ও নানাপ্রকার অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিত তাহার বিবরণ দিত। ধনতন্ত্রের আমলে জীবনব্যবস্থা বিষয়ে এগুলি হইত সুতীক্ষ্ণ ও প্রবল অভিযোগ। বেকার এবং উপবাসী শ্রমিকরা আর কখনও কাজ পাইবার আশা হারাইয়া আত্মহত্যা করিলে "প্রাভ্‌দা" প্রায়ই তাহার বিবরণ প্রকাশ করিত।

বিভিন্ন কারখানা ও শিল্পের নানা শাখাতে শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ ও দাবীদাওয়া সম্বন্ধে "প্রাভ্‌দা" লিখিত এবং শ্রমিকরা কি ভাবে নিজেদের দাবীর জন্য লড়িতেছে তাহার খবর দিত। প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই নানা কারখানায় ধর্ম্মঘটের রিপোর্ট থাকিত। যখন কোন বড় ধর্ম্মঘট বহুদিন ধরিয়া চলিত, তখন ধর্ম্মঘটীদের ভরণপোষণের জন্য অন্যান্য কারখানা ও শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিকদের কাছে অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে এই কাগজ সাহায্য করিত। কখনও কখনও ধর্ম্মঘটীদের অর্থভাণ্ডারে হাজার হাজার রুব্‌ল্ সংগৃহীত হইত; যখন অধিকাংশ শ্রমিক দিনে ৭০৷৮০ 'কোপেকের' বেশী মজুরী পাইত না, তখনকার দিনের পক্ষে হাজার হাজার রুব্‌ল্ হইল একটা বিরাট সংখ্যা। ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে সর্ব্বহারা-সংহতির মনোভাব জাগরূক হইত এবং সকল শ্রমিকের স্বার্থ যে এক, সেই চেতনা প্রবল হইত।

"প্রাভদাতে" চিঠি, অভিনন্দন, প্রতিবাদ ইত্যাদি পাঠাইয়া শ্রমিকরা প্রত্যেক রাজনৈতিক ঘটনা, প্রত্যেক জয় বা পরাজয়ে সাড়া দিত। "প্রাভদার" প্রবন্ধগুলিতে সুসঙ্গত বল্‌শেভিক্ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা থাকিত। বৈধভাবে প্রকাশিত

কোন সংবাদপত্র খোলাখুলিভাবে জারতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য জনগণকে আহ্বান করিতে পারিত না। তাই ইহাকে ইঙ্গিতে কথা বলিতে হইত; সে-কথা শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক খুবই ভালরকম বুঝিত এবং জনগণকে বুঝাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে যখন "প্রাভ্দা" "পঞ্চম বর্ষের পূর্ণ ও অটুট দাবীর" কথা লিখিত, তখন শ্রমিকরা বুঝিত যে ইহার অর্থ হইল বল্‌শেভিক্‌দের বিপ্লবী দাবী অর্থাৎ জারতন্ত্রের উচ্ছেদ, গণতান্ত্রিক সাধাবণতন্ত্র, জমিদারী বাজেয়াপ্ত এবং আট ঘণ্টা দিন।

চতুর্থ ডুমাতে নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে "প্রাভ্দা" আগুয়ান্ শ্রমিকদের সংগঠিত করিল। যাহারা লিবারল বুর্জোয়াদেব সঙ্গে মিটমাট চাহিত, যাহারা স্টলিপিন "লেবর পার্টির" পক্ষে ওকালতি করিত, সেই মেন্‌শেভিক্‌দের মুখোস্ খুলিয়া দিযা "প্রাভদা" তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণ করিল। যাহারা "পঞ্চম বর্ষের পূর্ণ ও অটুট দাবী" লইয়া দাঁড়াইল অর্থাৎ যাহারা বল্‌শেভিক্, তাহাদের পক্ষে ভোট দিবার জন্য "প্রাভ্দা" শ্রমিকদের আহ্বান জানাইল। তখন পরোক্ষ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা ছিল; কয়েকটী স্তরের মধ্য দিয়া নির্ব্বাচন হইত। প্রথমে শ্রমিকরা সভায় মিলিত হইয়া ডেলিগেট বাছিযা লইত, তাহার পর ডেলিগেটরা নির্ব্বাচক কাহারা হইবে স্থির করিত; এই নির্ব্বাচকরা ডুমাতে শ্রমিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণ করিত। শ্রমিক নির্ব্বাচনের দিন "প্রাভদা" বল্‌শেভিক্ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করিয়া তাহাদের পক্ষে শ্রমিকদের ভোট দিবার জন্য সুপারিশ করিল। ইহার পূর্ব্বে তালিকা প্রকাশ করা যায় নাই, কারণ তাহা হইলে তালিকায় যাহাদের নাম আছে, তাহারা গ্রেপ্তার হইবার আশঙ্কা ছিল।

জনগণের মধ্যে সর্ব্বহারার কার্য্যক্রমকে সংগঠিত করিতে "প্রাভ্দা" সাহায্য করিল। ১৯১৪ সালের বসন্তকালে সেণ্টপিটার্সবুর্গে যখন একটী

বড় কারখানায় কুলুপ লাগাইয়া মালিক শ্রমিকদের পথে বসাইয়াছিল, তখন ধর্ম্মঘট সমীচীন বিবেচিত না হওয়ায় "প্রাভ্‌দা" শ্রমিকদের অন্যান্য উপায়ে সংগ্রাম করিতে আহ্বান করে, কারখানায় জনসভা ও রাস্তায় মিছিল করিতে বলে। সংবাদপত্রে খোলাখুলিভাবে একথা বলা যায় নাই। কিন্তু "শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের বিভিন্ন রূপ" এই নিরীহ নাম দিয়া লেনিন যে-প্রবন্ধ লেখেন, তাহা শ্রেণীসচেতন শ্রমিকরা যখন পড়িল এবং তাহাতে দেখিল যে কোন এক সময়ে ধর্ম্মঘটের জায়গায় শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের উচ্চতর পর্য্যায়, আসিবে, অর্থাৎ সভাসমিতি ও মিছিল সংগঠন করার ডাক আসিবে, তখন তাহারা এ আহ্বানের তাৎপর্য্য বুঝিল।

এইভাবে বল্‌শেভিক্‌দের অবৈধ, বিপ্লবী কাজকর্ম্মের সঙ্গে "প্রাভ্‌দার" মধ্যস্থতায় বৈধ আন্দোলনের পদ্ধতি এবং শ্রমিকসাধারণের ব্যাপক সংগঠনের কাজ মিলানো হইল।

"প্রাভ্‌দা" কেবল শ্রমিকদেব জীবন, এবং তাহাদের ধর্ম্মঘট ও মিছিল সম্বন্ধেই লিখিত না। ইহাতে নিয়মিতভাবে কৃষকদের জীবন, তাহারা যে দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইত, এবং সামন্ততন্ত্রী জমিদাররা যে তাহাদের শোষণ করিত, তাহার বিববণ প্রকাশ হইত। স্টলিপিন-"সংস্কারের" ফলে 'কুলাক্‌রা' ('ধনীকৃষক') যেমনভাবে গরীব চাষীদের সবচেয়ে সরেশ জমি কাড়িয়া লইত, তাহার বর্ণনা "প্রাভ্‌দায়" বাহির হইত। গ্রাম অঞ্চলে ব্যাপক ও জলন্ত অসন্তোষের দিকে "প্রাভ্‌দা" শ্রেণীসচেতন শ্রমিককের মনোযোগ আকর্ষণ করিত। সর্ব্বহারাকে "প্রাভদা" শিখাইত যে ১৯০৫-এর বিপ্লবের উদ্দেশ্য তখনও সাধিত হয় নাই এবং নূতন এক বিপ্লব আসন্ন রহিয়াছে। "প্রাভ্‌দা শিখাইত যে এই দ্বিতীয় বিপ্লবে সর্ব্বহারাকে প্রকৃতই জনগণের নেতা ও পথপ্রদর্শক হইতে হইবে, এবং ইহাতে বিপ্লবী কৃষকশ্রেণীর মত শক্তিশালী মিত্রকে সে পাইবে।

মেন্‌শেভিক্‌রা চেষ্টা করিত যে সর্ব্বহারা যেন বিপ্লবের চিন্তা ছাড়িয়া দেয়, জনগণের কথা ও কৃষকদের অনাহারের কথা যেন আর না ভাবে, 'ব্ল্যাক্-হাণ্ড্রেড' সামন্ততন্ত্রী জমিদারদের বিরুদ্ধে তর্জ্জন গর্জ্জন যেন বন্ধ করে, আর কেবল যেন "এক জোট হইবার অধিকারের" জন্য আন্দোলন করে এবং ঐ উদ্দেশ্যে জার-সরকারের কাছে "দরখাস্ত" পেশ করে। বল্‌শেভিক্‌রা শ্রমিকদের বুঝায় যে বিপ্লব এবং কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রী পরিহার করার এই যে মেন্‌শেভিক্ নীতি, তাহা বুর্জোয়াদেব স্বার্থেই প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু কৃষকশ্রেণীকে মিত্র হিসাবে পাইলে শ্রমিকরা নিশ্চয়ই জারতন্ত্রকে পরাজিত করিবে এবং সেইজন্য বিপ্লবের শত্রু বলিয়া মেন্‌শেভিক্‌দেব মত অসদুপদেষ্টাদের তাড়াইতে হইবে।

"কৃষকদের জীবন" শীর্ষক অংশে "প্রাভ্‌দায়" কি লেখা হইত ?

দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯১৩ সালের কয়েকটী চিঠি লওয়া যাক্।

সামারা হইতে "একটী কৃষিবিষয়ক ঘটনা" শীর্ষক চিঠি থেকে জানা যায় যে বুগুল্‌মা উইয়েজ্‌দে নভোখাস্‌বুলাট গ্রামে যে-৪৫জন কৃষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে যে তাহারা 'কমিউন্' বা পঞ্চায়েৎ-ত্যাগী কৃষকদের জন্য কমিউনেরই জমি বিলি করিতেছিল বলিয়া একজন জরিপ-কর্ম্মচারীর কাজে হস্তক্ষেপ করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

প্‌স্কভ্ প্রদেশ থেকে একটি ছোট চিঠিতে বলা হয় যে "প্‌সিট্‌সা গ্রামের (জাভালি স্টেশনের নিকট) কৃষকরা গ্রামের পুলিসকে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাধা দেয়। কয়েকজন আহত হয়। কৃষিবিষয়ে বিবাদের দরুণ এই সংঘর্ষ ঘটে। প্‌সিট্‌সাতে গ্রামের পুলিস পাঠানো হইয়াছে, শাসন-কর্ত্তার প্রতিনিধি এবং সরকারী উকিল ঐ গ্রাম অভিমুখে যাইতেছে।"

উফা প্রদেশ হইতে একটী চিঠিতে জানা যায় যে চাষীদের অনেক

জমি বিক্রয় হইয়া যাইতেছিল, এবং দুর্ভিক্ষ ও গ্রামের কমিউন্ ছাড়িবার অনুমতিমূলক আইনের ফলে ক্রমেই বেশী সংখ্যায় কৃষক তাহাদের জমি হারাইতেছিল। বরিসভ্‌কা গ্রামটীর কথা ধরা যাক্। এখানে ছিল ২৭টি কৃষক পরিবার, এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে ৫৪৩ 'দেসিয়াতিন' চাষের উপযুক্ত জমির মালিক ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় পাঁচজন কৃষক অবিলম্বে ৩১ 'দেসিয়াতিন জমি বিক্রয় করে; তাহারা দর পায় 'দেসিয়াতিন' প্রতি ২৫ হইতে ৩৩ রুব্‌ল্, যদিও জমির আসল দর ইহার ৩।৪ গুণ ছিল। এই গ্রামেই সাতজন কৃষক ১৭৭ 'দেসিয়াতিন' চাষের উপযুক্ত জমি ছয় বৎসরের জন্য বন্ধক রাখিয়া শতকরা বারো টাকা বার্ষিক সুদের হারে ১৮ হইতে ২০ রুব্‌ল্ পায়। গ্রামের লোকদের দারিদ্র্য এবং অতিরিক্ত সুদের হার মনে রাখিলে নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে ঐ ১৭৭ 'দেসিয়াতিনের' অর্দ্ধেক নিশ্চয়ই মহাজনের কবলে চলিয়া যাইবে, কারণ ছয় বৎসরের মধ্যে অত বেশী টাকা পরিশোধ করা খাতকদের মধ্যে অর্দ্ধেকের পক্ষেও সম্ভব নয়।

"রুশদেশে বড় জমিদার এবং ছোট চাষীর ভূসম্পত্তি" শীর্ষক "প্রাভ্‌দায়" প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেনিন পরগাছা জমিদারদের ভূসম্পত্তি যে কত বেশী তাহা চমৎকারভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের দেখাইয়া দেন। ত্রিশ হাজার বড় জমিদার মিলিয়াই ৭ কোটী 'দেসিয়াতিন' জমির মালিক ছিল। অপরপক্ষে, এককোটী কৃষক পরিবার মিলিয়া সাতকোটী 'দেসিয়াতিন' তাহাদের অংশে পাইয়াছিল। গড়ে প্রত্যেক বড় জমিদার ছিল ২৩০০ 'দেসিয়াতিনের' মালিক, আর কুলাকদের ধরিয়া কৃষক পরিবারগুলি গড়ে প্রত্যেকে সাত 'দেসিয়াতিনের' মালিক ছিল। এছাড়া ৫০ লক্ষ গরীব কৃষক পরিবার, অর্থাৎ কৃষকসম্প্রদায়ের অর্দ্ধেক, গড়ে প্রত্যেকে এক কিংবা দুই দেসিয়াতিনের বেশী পাইত না। এই গণনা হইতে পরিষ্কার দেখা যায়

যে কৃষকদের দারিদ্র্য এবং বার বার দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবের মূল কারণ হইল বিরাট জমিদারীপ্রথা এবং ভূমিদাসত্বের অস্তিত্ব। শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালনায় বিপ্লবের দ্বারাই শুধু কৃষকরা এই দুই হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিত।

গ্রামের সঙ্গে যাহাদের সম্পর্ক ছিল, সেই শ্রমিকদের সহায়তায় "প্রাভদা" গ্রামে গিয়া পৌছিল এবং রাজনীতি ব্যাপারে অগ্রসর কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিল।

যখন "প্রাভ্দা" প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বে-আইনী সোশাল-ডেমক্রাটিক সংগঠনগুলি সম্পূর্ণ বল্শেভিক্দের পরিচালনাধীন ছিল। অপরপক্ষে, ডুমা-গ্রুপ্, পত্রিকাদি, আতুরমঙ্গল সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির মত বৈধ সংগঠনগুলি তখনও মেন্শেভিক্দের কবল হইতে পুরোপুরি সরাইয়া আনা যায় নাই। শ্রমিকশ্রেণীর যে-সমস্ত বৈধ সংগঠন টিকিয়াছিল সেগুলি হইতে লিকুইডেটরদের তাড়াইবার জন্য বল্শেভিক্দের দৃঢ়সংকল্প হইয়া সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এ সংগ্রামের নিষ্পত্তি যে বিজয়লাভের মধ্যে হইল, সেজন্য "প্রাভ্দাকে" ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

পার্টিনীতির জন্য, শ্রমিকশ্রেণীর **ব্যাপক** বিপ্লবী পার্টি গঠনের জন্য সংগ্রামের কেন্দ্রস্থলে ছিল "প্রাভ্দা"। বল্শেভিক্ পার্টির বে-আইনী কেন্দ্রগুলির চারদিকে "প্রাভ্দা" বৈধ সংগঠনগুলিকে একজোট করে, এবং একটি সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে, বিপ্লবের উদ্যোগের দিকে, শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনকে পরিচালিত করে।

"প্রাভ্দার" বহুসংখ্যক শ্রমিক সংবাদদাতা ছিল। মাত্র এক বৎসরে ইহাতে এগারো হাজার শ্রমিকের চিঠি ছাপা হয়। কিন্তু "প্রাভ্দা" কেবল চিঠির মারফৎ শ্রমিকসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিত না। কারখানা হইতে অনেক শ্রমিক প্রতিদিন সম্পাদকীয় কার্য্যালয়ে আসিত। "প্রাভ্দার" সম্পাদকীয় কার্য্যালয়ে পার্টির সাংগঠনিক কাজের বহুলাংশ

কেন্দ্রীভূত হইত। এইখানে পার্টির ছোট ছোট কর্মকেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইত; এইখানে কলকারখানাগুলিতে পার্টির কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট গ্রহণ করা হইত; আর এইখান থেকেই পার্টির সেণ্টপিটার্সবুর্গ কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশ প্রেরণ করা হইত।

বিরাট বিপ্লবী শ্রমিক পার্টি গঠনের জন্য আড়াই বৎসর ধরিয়া লিকুইডেটরদের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম চালানোর ফলে ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ বল্‌শেভিক্‌রা রাজনীতিব্যাপারে সক্রিয় রুশ শ্রমিকদের মধ্যে **পাঁচভাগের চারভাগকে** বল্‌শেভিক্ পার্টি ও "প্রাভ্‌দায়" প্রচারিত কর্ম্মকৌশলের পক্ষে টানিতে সক্ষম হয়। ইহার প্রমাণ হিসাবে একটি দৃষ্টান্ত দেখানো যায় যে ১৯১৪ সালে শ্রমিকপত্রিকাগুলির জন্য মোট যে ৭০০০ শ্রমিকমণ্ডলী অর্থসংগ্রহ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে ৫৬০০ দল টাকা তুলিতেছিল বল্‌শেভিক্ কাগজের জন্য এবং মাত্র ১৪০০ দল মেন্‌শেভিক্ কাগজের জন্য টাকা জোগাড় করিতেছিল। কিন্তু অপরপক্ষে, বুর্জোয়া 'লিবারল' এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মেন্‌শেভিক্‌দের বহু "ধনী বন্ধু" ছিল, এবং তাহারা মেন্‌শেভিক্ কাগজকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য প্রয়োজন টাকার অর্দ্ধেকেরও বেশী অগ্রিম দান করিয়াছিল।

বল্‌শেভিক্‌দের তখন বলা হইত "প্রাভ্‌দিস্ট্" (প্রাভ্‌দাপন্থী)। এক সময়ে বিপ্লবী সর্ব্বহারাশ্রেণীর সকলকে শিক্ষা দেয় "প্রাভ্‌দা"; ইহারাই পরে অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লব ঘটায়। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক "প্রাভ্‌দাকে" সমর্থন করিত। বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যুত্থানের সময় (১৯১২-১৪) বল্‌শেভিক্ গণ-পার্টির ভিত্তি এমন সুদৃঢ়ভাবে পত্তন করা হয় যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় জারতন্ত্রের সর্ব্ববিধ অত্যাচার ইহাকে ধ্বংস করিতে পারে নাই।

"১৯১২ সালের 'প্রাভ্দা' হইল ১৯১৭ সালে বল্‌শেভিক্ বিজয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।" (স্টালিন)

চতুর্থ স্টেট ডুমায় যে-বল্‌শেভিক্ দলটি ছিল তাহা হইল পার্টির বৈধভাবে সক্রিয় কেন্দ্রীয় মুখপাত্রগুলির অন্যতম।

১৯১২ সালে সরকার চতুর্থ ডুমার জন্য নির্ব্বাচনের নির্দ্দেশ দেয়। আমাদের পার্টি নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করে। সারা দেশ ব্যাপিয়া জনগণের মধ্যে আইন বাঁচাইয়া বল্‌শেভিক্ পার্টির বিপ্লবী কাজ চালাইবার প্রধান ঘাঁটি ছিল ডুমার সোশাল-ডেমক্রাটিক দল এবং "প্রাভ্দা"।

বল্‌শেভিক্ পার্টি ডুমা নির্ব্বাচনের সময় নিজস্ব 'শ্লোগান' লইয়া স্বাধীনভাবে কাজ করে, এবং একই সঙ্গে সরকারী দলগুলিও লিবারল বুর্জ্জোয়াদের (কন্‌স্টিট্যুশনাল-ডেমক্রাট) বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। নির্ব্বাচনযুদ্ধের সময় বল্‌শেভিকরা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, আটঘণ্টা মজুরী এবং জমিদারী বাজেয়াপ্ত করার আওয়াজ তুলিয়াছিল।

১৯১২ সালের শরৎকালে চতুর্থ ডুমার নির্ব্বাচন হয়। অক্টোবরের প্রথম দিকে সেণ্টপিটার্সবুর্গে নির্ব্বাচনের গতিক দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া সরকার অনেকগুলি বড় কারখানাতে নির্ব্বাচকদের অধিকারে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে। ইহার জবাবে আমাদের পার্টির সেণ্টপিটার্সবুর্গ কমিটি কমরেড স্টালিনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বড় বড় কারখানার শ্রমিকদের একদিন ধর্ম্মঘট করিবার আহ্বান জানায়। মুশ্‌কিলে পড়িয়া সরকার হার মানিতে বাধ্য হয়, এবং শ্রমিকরা তাহাদের সভায় যাহাকে খুশী তাহাকে নির্ব্বাচন করিতে পারে। কমরেড স্টালিন ডেলিগেটদের উদ্দেশ্যে যে-নির্দ্দেশ এবং যে-প্রতিনিধির নাম স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, বিপুল সংখ্যাধিক্যে শ্রমিকরা তাহারই পক্ষে ভোট দিল। "শ্রমিকপ্রতিনিধিদের

প্রতি সেণ্টপিটার্স্‌বুর্গ শ্রমিকদের নির্দ্দেশে" ১৯০৫ সালের অসম্পূর্ণ কার্য্যক্রমের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

এই "নির্দ্দেশে" বলা হয়: "আমরা মনে করি যে রুশদেশ এখন গণ-আন্দোলনের আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে রহিয়াছে, এই আন্দোলন হয়তো ১৯০৫-এর চেয়ে ব্যাপক ও গভীর হইবে।...১৯০৫-এ যেমন ঘটিয়াছিল, তেমনই এই আন্দোলনগুলির পুরোভাগে থাকিবে রুশ সমাজেব সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী, অর্থাৎ রুশ সর্ব্বহাবাশ্রেণী। যে-কৃষকশ্রেণী বহু দুঃখ সহ্য করিতেছে এবং রুশদেশের মুক্তি যাহার কাছে নিতান্ত কাম্য, সেই কৃষকশ্রেণীই সর্ব্বহারার একমাত্র মিত্র হইবে।"

"নির্দ্দেশে" ঘোষণা করা হয় যে ভবিষ্যতে জনগণের কার্য্যক্রমে দুই রণক্ষেত্রে সংগ্রামের আকার লইবে—জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এবং যে-লিবারল বুর্জোয়ারা জারতন্ত্রের সঙ্গে আপোস খুঁজিতেছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

বিপ্লবী সংগ্রামে শ্রমিকদের ডাক দিয়াছিল বলিয়া এই "নির্দ্দেশের" যে বিবাট গুরুত্ব ছিল, তাহা লেনিন বলেন। নিজেদেব গৃহীত প্রস্তাবে শ্রমিকরা এই আহ্বানে সাড়া দেয়।

বির্ব্বাচনে বল্‌শেভিক্‌রা জয়লাভ করে এবং সেণ্টপিটার্স্‌বুর্গের শ্রমিকরা কমরেড বাদাইয়েভকে ডুমাতে নির্ব্বাচন করিয়া পাঠায়।

লোকসংখ্যার অন্যান্য অংশ হইতে স্বতন্ত্রভাবে শ্রমিকরা ডুমা-নির্ব্বাচনে ভোট দেয় (ইহাকে শ্রমিক 'কিউরিয়া' বলা হইত)। শ্রমিক 'কিউরিয়া' হইতে নয় জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে ছয়জন ছিলেন বল্‌শেভিক্ পার্টির সভ্য: বাদাইয়েভ, পেট্রভ্‌স্কি, মুরানভ, সাময়লভ, শাগভ্ ও মালিনভ্‌স্কি (শেষোক্ত লোকটী পরে গোয়েন্দা-প্ররোচক বলিয়া ধরা পড়ে)। যে-সব বড় শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অন্তত পাঁচভাগের

চার ভাগ কেন্দ্রীভূত ছিল, বল্‌শেভিক প্রতিনিধিরা সেখান থেকে নির্ব্বাচিত হয়। অপরপক্ষে কয়েকজন নির্ব্বাচিত 'লিকুইডেটর' শ্রমিক 'কিউরিয়া' হইতে নির্দ্দেশ পায় নাই, অর্থাৎ শ্রমিকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয় নাই। ফলে ডুমাতে ছয়জন বল্‌শেভিক্ আর সাতজন 'লিকুইডেটর' স্থান পায়। প্রথমে বল্‌শেভিক্ ও লিকুইডেটররা মিলিয়া ডুমাতে সোশাল-ডেমক্রাটিক 'গ্রুপ্' গঠন করে। কিন্তু ১৯১৩ সালের অক্টোবরে বল্‌শেভিক্‌দের বিপ্লবী কাজে লিকুইডেটররা ব্যাঘাত দিতেছিল বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দুর্দ্দম-সংগ্রামের পর, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেশে বল্‌শেভিক্ প্রতিনিধিরা মিলিত সোশাল-ডেমক্রাটিক গ্রুপ হইতে সরিয়া দাঁড়ায় এবং নিজেদের স্বতন্ত্র বল্‌শেভিক্ গ্রুপ্ খাড়া করে।

বল্‌শেভিক্ প্রতিনিধিরা ডুমাতে বিপ্লবী বক্তৃতা করিয়া স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার আসল চেহারা জাহির করিয়া দেয়, এবং শ্রমিকদলন ও শ্রমিকদের উপর পুঁজিদারদের অমানুষিক শোষণ সম্বন্ধে সরকারকে সওয়াল করিতে থাকে।

তাহারা ডুমাতে কৃষিসম্পর্কিত ব্যাপার লইয়াও বক্তৃতা করে, সামন্ততন্ত্রী জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য কৃষকদের আহ্বান করে এবং যে কন্‌স্টিট্যুশনাল-ডেমক্রাটিক পার্টি জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া কৃষকদের হাতে জমি তুলিয়া দেওয়ার বিরোধী ছিল, তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়।

দিনে আট-ঘণ্টা মজুরী বাঁধিয়া দেওয়াব জন্য বল্‌শেভিক্‌রা স্টেট ডুমাতে এক আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করে। ইহা অবশ্য ব্ল্যাক্-হাণ্ড্রেড ডুমাতে গৃহীত হয় নাই, কিন্তু আন্দোলন চালাইবার দিক থেকে ইহার খুবই গুরুত্ব ছিল।

ডুমার বল্‌শেভিক্ গ্রুপ্ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং লেনিনের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়া চলিত এবং উপদেশ লইত। কম্‌রেড স্টালিন যখন সেণ্টপিটার্স বুর্গে ছিলেন, তখন তাহাবা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার পবিচালনায় কাজ করিত।

বল্‌শেভিক্ প্রতিনিধিবা শুধু ডুমাব মধ্যে কাজ করিয়াই ক্ষান্ত হইত না। ডুমার বাহিবেও তাহারা খুব সক্রিয় ছিল। তাহারা কলকারখানা দেখিতে যাইত, দেশের শ্রমিককেন্দ্রগুলিতে সফর করিয়া বেড়াইত, বক্তৃতা কবিত, পার্টিব নির্দ্দেশ বুঝাইবাব জন্য গোপন সভার ব্যবস্থা করিত এবং নূতন পার্টি সংগঠন খাড়া কবিত। প্রতিনিধিবা নিপুণভাবে বৈধ কাজের সঙ্গে অবৈধ গোপন কাজকর্ম্ম মিলাইয়া চলিত।

৩। বৈধ সংগঠনগুলিতে বল্‌শেভিক্‌দের বিজয়—বিপ্লবী আন্দোলনের ক্রমবর্দ্ধমান গতি—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রাক্কাল

এই সময় বল্‌শেভিক্‌পার্টি সর্ব্বহারার শ্রেণীসংগ্রামেব পদ্ধতি ও প্রকাশ্য ব্যাপাবে নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখায়। পার্টি অবৈধ সংগঠন গড়িত, বে-আইনী ইস্তাহার প্রকাশ করিত, জনগণের মধ্যে গোপনে বিপ্লবী কাজ চালাইত। সঙ্গে সঙ্গে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন বৈধ সংগঠনগুলিতেও স্থিরসংকল্প হইয়া নেতৃত্ব অর্জ্জন করে। পার্টি ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে দলে টানিবার, এবং "পীপ্‌ল্‌স্ হাউস্", সান্ধ্য বিদ্যায়তন, ক্লাব এবং আতুরমঙ্গল সমিতিগুলিব উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা কবিল। বহুদিন ধবিয়া এই বৈধ সংগঠনগুলি লিকুইডেটবদের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল।। এই আইনসঙ্গত সমিতিগুলিকে পার্টির ঘাঁটিতে পরিণত

করার জন্য বল্‌শেভিক্‌রা প্রবল সংগ্রাম শুরু করিল। নিপুণভাবে বৈধ ও অবৈধ কাজ মিলাইয়া বল্‌শেভিক্‌রা সেণ্টপিটার্সবুর্গ এবং মস্কো, এই দুই প্রধান শহরে অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে দলে টানিতে পারিল। ১৯১৩ সালে সেণ্টপিটার্সবুর্গে ধাতবশিল্পশ্রমিক ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচনে জয়লাভই হইল এই সাফল্যের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সভায় যে ৩০০০ শ্রমিক উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে কোনক্রমে মাত্র ১৫০ জন লিকুইডেটরদের পক্ষে ভোট দেয়।

চতুর্থ স্টেট ডুমাতে সোশাল-ডেমক্রাটিক গ্রুপের মত গুরুত্বপূর্ণ বৈধ সংগঠন সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। ডুমাতে মেন্‌শেভিক্‌দের সাতজন এবং বল্‌শেভিক্‌দের ছয়জন প্রতিনিধি থাকিলেও মেন্‌শেভিক্‌রা প্রধানত শ্রমিকশ্রেণীর বহির্ভূত অঞ্চল হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল এবং শ্রমিকশ্রেণীর একপঞ্চমাংশেরও প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারিত না। অপরপক্ষে, বল্‌শেভিক্‌ প্রতিনিধিরা দেশের প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলি (সেণ্টপিটার্সবুর্গ, মস্কো, আইভানোভো-ভজ্‌নেসেন্স্‌ক্‌, কস্‌ট্রোমা, একাটেরিনোস্লাভ, এবং খারকভ) হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল এবং শ্রমিকশ্রেণীর পাঁচভাগের মধ্যে চার ভাগের চেয়েও অধিক অংশের প্রতিনিধিত্ব করিত। শ্রমিকরা ছয়জন বল্‌শেভিক্‌কে (বাদাইয়েভ, পেট্রভ্‌স্কি প্রভৃতি) নিজেদের প্রতিনিধি মনে করিত, মেন্‌শেভিক্‌দের মনে করিত না।

বল্‌শেভিক্‌রা বৈধ সংগঠনগুলিকে দলে টানিতে পারে, কারণ জার-সরকারের বর্ব্বর অত্যাচার এবং লিকুইডেটর ও ট্রটস্কিবাদীদের গালিগালাজ সত্ত্বেও তাহারা অবৈধ পার্টিকে বাঁচাইয়া রাখিতে এবং পার্টির মধ্যে সুদৃঢ় শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পারিয়াছিল; তাহারা অবিচলিতভাবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করিয়াছিল; জনগণের সঙ্গে

তাহাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল এবং শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের শত্রুদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম তাহারা চালাইয়াছিল।

এইভাবে বৈধ সংগঠনগুলিতে বল্‌শেভিক্‌দের জয় ও মেন্‌শেভিক্‌দের পরাজয় চারিদিকেই চলিতে থাকিল। ডুমার বক্তৃতামঞ্চ হইতে আন্দোলন চালাইবার কাজ এবং শ্রমিকপত্রিকা ও অন্যান্য বৈধ সংগঠনের কাজ, এই উভয় ব্যাপারেই মেন্‌শেভিক্‌দের পিছনে হটাইয়া দেওয়া হইল। বিপ্লবী আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীর উপর জোর প্রভাব বিস্তার করিল; শ্রমিকশ্রেণী সুস্পষ্টভাবে বল্‌শেভিক্‌দের কেন্দ্র করিয়া সংহত হইতে লাগিল, মেন্‌শেভিক্‌দের দূরে সরাইয়া দিল।

সর্ব্বোপরি দেখা গেল যে জতীয় সমস্যা সম্বন্ধে মেন্‌শেভিক্‌রা একেবারে দেউলিয়া প্রমাণিত হইল। রুশদেশের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন জাতীয় সমস্যা বিষয়ে সুস্পষ্ট কার্য্যক্রম দাবী করিল। কিন্তু বুন্দের "সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য" সম্বন্ধে যে-কথা কাহাকেও সন্তুষ্ট করে নাই, তাহা ছাড়া মেন্‌শেভিক্‌দের অন্য কোন কার্য্যক্রম ছিল না। একমাত্র বল্‌শেভিক্‌দেরই জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে মার্ক্‌স্‌বাদী কার্য্যক্রম ছিল; ইহা "মার্ক্‌স্‌বাদ ও জাতিসমস্যা" শীর্ষক কমরেড স্টালিনের প্রবন্ধে, এবং "জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার," ও "জাতিসমস্যা সম্পর্কে সমালোচনা" শীর্ষক লেনিনের প্রবন্ধে পরিষ্কারভাবে বলা হয়।

মেন্‌শেভিক্‌রা এভাবে পরাজয় সহ্য করার পর "আগস্ট্‌ ব্লক্‌" যে ভাঙিতে আরম্ভ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই। হরেক-রকম লোক লইয়া গঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা বল্‌শেভিক্‌দের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না এবং ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। বল্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে লড়িবার জন্য যে-"আগস্ট ব্লক্‌" খাড়া হইয়াছিল, তাহা বল্‌শেভিক্‌দেরই আঘাতে শীঘ্রই খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। প্রথমে

"ব্লক" ছাড়িল "ভিপেরিয়ড্"-ওয়ালারা (বগ্দানভ্, লুনাচর্স্কি প্রভৃতি); পরে গেল লেট্রা, এবং অবশিষ্ট সকলে তাহাদের পথ অনুসরণ করিল।

বল্শেভিক্দের সঙ্গে লড়াইয়ে হারিয়া লিকুইডেটররা দ্বিতীয় ইণ্টার ন্যাশনালের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। দ্বিতীয় ইণ্টার ন্যাশনাল তাহাদের সহায় হইল। বল্শেভিক্ ও লিকুইডেটরদের মধ্যে "মিটমাটের" চেষ্টা এবং "পার্টির মধ্যে শান্তি" স্থাপনের ছল করিয়া দ্বিতীয় ইণ্টার ন্যাশনাল দাবী করিল যে বল্শেভিকরা লিকুইডেটরদের আপোসপন্থী মতবাদের সমালোচনা যেন না করে। কিন্তু বল্শেভিক্রা ইহা মানিয়া লইল না; তাহারা সুবিধাবাদী দ্বিতীয় ইণ্টার ন্যাশনালের সিদ্ধান্ত মানিতে অস্বীকার করিল এবং কোন রকম অদলবদলে রাজী হইল না।

বৈধ সংগঠনগুলিতে বল্শেভিক্দের বিজয় একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়, হইতে পারে না। ইহা যে আকস্মিক নয়, তাহার কারণ শুধু বল্শেভিক্দেরই নির্ভুল মার্ক্সবাদী সিদ্ধান্ত, সুস্পষ্ট কার্য্যক্রম এবং সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় শানিত ও সুদৃঢ় বিপ্লবী সর্ব্বহারা পার্টি ছিল বলিয়া নয়, বল্শেভিক্দের বিজয়ে বিপ্লবের ক্রমবর্দ্ধমান প্রবাহ যে প্রতিফলিত হইতেছিল তাহাও ইহার কারণ।

শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলন অটল গতিতে বিকাশ পাইল, শহর হইতে শহরে, এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল। ১৯১৪ সালের প্রারম্ভে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ঢেউ প্রশমিত না হইয়া নূতন বেগে বহিতে লাগিল। ধর্ম্মঘটগুলি আগের চেয়ে দুর্দ্দম হইতে লাগিল, ক্রমেই অধিকসংখ্যায় শ্রমিকরা যোগ দিল। ৯ই জানুয়ারী তারিখে আড়াই লক্ষ শ্রমিক কাজ বন্ধ করিল, শুধু সেণ্টপিটার্সবুর্গেই ১,৪০,০০০ ধর্ম্মঘট করিল। ১লা মে তারিখে পাঁচলক্ষেরও বেশী শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিল, তাহাদের মধ্যে শুধু সেণ্টপিটার্সবুর্গেই ছিল আড়াইলক্ষেরও বেশী।

ধর্ম্মঘটগুলিতে শ্রমিকরা পূর্ব্বের তুলনায় বেশী অবিচলিতভাব দেখাইল। সেণ্টপিটার্সবুর্গে অবুকভ্ কারখানাতে দুই মাসেরও উপর ধর্ম্মঘট চলিল; লেশার কারখানায় আর এক ধর্ম্মঘট প্রায় তিনমাস চলিল। অনেকগুলি সেণ্টপিটার্সবুর্গ কারখানাশ্রমিকদের দলে দলে গ্রেপ্তার করার ফলে ১,১৫,০০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মিছিল ইত্যাদি বাহির করে। এই আন্দোলন চারিদিকে ছড়াইতে থাকে। ১৯১৪ সালের প্রথমার্দ্ধে (জুলাই মাস ধরিয়া) সর্ব্বশুদ্ধ ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দেয়।

মে মাসে বাকুতে তৈলখনি শ্রমিকদের যে ব্যাপক ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়, তাহা রুশদের সমগ্র সর্ব্বহারা শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সুসংহত ভাবে ধর্ম্মঘট পরিচালিত হয়। ২০শে জুন তারিখে বাকুতে ২০০০০ শ্রমিকের মিছিল দেখা যায়। বাকু শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিস নৃশংস ব্যবহার করে। ইহার প্রতিবাদ হিসাবে এবং বাকু শ্রমিকদের সহিত সমস্বার্থভাব দেখাইবার জন্য মস্কোতে একটা ধর্ম্মঘট শুরু হয় এবং অন্যান্য অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে।

৩রা জুলাই তারিখে সেণ্টপিটার্সবুর্গের পুটিলভ কারখানায় বাকু ধর্ম্মঘট সম্পর্কে এক সভা বসে। এখানে পুলিস শ্রমিকদের উপর গুলি চালায়। সেণ্টপিটার্সবুর্গের সর্ব্বহারা মহলে বিক্ষোভের ঢেউ বহিয়া যায়। ৪ঠা জুলাই তারিখে সেণ্টপিটার্সবুর্গ পার্টি-কমিটির আহ্বানে শহরের ৯০০০০ শ্রমিক প্রতিবাদস্বরূপ কাজ বন্ধ করে। ৭ই জুলাই তারিখে এই সংখ্যা বাড়িয়া ১,৩০,০০০-এ দাঁড়ায়, ৮ই জুলাই হয় ১,৫০,০০০, ১১ই জুলাই হয় দুই লক্ষ।

সব কারখানাতেই অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়ে। সর্ব্বত্র সভা ও মিছিল হইতে থাকে। এমন কি শ্রমিকরা রাস্তা আটকাইয়া 'ব্যারিকেড'

বানাইতে লাগে। বাকু ও লদ্‌ৎসেতেও 'ব্যারিকেড' খাড়া করা হয়। অনেকগুলি জায়গাতে পুলিস শ্রমিকদের উপর গুলি চালায়। আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য সরকার "সঙ্কট সময়ের উপযোগী" ব্যবস্থা অবলম্বন করে; রাজধানী যেন এক সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হয়, "প্রাভ্‌দাকে" বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু তখন রঙ্গভূমিতে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ নূতন এক ব্যাপারের আবির্ভাব ঘটে। এই ব্যাপার হইল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, যাহা ঘটনার প্রবাহকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিল। জুলাই মাসের বিপ্লবী অগ্রগতির সময় ফরাসী রাষ্ট্রপতি পোয়াঁকারে যুদ্ধ শীঘ্রই বাধিবে বলিয়া জারের সহিত আলোচনার জন্য সেণ্টপিটার্সবুর্গে হাজির হইল। কয়েকদিন পরেই জার্মানী রুশদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। যুদ্ধের সুযোগ লইয়া জার-সরকার বল্‌শেভিক্ সংগঠনগুলিকে চূর্ণ করিল এবং শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনকে নিষ্পিষ্ট করিল। বিশ্বযুদ্ধ বিপ্লবের অগ্রগতিতে বাধা দিল; যুদ্ধের মধ্যে জার-সরকার বিপ্লব থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করিল।

সংক্ষিপ্তসার

বিপ্লবের নূতন অভ্যুত্থানের সময় (১৯১২-১৪) বল্‌শেভিক্ পার্টি শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের নেতৃত্ব করিল এবং বল্‌শেভিক্ 'স্লোগান' লইয়া নূতন বিপ্লবের দিকে চালনা করিল। পার্টি নিপুণভাবে বৈধ ও অবৈধ কাজ একসঙ্গে চালাইতে থাকিল। লিকুইডেটর এবং তাহাদের বন্ধু ট্রট্‌স্কিবাদী ও অট্‌সোভিস্টদের প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়া পার্টি বৈধ আন্দোলনের সকল সংগঠনের নেতৃত্বলাভ করিল এবং বৈধ সংগঠনগুলিকে বিপ্লবী কাজের বনিয়াদে পরিণত করিল।

শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু ও শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনে তাহাদের দালালদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্টি নিজস্ব বাহিনীকে সুদৃঢ় করিল এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ককে

বিস্তৃত করিল। বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য ডুমাকে প্রচারমঞ্চ হিসাবে খুবই ব্যবহার করিয়া এবং "প্রাভ্‌দা" নাম দিয়া শ্রমিকদের একটী চমৎকার গণপত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পার্টি "প্রাভ্‌দিস্ট" (প্রাভ্‌দাপন্থী) নামে পরিচিত নূতন একদল বিপ্লবী কর্ম্মীকে শিখাইয়া তুলিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় শ্রমিকদের এই অংশ আন্তর্জাতিকতা ও সর্ব্বহারা বিপ্লবের পতাকার প্রতি অনুরক্তি বজায় রাখিয়াছিল। ইহারাই পরে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে বল্‌শেভিক্ পার্টির সারাংশরূপে সুসংহত হয়।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রাক্কালে পার্টি বিপ্লবী সংগ্রামে শ্রমিকদের নেতা ছিল। তখন এই সংগ্রাম ছিল সর্ব্বাগ্রগামী দলের লড়াই। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এ সংগ্রামে বাধা দিলেও আবার তিন বৎসর পরে যুদ্ধের অবসান হইল জারতন্ত্রের উচ্ছেদে। সর্ব্বহারা আন্তর্জাতিকতার পতাকা উড্ডীন রাখিয়া বল্‌শেভিক্ পার্টি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দুরূহ কালাবর্ত্তে প্রবেশ করিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে বল্‌শেভিক্ পার্টি—রুশদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব (১৯১৪ হইতে ১৯১৭-এর মার্চ)

১। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উদ্ভব ও কারণ

১৯১৪ সালের ১৪ই জুলাই (নূতন হিসাবে ২৭শে) জার-সরকার সকলকে সৈন্যদলে যোগদান করিবার জন্য ঘোষণা প্রচার করিল। ১৯শে জুলাই তারিখে (নূতন হিসাবে ১লা আগস্ট) জার্মানী রুশদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

রুশদেশ যুদ্ধে যোগ দিল।

যুদ্ধ সত্যই আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বে লেনিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিক্‌রা দেখিয়াছিল যে যুদ্ধ অনিবার্য্য। যুদ্ধ বাধিলে সোশালিস্টদের কার্য্যক্রম সম্বন্ধে বিপ্লবী নীতি নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে লেনিন আন্তর্জাতিক সোশালিস্ট কংগ্রেসগুলিতে বহু প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

লেনিন দেখাইয়াছিলেন যে যুদ্ধ হইল ধনতন্ত্রের এক অনিবার্য্য, আনুষঙ্গিক ব্যাপার। বিদেশ লুণ্ঠন, উপনিবেশ অধিকার ও অপহরণ, নূতন বাজার দখল ইত্যাদি কাণ্ড পূর্ব্বেই বহুবার ধনিকরাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত আক্রমণমূলক যুদ্ধের কারণ হিসাবে দেখা গিয়াছে। ধনিক দেশগুলির পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করার মতই যুদ্ধ হইল শুধু এক অতি স্বাভাবিক ও ন্যায্য ব্যাপার।

যুদ্ধ তখনই একেবারে অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল, যখন উনিশ শতকের শেষে এবং বিংশশতকের প্রথমে ধনতন্ত্র সুনিশ্চিতভাবে ইহার বিকাশের

সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশেষ স্তর—সাম্রাজ্যবাদের স্তবে প্রবেশ করিল। সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে শক্তিশালী পুঁজিদাব সংঘ (এক চেটিয়া কারবার) এবং ব্যাঙ্কগুলি ধনিক রাষ্ট্রের জীবনে প্রধান স্থান অধিকার করিল। ধনিক রাষ্ট্রগুলিতে 'ফিনান্স্-ক্যাপিটাল' [ব্যাঙ্কের মহাজনদের মূলধন এবং কলকারখানাব মালিকদেব অর্থবলের মিলিত আর্থিক শক্তি] সর্ব্বেসর্ব্বা হইযা উঠিল। 'ফিনান্স্ ক্যাপিটাল' নূতন বাজার চাহিল, নূতন উপনিবেশ দখল করিতে চাহিল, মূলধন বপ্তানী কবাব জন্য নূতন ক্ষেত্র ও কাঁচা মাল জোগাড কবাব জন্য নূতন দেশকে কর্ত্তৃত্বাধীন করিতে চাহিল।

কিন্তু উনিশ শতক শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই দুনিযাব সমস্ত মুল্লুক ধনিক বাষ্ট্রগুলিব মধ্যে ভাগবাটোয়াবা হইযা গিযাছিল। তাহা হইলেও সাম্রাজ্যবাদের যুগে ধনিকবাদেব বিকাশ অত্যন্ত অসমানভাবে এবং মধ্যে মধ্যে ঝাঁপ দিযা ঘটে, কোন কোন দেশ পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণ করিলেও এখন তুলনামূলকভাবে দেখিতে গেলে ধীবে ধীবে শিল্পেব প্রসাব ঘটায়, আর অন্যদিকে যে সব দেশ পূর্ব্বে পশ্চাৎপদ ছিল তাহাবা দ্রুতবেগে ঝাঁপ দিয়া অগ্রসর দেশগুলিকে ধরিয়া ফেলে এবং অতিক্রম করিয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিব মধ্যে আপেক্ষিকভাবে দেখিতে গেলে অর্থনৈতিক ও সামবিক শক্তির অদলবদল ঘটিতেছিল। দুনিযাকে আবার নূতন করিয়া ভাগাভাগির একটা চেষ্টা এখন আরম্ভ হইল, এবং ইহার জন্য সংগ্রামের ফলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পডিল। ১৯১৪ সালের যুদ্ধ হইল আবার পৃথিবীভাগেব জন্য এবং প্রধান রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব প্রতিপত্তি মণ্ডল ('Spheres of influence') স্থাপনের জন্য যুদ্ধ। বহুদিন ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি ইহারই আয়োজন করিতেছিল। সকল দেশের সাম্রাজ্যবাদীরাই এ যুদ্ধেব জন্য দায়ী।

কিন্তু বিশেষ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করে একদিকে জার্ম্মানী ও

অস্ট্রিয়া এবং অন্যদিকে ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটেন ও এই দুই শক্তির মুখাপেক্ষী রাশিয়া। গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া মিলিয়া ১৯০৭ সালে ত্রিশক্তি মৈত্রী গঠন করে। জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ইতালী আর একটী সাম্রাজ্যবাদী সমাবেশ গড়ে। কিন্তু ১৯১৪ সালের যুদ্ধ বাধার সময় ইতালী এই দল ছাড়িয়া দেয় ও পরে, মিত্রশক্তির (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া) সঙ্গে যোগদান করে। বুলগেরিয়া ও তুর্কী জার্মানী ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীকে সাহায্য করে।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিকট হইতে উপনিবেশগুলি এবং রুশদেশ হইতে য়ুক্রেন, পোলাণ্ড ও বল্টিক সাগর অঞ্চলের দেশগুলি কাড়িয়া লইবার মতলবে জার্মানী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উদ্যোগ করে। বোগদাদ রেলপথ বানাইয়া জার্মানী মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনেব প্রভুত্বের পথে এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। জার্মানীর নৌবলবৃদ্ধিতে ব্রিটেন শঙ্কিত হইয়া উঠে।

জারশাসিত রুশ তুর্কীকে ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইবার চেষ্টা করে এবং কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌ ও যে-প্রণালী (দার্দ্দানেলেস্‌) কৃষ্ণসাগর হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহা দখল করিবার স্বপ্ন দেখে। জার-সরকারের মতলবের মধ্যে আরও ছিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির একাংশ গ্যালিসিয়া অধিকার করা।

ব্রিটেনের যে-বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানী যুদ্ধের পূর্ব্বেই মাল প্রস্তুত করিয়া দুনিয়ার বাজার হইতে বৃটিশ মালকে বেশ হটাইয়া দিতেছিল, যুদ্ধের মধ্য দিয়া সেই জার্মানীকে চূর্ণ করিবার জন্য ব্রিটেন সচেষ্ট হইল। এছাড়া ব্রিটেনের মতলব ছিল তুর্কীর কাছ থেকে মেসোপোটেমিয়া ও প্যালেস্টাইন কাড়িয়া লওয়া এবং মিশরে সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়াইবার জায়গা জোগাড় করা।

ফরাসী ধনিকরা জার্মানীর কাছ থেকে সারের নদীধৌত অঞ্চল এবং

আল্‌সাস্‌-লোরেন, এই দুইটী কয়লা ও লৌহ-সম্পদে সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করে। ১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধে জার্মানী ফ্রান্সের নিকট হইতে আল্‌সাস্‌-লোরেন কাড়িয়া লইয়াছিল।

সুতরাং ধনিক রাষ্ট্রগুলির দুই দলের মধ্যে গভীর বৈরিতার ফলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধিয়া যায়।

দুনিয়াকে আবার নূতন করিয়া ভাগাভাগি করিবার জন্য এই যে লোভপরায়ণদের সংগ্রাম, তাহার সহিত সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশের স্বার্থের সম্পর্ক ছিল, এবং ফলে জাপান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য অনেকগুলি দেশ পরে যুদ্ধের টানে নামিয়া পড়ে।

যুদ্ধ এইভাবে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমস্ত আযোজনকে বুর্জোয়াশ্রেণী জনসাধারণের কাছ থেকে সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া দেয়। যুদ্ধ যখন বাধে, তখন প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী সরকারই প্রমাণ করার চেষ্টায় লাগে যে তাহারা প্রতিবেশী-দিগকে আক্রমণ করে নাই, বরং প্রতিবেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। যুদ্ধের যথার্থ উদ্দেশ্য এবং তাহার সাম্রাজ্যবাদী, পর রাজ্য গ্রাসেচ্ছু প্রকৃতিকে গোপন করিয়া বুর্জোয়া শ্রেণী জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করে। প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী সরকারই ঘোষণা করে যে তাহারা দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল।

দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের সুবিধাবাদীরা জনসাধারণকে ঠকাইবার কাজে বুর্জোয়া শ্রেণীকে সাহায্য করে। দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের সোশাল্‌-ডেমক্রাট্‌রা সোশালিজম্‌ ও সর্ব্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিক মৈত্রীর লক্ষ্যের প্রতি জঘন্যভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যুদ্ধের বিরোধিতা করা দূরে থাকুক, স্বদেশ রক্ষার অজুহাতে যুধ্যমান দেশগুলির শ্রমিক ও কৃষকদিগকে

পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার কাজে তাহারা বুর্জোয়া শ্রেণীকে সাহায্য করে।

রুশদেশ যে ব্রিটেন-ফ্রান্সের মিত্রশক্তির পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রবেশ করে, তাহা আকস্মিক ঘটনা নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে ১৯১৪ সালের পূর্ব্বে রুশ শিল্পের প্রধান শাখাগুলি ছিল বিদেশী ধনিকদের হাতে, প্রধাণতঃ ফ্রান্স, ব্রিটেন ও বেলজিয়ম অর্থাৎ মিত্র দেশগুলির ধনিকদের হাতে। রুশদেশেব সব চেয়ে বড় ধাতব শিল্প ছিল ফরাসী পুঁজিদারদের অধিকারে। সর্ব্বসমেত, ধাতব শিল্পের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (শতকর ৭২) বিদেশী মূলধনের উপর নির্ভর করিত। দন্যেস নদী অঞ্চলের কয়লা শিল্প সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজিদারদের দখলে তৈলখনি গুলি দেশে উৎপন্ন তৈলের অর্দ্ধেক সববরাহ করিত। রুশ শিল্প হইতে যে-মুনাফা আসিত, তাহার একটা মোটা অংশ বিদেশী এবং বিশেষতঃ ব্রিটিশ ও ফরাসী ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে যাইত। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের কাছে জার যে কোটি কোটি টাকা ধার করিয়াছিল, তাহার উপর এই সব কারণে জারতন্ত্র ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল, এবং রুশদেশ ঐ দেশগুলির অর্দ্ধ-উপনিবেশে পরিণত হইযাছিল।

রুশ বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য যুদ্ধে গেল : নূতন বাজার বাগাইতে, যুদ্ধের মাল সরবরাহ কন্ট্রাক্টে বিপুল মুনাফা জোগাড় করিতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতিব সুযোগ লইয়া বিপ্লবী আন্দোলনকে নিষ্পিষ্ট করিতে চাহিল।

জারের রাশিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অন্যান্য ধনিক দেশের তুলনায় রুশ শিল্প বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিল। রুশ শিল্পের অধিকাংশ ছিল পুরাতন, জং-ধরা কলকব্জা লইয়া কারখানা। প্রায়-ভূমিদাস প্রথার উপর স্থাপিত জমিদারী এবং বিপুল সংখ্যায় অভাবগ্রস্ত ও ধ্বংস প্রাপ্ত কৃষক

ছিল বলিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধের উপযোগী সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি রুশ দেশের কৃষি ব্যবস্থা সরবরাহ করিতে পারে নাই।

জারের প্রধান অবলম্বন ছিল সামন্ততান্ত্রিক জমিদারের দল। "ব্ল্যাক্ হাণ্ড্রেড" দলের বড় বড় জমিদার প্রধান ধনিকদের সঙ্গে মিলিয়া দেশ এবং স্টেট্ ডুমার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। তাহারা জার সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি সম্পূর্ণ সমর্থন করিত। রুশদেশের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণী আশা করিয়াছিল যে জারের স্বৈরতন্ত্রকে বর্ম্মাবৃত মুষ্টিরূপে ব্যবহার করিয়া নিশ্চয়ই একদিকে নূতন দেশ ও নূতন বাজার দখল করা যাইবে এবং অপরদিকে শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলনকে চূর্ণ করা যাইবে।

লিবারল বুর্জোয়াদের দল—কন্স্টিট্যুশনাল-ডেমক্রাটিক পার্টি—লোক দেখানো বিরোধিতা করিল, কিন্তু জার-সরকারের বৈদেশিক নীতিকে বিনা শর্তে সমর্থন করিল।

যুদ্ধের আরম্ভ হইতেই সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি এবং মেন্শেভিক্, এই পেতি-বুর্জোয়া দলগুলি সোশালিজ্মের পতাকাকে পর্দার মত ব্যবহার করিয়া, যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী ও লুণ্ঠনশীল প্রকৃতি লুকাইয়া জনসাধারণকে ধোঁকা দিবার কাজে বুর্জোয়া শ্রেণীকে সাহায্য করে। তাহারা প্রচার করিল যে "প্রাশিয়ার বর্ব্বরদের" কবল হইতে বুর্জোয়া "পিতৃভূমি" রক্ষা করা প্রয়োজন; তাহারা "দেশের মধ্যে শান্তির" নীতি সমর্থন করিয়া যুদ্ধ চালাইতে জার-সরকারকে সাহায্য করিল, ঠিক যেমন জার্মান সোশাল-ডেমক্রাটরা "রুশ বর্ব্বরদের" বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে জার্মান-কাইজারের সরকারকে সাহায্য করিয়াছিল।

একমাত্র বল্শেভিক্ পার্টি বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতার বিরাট উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া চলিল, এবং জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জমিদার ও

পুঁজিদারদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে অটল সংগ্রাম চালানো সম্পর্কে মার্ক্‌স্‌বাদী নীতিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া রহিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই বল্‌শেভিক্‌ পার্টি বলিল যে যুদ্ধ লাগানো হইয়াছে দেশরক্ষার জন্য নয়, বরং হইয়াছে বিদেশীদের দেশ কাড়িবার জন্য, জমিদার ও পুঁজিদারদের স্বার্থে বিদেশী জাতিগুলিকে লুণ্ঠন করিবার জন্য, স্নুতরাং এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকদিগকেই দৃঢ় সংকল্প হইয়া সংগ্রাম করিতে হইবে।

শ্রমিক শ্রেণী বল্‌শেভিক্‌ পার্টিকে সমর্থন করে।

ইহা সত্য যে যুদ্ধের প্রথম দিকে যে বুর্জোয়া যুদ্ধোন্মত্ততা বুদ্ধিজীবীরা এবং কৃষকদের মধ্যে 'কুলাক্‌রা' (ধনী চাষী) দেখাইয়াছিল, তাহা শ্রমিকদের একাংশে সংক্রমিত হয়। কিন্তু ইহারা প্রধানত ছিল "রুশ জনগণের লীগ" নামে এক গুণ্ডা-সংগঠনের সভ্য, এবং সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌দের প্রভাবাপন্ন। স্বভাবতই তাহারা শ্রমিক শ্রেণীর মনোভাব প্রতিফলন করে নাই, করিতে পারে নাই। যুদ্ধের প্রথম দিকে জার-সরকার কৌশল করিয়া বুর্জোয়াদের যে-সব যুদ্ধোন্মত্ত সভাসমিতি বসায়, সেখানে ইহারাই অংশ গ্রহণ করিত।

২। দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের পার্টিগুলি তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের স্বপক্ষে যোগ দিল—বিভিন্ন সোশাল-শোভিনিস্ট (জঙ্গীবাদী) পার্টির মধ্যে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের সংহতির অবসান

লেনিন বার বার দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের স্নুবিধাবাদ এবং ইহার নেতাদের দোলায়মান মনোবৃত্তি সম্বন্ধে সাবধান বাণী শুনাইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের নেতারা কেবল

মুখেই যুদ্ধের বিরোধিতা করে, কিন্তু যুদ্ধ একবার বাধিলে তাহারা মত পরিবর্ত্তন করিবে, দল ছাড়িয়া সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের পক্ষে যোগ দিবে, এবং যুদ্ধের সমর্থন করিবে। লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী যুদ্ধের প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই প্রমাণ হইয়া গেল।

১৯১০ সালে কোপেনহাগেনে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের কংগ্রেসে স্থির হয় যে পার্লামেণ্টে সোশালিস্টরা যুদ্ধের জন্য বরাদ্দ ব্যয়ের হিসাব যাহাতে গৃহীত না হয় সেজন্য বিপক্ষে ভোট দিবে। ১৯১২ সালের বল্‌কান যুদ্ধের সময় বাজল্ শহরে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের বিশ্ব কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয় যে পুঁজিদারের মুনাফা বাড়াইবার জন্য এদেশের শ্রমিকের অন্য দেশের শ্রমিককে গুলি মারা হইল অপরাধ। একথা তাহারা বলে, একথা তাহারা নিজেদের প্রস্তাব গুলিতে প্রচার করে।

কিন্তু ঝড় যখন বহিতে শুরু করিল, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যখন বাধিল, এবং এই সব সিদ্ধান্তকে কার্য্যে পরিণত করার সময় যখন আসিল, তখন প্রমাণ হইল যে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের নেতারা বিশ্বাসঘাতক, সর্ব্বহারা শ্রেণীর প্রতি তাহারা কৃতঘ্নতা করে, তাহারা বুর্জোযাদেরই ভৃত্য। যুদ্ধকে তাহারা সমর্থন করিল।

১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্ট তারিখে জার্মান সোশাল-ডেমক্রাটরা পার্লামেণ্টে যুদ্ধের জন্য বরাদ্দ খরচ মঞ্জুর করিল; সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সমর্থনের পক্ষে তাহারা ভোট দিল। ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়ম ও অন্যান্য দেশের সোশালিস্টদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাধিক্যে যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানানো হইল।

দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের অস্তিত্ব আর রহিল না। আসলে ইহা পরস্পর যুধ্যমান সোশাল-শোভিনিস্ট্ (জঙ্গীবাদী) দলে বিভক্ত হইয়া গেল।

সোশালিস্ট পার্টিগুলির নেতারা সর্ব্বহারা শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল, এবং সোশাল-শোভিনিজ্মের মতবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করিয়া লইল। শ্রমিক শ্রেণীর চোখে ধুলা দিয়া সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার বিষ তাহাদের মনে ঢুকাইবার কাজে তাহারা সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলিকে সাহায্য করিল। পিতৃভূমি রক্ষার অজুহাত ব্যবহার করিয়া এই কৃতঘ্ন 'সোশালিস্টরা' ফরাসী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে জার্মান শ্রমিককে, এবং জার্মান শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসী শ্রমিককে প্ররোচিত করিতে লাগিল। দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের মধ্যে মাত্র নগণ্য সংখ্যাল্প কয়েকজন আন্তর্জাতিক মতবাদে আস্থা রাখিল এবং স্রোতের বিরুদ্ধেই চলিল; অবশ্য তাহারা যথেষ্ট ভরসা লইয়া ও সুস্পষ্টভাবে ইহা করে নাই, কিন্তু স্রোতের বিরুদ্ধেই তাহারা গিয়াছিল।

একমাত্র বলশেভিক্ পার্টি অবিলম্বে ও নিঃসঙ্কোচে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে অটল সংগ্রামের পতাকা তুলিয়া ধরে। ১৯১৪ সালের শরৎকালে লেনিন যুদ্ধ সম্বন্ধে যে-নিবন্ধগুলি লেখেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়া দেন যে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের পতন আকস্মিক নয়। যে-সুবিধাবাদীদের সম্বন্ধে বিপ্লবী সর্ব্বহারার অগ্রণী প্রতিনিধিরা বহুদিন সাবধান বাণী শুনিয়াছিলেন, তাহারাই দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল।

দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের পার্টিগুলি যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই সুবিধাবাদ দ্বারা সংক্রমিত হইয়া পড়ে। সুবিধাবাদীরা খোলাখুলিভাবে বিপ্লবী সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করার কথা প্রচার করিয়াছিল; তাহারা প্রচার করিয়াছিল যে "শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ধনতন্ত্র সোশালিজ্মে পরিণত হইবে।" দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনাল সুবিধাবাদের সঙ্গে লড়িতে চাহে নাই, চাহিয়াছিল সুবিধাবাদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করিতে, এবং সুবিধাবাদকে দৃঢ় ভিত্তি লাভে সহায়তা করিয়াছিল। সুবিধাবাদের প্রতি সন্ধি

স্থাপনের মনোবৃত্তি দেখাইতে গিয়া দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনাল নিজেই সুবিধাবাদী হইয়া দাঁড়াইল।

সুদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা একটু উচ্চস্তরে, যাহাদিগকে শ্রমিক-অভিজাত বলা হইত, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা তাহাদিগকে অধিক পারিশ্রমিক দিয়াও শান্ত করিয়া রাখিবার অন্যান্য উপায়ে নিয়মিত ভাবে ঘুষ দিত। উপনিবেশগুলি হইতে, পশ্চাৎপদ দেশগুলির শোষণলব্ধ অর্থ হইতে লাভের একাংশ তাহারা এই কারণে ব্যবহার করিত। শ্রমিকদের মধ্যে এই দল হইতে অনেক 'ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ সমবায়ের নেতা, মিউনিসিপ্যালিটি ও পার্লামেণ্টের সভ্য, সাংবাদিক এবং সোশাল-ডেমক্রাটিক সংগঠনগুলির কর্ম্মকর্ত্তা বাহির হইয়াছিল। যুদ্ধ বাধিলে এই সব লোক নিজেদের কাজ খোয়াইবার ভয়ে বিপ্লবের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের নিজস্ব বুর্জোয়া শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সব চেয়ে উৎসাহী রক্ষক হইয়া পড়িল।

সুবিধাবাদীরা সোশাল-শোভিনিস্টে পরিণত হইল।

সোশাল-শোভিনিস্টরা এবং তাহাদের মধ্যে রুশ মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা, শ্রমিকের ও স্বদেশী বুর্জোয়াদের মধ্যে **শ্রেণী-শান্তির** কথা এবং বিদেশী জাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচার করিল। যুদ্ধের জন্য কাহারা যথার্থ দায়ী তাহা জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন করিয়া এবং তাহাদের নিজের দেশের বুর্জোয়াদের কোন দোষ নাই ঘোষণা করিয়া তাহারা জনসাধারণকে প্রতারিত করিল। অনেক সোশাল-শোভিনিস্ট নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিল।

ছদ্মবেশী সোশাল-শোভিনিস্ট যাহারা, সেই তথাকথিত 'সেন্‌ট্রিস্ট' (মধ্যপন্থী) দল সর্ব্বহারা শ্রেণীর উদ্দেশ্যের দিক হইতে কম বিপজ্জনক ছিল না। কাউট্‌স্কি, ট্রট্‌স্কি, মারটভ্‌ এবং অন্যান্য মধ্যপন্থীরা খোলাখুলি

সোশাল-শোভিনিস্টদের পক্ষে যুক্তি দিয়া সমর্থন করিল এবং এইভাবে সোশাল-শোভিনিস্টদের সহিত একযোগে সর্ব্বহারার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল ; শ্রমিক শ্রেণীকে ঠকাইবার মতলবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্বন্ধে "বামপন্থী" বাক্‌বিস্তার করিয়া তাহারা নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতাকে মুখোস্ পরাইল। বস্তুতঃ মধ্যপন্থীরা যুদ্ধ সমর্থনই করিয়াছিল, কারণ যুদ্ধের জন্য বরাদ্দ টাকা মঞ্জুর করার পক্ষে ভোট না দিয়া শুধু ভোটের সময় চুপচাপ বসিয়া থাকার যে-প্রস্তাব তাহারা করিয়াছিল তাহার অর্থই হইল যুদ্ধকে সমর্থন করা। যুদ্ধ চালনায় তাহাদের নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে কোন রকম বাধা না দিবার উদ্দেশ্যে তাহারা সোশাল-শোভিনিস্টদের মতই যুদ্ধের সময় শ্রেণী-সংগ্রাম পরিহার করার ঔচিত্যের কথা প্রচার করে। যুদ্ধ ও সোশালিজম্ সম্পর্কে সমস্ত গুরুতর প্রশ্ন লইয়াই মধ্যপন্থী ট্রট্স্কি লেনিন ও বল্‌শেভিক্ পার্টির বিরোধিতা করে।

কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় হইতেই লেনিন নূতন এক ইণ্টার-ন্যাশনাল্—তৃতীয় ইন্‌টারন্যাশনাল—খাড়া করিবার জন্য শক্তি সমাবেশের কাজে লাগেন। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত যুদ্ধ বিরোধী ইস্তাহারে বল্‌শেভিক্ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তখনই যে-দ্বিতীয় ইণ্টার-ন্যাশনাল অপমানজনকভাবে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিল তাহার জায়গায় তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল গঠনের আহ্বান জানায়।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনে মিত্র দেশগুলির সোশালিস্টদের এক সম্মেলন বসে। লেনিনের নির্দ্দেশ অনুসারে কমরেড লিট্‌ভিনভ এখানে বক্তৃতা করেন এবং বলেন যে সোশালিস্টরা (ভাণ্ডের ভেল্‌ড্, সেম্বাট্ ও গেস্‌দ্) বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের বুর্জোয়া মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করুন। সাম্রাজ্যবাদীদের দল সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিন এবং তাহাদের সহিত সহযোগিতায় অস্বীকৃত হউন। তিনি দাবী করেন যে সকল সোশালিস্টের

তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প হইয়া সংগ্রাম করা এবং যুদ্ধের জন্য বরাদ্দ খরচ মঞ্জুর করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো উচিত। কিন্তু এই সম্মেলনে লিটভিনভের সমর্থনে কাহারও কণ্ঠস্বর শুনা যায় নাই।

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে আন্তর্জাতিকতাবাদীদের প্রথম সম্মেলন হয় ৎসিমেরভাল্‌ডে (Zimmerwald)। লেনিন বলেন যে এই সম্মেলন যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আন্দোলন জাগাইয়া তুলার পথে "প্রথম পদক্ষেপ"। এই সম্মেলনে লেনিন ৎসিমেরভাল্‌ড্ বামপন্থী 'গ্রুপ' গঠন করেন। কিন্তু এই দলের মধ্যে কেবল লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক্‌পার্টি যুদ্ধের বিরুদ্ধে নির্ভুল এবং সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস মতবাদ গ্রহণ করে। ৎসিমেরভাল্‌ড্ বামপন্থী 'গ্রুপ' জার্মান ভাষায় 'ফরবোটে' ('অগ্রদূত') নামে যে-কাগজ বাহির করে, তাহাতে লেনিন প্রবন্ধাদি লেখেন।

১৯১৬ সালে আন্তর্জাতিকতাবাদীরা সুইট্‌সারল্যাণ্ডের গ্রাম কিয়েন্থালে দ্বিতীয় সম্মেলন বসাইতে সমর্থ হন। দ্বিতীয় ৎসিমেরভাল্‌ড্ সম্মেলন নামে ইহার পরিচয়। ইতিমধ্যে প্রায় প্রত্যেক দেশে আন্তর্জাতিকতা-বাদীদের দল গড়িয়া উঠে এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী ও সোশাল-শোভিনিস্ট্‌দের মধ্যে প্রভেদ আরও তীব্রভাবে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু সবচেয়ে জরুরী কথা হইল এই যে, জনগণ ইতিমধ্যে যুদ্ধ এবং যুদ্ধজনিত দুর্গতির প্রভাবে বামপন্থীদের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। বিভিন্ন মতাবলম্বী দলগুলির মধ্যে মিটমাটের ফলে কিয়েন্থাল সম্মেলন হইতে ইস্তাহার প্রচার করা হয়; ৎসিমেরভাল্‌ড্ ইস্তাহারের চেয়ে ইহা আরও প্রগতিমূলক ছিল।

কিন্তু ৎসিমেরভাল্‌ড্ সম্মেলনের মতই কিয়েন্থাল সম্মেলনও বলশেভিক্

কর্ম্মপদ্ধতির মূলকথা মানিয়া লয় নাই, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা, যুদ্ধে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পরাজয় ঘটানো, এবং তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করে নাই। তাহা হইলেও যে-সব আন্তর্জাতিকতাবাদী পরে মিলিয়া কমিউনিস্ট তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল গঠন করে তাহাদিগকে সংহত করিবার কাজে কিয়েন্থাল সম্মেলন সাহায্য করে।

রোজা লুক্সেম্বুর্গ ও কার্ল লিব্‌নেখ্‌টের মত বামপন্থী সোশাল-ডেমক্রাটদের মধ্যে যাহাদের আন্তর্জাতিকতায় সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল না, লেনিন তাহাদের ভুলভ্রান্তির সমালোচনা করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহাদের ভ্রম-সংশোধন করিয়া নির্ভুল কর্ম্মপন্থাগ্রহণে সাহায্য করেন।

৩। যুদ্ধ, শান্তি ও বিপ্লব সম্পর্কে বল্‌শেভিক্ পার্টির মতবাদ ও কর্ম্মকৌশল

অধিকাংশ বামপন্থী সোশাল-ডেমক্রাটদের মত যে-সব নিছক শান্তিবাদী যুদ্ধবিরতির আশায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিত এবং কেবল শান্তিস্থাপনের জন্যই প্রোপ্যাগাণ্ডা চালাইত, বল্‌শেভিক্‌রা সেরূপ শান্তিবাদী ছিল না। যুদ্ধপরায়ণ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের শাসন উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে শান্তির জন্য সক্রিয় বিপ্লবী সংগ্রামই বল্‌শেভিক্‌রা চাহিত। যুদ্ধশান্তির সহিত সর্ব্বহারা বিপ্লবের বিষয়, এই দুই উদ্দেশ্যকে বল্‌শেভিক্‌রা মিলাইয়াছিল। তাহাদের মত ছিল এই যে যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার ও ন্যায়সঙ্গত শান্তিস্থাপনের পক্ষে, পররাজ্য গ্রাস ও ক্ষতিপূরণস্বরূপ টাকা আদায় না করিয়া শান্তিস্থাপনের সবচেয়ে নিশ্চিত পথ হইল সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন উচ্ছেদ করা।

মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের বিপ্লব-পরিহার নীতির বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধকালে "দেশের ভিতর শান্তি" বজায় রাখা সম্বন্ধে তাহাদের শঠতামূলক 'স্লোগানের' বিরুদ্ধে বল্‌শেভিক্‌রা 'স্লোগান' দিল যে **সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা হউক**। এই নীতির অর্থ হইল যে সশস্ত্র শ্রমিক এবং সিপাহীর সাজে সজ্জিত কৃষক প্রভৃতি সমস্ত শ্রমরত জনসাধারণ তাহাদের নিজস্ব বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাইবে এবং যদি যুদ্ধের অবসান ঘটানো ও ন্যায়সঙ্গত শান্তি স্থাপন তাহাদের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে বুর্জোয়া শাসনকে বিপর্য্যস্ত করিতে হইবে।

মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের বুর্জোয়া পিতৃভূমিরক্ষার নীতির বিরুদ্ধে বল্‌শেভিক্‌রা "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নিজের দেশের সরকারের পরাজয়", এই নীতি উপস্থাপিত করিল। ইহার অর্থ হইল যে যুদ্ধের জন্য খরচ না-মঞ্জুর করিতে হইবে, সশস্ত্র সৈনিকদলে বে-আইনী বিপ্লবী সংগঠন বানাইতে হইবে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী কার্য্যক্রমকে সুসংহত করিতে হইবে, এবং এই সমস্ত কাজকে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে পরিণত করিতে হইবে।

বল্‌শেভিক্‌রা বলিল যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জার-সরকারের সামরিক পরাজয় জনসাধারণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম অমঙ্গলের ব্যাপার, কারণ ইহার ফলে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের বিজয় এবং ধনিকদাসত্ব ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধপরম্পরার কবল হইতে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যলাভ সহজ হইবে। লেনিন বলিলেন যে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পরাজয় ঘটাইবার যে নীতি, তাহা কেবল রুশ বিপ্লবীরা নয়, সমস্ত যুধ্যমান দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিদেরও নিশ্চয়ই অনুসরণ করা দরকার।

বল্‌শেভিক্‌রা **প্রত্যেক ধরণের** যুদ্ধের বিরোধিতা করিত না। তাহারা কেবল দেশজয়ের মতলবে লড়াই, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করিত। বল্‌শেভিক্‌দের মতে যুদ্ধ দুই প্রকারের আছে :

(ক) **ন্যায়যুদ্ধ,** যে-যুদ্ধ স্বাধীনতার জন্য, পর দেশ জয় করার জন্য নয়; যে-যুদ্ধ লড়া হয় বিদেশী আক্রমণ থেকে জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য এবং তাহাদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খল পরাইবার চেষ্টা হইতে বাঁচাইবার জন্য; কিংবা যে-যুদ্ধ ঘটে জনসাধারণকে ধনিকদাসত্বের কবলমুক্ত করিবার জন্য; কিংবা সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন হইতে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশকে মুক্ত করিবার জন্য যুদ্ধ।

(খ) **অন্যায় যুদ্ধ,** যে-যুদ্ধ পরদেশ বিজয়ের জন্য, বিদেশ ও বিদেশী জাতিকে হারাইয়া শৃঙ্খলিত করার জন্য যে-যুদ্ধ।

বল্‌শেভিক্‌রা প্রথম ধরণের যুদ্ধকে সমর্থন করিত। দ্বিতীয় ধরণের যুদ্ধ সম্বন্ধে বল্‌শেভিক্‌দের মত ছিল এই যে যতদিন না বিপ্লব ঘটে এবং নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উচ্ছেদ হয়, ততদিন ঐ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প হইয়া সংগ্রাম চালাইতে হইবে।

যুদ্ধের সময় লেনিনের মতবাদমূলক কার্য্যাবলী দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯১৬ সালে লেনিন "ধনতন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ স্তর, এমন একটী স্তর যেখানে ধনতন্ত্র পূর্ব্বেই "প্রগতিশীল" ধনতন্ত্র হইতে পরোপজীবী, ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে, এবং দেখাইলেন যে সাম্রাজ্যবাদ হইল মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের রূপ। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে ধনতন্ত্র সর্ব্বহারা বিপ্লবের আঘাত না খাইয়া আপনা-আপনি মরিয়া যাইবে, ডাঁটার উপর ফুলের মত শুধু শুকাইয়া পচিয়া যাইবে। লেনিন সর্ব্বদাই শিক্ষা দিতেন যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ বিনা ঘটানো যাইবে না। সুতরাং মুমূর্ষু ধনতন্ত্ররূপে সাম্রাজ্যবাদের

সংজ্ঞা দিয়া লেনিন সঙ্গে সঙ্গে দেখাইলেন যে "সাম্রাজ্যবাদ হইল সর্ব্বহারার সমাজবিপ্লবের পূর্ব্বাহ্ণ।"

লেনিন দেখাইলেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে ধনতন্ত্রের বন্ধন ক্রমেই আরও অত্যাচারমূলক হইয়া উঠে, সাম্রাজ্যবাদের আমলে ধনতন্ত্রের বনিয়াদের বিরুদ্ধে সর্ব্বহারার আক্রমণ বাড়িতে থাকে, এবং ধনিক দেশগুলিতে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মশলা জমিয়া উঠে।

লেনিন দেখাইলেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে বিপ্লবী সঙ্কট ক্রমেই তীব্রতর হইয়া দাঁড়ায়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তিসংগ্রামের অনুকূল শক্তিপুঞ্জ রাশীকৃত হইয়া উঠে।

লেনিন দেখাইলেন যে সাম্রাজ্যবাদের আমলে নানাদেশে ধনতন্ত্রবিকাশের অসাম্য এবং ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিগুলি বিশেষ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে, এবং বিদেশী বাজার দখলের জন্য, মূলধন রপ্তানী করিবার মত উপযোগী ক্ষেত্রের জন্য, উপনিবেশের জন্য, কাঁচামাল জোগাড় করার পক্ষে অনুকূল দেশে প্রভাব বিস্তার করার জন্য যে সংগ্রাম তাহা আবার দুনিয়াকে ভাগাভাগি করার মতলবে মাঝে মাঝে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

লেনিন দেখাইলেন যে ধনতন্ত্রবিকাশের এই অসাম্যই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জনক, এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে অধঃপাতে পাঠাইবে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদের জোর সবচেয়ে কম সেখানে তাহার ভাঙন্ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই সম্ভব করিবে।

এই সমস্ত যুক্তি হইতে লেনিন সিদ্ধান্ত করেন যে একস্থানে কিংবা কয়েকটী স্থানে সাম্রাজ্যবাদের প্রাকার চূর্ণ করা সর্ব্বহারার পক্ষে খুবই সম্ভব, প্রথমে কয়েকটী দেশে কিংবা একটীমাত্র দেশে পর্য্যন্ত সোশালিজ্‌মের

বিজয় **সম্ভব**। ধনতন্ত্রবিকাশে অসাম্যের দরুণ একই সময়ে সবদেশে সোশালিজ্‌মের বিজয় **অসম্ভব**, এবং সোশালিজ্‌ম্ প্রথমে একটী দেশে কিংবা কয়েকটী দেশে বিজয়লাভ করিবে, অন্যান্য দেশ আরও কিছুকাল বুর্জোয়া দেশ হিসাবেই টিকিয়া থাকিবে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে লিখিত দুইটী প্রবন্ধে লেনিন এই সমুজ্জ্বল সিদ্ধান্তের যে নির্দ্ধারণ দিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :—

(১) "অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশে অসাম্য ধনতন্ত্রের একটী অপরিবর্ত্তনীয় বিধান। সুতরাং প্রথমে কয়েকটী দেশ, এমন কি একটীমাত্র দেশেও সোশালিজ্‌মের বিজয় সম্ভব। সেই দেশের বিজয়ী সর্ব্বহারা ধনিকবাদের উচ্ছেদ ঘটাইয়া এবং নিজস্ব সোশালিস্ট উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত করিয়া সমস্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির বিরুদ্ধে, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, এবং অন্যান্য দেশের অত্যাচারিত শ্রেণীগুলিকে স্বপক্ষে আকৃষ্ট করিবে।" (১৯১৫ সালের আগস্ট মাসে লিখিত প্রবন্ধ, "দি য়ুনাইটেড স্টেট্‌স্ অব ইয়োরোপ স্লোগান"—লেনিন, "সিলেক্টেড্ ওয়ার্ক্‌স্", ইংরেজী সংস্করণ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৪১)

(২) "ধনতন্ত্রের বিকাশ বিভিন্ন দেশে নিতান্ত অসমতল গতিতে চলে। পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ব্যবস্থায় ইহার অন্যথা ঘটিতে পারে না। সুতরাং অবিসম্বাদীরূপে সিদ্ধান্ত করা যায় যে একই সঙ্গে **সবদেশে** সোশালিজ্‌ম্ জয়লাভ করিতে পারে না। সোশালিজ্‌ম্ প্রথমে একটী কিংবা কয়েকটী দেশে বিজয়ী হইবে। অপরপক্ষে অন্যান্য দেশ কিছু কালের জন্য বুর্জোয়া কিংবা বুর্জোয়াপক্ষাবলম্বী রহিয়া যাইবে। ইহাতে শুধু যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হইবে তাহা নয়, অন্যান্য দেশের বুর্জোয়ারা সোজাসুজি চেষ্টা করিবে যাহাতে সোশালিস্ট দেশের বিজয়ী সর্ব্বহারাকে নিষ্পিষ্ট করা যায়। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করা হইবে বৈধ

ন্যায়যুদ্ধ। ঐ যুদ্ধ হইবে সোশালিজ্‌মের জন্য যুদ্ধ। বুর্জোয়ার কবল হইতে অন্যান্য জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ।" (১৯১৬ সালের শরৎকালে লিখিত প্রবন্ধ, "সর্ব্বহারা বিপ্লবের যুদ্ধকালীন কার্য্যক্রম",—লেনিন, "কলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌", রুশ সংস্করণ, উনবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৩২৫)

এখানে পাওয়া গেল সোশালিস্ট বিপ্লব সম্পর্কে একটা **নূতন** ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদ, বিভিন্ন দেশে সোশালিজ্‌মের বিজয়ের সম্ভাব্যতাকে সুনিশ্চিভাবে প্রচার করার অনুকূল এই মতবাদ, সোশালিজ্‌মের বিজয় ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেয় এই মতবাদ। ১৯০৫ স্যালেই "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমক্রাসির দুই কৌশল" শীর্ষক পুস্তিকাতে লেনিন এই মতবাদের মূলনীতির একটা নক্সা দিয়াছিলেন।

প্রাক্‌-সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রের যুগে মার্ক্‌স্‌বাদীদের মধ্যে যে-মত প্রচলিত ছিল, তাঁহারা যে বলিতেন যে, একটা স্বতন্ত্র দেশে সোশালিজ্‌ম্‌ অসম্ভব এবং একই সময়ে সবগুলি সভ্যদেশে সোশালিজ্‌ম্‌ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই মত থেকে এই নীতির মূলগত প্রভেদ রহিয়াছে। **সাম্রাজ্যবাদী** ধনতন্ত্র বিষয়ে ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া যে-কথা লেনিন "ধনতন্ত্রের চরম স্তর সাম্রাজ্যবাদ" শীর্ষক বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে বুঝাইলেন, তাহা এই মতকে অপ্রযোজ্য বলিয়া সরাইয়া দিল এবং নূতন এক মতবাদ উপস্থাপিত করিল। এই নূতন মতবাদ অনুসারে একই সময় সকল দেশে সোশালিজ্‌মের বিজয় **অসম্ভব** এবং অপরপক্ষে মাত্র একটা ধনিকদেশে সোশালিজ্‌মের বিজয় **সম্ভব**।

সোশালিস্ট বিপ্লব সম্বন্ধে লেনিনের মতবাদের যে অপরিমেয় গুরুত্ব রহিয়াছে, তাহা শুধু যে ইহা নূতন তত্ত্ব দ্বারা মার্ক্‌স্‌বাদকে সমৃদ্ধ করিয়াছে ও আগাইয়া লইয়াছে বলিয়া নয়, আরও কারণ এই যে ইহা বিভিন্ন দেশের সর্ব্বহারাশ্রেণীর সম্মুখে বিপ্লবী পরিপ্রেক্ষিতকে উন্মুক্ত

করিয়া দিল। তাহাদের নিজস্ব জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে আক্রমণে উদ্যোগী হওয়ার পথে যে-শৃঙ্খল ছিল তাহা খুলিয়া দিল। এই আক্রমণকে সুসংহত করিবার জন্য যুদ্ধের পরিস্থিতির সুযোগ লইতে তাহাদিগকে শিখাইল, এবং সর্ব্বহারাবিপ্লবে বিজয়লাভ ব্যাপারে তাহাদের বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করিল।

যুদ্ধ, শান্তি ও বিপ্লবের সমস্যা বিষয়ে বল্‌শেভিক্‌দের মতবাদ ও কর্ম্ম-কৌশল মূলক নীতি হইল এরূপ।

এই নীতির ভিত্তিতে বল্‌শেভিক্‌রা রুশ দেশে তাহাদের কাজকর্ম্ম চালাইতে লাগিল।

যুদ্ধের প্রথম দিকে, পুলিসের কঠোর অত্যাচার সত্ত্বেও, বাদাইয়েভ, পেট্রভস্কি মুরানভ, সাময়লভ এবং শাগভ প্রভৃতি ডুমায বল্‌শেভিক্ সদস্যরা অনেকগুলি সংগঠনে যাইলেন এবং যুদ্ধ ও বিপ্লব বিষয়ে বল্‌শেভিক্‌দের নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে যুদ্ধ সম্বন্ধে নীতি নির্দ্ধারণের জন্য স্টেট ডুমাতে বল্‌শেভিক্ গ্রুপের একটী সম্মেলন আহূত হইল। সম্মেলনের তৃতীয় দিনে উপস্থিত সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়। আদালতে স্টেট ডুমার বল্‌শেভিক্ সদস্যদের দণ্ড হইল। তাঁহাদের নাগরিক অধিকার কড়িয়া লওয়া হইল এবং তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব সাইবীরিয়াতে নির্ব্বাসিত করা হইল। জার-সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে—"দেশদ্রোহের" অভিযোগ আনিল।

আদালতে ডুমা-সদস্যদের কাজের যে ছবি সকলের চোখের সম্মুখে ধরা হইল, তাহা আমাদের পার্টির সম্মান বাড়াইল। বল্‌শেভিক্ সদস্যেরা যথেষ্ট তেজস্বিতা দেখাইলেন এবং জারের আদালতকেই জারতন্ত্রের পররাজ্য লোভী কার্য্য পদ্ধতির মুখোস্ খুলিয়া দিবার জন্য এক বক্তৃতামঞ্চে রূপান্তরিত করিলেন।

এই মামলায় কামেনেভেরও বিচার হয়। কিন্তু কামেনেভের ব্যবহার ছিল একেবারে অন্যরূপ। ভীরু বলিয়া তিনি বিপদের প্রথম সংস্পর্শেই বল্‌শেভিক্ পার্টির নীতিকে অস্বীকার করিলেন। কামেনেভ আদালতে বলিলেন যে তিনি যুদ্ধ বিষয়ে বল্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে একমত নহেন, এবং এই কথা প্রমাণ করার জন্য অনুরোধ করিলেন যে মেন্‌শেভিক্ জরদান্স্‌কিকে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হউক।

যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যে সব যুদ্ধশিল্প কমিটি খাড়া করা হইয়াছিল সেগুলির বিরুদ্ধে, এবং শ্রমিকদিগকে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের প্রভাবে টানিয়া আনার জন্য মেন্‌শেভিক্‌দের চেষ্টার বিরুদ্ধে বল্‌শেভিক্‌রা খুব সফল ভাবেই কাজ চালাইয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যে জনযুদ্ধ এই কথা সকলকে বিশ্বাস করানো বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রিক ব্যাপারে মেন্‌শেভিক্‌রা যথেষ্ট প্রভাব সংগ্রহ করিতে পারে এবং 'জেমস্ট্‌ভো ও শহরের ইউনিয়ন' নামে নিজস্ব এক দেশব্যাপী সংগঠন খাড়া করে। বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে শ্রমিকদিগকেও নিজের প্রভাব ও নেতৃত্বের অধীনে আনা প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধশিল্প কমিটিগুলির "শ্রমিক গ্রুপ" গঠন করিয়া বুর্জোয়ারা এই উদ্দেশ্য সফল করার এক উপায় উদ্ভাবন করিল। মেন্‌শেভিক্‌রা এই প্রস্তাবে আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। এই সব যুদ্ধশিল্প কমিটিতে যদি শ্রমিকদের এমন প্রতিনিধি থাকে যাহারা কামান, বন্দুক, গুলি-গোলা ইত্যাদি যুদ্ধদ্রব্য উৎপাদক কারখানাগুলিতে উৎপাদন বাড়াইবার জন্য শ্রমিকসাধারণের কাছে আবেদন করে, তাহা হইলে বুর্জোয়াদেরই সুবিধা। বুর্জোয়াদের 'স্লোগান্' হইল :—"যুদ্ধের জন্যই সব কিছু করা হউক্।" আসলে এই স্লোগানের অর্থ হইল—"যুদ্ধের জন্য মাল সরবরাহের কন্‌ট্র্যাক্ট বাগাইয়া এবং বিদেশ দখল করিয়া যথা সম্ভব টাকা রোজগার করো।" বুর্জোয়া

শ্রেণীর এই দেশভক্তির অপলাপমূলক পরিকল্পনায় মেন্‌শেভিক্‌রা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল। যুদ্ধশিল্প কমিটিগুলির "শ্রমিক গ্রুপ" নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করাইবার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল আন্দোলন চালাইয়া তাহারা ধনিকদিগকে সাহায্য করিল। বল্‌শেভিক্‌রা ছিল এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। তাহারা যুদ্ধশিল্প কমিটিগুলিকে বয়কট করার কথা প্রচার করিল এবং বয়কটকে সফল করিতেও পারিল। কিন্তু গভোজ্‌দেভ নামে একজন নামজাদা মেন্‌শেভিক্‌ এবং আব্রোসিমভ্‌ নামে একজন গোয়েন্দা-প্ররোচক যুদ্ধশিল্প কমিটির কাজে যোগ দিল। কিন্তু ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন শ্রমিকরা যুদ্ধশিল্প কমিটিগুলির "শ্রমিক গ্রুপ" চূড়ান্তভাবে নির্ব্বাচনের জন্য একত্র হইল, তখন দেখা গেল যে অধিকাংশ ডেলিগেট তাহাতে অংশগ্রহণের বিরোধী। শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে অধিকাংশ যুদ্ধশিল্প কমিটিতে অংশ গ্রহণেব বিবোধিতা করিয়া তীব্র ভাষায় প্রস্তাব পাস করিল এবং ঘোষণা করিল যে শ্রমিকদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ শান্তি এবং জারতন্ত্রের উচ্ছেদ।

সেনা ও নৌবাহিনীর মধ্যেও বল্‌শেভিক্‌রা ব্যাপকভাবে কাজ চালাইয়াছিল। যুদ্ধের অভূতপূর্ব্ব ভয়াবহতা এবং জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের জন্য কাহারা যে দায়ী, তাহা সৈনিক ও নাবিকদের কাছে বল্‌শেভিক্‌রা বুঝাইল; তাহারা বুঝাইল যে জনসাধারণের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী ধ্বংসক্ষেত্র হইতে উদ্ধারেব মাত্র একটী পথ আছে, এবং সে পথ হইল বিপ্লব। সেনা ও নৌ-বাহিনীতে, খাস রণক্ষেত্রে ও তাহার পশ্চাদ্ভাগে, বল্‌শেভিক্‌রা ছোট ছোট দল গড়িল, এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহ্বান জানাইয়া ইস্তাহার বিলি করিল।

ক্রন্‌স্টাড্‌টে বল্‌শেভিক্‌রা "ক্রন্‌স্টাড্‌ট্‌ সামরিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমবায়" গঠন করে; ইহার সহিত পার্টির পেট্রোগ্রাড কমিটির ঘনিষ্ঠ

সম্পর্ক ছিল। পল্টনের মধ্যে কাজ করিবার জন্য পেট্রোগ্রাড পার্টি কমিটির একটী সামরিক সংগঠন খাড়া করা হয়। ১৯১৬ সালের আগস্ট মাসে পেট্রোগ্রাড 'অখরানার' (জারের রাজনৈতিক পুলিস) বড় কর্ত্তা রিপোর্ট করে যে "ক্রন্স্টাড্ট্ সমবায়ে ষড়যন্ত্র চালাইবার পক্ষে সংগঠন খুবই ভাল। ইহার সভ্যেরা খুবই সাবধানী ও অল্পভাষী ; শুধু জাহাজগুলিতে নয়, ডাঙ্গাতেও এই সমবায়ের প্রতিনিধিরা আছে।"

খাস যুদ্ধক্ষেত্রে পার্টি আন্দোলন করিল যে দুই পক্ষে যাহারা সৈন্যদলে লড়িতেছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুভাব দেখানো হউক্। দুনিয়ার বুর্জোয়ারাই যে শত্রু, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করিয়া এবং নিজস্ব বুর্জোয়াশ্রেণী ও সরকারের বিরুদ্ধেই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া যে যুদ্ধের অবসান ঘটানো সম্ভব, এই কথা পার্টি জোর করিয়া বলিল। সেনাবাহিনীর অংশ বিশেষ আক্রমণ করিতে অস্বীকার করিতেছে, এইরূপ ঘটনাই ক্রমে আরও ঘন ঘন ঘটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ১৯১৫ সালেই এইরূপ ঘটনা ঘটে, এবং ১৯১৬ সালে আরও ঘন ঘন হইতে থাকে।

উত্তর রণক্ষেত্রে, বল্টিক্ সাগরকূলস্থ প্রদেশগুলিতে সেনাবাহিনীর ভিতর বল্শেভিক্দের কাজকর্ম্ম বিশেষ ব্যাপক হইয়াছিল। ১৯১৭ সালের প্রথমে উত্তর রণক্ষেত্রে সেনানায়ক জেনারেল রুজ্স্কি হেড কোয়ার্টার্সে খবর দেন যে সেখানে বল্শেভিক্দের বিপ্লবী কার্য্যাবলী অত্যন্ত বাড়িয়াছে।

বিভিন্ন জাতির জীবনে, পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে, যুদ্ধ এক বিপুল পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। রাষ্ট্রগুলির ভাগ্য, জাতিগুলির ভাগ্য, সোশালিস্ট আন্দোলনের ভাগ্য তখন নির্দ্ধারিত হইতে চলিতেছিল। সুতরাং যে সব

পার্টি, যে-সব কর্ম্মধারা সোশালিস্ট বলিয়া পরিচয় দিতেছিল, তাহাদের পক্ষে যুদ্ধই হইল মাপকাঠি। এই সব দল ও এই সব কর্ম্মধারা কি সোশালিজম্ ও আন্তর্জাতিকতার উদ্দেশ্যের প্রতি অচল আস্থা দেখাইবে, না, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিজেদের নিশান উড়াইয়া সে-নিশানকে তাহাদের জাতীয় বুর্জোয়াদের পায়ের কাছে রাখিয়া দিবে? তখন এই প্রশ্নই উঠিয়াছিল।

যুদ্ধ দেখাইয়া দিল যে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের পার্টিগুলি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, তাহা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া নিজেদের দেশের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের কাছে তাহাদের নিশান সমর্পণ করিয়া দিয়াছে।

নিজেদের মধ্যে সুবিধাবাদের প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে এবং সুবিধাবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের ক্রমাগত সুযোগ দিতে অভ্যস্ত থাকার দরুণ, এই সব পার্টি অন্য কোন পথ লইতে পারিত না।

যুদ্ধ দেখাইয়া দিল যে নিশান উঁচাইয়া রাখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল একমাত্র বল্‌শেভিক্ পার্টি, সোশালিজ্‌ম্ ও সর্ব্বহারার আন্তর্জাতিকতা ব্রতে একমাত্র বল্‌শেভিক্ পার্টিই সর্ব্বক্ষণ একাগ্র আস্থা রাখিয়া চলিয়াছিল।

এমন যে ঘটিবে তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এরূপ বিরাট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, এবং শ্রমিকশ্রেণী, সোশালিজ্‌ম্ ও আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস রাখিয়া চলা কেবল এক নূতন ধরণের পার্টির পক্ষেই সম্ভব, যে-পার্টি সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, যে-পার্টি সুবিধাবাদ ও জাতীয়তাবাদের মোহমুক্ত, কেবল তাহারই পক্ষে সম্ভব।

বল্‌শেভিক্ পার্টি ঠিক্ এই ধরণের পার্টি ছিল।

৪। জারবাহিনীর পরাজয়—অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়—জারতন্ত্রের সঙ্কট

ইতিমধ্যে যুদ্ধ তিন বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে মরিল কিংবা জখম হইয়া মরিল কিংবা যুদ্ধকালীন দুরবস্থাজনিত রোগে মরিল। বুর্জোয়া ও জমিদাররা যুদ্ধ হইতে বিপুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রমিক ও কৃষকরা ক্রমবর্দ্ধমান দুঃখ কষ্ট ও অভাবে পড়িল। রুশদেশের অর্থনৈতিক্ জীবনকে যুদ্ধ বিকল করিয়া দিতেছিল। প্রায় এক কোটী চল্লিশ লক্ষ জোয়ান পুরুষকে অর্থনৈতিক কাজ থেকে ছিনাইয়া লইয়া পল্টনে ঢোকানো হইয়াছিল। কলকারখানা ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। ক্ষেত মজুরের অভাবে চাষের জমি পরিমাণে কমিয়া চলিল। জনসাধারণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যেরাও খাদ্য, পরিচ্ছদ ও পাদুকার অভাবে ভুগিতে লাগিল। দেশের সমৃদ্ধিকে যুদ্ধ নিঃশেষ করিয়া দিতেছিল।

জারবাহিনী বার বার পরাজিত হইল। জার্মান গোলন্দাজরা জারের সেনাকে গোলার বন্যায় ডুবাইয়া দিল, আর জারবাহিনীর না ছিল কামান, না ছিল গোলা, এমন কি বন্দুকও তেমন ছিল না। মাঝে মাঝে তিনজন সিপাহীকে একটী মাত্র বন্দুক ভাগাভাগি করিয়া ব্যবহার করিতে হইত। যুদ্ধ যখন চলিতেছে তখন দেখা গেল যে জারের সমর সচিব স্যুন্‌হম্‌লিনভ্ একজন বিশ্বাসঘাতক, জার্মান গোয়েন্দাদের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ধরা পড়িল, সমরোপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থাকে ভণ্ডুল করিয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কামান বন্দুক ইত্যাদি না পাঠাইয়া জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের নির্দ্দেশ সে পালন করিতেছিল। জার্মান বাহিনীর সাফল্যে জারের কোন কোন মন্ত্রী ও সেনাপতি গোপনে সাহায্য করিত; জার্মানদের সঙ্গে জার-পত্নীর

সম্পর্ক ছিল, এবং জার-পত্নীর সঙ্গে মিলিয়া তাহারা গোপন সামরিক সংবাদ জার্মানদের কাছে পৌছাইয়া দিত। সুতরাং জারবাহিনী যে পরাজয় ভোগ করিল এবং পিছু হটিতে বাধ্য হইল, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। ১৯১৬ সালের মধ্যে জার্মানরা গোটা পোলাণ্ড এবং বল্টিক দেশগুলির খানিকটা দখল করিল।

এই সমস্ত কাণ্ডে জার-সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও বুদ্ধিজীবীদের ঘৃণা ও ক্রোধ জাগ্রত হইল, যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগে ও পশ্চাতে, মধ্য ও সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধ ও জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম পুষ্ট হইল, তীব্রতর হইয়া উঠিল।

রুশ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া মহলেও অসন্তোষ বিস্তার পাইতে লাগিল। রাস্পুটিনের মত বদমায়েশ খোলাখুলিভাবে জার্মানীর সঙ্গে আলাদা সন্ধি স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইযাও জারের রাজসভায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিতেছিল বলিয়া তাহারা রুষ্ট হইয়া উঠিল। বুর্জোয়াশ্রেণী ক্রমেই স্পষ্ট বুঝিতে লাগিল যে জার-সরকার সফলভাবে যুদ্ধ পরিচালনায় অসমর্থ। তাহাদের ভয় হইল যে জার নিজের বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার আশায় জার্মানদের সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধি স্থাপন করিতে পাবে। রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী তাই জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই জায়গায় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জারভ্রাতা মাইকেল রোমানভ্‌কে বসাইবার জন্য রাজপ্রাসাদের মধ্যেই এক ওলট্‌পালট্‌ ঘটাইবার মতলব করিল। তাহারা এই ভাবে এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে চাহিল; প্রথমতঃ, তাহারা ক্ষমতা দখল করিয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালনাকে নিশ্চিত করিতে, এবং দ্বিতীয়তঃ, রাজপ্রাসাদের ভিতরে সামান্য এক ওলট্‌পালট্‌ ঘটাইয়া যে-বিরাট জনবিপ্লবের ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল সেই বিপ্লব যাহাতে না বাধে তাহার ব্যবস্থা করিতে চাহিল।

এই ব্যাপারে রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের পূর্ণ সমর্থন পাইল, কারণ ঐ দুই সরকার দেখিয়াছিল যে জার যুদ্ধ চালাইতে অক্ষম। তাহাদের আশঙ্কা হইল যে জার জার্মানদের সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধি স্থাপন করিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে পারে। জার স্বতন্ত্র সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার যুদ্ধে এমন মিত্রকে হারাইবে, যে শুধু তাহাদের নিজস্ব যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শত্রুর বহু সৈন্যকে সরাইয়া রাখে নাই, ফ্রান্সকে হাজার হাজার বাছাই-করা রুশ সৈন্যও সরবরাহ করিয়াছিল। ইংরেজ ও ফরাসী সরকার তাই রাজপ্রাসাদের ভিতর এক ওলট্‌পালট্‌ ঘটানো ব্যাপারে রুশ বুর্জোয়াদের প্রচেষ্টার সমর্থন করিল।

এইভাবে জার কোণঠেসা হইয়া পড়িল।

যুদ্ধক্ষেত্রে যখন পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটিতেছে, তখন অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ও ক্রমে আরও তীব্র হইয়া উঠিল। ১৯১৭ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে খাদ্যদ্রব্য, কাঁচামাল এবং জ্বালানি সরবরাহে অব্যবস্থার ব্যাপ্তি ও গভীরতা একেবারে চরমে উঠিল। পেট্রোগ্রাড ও মস্কোতে খাদ্যদ্রব্যের সববরাহ প্রায় থামিয়া গিয়াছিল। একে একে কারখানাগুলি বন্ধ হইতে লাগিল, বেকার সমস্যা দারুণ বাড়িয়া চলিল। বিশেষত, শ্রমিকদের অবস্থা অসহনীয় হইয়া পড়িল। ক্রমেই বেশী লোক পরিষ্কার বুঝিতে লাগিল যে এরূপ অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ হইল জারের স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ।

স্পষ্ট দেখা গেল যে জারতন্ত্র সঙ্কটে পড়িয়া মরণাপন্ন হইয়াছে।

বুর্জোয়াশ্রেণী ভাবিল যে রাজপ্রাসাদের মধ্যে ওলটপালট ঘটাইয়া সঙ্কট সমাধান করা যাইবে।

কিন্তু জনগণ তাহাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সঙ্কটের সমাধান ঘটাইল।

৫। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব—জারতন্ত্রের পতন—শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধি লইয়া সোভিয়েট গঠন—অস্থায়ী সরকার স্থাপন—দ্বিধাবিভক্ত শক্তি

১৯১৭ সালের আবাহন করিল ৯ই জানুয়ারী তারিখের ধর্ম্মঘট। এই ধর্ম্মঘটের সময় পেট্রোগ্রাড, মস্কো, বাকু ও নিজ্‌নি নভ্‌গরডে মিছিল বাহির হয়। মস্কোতে শ্রমিকদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ৯ই জানুয়ারী ধর্ম্মঘটে যোগ দেয়। ভের্‌কয় রাজপথে দুই হাজার লোকের এক মিছিলকে ঘোড়সওয়ার পুলিস ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। পেট্রোগ্রাডে ভাইবর্গ-রাজপথে যে-মিছিল বাহির হয়, সৈনিকরা তাহাতে যোগদান করে।

পেট্রোগ্রাড পুলিস রিপোর্টে প্রকাশ হয় যে "প্রতিদিনই সাধারণ ধর্ম্মঘটের কথা নূতন নূতন শ্রমিকের সমর্থন পাইতেছে, এবং ১৯০৫ সালে সাধারণ ধর্ম্মঘট যেমন জনপ্রিয় ছিল তেমনই হইতে চলিতেছে।"

বিপ্লবী আন্দোলনের উপক্রম দেখিয়া ইহাকে বুর্জোয়ারা যে-দিকে চাহিত সেই দিকে ঠেলিয়া লইবার চেষ্টা মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভ-ল্যুশনারিরা করিল। মেন্‌শেভিক্‌রা প্রস্তাব করে যে ১৪ই ফেব্রুয়ারী স্টেট ডুমার প্রথম অধিবেশনের দিন শ্রমিকদের এক মিছিলের বন্দোবস্ত হউক। কিন্তু শ্রমিকসাধাবণ বল্‌শেভিক্‌দের নির্দ্দেশ মানিয়া ডুমাতে না যাইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য জমায়েৎ হইল।

১৯১৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পেট্রোগ্রাডে পুটিলভ কারখানায় ধর্ম্মঘট শুরু হইল। ২২শে ফেব্রুয়ারী অধিকাংশ বড় বড় কারখানায় শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিল। ২৩শে ফেব্রুয়ারী (৮ই মার্চ) ছিল আন্তর্জাতিক মহিলা-দিবস; সেদিন শ্রমিক মেয়েরা রাস্তায় বাহির হইয়া অনাহারে যুদ্ধ ও জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল। সারা

শহর-ব্যাপী ধর্ম্মঘট আন্দোলন চালাইয়া পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকরা মেয়ে-শ্রমিকদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের সমর্থন করিল। রাজনৈতিক কারণে ধর্ম্মঘট ক্রমে জারশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক রাজনৈতিক চাঞ্চল্যে পরিণত হইতে লাগিল।

২৪শে ফেব্রুয়ারী (৯ই মার্চ) আরও প্রবলভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ চলিল। তখনই প্রায় দুইলক্ষ শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছিল।

২৫ শে ফেব্রুয়ারী (১০ই মার্চ) পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকশ্রেণী পুরাপুরী বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিল। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক ধর্ম্মঘটগুলি সমগ্র শহরে ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্ম্মঘটের অন্তর্ভূক্ত হইয়া গেল। সর্ব্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন চলিল, পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিল। শ্রমিকসাধারণ যে লাল ঝাণ্ডা উড়াইতেছিল, তাহাতে 'স্লোগান' লেখাছিল "জার নিপাত যাক্", "যুদ্ধ নিপাত যাক্", "আমরা চাই রুটী !"

২৬শে ফেব্রুয়ারী (১১ই মার্চ) তারিখে সকালবেলা রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন জন-অভ্যুত্থানের আকার লইতে থাকে। শ্রমিকরা পুলিস ও সিপাহীদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া নিজেরা অস্ত্র সংগ্রহ করে। তবুও জ্নামেন্সকায়া স্কোয়ারে একটী মিছিলের উপর গুলি-চালানোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে শ্রমিকে সংঘর্ষ শেষ হয়।

পেট্রোগ্রাড সামরিক অঞ্চলের সেনানায়ক জেনারেল খাবালভ ঘোষণা করে যে ২৮ শে ফেব্রুয়ারীর (১৩ই মার্চ) মধ্যে শ্রমিকদের কাজে ফিরিতেই হইবে, নহিলে তাহাদিগকে যুদ্ধে পাঠানো হইবে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১০ই মার্চ) সেনাপতি খাবালভের কাছে জারের হুকুম আসে : "আগামী কল্যর মধ্যে রাজধানীতে গোলমাল থামাইবার হুকুম আমি তোমাকে দিতেছি।"

কিন্তু বিপ্লব "থামাইয়া দেওয়া" আর সম্ভব ছিল না।

২৬শে ফেব্রুয়ারী (১১ই মার্চ) পাভ্‌লভ্‌স্কি রেজিমেণ্টের মজুদ-ব্যাটেলিয়নের চতুর্থ কোম্পানী গুলি চালায়, কিন্তু তাহারা শ্রমিকদের উপর গুলি চালায় নাই, চালায় সেই ঘোড়সওয়ার পুলিসদলের উপর, যাহারা শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। সৈনিকদিগকে দলে টানিবার জন্য খুবই সজোরে ও আগ্রহে চেষ্টা হইয়াছিল; এবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হয় মেয়ে-শ্রমিকরা। তাহারা সোজাসুজি সৈনিকদের সহিত কথাবার্ত্তা বলে, পরস্পর ভ্রাতৃভাব দেখায় এবং জারের ঘৃণিত স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদ করার জন্য জনধারণকে সাহায্য করিতে সৈনিকদিগকে আহ্বান জানায়।

তখন বল্‌শেভিক্ পার্টির কাজ চালাইত আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অফিস ('ব্যুরো')। ইহার প্রধান আড্ডা ছিল পেট্রোগ্রাডে, এবং ইহার নেতা ছিলেন কমরেড মলোটভ। ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১১ই মার্চ) কেন্দ্রীয় কমিটির 'ব্যুরো' একটী ইস্তাহার প্রকাশ করিযা জানায় যে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান চালানো হউক এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন করা হউক।

২৭শে ফেব্রুয়ারী (১২ই মার্চ) পেট্রোগ্রাডে সৈনিকরা শ্রমিকদের উপর গুলি চালাইতে অস্বীকার করে এবং বিদ্রোহী জনগণের পার্শ্বে দাঁড়াইতে আরম্ভ করে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী সকালে বিদ্রোহে যোগদানকারী সৈনিকের সংখ্যা দশহাজারের বেশী না হইলেও সন্ধ্যার মধ্যেই সংখ্যা ষাটহাজারের উপরে উঠিয়াছিল।

বিদ্রোহী শ্রমিক ও সৈনিকরা জারের মন্ত্রী ও সেনাপতিদের গ্রেপ্তার করিতে ও জেল থেকে বিপ্লবীদের ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিল। মুক্ত রাজনৈতিক বন্দীরা বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দিল।

রাস্তায় রাস্তায় পুলিসের সঙ্গে পাল্লা দিয়া গুলি ছোড়া চলিল। পুলিস সিপাহীরা বাড়ীর চোরকুঠুরিতে 'মেশিনগান্' লইয়া মোতায়েন ছিল।

কিন্তু শীঘ্রই সৈনিকরা শ্রমিকদের পক্ষে চলিয়া গেল, এবং ইহাতেই জারের স্বৈরতন্ত্রের ভাগ্য নির্ণীত হইল।

পেট্রোগ্রাডে বিপ্লবের বিজয় সংবাদ অন্যান্য শহরে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িল। সর্ব্বত্র শ্রমিক ও সৈনিকরা জারের কর্ম্মচারীদের পদচ্যুত করিতে লাগিল।

ফেব্রুয়ারী মাসের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হইয়াছিল।

বিপ্লব জয়যুক্ত হইল, কারণ ইহার অগ্রণীশক্তি ছিল শ্রমিকশ্রেণী, সৈনিকের উর্দ্দিপরিহিত লক্ষ লক্ষ চাষী যখন "যুদ্ধশান্তি, খাদ্য ও স্বাধীনতার" জন্য আন্দোলন করিল, তখন সে-আন্দোলনের নেতা ছিল শ্রমিকশ্রেণী। বিপ্লবের বিজয়কে নিশ্চিত করিল সর্ব্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব।

"বিপ্লব ঘটাইল সর্ব্বহারাশ্রেণী। সর্ব্বহারা অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইল; নিজের রক্ত ঢালিয়া দিল; শ্রমব্যস্ত দরিদ্র জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশকে লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিল"—একথা লেনিন লেখেন বিপ্লবের প্রথম দিকে। (লেনিন, "কলেক্টেড্ ওয়ার্ক্স্", রুশ-সংস্করণ, বিংশ খণ্ড পৃঃ ২৩-৪)।

১৯০৫ সালের প্রথম বিপ্লব ১৯১৭ সালের দ্বিতীয় বিপ্লবের দ্রুত সাফল্যের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল।

লেনিন লেখেন:—"১৯০৫-০৭ এই তিন বৎসরের বিপুল শ্রেণী-সংঘর্ষ এবং রুশ সর্ব্বহারার বিপ্লবী তেজস্বিতা বিনা দ্বিতীয় বিপ্লবের **প্রাথমিক** স্তর কয়েকদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার যে সাফল্য অহা কিছুতেই সম্ভব হইত না।" (লেনিন, "সিলেক্টেড্ ওয়ার্ক্স্", ইংরেজী সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩-৪)

. বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর প্রথম কয়েকদিনেই সোভিয়েটের অভ্যুত্থান ঘটে। শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েটের উপর বিজয়ী বিপ্লব

নির্ভর করিয়াছিল। ১৯০৫ সালের বিপ্লব দেখায় যে সোভিয়েটগুলি হইল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অস্ত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিপ্লবী শক্তির বীজ সোভিয়েটগুলির মধ্যে ছিল। সোভিয়েটের কল্পনা শ্রমিকসাধারণের মনে জীবন্ত হইয়া ছিল, এবং জারতন্ত্র উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সোভিয়েটকে কাজে লাগাইল। তফাৎ ছিল এই যে ১৯০৫ সালে কেবল **শ্রমিক** প্রতিনিধিদের সোভিয়েট, আর ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে বল্‌শেভিক্‌দের উদ্যোগে **শ্রমিক ও সৈনিক** প্রতিনিধিদের সোভিয়েট গঠিত হয়।

বল্‌শেভিক্‌রা যখন প্রত্যক্ষভাবে রাজপথে জনগণের সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছিল, তখন আপোসপন্থী পার্টিগুলি, মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা, সোভিয়েটে আসন দখল করিয়া সেখানে নিজেদের সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি করিতেছিল। বল্‌শেভিক্‌ পার্টির অধিকাংশ নেতা তখন জেলে কিংবা নির্ব্বাসনে ছিলেন। লেনিন প্রবাসে ছিলেন এবং স্টালিন ও স্‌ভের্ডলভ্‌ সাবীরিয়াতে নির্ব্বাসিত অবস্থায় ছিলেন। এবং অপরপক্ষে, মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারীরা তখন অবাধে পেট্রোগ্রাডের রাস্তায় বেড়াইতে ছিলেন বলিয়া তাহাদের পক্ষে একাজ খানিকটা সহজ হয়। ফলে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট ও ইহার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারীদের মত আপোসপন্থী পার্টিগুলির প্রতিনিধিরা সর্দারী করে। মস্কো ও অন্যান্য অনেকগুলি শহরেও এইরূপ ঘটে। আইভানুভো-ভজ্‌নেসেন্সক্‌, ক্রাস্‌নোয়াই সেয়ার্‌স্‌ক্‌ ও অন্য কয়েকটী জায়গায় প্রথম হইতেই বল্‌শেভিক্‌রা সোভিয়েটগুলিতে অধিকাংশ আসন পায়।

সশস্ত্র জনগণ—শ্রমিক ও সৈনিকরা—জনশক্তির মুখপাত্র হিসাবে সোভিয়েটগুলিতে তাহাদের প্রতিনিধি পাঠায়। তাহারা কল্পনা করিত এবং বিশ্বাস করিত যে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট বিপ্লবী

জনতার সকল দাবী পূরণ করিবে, এবং প্রথনেই যুদ্ধশান্তির ব্যবস্থা হইবে।

কিন্তু শ্রমিক ও সৈনিকদের এই অহেতুক নির্ভরশীলতা তাহাদের অমঙ্গলই ঘটাইল। যুদ্ধ থামাইতে ও শান্তি স্থাপন করিতে সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌দের সামান্য মাত্র ইচ্ছা ছিল না। বিপ্লবের স্থযোগ লইয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার মতলব তাহারা করিল। বিপ্লব এবং জনগণের বিপ্লবী দাবী সম্বন্ধে সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌দের অভিমত হইল যে বিপ্লব সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, এবং তখনকার একমাত্র কাজ হইল বিপ্লবের উপর ছাপ লাগাইয়া বুর্জোয়াশ্রেণীর পাশাপাশি "নিয়মিত" নিয়মতান্ত্রিক অস্তিত্বের পর্য্যায়ে হাজির হওয়া। স্থতরাং পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক নেতারা যুদ্ধ থামাইয়া শান্তি স্থাপনের কথাকে ধামা চাপা রাখিয়া বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল।

১৯১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১২ই মার্চ) তারিখে সোশালিস্ট রেভল্যুশনারী ও মেন্‌শেভিক্‌ নেতাদের সঙ্গে গোপন বন্দোবস্তের ফলস্বরূপ চতুর্থ স্টেট ডুমার লিবারল সদস্যেরা ডুমার সভাপতি, জমিদার ও রাজতন্ত্রবাদী রোদ্‌জিয়াঙ্কোর নেতৃত্বে স্টেট ডুমার এক অস্থায়ী কমিটি খাড়া করে। আর কয়েকদিন পরে স্টেট ডুমার অস্থায়ী কমিটি, এবং বল্‌শেভিক্‌দের লুকাইয়া শ্রমিক ও সৈনিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েটের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌ নেতারা মিলিয়া রুশদেশের এক নূতন সরকার গঠনে রাজী হইল। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পূর্ব্বে যাহাকে জার দ্বিতীয় নিকোলাস পর্য্যন্ত প্রায় তাঁহার সরকারে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে রাজী ছিলেন, সেই প্রিন্স ল্‌ভোভের নেতৃত্বে এই অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকার গঠিত হইল। অস্থায়ী সরকারে

ছিলেন কন্‌স্টিট্যুশনাল-ডেমক্রাটদের নেতা মিলিয়ুকভ, অক্টোব্রিস্ট্‌দের নেতা গুচ্‌কভ, এবং ধনিকশ্রেণীর অন্যান্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি; "গুণতন্ত্রের" প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি কেরেন্স্‌কি।

এইভাবে সোভিয়েটের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক নেতারা বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করিল। তবুও যখন শ্রমিক ও সৈনিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েট এ সংবাদ পাইল, তখন বল্‌শেভিক্‌দের প্রতিবাদ সত্ত্বেও অধিকাংশ সদস্য সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌ নেতাদের কার্য্যাবলী অনুমোদন করিল।

এইভাবে রুশদেশে নূতন যে রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হইল, তাহাতে, লেনিনের ভাষায় বলিতে গেলে, ছিল "বুর্জোয়াশ্রেণী ও যে-সব জমিদার বুর্জোয়া বনিয়া গিয়াছিল তাহাদের প্রতিনিধিরা।"

কিন্তু এই বুর্জোয়া সরকারের পাশাপাশি ছিল আর এক শক্তি—শ্রমিক ও সৈনিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েট। সোভিয়েটে সৈনিকপ্রতিনিধিদের অধিকাংশ ছিল যুদ্ধে প্রেরিত কৃষক। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের মিলনের একটী মুখপাত্র ছিল শ্রমিক ও সৈনিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েট; সঙ্গে সঙ্গে ইহা ছিল তাঁহাদের শক্তির প্রতীক, ইহা ছিল শ্রমিক ও কৃষকের একনায়কত্বের রূপ।

ফলে এই দুই শক্তি, দুই একনায়কত্বের মধ্যে এক বিশেষ রকম পরস্পর সংলগ্ন ভাব ছিল; অস্থায়ী সরকার ছিল বুর্জোয়া একনায়কত্বের প্রতিনিধি, আর শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েট ছিল সর্ব্বহারা ও কৃষক সম্প্রদায়ের একনায়কত্বের প্রতিনিধি।

ফলে দেখা গেল **দ্বিধাবিভক্ত শক্তি।**

প্রথম দিকে সোভিয়েটগুলিতে অধিকাংশ আসন যে মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা দখল করে, তাহার কারণ কি ?

বিজয়ী শ্রমিক ও কৃষকরা যে **স্বেচ্ছায়** বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিল, তাহার কারণ কি ?

কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লেনিন বুঝাইলেন যে রাজনীতি ব্যাপারে অনভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ লোক জাগ্রত হইয়া রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থায় অগ্রসর হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল ছোট ছোট সম্পত্তির মালিক, চাষী, কিছুকাল আগে চাষী ছিল এমন মজুর, এবং এমন সব লোক যাহারা সর্ব্বহারা ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মাঝামাঝি অবস্থায় ছিল। ইউরোপের সব বড় দেশগুলির মধ্যে তখন রুশ ছিল সব চেয়ে বেশী পেতি-বুর্জোয়া। আর সেখানে "বিপুল এক পেতি-বুর্জোয়া ঢেউ আসিয়া সব কিছু ডুবাইয়া দেয়, শুধু সংখ্যার দিক দিয়া নয়, মতবাদের দিক দিয়াও শ্রেণী-সচেতন সর্ব্বহারাকে অভিভূত করে; অর্থাৎ পেতি-বুর্জোয়া রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা শ্রমিকদের বহুলাংশে প্রভাবিত ও কলুষিত করে।" (লেনিন, "সিলেক্টেড্ ওয়ার্কস্", ইংরেজী সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৯)

এই স্বভাব-উৎসৃত পেতি-বুর্জোয়া তরঙ্গই পেতি-বুর্জোয়া মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি পার্টিগুলিকে ঠেলিয়া সম্মুখে লইয়া গেল।

লেনিন দেখাইলেন যে ইহার আর একটী কারণ এই যে যুদ্ধের সময় সর্ব্বহারাশ্রেণীর উপাদানের মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং বিপ্লবের প্রারম্ভে সর্ব্বহারার সংগঠন ও শ্রেণীচৈতন্য যথেষ্ট ছিল না। যুদ্ধের সময় সর্ব্বহারাশ্রেণীর ভিতরই বিশেষ অদলবদল হইয়াছিল। নিয়মিত শ্রমিককের মধ্যে শতকরা চল্লিশজনকে পল্টনে ঢুকিতে হয়। যুদ্ধে যোগদানের বিপদ এড়াইবার জন্য অনেক ছোট ছোট সম্পত্তির

মালিক, কারিগর ও দোকানদার কারখানায় ঢুকিয়াছিল, এবং ইহাদের কাছে সর্ব্বহারা মনোবৃত্তি একেবারে অপরিচিত ছিল।

শ্রমিকদের ভিতর এই পেতি-বুর্জোয়া অংশ মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের মত পেতি-বুর্জোয়া রাজনীতিকদের পুষ্ট করিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিল।

এই কারণেই রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ বহুলোক এই স্বভাব-উৎসৃত পেতি-বুর্জোয়া ঘূর্ণিপাকের ভিতর পড়িল। এবং বিপ্লবের প্রাথমিক সাফল্যে উন্মত্ত হইয়া দেখিল যে প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই তাহারা আপোসপন্থী পার্টিগুলির কর্ত্তৃত্বাধীন। বুর্জোয়াদের শক্তি সোভিয়েটের কাজে বাধা দিবে না, এই সরল বিশ্বাসে তাহারা বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রশক্তি সমর্পণ করিয়া দিতে সম্মত হইল।

জনগণকে ধীরভাবে বুঝাইয়া অস্থায়ী সরকারের সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের চোখ খুলিয়া দেওয়া, সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌দের বিশ্বাসঘাতকতা জাহির করিয়া দেওয়া, এবং অস্থায়ী সরকারকে সরাইয়া সোভিয়েট সরকার না বসাইলে যে শান্তি স্থাপন সম্ভব নয় তাহা দেখাইয়া দেওয়া হইল বল্‌শেভিক্ পার্টির কর্ত্তব্য।

এই কাজে বল্‌শেভিক্ পার্টি সমস্ত শক্তি লইয়া আত্মনিয়োগ করিল।

পার্টির বৈধ পত্রিকাগুলি আবার প্রকাশ করা হইল। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পাঁচদিন পরে পেট্রোগ্রাডে "প্রাভ্‌দা" সংবাদপত্র বাহির হইল। কয়েকদিন পরে মস্কোতে "সোৎসিয়াল-ডেমক্রাট" প্রকাশিত হইল। জনগণ ক্রমেই লিবারল-বুর্জোয়া এবং মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের উপর বিশ্বাস হারাইতেছিল; পার্টি আবার জনগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। পার্টি ধৈর্য্য সহকারে সৈনিক ও কৃষকদের বুঝাইল

শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একজোটে কাজ করা কত প্রয়োজন। বিপ্লব আরও আগ্রসর না হইলে এবং অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের স্থানে সোভিয়েট সরকার না বসিলে কৃষকেরা যে যুদ্ধশান্তি কিংবা জমি কিছুই পাইবে না, একথা পার্টি বুঝাইয়া দিল।

সংক্ষিপ্তসার

ধনিক দেশগুলির অসমান বিকাশ, প্রধান শক্তিগুলিব মধ্যে ভাবসাম্য উলটাইয়া যাওয়া, নূতন এক ভাবসাম্য সৃষ্টির জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে যুদ্ধ দ্বারা আবার পৃথিবী বণ্টন করিয়া লইবার প্রয়োজন—এই সমস্ত কাবণে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ঘটে।

দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের পার্টিগুলি যদি শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করিত, যদি তাহাবা দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালেব কংগ্রেস সমূহে গৃহীত যুদ্ধ বিবোধী প্রস্তাবগুলি লঙ্ঘন না করিত, যদি কাজে অগ্রসর হইয়া সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে ও যুদ্ধ ব্যবসায়ীদেব বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে জাগাইয়া তুলিবার সাহস তাহাদের থাকিত, তাহা হইলে যুদ্ধ এরূপ সংহারক হইত না, হয় তো বা এরূপ সুদূর প্রসারিতও হইত না।

বলশেভিক্ পার্টি হইল সেই একমাত্র সর্ব্বহারা পার্টি, যাহা সোশালিজম্ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া চলিল এবং নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে গৃহ যুদ্ধ চালাইল। দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের অন্যান্য সমস্ত পার্টি তাহাদের নেতাদের মারফৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে শৃঙ্খলিত অবস্থায় ছিল বলিয়া দেখিল যে তাহারা সাম্রাজ্যবাদের কর্ত্তৃত্বাধীন এবং দলত্যাগ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী পক্ষে চলিয়া গেল।

এই যুদ্ধ হইল ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কটের প্রতিফলন; সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ এই সঙ্কটকে বাড়াইয়া তুলিল, বিশ্বধনতন্ত্রকে দুর্ব্বল করিল। ধনতন্ত্রের এই

দুর্ব্বলতার সুযোগ পৃথিবীতে প্রথম সফলভাবে লইল রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণী ও বল্‌শেভিক্ পার্টি। তাহারা সবলে সাম্রাজ্যবাদী ব্যূহকে ভেদ করিল, জারকে পর্য্যুদস্ত করিল এবং শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট খাড়া করিল।

বিপ্লবের প্রাথমিক সাফল্যে অতিরিক্ত উৎফুল্ল হওয়ার ফলে, এবং এখন হইতে সব কিছু ঠিক্ ভাবে চলিবে মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের এই আশ্বাসে ঘুমাইয়া পড়ার ফলে, অধিকাংশ পেতি-বুর্জোয়া, সৈনিক ও শ্রমিক অস্থায়ী সরকারে আস্থা রাখে ও সমর্থন করে।

যে-সাধারণ শ্রমিক ও সৈনিকরা প্রথম সাফল্যে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, বল্‌শেভিক্ পার্টির কাজ হইল তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যে বিপ্লবের পূর্ণ বিজয় তখনও সুদূর পরাহত, বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের হাতে ক্ষমতা যতদিন রহিয়াছে, যতদিন আপোসপন্থী মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিরা সোভিয়েটগুলিতে আধিপত্য রাখিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত জনগণ শান্তি পাইবে না, জমি পাইবে না, রুটী পাইবে না। বল্‌শেভিক্ পার্টিকে আরও বুঝাইতে হইল যে সম্পূর্ণ বিজয় লাভের জন্য আর এক ধাপ অগ্রসর হইতে হইবে, রাষ্ট্রশক্তি হস্তান্তরিত করিয়া সোভিয়েটকে দিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবের (এপ্রিল ১৯১৭-১৯১৮) উদ্যোগ ও সংসাধনের যুগে বল্‌শেভিক্ পার্টির কার্য্যকলাপ

[১। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর দেশের অবস্থা—পার্টি গোপন স্তর হইতে বাহির হইয়া প্রকাশ্য রাজনৈতিক কাজে লাগিল—লেনিনের পেট্রোগ্রাডে আগমন—লেনিনের 'এপ্রিল সিদ্ধান্ত সমূহ'—সোশালিস্ট বিপ্লবে সংক্রমণ সম্বন্ধে পার্টির কর্ম্মপ্রণালী]

ঘটনাপ্রবাহ এবং অস্থায়ী সরকারের ব্যবহাব প্রতিদিনই বল্‌শেভিক্‌দের নির্দ্দেশ যে নির্ভুল তাহার নূতন প্রমাণ আনিতে লাগিল। ক্রমেই পরিষ্কার হইতে লাগিল যে অস্থায়ী সরকার জনগণের পক্ষে নয়, জনগণের বিপক্ষে; যুদ্ধশান্তির পক্ষে নয়, যুদ্ধেরই পক্ষে; এবং জনগণকে শান্তি, ভূমি ও খাদ্য দিতে অস্থায়ী সরকার অনিচ্ছুক ও অসমর্থ। বল্‌শেভিক্‌দের বিশ্লেষণ মূলক প্রচার কার্য্য সাফল্য লাভের অনুকূল ক্ষেত্র পাইল।

শ্রমিক ও সৈনিকেরা যখন জার-সরকারের উচ্ছেদ ঘটাইতেছিল ও রাজতন্ত্রকে আগাগোড়া ধ্বংস করিতেছিল, অস্থায়ী সরকার তখন স্পষ্টই রাজতন্ত্রকে বাঁচাইতে চাহিল। ১৯১৭ সালের ২রা মার্চ তারিখে অস্থায়ী সরকার গোপনে গুচ্‌কভ ও শুল্‌গিনকে জারের কাছে যাইয়া সাক্ষাৎ

করিবার নির্দেশ দিল। বুর্জোয়াশ্রেণী [জার] নিকোলাস রোমানভের ভাই মাইকেলের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিতে চাহিল। কিন্তু রেল শ্রমিকদের এক সভায় গুচ্‌কভ্‌ যখন "সম্রাট মাইকেল দীর্ঘজীবী হউন" বলিয়া বক্তৃতা শেষ করেন, তখন শ্রমিকরা দাবী করে যে তখনই গুচ্‌কভ্‌কে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার সমস্ত খোঁজ খবর লওয়া হউক। তাহারা রুষ্ট হইয়া বলিল, "মুলার শাক মুলার চেয়ে মিষ্ট নয়।"

স্পষ্ট বুঝা গেল যে শ্রমিকরা রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা বরদাস্ত করিবে না।

যখন শ্রমিক ও কৃষকরা বিপ্লব সংসাধনের জন্য নিজেদের রক্তপাত করিয়া আশা করিতেছিল যে যুদ্ধের অবসান ঘটিবে, যখন তাহারা রুটি ও জমির জন্য লড়িতেছিল এবং অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা চুকাইবার জন্য সতেজ ব্যবস্থা দাবী করিতেছিল, তখন অস্থায়ী সরকার জনগণের এই পরম প্রয়োজন দাবীগুলি শুনিতে চাহিল না। পুঁজিদার ও জমিদারদের প্রধান প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইয়াছিল বলিয়া এই সরকার চাষীরা তাহাদের জমি দেওয়া হউক বলিয়া যে-দাবী করে সে-দাবী একটুও মিটাইতে চাহে নাই। শ্রমিকদের জন্য রুটির ব্যবস্থাও তাহারা করিতে পারিত না, কারণ তাহা করিতে যাইলেই বড় বড় শস্য ব্যবসায়ীদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিতে হইত। সব রকম উপায়ে জমিদার ও কুলাক্‌দের কাছ থেকে শস্য লইতে হইত; কিন্তু এই সব শ্রেণীর সঙ্গে স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া সরকার ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে সাহস পাইল না। জনগণকে সরকার যুদ্ধশান্তিও আনিয়া দিতে পারিল না। ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বাঁধা অবস্থায় ছিল বলিয়া অস্থায়ী সরকার যুদ্ধ থামাইবার কোন ইচ্ছা পোষণ করিত না; বরঞ্চ সরকার বিপ্লবের সুযোগ লইয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে রুশদেশের অংশ

গ্রহণকে আরও সক্রিয় করিতে চেষ্টা করিল, এবং কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্, দার্দ্দানেল্‌স্ প্রণালী এবং গ্যালিসিয়া দখল করিবার সাম্রাজ্যবাদী মতলব হাসিল করিতে চাহিল।

স্পষ্ট দেখা গেল যে অস্থায়ী সরকারের কর্ম্মপ্রণালীতে জনসাধারণের আস্থা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে।

ক্রমেই স্পষ্ট দেখা গেল যে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর যে দ্বিধাবিভক্ত শক্তির উদ্ভব হইয়াছে তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। কারণ ঘটনাপ্রবাহেই বুঝা গেল যে একটী মাত্র কর্ত্তৃপক্ষের হাতে—হয় অস্থায়ী সরকার, নয় সোভিয়েটের হাতে—ক্ষমতার পূর্ণ সমাবেশ চাই।

অবশ্য মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের আপোসপন্থী কর্ম্মপ্রণালী তখনও জনগণের সমর্থন পাইত। অনেক শ্রমিক এবং আরও অনেক সৈনিক ও কৃষক তখনও বিশ্বাস করিত যে "শাসনবিধি নির্ণয় করার জন্য গণপরিষদ (কন্‌স্টিট্যুয়েন্ট্ অ্যাসেম্ব্‌লি) শীঘ্রই আসিবে এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সব কিছুর সুব্যবস্থা করিয়া দিবে", এবং আরও বিশ্বাস করিত যে যুদ্ধ পরদেশ বিজয়ের জন্য লড়া হইতেছে না, রাষ্ট্ররক্ষার জন্য জরুরী প্রয়োজনে লড়া হইতেছে। লেনিন বলিতেন যে এই সব লোক সরল বিশ্বাসে ভুল করিয়া যুদ্ধের সমর্থক হইয়াছিল। ইহারা তখনও মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের কর্ম্মপ্রণালী, তাহাদের প্রতিশ্রুতি ও মিষ্ট কথায় ভুলাইবার কৌশলকে নির্ভুল মনে করিত। কিন্তু স্পষ্ট দেখা গেল যে প্রতিশ্রুতি ও মিষ্ট কথায় ভুলানো বেশী দিন চলিবে না, কারণ প্রতিদিনই ঘটনাপ্রবাহ এবং অস্থায়ী সরকারের ব্যবহার প্রকট করিয়া দিল এবং প্রমাণ করিল যে সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌দের আপোসমূলক কর্ম্মপ্রণালী কেবল কাল্‌ক্ষেপ গা-ঢিলা ও সরল বিশ্বাসীদের ভুল বুঝাইবার নামান্তর।

অস্থায়ী সরকার যে সর্ব্বদা জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছদ্মবেশী সংগ্রাম এবং বিপ্লবকে পরাজিত করিবাব জন্ত গোপন চক্রান্ত মাত্র চালাইত, তাহা নয, কখনও কখনও সরকার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার উপর খোলাখুলিভাবে আঘাত দিবার চেষ্টা করিত। বিশেষত সৈনিকদের মধ্যে "শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা", এবং "শান্তি স্থাপন", অর্থাৎ বুর্জোয়াদের দরকার মাফিক খাতে বিপ্লবকে ঠেলিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু সরকারের এ ধরণের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল, এবং জনগণ বক্তৃতা, পত্রিকা প্রকাশ, সভাসমিতি ও শোভাযাত্রাদি করিবার গণতান্ত্রিক অধিকার সোৎসাহে ব্যবহার করিতে লাগিল। দেশের রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয অংশ লইবার জন্য, পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক বোধ পাইবার জন্য এবং পরবর্ত্তী স্তরে কি করা উচিত তাহা নির্দ্ধারণের জন্য শ্রমিক ও সৈনিকরা তাহাদের সদ্য লব্ধ গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হইল।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে যে বল্‌শেভিক্ পার্টির সংগঠন জারতন্ত্রের আমলে নিতান্ত দুরূহ অবস্থায় অবৈধভাবে কাজ চালাইয়াছিল, তাহা গোপন ঘাঁটিগুলি হইতে বাহির হইল এবং প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজ বাড়াইতে লাগিল। সেই সময় বল্‌শেভিক্ সংগঠনগুলির সভ্য সংখ্যা ৪০,০০০ হইতে ৪৫,০০০-এর অধিক ছিল না। কিন্তু ইহারা সকলে ছিলেন সংগ্রামের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অটল বিপ্লবী। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় নির্দ্দেশ মানিয়া চলার নীতি অনুসারে পার্টি-কমিটিগুলি পুনর্গঠিত হইল। সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্বনিম্ন পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি পার্টিসংস্থা নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত হইল।

পার্টির বৈধ অস্তিত্বের যুগ যখন আরম্ভ হইল, তখন সভ্যদের মধ্যে মতভেদও দেখা দিল। যেমন, কামেনেভ এবং রাইকভ, বুব্‌নভ ও নোগিনের মত মস্কো সংগঠনের কয়েকজন কর্ম্মী আধা-মেন্‌শেভিক্

মনোভাব লইয়া কয়েকটী শর্ত্তে অস্থায়ী সরকার ও যুদ্ধের পক্ষপাতীদের কর্ম্মপ্রণালী সমর্থন করিত। স্টালিন তখনই নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়াছিলেন; তিনি, মলোটভ্‌ এবং অন্যান্য অনেকে পার্টির অধিকাংশ সভ্যের সঙ্গে মিলিয়া অস্থায়ী সরকারে অনাস্থাসূচক কর্ম্মপ্রণালী উপস্থাপিত করিলেন, যুদ্ধের যাহারা পক্ষপাতী তাহাদের বিরোধিতা করিলেন এবং শান্তির জন্য ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামের জন্য আহ্বান দিলেন। কোন কোন পার্টি কর্ম্মী মনস্থির না করিতে পারার অর্থ হইল এই যে দীর্ঘকাল কারাবাস বা নির্ব্বাসনের একটা ফল স্বরূপ তাঁহাদের রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার পরিচয় প্রকট হইয়া গেল।

পার্টির নেতা লেনিনের অনুপস্থিতি এই সময় অনুভূত হইল।

১৯১৭ সালের ৩রা এপ্রিল (১৬) তারিখে দীর্ঘ নির্ব্বাসনের পর লেনিন রুশদেশে ফিরিলেন।

লেনিনের আগমন পার্টি ও বিপ্লবের পক্ষে বিরাট গুরুত্বসূচক ঘটনা।

সুইট্‌সারল্যাণ্ডে থাকিতে থাকিতেই লেনিন বিপ্লবের প্রথম সংবাদ পাইয়া পার্টি ও রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশে "দূর হইতে চিঠি" লিখিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বলেন:—

"শ্রমিকগণ, আপনারা সর্ব্বহারার শৌর্য্য দেখাইয়া সকলকে চমকিত করিয়াছেন। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে জনগণের বীরত্ব দেখাইয়াছেন। এখন বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে আপনাদের বিজয়ের পথ প্রস্তুত করিবার জন্য আপনাদিগকে সংগঠন দেখাইয়া সকলকে চমকাইয়া দিতে হইবে, সর্ব্বহারা এবং সমগ্র জনগণকে লইয়া সংগঠন দেখাইয়া বিস্ময় উৎপাদন করিতে হইবে।" (লেনিন, "সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্কস্‌", ইংরেজী সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১১।)

৩রা এপ্রিল রাত্রে লেনিন পেট্রোগ্রাডে পৌছিলেন। ফিনলাণ্ড রেলওয়ে স্টেশনে এবং স্টেশনের সম্মুখস্থ খোলা জায়গায় হাজার হাজার শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য জমায়েৎ হইল। লেনিন যখন ট্রেন থেকে নামেন, তখন তাহাদের উৎসাহ বর্ণনা করা যায় না। তাহারা নেতাকে কাঁধে করিয়া লইয়া স্টেশনের যাত্রীদের অপেক্ষা করিবার ঘরে লইয়া যায়। সেখানে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের পক্ষ হইতে মেন্‌শেভিক্ চিখাইদ্‌জে ও স্কোবেলেভ "অভ্যর্থনা" জানাইবার জন্য বক্তৃতা শুরু করে, এবং "এই আশা প্রকাশ করে" যে তাহারা এবং লেনিন যেন "এক ভাষায়" বথা বলিতে পারে। কিন্তু লেনিন তাহাদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য থামেন নাই; তাহাদের ঠেলিয়া তিনি বাহিরে শ্রমিক ও সৈনিক সাধারণের কাছে যান। একটা বর্ম্মশকটের উপর চড়িয়া তিনি এক বিখ্যাত বক্তৃতায় জনগণকে সোশালিস্ট বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সংগ্রামে আহ্বান করেন। দীর্ঘকাল প্রবাসের পর তাঁহার এই প্রথম বক্তৃতার শেষে লেনিন বলেন, "সোশালিস্ট বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক!"

রুশদেশে ফিরিয়া লেনিন সোৎসাহে বিপ্লবী কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দেন। পৌছিবার পরদিনই তিনি বল্‌শেভিক্‌দের এক সভায় যুদ্ধ ও বিপ্লব বিষয়ে রিপোর্ট দেন, এবং আর একটি সভায় মেন্‌শেভিক্ ও বল্‌শেভিক্‌দের একত্র পাইয়া এই রিপোর্টের মূলকথাগুলি আবার বলেন।

এইগুলি হইল লেনিনের বিখ্যাত "এপ্রিলের সিদ্ধান্তসমূহ"। বুর্জোয়া বিপ্লব হইতে সোশালিস্ট বিপ্লবে রূপায়নের সময় এইগুলিই পার্টি এবং সর্ব্বহারাশ্রেণীকে সুস্পষ্ট বিপ্লবী নির্দ্দেশ জোগাইয়া দিল।

বিপ্লব এবং পার্টির পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপের পক্ষে লেনিনের সিদ্ধান্তগুলির

বিপুল গুরুত্ব ছিল। দেশের জীবনে বিপ্লব একটা বিরাট অদলবদল আনে। জারতন্ত্রের উচ্ছেদের পর সংগ্রামের নূতন পরিস্থিতিতে পার্টির পক্ষে নূতন পথে সাহস ও আত্মবিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইতে হইলে নূতন দৃষ্টিকোণ প্রয়োজন ছিল। লেনিনের সিদ্ধান্তগুলি পার্টিকে এই দৃষ্টিকোণ আনিয়া দিল।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব হইতে সোশালিস্ট বিপ্লবে, প্রথম স্তর হইতে বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে, অর্থাৎ সোশালিস্ট বিপ্লবের স্তরে, রূপান্তর ঘটাইবার জন্য সংগ্রামে লেনিনের এপ্রিল সিদ্ধান্তগুলি পার্টিকে একটি চমৎকার পরিকল্পনা দিল। এই বিরাট কর্ম্মভারের জন্য পার্টির সমগ্র ইতিহাসই পার্টিকে প্রস্তুত করিয়াছিল। এমনকি ১৯০৫ সালে "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমক্রাসির দুই কর্ম্মকৌশল" শীর্ষক পুস্তিকায় লেনিন বলিয়াছিলেন যে জারতন্ত্রের নিপাত ঘটাইবার পর সর্ব্বহারাশ্রেণী সোশালিস্ট বিপ্লব সাধনের জন্য অগ্রসর হইবে। এপ্রিল সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে নূতন জিনিস ছিল এই যে সোশালিস্ট বিপ্লবে রূপান্তর ঘটাইবার প্রারম্ভিক স্তবে সেগুলি একটি বাস্তব এবং মূলনীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিকল্পনা আনিয়া দিল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্ত্তনের যুগে কাজ হইল: সমস্ত জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা ও জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা; সমস্ত ব্যাঙ্কগুলিকে মিলাইয়া শ্রমিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েটের কর্তৃত্বে একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা; সমাজে উৎপাদন এবং উৎপন্নদ্রব্য বণ্টন বিষয়ে সোভিয়েটের প্রাধান্য কায়েম করা।

লেনিন প্রস্তাব করিলেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট-মার্কা 'রিপাবলিক' (প্রজাতন্ত্র) হইতে সোভিয়েট 'রিপাবলিকে' পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইবে। মার্ক্‌স্‌বাদের তত্ত্ব ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে এই অগ্রগমন

খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্য্যন্ত মার্ক্‌সবেত্তারা সোশালিজ্‌মে পৌছাইবার পথে পার্লামেণ্ট-মার্কা রিপাবলিক্‌কেই সবচেয়ে ভালো রাজনৈতিক কাঠামো মনে করিতেন। এখন লেনিন প্রস্তাব করিলেন যে ধনতন্ত্র হইতে সোশালিজ্‌মে রূপান্তরণের যুগে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের সবচেয়ে উপযোগী ব্যবস্থা হিসাবে সোভিয়েট রিপাবলিকই পার্লামেণ্ট-মার্কা বিপাবলিকের স্থান লইবে।

এই সিদ্ধান্তগুলিতে বলা হয়:—"রুশদেশে বর্ত্তমান পরিস্থিতিব বৈশিষ্ট্য হইল এই যে বিপ্লবের যে-প্রথম স্তরে সর্ব্বহারাশ্রেণীর সংগঠন ও শ্রেণীচৈতন্য যথেষ্ট না হওয়ায় দরুণ বাষ্ট্রশক্তি বুর্জোযাদের হাতে যায়, সেখান থেকে দ্বিতীয় যে-স্তরে সর্ব্বহারা এবং কৃষকদেব মধ্যে দরিদ্রতম অংশেব হাতে বাষ্ট্রশক্তি যাইবে, ইহা সেই স্তবে **রূপান্তরিত** হওযার প্রতীক।" (ঐ পৃঃ ২২)

আরও বলা হইয়াছে:—"পার্লামেণ্ট-মার্কা রিপাবলিক চাই না—শ্রমিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েট থেকে পার্লামেণ্টারী রিপাবলিকে ফিরিয়া যাওয়া প্রগতিবিরোধী কাজ। সারা দেশে, সর্ব্বোচ্চ স্তর হইতে সর্ব্বনিম্ন স্তর পর্য্যন্ত চাই শ্রমিক, কৃষক ও ক্ষেতমজুরদেব প্রতিনিধি লইযা সোভিয়েট রিপাবলিক।" (ঐ, পৃঃ ২৩)

লেনিন বলিলেন যে নূতন অ ায়ী সরকারের কর্ত্তৃত্বে যুদ্ধ পরদেশ লোলুপ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই রহিয়াছে। পার্টির কর্ত্তব্য হইল জনগণকে বুঝাইয়া দেখানো যে বুর্জোয়াশ্রেণী উৎপাটিত না হইলে লোভসর্ব্বস্ব সন্ধির বদলে যথার্থ গণতান্ত্রিক রীতিতে শান্তিস্থাপন করিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটানো অসম্ভব।

অস্থায়ী সরকার সম্বন্ধে লেনিন স্লোগান উপস্থাপিত করিলেন: "অস্থায়ী সরকারকে কোনরূপ সমর্থন করিব না।"

এই সিদ্ধান্তগুলিতে লেনিন আরও দেখান যে আমাদের পার্টি তখনও সোভিয়েটগুলিতে সংখ্যাল্প অবস্থায় আছে। সর্ব্বহারার উপর বুর্জোয়া প্রভাবের হাতিয়ারস্বরূপ একদল মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি সেখানে কর্তৃত্ব করিতেছে। সুতরাং পার্টিব কাজ হইল এইরূপ :—

"জনগণকে বুঝাইতে হইবে যে বিপ্লবীশাসনেব **একমাত্র সম্ভাব্য** রূপ হইল শ্রমিকপ্রতিনিধিদেব সোভিযেট, সুতরাং যতদিন **এই** সবকাব বুর্জোযাশ্রেণীব প্রভাব মানিয়া চলিতেছে, ততদিন আমাদের কর্ত্তব্য হইল ধৈর্য্যসহকারে, অবিচলিত চিত্তে ও সুষ্ঠুভাবে সরকারের কর্ম্মকৌশলের ভুলভ্রান্তি জনগণকে **বুঝাইয়া** দেওযা, জনগণের দৈনন্দিন জীবনে যাহা প্রয়োজন সেই অনুসারে বুঝাইবার কাজ চালানো। আমরা যতদিন সংখ্যায় কম বহিয়াছি, ততদিন আমাদেব কাজ এই সব ভুলভ্রান্তিব সমালোচনা করা ও জাহির করিযা দেওয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি শ্রমিকপ্রতিনিধিদেব সোভিযেটের কাছে হস্তান্তরিত করাব প্রয়োজন আমবা প্রচার করিব।" (ঐ, পৃঃ ২৩)

ইহার অর্থ এই যে লেনিন তখনই যে-অস্থায়ী সরকাব সোভিয়েটগুলির আস্থাভাজন, সেই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দেন নাই। তিনি ঐ সরকারের উচ্ছেদ দাবী করেন নাই, কিন্তু তিনি চাহিলেন যে জনগণকে বুঝাইয়া ও তাহাদের মধ্য হইতে সমর্থকের সংখ্যা বাডাইয়া সোভিয়েট-গুলিতে অধিকাংশ আসন পাইয়া কর্ম্মপ্রণালী বদলানো হউক এবং সোভিয়েটগুলির মধ্যস্থতায় সরকারের গঠন ও কর্ম্মপ্রণালী বদলানো হউক।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লবের বিকাশের এক ছবি এই নির্দ্দেশ ফুটাইয়া তুলে।

লেনিন জোর করিয়া বলিলেন যে "নোংরা কামিজটা" বর্জ্জন করা

হউক, অর্থাৎ পার্টি যেন আর নিজেকে সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টি না বলে। দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের পার্টিগুলি এবং রুশ মেন্‌শেভিক্‌রা নিজেদের সোশাল-ডেমক্রাট বলিত। সুবিধাবাদীরা ও সোশালিজ্‌মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকের দল এই নামের অপমান করিয়াছে, এই নামকে কলঙ্কিত করিয়াছে। লেনিন প্রস্তাব করিলেন যে বল্‌শেভিক্‌দের পার্টির নামকরণ হউক **কমিউনিস্ট পার্টি** ; মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ তাঁহাদের পার্টিকে এই নাই দিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই নাম নির্ভুল, কারণ সাম্যবাদ ('কমিউনিজ্‌ম্‌') প্রতিষ্ঠা করা বল্‌শেভিক্‌পার্টির চরম লক্ষ্য। সোজাসুজি ধনতন্ত্র থেকে মানুষ কেবল সোশালিজ্‌মেই যাইতে পারে, এবং সোশালিজ্‌মের অর্থ হইল উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সমাজের সম্পত্তিস্থাপন ও কাজ অনুযায়ী প্রত্যেককে উৎপন্নদ্রব্য বণ্টন করিয়া দেওয়া। লেনিন বলিলেন যে আমাদের পার্টির দৃষ্টি আরও দূরে নিবদ্ধ রহিয়াছে। সোশালিজ্‌ম্‌ যে ক্রমে সাম্যবাদে পর্য্যবসিত হইবে তাহা অনিবার্য্য ; সাম্যবাদের পতাকায় মূলমন্ত্র লিখিত রহিয়াছে : "ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেকের কাছ হইতে লওয়া হইবে, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেককে দেওয়া হইবে।"

লেনিন তাঁহার সিদ্ধান্তগুলির শেষে দাবী করেন যে নূতন এক ইণ্টারন্যাশনাল—তৃতীয়, কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল—সৃষ্টি করা হউক। সুবিধাবাদ ও সোশাল-ডেমক্রাট-সুলভ উগ্র যুযুৎসার কবল হইতে এই ইণ্টারন্যাশনাল মুক্ত থাকিবে।

লেনিনের সিদ্ধান্তগুলির জবাবে বুর্জোয়াশ্রেণী, মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা উন্মত্তের মত চীৎকার করিতে থাকে।

মেন্‌শেভিক্‌রা শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে যে ইস্তাহার বিলি করে, তাহাতে প্রথমেই সাবধানবাণী থাকে : "বিপ্লব বিপন্ন হইয়া

পড়িয়াছে"। মেন্‌শেভিক্‌দের মতে বিপদ হইল এই যে বল্‌শেভিক্‌রা শ্রমিক ও সৈনিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েটের হাতে ক্ষমতা দিবার দাবী তুলিয়াছিল।

"য়েদিন্‌ংস্‌ভো" ("একতা") নামে তাঁহার কাগজে প্লেখানভ প্রবন্ধ লিখিয়া লেনিনের বক্তৃতাকে "পাগলের প্রলাপ" বলিয়া বর্ণনা করেন। মেন্‌শেভিক্‌ চিখাইদ্‌জের কথা তিনি উদ্ধৃত করিয়া দেন: "একা লেনিন বিপ্লবের বহির্ভূত হইযা থাকিবেন, আর আমবা আমাদের নিজেদের পথে অগ্রসর হইব।"

১৪ই এপ্রিল তাবিখে পেট্রোগ্রাড শহরের বল্‌শেভিক্‌দের এক সম্মেলন বসে। সেখানে লেনিনেব সিদ্ধান্তগুলি সমর্থিত হয় এবং কাজের ভিত্তিরূপে গৃহীত হয়।

অল্পকালের মধ্যেই পার্টির স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও লেনিনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

কামেনেভ, রাইকভ, পিয়াতাকভের মত কয়েকজন লোক বাদে **সমগ্র পার্টি** পরম সন্তোষ সহকারে লেনিনের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করে।

২। অস্থায়ী সরকারের সঙ্কটাবস্থার প্রারম্ভ— বল্‌শেভিক্‌ পার্টির এপ্রিল সম্মেলন

বল্‌শেভিক্‌রা যখন বিপ্লবের অগ্রগতিব জন্য উদ্যোগ করিতেছিল, তখন অস্থায়ী সরকার জনগণের বিরোধী কাজ চালাইতে লাগিল। ১৮ই এপ্রিল তারিখে অস্থায়ী সরকারে বৈদেশিক মন্ত্রী মিলিয়ুকভ মিত্রশক্তিদের জানাইলেন যে "চরম বিজয় লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সমগ্র জনগণ বিশ্বযুদ্ধ চালাইতে চায় এবং মিত্রশক্তিদের সম্পর্কে যে-সব

দায়িত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে, অস্থায়ী সরকার সে-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করিবে।

জারের আমলে যে সব চুক্তি হইয়াছিল সেগুলির প্রতি অস্থায়ী সরকার তাহার অনুরাগের অঙ্গীকার দিল এবং "বিজয়ী যুদ্ধাবসানের" জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের দরকার মাফিক জনগণের রক্তপাত করাইতে প্রতিশ্রুত হইল।

১৯শে এপ্রিল তারিখে শ্রমিক ও সৈনিকদের কাছে এই বিবৃতি ("মিলিয়ুকভের নোট") জানাজানি হইয়া গেল। ২০শে এপ্রিল বল্‌শেভিক্ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি অস্থায়ী সরকারের সাম্রাজ্যবাদী কর্ম্ম-প্রণালীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য জনগণকে ডাক দিল। ১৯১৭ সালের ২০।২১ এপ্রিল (৩-৪ মে) তারিখে "মিলিয়ুকভের নোটের" ফলে বিক্ষুব্ধ হইয়া অন্তত এক লক্ষ আশীহাজার শ্রমিক ও সৈনিক এক মিছিলে যোগ দিল। তাহাদের পতাকাগুলিতে এই সব দাবীর কথা লেখা ছিল: "গোপন চুক্তিপত্রগুলি প্রকাশ করো!" "যুদ্ধ নিপাত যাক্!" "সোভিয়েটের হাতে সকল ক্ষমতা দাও!" শ্রমিক ও সৈনিকরা শহরতলী হইতে শহরের যে কেন্দ্রস্থলে অস্থায়ী সরকারের দপ্তর, সেখানে কুচকাওয়াজ করিয়া হাজির হইল। নেভ্‌স্কি প্রস্পেক্ট্ ও অন্যান্য স্থানে কয়েকদল বুর্জোয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিল।

বিপ্লব বিরোধীদের মধ্যে জেনারল কর্নিলভের মত যাহারা রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলিত না, তাহারা দাবী করিল যে বিক্ষোভ প্রদর্শকদের উপর গুলি চালানো হউক, এমন কি তাহারা ঐ ধরণের হুকুমও দিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ সৈনিকরা ঐ হুকুম তামিল করিতে গররাজী হয়।

মিছিলের সময় পেট্রোগ্রাড পার্টি কমিটির কয়েকজন সভ্য লইয়া একটা ছোট দল (বাগ্‌দাতিয়েভ প্রভৃতি) অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ দাবী

করিয়া রব তুলিতে থাকে। এই সব কাণ্ডজ্ঞানহীন "বামপন্থীদের" ব্যবহারকে বলশেভিক্ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তীক্ষ্ণভাষায় নিন্দা করে, ও বলে যে এই স্লোগান সময়োচিত নয় এবং ভুল, সোভিয়েটগুলিতে অধিকাংশ আসন দখল করার জন্য পার্টির চেষ্টাতে এই স্লোগান বাধা দিবে এবং বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশ সম্বন্ধে ইহা পার্টি নীতির বিরোধী।

২০-২১ এপ্রিলের ঘটনাগুলি অস্থায়ী সরকারের সঙ্কটাবস্থার প্রারম্ভ সূচনা করিল।

মেনশেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের আপোসমূলক কর্ম্মপ্রণালীতে ইহাই ছিল প্রথম গুরুতর ফাটল।

১৯১৭ সালের ২রা মে তারিখে জনগণের চাপে অস্থায়ী সরকার থেকে মিলিয়ুকভ ও গুচকভকে বাদ দেওয়া হয়।

প্রথম **সমবেত** অস্থায়ী সরকার এখন গঠিত হইল। বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিরা ছাড়াও ইহার মধ্যে মেনশেভিক্‌রা (স্কবেলেভ ও ৎসেরেতলি) ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা (চের্নভ, কেরেন্স্‌কি প্রভৃতি) ছিল।

সুতরাং যে মেনশেভিক্‌রা ১৯০৫ সালে সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতিনিধিদের পক্ষে একটা **বিপ্লবী** অস্থায়ী সরকারে যোগদান অনুচিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, তাহারাই এখন তাহাদের প্রতিনিধিদের পক্ষে একটা **বিপ্লববিরোধী** অস্থায়ী সরকারে যোগদান উচিত মনে করিল।

মেনশেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা এইভাবে দলত্যাগ করিয়া বিপ্লববিরোধী বুর্জোয়াদের তাঁবুতে ভিড়িয়াছিল।

১৯১৭ সালের ২৪শে এপ্রিল, বলশেভিক পার্টির সপ্তম (এপ্রিল) সম্মেলন বসিল। পার্টির জীবনে এই প্রথম প্রকাশ্যে বলশেভিক্ সম্মেলনের

অধিবেশন হইল। পার্টির ইতিহাসে এই সম্মেলন গুরুত্বের দিক হইতে পার্টি কংগ্রেসের সমপর্য্যায়ভুক্ত।

নিখিল রুশ পার্টি সম্মেলন দেখাইল যে দ্রুতগতিতে পার্টি বাড়িয়া চলিতেছিল। সম্মেলনে ভোট দিবার অধিকার সম্পন্ন ১৩৩ জন ডেলিগেট আসে, এবং আঠারো জনের ভোট না থাকিলেও আলোচনায় যোগ দিবার অধিকার ছিল। পার্টিব ৮০,০০০ সুসংহত সভ্যের প্রতিনিধি ইহারা ছিলেন।

যুদ্ধ ও বিপ্লব সম্পর্কিত সমস্ত মৌলিক সমস্যা…বর্ত্তমান পবিস্থিতি, যুদ্ধ, অস্থায়ী সবকার, সোভিয়েট, কৃষি-সমস্যা, জাতি সমস্যা প্রভৃতি—বিষয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা হয এবং পার্টির নির্দ্দেশ জানাইয়া দেওয়া হয়।

এপ্রিল সিদ্ধান্তগুলিতে যে-সব নীতি তিনি উপস্থাপিত করেন, লেনিন তাঁহাব রিপোর্টে সেগুলিরই বিশ্লেষণ করেন। বিপ্লবের প্রথম স্তরে "বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হয, সেখান হইতে **দ্বিতীয় স্তরে** সর্ব্বহারা ও দরিদ্রতম কৃষকদের হাতে ক্ষমতা নিশ্চযই ন্যস্ত হইবে" (লেনিন), এই রূপান্তব ঘটানোই পার্টির কাজ। সোশালিস্ট বিপ্লবের জন্য উদ্যোগ করা হইবে পার্টিব কর্ম্মপদ্ধতি। অবিলম্বে পার্টিকে যে কাজ করিতে হইবে, লেনিন তাহা এই স্লোগানে ফুটাইয়া তুলিলেন, "সমস্ত বাষ্ট্রশক্তি সোভিয়েটের হাতে দেওয়া হউক"!

এই স্লোগানের অর্থ হইল যে দ্বিধাবিভক্ত শক্তি অর্থাৎ অস্থায়ী সরকার ও সোভিয়েটগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির অবসান ঘটানো, **সমস্ত** রাষ্ট্রশক্তি সোভিয়েটের হাতে দেওয়া, এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে জমিদার ও পুঁজিদারদের প্রতিনিধি তাড়াইযা দেওয়া দরকার।

সম্মেলন স্থির করিল যে পার্টির সব চেয়ে গুরুতর একটী কাজ হইল অক্লান্তভাবে জনগণকে এই সত্যটী বুঝাইয়া দেওয়া যে "স্বভাবতই অস্থায়ী সরকার জমিদার ও বুর্জোয়াদের শাসনের এক হাতিয়ার", এবং যে-সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌রা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া জনগণকে প্রতারিত করিতেছিল ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আর বিপ্লব বিরোধিতার আঘাতে দেশবাসীকে জর্জ্জরিত করিতেছিল, তাহাদের আপোসমূলক নীতি যে কত মারাত্মক তাহা দেখাইয়া দেওয়া।

কামেনেভ ও রাইকভ সম্মেলনে লেনিনের বিরোধিতা করেন। মেন্‌শেভিক্‌দের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহারা বলেন যে রুশদেশ সোশালিস্ট বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত নয় এবং সেখানে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রই শুধু সম্ভব। তাঁহারা সুপারিশ করেন যে কেবল অস্থায়ী সরকারের উপর "প্রভাব" বিস্তার করাই পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে উচিত। আসলে মেন্‌শেভিকদের মত তাঁহারা ধনতন্ত্র ও বুর্জোয়াদের ক্ষমতা অটুট রাখার পক্ষে ছিলেন।

সম্মেলনে জিনোভিয়েভও লেনিনের বিরোধিতা করেন; ৎসিমেরভাল্‌ড্ সংস্থার মধ্যেই বল্‌শেভিক্ পার্টি রহিয়া যাইবে, কিংবা ভাঙিয়া বাহির হইয়া নূতন ইণ্টারন্যাশনাল গড়িবে, এই প্রশ্ন লইয়া তিনি লেনিনের বিপক্ষে যান। যুদ্ধকালে দেখা গিয়াছিল যে ঐ সংস্থা যুদ্ধশান্তির পক্ষে প্রচার করিলেও আসলে যুদ্ধে যে বুর্জোয়ারা যোগ দিয়াছিল তাহাদের দল ভাঙিয়া বাহির হয় নাই। সুতরাং লেনিন জোর করিয়া বলিলেন যে অবিলম্বে ঐ সংস্থা ছাড়িয়া নূতন কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল গঠন করা হউক। জিনোভিয়েভ প্রস্তাব করিলেন যে পার্টি যেন ৎসিমেরভাল্‌ড্ সংস্থার ভিতরই থাকে। লেনিন তেজস্বিতা-সহকারে জিনোভিয়েভের প্রস্তাবকে নিন্দা করেন এবং বলেন

যে জিনোভিয়েভের কৌশল "সুবিধাবাদের চূড়ান্ত এবং নিতান্ত ক্ষতিকারক।"

কৃষি ও জাতি-সমস্যা লইয়া ও এপ্রিল সম্মেলনে আলোচন হয়।

কৃষি-সমস্যা বিষয়ে লেনিনের রিপোর্ট সম্পর্কে সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে জমিদারী বাজেযাপ্ত করিয়া সেগুলিকে কৃষকদের কমিটির হাতে দেওয়া এবং সমস্ত জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য আহ্বান জানানো হউক। বল্‌শেভিক্‌রাই যে একমাত্র বিপ্লবী পার্টি, জমিদারদের উচ্ছেদসাধনে কৃষকদের সত্যই সাহায্য যে একমাত্র বল্‌শেভিক্ পার্টি করিতেছে, তাহা দেখাইয়া বল্‌শেভিক্‌রা কৃষকদিগকে জমির জন্য সংগ্রাম করিতে ডাক দিল।

জাতি-সমস্যা সম্পর্কে কমরেড স্টালিনের রিপোর্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছিল। বিপ্লবের পূর্ব্বেই, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেব প্রাক্কালে, লেনিন ও স্টালিন জাতি-সমস্যা সম্পর্কে বল্‌শেভিক্ পার্টির কর্ম্মপ্রণালীর মূলগত নীতির বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। লেনিন ও স্টালিন ঘোষণা করেন যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সর্ব্বহারা পার্টিকে সাহায্য করিতেই হইবে। সুতরাং বল্‌শেভিক্ পার্টি প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সমর্থন করে, এমন কি ইচ্ছা হইলে পৃথক্ হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনেব অধিকার মানিয়া লয়। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে সম্মেলনে উপস্থাপিত রিপোর্টে কমরেড স্টালিন এই মত সমর্থন করেন।

জাতি-সমস্যা সম্পর্কে যে বুখারিন যুদ্ধের মধ্যে পূর্ব্বেই জাতিগর্ব্বী মতবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মিলিয়া পিয়াটাকভ লেনিন ও স্টালিনের বিরোধিতা করেন। জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার পিয়াটাকভ ও বুখারিন অস্বীকার করেন।

জাতি-সমস্যা সম্পর্কে পার্টির অটল ও সুসঙ্গত মনোভাব, সকল জাতির সম্পূর্ণ সমান অধিকার স্থাপনের জন্য সর্ব্বপ্রকার জাতিগত অত্যাচার ও অসাম্যের বিলোপসাধনের জন্য পার্টির সংগ্রাম, পার্টিকে অত্যাচারিত জাতিগুলির সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করায়।

এপ্রিল সম্মেলনে জাতিসমস্যা সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাব এই মর্ম্মে ছিল :—

"নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের মধ্যে অনৈক্য ঘটাইবার জন্য, জমিদার, পুঁজিদার ও পেতি-বুর্জোয়ারা স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কর্ম্মপ্রণালী অনুযায়ী জাতিসমূহের উপর অত্যাচার চালানোকে সমর্থন করে। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ দুর্ব্বল জাতিসমূহকে দমন করিবার চেষ্টাকে তীব্রতর করিয়া জাতিগত অত্যাচারকে বাড়াইবার পক্ষে নূতন এক শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"ধনতান্ত্রিক সমাজে জাতিগত অত্যাচারকে বিলুপ্ত করা যদি সম্ভব হয়, তো এমন এক সুসমঞ্জস গণতান্ত্রিক প্রজাশাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালনাতেই তাহা ঘটিতে পারে, যেখানে সকল জাতি ও ভাষার সম্পূর্ণ সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

"যে সব জাতি রুশদেশের স্থানে স্থানে রহিয়াছে, বিনা বাধায় পৃথক হইয়া গিয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্রস্থাপনে তাহাদের অধিকার স্বীকার করিতেই হইবে। এই অধিকার অস্বীকার করিলে, কিংবা কার্য্যক্ষেত্রে এই অধিকারকে ফলপ্রদ করিবার ব্যবস্থা স্থাপনে অসমর্থ হইলে, তাহা জোর করিয়া দেশ কাড়িয়া দখল করারই নামান্তর হইবে। জাতিগুলির পৃথক হইয়া যাইবার অধিকার সর্ব্বহারাশ্রেণী স্বীকার করিলে তখনই কেবল বিভিন্ন জাতীয় শ্রমিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ সংহতি সম্ভব হইবে এবং

যথার্থ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে জাতিসমূহকে পবস্পরেব কাছাকাছি আনিতে সাহায্য করা হইবে।

"প্রত্যেক জাতিবই বিনা বাধায় পৃথক্ হইযা যাইবাব অধিকাব এবং কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন একটী বিশেষ জাতিব পক্ষে পৃথক হওয়াব বাঞ্ছনীযতাকে এক ব্যাপাব মনে কবা চলিবে না। সমাজেব সামগ্রিক বিকাশ এবং সোশালিজ্‌মেব জন্য সর্ব্বহাবাব শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থেব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সর্ব্বহাবা পার্টিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রত্যেকটী বিশেষ ক্ষেত্রে কোন একটী জাতিব পৃথক হইবাব বাঞ্ছনীযতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কবিতে হইবে।

"পার্টিব দাবী হইল ব্যাপকভাবে প্রতি অঞ্চলেব স্বাতন্ত্র্য, উপর হইতে কর্ত্তৃত্বেব বিলোপ, বাধ্যতামূলক বাষ্ট্রভাষা উঠাইয়া দেওযা এবং অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পবিস্থিতি, লোকসংখ্যাব জাতিগত প্রকৃতি ইত্যাদি অনুযাযী স্থানীয অধিবাসী কর্ত্তৃক স্বায়ত্তশাসিত, স্বতন্ত্র অঞ্চলেব সীমাবেখা নির্দ্ধারণেব অধিকাব।

"সে-তথাকথিত 'জাতীয সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' অনুসাবে শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি বাষ্ট্রেব গণ্ডী হইতে সবাইযা একপ্রকাব জাতীয মহাসভাব ('ডাযেট') কর্ত্তৃত্বে বাখা হয, সর্ব্বহারাব পার্টি তাহা দৃঢমনে অগ্রাহ্য কবে। জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য একই স্থানেব অধিবাসী শ্রমিক, এমনকি একই শিল্পকেন্দ্রে কর্ম্মব্যস্ত শ্রমিকদেব মধ্যে বিভিন্ন 'জাতীয সংস্কৃতি' অনুসাবে কৃত্রিম উপাযে ভাগাভাগি আনে, অর্থাৎ ইহা স্বতন্ত্র জাতিগুলির বুর্জোয়া সংস্কৃতির বাঁধন শ্রমিকদেব উপব আবও শক্ত কবিযা তুলে, যদিও সোশাল-ডেমক্রাটদেব লক্ষ্য হইল দুনিয়ার সর্ব্বহারার আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো।

"পার্টিব দাবী হইল শাসনবিধিতে এমন একটী মৌলিক বিধানের

ব্যবস্থা, যাহা যে-কোন জাতির সর্ব্বপ্রকার বিশেষাধিকারকে এবং সংখ্যাল্প জাতিগুলির অধিকার কাড়িয়া লইবার সকল কৌশলকে বাতিল করিয়া দিবে।

"শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের খাতিরেই পার্টি দাবী করে যে রাজনৈতিক, ট্রেড-ইউনিয়ন, সমবায় সংগঠন-সংলগ্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ব্যাপারে রুশিয়ার সর্ব্বজাতির শ্রমিকদের সাধারণ সর্ব্বহারা সংগঠন থাকিবে। আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সফল হওয়া তখনই সম্ভব হইবে, যখন বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের ঐরূপ সাধারণ সংগঠন থাকিবে।" (লেনিন ও স্টালিন, "১৯১৭", ইংরেজী সংস্করণ, পৃঃ ১১৮ ১৯)

এইভাবে এপ্রিল সম্মেলন কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, পিয়াটাকভ, বুখারিন, রাইকভ ও তাহাদের অল্পসংখ্যক অনুচরদের সুবিধাবাদী লেনিন-বাদবিরোধী মনোভাবের মুখোস খুলিয়া দিল।

সবগুলি প্রশ্ন সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট নীতি লইয়া এবং সোশালিস্ট বিপ্লবের বিজয়লক্ষ্যে পৌছিবার পথের নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়া এপ্রিল সম্মেলন সর্ব্বসম্মতিক্রমে লেনিনকে সমর্থন করিল।

৩। রাজধানীতে বল্‌শেভিক্ পার্টির সাফল্য—অস্থায়ী সরকারের সৈন্যদলের ব্যর্থ আক্রমণ—জুলাই মাসে শ্রমিক ও সৈনিকদের মিছিল ছত্রভঙ্গ

এপ্রিল সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া পার্টি জনগণের চিত্ত জয় করিবার জন্য এবং সংগ্রামের জন্য তাহাদিগকে সুশিক্ষিত

ও সংগঠিত করিবার জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করিতে লাগিল। এই সময়ে পার্টির নীতি ছিল, ধৈর্য্যসহকারে বল্‌শেভিক্ কর্ম্মপ্রণালী ব্যাখ্যা করিয়া এবং মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের আপোসপন্থী নীতি জাহির করিয়া দিয়া এই দলগুলিকে জনগণের কাছ থেকে কোণ-ঠেসা করা এবং সোভিয়েটগুলিতে অধিকাংশ আসন লাভ করা।

সোভিয়েটগুলিতে কাজ চালানো ছাড়া বল্‌শেভিক্‌রা সমস্ত ট্রেড-ইউনিয়ন ও কারখানা কমিটিতে খুব খাটিতে লাগিল।

সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বল্‌শেভিকদের কাজ খুবই ব্যাপক হইয়াছিল। সর্ব্বত্র সামরিক সংগঠন খাড়া হইতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ও তাহার পিছনে সৈনিক ও নাবিকদের সংগঠিত করার কাজ বল্‌শেভিক্‌রা অক্লান্তভাবে চালাইল। বল্‌শেভিক্‌রা সংবাদপত্র "ওকোপ্‌নাইযা প্রাভ্‌দা" ("Trench Truth") যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের সক্রিয় বিপ্লবীতে পরিণত করার কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

বল্‌শেভিক্ প্রচার ও আন্দোলনের গুণে বিপ্লবের পর কয়েক মাসের মধ্যেই বহু শহরের শ্রমিকরা সোভিয়েটগুলির ও বিশেষ করিয়া জেলা সোভিয়েটগুলির নূতন নির্ব্বাচন বসাইল, মেনশেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের বিতাড়িত করিল এবং তাহাদের স্থলে বল্‌শেভিক্‌দের সমর্থকদের নির্ব্বাচন করিল।

বিশেষত পেট্রোগ্রাডে বল্‌শেভিক্‌দের কাজের চমৎকার ফল ঘটিল।

১৯১৭ সালের ৩০শে মে হইতে ৩রা জুন পর্য্যন্ত কারখানা কমিটিগুলি লইয়া পেট্রোগ্রাডে এক সম্মেলন বসে। এই সম্মেলনে ডেলিগেটদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ তখনই বল্‌শেভিক্‌দের পক্ষপাতী ছিল। পেট্রোগ্রাডের প্রায় সমগ্র সর্ব্বহারাশ্রেণী "সোভিয়েটগুলির হাতে ক্ষমতা দাও", বল্‌শেভিক্‌দের এই স্লোগান সমর্থন করিল।

৩রা (১৬ই) জুন, ১৯১৭, তারিখে প্রথম নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বল্‌শেভিক্‌রা তখনও সোভিয়েটগুলিতে সংখ্যালঘু, সাত আট শত মেন্‌শেভিক্, সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও অন্যান্য দলাবম্বীর তুলনায় বল্‌শেভিক্‌দের মাত্র একশতের কিছু বেশী ডেলিগেট ছিল।

প্রথম সোভিয়েট কংগ্রেসে বল্‌শেভিক্‌রা বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোসের মারাত্মক ফলাফলের কথা জোর করিয়া বলিল এবং যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী মুখোস খুলিয়া দিল। লেনিন কংগ্রেসে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বল্‌শেভিক্ নীতির নির্ভুলতা প্রমাণ করেন এবং ঘোষণা করেন যে একমাত্র সোভিয়েট সরকার শ্রমব্যস্ত জনসাধারণকে খাদ্য দিতে পারে, কৃষকদের জমি দিতে পারে, শান্তিস্থাপন করিতে পারে ও গণ্ডগোল থামাইয়া দেশ পরিচালনা করিতে পারে।

ঐ সময় পেট্রোগ্রাডের শ্রমিক অঞ্চলগুলিতে একটী মিছিল বাহির করিবার জন্য এবং সোভিয়েট কংগ্রেসে দাবী উপস্থিত করিবার জন্য ব্যাপক আন্দোলন চলিতেছিল। নিজেদের অনুমতি বিনা শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনে বাধা দিবার আগ্রহে এবং নিজস্ব স্বার্থের খাতিরে জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে ব্যবহার করিবার আশায়, পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ১৮ই জুন (১লা জুলাই) তারিখে মিছিল বাহির করা স্থির করে। মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের আশা ছিল যে এই মিছিলে বল্‌শেভিক্‌বিরোধী স্লোগান প্রাধান্য পাইবে। মিছিলের জন্য বল্‌শেভিক্ পার্টি বিপুল উদ্যোগ করিল। কমরেড স্টালিন "প্রাভ্‌দায়" লিখিলেন যে "১৮ই জুন তারিখে পেট্রোগ্রাডে মিছিল যাহাতে বিপ্লবী স্লোগান লইয়া হয়, সে-ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আমাদেরই কর্ত্তব্য।"

১৮ই জুন তারিখে বিক্ষোভ প্রদর্শন হইল বিপ্লবের শহীদদের কবরের পাশে। মিছিল যেন বল্‌শেভিক্ পার্টির শক্তিসমাবেশের একটী উপলক্ষ্য হইল। সেখানে জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান বিপ্লবী মনোবৃত্তি এবং বল্‌শেভিক্ পার্টির প্রতি তাহাদের ক্রমবর্দ্ধমান আস্থা যেন প্রকট হইল। অস্থায়ী সরকারের উপর ভরসা রাখিয়া এবং যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার পক্ষে প্রচার চালাইয়া মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা যে-স্লোগান আওড়াইল, সেগুলি বল্‌শেভিক্ স্লোগানের বন্যায় ডুবিয়া গেল। "যুদ্ধ নিপাত যাক্"! "দশজন ধনতন্ত্রবাদী মন্ত্রী নিপাত যাক্!" "সোভিয়েটের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দাও!" প্রভৃতি স্লোগান-অঙ্কিত পতাকা লক্ষাধিক লোক বহিয়া চলিল।

মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের মতলব সম্পূর্ণ ফাঁসিয়া গেল, দেশের রাজধানীতে অস্থায়ী সরকারের একেবারে মুখ চুন হইয়া গেল।

কিন্তু তখনও অস্থায়ী সরকার প্রথম সোভিয়েট কংগ্রেসের সমর্থন পাইল এবং সাম্রাজ্যবাদী কর্ম্মপ্রণালী চালাইয়া যাওয়া স্থির করিল। ঐদিনই—১৮ই জুন তারিখে—ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের মনস্কামনা পুরাইবার জন্য অস্থায়ী সরকার যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের জোর করিয়া আক্রমণে লাগাইয়া দিল। বুর্জোয়াশ্রেণী মনে করিত যে ইহাই বিপ্লবের অবসান ঘটাইবার একমাত্র উপায়। বুর্জোয়াদের আশা ছিল যে আক্রমণ সফল হইলে তাহারা নিজেদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া লইবে, সোভিয়েটগুলিকে ঠেলিয়া সরাইবে এবং বল্‌শেভিক্‌দের চূর্ণ করিয়া দিবে। আবার, আক্রমণ ব্যর্থ হইলে সৈন্যবাহিনীর মনোবল নষ্ট করিয়া দেয় বলিয়া সম্পূর্ণ দোষ বল্‌শেভিক্‌দের ঘাড়ে চাপানো যাইবে।

আক্রমণ যে ব্যর্থ হইবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। আক্রমণ ব্যর্থ হইল-ও। সৈনিকরা ছিল একেবারে অবসন্ন, আক্রমণের লক্ষ্য তাহারা বুঝিত না, একপ্রকার বিজাতীয় কর্ম্মচারীদের উপর তাহাদের আস্থা ছিল না, কামান ও গোলার অনটন ছিল। এই সমস্ত কারণে আক্রমণ যে ব্যর্থ হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানা গিয়াছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণ ও তাহার সম্পূর্ণ ব্যর্থতার সংবাদ রাজধানীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। শ্রমিক ও সৈনিকদের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। স্পষ্ট দেখা গেল যে অস্থায়ী সরকার শান্তিকামী কর্ম্মপ্রণালীর কথা ঘোষণা করার সময় জনগণকে ঠকাইয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালানোই তাহাদের মতলব। স্পষ্ট দেখা গেল যে সোভিয়েটের নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় এক্‌জিকিউটিভ্‌ কমিটি ও পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট অস্থায়ী সরকারের অত্যন্ত নিন্দনীয় কাণ্ডকারখানা থামাইতে অনিচ্ছুক কিংবা অসমর্থ, তাহারা বরং ঐ সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেই চাহিত।

পেট্রোগ্রাডের শ্রমিক ও সৈনিকদের বিপ্লবী রোষ যেন টগবগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল। পেট্রোগ্রাডের ভাইবর্গ জেলায় তরা (১৬ই) জুলাই তারিখে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন হইতে লাগিল। সারাদিন এগুলি চলিল। আলাদা মিছিলগুলি ক্রমে জমাট বাঁধিয়া সোভিয়েটের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দিবার দাবী তুলিয়া ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে পরিণত হইল। এই সময় বল্‌শেভিক্‌ পার্টি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে ছিল না, কারণ বল্‌শেভিক্‌দের মতে তখনও বিপ্লবী সঙ্কট পাকিয়া উঠে নাই, সৈন্যবাহিনী ও বিভিন্ন প্রদেশগুলি তখনও রাজধানীতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে সমর্থন করিবার জন্য তৈয়ার হয় নাই, এবং যথাসময়ের পূর্ব্বে আলাদা ভাবে অভ্যুত্থান ঘটিলে বিপ্লব বিরোধীদের পক্ষে কেবল বিপ্লবের অগ্রণী

শক্তিকে চূর্ণ করা সহজ হইবে। কিন্তু যখন স্পষ্ট দেখা গেল যে জনগণের বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করা সম্ভব নয়, তখন পার্টি স্থির করিল যে শান্তিপূর্ণ ও সুসংহত পদ্ধতিতে মিছিল চালাইবার জন্য পার্টি মিছিলে যোগ দিবে। এই কাজে বল্‌শেভিক্‌রা সাফল্য লাভ করে। লক্ষ লক্ষ নরনারী পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট এবং সোভিয়েটের নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় একজিকিউটিভ কমিটির প্রধান কার্য্যালয় অভিমুখে চলিল এবং দাবী করিল যে সোভিয়েট নিজের হাতে ক্ষমতা লউক, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া-শ্রেণীর দল হইতে ভাঙিয়া আসুক, এবং সক্রিয়ভাবে শান্তি স্থাপনের কাজে লাগুক।

মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে অগ্রসর হইলেও ইহার বিরুদ্ধে সামরিক কর্ম্মচারী ও 'ক্যাডেটদের' লইয়া প্রগতিবিরোধী যোদ্ধাদের দলকে লাগাইয়া দেওয়া হইল। শ্রমিক ও সৈনিকদের রক্তে পেট্রোগ্রাডের রাজপথ ভাসিয়া গেল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সব চেয়ে অশিক্ষিত ও বিপ্লববিরোধী পল্টন আনাইয়া শ্রমিকদের দমন করা হইল।

শ্রমিক ও সৈনিকদের শোভাযাত্রা ভাঙিয়া দিয়া মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিয়া বুর্জোয়াশ্রেণী ও 'শ্বেতরক্ষী' [বিপ্লবের ঘোর শত্রু] সেনাপতিদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া বল্‌শেভিক্ পার্টিকে মারিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। "প্রাভ্‌দার" কার্য্যালয় ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। "প্রাভ্‌দা", "সোল্‌দাভস্কাইয়া প্রাভ্‌দা" ("সৈনিকদের প্রাভ্‌দা") ও অন্যান্য অনেক বল্‌শেভিক্ সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ভোয়ানভ্ নামে এক শ্রমিককে শুধু "লিস্তোক্ প্রাভ্‌দি" ("প্রাভ্‌দা প্রচারপত্র") বিক্রয় করার অপরাধে ক্যাডেটরা রাস্তায় খুন করে। রেড গার্ডদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া আরম্ভ হইল। পেট্রোগ্রাড বাহিনীতে বিপ্লবী যাহারা ছিল, তাহাদের রাজধানী হইতে

সরাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরিখায় লড়িতে পাঠানো হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে ও পিছনে সর্ব্বত্র বহুলোক গ্রেপ্তার হইল। ৭ই জুলাই তারিখে লেনিনকে পাকড়াও করার জন্য পরোয়ানা বাহির হয়। বল্‌শেভিক্‌ পার্টির অনেক খ্যাতনামা সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। যেখানে বল্‌শেভিক্‌ গ্রন্থাদি মুদ্রিত হইত, সেই 'ত্রুদ্‌' ছাপাখানা ভাঙিয়া দেওয়া হয়। পেট্রোগ্রাড দায়রা আদালতের সরকারী উকীল ঘোষণা কবিল যে লেনিন ও অন্যান্য অনেক বল্‌শেভিকের বিরুদ্ধে "চরম দেশদ্রোহ" এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করার অভিযোগ আনা হইতেছে। জেনারল দেনিকিনের প্রধান আড্ডায় লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ বানানো হয়. গোয়েন্দা ও গুপ্তচর-প্ররোচকদের সাক্ষ্যই হয় এই অভিযোগের ভিত্তি।

এইভাবে যে-সম্মিলিত অস্থায়ী সরকারে সেরেতেলি, স্কোবেলেভ, কেরেন্স্‌কি ও চের্নভের মত মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সেই সরকার একেবারে নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদ ও বিপ্লববিরোধের পক্ষে নামিয়া গেল। শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছাড়িয়া যুদ্ধ চালাইবার মতলব তাহারা ভাঁজিতে লাগিল। জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার পরিবর্ত্তে সরকার এই সমস্ত অধিকার বাতিল করিয়া অস্ত্রের জোরে শ্রমিক ও সৈনিকদের দাবাইয়া রাখার মতলব স্থির করিল।

বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি গুচ্‌কভ ও মিলিয়ুকভ যাহা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিল, কেরেন্স্‌কি ও সেরেতেলি, চের্নভ ও স্কোবেলেভের মত "সোশালিস্টরাই" তাহা করিল।

দ্বিধাবিভক্ত শক্তির এইভাবে অবসান ঘটিল।

ইহার ফলাফল বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষেই যাইল। কারণ সমস্ত রাষ্ট্র-শক্তি তখন অস্থায়ী সরকারের হাতে গিয়াছিল, আর সোশালিস্ট

রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌ নেতাদের কল্যাণে সোভিয়েটগুলি অস্থায়ী সরকারের লেজুড়ে পরিণত হইয়াছিল।

বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ পর্য্যায় এখন শেষ হইয়া আসিল। কার্য্যতালিকার মধ্যে বন্দুক-বেয়নেট আসিয়া চাপিয়া বসিল।

পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতেতে বলশেভিক পার্টি কর্ম্মকৌশল বদ্‌লানো স্থির করিল। পার্টি মাটির নীচে চলিয়া গেল। নেতা লেনিনের জন্য নিরাপদ গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিল এবং অস্ত্রবলে বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতা উচ্ছেদ করিয়া সোভিয়েটের শক্তি কায়েম করার উদ্দেশ্যে অভ্যুত্থানের উদ্যোগ করিল।

৪। বলশেভিক পার্টি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য উদ্যোগ শুরু করিল—ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস

বুর্জোয়া ও পেতি-বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিতে যখন বল্‌শেভিক্‌দের বিরুদ্ধে উন্মত্ত নিন্দাবাদ চলিতেছিল, তখন পেট্রোগ্রাডে বল্‌শেভিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন হয় পঞ্চম (লণ্ডন) কংগ্রেসের দশ বৎসর পরে, এবং প্রাগে বল্‌শেভিক্‌ সম্মেলনের পাঁচ বৎসর পরে। অধিবেশন ১৯১৭ সালের ২৬শে জুলাই হইতে ৩রা আগস্ট পর্য্যন্ত গোপনে চলিতে থাকে। খবরের কাগজে কেবল কংগ্রেস বসিবে বলিয়া ঘোষণা প্রকাশ হয়, কোথায় সভা বসিবে তাহা জানানো হয় নাই। প্রথম অধিবেশন হয় ভাইবর্গ জেলায়; পরে অধিবেশন বসে নার্ভাগেটের নিকট একটী স্কুলের বাড়ীতে। এখন এই জায়গায় একটী সংস্কৃতিসদন রহিয়াছে। বুর্জোয়া কাগজগুলি ডেলিগেটদের গ্রেপ্তার করা হউক দাবী করিল। গোয়েন্দারা মরিয়া হইয়া সারা শহর

খুঁজিয়া কংগ্রেসের অধিবেশন স্থান জানিবার বিফল চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুতরাং জারতন্ত্র উচ্ছেদের পাঁচ মাস পরে বল্‌শেভিক্‌রা গোপনে সম্মেলন করিতে বাধ্য হইল। আর সর্ব্বহারা পার্টির নেতা লেনিন আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইলেন। রাজ্‌লিভ্‌ স্টেশনের কাছে একটা পোড়ো ঘরে আশ্রয় লইলেন।

অস্থায়ী সরকারের শিকারী কুকুরের দল সর্ব্বত্র তাঁহার তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছিল বলিয়া লেনিন কংগ্রেসে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু স্টালিন, স্‌ভেদ্‌লভ্‌, মলোটভ, অর্জনিকিদ্‌জেব মত ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মী ও পেট্রোগাডস্থ শিষ্যদের মধ্যস্থতায় তিনি গোপন আশ্রয় স্থান হইতে কংগ্রেসের কাজে নেতৃত্ব করেন।

কংগ্রেসে ভোটের অধিকার লইয়া ১৫৭ জন ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন. ১২৮ জনের আলোচনায় যোগ দিবার অধিকার ছিল, ভোটের অধিকার ছিল না। সেই সময় পার্টির সভ্য সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার। ৩রা জুলাই তারিখে, অর্থাৎ শ্রমিকদের মিছিল ভাঙিয়া দিবার পূর্ব্বে, বলশেভিকরা যখন বৈধভাবে কাজ কর্ম্ম করিত, তখন পার্টির ৪১টী পত্রিকা ছিল; ইহার মধ্যে ২৯টী রুশ ভাষায়, বাকী ১২টী অন্য ভাষায়।

জুলাইয়ের দিনগুলিতে বল্‌শেভিক্‌রা ও শ্রমিকশ্রেণী যে-অত্যাচার সহ্য করে, তাহা আমাদের পার্টির প্রভাব না কমাইয়া বরং বাড়াইয়া তুলিল। মফঃস্বল হইতে যে ডেলিগেটরা আসেন, তাঁহারা বহু ঘটনা দেখাইয়া প্রমাণ করেন যে শ্রমিক ও সৈনিকরা সদলবলে মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের ছাড়িয়া যাইতেছে, এবং "সোশাল-জেলার" বলিয়া তাহাদের নামকরণ করে। যে-সব শ্রমিক ও সৈনিক

মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি পার্টির সভ্য, তাহারা রাগে ও বিরক্তিতে পার্টিকার্ড ছিঁড়িয়া ফেলিতেছিল ও বল্‌শেভিক্ পার্টিতে যোগ দিবার জন্য দরখাস্ত করিতেছিল।

কংগ্রেসে আলোচিত প্রধান বিষয় ছিল কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এই উভয় বিষয়েই কমরেড স্টালিন রিপোর্ট দেন। যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে তিনি দেখাইলেন যে বিপ্লব বুর্জেয়াশ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার দমন চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে, বিকাশ পাইতেছে। তিনি দেখাইলেন যে উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্য বন্টনে শ্রমিক কর্ত্তৃত্ব স্থাপন, কৃষকদের হাতে জমি তুলিয়া দেওয়া, এবং বুর্জেয়াশ্রেণীর কাছ থেকে রাষ্ট্রশক্তি লইয়া শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকদের দেওয়ার কাজকে বিপ্লব দৈনন্দিন কর্ম্মতালিকার মধ্যে রাখিয়াছে। তিনি বলেন যে বিপ্লব প্রকৃত সোশালিস্ট বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করিতেছিল।

জুলাইয়ের দিনগুলির পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল। দ্বিধাবিভক্ত শক্তির অবসান ঘটিয়াছিল। সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌দের নেতৃত্বে সোভিয়েটগুলি পূর্ণ রাষ্ট্রশক্তি তুলিয়া লইতে অস্বীকার করিয়া সমস্ত ক্ষমতা হারাইল। রাষ্ট্রশক্তি যে অস্থায়ী সরকারের কবলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, সেই সরকার তখন বিপ্লবীদের অস্ত্র কাড়িয়া লইতেছিল, বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে চূর্ণ করিয়া দিতেছিল এবং বল্‌শেভিক্ পার্টিকে ধ্বংস করিতে চাহিল। বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হইল। কমরেড স্টালিন বলিলেন যে একমাত্র একটী জিনিস বাকী আছে অর্থাৎ সবলে ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করা। কেবলমাত্র সর্ব্বহারা শ্রেণী দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে মিলিয়া নিজের জোরে ক্ষমতা কাড়িতে পারিত।

সোভিয়েটগুলি তখনও মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের কর্ত্তৃত্বাধীনে বুর্জোয়াদের তাঁবুতেই পড়িয়াছিল বলিয়া তদানীন্তন পরিস্থিতিতে তাহারা অস্থায়ী সরকারের সহকারী হইয়াই থাকিতে পারিত। জুলাই দিনগুলির পর তাই কমরেড স্টালিন বলিলেন যে "সোভিয়েটগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়া হউক", এই স্লোগান প্রত্যাহার করা দরকার। যাহা হউক, সাময়িকভাবে এই স্লোগান প্রত্যাহার করার অর্থ একেবারেই এই নয় যে সোভিয়েট শক্তির জন্য সংগ্রাম পরিত্যাগ করা হইল। বিপ্লবী সংগ্রামের মুখপাত্র হিসাবে সাধারণভাবে সোভিয়েট লইয়া প্রশ্ন উঠে নাই; প্রশ্ন উঠিয়াছিল মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশারিদের পরিচালিত তদানীন্তন সোভিয়েটগুলিকে লইয়া।

কমরেড স্টালিন বলেন, "বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ যুগ শেষ হইয়াছে, শান্তিহীন পর্য্যায় আরম্ভ হইয়াছে, সংঘাত ও বিস্ফোটনের যুগ আরম্ভ হইয়াছে।" (লেনিন ও স্টালিন, "১৯১৭", ইংরেজী সংস্করণ পৃঃ ৩০২)

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অভিমুখে এইবার পার্টি অগ্রসর হইল।

কংগ্রেসে কেহ কেহ বুর্জোয়া প্রভাবের প্রতিফলনে সোশালিস্ট বিপ্লবের পথ গ্রহণ করায় বিরোধিতা করে।

ট্রট্‌স্কির শিষ্য প্রেওব্রাঝেন্‌স্‌কি প্রস্তাব করেন যে রাষ্ট্রশক্তি দখলসংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা উচিত যে পশ্চিমে সর্ব্বহারা বিপ্লব না ঘটিলে দেশকে সোশালিজ্‌মের দিকে পরিচালিত করা যাইবে না।

এই ট্রট্‌স্কিপন্থী প্রস্তাবের প্রতিবাদে কমরেড স্টালিন বলেন :—

"রুশদেশই যে সোশালিজ্‌মের পথের নির্দ্দেশ দিবে, এ সম্ভাবনাকে বাদ দেওয়া যায় না।...শুধু ইয়োরোপই যে আমাদের পথ দেখাইবে, এই প্রাচীন ধারণা আমাদের ত্যাগ করিতেই হইবে। মার্ক্‌স্‌বাদ দুই

রকম হইতে পারে—শাস্ত্রবিধানসর্ব্বস্ব ('dogmatic') কিংবা সৃজনশীল। আমি সৃজনশীল মার্ক্‌স্‌বাদের পক্ষপাতী।" (ঐ পৃঃ ৩০৯)

ট্রট্‌স্কিপন্থী মতের সমর্থনে বুখারিন বলেন যে কৃষকরা যুদ্ধের সমর্থক, তাহারা বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিলিয়াছে। শ্রমিকশ্রেণীকে তাহারা অনুসরণ করিবে না।

বুখারিনকে জবাব দিতে গিয়া কমরেড স্টালিন দেখাইলেন যে বিভিন্ন প্রকৃতির কৃষক আছে; ধনী কৃষকরা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের পক্ষে, কিন্তু দরিদ্র কৃষকরা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বন্ধুতা চায় এবং বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীকে সাহায্য করিবে।

কংগ্রেস প্রেওব্রাঝেন্‌স্কি ও বুখারিনের সংশোধক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া কমরেড স্টালিন যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন তাহা গ্রহণ করে।

বল্‌শেভিক্‌দের অর্থনৈতিক কর্ম্মপদ্ধতি কংগ্রেসে আলোচিত ও অনুমোদিত হয়। ইহার প্রধান কথা হইল জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা, সমস্ত জমিকে রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করা, ব্যাঙ্ক ও বড় বড় শিল্পকেন্দ্রগুলিকে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা, এবং উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের তত্ত্বাবধান কায়েম করা।

উৎপাদনের উপর শ্রমিকদের কর্ত্তৃত্বস্থাপনের সংগ্রামের গুরুত্ব বিষয়ে কংগ্রেস বেশ জোর দেয়। পরে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার সময় ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

সোশালিস্ট বিপ্লবের বিজয়ের শর্ত্ত স্বরূপ সর্ব্বহারা ও দরিদ্রকৃষকদের মধ্যে মৈত্রী সম্বন্ধে লেনিনের যে নীতি, ষষ্ঠ কংগ্রেসের সকল সিদ্ধান্তে সেই নীতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল।

ট্রেড-ইউনিয়ানগুলি নিরপেক্ষ থাকিবে বলিয়া মেন্‌শেভিক্‌রা যে-মত

প্রচার করে, কংগ্রেসে তাহার নিন্দা করা হয়। কংগ্রেস দেখাইয়া দিল যে রুশ শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুখে বিরাট কর্ম্মভার রহিয়াছে, তাহা শুধু ট্রেড ইউনিয়নগুলি বল্‌শেভিক পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া সংগ্রামশীল শ্রেণীসংগঠন হইয়া থাকিলেই সুসম্পন্ন করা সম্ভব।

তখন যে যুবসংঘগুলি প্রায়ই স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে উদ্ভূত হইতেছিল, সেগুলি সম্পর্কে কংগ্রেসে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। পার্টির পরবর্ত্তী প্রচেষ্টার ফলে এই সব যুবসংগঠনের আসক্তি অর্জ্জনে পার্টি বেশ সাফল্য লাভ করে, ইহারা পার্টির সঞ্চিত শক্তি হইয়া দাঁড়ায়।

লেনিন বিচারের জন্য আদালতে হাজির হইবেন কি না, তাই লইয়া কংগ্রেসে আলোচনা হইল। কংগ্রেসের পূর্ব্বেই কামেনেভ, রাইকভ, ট্রট্স্কি প্রভৃতির মত ছিল যে লেনিনের পক্ষে বিপ্লববিরোধী আদালতে হাজির হওয়া উচিত। লেনিনের পক্ষে বিচারের জন্য উপস্থিত হওয়ার প্রস্তাবে কমরেড স্টালিন প্রবল বিরোধিতা করেন। ষষ্ঠ কংগ্রেসও এই মনোভাব প্রকাশ করে; কারণ কংগ্রেস মনে করিত যে লেনিনের বিচার হইবে না, তাঁহাকে আইন উড়াইয়া দিয়া খুন করা হইবে। কংগ্রেসের কোন সন্দেহ ছিল না যে বুর্জোয়া-শ্রেণীর সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু হিসাবে লেনিনের শারীরিক বিনাশই বুর্জোয়াদের একমাত্র কাম্য। বিপ্লবী সর্ব্বহারার নেতাদের উপর বুর্জোয়াদের হুকুমে পুলিস অত্যাচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রতিবাদ করে এবং লেনিনের কাছে একটী অভিনন্দন বাণী পাঠায়।

ষষ্ঠ কংগ্রেসে পার্টির নূতন নিয়মকানুন গৃহীত হয়। এই নিয়ম অনুসারে স্থির হয় যে **গণতান্ত্রিক কেন্দ্রশাসনের** নীতির ভিত্তিতে সমস্ত পার্টিসংগঠন গঠিত হইবে।

ইহার অর্থ হইল যে :

(১) সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্বনিম্ন পর্য্যন্ত পার্টির প্রত্যেকটী পরিচালক-প্রতিষ্ঠান নির্ব্বাচিত হইবে ;

(২) পার্টিপ্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের নিজ নিজ পার্টিসংগঠনের কাছে মাঝে মাঝে কাজের হিসাব জানাইবে ;

(৩) কঠোর পার্টিশৃঙ্খলা থাকিবে এবং যাহারা সংখ্যাল্প তাহারা সংখ্যাধিকদের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিবে ;

(৪) উচ্চতর প্রতিষ্ঠানগুলির সিদ্ধান্ত অধস্তন প্রতিষ্ঠান ও সমস্ত পার্টি সভ্যকে সম্পূর্ণ মানিতে হইবে।

পার্টির নিয়মকানুন অনুসারে ব্যবস্থা ছিল যে দুইজন পার্টিসভ্যের সুপারিশে স্থানীয় পার্টিসংগঠনের মধ্যস্থতায় স্থানীয় সংগঠনের সাধারণ সভ্যদের অনুজ্ঞা লইয়া পার্টিতে নূতন সভ্য ভর্ত্তি করা হইবে।

ষষ্ঠ কংগ্রেসে "মেঝ্রাইয়ন্ত্সি" ও তাহাদের নেতা ট্রট্স্কিকে পার্টিতে ঢুকিতে দেওয়া হয়। পেট্রোগ্রাডে এই দল ১৯১৩ থেকে বর্ত্তমান ছিল ; ট্রট্স্কিবাদী মেন্শেভিক্ এবং পার্টিপরিত্যাগী প্রাক্তন বল্শেভিক্দের লইয়া ছিল এই দল। যুদ্ধের সময় "মেঝ্রাইয়ন্ত্সি" এক মধ্যপন্থী সংস্থা হইয়া ছিল। তাহারা বল্শেভিক্দের বিরুদ্ধে লড়িত, কিন্তু আবার অনেক বিষয়ে মেন্শেভিক্দের সঙ্গে মতভেদ হইত বলিয়া তাহারা মাঝামাঝি জায়গায় দোলায়মান অবস্থায় থাকিত। ষষ্ঠ পার্টিকংগ্রেসের সময় তাহারা ঘোষণা করিল যে সর্ব্ববিষয়ে বল্শেভিক্দের সঙ্গে তাহারা একমত এবং পার্টিতে প্রবেশাধিকার চাহিয়া অনুরোধ জানাইল। তাহারা সময়ে প্রকৃত বল্শেভিক্ হইয়া উঠিবে, এই ভরসায় কংগ্রেস তাহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করে। "মেঝ্রাইয়ন্ত্সি"র মধ্যে কেহ কেহ, যেমন ভলোদার্স্কি ও উরিৎস্কি, সত্যই বল্শেভিক্ হইয়া উঠে।

কিন্তু পরে দেখা যায় যে ট্রট্স্কি ও তাহার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু পার্টির কল্যাণের জন্য নয়, বরং ভিতর হইতে পার্টিতে ভাঙন ধরাইয়া ধ্বংস করিবার মতলবে যোগদান করিয়াছিল।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য সর্ব্বহারাশ্রেণী এবং দরিদ্রতম কৃষকদের প্রস্তুত করাই ছিল ষষ্ঠ কংগ্রেসের সমস্ত সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য। ষষ্ঠ কংগ্রেস পার্টিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে, সোশালিস্ট বিপ্লব অভিমুখে পরিচালিত করিল।

বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের আহ্বান করিয়া ষষ্ঠ কংগ্রেস একটী পার্টি ইস্তাহার প্রচার করে। ইস্তাহারের শেষে এই কয়টী কথা ছিল :—

"কমরেডরা সকলে আসুন, নূতন সংগ্রামের জন্য আমরা উদ্যোগ করি! অটল, সতেজ ও অবিচলিত মনে, প্ররোচকদের ফাঁদে পা না দিয়া, আপনাদের শক্তি সমাবেশ করুন, আপনাদের যোদ্ধদল গঠন করুন! সর্ব্বহারা ও শ্রমিকদের দল! পার্টির পতাকাতলে সকলে জমায়েৎ হউন! গ্রামের অত্যাচারিত জনগণ! আমাদের পতাকাতলে একত্র হউন!"

৫। বিপ্লবের বিরুদ্ধে সেনাপতি কর্নিলভের চক্রান্ত—চক্রান্তের দমন—পেট্রোগ্রাড ও মস্কো সোভিয়েটের বল্‌শেভিক্ পক্ষে যোগদান

সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া বুর্জোয়াশ্রেণী যে সোভিয়েটগুলি সম্প্রতি দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল সেগুলিকে নষ্ট করা এবং প্রকাশ্য বিপ্লববিরোধী একনায়কত্ব ('ডিক্টেটরশিপ') স্থাপনের আয়োজন আরম্ভ করিল। ক্রোটীপতি রিয়াবুশিন্‌স্‌কি উদ্ধতভাবে ঘোষণা করিল যে,

"দুর্ভিক্ষের করাল কবল এবং জনদুর্গতি, যদি জনগণের মেকি বন্ধু—গণতান্ত্রিক সোভিয়েট ও তাহার কমিটিগুলিকে—গলা টিপিয়া ধরে," তাহা হইলেই তখনকার পরিস্থিতি হইতে মুক্তি পাইবার উপায় মিলিবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক আদালতে সৈনিকদের উপর পাশবিক প্রতিহিংসা লওয়া হইল, পাইকারীভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল। ১৯১৭ সালের ৩রা আগস্ট প্রধান সেনাপতি জেনারেল কর্নিলভ দাবী করিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাদ্ভাগেও দেশের ভিতব ঐরূপ প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হউক।

১২ই আগস্ট তারিখে অস্থায়ী সরকাবের আহ্বানে বুর্জোয়াশ্রেণী ও জমিদারদেব শক্তিকে সুসংহত কবাব উদ্দেশ্যে মস্কোব গ্র্যাণ্ড থিয়েটার গৃহে একটী রাষ্ট্রসভা বসে। এই সভায প্রধানতঃ জমিদাব, বুর্জোযা, সেনাপতি, সামরিক কর্ম্মচারী ও কসাকদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকে। সোভিয়েটগুলির প্রতিনিধি হিসাবে মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা হাজির হয়।

এই রাষ্ট্রসভা অধিবেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ বল্‌শেভিক্‌রা সভার উদ্বোধনের দিন মস্কোতে এক সাধাবণ ধর্ম্মঘটের ডাক দেয। অধিকাংশ শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক শহবে ধর্ম্মঘট হয়।

সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি কেরেন্‌স্‌কি রাষ্ট্রসভায উদ্ধত ভাষায় বক্তৃতা করিতে করিতে ভয দেখায যে জমিদারদের সম্পত্তি কাড়িবার জন্য কৃষকদের অবৈধ প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিপ্লবী আন্দোলন বাধাইবার সমস্ত আযোজনকে "লৌহাস্ত্র ও রক্তপাতের" ফলে দমন করা হইবে।

বিপ্লববিরোধী জেনারেল কর্নিলভ্‌ খোলাখুলিভাবে দাবী করিল যে, "কমিটি ও সোভিয়েটগুলিকে উচ্ছেদ করা হউক।"

ব্যাঙ্কওয়ালা, সওদাগর ও ব্যবসাদারের দল কর্নিলভের প্রধান আড্ডায় ছুটিল, টাকাকড়ি ও সম্পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি তাহাকে দিল।

"মিত্রশক্তি" ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরাও জেনারেল কর্নিলভের কাছে যাইয়া বিপ্লবদমনের ব্যবস্থায় যেন বিলম্ব না ঘটে বলিয়া দাবী করিল।

বিপ্লবের বিরুদ্ধে জেনারেল কর্নিলভের চক্রান্ত পাকিয়া উঠিতেছিল।

কর্নিলভ প্রকাশ্যভাবে আয়োজন করিয়া চলিল। জনসাধারণের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার মতলবে চক্রান্তকারীরা গুজব রটাইল যে ২৭শে আগস্ট তারিখে, বিপ্লবের প্রথম ছয়মাস পূর্ণ হওয়ার সময়, বল্‌শেভিক্‌রা পেট্রোগ্রাডে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্যোগ করিতেছে। কেরেন্স্‌কির নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বল্‌শেভিক্‌দের উপর আক্রমণ করিল এবং সর্ব্বহারার পার্টির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসনীতিকে আরও প্রচণ্ড করিযা তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল কর্নিলভ বল্‌শেভিক্‌দের মারিবার জন্য পেট্রোগ্রাড অভিমুখে যাইয়া সোভিয়েটগুলির উচ্ছেদ ঘটানো ও সামরিক একনায়কত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্যে সৈন্যসমাবেশ করিল।

এই বিপ্লববিরোধী কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে কর্নিলভ পূর্ব্ব হইতেই কেরেন্স্‌কির সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করিয়াছিল। কিন্তু কর্নিলভ কাজে লাগিতে না লাগিতেই কেরেন্স্‌কি হঠাৎ একেবারে মুখ ঘুরাইয়া লইল এবং নিজেকে মিত্রের সঙ্গচ্যুত করিল। কেরেন্স্‌কির আতঙ্ক হইল যে তৎক্ষণাৎ কর্নিলভের চক্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগকে অস্বীকার না করিলে জনগণ শুধু যে কর্নিলভের অনুচরদের বিরুদ্ধে লাগিয়া তাহাদিগকে চূর্ণ করিবে, তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে কেরেন্স্‌কির বুর্জোয়া সরকারকেও ঝাঁটাইয়া তাড়াইবে।

২৫শে আগস্ট তারিখে কর্নিলভ সেনাপতি ক্রাইমভের নেতৃত্বে তৃতীয় অশ্বারোহীদলকে পেট্রোগ্রাড অভিমুখে পাঠাইল এবং "পিতৃভূমিকে

বাঁচানো” তাহার সংকল্প বলিয়া ঘোষণা করিল। কর্নিলভ-বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়া বল্‌শেভিক্ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বিপ্লববিরোধীদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ চালাইবার আহ্বান শ্রমিক ও সৈনিকদের কাছে জানাইল। শ্রমিকরা সত্বর অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রতিরোধের আয়োজন কবিল। এই কয়েকদিন ‘রেড গার্ডের’ সংখ্যা দারুণ বাড়িয়া চলিল। ট্রেডইউনিয়নগুলি তাহাদের সকল সভ্যকে একত্র করিল। পেট্রোগ্রাডে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী দলগুলি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রহিল। পেট্রোগ্রাডের চারিদিকে পরিখা খনন করা হইল, কাঁটাতারের বেড়া খাটানো হইল, এবং শহরে পৌছিবার রেলরাস্তা খুঁড়িয়া ফেলা হইল। শহর রক্ষার জন্য ক্রন্স্টাড্ট্ হইতে কয়েক হাজার সশস্ত্র নাবিক আসিয়া হাজির হইল। যে “বর্ব্বরবাহিনী” পেট্রোগ্রাড অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের কাছে ডেলিগেট পাঠানো হইল; “বর্ব্বরবাহিনীতে” যে-সব ককেশস্ পার্ব্বত্য অঞ্চলের যোদ্ধা ছিল, ডেলিগেটরা তাহাদিগকে কর্নিলভের মতলব বুঝাইয়া দিলে তাহারা অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল। কর্নিলভের অন্যান্য যোদ্ধ-দলেও প্রচারক পাঠানো হইয়াছিল। বিপদ যেখানেই দেখা দিল, সেখানেই কর্নিলভের সঙ্গে লড়িবার জন্য বিপ্লবী কমিটি ও ঘাঁটি খাড়া করা হইল।

সেই সময় প্রাণভয়ে ভীত হইয়া কেরেন্স্কি-প্রমুখ সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক্ নেতা আশ্রয়ের আশায় বল্‌শেভিক্‌দের দিকে তাকাইল; তাহারা স্পষ্ট বুঝিয়াছিল যে শহরে কনিলভকে হারাইবার সামর্থ্যসম্পন্ন একমাত্র কার্য্যকরী শক্তি বল্‌শেভিক্‌দেরই ছিল।

কিন্তু কর্নিলভ-বিদ্রোহ দমনের জন্য জনসমাবেশ করিবার সময় বল্‌শেভিক্‌রা কেরেন্স্কি সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থামায় নাই।

তাহারা জনগণের কাছে কেরেন্স্‌কি-সরকার, মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের আসল চেহারা ধরাইয়া দিল, এবং তাহাদের সমগ্র কর্ম্মপ্রণালী যে কাজের ক্ষেত্রে কর্নিলভের বিপ্লববিরোধী চক্রান্তেরই সহায়তা করে তাহা দেখাইয়া দিল।

এই সব ব্যবস্থার ফলে কর্নিলভের বিদ্রোহ চূর্ণ হইল। সেনাপতি ক্রাইমভ আত্মহত্যা করিল। কর্নিলভ এবং তাহার সহ-ষড়যন্ত্রকারী দেনিকিন ও লুকোম্‌স্কিকে গ্রেপ্তার করা হইল। (কিন্তু শীঘ্রই কেরেন্স্‌কি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়।)

কর্নিলভ-বিদ্রোহের পরাজয় বিপ্লববিরোধীদের শক্তির তুলনায় বিপ্লবীদের শক্তি যে কত, তাহা যেন হঠাৎ চমক দিয়া দেখাইল। বেশ দেখা গেল যে সেনাপতির দল ও কন্‌স্টিটুশনাল-ডেমক্রাটিক পার্টি হইতে শুরু করিয়া বুর্জোয়াদের জালে আটক মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা পর্য্যন্ত সমগ্র বিপ্লববিরোধী জমায়েতের বিনাশ আসন্ন। স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল যে যুদ্ধের অসহ্য ভার বাড়াইয়া চলিবার কর্ম্মপ্রণালী এবং দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়, জনগণের উপর মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের প্রভাবকে একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

কর্নিলভ-বিদ্রোহের পরাজয় আরও দেখাইল যে বল্‌শেভিক্ পার্টিই তখন চূড়ান্ত বিপ্লবী শক্তি হইয়া দাঁড়াইযাছে, বিপ্লববিরোধীদের সর্ব্ব প্রকার চেষ্টাকে বরবাদ করার ক্ষমতা বল্‌শেভিক্‌রা রাখে। আমাদের পার্টি তখনও শাসনভার লয় নাই, কিন্তু কর্নিলভ-বিদ্রোহের সময় পার্টিই প্রকৃত শাসকশক্তি হিসাবে কাজ করে, পার্টির নির্দ্দেশই শ্রমিক ও সৈনিকরা বিনা দ্বিধায় পালন করে।

সর্ব্বশেষে, কর্নিলভ-বিদ্রোহের পরাজয় দেখাইল যে আপাতদৃষ্টিতে

প্রাণহীন মনে হইলেও সত্যই সোভিয়েটগুলির মধ্যে বিপ্লবীপ্রতিরোধের সুবিপুল শক্তি লুক্কায়িত ছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে সোভিয়েটগুলি ও তাহাদের বিপ্লবী কমিটিরাই কর্নিলভের বাহিনীর পথ আটকায় এবং শক্তি চূর্ণ করিয়া দেয়।

কর্নিলভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের অবসন্ন সোভিয়েটগুলিতে নূতন প্রাণশক্তি আনিয়া দিল। আপোসপন্থার বশ্যতা হইতে তাহারা মুক্ত হইল। বিপ্লবী সংগ্রামের অবারিত পথে তাহারা পরিচালিত হইল এবং বল্‌শেভিক্ পার্টির দিকে তাকাইল।

সোভিয়েটগুলিতে বল্‌শেভিক্‌দের প্রভাব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িল।

এই প্রভাব গ্রাম অঞ্চলগুলিতেও শীঘ্রই ছড়াইয়া পড়িল।

কৃষকসাধারণের মধ্যে কর্নিলভ-বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে বুঝাইল যে জমিদার ও সেনাপতিরা বল্‌শেভিক্ ও সোভিয়েটদের নিষ্পিষ্ট করিতে পারিলে তাহারা পরেই কৃষক সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিবে। দরিদ্র কৃষকরা তাই দলে দলে বল্‌শেভিক্‌দের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইতে আরম্ভ করিল। যে-মাঝারি চাষীদের দোলায়মান মনোভাব ১৯১৭ সালের এপ্রিল হইতে আগস্ট পর্য্যন্ত বিপ্লবের বিকাশে বাধাই দিয়াছিল, তাহারাও কর্নিলভের পরাজয়ের পর সুস্পষ্টভাবে বল্‌শেভিক্ পার্টির দিকে ঝুঁকিতে লাগিল, এবং গরীব চাষীদের সঙ্গে হাত মিলাইল। ব্যাপকভাবে কৃষকসাধারণ বুঝিতেছিল যে কেবল বল্‌শেভিক্ পার্টিই তাহাদিগকে যুদ্ধের কবল হইতে পরিত্রাণ দিতে পারে এবং একমাত্র এই পার্টিই জমিদারদের শক্তি চূর্ণ করিতে পারে ও কৃষকদের হাতে জমি তুলিয়া দিতে উদ্যত রহিয়াছে। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে দেখা গেল যে চাষীদের জমিদারী দখলের সংখ্যা দারুণ বাড়িয়া চলিয়াছে। বিনা হুকুমে জমিদারের জমিতে চাষ করার দৃষ্টান্ত

ভূরিভূরি পাওয়া গেল। বিপ্লবের পথে কৃষকরাও চলিতে শুরু করিয়াছিল ; মিষ্টকথা বলিয়া কিম্বা পিটুনি-অভিযান পাঠাইয়া আর তাহাদিগকে থামানো সম্ভব রহিল না।

বিপ্লবের প্রবাহে জোয়ার লাগিয়াছিল।

ইহার পর আসিল সোভিয়েটগুলিব পুনরুত্থানের যুগ, তাহাদের সভ্যসংখ্যার পরিবর্ত্তন আসিল, তাহারা **বল্‌শেভিক্‌** হইয়া উঠিতে লাগিল। কলকারখানা ও সামরিক সংস্থানগুলিতে নূতন নির্ব্বাচনের ফলে মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের পরিবর্ত্তে সোভিয়েটগুলিতে বল্‌শেভিক পার্টির প্রতিনিধিরা যাইল। কর্নিলভকে হারাইবার পরদিন, ৩১শে আগস্ট তারিখে, পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট বল্‌শেভিক্‌ কর্ম্মনীতি সমর্থন করিল। চিগাইদ্‌জের নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের যে পুরানো মেন্‌শেভিক ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি সভাপতিমণ্ডলী ছিল, তাহারা পদে ইস্তফা দিল। এইভাবে বল্‌শেভিক্‌দের রাস্তা সাফ হইল। ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মস্কোর শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট বল্‌শেভিক্‌দের পক্ষে যোগ দিল। মস্কো সোভিয়েটের মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি সভাপতিমণ্ডলীও পদত্যাগ করিয়া বল্‌শেভিক্‌দের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিল।

ইহার অর্থ হইল এই যে সকল অভ্যুত্থানের প্রধান লক্ষণগুলি সুপরিণত হইয়া উঠিতেছিল।

আবার "সোভিয়েটগুলির হাতে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা দাও" এই স্লোগান দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়িল।

কিন্তু ইহা আর সেই প্রাচীন স্লোগান, মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি সোভিয়েটগুলির হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়া স্লোগান রহিল না। এবারকার স্লোগান অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে সোভিয়েটগুলির

অভ্যুত্থানের আহ্বান জানাইল, বল্‌শেভিক্‌দের নেতৃত্বে সোভিয়েটগুলির হাতে দেশের সমগ্র শক্তি তুলিয়া দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

আপোসপন্থী পার্টিগুলির মধ্যে ভাঙন ধরিল।

বিপ্লবী কৃষকের চাপে সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি পার্টির মধ্যে "বামপন্থী" সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি নামে এক বামপন্থী দল খাড়া হইল। তাহারা বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে আপোসনীতির নিন্দা করিল।

মেন্‌শেভিক্‌দের মধ্যেও একদল "বামপন্থী" দেখা দিল। এই তথাকথিত "আন্তর্জাতিকতাবাদীরা" বল্‌শেভিক্‌দের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

নৈরাজ্যবাদীদের সম্বন্ধে বলা যায় যে দল হিসাবে তাহাদের প্রভাব প্রথম হইতেই নগণ্য ছিল। এখন তাহারা স্পষ্টই অনেকগুলি অতি সূক্ষ্ম দলে ভাঙিয়া গেল; কেহ কেহ চোর ও গোয়েন্দা-প্ররোচকদের মত নিকৃষ্ট দলে মিশিয়া গেল, সমাজের নীচতম অংশে ঢুকিল, কেহ কেহ "বিশ্বাসের ফলে" পরস্বাপহারী হইল, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শহরবাসীকে লুণ্ঠন করিল, শ্রমিকদের ক্লাবের বাড়ী ও টাকা কাড়িয়া লইল; আবার কেহ কেহ খোলাখুলিভাবে বিপ্লববিরোধীদের দলে ভিড়িল, এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর ভৃত্য হইয়া নিজেদের মতলব হাসিল করার চেষ্টায় লাগিল। তাহারা যে কোন প্রকার শাসনের বিরোধী ছিল, বিশেষত তাহারা শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী কর্তৃত্বের বিরোধিতা করিত, কারণ তাহারা জানিত যে বিপ্লবীশাসনে তাহারা জনসাধারণের ও সমাজের সম্পত্তি অপহরণের সুযোগ পাইত না।

কর্নিলভের পরাজয়ের পর বিপ্লবের বর্দ্ধমান প্রবাহকে রোধ করিবার জন্য মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা আর একবার চেষ্টা করে। এই মতলবে ১৯১৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাহারা এক নিখিল রুশ গণতান্ত্রিক সম্মেলন ডাকে; ইহাতে সোশালিস্ট পার্টিগুলি এবং

আপোসপন্থী সোভিয়েট, ট্রেড-ইউনিয়ন, 'জেম্‌স্ট্‌ভো', ব্যবসা ও শিল্পকেন্দ্র, এবং সামরিক সংস্থার প্রতিনিধিরা আসে। "প্রী-পার্লামেণ্ট" [অর্থাৎ পার্লামেণ্টের উদ্যোগ করিবার জন্য প্রারম্ভিক পরিষদ] নামে একটী অস্থায়ী কাউন্সিল এই সম্মেলনে খাড়া করা হয়। আপোসপন্থীরা আশা করিতেছিল যে "প্রী-পার্লামেণ্টের" সাহায্যে বিপ্লবকে থামাইয়া দেশকে সোভিয়েট বিপ্লবের পথ হইতে বুর্জোয়া নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতি, বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী মনোবৃত্তির দিকে ঠেলিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু বিপ্লবের চাকা পিছাইয়া দিবার জন্য দেউলিয়া রাজনীতিকদের এই চেষ্টার সাফল্যের কোন আশা ছিল না। এ চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ না হইয়া পারিত না, এবং ইহা সম্পূর্ণ ব্যর্থই হইল। শ্রমিকরা এই "প্রী-পালামেণ্টকে" "প্রেদ্‌বান্নিক্" ("স্নানকুণ্ডে নামিবার উদ্যোগ") বলিয়া বিদ্রূপ করিল।

বল্‌শেভিক্ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রী-পার্লামেণ্ট বয়কটের সিদ্ধান্ত করিল। অবশ্য প্রী-পার্লামেণ্টে কামেনেভ ও তেওদোরোভিচ্ প্রভৃতিকে লইয়া যে বল্‌শেভিক্ দল ছিল, তাহারা আসন পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুকই ছিল; কিন্তু পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি উহাদিগকে আসন পরিত্যাগে বাধ্য করে।

কামেনেভ ও জিনাভিয়েভ প্রী-পার্লামেণ্টে অংশগ্রহণের পক্ষে সজোরে যুক্তি দেখাইতে থাকেন, এবং এই উপায়ে অভ্যুত্থানের আয়োজন হইতে পার্টির মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করেন। নিখিল রুশ গণতান্ত্রিক সম্মেলনে বল্‌শেভিক্‌দলের এক সভায় কমরেড স্টালিন প্রী-পার্লামেণ্টে যোগদানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেন। তিনি প্রী-পার্লামেণ্টের নাম দেন "কর্নিলভের গর্ভস্রাব"।

লেনিন এবং স্টালিন মনে করেন যে অল্পকালের জন্যও প্রী-পার্লামেণ্টে যোগদান করা একটী গুরুতর ভুল, কারণ তাহা হইলে জনসাধারণের মনে

একটা মিথ্যা আশার সঞ্চার হইবে যে প্রী-পার্লামেণ্ট সত্যই শ্রমব্যস্ত জনগণের কল্যাণে কিছু করিতে পারে।

এই সময় বল্‌শেভিক্‌রা দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেস আহ্বানের জন্য প্রবল আয়োজন করে। তাহারা আশা করিত যে এই কংগ্রেসে সংখ্যাধিক্য পাওয়া যাইবে। বল্‌শেভিক্‌ সোভিয়েটগুলির চাপে এবং নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্বাহক সমিতির মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি সদস্যদের গোপন চক্রান্ত সত্ত্বেও ১৯১৭ সালের অক্টোবরের দ্বিতীয়ার্দ্ধে দ্বিতীয় নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেস আহ্বান করা হয়।

৬। পেট্রোগ্রাডে অক্টোবর অভ্যুত্থান এবং অস্থায়ী সরকারকে গ্রেপ্তার—দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেস ও সোভিয়েট সরকার গঠন—শান্তি ও ভূমি সম্পর্কে দ্বিতীয় কংগ্রেসের নির্দ্দেশ—সোশালিস্ট বিপ্লবের জয়—সোশালিস্ট বিপ্লবের বিজয়ের কারণ

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য বল্‌শেভিক্‌রা বিশেষ উদ্যোগ করিতে লাগিল। লেনিন ঘোষণা করিলেন যে মস্কো ও পেট্রোগ্রাড উভয় রাজধানীতেই শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েটে অধিকাংশ আসন পাইয়া এখন বল্‌শেভিক্‌দের উচিত নিজেদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি তুলিয়া লওয়া; শুধু উচিত নয়, ঐ কাজে সামর্থ্যও তাহাদের আছে। এতদিন যে পথ দিয়া অগ্রসর হওয়া গিয়াছিল, তাহার বিচার করিয়া লেনিন বিশেষ জোর দিয়া বলিলেন যে "জনগণের অধিকাংশ আমাদের **স্বপক্ষে**।" তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ও বল্‌শেভিক্‌ সংগঠনগুলির উদ্দেশ্যে

লিখিত পত্রাদিতে তিনি অভ্যুত্থান সম্পর্কে একটী বিশদ পরিকল্পনার ছক্ তৈয়ার করিয়া দেন, এবং কেমন করিয়া সৈন্য ও নৌবাহিনী এবং রেড গার্ডদের ব্যবহার করা হইবে, অভ্যুত্থানের সাফল্যকে নিশ্চিত করিতে হইলে পেট্রোগ্রাডের কোন্ কোন্ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করিতে হইবে, প্রভৃতি ব্যাপার বুঝাইয়া দেন।

৭ই অক্টোবর তারিখে লেনিন গোপনে ফিন্‌লাণ্ড হইতে পেট্রোগ্রাডে আসিয়া পৌঁছিলেন। ১০ই অক্টোবর, ১৯১৭, তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অধিবেশন হয়। এখানে স্থির হয় যে পরবর্ত্তী কয়েকদিনের মধ্যেই সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ করিতে হইবে। লেনিন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রস্তাবের মুসাবিদা করেন, তাহাতে বলা হয় ঃ—

"কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমত এই যে, রুশ বিপ্লবের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি (জার্মান নৌবাহিনীতে যে বিদ্রোহ হইল সমস্ত ইউরোপে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশের চরম লক্ষণ; রুশ বিপ্লবকে গলা টিপিয়া মারিবার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা যে শান্তিস্থাপন করিবার ভয় দেখাইতেছে), সঙ্গে সঙ্গে রুশ বিপ্লবের সামরিক অবস্থা (জার্মানদের হাতে পেট্রোগ্রাডকে তুলিয়া দিবার জন্য রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী এবং কেরেন্স্‌কির দলের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত), এবং সর্ব্বহারার পার্টি কর্ত্তৃক সোভিয়েটগুলির অধিকাংশ আসন অধিকার—এই সমস্ত ঘটনাকে কৃষকবিদ্রোহ এবং আমাদের পার্টির প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস বাড়িয়া চলার (মস্কোতে নির্ব্বাচন ইহার সাক্ষ্য) সঙ্গে দেখিলে, এবং সর্ব্বশেষে, দ্বিতীয় এক কর্নিলভী কাণ্ডের জন্য যে পরিষ্কার আয়োজন চলিতেছে (পেট্রোগ্রাড হইতে সৈন্য অপসারণ, পেট্রোগ্রাডে কসাক্ সৈন্য প্রেরণ, কসাকবাহিনী কর্ত্তৃক মিন্স্‌ক্ ঘেরাও, ইত্যাদি)—সে বিষয়ে একত্র পর্য্যালোচনা

করিলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে আঙ্গিকার কাজের হুকুমনামাতেই দেখা যাইবে।

"সুতরাং সশস্ত্র অভ্যুত্থান অনিবার্য্য এবং তাহার সময়ও সমুপস্থিত বুঝিয়া কেন্দ্রীয় কমিটী সমস্ত পার্টি সংগঠনকে তদনুযায়ী পরিচালিত হইবার নির্দ্দেশ দিতেছে, এবং এই দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্ত কাজের কথা (উত্তর অঞ্চলের সোভিয়েট কংগ্রেস, পেট্রোগ্রাড হইতে সৈন্য অপসারণ, মস্কো ও মিন্‌স্‌কে আমাদের লোকজনের কর্ত্তব্য, ইত্যাদি) আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বলিতেছে।" (লেনিন, "সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌", ইংরেজী সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩০৩)

কেন্দ্রীয় কমিটির দুইজন সদস্য, কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ, এই ইতিহাসখ্যাত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়া বর্ত্তৃতা করেন ও ভোট দেন। মেন্‌শেভিক্‌দের মত তাঁহারা বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট-মার্কা রিপাব্‌লিকের স্বপ্ন দেখিতেন ও শ্রমিকশ্রেণীকে এই বলিয়া অপবাদ দিতেন যে সোশালিস্ট বিপ্লবসাধনের শক্তি তাহাদের নাই, রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের মত পরিপক্কতা তাহাদের ছিল না।

এই সভায় ট্রট্‌স্কি সোজাসুজি প্রস্তাবটীর বিরুদ্ধে ভোট না দিলেও এমন একটী সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন যাহা অভ্যুত্থানের সাফল্য সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া দিয়া ইহাকে একেবারে নিরর্থক করিয়া দিত। তিনি প্রস্তাব করেন যে দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেস বসিবার আগে অভ্যুত্থান আরম্ভ করা যেন না হয়। এই প্রস্তাবের অর্থ হইল এই যে অভ্যুত্থানে বিলম্ব ঘটিত, অভ্যুত্থানের তারিখ প্রকাশ হইয়া পড়িত, অস্থায়ী সরকার পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারিত।

অভ্যুত্থানের বন্দোবস্ত করিবার জন্য দনেৎস্‌ নদী অঞ্চল, য়ুরাল্‌ অঞ্চল, হেলসিংফর্স্‌, ক্রন্‌স্‌টাড্‌ট্‌, রণক্ষেত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ও অন্যত্র বল্‌শেভিক্‌

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতিনিধি পাঠাইল। বিভিন্ন প্রদেশে অভ্যুত্থানকে পরিচালনা করিবার ভার ভরোশিলভ, মলোটভ, জের্‌ঝিন্‌স্‌কি, অর্জনিকিদ্‌জে, কিরভ, কাগানোভিচ, কুইবিশেভ, ফ্রুন্‌জে, য়ারোস্লাভ্‌স্কি প্রভৃতি কমরেডের হাতে পার্টি বিশেষভাবে ন্যস্ত করে। য়ুরাল অঞ্চলে শাদ্রিন্‌স্‌কে সৈন্যদের মধ্যে কাজ চালান কমরেড ঝ্‌দানভ্‌। যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চিমাংশে, শ্বেত রাশিয়াতে সৈন্যদের অভ্যুত্থান সম্পর্কে আয়োজন করেন কমরেড ইয়েঝভ্‌। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিরা প্রদেশগুলির বল্‌শেভিক্ সংগঠনের প্রধান সদস্যদিগকে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার কথা জানাইয়া দেন এবং পেট্রোগ্রাডের সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে সমর্থনের জন্য সকলকে প্রস্তুত রাখিবার ব্যবস্থা করেন।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশে, পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের এক **বিপ্লবী সামরিক কমিটি** খাড়া করা হয়। অভ্যুত্থানের সময় এই কমিটিই নিয়মিতভাবে প্রধান ঘাঁটি হিসাবে কাজ করিল।

ইতিমধ্যে বিপ্লববিরোধীরাও তাড়াতাড়ি নিজেদের শক্তি একত্রিত করিতেছিল। 'অফিসারদের লীগ' নামে সামরিক কর্ম্মচারীরা এক বিপ্লববিরোধী সংগঠন গড়ে। সর্ব্বত্রই বিপ্লববিরোধীরা "শক্‌-ব্যাটেলিয়ন্" গড়িবার জন্য ঘাঁটি তৈয়ার করে। অক্টোবর মাস শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই এইরূপ ৪৩টী ব্যাটেলিয়ন বিপ্লববিরোধীদের হুকুমে চলিত। "ক্যাভালিয়র্স্ অফ্‌ দি ক্রস্ অফ্‌ সেণ্ট জর্জ" নামে ঐরূপ বিশেষ ব্যাটেলিয়নও খাড়া করা হয়।

পেট্রোগ্রাড হইতে মস্কোতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার কথা কেরেন্স্‌কির সরকার আলোচনা করে। ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে সরকার শহরে অভ্যুত্থান ঘটিবার পূর্ব্বেই পেট্রোগ্রাডকে জার্ম্মানদের হাতে ছাড়িয়া দিবার আয়োজন করিতেছিল। পেট্রোগ্রাডের শ্রমিক ও

সৈনিকদের প্রতিবাদের ফলে অস্থায়ী সরকার পেট্রোগ্রাডে থাকিতে বাধ্য হইল।

১৬ই অক্টোবর তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভা হইল; কমিটির সভ্য ছাড়া কয়েকজনকে ডাকা হইয়াছিল। সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিচালনা করার জন্য কমরেড স্টালিনের নেতৃত্বে একটী **পার্টিকেন্দ্র** এই সভায় নির্ব্বাচিত হয়। পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের বিপ্লবী সামরিক কমিটির প্রধান মর্ম্মস্থল ছিল এই পার্টিকেন্দ্র; ইহাই আসলে সমগ্র অভ্যুত্থানকে চালাইয়া যায়।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পরাজয়-স্বীকার-নিপুণ কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ আবার অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করিলেন। সেখানে ধাক্কা খাইয়া তাঁহারা প্রকাশ্যে অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে, পার্টির বিরুদ্ধে, সংবাদপত্রে প্রচার চালাইলেন। ১৮ই অক্টোবর তারিখে মেন্‌শেভিক সংবাদপত্র "নোভাইয়া ঝিঝ"-এ কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের যে বিবৃতি ছাপা হয়, তাহাতে প্রচার করা হয় যে বল্‌শেভিক্‌রা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিতেছে এবং ঐ দুইজন (কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ) ইহাকে দুঃসাহসিক জুয়াখেলা বলিয়া মনে করেন। এইভাবে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ অভ্যুত্থান সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত শত্রুকে জানাইয়া দেন, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই যে অভ্যুত্থান ঘটিবে এই খবর জাহির করিয়া দেন। এ বিষয়ে লেনিন লেখেন: "রোদ্‌জিয়াঙ্কো ও কেরেন্স্‌কির কাছে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্বন্ধে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়া কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ **বিশ্বাসঘাতকতা** করিয়াছেন।" পার্টি হইতে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভকে দূর করিয়া দিবার কথা লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মুখে উপস্থাপিত করেন।

বিশ্বাসঘাতকদের কাছে পূর্ব্ব হইতেই সাবধানবাণী পাইয়া বিপ্লবের

শত্রুরা অবিলম্বে অভ্যুত্থান আটকাইয়া দিবার জন্য এবং বিপ্লবের কর্ণধার বল্‌শেভিক্ পার্টিকে ধ্বংস করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে লাগিল। অস্থায়ী সরকার এক গোপন সভা আহ্বান করিয়া বল্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে লড়িবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিল। ১৯শে অক্টোবর তারিখে অস্থায়ী সরকার তাড়াতাড়ি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈন্য সরাইয়া পেট্রোগ্রাডে আনিল। রাস্তায় রাস্তায় বহু সশস্ত্র প্রহরী ঘুরিতে লাগিল। বিশেষত মস্কোতে বিপ্লববিরোধীরা বিপুল শক্তি সমাবেশ করিল। দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসের প্রাক্কালে অস্থায়ী সরকার এক মতলব স্থির করিল। এই মতলব অনুসারে স্থির ছিল যে বল্‌শেভিক্ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান ঘাঁটি 'স্মোল্‌নি' আক্রমণ করিয়া দখল করা হইবে, এবং বল্‌শেভিক্ পরিচালনাকেন্দ্রকে ধ্বংস করা হইবে। এইজন্য সরকার পেট্রোগাডে এমন সৈন্য ডাকিয়া পাঠাইল, যাহারা সরকারের অনুগত এবং যাহাদের উপর সরকার ভরসা রাখিতে পারে।

কিন্তু অস্থায়ী সরকারের জীবন তখন মাত্র কয়েকদিন, এমন কি বলা যায় যে মাত্র কয়েক ঘণ্টার বেশী আর ছিল না। সোশালিস্ট বিপ্লবের বিজয় অভিযানকে ঠেকাইবার শক্তি তখন কাহারও ছিল না।

২১শে অক্টোবর তারিখে সমস্ত বিপ্লবী সৈন্যসংস্থাতে বল্‌শেভিক্‌রা বিপ্লবী সামরিক কমিটির পক্ষ হইতে 'কমিসার' পাঠাইল। অভ্যুত্থানের আর যে কয়দিন বাকী ছিল, সেই কয়দিন সৈন্যসংস্থা ও কলকারখানা-গুলিতে দারুণ উদ্যোগ চলিল। 'অরোরা' ও 'জারিয়া স্‌ভোবোদি' নামে দুইটী যুদ্ধজাহাজেও নির্ভুল নির্দ্দেশ পাঠানো হইল।

পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের এক সভায় ট্রট্‌স্কি জাঁক করিতে গিয়া বল্‌শেভিকরা যেদিন সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ করার পরিকল্পনা করিয়াছিল সেই দিনের খবর শত্রুকে দিয়া বসেন। কেরেন্‌স্‌কি সরকার যাহাতে

অভ্যুত্থানকে নিস্ফল করিয়া দিতে না পারে, সেজন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করিল যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই অভ্যুত্থান আরম্ভ ও শেষ করিতে হইবে। দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেস উদ্বোধনের পূর্ব্বদিনই অভ্যুত্থান আরম্ভ হইবে স্থির হইল।

২৪শে অক্টোবর (৬ই নভেম্বর) প্রত্যুষে কেরেন্স্কি আক্রমণ আরম্ভ করিল। বল্‌শেভিক্ পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র "রাবোচি পুং" ("শ্রমিকদের পথ") বন্ধ করিবার হুকুম জারি হইল, কাগজের সম্পাদকীয় আফিসে এবং বল্‌শেভিক্‌দের ছাপাখানায় সরকারের বর্ম্মশকট ছুটিয়া চলিল। কিন্তু কমরেড স্টালিনের নির্দ্দেশে সকাল দশটার মধ্যে রেড গার্ড ও বিপ্লবী সৈন্যরা মিলিয়া বর্ম্মশকটগুলিকে হঠাইয়া দিল, এবং ছাপাখানা ও "রাবোচি পুতের" সম্পাদকীয় আফিসের সম্মুখে নূতন প্রহরীদল খাড়া করিয়া রাখে। প্রায় এগারোটার সময় অস্থায়ী সরকারকে **উচ্ছেদ** করার আহ্বান লইয়া "রাবোচি পুং" প্রকাশিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পার্টিকেন্দ্রের নির্দ্দেশে বিপ্লবী সৈন্য ও রেড গার্ডের দল "স্মোল্‌নির" দিকে ছুটিয়া চলিল।

সশস্ত্র অভ্যুত্থান এইভাবে আরম্ভ হইয়াছিল।

২৪শে অক্টোবর রাত্রে লেনিন "স্মোল্‌নিতে" উপস্থিত হইলেন এবং স্বয়ং অভ্যুত্থানের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। সারারাত্রি সৈন্যবাহিনীর বিপ্লবী সংস্থা ও রেডগার্ডের পক্ষ হইতে দলে দলে স্মোল্‌নিতে আসিয়া অনেকে হাজির হইল। শহরের কেন্দ্রস্থলে জারের যে শীতকালীন প্রাসাদে অস্থায়ী সরকার ঘাঁটি করিয়াছিল, বল্‌শেভিক্‌রা তাহাদিগকে সেখানে যাইতে বলিল।

২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) তারিখে রেডগার্ড ও বিপ্লবী সৈন্যেরা রেলস্টেশন, ডাকঘর, তার-আফিস, মন্ত্রীসভা ও স্টেট্ ব্যাঙ্কের বাড়ী দখল করিল।

"প্রী-পার্লামেণ্টকে" ভাঙিয়া দেওয়া হইল।

পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট ও বল্‌শেভিক্ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান কর্ম্মস্থল স্মোল্‌নি এখন হইল বিপ্লবের "হেড-কোয়ার্টার্স"। সংগ্রাম সম্পর্কে সমস্ত হুকুম স্মোল্‌নি হইতে জারি হইল।

বল্‌শেভিক্ পার্টির পরিচালনায় পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকরা যে কি চমৎকার শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহার পরিচয় সেদিন মিলিল। বল্‌শেভিক্‌দের কাজের ফলে সৈন্যবাহিনীর যে সমস্ত বিপ্লবী সংস্থা অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারা সংগ্রামসম্পর্কিত নির্দ্দেশগুলি নির্ভুলভাবে পালন করিল এবং রেড গার্ডদের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া লড়িল। নৌবাহিনীও সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে পড়িয়া থাকে নাই। ক্রন্স্‌টাড্‌ট্ ছিল বল্‌শেভিক্ পার্টির একটা বড় ঘাঁটি; বহুদিন ধরিয়া ক্রন্স্‌টাড্‌ট্ অস্থায়ী সরকারের কর্তৃত্ব মানিতে অস্বীকার করিয়াছিল। যুদ্ধজাহাজ "অরোরা" শীতকালীন প্রাসাদ লক্ষ্য করিয়া কামান বসাইয়াছিল; ২৫শে অক্টোবর তারিখে এই কামানের গর্জ্জন নূতন এক যুগ প্রবর্ত্তন করিল, বিরাট সোশালিস্ট বিপ্লবের যুগারম্ভ ঘটাইল।

"রুশদেশের নাগরিকদের প্রতি" নামে এক ইস্তাহার বল্‌শেভিক্‌রা ২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) তারিখে প্রকাশ করিল। ইহাতে বলা হয় যে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারকে নামাইয়া দিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা সোভিয়েটগুলি স্বহস্তে তুলিয়া লইয়াছে।

"ক্যাডেট্" ও "শক্-ব্যাটেলিয়নগুলির" পাহারায় অস্থায়ী সরকার শীতকালীন প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করে। ২৫শে অক্টোবর রাত্রিতে বিপ্লবী শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকরা ঝড়ের মত আক্রমণ করিয়া শীতপ্রাসাদ দখল করে ও অস্থায়ী সরকারের সভ্যদিগকে গ্রেপ্তার করে।

পেট্রোগ্রাডে সশস্ত্র অভ্যুত্থান বিজয়মণ্ডিত হইল।

১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর), রাত্রি ১০-৪৫ ঘটিকায় স্মোল্‌নিতে দ্বিতীয় নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। পেট্রোগ্রাডের অভ্যুত্থান তখন সম্পূর্ণ বিজয়ের উৎসাহে সমুজ্জ্বল; রাজধানীতে রাষ্ট্রশক্তি তখন পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের কবলিত।

কংগ্রেসে বল্‌শেভিক্‌দের বিপুল ভোটাধিক্য ছিল। দিন ফুরাইয়াছে বুঝিয়া মেন্‌শেভিক্‌, 'বুন্দিস্ট্‌', ও দক্ষিণপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা জানাইল যে তাহারা এই অধিবেশনে যোগ দিতে গররাজী। তাহাদের যে বিবৃতি সোভিয়েট কংগ্রেসে পঠিত হয়, তাহাতে অক্টোবর বিপ্লবকে "সামরিক ষড়যন্ত্র" বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কংগ্রেসে মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের নিন্দা করা হয়। তাহাদের সভাত্যাগে কংগ্রেস দুঃখিত হয় নাই, বরং আনন্দিতই হইয়াছিল। কংগ্রেসে বলা হয় যে বিশ্বাসঘাতকরা সরিয়া যাওয়ার ফলে কংগ্রেস শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের প্রকৃত বিপ্লবী কংগ্রেসে পরিণত হইয়াছে।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইল যে সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি সোভিয়েটের অধিকারে গিয়াছে।

দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসের ঘোষণাতে বলা হইল যে, "বিপুল সংখ্যাধিক্যে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের ইচ্ছা ও অনুমোদনের জোরে, এবং পেট্রোগ্রাডে শ্রমিক ও সৈন্যবাহিনীর বিজয়ী অভ্যুত্থানের সমর্থন পাইয়া, কংগ্রেস নিজের হাতে রাষ্ট্রশক্তি গ্রহণ করিল।"

২৬শে অক্টোবর (৮ই নভেম্বর), ১৯১৭, তারিখে সোভিয়েট কংগ্রেস **যুদ্ধশান্তিবিষয়ক নির্দ্দেশ** গ্রহণ করে। শান্তিবিষয়ে কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য অন্তত তিন মাসব্যাপী যুদ্ধনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিবার আহ্বান কংগ্রেস যুধ্যমান্‌ দেশগুলিকে জানায়। সমস্ত যুধ্যমান্‌ দেশের সরকার ও জনগণের কাছে আহ্বান পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস

"পৃথিবীর মধ্যে তিনটী সর্ব্বাগ্রগণ্য জাতি, এবং বর্ত্তমানে যুদ্ধে অংশগ্রাহীদের মধ্যে তিনটী বৃহত্তম রাষ্ট্র, অর্থাৎ বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের" কাছে আবেদন জানায়। ঘোষণাতে বলা হয় যে "শান্তিকামীদের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার দাসত্ব ও শোষণব্যবস্থা হইতে শ্রমব্যস্ত, বঞ্চিত জনসাধারণের মুক্তিপ্রচেষ্টাকে" এই শ্রমিকরা সাহায্য করুন।

সেই রাত্রেই দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেস যে-**ভূমিবিষয়ক নির্দ্দেশ** গ্রহণ করে, তাহাতে ঘোষণা করা হয় যে "এখনই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করিয়া জমিতে জমিদারদের সম্পত্তি লোপ করা হইল।" বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের নিকটে পাওয়া ২৪২ রকম পরামর্শের সার সংগ্রহ করিয়া কৃষকদের যে নির্দ্দেশ ('নাকাজ') সঙ্কলন করা হয়, তাহাই এই কৃষিবিধানের ভিত্তি। এই নির্দ্দেশ অনুসারে ভূমির উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি চিরকালের জন্য রদ করা হইল এবং সেই জায়গায় জমির উপর সাধারণ বা রাষ্ট্রসম্পত্তি স্থাপিত হইল। জমিদার, জার-পরিবার ও মঠের সমস্ত জমি বিনা খরচে শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইল।

এই নির্দ্দেশ অনুসারে কৃষকসম্প্রদায় অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবের কল্যাণে ১৮ কোটী 'দেসিয়াতিনেরও' অধিক (৪০ কোটী একরের বেশী) জমি পাইল। পূর্ব্বে এই জমি ছিল জমিদার, বুর্জোয়া, জার-পরিবার, মঠ ও গির্জার সম্পত্তি।

এ ছাড়া কৃষকরা জমিদারদের খাজনা হিসাবে বৎসরে প্রায় ৫০ কোটী স্বর্ণ রুব্‌ল্‌ দেওয়ার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইল।

সমস্ত খনিজ সম্পদ (তৈল, কয়লা, ধাতু প্রভৃতি), সমস্ত অরণ্য ও জলাশয় জনগণের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইল।

সর্ব্বশেষে দ্বিতীয় নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেসে প্রথম সোভিয়েট সরকার গঠিত হইল, শুধু বল্‌শেভিক্‌দের লইয়া 'পীপ্‌ল্‌স্‌ কমিসারদের কাউন্সিল' (জনগণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ-সংসদ) খাড়া করা হইল। প্রথম পীপ্‌ল্‌স্‌ কমিসার-কাউন্সিলের সভাপতি হইলেন লেনিন।

এইভাবে ইতিহাসবিখ্যাত দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসের কাজ শেষ হইল।

পেট্রোগ্রাডে সোভিয়েটের বিজয়সংবাদ ছড়াইয়া দিবার জন্য এবং সারাদেশে সোভিয়েটশক্তি সুনিশ্চিতভাবে পরিব্যাপ্ত করিবার জন্য কংগ্রেস ডেলিগেটরা নানাস্থানে চলিয়া গেলেন।

তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্র সোভিয়েটের হাতে ক্ষমতা যায় নাই। পেট্রোগ্রাডে যখন সোভিয়েট সরকার রহিয়াছে, তখন মস্কোতে আরও কয়েকদিন পথে পথে প্রচণ্ড, নিদারুণ সংগ্রাম চলিল। মস্কো সোভিয়েটের হাতে যাহাতে রাষ্ট্রশক্তি না যায়, সেজন্য বিপ্লববিরোধী মেন্‌শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি পার্টিগুলি শ্বেতরক্ষী ও ক্যাডেটদের সঙ্গে মিলিয়া শ্রমিক ও সৈনিকদের বিরুদ্ধে লড়াই লাগাইয়া দেয়। বিদ্রোহদমন এবং মস্কোতে সোভিয়েটশাসন স্থাপন করিতে কয়েকদিন লাগিয়াছিল।

বিপ্লব বিজয়ী হইবার পর প্রথম কয়েকদিনেই খাস পেট্রোগ্রাড ও কয়েকটী অঞ্চলে সোভিয়েটশক্তি উচ্ছেদের চেষ্টা বিপ্লববিরোধীরা করে। ১০ই নভেম্বর, ১৯১৭, তারিখে যে কেরেন্‌স্‌কি অভ্যুত্থানের সময় পেট্রোগ্রাড হইতে উত্তর রণক্ষেত্রে পলায়ন করিয়াছিল, সে কয়েকটী কসাক্‌ দল জড় করিয়া সেনাপতি ক্রাস্‌নভের পরিচালনায় পেট্রোগ্রাড অভিমুখে প্রেরণ করে। ১১ই নভেম্বর "পিতৃভূমি ও বিপ্লবকে বাঁচাইবার জন্য কমিটি" নাম লইয়া সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের নেতৃত্বে এক বিপ্লববিরোধী সংগঠন পেট্রোগ্রাডে ক্যাডেটদের মধ্যে বিদ্রোহ বাধাইয়া

দেয়। কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যার মধ্যেই নাবিক ও রেড গার্ডরা বিশেষ অসুবিধায় না পড়িয়া বিদ্রোহদমন করে, এবং ১৩ই তারিখে পুলকোভো পাহাড়ের কাছে জেনারল ক্রাস্‌নভ্‌ পরাজিত হয়। লেনিন যেমন নিজে অক্টোবরেব অভ্যুত্থান পরিচালনা করিযাছিলেন, তেমনই তিনি নিজে এই সোভিয়েটবিবোধী বিদ্রোহ দমনে নেতৃত্ব কবেন। তাঁহার অটল দৃঢ়তা ও বিজয সম্বন্ধে নির্ব্বিকার প্রত্যয় জনগণকে অনুপ্রাণিত ও সুসংহত করিল। শক্রর শক্তি চূর্ণ হইল। ক্রাস্‌নভ্‌ বন্দী হইয়া সোভিযেটশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম থামাইবে বলিয়া "ভদ্রলোকের কথা" দিয়া শপথ করিল। এই "ভদ্রলোকের কথার" খাতিরে তাহাকে খালাস দেওয়া হয়। কিন্তু পবে দেখা গেল যে সেনাপতি তাহার শপথ ভাঙিল। কেরেন্স্‌কির খবর হইল এই যে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে সে "কোন এক অজানা দিকে" গা-ঢাকা দিল।

সৈন্যবাহিনীর মূল ধাঁটি মোগিলেভে প্রধান সেনাপতি দুখোনিনও বিদ্রোহের চেষ্টা করেন। সোভিয়েট সরকার তাঁহাকে অবিলম্বে জার্মান সমরাধ্যক্ষদের সঙ্গে যুদ্ধবিবতির জন্য কথাবার্ত্তা চালাইবার নির্দ্দেশ পাঠায, তখন তিনি তাহা মানিতে অস্বীকার করেন। এই অবস্থায় সোভিযেট সরকার হুকুম পাঠাইয়া দুখোনিনকে বরখাস্ত করে। বিপ্লববিরোধী প্রধান ঘাঁটি ভাঙিয়া দেওযা হয় এবং সৈনিকরা উত্তেজিত হইয়া স্বযং দুখোনিনের প্রাণ লয়।

কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, রাইকভ, শ্লিয়াপ্‌নিকভ্‌ ইত্যাদি পার্টির মধ্যে কযেকজন কুখ্যাত সুবিধাবাদীও সোভিয়েটশক্তিকে আঘাত দিবার জন্য বাহির হয়। তাহারা দাবী করে যে, যে মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা তখনই অক্টোবর বিপ্লব কর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল তাহাদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া এক "সকল সোশালিস্ট লইয়া

সরকার” গঠন করা হউক। ১৫ই নভেম্বর, ১৯১৭, তারিখে এই সব বিপ্লববিরোধী পার্টির সঙ্গে মিটমাটের কথা অগ্রাহ্য করিয়া এবং কামেনেভ ও জিনোভিয়েভকে বিপ্লবের সংহতিভঙ্গকারী ঘোষণা করিয়া এক প্রস্তাব বল্‌শেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত হয়। ১৭ই নভেম্বর তারিখে কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, রাইকভ ও মিলিয়ুতিন পার্টির নীতি লইয়া মতভেদ ঘটায় কেন্দ্রীয় কমিটি হইতে পদত্যাগের খবর জানায়। সেইদিনই নোগিন নিজের নামে এবং 'কাউন্সিল অফ পীপ্‌ল্‌স্‌ কমিসার্সের' সভ্য রাইকভ, ভি, মিলিয়ুতিন, তেওদোরোভিচ্‌, এ, শ্লিয়াপ্‌নিকভ, ডি, রিযাজানভ, যুরেনেভ ও লারিনের নামে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত নীতি লইয়া মতভেদ এবং কাউন্সিল অফ পীপ্‌ল্‌স্‌ কমিসার্স হইতে তাহাদের পদত্যাগের খবর প্রকাশ করে। মাত্র এই কয়েকজন কাপুরুষের পলায়নে অক্টোবর বিপ্লবের শত্রুরা পুলকিত হইয়া উঠিল। বুর্জোয়ারা ও তাহাদের অনুচরদল হিংসায় জর্জ্জর হইয়াছিল, এখন তাহারা আনন্দে ঘোষণা করিল যে বল্‌শেভিজ্‌ম্‌ ধ্বসিয়া পড়িতেছে, বল্‌শেভিক্‌ পার্টিরও শীঘ্রই অবসান ঘটিবে। কিন্তু হাতে গণনা করা যায় এমন কয়েকজন পলাতক মুহূর্ত্তের জন্যও পার্টিকে নাড়াইতে পারে নাই। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাহাদিগকে বিপ্লবত্যাগী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর সহকারী বলিয়া অবজ্ঞা জানাইল, এবং যথারীতি নিজের কাজ চালাইয়া যাইল।

কৃষকসাধারণ সুস্পষ্টভাবে বল্‌শেভিক্‌দের প্রতি অনুরক্ত ছিল বলিয়া তাহাদের উপর প্রভাব বজায় রাখার ইচ্ছায় “বামপন্থী” সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা, বল্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে বিবাদ না করা স্থির করিল, এবং তখনকার মত বল্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রণ্ট রক্ষা করিয়া চলিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে কৃষক সোভিয়েটগুলির যে কংগ্রেস বসে,

সেখানে অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবের সমস্ত সাফল্য মানিয়া লওয়া হয় এবং সোভিয়েট সরকারের সকল নির্দ্দেশ অনুমোদিত হয়। "বামপন্থী" সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া হয় এবং তাহাদের কয়েকজনকে 'কাউন্সিল অফ পীপ্‌ল্‌স্ কমিসার্সে' স্থান দেওয়া হয় (কোলেগাইয়েভ, স্পিরিদোনোভা, প্রোশিয়ান ও স্টাইন্‌বের্গ্)। যাহা হউক, এই বুঝাপড়া মাত্র ব্রেস্ট-লিটভ্‌স্ক্ সন্ধি স্বাক্ষর এবং গরীব চাষীদের কমিটি গঠন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইল। তখন কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা গভীর বিভেদ দেখা দেয়; "বামপন্থী" সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা ক্রমেই বেশী করিয়া কুলাক্‌দের [ধনী চাষী] স্বার্থরক্ষার দিকে ঝুঁকিল এবং বল্‌শেভিক্‌দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ লাগাইতে গিয়া সোভিয়েট সরকার কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইল।

অক্টোবর ১৯১৭ হইতে ফেব্রুয়ারী ১৯১৮, এই কয়েক মাসে সোভিয়েট বিপ্লব সমগ্র দেশে এমন বিপুলভাবে ও দ্রুতবেগে পরিব্যাপ্ত হইল যে লেনিন ইহাকে সোভিয়েটশক্তির "বিজয়দৃপ্ত অভিযান" বলিয়া বর্ণনা করেন।

অক্টোবরের বিরাট সোশালিস্ট বিপ্লব জয়যুক্ত হইল।

রুশদেশে অপেক্ষাকৃত সহজে সোশালিস্ট বিপ্লব বিজয়ী হওয়ার কয়েকটী কারণ ছিল। নিম্নলিখিত প্রধান কারণগুলি লক্ষ্য করার বিষয়:—

(১) রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর মত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, সংগঠন ব্যাপারে অপরিণত ও রাজনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছিল অক্টোবর বিপ্লব। অর্থনীতির দিক হইতে তখনও দুর্ব্বল এবং সরকারী কণ্ট্রাক্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলিয়া রুশ-বুর্জোয়াশ্রেণীর যথেষ্ট রাজনৈতিক আত্মপ্রত্যয় ছিল না এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতি হইতে পথ খুঁজিয়া বাহির

হওয়ার মত উদ্যোগের অভাব ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে রাজনৈতিক দলগঠন এবং ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক চাতুরী ব্যাপারে ফরাসী বুর্জোয়া-শ্রেণীর মত অভিজ্ঞতা তাহাদের ছিল না; মোটামুটি মতলব করিয়া কুটিল আপোসনিষ্পত্তি ব্যাপারে বুর্জোয়াশ্রেণীর মত বহুদর্শিতা তাহাদের ছিল না। তাহারা সম্প্রতিও জারের সঙ্গে একটা রফা করিবার চেষ্টায় ছিল; ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে জার যখন বিপর্য্যস্ত হইল এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতেই ক্ষমতা আসিল, তখন প্রকৃতপক্ষে জারের নীতি চালাইয়া যাওয়া ছাড়া অন্য কিছু তাহারা ভাবিতেই পারিল না। জারের মতই তাহারা "শেষ পর্য্যন্ত বিজয়ী হইবার জন্য যুদ্ধ" চালাইবার অনুকূলে কথা বলিল, যদিও যুদ্ধ চালানো দেশের ক্ষমতায় কুলাইত না এবং যুদ্ধের ফলে জনসাধারণ ও সৈন্যেরা একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। জারের মতই তাহারা প্রধানত বড় বড় জমিদারী বজায় রাখিতে চাহিল, যদিও কৃষকরা জমির অভাবে ও জমিদারের দাসত্ববন্ধনে মরিতে বসিয়াছিল। শ্রমিকদের প্রতি মনোভাব সম্বন্ধে বলা যায় যে রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি এমন ঘৃণা পোষণ করিত যে তাহারা জারকেও হার মানাইল; তাহারা কেবল কারখানামালিকদের কর্ত্তৃত্ব কায়েম রাখিবার ও বাড়াইবার চেষ্টা করে নাই, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা করিয়া বহু কারখানা বন্ধ রাখিয়া ঐ কর্ত্তৃত্বকে অসহনীয় করিয়া তুলিল।

জনসাধারণ যে জার ও বুর্জোয়াশ্রেণীর কর্ম্মপ্রণালীতে কোন মৌলিক প্রভেদ দেখে নাই এবং জারের প্রতি তাহাদের ঘৃণা যে এখন বুর্জোয়াদের অস্থায়ী সরকারের উপর গিয়া পড়িল, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

যতদিন আপোসপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্শেভিক পার্টিদের জনসাধারণের মধ্যে কিছু প্রভাব ছিল, ততদিন বুর্জোয়াদের পক্ষে নিজস্ব ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তাহাদিগকে একটা আবরণ হিসাবে

ব্যবহার করা সম্ভব ছিল। কিন্তু জনসাধারণের চক্ষে মেন্‌শেভিক ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর দালাল বলিয়া ধরা পড়িয়া প্রভাব হারাইবার পর হইতে বুর্জোয়াশ্রেণী ও অস্থায়ী সরকারের আব কোন অবলম্বন রহিল না।

(২) অক্টোবর বিপ্লবের পুরোভাগে ছিল রুশ শ্রমিকশ্রেণীর মত একটী বিপ্লবী শ্রেণী। যুদ্ধের মধ্যে এই শ্রেণী ইস্পাতের মত দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল; অল্পকালের মধ্যে দুইটী বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ইহার ছিল; তৃতীয় বিপ্লবের প্রাক্কালে এই শ্রেণীই যুদ্ধ-শান্তি, ভূমি, স্বাধীনতা ও সোশালিজ্‌মের জন্য সংগ্রামে জনগণের নেতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। রুশ শ্রমিকশ্রেণীর মত পুরোধা যদি বিপ্লব না পাইত, জনগণের আস্থা অর্জ্জন করিয়াছে এমন নেতা যদি না মিলিত, তো শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রী ঘটিত না, এবং ঐ মৈত্রীর অবর্ত্তমানে অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় সম্ভব হইত না।

(৩) কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাদের বিপুল সংখ্যাধিক্য, বিপ্লবসাধনে সেই দরিদ্র কৃষকদের মত কর্ম্মক্ষম মিত্র রুশ শ্রমিকশ্রেণী পাইয়াছিল। কৃষিকর্ম্মরত কৃষকসাধারণ সম্বন্ধে বলা যায় যে আট মাস ধরিয়া বিপ্লবের যে অভিজ্ঞতাকে অসঙ্কোচে "নিয়মিত অগ্রগতির" যুগের কয়েক দশকের সঙ্গে তুলনা করা যায়, সেই অভিজ্ঞতা তাহাদের পক্ষে নিরর্থক হয় নাই। এই সময়ে তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে রুশদেশের সকল পার্টিকে পরীক্ষা করার সুযোগ পাইয়াছিল এবং নিজেরা স্পষ্ট বুঝিয়াছিল যে কন্‌স্টিটুশনাল-ডেমক্রাট কিংবা সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি মেনশেভিকের দল কখনও জমিদারদের সঙ্গে যথার্থ সংঘর্ষে লাগিবে না কিংবা কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে না; তাহারা বুঝিয়াছিল যে রুশদেশে একমাত্র যে পার্টি জমিদারদের সঙ্গে একেবারে জড়িত ছিল না এবং কৃষকদের

প্রয়োজন মিটাইবার জন্য জমিদারদের শক্তি চূর্ণ করার জন্য তৈয়ার ছিল, সেই পার্টি হইল বল্‌শেভিক্ পার্টি। এই বিশ্বাস হইল সর্ব্বহারাশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীর সুদৃঢ় ভিত্তি। যে মাঝারি চাষীরা বহুদিন দোলায়মান অবস্থায় ছিল এবং মাত্র অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে সর্ব্বান্তঃকরণে বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হইযা দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে হাত মিলাইল, সেই মাঝাবি চাষীরা যে কি করিবে না করিবে, তাহা শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদেব মধ্যে মৈত্রীর জন্যই নির্দ্ধারিত হইতে পারিল।

এই মৈত্রী বিনা অক্টোবর বিপ্লব যে জযযুক্ত হইত না তাহা বলাই বাহুল্য।

(৪) রাজনৈতিক সংগ্রামে বারবার পরীক্ষিত ও পবিশোধিত বল্‌শেভিক্ পার্টির মত পার্টি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতা। চূড়ান্ত আক্রমণে জনগণকে পরিচালনা করার মত সাহস, ও লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার পথে যে নানা প্রচ্ছন্ন বাধা থাকে সেগুলি কাটাইয়া যাইবার মত সতর্কতা ছিল বলিয়াই শুধু বল্‌শেভিক্ পার্টির মত পার্টি এমন নিপুণভাবে একটী ব্যাপক বিপ্লবী প্রবাহের মধ্যে, যুদ্ধ-শান্তিব জন্য সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জমিদারী কাড়িয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে কৃষকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জাতীয় স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের জন্য অত্যাচারিত জাতিসমূহের আন্দোলন, এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদ ও সর্ব্বহারার একনায়কত্ব স্থাপনের জন্য সর্ব্বহারাশ্রেণীর সোশালিস্ট আন্দোলনের মত বিভিন্ন বিপ্লবী ধারাকে মিশাইয়া দিতে পারিল।

এই বিভিন্ন বিপ্লবী ধারাকে একটী ব্যাপক ও শক্তিশালী বিপ্লবী প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত করাই যে রুশদেশে ধনতন্ত্রের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৫) অক্টোবর বিপ্লব যখন আরম্ভ হয়, তখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রবলবেগে চলিতেছে, তখন প্রধান বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শত্রুতা তাহাদিগকে দুই দলে বিভক্ত করিয়াছে, তখন তাহারা পরস্পর বিগ্রহ এবং পরস্পরের সর্ব্বনাশ সাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে, এবং সেইজন্য তাহারা "রুশদেশের ব্যাপারে" হস্তক্ষেপ করিয়া উঠিতে পারে নাই এবং সক্রিয়ভাবে অক্টোবর বিপ্লবের বিরোধিতা করিতে পারে নাই।

অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবের বিজয়ে ইহা যে অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ।

৭। সোভিয়েট শক্তিকে সুসংস্থাপিত করার জন্য বল্‌শেভিক্‌ পার্টির সংগ্রাম—ব্রেস্ট্‌-লিটভ্‌স্ক্‌ সন্ধি—সপ্তম পার্টি কংগ্রেস

সোভিয়েট শক্তিকে সুসংস্থাপিত করার জন্য পুরাতন, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভাঙিয়া চুরিয়া নষ্ট করা এবং নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপন প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া, সমাজে যে শ্রেণীবিভাগ ও এক জাতি কর্ত্তৃক অন্য জাতির উপর অত্যাচার চলিতেছে তাহাকে নষ্ট করা, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান-গুলির বিশেষ অধিকার উঠাইয়া দেওয়া, সর্ব্বপ্রকার বৈধ ও অবৈধ বিপ্লববিরোধী পত্রিকা ও সংগঠনকে দমন করা, এবং বুর্জোয়া গণপরিষদকে ('কন্‌স্টিট্যুয়েন্ট্‌ অ্যাসেম্ব্‌লি') ভাঙিয়া দেওয়া দরকার ছিল। দেশের জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার পর সমস্ত বড় কারখানাকেও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার দরকার ছিল। সর্ব্বশেষে, যে যুদ্ধ সোভিয়েট শক্তিকে সুসংস্থাপিত করার পথে সব চেয়ে বেশী বাধা সৃষ্টি করিতেছিল, সেই যুদ্ধেরও অবসান ঘটানো দরকার ছিল।

১৯১৭ সালের শেষভাগ হইতে ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত মাত্র কয়েক মাসে এই সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হইল।

সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌দের কৌশলী পরিচালনায় পুরাতন মন্ত্রিসভার কর্ম্মচারীরা যে ধ্বংসকার্য্য চালাইতেছিল, তাহাকে চূর্ণ ও পর্য্যুদস্ত করা হইল। মন্ত্রিসভাগুলি উঠাইযা দিয়া সেই জায়গায় সোভিয়েট শাসনযন্ত্র এবং যথোপযুক্ত "পীপ্‌ল্‌স্‌ কমিসারিয়েট্‌" স্থাপন করা হইল। দেশের শিল্পকে পরিচালন করার জন্য "জাতীয় অর্থব্যবস্থার সর্ব্বোচ্চ পরিষদ" ("সুপ্রীম কাউন্সিল অফ ন্যাশনাল ইকনমি") প্রতিষ্ঠিত হইল। বিপ্লববিরোধ ও ধ্বংসকার্য্যেব বিরুদ্ধে লডিবার জন্য এফ, জেরঝিন্‌স্‌কিব নেতৃত্বে "নিখিল রুশ বিশেষ কমিশন" ("ভেচেকা") নিযুক্ত করা হইল। লালফৌজ ও নৌবাহিনী গঠন সম্পর্কে নির্দ্দেশ জানানো হইল। অক্টোবর' বিপ্লবেব পূর্ব্বেই যে গণপরিষদের নির্ব্বাচন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল, সেই গণপরিষদ যুদ্ধশান্তি, ভূস্বত্ব ও সোভিয়েটের হাতে রাষ্ট্রশক্তি দেওয়া সম্বন্ধে দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে অস্বীকার করায় তাহার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ, জমিদারী ব্যবস্থা এবং সামাজিক জীবনের সর্ব্বস্তরে অধিকার ভেদের অবসান ঘটাইবার জন্য, জমিদারী উঠাইয়া দিয়া, জাতি ও ধর্ম্মের ভিত্তিতে অধিকার বিলোপপ্রথা বন্ধ করিয়া, রাষ্ট্র হইতে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানকে পৃথক্‌ কবিয়া দিয়া, স্ত্রীলোকদের এবং রুশদেশের বিভিন্ন জাতিসমূহের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া, রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ প্রচারিত হইল।

"রুশদেশের জনগণের অধিকার ঘোষণা" শীর্ষক সোভিয়েট সরকারের এক বিশেষ নির্দ্দেশে বলা হয় যে রুশদেশের জনগণের অবাধ অগ্রগতি ও সম্পূর্ণ বৈষম্যবিলোপ সাব্যস্ত করার অধিকারকে রাষ্ট্রবিধানের মত সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইল।

বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক শক্তি নষ্ট করিয়া নূতন, সোভিয়েট জাতীয় অর্থব্যবস্থা সৃষ্টি করার জন্য, এবং প্রথমতঃ নূতন, সোভিয়েট শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য, ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, বিদেশী বাণিজ্য, বাণিজ্য বাহিনী এবং কয়লা, ধাতুশিল্প, তৈল, রসায়নশিল্প, যন্ত্রশিল্প, বস্ত্রশিল্প, চিনির কারবার ইত্যাদি শিল্পের সকল বিভাগে বড় বড় কারখানাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইল।

বিদেশী ধনিকদের কবল হইতে আমাদের দেশের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য, এবং বিদেশীদের শোষণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রুশ জার এবং অস্থায়ী সরকার বিদেশে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল, সেই ঋণকে বরবাদ করা হয়। পরদেশ জয় করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চালাইবার জন্য যে ঋণ জমিয়া উঠিয়াছিল এবং যাহা বিদেশী ধনিকদের কাছে রুশদেশকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছিল, আমাদের দেশের লোক সেই ঋণ পরিশোধ করিতে অস্বীকৃত হইল।

ইহারই অনুরূপ ব্যবস্থার ফলে বুর্জোয়া, জমিদার, প্রতিক্রিয়াশীল রাজকর্ম্মচারী ও বিপ্লববিরোধী পার্টিগুলির শক্তি মূলোৎপাটিত হইয়া গেল এবং দেশের মধ্যে সোভিয়েট সরকারের অবস্থা অনেক ভাল হইল।

কিন্তু যতদিন রুশদেশ জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত, ততদিন সোভিয়েট সরকারের অবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করা চলিল না। সোভিয়েট শক্তিকে চূড়ান্তভাবে সুসংস্থাপিত করিতে হইলে যুদ্ধ শেষ করা প্রয়োজন ছিল। তাই অক্টোবর বিপ্লবের জয়লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি যুদ্ধ-শান্তির জন্য সংগ্রামে নামিল।

"সকল যুধ্যমান দেশ ও তাহাদের সরকারকে অবিলম্বে ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক শান্তির জন্য আলোচনা আরম্ভ করিতে" সোভিয়েট সরকার ডাক দিল। কিন্তু মিত্রপক্ষ, অর্থাৎ বৃটেন ও ফ্রান্স, সোভিয়েট সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে গররাজী হইল। ইহার ফলে সোভিয়েটগুলির ইচ্ছা

অনুসারে সোভিয়েট সরকার জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করা স্থির করিল।

৩রা ডিসেম্বর তারিখে ব্রেস্ট্-লিটভস্কে আলোচনা আরম্ভ হইল। যুদ্ধ-শান্তির শর্ত্ত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে স্বাক্ষর করা হইল।

এই আলোচনা যখন হয়, তখন দেশে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় চলিতেছিল, তখন দেশের সকলে যুদ্ধের ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন আমাদের সৈন্যেরা পরিখা ছাড়িয়া যাইতেছিল, রণক্ষেত্র তখন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। আলোচনার মধ্যে পরিষ্কার জানা গেল যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা প্রাক্তন জার-সাম্রাজ্যের বিরাট অংশ দখল করিয়া বসিতে চায়, এবং পোলাণ্ড, য়ুক্রেন ও বল্‌টিক্ দেশগুলিকে জার্মানীর অধীন করিতে চায়।

এমন অবস্থায় যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার অর্থ হইল নবজাত সোভিয়েট রিপাবলিকের অস্তিত্ব লইয়া জুয়াখেলা। শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের সম্মুখে আসিল শান্তির দুর্ব্বহ শর্ত্তকেও স্বীকার করার প্রয়োজন, এবং তখনকার সবচেয়ে সাংঘাতিক লুণ্ঠননিপুণ জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদের কাছে হটিয়া গিয়া এমন একটী অবসর সংগ্রহ করার প্রয়োজন, যে অবসরে সোভিয়েটশক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠ করা যাইবে এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষায় সমর্থ নূতন লালফৌজ গড়িয়া তুলা যাইবে।

মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি হইতে আরম্ভ করিয়া সবচেয়ে উদ্ধত "শ্বেতরক্ষী" পর্য্যন্ত সকল বিপ্লববিরোধীই শান্তিস্থাপনের বিরুদ্ধে উন্মত্ত প্রচার চালাইল। তাহাদের কর্ম্মপ্রণালী ছিল বেশ সুস্পষ্ট : শান্তিবিষয়ে আলোচনা পণ্ড করিয়া জার্মান আক্রমণের প্ররোচনা দেওয়া এবং এই উপায়ে যে সোভিয়েটশক্তি তখনও দুর্ব্বল তাহাকে বিপন্ন করা এবং শ্রমিক ও কৃষকদের সমস্ত সাফল্য কাড়িয়া লওয়ার চেষ্টাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

এই সাংঘাতিক চক্রান্তে তাহাদের মিত্র ছিল ট্রট্‌স্কি ও তাহার সহকর্ম্মী বুখারিন। রাডেক ও পিয়াটাকভ্‌কে লইয়া বুখারিন "বামপন্থী কমিউনিস্ট" ছদ্মবেশে পার্টির প্রতি শত্রুতা করার জন্য একটী দলের নেতৃত্ব করে। পার্টির মধ্যে ট্রট্‌স্কি ও "বামপন্থী কমিউনিস্ট" দল লেনিনের বিরুদ্ধে দারুণ সংগ্রাম লাগাইল, যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার দাবী উপস্থাপিত করিল। পরিষ্কার দেখা গেল যে এইসব লোক জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশের মধ্যে বিপ্লববিরোধীদের চক্রান্তেরই সমর্থন করিত, কারণ যে নবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রের তখনও কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না, তাহাকেই জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের সম্মুখে অরক্ষিত অবস্থায় ছাড়িয়া দিবার চেষ্টায় ছিল।

বামপন্থী বাক্‌বিস্তারের জালে নিপুণভাবে ঢাকিয়া রাখিয়া ইহা প্রকৃতপক্ষে প্ররোচকদেরই কর্ম্মপ্রণালী হইয়া রহিল।

১৯১৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্রেস্ট্‌-লিটভ্‌স্কে শান্তির জন্য আলোচনা ভাঙ্গিয়া গেল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নামে লেনিন এবং স্টালিন শান্তির শর্ত্ত স্বাক্ষর করা সম্বন্ধে জোর করিয়া জানাইলেও, ব্রেস্ট্‌-লিটভ্‌স্কে সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের নেতা ট্রট্‌স্কি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বল্‌শেভিক্‌ পার্টির সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ভঙ্গ করে। জার্ম্মানী যে-সব শর্ত্ত উপস্থাপিত করে, সে-শর্ত্তে সোভিয়েট রাষ্ট্র শান্তিস্থাপনে অস্বীকৃত বলিয়া ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে সে জার্ম্মানদের জানাইয়া দেয় যে সোভিয়েট রাষ্ট্র লড়িবে না এবং সৈন্যবাহিনীকে সাধারণ নাগরিক জীবনে ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

এরূপ কাণ্ডের ফলাফল ভয়াবহ হইল। সোভিয়েট দেশের স্বার্থের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহার কাছে জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদীরা ইহার বেশী কিছু চাহিতে পারিত না।

জার্মান সরকার যুদ্ধবিরতির শর্তগুলি ভাঙ্গিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিল। আমাদের পুরাতন বাহিনীর অবশিষ্টাংশ জার্মান সৈন্যদের আক্রমণের ধাক্কায় ভাঙ্গিয়া পড়িল, ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। জার্মানরা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া বিপুল এলাকা দখল করিল, পেট্রোগ্রাডকে পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিল। সোভিয়েট শক্তিব উচ্ছেদ ঘটাইয়া আমাদের দেশকে অধীন করার মতলবে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েট দেশকে আক্রমণ করিল। প্রাচীন জারবাহিনীর ধ্বংসাবশেষ জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সুসজ্জিত ফৌজকে ঠেকাইতে পারিল না, আঘাত খাইয়া ক্রমাগতই পিছু হটিতে লাগিল।

কিন্তু জার্মানদের এই আক্রমণ হইল দেশব্যাপী এক বিপুল বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সঙ্কেত। "সোশালিস্ট পিতৃভূমি বিপন্ন!" বলিয়া পার্টি ও সোভিযেট সবকার ডাক দিল। এই ডাকের জবাবে শ্রমিকশ্রেণী সোৎসাহে লালফৌজের পল্টন বানাইতে লাগিল। নূতন ফৌজের সদ্যগঠিত দলগুলি বিপ্লবী জনতার সৈন্যবাহিনীরূপে বীরদর্পে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত জার্মান লুণ্ঠকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালাইল। নার্ভা ও প্‌স্কভে জার্মান আক্রমণকারীরা অটল প্রতিরোধের জোরে পবাভূত হইল। পেট্রোগ্রাড অভিমুখে তাহাদেব অভিযান আট্‌কাইয়া গেল। যে-দিন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সৈন্যবাহিনীকে হটাইয়া দেওয়া হয়, সেই ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখকে লালফৌজেব জন্মদিন বলিয়া ধরা হয়।

১৯১৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অবিলম্বে শান্তিস্থাপনের কথা তুলিয়া জার্মান সরকারের কাছে তার পাঠানো সম্পর্কে লেনিনের প্রস্তাব পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন করে। কিন্তু আরও সুবিধা-জনক শর্ত্ত পাইবার উদ্দেশ্যে জার্মানরা আরও বেশী দূর অগ্রসর হইতে লাগিল; কেবল ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জার্মান সরকার সন্ধিপত্রে

স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছুক বলিয়া জানায়। প্রথমে শান্তির যে-শর্ত্ত প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহার চেয়ে এখনকার শর্ত্ত অনেক বেশী দুর্ব্বহ্ হইল।

শান্তিস্থাপনের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ট্রট্‌স্কি, বুখারিন ও অন্যান্য ট্রট্‌স্কিপন্থীর বিরুদ্ধে লেনিন, স্টালিন ও স্‌ভের্দ্‌লভ্‌কে তুমুল সংগ্রাম করিতে হয়। লেনিন ঘোষণা করেন যে বুখারিন ও ট্রট্‌স্কি "আসলে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের **সাহায্য** করিয়াছে এবং জার্মানীতে বিপ্লবের উদ্ভব ও বিকাশকে **বাধা** দিয়াছে।" (লেনিন, "কলেক্টেড ওয়ার্ক্‌স্", রুশ সংস্করণ, দ্বাবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৩০৭)

২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটি জার্মান কর্ত্তৃপক্ষের শর্ত্ত গ্রহণ করিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার সিদ্ধান্ত করে। সোভিয়েট রিপাব্‌লিক্‌কে ট্রট্‌স্কি ও বুখারিনের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হইয়াছিল। লাট্‌ভিয়া, এস্তোনিয়া,—পোলাণ্ডের তো কথাই নাই—জার্মানদের হাতে চলিয়া যায়; সোভিয়েট রাষ্ট্র হইতে য়ুক্রেনকে ছিন্ন করিয়া লইয়া জার্মানীর অধীন দেশে পরিণত করা হয়। জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দিতে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে অঙ্গীকার করিতে হয়।

ইতিমধ্যে, বিশ্বাসঘাতকতার পঙ্কে আরও গভীরভাবে নিমজ্জিত হইয়া "বামপন্থী কমিউনিস্টরা" লেনিনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাইল।

"বামপন্থী কমিউনিস্টরা" (বুখারিন, ওসিন্‌স্কি, ইয়াকোভলেভা, স্টুকভ্ ও মাণ্ট্‌সেভ্) সাময়িকভাবে পার্টির যে মস্কো অঞ্চলস্থ কর্ম্মকেন্দ্র দখল করিয়া বসে, সেখানে পার্টির মধ্যে ভাঙন ধরাইবার মতলবে কেন্দ্রীয় কমিটির উপর অনাস্থা জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই কর্ম্মকেন্দ্র ["ব্যুরো"] হইতে ঘোষণা করা হয় যে ইহার বিবেচনায় "খুবই

নিকট ভবিষ্যতে পার্টির মধ্যে ভাঙন একরকম অনিবার্য্য।" এমনকি "বামপন্থী কমিউনিস্টরা" তাহাদের প্রস্তাবে এতদূর অগ্রসর হইল যে তাহারা সোভিয়েটবিরোধী মনোভাবই দেখাইল। তাহারা ঘোষণা করিল যে "সোভিয়েটশক্তি এখন নিছক নামমাত্র ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি যে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের খাতিরে সোভিয়েট-শক্তি নষ্ট হইয়া যাইলে আমাদের তাহাতে সম্মত হওয়া উচিত।"

এই সিদ্ধান্তকে লেনিন "অদ্ভুত ও ভয়াবহ" আখ্যা দেন।

ট্রটস্কি ও "বামপন্থী কমিউনিস্টদের" এই পার্টিবিরোধী আচরণের প্রকৃত কারণ তখনও পার্টির কাছে পরিষ্কার হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি (১৯৩৮এর প্রথমে লিখিত) সোভিয়েটবিরোধী "দক্ষিণপন্থী ও ট্রটস্কি-পন্থীদের দলের" যে বিচার হইয়াছে, সেখানে প্রমাণ হয় যে বুখারিন তাহার নেতৃত্বে "বামপন্থী কমিউনিস্টের" দল, ট্রটস্কি ও "বামপন্থী" সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের সঙ্গে মিলিয়া তখন সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র চালাইতেছিল। এখন জানা গিয়াছে যে বুখারিন, ট্রটস্কি ও তাহাদের সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা ব্রেস্ট্-লিটভ্স্ক্ সন্ধিকে লণ্ডভণ্ড করা, লেনিন, স্টালিন ও স্ভের্দ্লভ্কে গ্রেপ্তার করিয়া খুন করা, এবং বুখারিন ও ট্রটস্কির অনুচর ও "বামপন্থী" সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের লইয়া নূতন সরকার গঠন সম্বন্ধে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল।

এই প্রচ্ছন্ন বিপ্লববিরোধী চক্রান্ত পাকাইবার সময় "বামপন্থী কমিউনিস্টের" দল ট্রটস্কির সহায়তায় খোলাখুলিভাবে বল্‌শেভিক্ পার্টিকে আক্রমণ করে, পার্টিকে ভাঙিয়া সভ্যদের মধ্যে সংহতিভেদ ঘটাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই দারুণ দুঃসময়ে পার্টি লেনিন, স্টালিন ও স্ভের্দ্লভ্কে ঘিরিয়া সম্মিলিত হয় এবং শান্তি ও অন্যান্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিকে সমর্থন করে।

"বামপন্থী কমিউনিস্ট" দল কোণঠাসা হইয়া পড়িয়া পরাজিত হয়।

যুদ্ধশান্তিবিষয়ে পার্টি যাহাতে চরম সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতে পারে, সেজন্য সপ্তম পার্টি কংগ্রেস আহুত হয়।

১৯১৮ সালের ৬ই মার্চ তারিখে কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। আমাদের পার্টি রাষ্ট্রশক্তি লইবার পর ইহাই প্রথম কংগ্রেস। একলক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার পার্টি সভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে যে-ডেলিগেটরা আসে, তাঁহাদের মধ্যে ৪৬ জনের ভোট দিবার অধিকার ছিল, আর ৫৮ জনের ভোট না থাকিলেও আলোচনায় অধিকার ছিল। বস্তুত, তখন পার্টির সভ্য সংখ্যা ২,৭০,০০০ এর কম ছিল না। জরুরী তাগিদে কংগ্রেস বসার দরুণ অনেকগুলি সংগঠনের পক্ষে যথাসময়ে ডেলিগেট পাঠাইতে না পারা, এবং তখন যে-সব অঞ্চল জার্মানদের দখলে ছিল সেখানকার সংগঠনগুলির পক্ষে একেবারেই কোন ডেলিগেট পাঠাইতে না পারা হইল সংখ্যার এই অসঙ্গতির কারণ।

ব্রেস্ট্‌-লিটভ্‌স্ক্‌ সন্ধি সম্বন্ধে এই কংগ্রেসে রিপোর্ট দিবার সময় লেনিন বলেন যে, "...পার্টির ভিতরে বামপন্থী বিরুদ্ধবাদীরা সংগঠিত হওয়ায় পার্টি যে কঠোর সঙ্কটের অভিজ্ঞতা পাইতেছে, তাহা হইল রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটী সবচেয়ে গুরুতর সঙ্কট।" (লেনিন, "সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌", ইংরেজী সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩-৯৪)

ব্রেস্ট্‌-লিটভ্‌স্ক্‌ সন্ধি সম্বন্ধে লেনিন যে প্রস্তাব দাখিল করেন তাহার পক্ষে ৩০ ও বিপক্ষে ১২ ভোট হওয়ার ফলে সেটী গৃহীত হয়; পাঁচজন কোনপক্ষে ভোট দেয় নাই।

এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরদিন লেনিন, "এক শোকাবহ শান্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেন:—"সন্ধির শর্ত্তগুলি কঠোর এবং প্রায় অসহ্য। কিন্তু ইতিহাস তাহার প্রাপ্য দাবী করিবেই।...আসুন,

আমরা সংগঠন, সংগঠন, বার বার সংগঠনের কাজে নামি। সকল পরীক্ষা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ আমাদেরই হাতে।" (লেনিন, "কলেক্টেড্ ওয়ার্ক্স্," রুশ সংস্করণ, দ্বাবিংশ খণ্ড, পৃঃ ২৮৮)

কংগ্রেস এই প্রস্তাবে ঘোষণা করে যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি যে সোভিয়েট দেশকে আবার সামরিক আক্রমণ করিবে তাহা অনিবার্য্য। সুতরাং বিশেষ উৎসাহ ও সঙ্কল্প লইয়া শ্রমিক ও কৃষকদের শৃঙ্খলা ও পার্টির আত্মশৃঙ্খলাকে আরও শক্ত করা, সোভিয়েট দেশরক্ষায় আত্মোৎসর্গের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা, লালফৌজকে সংগঠিত করা, এবং সকলের জন্য সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা হইল কংগ্রেসের মতে পার্টির মূলগত কর্ত্তব্য।

ব্রেস্ট্-লিটভ্স্ক্ সন্ধি সম্পর্কে লেনিনের নীতিকে সমর্থন করিয়া কংগ্রেস ট্রট্স্কি ও বুখারিনের নিন্দা করিল এবং কংগ্রেসের মধ্যেই দলভাঙানো ব্যাপারে পরাজিত "বামপন্থী কমিউনিস্টদের" ব্যস্ততাকে কলঙ্কজনক বলিয়া বর্ণনা করিল।

ব্রেস্ট্-লিটভ্স্ক্ সন্ধিব ফলে কিছু বিরাম পাইয়া পার্টি সোভিয়েট-শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠ করা ও দেশেব অর্থনৈতিক জীবনকে সংগঠিত কবার কাজে মনোযোগ দিতে পারিল।

সাম্রাজ্যবাদী পক্ষের ভিতর যে সংঘাত ছিল (মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর লড়াই তখনও চলিতেছিল), তাহার সুযোগ লইযা শত্রুর শক্তিকে বিশ্লিষ্ট করা, সোভিয়েট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংগঠন করা এবং লালফৌজ সৃষ্টি করা ঐ সন্ধির জন্যই সম্ভব হইল।

সন্ধির ফলে সর্ব্বহারাশ্রেণীর পক্ষে কৃষকসম্প্রদায়ের বন্ধুতা না হারাইয়া গৃহযুদ্ধে শ্বেতরক্ষী সেনাপতিদিগকে পরাজিত করার মত শক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হইল।

অবস্থা যখন অগ্রগমনের পক্ষে অনুকূল, তখন কেমন করিয়া নির্ভয়ে ও দৃঢ়সংকল্প হইয়া অগ্রসর হইতে হয়, তাহা অক্টোবর বিপ্লবের যুগে লেনিন বল্‌শেভিক্ পার্টিকে শিখাইয়া দেন। যখন শত্রুর শক্তি স্পষ্টই আমাদের তুলনায় অনেক বেশী তখন পরে পূর্ণ উৎসাহ লইয়া নূতন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে কেমন করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হটিতে হয়, তাহা ব্রেস্ট্-লিটভ্‌স্ক্ সন্ধির যুগে লেনিন পার্টিকে শিখাইলেন।

লেনিনের নীতি যে নির্ভুল তাহা ইতিহাস সম্যক্ প্রমাণ করিয়াছে। সপ্তম কংগ্রেসে পার্টির নাম ও কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করা স্থির হয়। পার্টির নাম বদ্‌লাইয়া হইল রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বল্‌শেভিক্)—আর, সি, পি (বি)। আমাদের পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টি বলার প্রস্তাব লেনিন করিলেন, কারণ এই নামের সঙ্গে পার্টির উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সুনির্দ্দিষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

লেনিন ও স্টালিন-প্রমুখ কয়েকজনকে লইয়া একটী বিশেষ কমিশন নির্ব্বাচিত হয়। ইহার কাজ হইল পার্টির নূতন কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করা; লেনিনের খসড়া ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হইল।

এই ভাবে সপ্তম কংগ্রেস এক বিরাট ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিল; পার্টির ভিতর "বামপন্থী কমিউনিস্ট" ও ট্রট্স্কিপন্থীর মত ছদ্মবেশী গোপন শত্রুকে ইহা পরাজিত করিল; সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হইতে ইহা দেশকে সরাইয়া আনিতে সফল হইল; শান্তি ও অবকাশ ইহা আনিয়া দিল; ইহার জন্য লালফৌজ সংগঠনে পার্টি সময় পাইল এবং জাতির অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় সোশালিস্ট শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তনের কাজ কংগ্রেস পার্টিকে দিল।

৮। সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণে প্রথম ধাপ সম্বন্ধে লেনিনের পরিকল্পনা—গরীব চাষীদের কমিটি ও ধনী চাষীদের ক্ষমতা হ্রাস—বামপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের বিদ্রোহ ও তাহার দমন—পঞ্চম সোভিয়েট কংগ্রেস এবং রুশ সোভিয়েট সোশালিস্ট সংঘের শাসনবিধি নিরূপণ

শান্তিস্থাপনের ফলে কিছু অবকাশ পাইযা সোভিয়েট সরকার সোশালিস্ট সমাজনির্ম্মাণের কাজে লাগিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর হইতে ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সময়কে লেনিন বলেন "ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে রেডগার্ডদের আক্রমণের" স্তর। ১৯১৮ সালের প্রথমার্দ্ধে সোভিয়েট সরকার বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক শক্তি চূর্ণ করিল, জাতির অর্থনৈতিক জীবনের আসল ঘাঁটিগুলি (কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, বিদেশী বাণিজ্য, বাণিজ্য বাহিনী প্রভৃতি) নিজের মুঠির মধ্যে আনিল, রাষ্ট্রশক্তির বুর্জোয়াযন্ত্রকে ভাঙিযা দিল এবং সোভিয়েট শক্তির উচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য বিপ্লববিরোধীদের প্রথম প্রচেষ্টাকে নিষ্পিষ্ট করিতে সফল হইল।

কিন্তু এই কয়েকটী কাজই যথেষ্ট ছিল না। প্রগতি আনিতে হইলে প্রাচীন ব্যবস্থা ধ্বংস করার পর নূতন ব্যবস্থানির্ম্মাণ প্রয়োজন ছিল। তাই ১৯১৮ সালের বসন্তকালে "উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ" করা থেকে সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের নূতন এক স্তরে রূপান্তর আরম্ভ হইল—যে সাফল্য পূর্ব্বে অর্জ্জিত হইযাছিল, সংগঠনের দিক হইতে তাহাকে সুসংগঠিত করা, সোভিয়েট জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা আরম্ভ হইল। লেনিন বলিলেন যে সোশালিস্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার

ভিত্তিস্থাপন করিতে লাগিয়া এই অবকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ লওয়া উচিত। নূতনভাবে উৎপাদনকে সংগঠন ও পরিচালন করিতে বল্‌শেভিক্‌দের শিখিতে হইয়াছিল। লেনিন লিখিলেন যে বল্‌শেভিক্ পার্টি রুশদেশকে বুঝাইয়াছে, বল্‌শেভিক্ পার্টি জনগণের কল্যাণার্থে ধনীদের কবল হইতে রুশদেশকে ছিনাইয়া লইয়াছে, এখন বল্‌শেভিক্‌দের রুশদেশ শাসন করিবার শিক্ষা পাইতে হইবে।

লেনিনের অভিমত ছিল এই যে তখন দেশে উৎপন্ন সমস্ত জিনিসের হিসাব রাখা এবং উৎপন্ন দ্রব্য বণ্টন বিষয়ে তত্ত্বাবধান করাই প্রধান কাজ। দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থায় পেতি-বুর্জোয়াদেরই প্রাধান্য ছিল। শহর ও গ্রামে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে মালিকের দলের মধ্যে ধনতন্ত্রের পরিপোষণক্ষেত্র রহিয়া গিয়াছিল। এই ছোট ছোট মালিকরা শ্রমিকশৃঙ্খলা কিংবা নাগরিক শৃঙ্খলা মানিত না; তাহারা রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান ও হিসাবপরীক্ষা-ব্যবস্থায় রাজী হইত না। এই সঙ্কটসময়ে পেতি-বুর্জোয়াদের মধ্যে ঝুঁকি ব্যবসা ও অতিরিক্ত মুনাফা জোগাড় করিবার জন্য কাদা মাখামাখি, এবং জনগণ অভাবগ্রস্ত বলিয়া ছোট মালিক ও ব্যবসায়ীদের লাভের চেষ্টা হইল বিশেষ ভয়ঙ্কর।

কাজে অপরিচ্ছন্নতা এবং শিল্পকর্ম্মে শ্রমিকশৃঙ্খলার অভাবের বিরুদ্ধে পার্টি প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। শ্রমসম্পর্কে নূতন অভ্যাস আয়ত্ত করিতে জনগণ বিলম্ব করিতেছিল। সুতরাং এই সময়ে শ্রমিকশৃঙ্খলার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা হইল প্রধান কাজ।

শিল্পকর্ম্মে সোশালিস্ট প্রতিযোগিতা বাড়াইয়া যাইয়া, কাজ অনুপাতে পারিশ্রমিকের প্রবর্ত্তন করা, সকলকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়ার বিরোধিতা করা, এবং যে অলস ও মুনাফালোভীর দল রাষ্ট্রের নিকট হইতে যথাসম্ভব বাগাইয়া লওয়ার মতলব করিয়াছিল শিক্ষা ও উপদেশদান

ছাড়াও তাহাদের সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন লেনিন দেখাইয়া দেন। তিনি বলিলেন যে প্রাত্যহিক কাজের মধ্য দিয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমব্যস্ত মানুষ নূতন শৃঙ্খলা—শ্রমিকশৃঙ্খলা, কমরেড-সম্পর্কজাত শৃঙ্খলা, সোভিয়েট শৃঙ্খলার বিকাশ ঘটাইবে, কিন্তু "এই কাজ সম্পূর্ণ এক ঐতিহাসিক যুগ ব্যাপিয়া চলিবে।" (লেনিন, "সিলেক্টেড্ ওয়ার্ক্‌স্", ইংরেজী সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৩)

সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণ ও নূতন সোশালিস্ট উৎপাদনসম্পর্ক লইয়া. এই সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে লেনিন "সোভিয়েট সরকারের আশু কর্ত্তব্য" শীর্ষক বিখ্যাত পুস্তকে আলোচনা করেন। .

সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌দের সঙ্গে একজোট হইয়া "বামপন্থী কমিউনিস্টরা" এই সমস্যাগুলি লইয়াও লেনিনের বিরুদ্ধে লড়িতে থাকে। শৃঙ্খলাপ্রবর্ত্তন, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে একজন করিয়া তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ, শিল্পকর্ম্মে বিচক্ষণ বুর্জোয়াদের কাজ দেওয়া, এবং কার্য্যকরী ব্যবসায় পদ্ধতি গ্রহণ বিষয়ে বুখারিন, ওসিন্‌স্‌কি প্রভৃতি বিরোধিতা করে। লেনিনের কর্ম্মপ্রণালী বুর্জোয়া অবস্থাকে ফিরাইয়া আনিবার নামান্তর বলিয়া তাহারা লেনিনের অপবাদ রটাইল। সঙ্গে সঙ্গে "বামপন্থী কমিউনিস্টরা" রুশদেশে সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণ ও সোশালিজ্‌মের বিজয় অসম্ভব বলিয়া ট্রট্‌স্কির অভিমত প্রচার করিতে থাকিল।

যে-কুলাক্, এবং অলস মুনাফালোভীরা সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলার বিরোধী ছিল এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, হিসাবপত্র ও তত্ত্বাবধান সম্পর্কে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বের প্রতিকূলে ছিল, তাহাদেরই পক্ষসমর্থন করিতে যাইয়া "বামপন্থী কমিউনিস্টরা" "বামপন্থী" বাক্‌বিস্তার দ্বারা ছদ্মবেশ পরিধান করিত।

নূতন সোভিয়েট শিল্পসংগঠনের নীতি স্থির করিয়া পার্টি গ্রাম অঞ্চলের সমস্যা লইয়া পড়িল। এই সময় সেখানে কুলাক্ ও গরীব চাষীদের মধ্যে

সংঘর্ষের তাণ্ডব চলিতেছিল। কুলাক্‌রা শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল এবং জমিদারদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা জমি দখল করিতেছিল। গরীব চাষীদের পক্ষে সাহায্য প্রয়োজন ছিল। কুলাক্‌রা সর্ব্বহারা সরকারের সঙ্গে লড়িতে থাকে, বাঁধা দরে খাদ্যশস্য বিক্রয় করিতে গররাজী হয়। তাহারা সোভিয়েট রাষ্ট্রকে উপবাস করাইয়া সোশালিস্ট ব্যবস্থা পরিত্যাগে বাধ্য করিতে চায়। এই বিপ্লববিরোধী কুলাক্‌দের নিষ্পেষিত করার কাজ পার্টি লইল। গরীব চাষীদের সংগঠিত করা এবং যে-কুলাকরা বাড়তি খাদ্যশস্য আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাফল্যকে নিশ্চিত করার জন্য দলে দলে কারখানাশ্রমিকদের গ্রামাঞ্চলে পাঠানো হইল।

লেনিন লিখিলেন, "কমরেড ও শ্রমিকগণ, স্মরণ রাখুন যে এখন বিপ্লবের সঙ্কটমুহূর্ত্ত। স্মরণ রাখুন যে এখন **কেবল আপনারাই** বিপ্লবকে বাঁচাইতে পারেন, অন্য কেহই পারে না। আমরা হাজারে হাজারে সুনির্ব্বাচিত, রাজনীতি ব্যাপারে অগ্রসর এমন শ্রমিককে আজ চাই, যাহাদের সোশালিজ্‌মের লক্ষ্যের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ আছে, ঘুষ লওয়া ও চুরির লোভে যাহারা পথভ্রষ্ট হইতে পারে না, যাহারা কুলাক্‌, মুনাফালোভী, লুণ্ঠক, উৎকোচদাতা ও সংগঠনভঙ্গকারকদের বিরুদ্ধে লৌহব্যূহ সৃষ্টি করিতে সমর্থ।" (লেনিন, "কলেক্টড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌", রুশ সংস্করণ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পৃঃ ২৫)

লেনিন বলিলেন, "খাদ্যের জন্য সংগ্রামই সোশালিজ্‌মের জন্য সংগ্রাম।" এই স্লোগান লইয়া দলে দলে শ্রমিককে গ্রামাঞ্চলে পাঠাইবার ব্যবস্থা সংগঠিত হইল। যে-অনেকগুলি সরকারী নির্দ্দেশ প্রকাশিত হইল, তদনুসারে খাদ্যবিষয়ে একনায়কত্বের ('ডিক্টেটরশিপ') ব্যবস্থা হইল এবং পীপ্‌ল্‌স্‌ কমিসারিয়াটের মুখপত্রগুলিকে বাঁধা দরে খাদ্যশস্য কেনা সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইল।

১৯১৮ সালের ১১ই জুন তারিখে প্রকাশিত এক নির্দ্দেশে **গরীব চাষীদের কমিটি** গড়িবার ব্যবস্থা হইল। কুলাক্‌দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, বাজেয়াপ্ত জমিবণ্টন এবং কৃষিযন্ত্র বিতরণ বিষয়ে, কুলাক্‌দের কাছ থেকে বাড়্‌তি খাদ্যশস্য সংগ্রহে, এবং শ্রমিক কেন্দ্রগুলি ও লালফৌজকে খাদ্য সরবরাহ ব্যাপারে এই কমিটিগুলি খুব জরুরী কাজ করে। কুলাক্‌দের ৫ কোটী "হেক্‌টার" জমি গরীব ও মাঝারি চাষীদের হাতে যায়। কুলাক্‌দের উৎপাদন প্রকরণের একটা বড় অংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া গরীব চাষীদের দেওয়া হয়।

গ্রামাঞ্চলে সোশালিস্ট বিপ্লব বিকাশে এই গরীব চাষীদের কমিটি গঠন অগ্রগতির একটী স্তর। গ্রামগুলিতে সর্ব্বহারা এক নায়কত্বের শক্ত ঘাঁটি ছিল এই কমিটিগুলি। প্রধানতঃ ইহাদেরই মধ্যস্থতায় কৃষকদের মধ্য হইতে লালফৌজের সৈন্যসংগ্রহ হইতে লাগিল।

গ্রামাঞ্চলে এই সর্ব্বহারা প্রচার এবং গরীব চাষীদের কমিটি সংগঠন দেশে সোভিয়েট শক্তিকে সুসংস্থাপিত করিল এবং সোভিয়েট সরকারের পক্ষে মাঝারি চাষীকে টানিযা আনার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ করিল।

১৯১৮ সালের শেষে যখন তাহাদের কাজ সম্পূর্ণ হইল তখন গ্রাম সোভিয়েটগুলির মধ্যে গরীব চাষীদের কমিটি মিশিয়া গেল, তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অবসান ঘটিল।

১৯১৮ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে যে পঞ্চম সোভিয়েট কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়, সেখানে "বামপন্থী" সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা কুলাক্‌দের স্বপক্ষে দাঁড়াইয়া লেনিনের বিরুদ্ধে নিদারুণ আক্রমণ করে। তাহারা দাবী জানাইল যে কুলাক্‌দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থামাইয়া দেওয়া হউক্ এবং

গ্রামাঞ্চলে খাদ্যসংগ্রহের জন্য শ্রমিকদের দল পাঠানো বন্ধ করা হউক। কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া তাহাদের কর্ম্মপ্রণালীর বিরোধিতা করিতেছে দেখিয়া "বামপন্থী" সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা মস্কোতে এক বিদ্রোহ লাগাইয়া দেয় এবং ত্রিয়োখশ্বিয়াতিতেল্‌স্কি রাস্তাটী দখল করিয়া সেখান থেকে ক্রেম্‌লিনের উপর গোলা ফেলিতে থাকে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বল্‌শেভিক্‌রা এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলে। দেশের অন্যান্য জায়গায় "বামপন্থী" সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা বিদ্রোহ বাধাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু এই সব কাণ্ডকে শীঘ্রই সর্ব্বত্র দমন করা হয়।

সোভিয়েটবিরোধী "দক্ষিণপন্থী ও ট্রট্‌স্কিবাদীর দলের" বিচারে এখন প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বুখারিন ও ট্রট্‌স্কি "বামপন্থী" সোশালিস্ট রেভল্যুশনাবিদের বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সে-বিষয়ে খবর রাখিত ও সম্মতি দিয়াছিল। বুখারিন ও ট্রট্‌স্কির অনুচরেরা "বামপন্থী" সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের সঙ্গে মিলিয়া সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে যে-ব্যাপক বিপ্লববিরোধী চক্রান্ত করে, ইহা তাহারই একাংশ।

এই সঙ্কট সময়েই ব্লুম্‌কিন্‌ নামে এক "বামপন্থী" সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি জার্মান দূতাবাসে ঢুকিয়া পড়িয়া মস্কোতে জার্মান রাষ্ট্রদূত মিরবাখ্‌কে খুন করে। পরে এই লোকটি ট্রট্‌স্কির একজন ভাড়াটিয়া হয়। ইহার মতলব ছিল জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ লাগাইবার প্ররোচনা দেওয়া। কিন্তু সোভিয়েট সরকার যুদ্ধ এড়াইয়া বিপ্লববিরোধীদের প্ররোচক পরিকল্পনাকে বাতিল করিয়া দেয়।

পঞ্চম সোভিয়েট কংগ্রেসে প্রথম সোভিয়েট শাসনবিধি—সংযুক্ত রুশ সোভিয়েট সোশালিস্ট রাষ্ট্রের শাসনবিধি গৃহীত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবর, এই আট মাসে বল্‌শেভিক্ পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশকে এবং অধিকাংশ সোভিয়েটগুলিকে স্বপক্ষে টানিয়া আনার অত্যন্ত দুরূহ কাজটী সম্পাদন করিল, এবং সোশালিস্ট বিপ্লবের পক্ষে লক্ষ লক্ষ কৃষকের সমর্থন সংগ্রহ করিল। পেতি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির (সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি, মেন্‌শেভিক্ ও নৈরাজ্যবাদী) কর্ম্মপ্রণালীর আসল প্রকৃতি ধাপে ধাপে জাহির করিয়া দিয়া এবং তাহারা যে শ্রমরত জনগণেব স্বার্থের হানি ঘটাইতেছিল দেখাইয়া দিয়া, বল্‌শেভিক্ পার্টি জনগণকে তাহাদেব প্রভাব হইতে সরাইয়া আনিল। অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে বল্‌শেভিক্‌পার্টি যুদ্ধক্ষেত্রে দেশেব অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক কাজ চালাইল।

এই সময় পার্টির ইতিহাসে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল বিদেশে নির্ব্বাসন হইতে লেনিনের প্রত্যাবর্ত্তন, তাঁহাব এপ্রিল সিদ্ধান্তসমূহ, এপ্রিলের পার্টি সম্মেলন এবং ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস। পার্টির সিদ্ধান্তগুলি শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে শক্তির উৎস হইল এবং বিজয়ে বিশ্বাস জাগাইয়া শ্রমিকশ্রেণীকে অনুপ্রাণিত করিল; বিপ্লবের কঠিন সমস্যাগুলির সমাধান শ্রমিকরা পার্টির সিদ্ধান্তে দেখিতে পাইল। এপ্রিলের সম্মেলন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হইতে সোশালিস্ট বিপ্লবেব পর্য্যায়ে রূপান্তর ঘটাইবার সংগ্রামের দিকে পার্টির চেষ্টাকে পরিচালিত করিল। বুর্জোয়া-শ্রেণী ও তাহাদের অস্থায়ী সরকারেব বিরুদ্ধে পার্টির সশস্ত্র অভ্যুত্থানে ষষ্ঠ কংগ্রেস নেতৃত্ব করিল।

আপোসপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক্ পার্টি, নৈরাজ্যবাদী ও অন্যান্য যে পার্টিগুলি কমিউনিস্ট ছিল না, তাহারা আত্মবিকাশের বৃত্ত সম্পূর্ণ করিয়া সকলেই অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব্বে বুর্জোয়া পার্টিতে পরিণত হইল এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অটুট ও কায়েম রাখিবার জন্য লড়িল। বুর্জোয়াশ্রেণীর

উচ্ছেদ ও সোভিয়েট শক্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জনসংগ্রামে নেতৃত্ব করিল একমাত্র বল্‌শেভিক্‌ পার্টি।

ঐ সময়েই পার্টিকে সোশালিস্ট বিপ্লবের পথভ্রষ্ট করিবার জন্য পার্টির মধ্যে জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, রাইকভ, বুখারিন, ট্রটস্কি ও পিয়াটাকভের মত পরাজয় স্বীকারোন্মুখদের প্রচেষ্টাকে বল্‌শেভিক্‌রা পরাভূত করে।

বল্‌শেভিক্‌ পার্টির নেতৃত্বে, দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে একজোট হইয়া এবং সৈনিক ও নাবিকদের সমর্থন পাইয়া, শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াদের শক্তিকে উৎপাটিত করিল, সোভিয়েটশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিল, নূতন ধরণের সোশালিস্ট সোভিয়েট রাষ্ট্রকে দাঁড় করাইল, জমি কৃষকদের ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করাইল, দেশের সমস্ত জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিল। ধনিকদের উচ্ছেদ ঘটাইল, যুদ্ধ হইতে রুশদেশকে সরাইয়া আনিল, যুদ্ধশান্তি অর্থাৎ অত্যন্ত প্রয়োজন অবকাশ সংগ্রহ করিল, এবং এইভাবে সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণ চালাইবার পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিল।

অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লব ধনতন্ত্রকে চূর্ণ করিল, বুর্জোয়াশ্রেণীর কবল হইতে উৎপাদন প্রকরণগুলি ছিনাইয়া লইল, এবং কলকারখানা, জমি, ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে প্রভৃতিকে সমগ্র জনগণের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করিল।

অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লব সর্ব্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিল এবং শ্রমিকশ্রেণীর হাতে বিপুল দেশের শাসনভার দিয়া তাহাকে শাসকশ্রেণীতে পরিণত করিল।

এইভাবে অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লব মানুষের ইতিহাসে নূতন যুগ—সর্ব্বহারা বিপ্লবের যুগ প্রবর্ত্তন করিল।

অষ্টম অধ্যায়

বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপ এবং গৃহযুদ্ধের যুগে বলশেভিক্ পার্টির কার্য্যকলাপ (১৯১৮-২০)

১। বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপ আরম্ভ— গৃহযুদ্ধের প্রথম যুগ

যুদ্ধ যখন পুরাদমে পশ্চিম রণাঙ্গনে চলিতেছে তখন ব্রেস্ট্-লিটভ্স্ক্ সন্ধি স্বাক্ষর হওয়ায় এবং বিপ্লবী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপরম্পরা অবলম্বন করার ফলে সোভিয়েট শক্তি সুপ্রতিষ্ঠ হওয়ায পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীবা এবং বিশেষত মিত্রদেশগুলির [ব্রিটেন-ফ্রান্স] সাম্রাজ্যবাদীরা নিদারুণ আতঙ্কিত হইল।

মিত্রদেশের সাম্রাজ্যবাদীদেব আশঙ্কা হইল যে জার্মানী ও রুশদেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ায় যুদ্ধে জার্মানীর অবস্থার উন্নতি ঘটিবে এবং সেই অনুপাতে তাহাদেব নিজস্ব বাহিনীর অবস্থা খাবাব হইবে। তাহাদের আরও ভয় হইল যে রুশদেশ ও জার্মানীর মধ্যে শান্তিস্থাপনের ফলে সকল দেশে এবং সকল রণাঙ্গনে শান্তিকামনা উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে, এবং এইভাবে যুদ্ধপরিচালনায় বাধাসৃষ্টি করিতেও সাম্রাজ্য-বাদীদের উদ্দেশ্যহানি ঘটাইবে। সবশেষে তাহাদের আতঙ্কের কারণ হইল এই যে বিপুল এক দেশ ব্যাপিয়া সোভিয়েট সরকারের অস্তিত্ব এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তি উচ্ছেদ করিয়া ইহা স্বদেশে যে-সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহা বুঝি পশ্চিমের শ্রমিক ও সৈনিকদের কাছে এক সংক্রামক দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া উঠিবে। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে নিতান্ত অসন্তুষ্ট

হইয়া শ্রমিক ও সৈনিকরা রুশদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহাদের প্রভু ও পীড়কদের বিরুদ্ধে বন্দুকের সঙ্গিন চালাইতে পারে। সুতরাং সোভিয়েট সরকারের উচ্ছেদ ঘটাইয়া সেখানে বুর্জোয়া সরকার বসাইবার উদ্দেশ্যে মিত্রদেশের সরকারগুলি অস্ত্রবলে রুশদেশে হস্তক্ষেপ করা স্থির করিল। এই বুর্জোয়া সরকার দেশে বুর্জোয়া ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তন করিত, জার্মানদের সঙ্গে সন্ধিপত্রকে নাকচ করিয়া দিত, এবং জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আবার সামরিক কার্য্যকলাপ আরম্ভ করিত।

মিত্রদেশের সাম্রাজ্যবাদীরা যে খুবই তাড়াতাড়ি এই কু-অভিসন্ধি লইয়া নামিল, তাহার কারণ এই যে সোভিয়েট সরকারের অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাহাদের কোনই সন্দেহ ছিল না যে সোভিয়েটের শত্রুরা সামান্য চেষ্টা করিলেই অবিলম্বে সোভিয়েটের পতন অনিবার্য্য।

সোভিয়েট সরকারের সাফল্য ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা জমিদার ও পুঁজিদারদের মত ক্ষমতাচ্যুত শ্রেণীর মধ্যে, কন্‌স্টিট্যুশনাল-ডেমক্রাট, মেন্‌শেভিক্‌, সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি, নৈরাজ্যবাদী এবং সর্ব্বপ্রকার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি পরাজিত পার্টির মধ্যে, এবং শ্বেতরক্ষী সেনাপতি, কসাক সামরিক কর্ম্মচারী প্রভৃতির মনে আরও আশঙ্কা জাগাইল।

বিজয়ী অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম দিন হইতেই এই সব শত্রুপক্ষীয়েরা জোর গলায় প্রচার করিতে লাগিল যে রুশদেশে সোভিয়েট শক্তির কোন স্থান নাই, ইহার ধ্বংস নিশ্চিত, এক সপ্তাহ, কি দুই সপ্তাহ, এক মাস কিংবা বড়জোর দুই কি তিন মাসের মধ্যে ইহার পতন অনিবার্য্য। কিন্তু শত্রুপক্ষের অভিশাপ সত্ত্বেও সোভিয়েট সরকার যখন বাঁচিয়া রহিল ও শক্তি সংগ্রহ করিল, তখন রুশদেশের মধ্যে শত্রুরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে সোভিয়েট তাহারা যাহা ভাবিয়াছিল সে-তুলনায় অনেক

বেশী শক্তিশালী এবং সোভিয়েটকে ধ্বংস করিতে হইলে বিপ্লববিরোধী-দের সকল শক্তি লইয়া বহু চেষ্টা করিতে হইবে, দারুণ সংগ্রাম চালানো দরকার হইবে। সুতরাং তাহারা স্থির করিল যে ব্যাপকভাবে বিপ্লববিরোধী বিদ্রোহ বাধাইবার কাজে নামিতে হইবে, বিপ্লববিরোধী-দের শক্তিকে সুসংহত করিতে হইবে, সামরিক দলগঠন করিতে হইবে, এবং কসাক্ কুলাক অঞ্চলগুলিতে বিশেষ করিয়া বিদ্রোহী আন্দোলন সংগঠন করিতে হইবে।

এইভাবে, ১৯১৮ সালের প্রথমার্দ্ধে, সোভিয়েটশক্তির উচ্ছেদ ঘটাইবার কাজে উদ্যোগী হইয়া মিত্রদেশের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা এবং দেশের ভিতর বিপ্লববিরোধীরা মিলিয়া দুইটী সুনির্দ্দিষ্ট শক্তি প্রকট হইল।

এই দুই শক্তির মধ্যে কাহারও একা সোভিয়েট সরকারকে ধ্বংস করার পক্ষে প্রয়োজন ক্ষমতা ছিল না। প্রধানত কুলাক ও কসাকদের মধ্যে উচ্চশ্রেণী হইতে সংগৃহীত সামরিকদল ও যোদ্ধশক্তি রুশ বিপ্লব-বিরোধীদের হাতে ছিল। ইহাতে সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করা যাইত। কিন্তু তাহাদের হাতে অর্থ বা অস্ত্র ছিল না। অপরপক্ষে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থ ও অস্ত্র থাকিলেও তাহারা সোভিয়েটে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সংখ্যায় সৈন্য "ছাড়িয়া" দিতে পারিত না; এই না পারার কারণ শুধু জার্মান ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য এই সৈন্যদল প্রয়োজন হইত বলিয়া নয়, সোভিয়েটশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারাও ইহার কারণ।

সোভিয়েটশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে হইলে বিদেশী ও আভ্যন্তরীণ এই দুইটী সোভিয়েটবিরোধী শক্তিকে সম্মিলিত করার প্রয়োজন ছিল। ১৯১৮ সালের প্রথমার্দ্ধে এই মিলন সংঘটিত হইল।

এইভাবে সোভিয়েটশক্তির বিরুদ্ধে বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপ দেশের মধ্যে শত্রুদের বিপ্লববিরোধী বিদ্রোহের সমর্থন লইয়া আরম্ভ হইল।

এইভাবে রুশদেশের বিশ্রামকাল শেষ হইল এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হইল। এই গৃহযুদ্ধ হইল সোভিয়েটশক্তির স্বদেশী ও বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে রুশদেশের বিভিন্ন জাতির শ্রমিক ও কৃষকদের যুদ্ধ।

ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদীরা কোনরূপ যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া তাহাদের সামরিক হস্তক্ষেপ আরম্ভ করিল, যদিও এই হস্তক্ষেপ সত্যই একটা যুদ্ধ, রুশদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এবং অত্যন্ত মারাত্মক ধরণের যুদ্ধ। এই "সুসভ্য" লুণ্ঠকরা গোপনে অলক্ষিতভাবে রুশদেশের সমুদ্রকূলে গিয়া হাজির হইল এবং রুশভূমিতে সৈন্য নামাইল।

ব্রিটিশ ও ফরাসীরা উত্তরে সৈন্য নামাইল, আর্কেঞ্জেল ও মুর্‌মান্স্‌ক্‌ দখল করিল। স্থানীয় 'শ্বেতরক্ষীদের' বিদ্রোহকে সমর্থন করিল। সোভিয়েটগুলিকে ধ্বংস করিল এবং "উত্তর রুশসরকার" নামে এক শ্বেতরক্ষী শাসনব্যবস্থা বাহাল করিল।

জাপানীরা ভ্লাডিভস্টকে সৈন্য নামাইল, [সাইবীরিয়া] সমুদ্র-কূলস্থ অঞ্চল দখল করিল, সোভিয়েটগুলি ভাঙ্গিয়া দিল এবং যে-শ্বেতরক্ষী বিদ্রোহীদের সাহায্য করিল তাহারা পরে বুর্জোয়া ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিল।

উত্তর ককেশসে কর্নিলভ্‌, আলেক্সিয়েভ্‌ ও দেনিকিনের মত সেনাপতি ব্রিটিশ ও ফরাসীদের সমর্থন পাইয়া শ্বেতরক্ষী "স্বেচ্ছাবাহিনী" গঠন করিল, কসাকদের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিদ্রোহ বাধাইল এবং সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম লাগাইল।

ডন্ নদীর অঞ্চলে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের গোপন সাহায্য লইয়া (জার্মানী ও রুশের মধ্যে সন্ধিপত্র থাকার দরুণ জার্মানরা তাহাদিগকে প্রকাশ্য সাহায্য দিতে সঙ্কোচ করে) ক্রাস্নভ্ ও মামন্তভ্ নামে দুই সেনাপতি ডন্ কসাকদের বিদ্রোহধ্বজা তুলিল, ডন্ অঞ্চল দখল করিল এবং সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইল।

মধ্য ভল্গা অঞ্চল এবং সাইবীরিয়াতে ব্রিটিশ ও ফরাসীরা চেকোশ্লোভাক বাহিনীর এক বিদ্রোহ বাধাইয়া দিল। এই বাহিনীতে ছিল সেই সব যুদ্ধবন্দী যাহারা সাইবীরিয়া ও সুদূর প্রাচ্য হইয়া দেশে ফিরিবার অনুমতি সোভিয়েট সরকারের নিকট পাইয়াছিল। কিন্তু দেশে ফিরিবার সময় তাহাদিগকে সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা এবং ব্রিটিশ ও ফরাসীরা সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লাগাইয়া দিল। এই বাহিনীর বিদ্রোহ যেন ভল্গা অঞ্চল ও সাইবীরিয়াতে কুলাকদের বিদ্রোহ এবং সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের প্রভাবাপন্ন ভোটাকিন্স্ক্ ও ইঝেভ্স্ক্ কারখানায় শ্রমিকদের বিদ্রোহের সঙ্কেত-স্বরূপ হইল। সামারা শহরে ভল্গা অঞ্চলের এক শ্বেতরক্ষী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি সরকার খাড়া হইল, এবং ওম্স্ক্ শহরে সাইবীরিয়ার শ্বেতরক্ষী সরকার স্থাপিত হইল।

ব্রিটিশ-ফরাসী-জাপান-আমেরিকান দলের হস্তক্ষেপে জার্মানীর কোন অংশ ছিল না; অন্তত এই দলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে বলিয়া জার্মানীর ইহাতে কোন অংশ থাকিতেও পারিত না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, রুশ ও জার্মানীর মধ্যে সন্ধিপত্র থাকা সত্ত্বেও, কোন বল্‌শেভিকেরই মনে সন্দেহ ছিল না যে [জার্মান] কাইজার উইলিয়মের সরকারও ব্রিটিশ-ফরাসী-জাপানী-আমেরিকান আক্রমণকারীদের মতই সোভিয়েটের এক উৎকট শত্রু। সত্যই জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরাও সোভিয়েটকে কোণ-

ঠেসা করিয়া তাহার শক্তিনাশ ও ধ্বংস ঘটাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাহারা সোভিয়েটের কাছ থেকে যুক্রেনকে ছিনাইয়া লয়—অবশ্য তাহারা বলে যে শ্বেতরক্ষী যুক্রেনীয় 'রাদা'র [পরিষদ্] সঙ্গে এক চুক্তিপত্রের জোরেই এই কাণ্ড ঘটিল! তাহারা ঐ 'রাদা'র অনুরোধে সৈন্য নামাইল এবং নির্ম্মমভাবে যুক্রেনের জনগণকে লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন করিল, সোভিয়েট রুশের সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক রাখিতে বারণ করিল। তাহারা সোভিয়েট রুশ হইতে ট্রান্স্-ককেশিয়াকে [ককেশস্ পর্ব্বতমালার দক্ষিণাঞ্চল] ছিনাইয়া লইল, জর্জিয়া ও আজেরবাইজানের জাতীয়তাবাদীদের অনুরোধে জার্মান ও তুর্কী সৈন্য পাঠাইল, টিফ্‌লিস্ ও বাকু শহরে সর্ব্বেসর্ব্বাগিরি ফলাইল। অবশ্য তাহারা প্রকাশ্যভাবে না হইলেও ডন্ অঞ্চলে যে সেনাপতি ক্রাস্‌নভ্ সোভিযেট সরকারেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ লাগাইযাছিল, তাহাকে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করিল।

এইভাবে সোভিযেট রুশকে তাহার খাদ্য, কাঁচামাল ও জ্বালানির প্রধান উৎপত্তিস্থলগুলি হইতে ছিন্ন করিয়া দেওযা হয়।

এই সময় সোভিযেট রুশের অবস্থা দুঃসহ হইযা উঠিযাছিল। রুটী ও মাংসেব অভাব ঘটিয়াছিল। শ্রমিকদের উপবাসী থাকিতে হইত। মস্কো ও পেট্রোগ্রাডে তাহারা একদিন অন্তর ⅛ পাউণ্ড রুটির "রেশন" পাইত, কখনও কখনও রুটী একেবারে মিলিত না। কাঁচামাল ও জ্বালানির অভাবে সব কারখানা বন্ধ থাকিত কিংবা বন্ধ অবস্থায় থাকিত। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী নিরুৎসাহ হয় নাই। বল্‌শেভিক্ পার্টিও উদ্দীপনা হারায় নাই। ঐ সময়ের অবিশ্রান্ত দুঃসহনীয়তাকে অতিক্রম করার জন্য যে প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হয়, তাহা দেখাইল যে শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্নিহিত শক্তি কত বিরাট এবং বল্‌শেভিক্ পার্টির প্রতিপত্তি কত বিপুল।

পার্টি ঘোষণা করিল যে সারা দেশ এক সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হইয়াছে এবং দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে সংগ্রামের ভিত্তিব উপর স্থাপন করাইল। সোভিয়েট সরকার জানাইল যে "সোশালিস্ট পিতৃভূমি এখন বিপন্ন" এবং দেশ বক্ষার জন্য সমগ্র জনগণকে আহ্বান দিল। লেনিন স্লোগান প্রচার করিলেন—"যুদ্ধের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করো!" লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষক স্বেচ্ছায় লালফৌজে যোগ দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা হইল। পার্টি সভ্যদের মধ্যে এবং তরুণ কমিউনিস্ট সংঘের প্রায় অর্দ্ধাংশ যুদ্ধে যাইল। বিদেশী আক্রমণকারীদেব বিরুদ্ধে এবং যে-শোষকশ্রেণীগুলিকে বিপ্লব পর্য্যুদস্ত করিয়াছিল তাহাদের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য, **পিতৃভূমিরক্ষার যুদ্ধের** জন্য পার্টি জনগণকে জাগাইয়া তুলিল। লেনিন শ্রমিক ও কৃষকদেব যে আত্মরক্ষা সমিতি সংগঠন করিলেন, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে খাদ্য, বস্ত্র, অস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের কাজ চালাইল। স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদানের জায়গায় বাধ্যতামূলক সামরিক কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় লালফৌজে লক্ষ লক্ষ নূতন লোক আসিল এবং শীঘ্রই ফৌজের সংখ্যা দশ লক্ষেরও অধিক হইল।

দেশের অবস্থা যদিও দুরূহ ছিল এবং যদিও তখনও সদ্যগঠিত লালফৌজ সুসংস্থাপিত হয় নাই, তবুও শীঘ্রই এই দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রথম ফল দেখা গেল। যে জারিৎসিন্ [পরে ইহার নাম হয় স্টালিনগ্রাদ] দখল করা সম্বন্ধে সেনাপতি ক্রাস্নভের মনে কোন সন্দেহ ছিল না, সেই জারিৎসিন্ হইতে সেনাপতি ক্রাস্নভ্কে হটিয়া যাইতে বাধ্য করা হয়, তাহাকে ডন্ নদীর পার পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দেওয়া হয়। উত্তর ককেশসে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে সেনাপতি দেনিকিনের কার্য্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে; লালফৌজের সঙ্গে লড়াইয়ে সেনাপতি কর্নিলভ নিহত হয়।

কাজান, সিম্বির্স্ক্‌ ও সামারা হইতে চেকোস্লোভাক এবং শ্বেতরক্ষী-সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি দলগুলিকে খেদাইয়া য়ুরাল পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লওয়া হয়। শ্বেতরক্ষী সাভিন্‌কভের নেতৃত্বে য়ারোস্লাভ্‌লে যে বিদ্রোহের বন্দোবস্ত মস্কোতে ব্রিটিশ মিশনের বড়কর্ত্তা লক্‌হার্ট করিয়াছিল, সেই বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং স্বয়ং লক্‌হার্টকে গ্রেপ্তার করা হয়। যে-সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা কমরেড উরিৎস্কি ও ভোলোদর্স্কিকে খুন করিয়াছিল ও লেনিনের জীবন নাশ করিবার জঘন্য প্রচেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা এখন লাল সরকারের সন্ত্রাসব্যবস্থায় দণ্ড পাইল। এই লালসন্ত্রাসবাদ হইল বল্‌শেভিক্‌দের বিরুদ্ধে শ্বেতরক্ষীদের সন্ত্রাসব্যবস্থার প্রতিশোধ। মধ্যরুশের প্রত্যেক বড় শহর হইতে সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত হইল।

তরুণ লালফৌজ যুদ্ধের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, কাঠিন্য অর্জ্জন করিল।

লালফৌজের প্রতিষ্ঠা ও রাজনীতি শিক্ষাব্যাপারে, এবং ইহার শৃঙ্খলা ও সমরশক্তি বিকাশে কমিউনিস্ট কমিসারদের কাজের বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

কিন্তু বল্‌শেভিক্‌ পার্টি জানিত যে এগুলি হইল লালফৌজের প্রথম সাফল্য, এগুলি চূড়ান্ত সাফল্য নয়। পার্টি জানিত যে তখনও অনেক নূতন ও বহুগুণ কঠোর সংগ্রাম বাকী ছিল। এবং শুধু শত্রুর সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রামের ফলেই দেশ আবার খাদ্য, কাঁচামাল ও জ্বালানির যে-সব উৎপত্তিস্থল হারাইয়াছিল তাহাদের ফিরিয়া পাইবে। তাই বল্‌শেভিক্‌রা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রবল আয়োজন করিতে লাগিল এবং স্থির করিল যে দেশের সমগ্র শক্তি যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হইবে। সোভিয়েট সরকার **যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের** প্রবর্ত্তন করিল। সৈন্যবাহিনী ও কৃষকদের ব্যবহারের জন্য সব কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য বড় বড় কারখানা ছাড়াও মাঝারি ও ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির

পরিচালন ভার সরকার গ্রহণ করিল। খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে সরকারের একচেটিয়া অধিকার প্রবর্ত্তিত হইল, খাদ্যশস্য লইয়া ব্যক্তিগত ব্যবসায়কে উঠাইয়া দেওয়া হইল। এবং বাড়তি খাদ্যশস্য বাজেয়াপ্ত করার এক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। এই ব্যবস্থা অনুসারে চাষীদের হাতে যাহা কিছু বাড়তি খাদ্যশস্য থাকিবে, তাহা রেজিষ্ট্রী করিয়া রাষ্ট্র বাঁধাদরে কিনিয়া লইয়া সৈন্য বাহিনী ও শ্রমিকদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য শস্য ভাণ্ডার স্থাপিত করিল। এ ছাড়া সকল শ্রেণীর প্রত্যেকের পরিশ্রম করা সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল। বুর্জোয়াদের পক্ষে পরিশ্রম বাধ্যতামূলক করিয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আরও গুরুতর কাজের জন্য শ্রমিকদের যাওয়াকে সম্ভব করিয়া পার্টি যে-নীতিকে কাজে ফলাইতেছিল, তাই এই : "যে কাজ করিবে না, তাহার খাওয়ারও অধিকার নাই।"

দেশরক্ষার কর্ত্তব্যপালনের সময় দেশকে অত্যন্ত দুরূহ অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল বলিয়া এই সমস্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন হইল। এই ব্যবস্থা ছিল সাময়িক। সমগ্রভাবে ইহা যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ বলিয়া পরিচিত হইল।

দীর্ঘকালব্যাপী গৃহযুদ্ধের জন্য, সোভিয়েটশক্তির বিদেশী আন্তর্জাতিক শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য, দেশ প্রস্তুত হইল। ১৯১৮ সালের শেষাশেষি লালফৌজের শক্তি তিনগুণ বাড়াইতে হইল, এই ফৌজের জন্য সরবরাহ জমাইয়া রাখিতে হইল।

এই সময় লেনিন বলেন :—"বসন্তকালের মধ্যে দশলক্ষ যোদ্ধা লইয়া ফৌজ গড়িবার সিদ্ধান্ত আমরা করিয়াছিলাম; এখন আমাদের দরকার ত্রিশ লক্ষ সৈন্য। এই ত্রিশ লক্ষ সৈন্য আমরা সংগ্রহ করিতে পারি, সংগ্রহ আমরা করিবও।"

২। যুদ্ধে জার্ম্মানীর পরাজয়—জার্ম্মানীতে বিপ্লব—তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠা—অষ্টম পার্টি কংগ্রেস

সোভিয়েট দেশ যখন বিদেশী হস্তক্ষেপকারী শক্তিবৃন্দের বিরুদ্ধে নূতন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন পশ্চিম ইউরোপের যুধ্যমান দেশগুলিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং দেশের অভ্যন্তরে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিতেছিল। যুদ্ধ ও খাদ্য সঙ্কটের কবলে পড়িয়া জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়ার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। এক পক্ষে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নূতন নূতন স্থান হইতে আবশ্যকমত সামগ্রী ক্রমাগত সংগ্রহ করিতে পারিল, অন্যপক্ষে জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়ার সঞ্চিতাবশেষে টান পড়িল। অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে জার্ম্মানী ও অস্ট্রিয়া নিদারুণ ক্লান্তির স্তরে উপনীত হইয়া প্রায় পরাজিত হইবার উপক্রম ঘটিল।

ঐ একই সময়ে জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ায় জনগণ মারাত্মক ও অন্তহীন যুদ্ধের বিরুদ্ধে, এবং যে সাম্রাজ্যবাদী সরকার তাহাদিগকে অবসাদ ও উপবাসখিন্ন করিয়াছে সেই সরকারের বিরুদ্ধে রোষে জর্জ্জর হইয়া উঠিল। অক্টোবর বিপ্লবের বিপ্লবী প্রভাব, ব্রেস্ট্‌-লিটভ্‌স্ক্‌ সন্ধির পূর্ব্বেই রণক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়ান ও জার্ম্মান সৈন্যের সঙ্গে সোভিয়েট সৈন্যের ভ্রাতৃভাবপ্রদর্শন, সোভিয়েট রুশের সঙ্গে যুদ্ধের প্রকৃত অবসান এবং শান্তিস্থাপনের বিরাট ফলাফল দেখা গেল। নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে উচ্ছেদ করিয়া রুশদেশের জনগণ ঘৃণিত যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়াছিল, ইহা অষ্ট্রিয়ান্‌ ও জার্ম্মান শ্রমিকদের কাছে একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ হওয়া অনিবার্য্য ছিল। যে-সৈন্যেরা পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে লড়িয়াছিল এবং ব্রেস্ট্‌-লিটভ্‌স্ক্‌ সন্ধির পর যাহাদের পশ্চিম রণক্ষেত্রে বদলী করা হয়, সোভিয়েট সৈন্যদের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব স্থাপন ও যুদ্ধ শেষ করার জন্য সোভিয়েট সৈন্যদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সংবাদ প্রচার

করিয়া তাহাদের পক্ষে সেখানকার জার্মান বাহিনীর মনোবল টলাইয়া দেওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। ঐ একই কারণে অষ্ট্রিয়ান বাহিনীর মধ্যে ভাঙন আরও আগে শুরু হইয়াছিল।

এই সব ব্যাপারে জার্মান সৈন্যদের মধ্যে শান্তিকামনা বাড়িয়া চলিল; তাহারা পূর্ব্বাভ্যস্ত সমর কৌশল হারাইয়া ফেলিল এবং মিত্রসেনাদের আক্রমণে হটিতে লাগিল। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে জার্মানীতে বিপ্লব আরম্ভ হইল, এবং কাইজার উইলিয়ম ও তাহার সরকার বিতাড়িত হইল।

জার্মানীর পরাজয় স্বীকার ও শান্তির জন্য আবেদন করিতে বাধ্য হইল।

এইভাবে এক আঘাতে জার্মানী প্রথম শ্রেণীর শক্তি হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে নামিয়া গেল।

সোভিয়েট সরকারের অবস্থা সম্বন্ধে বলা যায় যে এই ব্যাপার ঘটাতে কিছু অসুবিধা দেখা দিল, কারণ যে-মিত্রদেশগুলি সোভিয়েটশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছিল তাহারা এখন ইউরোপ ও এশিয়াতে প্রভুত্ব করিতে পারিল, এবং আরও সক্রিয়ভাবে সোভিয়েটদেশে ঢুকিয়া দেশটাকে অবরোধ এবং সোভিয়েট সরকারের গলায় ফাঁসির দড়ি লাগাইয়া টানিতে পারিল। আমরা পরে দেখিব যে ইহাই আসলে ঘটিল। অপরপক্ষে এ ব্যাপারে যে সুবিধা হইল তাহা অসুবিধাগুলির চেয়ে বেশী, এবং সোভিয়েট রুশের অবস্থা রীতিমত উন্নত হইয়া উঠিল। প্রথমত, সোভিয়েট সরকার এখন ব্রেস্ট্-লিটভ্স্কের দস্যুবৃত্তিমূলক সন্ধি নাকচ করিতে পারিল, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে টাকা দেওয়া বন্ধ করিল, এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, বিয়েলোরুশিয়া, লিথুয়ানিয়া, যুক্রেন ও ট্রান্স্-ককেশিয়াকে উদ্ধার করার জন্য সামরিক ও

রাজনৈতিক সংগ্রাম লাগাইতে পারিল। দ্বিতীয় এবং প্রধান ফল হইল এই যে ইউরোপের মধ্যস্থলে, জার্মানীতে, প্রজাতন্ত্র এবং শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েটের অস্তিত্ব থাকায় ইয়োরোপের দেশগুলিতে বিপ্লব ছড়াইয়া পড়া অনিবার্য্য হইল, আসলে বিপ্লব ছড়াইয়াও পড়িল। ইহাতে রুশদেশে সোভিয়েটশক্তির অবস্থা আরও ভাল না হইয়া পারিল না। অবশ্য জার্মানীতে সোশালিস্ট বিপ্লব হয় নাই, হইয়াছিল বুর্জোয়া বিপ্লব; রুশ মেন্‌শেভিক্‌দের ধরণের আপোস্‌পন্থী সোশাল ডেমক্রাটদের প্রাধান্যে সেখানকার সোভিয়েটগুলি ছিল বুর্জোয়া পার্লামেন্টের অনুগত হাতিয়ার। ইহাই জার্মান বিপ্লবের দৌর্ব্বল্যের কারণ। এ দৌর্ব্বল্য যে কত বেশী ছিল তাহার প্রমাণ মিলিল যখন দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে জার্মান শ্বেতরক্ষীরা অবাধে রোজা লুক্সামবুর্গ ও কার্ল্‌ লিক্‌ব্‌নেখ্‌টের মত বিশিষ্ট বিপ্লবীদের হত্যা করিতে পারিল। তাহা হইলেও জার্মানীতে বিপ্লবই ঘটিয়াছিল। কাইজার উইলিয়ম সিংহাসনচ্যুত হইল, শ্রমিকরা তাহাদের শৃঙ্খল ছুড়িয়া ফেলিল। শুধু ইহাতেই পশ্চিমে বিপ্লবের আবির্ভাব অনিবার্য্য ছিল; ইউরোপের নানাদেশে বিপ্লবের জোয়ার উঠাইবার আহ্বান প্রচারিত হইল।

ইয়োরোপে বিপ্লবের জোয়ার বাড়িতে লাগিল। অস্ট্রিয়াতে বিপ্লবী আন্দোলন আরম্ভ হইল এবং হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইল। বিপ্লবের জোয়ার বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি অগ্রসর হইয়া আসিল।

তৃতীয়, কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল গঠন করিয়া কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্যের প্রকৃত ভিত্তিভূমি যে রহিয়াছে, তাহা এখন লক্ষ্য করা গেল।

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে লেনিনের অধিনায়কত্বে, বল্‌শেভিক্‌দের উদ্যোগে, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রথম কংগ্রেস মস্কোতে

অনুষ্ঠিত হইল ও কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠা হইল। অবরোধ এবং সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের দরুণ বহু ডেলিগেট মস্কো পৌছাইতে না পারিলেও প্রথম কংগ্রেসে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলি হইতে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। কংগ্রেসের কাজ পরিচালনা করেন লেনিন।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সর্ব্বহারার একনায়কত্ব সম্বন্ধে লেনিন রিপোর্ট উপস্থিত করেন। শ্রমব্যস্ত জনগণের পক্ষে ইহাই যে প্রকৃত গণতন্ত্র, তাহা দেখাইয়া তিনি সোভিয়েট ব্যবস্থার গুরুত্ব প্রমাণ করিলেন। সর্ব্বহারার একনায়কত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে দৃঢ় সংকল্প হইয়া সংগ্রামের জন্য এবং সমস্ত পৃথিবীতে সোভিয়েটের বিজয় সংঘটন করিবার জন্য, সকল দেশের সর্ব্বহারাকে ডাক দিয়া কংগ্রেস এক ইস্তাহার গ্রহণ করে।

তৃতীয়, কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের এক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি (ই, সি, সি, আই) কংগ্রেসে খাড়া করা হয়।

এইভাবে নূতন ধরণের আন্তর্জাতিক ইন্‌কিলাবী সর্ব্বহারা সংগঠন—কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল, মার্ক্‌স্‌-লেনিনবাদী ইণ্টারন্যাশনাল—প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে আমাদের পার্টির অষ্টম কংগ্রেস বসিল। এই অধিবেশনের সময় চারিদিকে বিভিন্নমুখী শক্তির বিরোধ চলিতেছিল একদিকে সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে মিত্রদেশগুলির প্রতিক্রিয়াশীল ঐক্য শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল আর অন্যদিকে ইয়োরোপে, বিশেষত পরাজিত দেশগুলিতে বিপ্লবের প্রবাহে জোয়ার লাগায় সোভিয়েট দেশের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছিল।

পার্টির ৩,১৩,৭৬৬ জন সভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসে

ভোটাধিকার সম্পন্ন ৩০১ জন ডেলিগেট যোগদান করে; ১০২ জন ডেলিগেটের ভোট ছিল না, আলোচনায় যোগ দিবার অধিকার ছিল।

উদ্বোধন বক্তৃতায় লেনিন বল্‌শেভিক্‌ পার্টির একজন শ্রেষ্ঠ সংগঠন প্রতিভাসম্পন্ন কর্ম্মী, ওযাই, এম, স্‌ভের্দ্দ্‌লভের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানান। ইনি কংগ্রেস বসিবার পূর্ব্বেই মারা যান।

কংগ্রেসে পার্টির নূতন এক কর্ম্মপদ্ধতি গৃহীত হয়। এই কর্ম্মপদ্ধতিতে ধনতন্ত্র এবং ইহার সর্ব্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদের বর্ণনা দেওয়া হয়। ইহাতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সোভিয়েট ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করা হয়। বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করা; একটী সোশালিস্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করা; দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনে ট্রেড ইউনিয়নগুলির অংশ গ্রহণ; সোশালিস্ট শ্রমিক শৃঙ্খলা, সোভিয়েটগুলির কর্তৃত্বে অর্থনৈতিক ব্যাপারে বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগানো; সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের কাজে ক্রমশঃ নিয়মিতভাবে মাঝারি চাষীদের টানিয়া আনা—সোশালিজ্‌মের জন্য সংগ্রামে পার্টির এই নির্দ্দিষ্ট কাজগুলি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ এই কর্ম্ম পদ্ধতিতে দেওয়া হয়।

ধনতন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ স্তর বলিয়া সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা দেওয়া ছাড়া, শিল্পোপজীবী এবং প্রাথমিক পণ্য বিনিময় সমাজের (simple commodity production) যে বর্ণনা দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত প্রাচীন কর্ম্মপদ্ধতিতে ছিল, তাহাকে নূতন কর্ম্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা সম্বন্ধে লেনিনের প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হয়। লেনিন মনে করিতেন যে এই কর্ম্মপদ্ধতিতে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জটিলতা এবং মাঝারি চাষীরা যে অল্প পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল, সেইরূপ দেশের মধ্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিন্যাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা খুবই দরকার। সুতরাং 'প্রোগ্রাম' লইয়া বিতর্কের সময় লেনিন

বুখারিনের বল্‌শেভিক্‌বিরোধী অভিমতের তীব্র নিন্দা করেন। বুখারিনের প্রস্তাব অনুসারে প্রোগ্রাম হইতে ধনতন্ত্র এবং মাঝারি চাষীদের অল্প পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে কথাগুলি সরাইয়া দিতে হইত। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিকাশে মাঝারি চাষীর ভূমিকা অস্বীকার করিয়া বুখারিন মেন্‌শেভিক্‌-ট্রট্‌স্কিবাদী মনোবৃত্তি দেখায়। আরও বলা যায় যে চাষীদের অল্প পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থা যে 'কুলাক' মনোবৃত্তির জন্ম দেয় ও তাহাকে পরিপুষ্ট করে, একথা বুখারিন ঢাকিয়া দিবার চেষ্টা করিল।

জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে বুখারিন ও পিয়াটাকভের বল্‌শেভিক্‌বিরোধী মতকেও লেনিন খণ্ডন করিলেন। তাহারা বক্তৃতায় বলিয়াছিল যে প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকার সম্পর্কে একটী ধারা যেন প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত না করা হয়; তাহারা এই বলিয়া সকল জাতির সাম্য স্বীকার করার বিরোধিতা করে, যে এই সাম্যের শ্লোগানের ফলে সর্ব্বহারা বিপ্লবের বিজয় এবং বিভিন্ন জাতির সর্ব্বহারাদের মধ্যে ঐক্য ব্যাহত হইবে। বুখারিন ও পিয়াটাকভের এই একান্ত অপকারক, সাম্রাজ্যবাদী, জাতিগর্ব্বী অভিমতকে লেনিন সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত করেন।

অষ্টম কংগ্রেসের আলোচনার মধ্যে মাঝারি চাষীদের সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারণের কথা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ভূস্বত্ব সম্পর্কে যে নির্দ্দেশ প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার ফলে মাঝারি চাষীদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া উঠে, এবং এখন কৃষকসাধারণের মধ্যে তাহাদেরই সংখ্যা বেশী হইয়াছিল। যে-মাঝারি চাষীরা বুর্জোয়া ও সর্ব্বাহারাদের মাঝামাঝি থাকিয়া মনস্থির করিতে পারিত না, তাহাদের মনোভাব ও কার্য্যক্রম গৃহযুদ্ধ ও সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের পক্ষে একটী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মাঝারি চাষী কোন্‌ দিকে ঝুঁকিবে, সর্ব্বহারা ও বুর্জোয়ার মধ্যে কে তাহার আনুগত্য পাইবে, এই প্রশ্নের উপর গৃহযুদ্ধের ফলাফল অনেকটা নির্ভর

করিতেছিল। মাঝারি চাষীদের মধ্যে অনেকের সমর্থন পাইয়াছিল বলিয়াই চেকোস্লোভাক্‌, শ্বেতরক্ষী, কুলাক্‌, সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শেভিক্‌রা ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে ভল্‌গা অঞ্চলে সোভিয়েট শাসন উচ্ছেদ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালের শরৎকালে অধিকাংশ মাঝারি চাষী সোভিয়েট শক্তির পক্ষে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিল। চাষীরা দেখিল যে বিপ্লববিরোধীদের বিজয়ের পরই জমিদাররা নিজেদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে, চাষীদের জমি কাড়িয়া লয়, ডাকাতি করে, চাষীদের চাবুক মারে ও নানাভাবে যন্ত্রণা দেয়। গরীব চাষীদের যে-কমিটিগুলি কুলাকদের শক্তি চূর্ণ করে, তাহারাও কৃষক-সম্প্রদায়ের মনোভাবে এই পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সাহায্য করে। তাই ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে লেনিন এই স্লোগান প্রচাব করিলেন।

"এক মুহূর্ত্তেব জন্যও কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না ছাড়িয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে গবীব চাষীদের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করিয়া, মাঝারি চাষীদের সঙ্গে মিটমাট করিতে শিক্ষা করেন।" (লেনিন, "সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌", ইংরেজী সংস্করণ, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১৫০।)

অবশ্য মাঝারি চাষীরা তখনই তাহাদের দোলায়মান মনোভাব একেবারে ছাড়িল না। কিন্তু তাহারা সোভিয়েট সরকারের নিকটে আসিল এবং যথার্থ সমর্থন আগের চেয়ে বেশী দিতে লাগিল। অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে মাঝারি চাষীদের সম্পর্কে যে নীতি নির্দ্ধারিত হয়, সেই জন্যই ইহা অনেকটা সম্ভব হইল।

মাঝারি চাষীদেব সম্পর্কে পার্টির নীতিতে অষ্টম কংগ্রেস একটা বড় দরের পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। এই ব্যাপারে লেনিনের রিপোর্ট এবং কংগ্রেসে সিদ্ধান্তগুলি পার্টির নূতন এক নীতি স্থির করিয়া দিল। কংগ্রেসের দাবী হইল এই যে সমস্ত পার্টি সংগঠন ও সকল কমিউনিস্টকে

মাঝারি চাষী ও কুলাকের মধ্যে একটা সুনির্দ্দিষ্ট ভেদরেখা টানিতে হইবে, এবং মাঝারি চাষীর যাহা প্রয়োজন সে-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া তাহাকে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মাঝারি চাষীর পশ্চাৎপদ মনোভাবকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া ভাঙিতে হইবে। গায়ের জোরে বাধ্য করিয়া নয়। কংগ্রেস তাই নির্দ্দেশ দিল যে গ্রাম অঞ্চলে সোশালিস্ট বিধান (কমিউন্ ও কৃষিসমবায়) স্থাপনে যেন কোনরকম জবরদস্তি না করা হয়। মাঝারি চাষীর প্রকৃত স্বার্থ যে-সব ব্যাপারে জড়িত, সেখানে তাহার সহিত কাজ-চালানো বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং সোশালিস্ট ধরণে অদল-বদল ঘটাইবার **পদ্ধতি** সম্পর্কে তাহার সাহায্য পাইবার জন্য প্রয়োজনমত তাহাকে কিছু সুবিধা দিতে হইবে। কংগ্রেসে মাঝারি চাষীর সঙ্গে **স্থায়ী বন্ধুতার** নীতি নির্দ্ধারিত হইল; ইহাতে অবশ্য সর্ব্বহারারাই প্রধান **ভূমিকা** লইয়া চলিবে স্থির হইল।

অষ্টম কংগ্রেসে মাঝারি চাষীদের সম্বন্ধে যে নূতন নীতি লেনিন ঘোষণা করিলেন, সে-অনুসারে প্রয়োজন হইল যে সর্ব্বহারাশ্রেণী গরীব চাষীদের উপর নির্ভর করিবে, মাঝারি চাষীদের সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুতা রক্ষা করিয়া চলিবে এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়িবে। অষ্টম কংগ্রেসের পূর্ব্বে পার্টির নীতি সাধারণত ছিল এই যে মাঝারি চাষীকে নিরপেক্ষ রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার অর্থ হইল যে মাঝারি চাষীরা যাহাতে কুলাকদের পক্ষে এবং মোটের উপর বুর্জোয়াদের পক্ষে না চলিয়া যায়, সে চেষ্টা পার্টি করিবে। কিন্তু এখন ইহা যথেষ্ট ছিল না। মাঝারি চাষীকে নিরপেক্ষ রাখার নীতি বদ্‌লাইয়া অষ্টম কংগ্রেস শ্বেতরক্ষী ও বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য এবং সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণে সাফল্য লাভের জন্য মাঝারি চাষীর সঙ্গে **স্থায়ী বন্ধুতা** স্থাপনের নীতি গ্রহণ করিল।

যে-মাঝারি চাষীরা ছিল কৃষকসাধারণের অধিকাংশ, তাহাদের প্রতি কংগ্রেসে এই যে নীতি গৃহীত হইল, তাহা গৃহযুদ্ধে বিদেশী আক্রমণকারী ও তাহাদের শ্বেতরক্ষী অনুচরদের বিরুদ্ধে সাফল্যকে নিশ্চিত করার কাজে প্রচুর সাহায্য করিল। ১৯১৯ সালের শরৎকালে যখন সোভিয়েট শাসন ও দেনিকিনের কর্ত্তৃত্ব, এই দুইয়ের মধ্যে একটীকে কৃষকদের বাছিয়া লইতে হইল, তখন তাহারা সোভিয়েটকে সমর্থন করিল এবং সর্ব্বহারা একনায়কত্বের পক্ষে তাহার সবচেয়ে মারাত্মক শত্রুকে পরাজিত করা সম্ভব হইল।

কংগ্রেসের আলোচনাতে লালফৌজ গঠনসংক্রান্ত সমস্যাগুলি একটী বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। কংগ্রেসে তথাকথিত "সামরিক বিরোধী-দল" দেখা দেয়। এই "সামরিক বিরোধীদলের" মধ্যে, "বামপন্থী কমিউনিস্ট" বলিয়া যে-দল তখন ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, তাহার অনেকেই ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে এমনও কোন কোন পার্টিকর্ম্মী ছিলেন, যাঁহারা কখনও কোন প্রকার বিরোধিতা করেন নাই, কিন্তু যাঁহারা লালফৌজ পরিচালনা ব্যাপারে ট্রট্‌স্কির ধরণধারণ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইতে ছিলেন। ফৌজের প্রতিনিধিদের মধ্যে অধিকাংশ স্পষ্টই ট্রট্‌স্কির বিরোধী ছিলেন; পুরাতন জার-বাহিনীর সামরিক বিশেষজ্ঞদের সম্বন্ধে ট্রট্‌স্কির ভক্তি দেখিয়া ইঁহারা ক্ষুব্ধ হন। এই বিশেষজ্ঞদের কেহ কেহ গৃহযুদ্ধে সোজাসুজি আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছিল। ট্রট্‌স্কির দম্ভ ও ফৌজে পুরাতন বল্‌শেভিক্‌দের প্রতি তাহার শত্রুতা লক্ষ্য করিয়া ডেলিগেটদের অনেকে বিরক্ত হইয়াছিলেন। কংগ্রেসে ট্রট্‌স্কির "কার্য্যকলাপের" বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হয়। যেমন বলা হয় যে কেবল তাহার বিরাগভাজন হইয়াছিল বলিয়া সে যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক বিশিষ্ট কমিউনিস্ট যোদ্ধাকে গুলি করিয়া মারিবার চেষ্টা করে। ইহাতে সোজাসুজি শত্রুরই সুবিধা হইত। কেবল কেন্দ্রীয় কমিটি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

করিয়াছিল বলিয়া এবং অনেক সামরিক কর্ম্মী আপত্তি করায় এই কমরেডদের জীবনরক্ষা হয়।

কিন্তু পার্টির সামরিক কার্য্যক্রম সম্বন্ধে ট্রট্স্কির বক্রনীতির বিরোধিতা করিলেও ফৌজ গঠন ব্যাপারে অনেকগুলি বিষয়ে "সামরিক বিরোধী-দল" ভ্রান্ত মত পোষণ করিত। "সামরিক বিরোধীদল" গেরিলা মনোবৃত্তিকে জিয়াইয়া রাখার পক্ষে লড়িল, এবং নিয়মিত এক লাল-ফৌজ সৃষ্টি, প্রাচীন বাহিনীর সামরিক বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগানো, ও যে-কঠোর শৃঙ্খলা বিনা কোন প্রকৃত সেনা গঠন করা যায় না সেই শৃঙ্খলার বিরোধিতা করিল বলিয়া লেনিন ও স্টালিন প্রবলভাবে তাহাদের যুক্তি খণ্ডন করেন। কমরেড স্টালিন "সামরিক বিরোধী-দলের" প্রতিবাদে দাবী করেন যে কঠোরতম শৃঙ্খলায় উদ্বুদ্ধ এক নিয়মিত বাহিনী সৃষ্টি করা হউক।

তিনি বলেন :—

"হয় আমরা প্রকৃত শ্রমিক ও কৃষকদের লইয়া—প্রধানত কৃষকদের লইয়া—এক কঠোর শৃঙ্খলাসংহত বাহিনী সৃষ্টি করিব ও দেশ রক্ষা করিব, নয় আমাদের বিনাশ নিশ্চিত।"

"সামরিক বিরোধীদলের" অনেকগুলি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে উন্নতি দাবী করিয়া এবং লালফৌজে কমিউনিস্টদের ভূমিকা বাড়াইবার নির্দ্দেশ দিয়া ট্রট্স্কির বিরুদ্ধে আঘাত করিল।

কংগ্রেসে একটী সামরিক কমিশন নিযুক্ত করা হয়; ইহাঁরই চেষ্টায় সামরিক ব্যাপারে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এই সিদ্ধান্তের ফলে লালফৌজের শক্তিবৃদ্ধি হইল এবং লালফৌজ পার্টির আরও নিকটে আসিল।

কংগ্রেসে পার্টি ও সোভিয়েটসংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপারের আলোচনা হয়, সোভিয়েটগুলিতে পার্টি যাহাতে নেতৃত্ব করিতে পারে, সে-বিষয়ে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে বিতর্কের সময় যে সুবিধাবাদী সাপ্রোনভ্‌-ওসিন্‌স্‌কির দল মনে করিত যে পার্টির পক্ষে সোভিয়েটগুলির কাজের তত্ত্বাবধান করা উচিত নয়, কংগ্রেস তাহাদের মত অগ্রাহ্য করে।

অবশেষে, পার্টিতে বিপুলসংখ্যায় নূতন সভ্য প্রবেশ করার দরুণ পার্টির সামাজিক সংগঠন উন্নত করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত কংগ্রেস করে, এবং সভ্যদের নাম আবার রেজিস্ট্রী করার ব্যবস্থা করে।

এই ভাবে পার্টিসভ্যদের মধ্যে বাছাই ও বাতিল করার প্রথম ব্যবস্থা হইল।

৩। বিদেশীদের হস্তক্ষেপ বাড়িয়া চলিল—সোভিয়েট দেশ অবরোধ—কোল্‌চাকের সংগ্রাম ও পরাজয়—দেনিকিনের সংগ্রাম ও পরাজয়—তিন মাসের বিশ্রাম —নবম পার্টি কংগ্রেস

জার্মানী ও অস্ট্রিয়াকে হারাইয়া মিত্রশক্তি সোভিয়েটদেশের বিরুদ্ধে বিপুল বাহিনী সবেগে নিক্ষেপ করা স্থির করিল। জার্মানী পরাজিত হইয়া য়ুক্রেন ও ট্রান্স্‌ককেশিয়া হইতে সৈন্য সরাইয়া লইবার পর ইংরেজ ও ফরাসীরা জার্মানীর স্থান অধিকার করিল, কৃষ্ণসাগরে নৌবাহিনী পাঠাইল এবং ওডেসা বন্দরে ও ট্রান্স্‌ককেশিয়াতে সৈন্য নামাইল। মিত্রশক্তির এই আক্রমণবাহিনী এতই নৃশংস ছিল যে অধিকৃত অঞ্চলে দলে দলে শ্রমিক ও কৃষকদের গুলি করিয়া মারিতে তাহাদের কোন সঙ্কোচ হইত না। শেষকালে তাহাদের দৌরাত্ম্য এতই চরমে

উঠিল যে তুর্কিস্তান দখল করার পর তাহারা শাউমিয়ান, ফিয়োলেতোভ, দজাপারিদজে, মালিগ্লিন, আজিজ্‌বেকভ্‌, কর্গানভ প্রভৃতি কমরেডদের লইয়া বাকুর ছাব্বিশ জন প্রধান বল্‌শেভিক্‌কে পাকড়াও করিয়া ট্রান্স্‌কাস্পিয়ান্‌ অঞ্চলে চালান দেয়, এবং সেখানে সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের সহায়তায় তাহাদিগকে নৃশংসভাবে গুলি করিয়া মারে।

বিদেশী হস্তক্ষেপকারী শীঘ্রই সমগ্র রুশদেশ **অবরোধ** করার ঘোষণা প্রচার করিল। বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সব রাস্তা কাটিযা দেওয়া হইল, সকল সমুদ্রপথ বন্ধ হইল।

প্রায় চারিদিক হইতে সোভিয়েটদেশ পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িল।

সাইবীরিয়ার অম্‌স্কে তাহাদের হাতের পুতুল নৌ-সেনাপতি কোল্‌চাকের উপর মিত্রশক্তির প্রধান ভরসা ছিল। "রুশদেশের সর্বোচ্চ শাসক" বলিয়া তাহার নাম ঘোষণা করা হয়, এবং দেশের সমগ্র বিপ্লববিরোধী শক্তিকে তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন করা হয়।

এইভাবে পূর্ব্ব রণক্ষেত্র প্রধান রণক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়।

কোল্‌চাক এক বিপুলবাহিনী সমবেত করিয়া ১৯১৯ সালের বসন্ত-কালে প্রায় ভল্‌গা নদী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। ইহাদের বিরুদ্ধে লড়িতে শ্রেষ্ঠ বল্‌শেভিক্‌ যোদ্ধাদের পাঠানো হয়; কমিউনিস্ট যুবসংঘের সভ্য ও শ্রমিকদের দলে দলে সৈন্যবাহিনীতে আনা হয়। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে লালফৌজের কাছে কোল্‌চাকের বাহিনী নিদারুণ পরাজিত হয়, এবং শীঘ্রই সমগ্র রণক্ষেত্র ব্যাপিয়া পিছু হটিতে শুরু করে।

পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে লালফৌজের অগ্রগমন যখন সর্বোচ্চস্তরে উঠিয়াছে, তখন ট্রট্‌স্কি এক সন্দেহজনক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করে, তাহার প্রস্তাব ছিল এই যে য়ুরাল অঞ্চলে পৌঁছিবার পূর্ব্বে লালফৌজের অগ্রগতি থামানো উচিত, কোল্‌চাকের সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন বন্ধ করা

উচিত, এবং পূর্ব্ব রণক্ষেত্র হইতে সৈন্য সরাইয়া দক্ষিণ রণক্ষেত্রে বদলী করা উচিত। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পরিষ্কার বুঝিয়াছিল যে কোল্‌চাকের হাতে য়ুরাল ও সাইবীরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, কারণ সেখানে জাপানী ও ইংরেজদের সহায়তায় সে আবার শক্তিসংগ্রহ করিয়া প্রাক্তন অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। সুতরাং কমিটি ট্রট্‌স্কির পরিকল্পনা নাকচ করে এবং লালফৌজকে আগাইয়া চলিবার নির্দ্দেশ জানায়। এই নির্দ্দেশে অসম্মত হইয়া ট্রট্‌স্কি তাহার পদত্যাগপত্র দাখিল করে। কেন্দ্রীয় কমিটি এই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রট্‌স্কির উপর তখনই হুকুম দেয় যে সে যেন পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনব্যাপারে কোন অংশ গ্রহণ না করে। লাল-ফৌজ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগে কোল্‌চাকের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়, অনেক নূতন যুদ্ধে তাহাকে পরাভূত করে এবং য়ুরাল ও সাইবীরিয়াকে শ্বেতরক্ষী কবল হইতে মুক্ত করে। এখানে বিপ্লববিরোধীদের পিছনে বল্‌শেভিক্‌দের পক্ষপাতী দেশভক্তদের শক্তিশালী আন্দোলন লালফৌজকে সাহায্য করে।

১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালে উত্তরপশ্চিমে (বল্‌শেভিক্‌ দেশসমূহ এবং পেট্রোগ্রাডের নিকটস্থ অঞ্চল) বিপ্লববিরোধীদের নেতা সেনাপতি য়ুদেনিচের হাতে সাম্রাজ্যবাদীরা ভার দেয় যে সে যেন পেট্রোগ্রাড আক্রমণ করিয়া পূর্ব্ব রণক্ষেত্র হইতে লালফৌজের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে। প্রাক্তন সামরিক কর্ম্মচারীদের বিপ্লববিরোধী প্রচারে প্রভাবিত হইয়া পেট্রোগ্রাডের নিকটে দুইটী কেল্লার সিপাহীরা সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান ঘাঁটির মধ্যে বিপ্লববিরোধী ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। শত্রু পেট্রোগ্রাডকে বিপন্ন করিয়া তুলে। কিন্তু শ্রমিক ও নাবিকদের সমর্থন পাইয়া সোভিয়েট-সরকার

যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাহার ফলস্বরূপ বিদ্রোহী কেল্লাগুলি হইতে শ্বেতরক্ষীদের বিদূরিত করা হয়, এবং য়ুদেনিচের সৈন্যকে পরাজিত করিয়া এস্তোনিয়াতে ঠেলিয়া দেওয়া হয়।

পেট্রোগ্রাডের কাছে য়ুদেনিচের পরাজয় ঘটাতে কোল্চাককে ঠাণ্ডা করা সহজ হইল, ১৯১৯ সালের শেষাশেষি কোল্চাকের বাহিনী সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত হইল। স্বয়ং কোল্চাক বন্দী হইল এবং ইর্কুট্স্কে বিপ্লবী কমিটির বিচারে তাহর মৃত্যুদণ্ড হইল।

এইভাবে কোল্চাকের পর্ব্ব শেষ হয়।

সাইবীরিয়ান্দের মধ্যে এই সময় কোল্চাক সম্বন্ধে একটা গান খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল :

ইংরেজের উর্দ্দী	উর্দ্দী আজ ছিন্নভিন্ন
আর ফরাসীর সাজ	নিরুদ্দেশ বেশ,
জাপানী তামাক খেয়ে	তামাকের চিহ্ন নাই,
কোল্চাকের নাচ	কোল্চাকের শেষ।

কোল্চাক তাহাদের আশা পূর্ণ না করিতে পারায় বিদেশী হস্ত-ক্ষেপকারীরা সোভিয়েটদেশ আক্রমণের পরিকল্পনা বদলাইল। যে-সৈন্যকে ওডেসা বন্দরে নামানো হইয়াছিল, তাহাদিগকে সরানো দরকার ছিল, কারণ সোভিয়েট ফৌজের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের মধ্যে ইন্কিলাবী মনোবৃত্তি সংক্রমিত হইতেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাহারা শুরু করিতেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ওডেসাতে আঁদ্রে মার্ত্তির নেতৃত্বে ফরাসী নাবিকদের বিদ্রোহ ঘটে। সুতরাং কোল্চাক পরাভূত হওয়ায় কর্নিলভের চক্রান্তে সহযোগী এবং "স্বেচ্ছাবাহিনী"র সংগঠক সেনাপতি দেনিকিনের উপর মিত্রশক্তির মনোযোগ পড়িল। এই সময় দেনিকিন দক্ষিণে কুবান্ অঞ্চলে

সোভিয়েট-সরকারের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল। মিত্রশক্তি তাহার সৈন্যের জন্য প্রচুর গোলাগুলি ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করিল।

দক্ষিণ রণক্ষেত্রই এখন প্রধান রণক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল।

১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালে দেনিকিন সোভিয়েট-সরকারের বিরুদ্ধে তাহার প্রধান সংগ্রাম চালাইতে আরম্ভ করে। ট্রট্স্কির দোষে দক্ষিণ রণক্ষেত্র ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, এবং আমাদের ফৌজ বার বার পরাজিত হইল। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি বিপ্লবের শত্রুরা সমস্ত যুক্রেন দখল করিয়া বসিল, এবং ওরেল কাড়িয়া লইয়া টুলার কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। এই টুলা হইতে আমাদের ফৌজকে টোটা, বন্দুক, মেশিন-গান্ সরবরাহ করা হইত। বিপ্লবের শত্রুরা মস্কোর কাছাকাছি পৌছিয়া পড়িল। সোভিয়েট রিপাব্‌লিকের অবস্থা নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। পার্টি সকলকে সঙ্কটের কথা জানাইয়া সাবধান করিয়া দিল এবং প্রতিরোধ করাব জন্য জনগণকে আহ্বান জানাইল। লেনিন স্লোগান দিলেন, "দেনিকিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্ব্বস্ব পণ করো!" বল্‌শেভিক্‌দের অনুপ্রেরণায় শ্রমিক ও কৃষকরা শত্রুকে চূর্ণ করিবার জন্য নিজেদের সর্ব্বশক্তি সুসংহত করিল।

দেনিকিনের পরাজয় ঘটাইবার উদ্যোগ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি স্টালিন, ভরোশিলভ, অর্জনিকিদ্‌জে এবং বুদিয়েনি, এই চার জন কমরেডকে দক্ষিণ রণাঙ্গণে পাঠাইল। দক্ষিণে লালফৌজের সংগ্রাম পরিচালনার কাজ থেকে ট্রট্স্কিকে সরাইয়া দেওয়া হইল। কমরেড স্টালিন পৌছিবার পূর্ব্বে ট্রট্স্কির সহযোগিতায় দক্ষিণ রণাঙ্গণের কর্ত্তৃপক্ষ জারিৎসিন্ হইতে ডন্ অঞ্চলের প্রান্তর দিয়া নভোরসিস্কের দিকে দেনিকিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো সম্বন্ধে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিল। এখানে কোন রাস্তা ছিল না, আর যে-কসাক্‌রা তখন প্রধানত

শ্বেতরক্ষীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, তাহারা যেখানে বাস করে সেই অঞ্চল দিয়া লালফৌজকে যাইতে হইত। কমরেড স্টালিন এই পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেন এবং দেনিকিনকে হারাইবার জন্য তাঁহার নিজের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে দাখিল করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে খারকভ—দনেৎস্ অববাহিকা—রস্টভ, এই পথে প্রধান আক্রমণ চালাইবার কথা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে দেনিকিনের বিরুদ্ধে আমাদের ফৌজের পক্ষে দ্রুত অগ্রসর হওয়া নিশ্চিত হইল। কারণ, তাহারা যে অঞ্চল দিয়া যাইবে সেখানে বাস করে শ্রমিক ও কৃষক এবং লালফৌজ তাহাদের পূর্ণ সহানুভূতি পাইবে। আরও বলা যায় যে এই অঞ্চলে ঘনসন্নিবিষ্ট রেল লাইন থাকায় আমাদের ফৌজ নিয়মিত ও নিশ্চিতভাবে সরবরাহ পাইতে থাকিবে। সবশেষে দেখা যায় যে এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হইলে দনেৎস্ অঞ্চলের কারখানাগুলিকে মুক্ত করিয়া আমাদের দেশের জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা পাকা করা সম্ভব হইবে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কমরেড স্টালিনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসের প্রথমার্দ্ধে তুমুল প্রতিরোধের পর ওরেল ও ভরোনেঝের চূড়ান্ত যুদ্ধে দেনিকিন লালফৌজের কাছে পরাজিত হয়। তখন সে দ্রুত পশ্চাদ্গমন আরম্ভ করে, এবং আমাদের সৈন্য দ্বারা বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণে পলায়ন করে। ১৯২০ সালের প্রথমে দেখা গেল যে সমগ্র য়ুক্রেন ও উত্তর ককেশস্ বিপ্লব-শত্রুদের কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

দক্ষিণ রণাঙ্গনে চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদীরা আবার আমাদের বাহিনীকে দক্ষিণ হইতে সরাইবার মতলবে পেট্রোগ্রাডের বিরুদ্ধে য়ুদেনিচের সৈন্যকে লাগাইয়া দেনিকিনের ফৌজের অবস্থা উন্নত করার

চেষ্টা করে। বিপ্লবের শত্রুরা প্রায় পেট্রোগ্রাডের ফটক পর্য্যন্ত পৌছিয়া যায়। প্রধান ইন্‌কিলাবী শহরের বীর সর্ব্বহারার দল শহর রক্ষার জন্য অটল প্রাকার গড়িয়া দাঁড়ায়। সর্ব্বদা যেমন ঘটে, তেমনই এখনও কমিউনিস্টরা ছিল সর্ব্বাগ্রে। তুমুল সংগ্রামের পর বিপ্লবের শত্রুরা পরাজিত হয় ও আবার আমাদের সীমান্ত পার করাইয়া তাহাদিগকে এস্তোনিযাতে ঠেলিয়া দেওয়া হয়।

এইভাবে দেনিকিনের পর্ব্ব ফুরাইল।

কোল্‌চাক ও দেনিকিনের পরাজয়ের পর কিছুকাল অবসর পাওয়া যায়।

সাম্রাজ্যবাদীরা যখন দেখিল যে শ্বেতরক্ষীবাহিনীগুলি চূর্ণ হইয়াছে, বিদেশীদের হস্তক্ষেপ বিফল হইয়াছে এবং দেশের সর্ব্বত্র সোভিয়েট সরকার নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইয়োরোপে শ্রমিকদের মধ্যে সোভিয়েটে সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বাড়িয়া উঠিতেছে, তখন তাহারা সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতি মনোভাব বদলাইতে আরম্ভ করিল। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালী সোভিয়েট রুশ অবরোধে ক্ষান্ত হওয়া স্থির করিল।

হস্তক্ষেপের দেওয়ালে ইহা হইল একটী বড় রকম ফাটল।

অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে সোভিয়েট দেশ বিদেশীদের হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধ হইতে নিষ্কৃতি পাইল। তখনও সাম্রাজ্যবাদী পোলাণ্ড কর্ত্তৃক আক্রমণের বিপদ ছিল। সুদূর প্রাচ্য, ট্রান্স্‌ককেশিয়া ও ক্রাইমিয়া হইতে হস্তক্ষেপকারী শক্তিকে চূড়ান্তভাবে বিতাড়িত করা হয় নাই। কিন্তু সোভিয়েট রুশ সাময়িকভাবে নিশ্বাস লইবার সময় পাইল এবং অর্থনৈতিক বিকাশের দিকে আরও শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিল। পার্টি এখন অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে মনোযোগ দিতে পারিল।

গৃহযুদ্ধের সময় অনেক সুদক্ষ শ্রমিক কলকারখানা বন্ধ হওয়ার দরুণ কাজ ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাহাদিগকে কারখানায় ফেরত পাঠাইয়া কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা পার্টি এখন করিল। রেলওয়েগুলির অবস্থা অত্যন্ত সাংঘাতিক ছিল; তাই কয়েক হাজার কমিউনিস্টকে রেলরাস্তাকে আবার চালু করিবার ভার দেওয়া হইল। এ কাজটী না হইলে শিল্পের প্রধান শাখাগুলির পুনর্গঠন সম্ভব হইত না। খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা উন্নত ও পরিব্যাপ্ত করা হইল। রুশ দেশে ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের এক পরিকল্পনার খসড়া আরম্ভ করা হইল। যুদ্ধে বিপদ তখনও ছিল বলিয়া প্রায় ৫০ লক্ষ লালফৌজ সশস্ত্র হইয়া প্রস্তুত ছিল, তাহাদিগকে সাধারণ নাগরিক জীবনে ফিরাইয়া দেওয়া যায় নাই। তাই লালফৌজের একাংশকে **শ্রম সেনাতে** পরিণত করা হয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হয়। শ্রমিক ও কৃষকদের আত্মরক্ষা সমিতিকে **শ্রম ও দেশরক্ষা সমিতিতে** রূপান্তরিত করা হয়, এবং ইহাকে সাহায্য করার জন্য এক **রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন** ('গস্‌প্লান') স্থাপিত হয়।

নবম পার্টি কংগ্রেসের উদ্বোধনের সময় এইরূপ পরিস্থিতি ছিল।

১৯২০ সালের মার্চ মাসের শেষে কংগ্রেস বসে। ৬,১১,৯৭৮ জন পার্টি সভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ভোটাধিকারসম্পন্ন ৫৫৪ জন ডেলিগেট কংগ্রেসে উপস্থিত থাকেন; ১৬২ জন ডেলিগেটের ভোট না থাকিলেও আলোচনায় যোগদানের অধিকার ছিল।

যানবাহন ও শিল্পসংক্রান্ত ব্যাপারে দেশের পক্ষে সবচেয়ে জরুরী কাজের নির্দেশ কংগ্রেসে পাওয়া গেল। অর্থনৈতিক জীবন গঠনের কাজে ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষে ভার গ্রহণ করিবার প্রয়োজন সম্বন্ধে কংগ্রেস বিশেষ জোর করিয়া বলিল।

প্রথমে রেলপথ, জ্বালানি শিল্প এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্প পুনর্গঠন সম্বন্ধে একটী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ে কংগ্রেস বিশেষ মনোযোগ দিল। এই পরিকল্পনায় প্রধান কথা ছিল দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি পরিব্যাপ্ত করার ব্যবস্থা। ইহাকেই লেনিন "আগামী দশ কি বিশ বৎসরের জন্য একটী বিরাট কার্য্যক্রম" বলিয়া উপস্থিত করেন। রুশদেশে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় কমিশনের যে বিখ্যাত পরিকল্পনা ("গোয়েল রো") আজ সম্পূর্ণ হওয়ার চেয়েও বেশী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহার ভিত্তি স্থাপন তখন হইয়াছিল।

"গণতান্ত্রিক কেন্দ্র-শাসন দল" বলিয়া যে পার্টিবিরোধী দল নিজেদের পরিচয় দিত, কংগ্রেস তাহাদের মতামত নাকচ করে। এই দল একজনকে তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া, এবং শিল্পাধ্যক্ষদের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আরোপ করার বিরোধী ছিল। ইহারা চাহিত আবাধ "যৌথ তত্ত্বাবধান," যাহাতে শিল্পপরিচালনা বিষয়ে কেহই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী রহিবে না। এই পার্টিবিরোধী দলে প্রধান ছিল সাপ্রোনোভ্‌, ওসিন্স্‌কি এবং ভি, স্মিরভ্‌।

কংগ্রেসে রাইকভ ও টম্‌স্কি ইহাদের সমর্থন করে।

৪। পোলাণ্ডের ভদ্রসম্প্রদায় কর্ত্তৃক সোভিয়েট রুশ আক্রমণ—সেনাপতি রাংগেলের যুদ্ধ পরিচালনা—পোলিশ পরিকল্পনায় অসাফল্য—রাংগেলের নিপাত—বিদেশী হস্তক্ষেপের অবসান

কোল্‌চাক ও দেনিকিনের পরাজয় সত্ত্বেও, উত্তর অঞ্চল, তুর্কিস্তান, সাইবীরিয়া, ডন্‌ অঞ্চল, য়ুক্রেন প্রভৃতি জায়গায় শ্বেতরক্ষী ও বিদেশী আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্র অটলভাবে ক্ষমতা

পুনরধিকার করিতে থাকিলেও, রুশদেশ অবরোধ করার সংকল্প ছাড়িতে মিত্রশক্তি বাধ্য হইলেও, সোভিয়েট শক্তি যে অপরাজেয় প্রমাণিত হইয়াছিল এবং বিজয় গৌরবমণ্ডিত হইয়াছিল তাহা মিত্রশক্তি কিছুতেই মানিয়া লইতে চাহিল না। তাই আর একবার সোভিয়েট রুশে হস্তক্ষেপ করার সংকল্প তাহারা করিল। এবার তাহারা স্থির করিল যে পোলিশ রাষ্ট্রের প্রকৃত অধিনায়ক, বুর্জোয়া বিপ্লববিরোধী জাতীয়তাবাদী পিল্‌সুদ্‌স্কি, এবং যে সেনাপতি রাংগেল ক্রাইমিয়াতে দেনিকিনের ফৌজের ধ্বংসাবশেষকে একত্রিত করিয়া তখন দনেৎস্ অঞ্চল ও য়ুক্রেনকে বিপন্ন করিতেছিল, সেই দুই জনকে কাজে লাগানো যাইবে।

লেনিনের ভাষায় বলিতে গেলে পোলাণ্ডের ভদ্রলোকরা এবং রাংগেল সোভিয়েট রুশকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিতে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের দুই হাত হিসাবে কাজ করিল।

পোল্‌দের মতলব হইল নীপার নদীর পশ্চিমে সোভিয়েট য়ুক্রেন দখল করা, সোভিয়েট বিয়েলোরুশিয়া অধিকার করিয়া বসা, এই সব অঞ্চলে পোলিশ ধনকুবেরদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, "সাগর হইতে সাগর", দান্‌ৎসিগ্ হইতে ওডেসা পর্য্যন্ত পোলিশ রাষ্ট্রের সীমান্ত বিস্তার করা, এবং রাংগেলের সাহায্যের প্রতিদান হিসাবে লালফৌজকে চূর্ণ করিয়া সোভিয়েট রুশে জমিদার ও পুঁজিদারদের ক্ষমতা ফিরাইয়া আনার জন্য রাংগেলকে সাহায্য করা।

মিত্ররাষ্ট্রসমূহ এই পরিকল্পনা মঞ্জুর করে।

শান্তি রক্ষা ও যুদ্ধ এড়াইবার উদ্দেশ্যে পোলাণ্ডের সঙ্গে আলোচনার জন্য সোভিয়েট-সরকার বহু বিফল চেষ্টা করিল। পিলসুদ্‌স্কি শান্তি বিষয়ে আলোচনায় অস্বীকৃত হইল। সে চাহিল যুদ্ধ। তাহার হিসাবে

লালফৌজ কোল্‌চাক ও দেনিকিনের সঙ্গে লড়িয়া এমনই অবসন্ন, যে পোলিশ সৈন্যের আক্রমণ ঠেকাইবার শক্তি তাহার ছিল না।

সামান্য হাঁফ ফেলিবার অবকাশ এখন ফুরাইয়া গেল।

১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে পোল্‌রা সোভিয়েট য়ুক্রেন আক্রমণ করিল ও কীয়েভ দখল করিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে রাংগেল আক্রমণ আরম্ভ করিল ও দনেৎস্‌ অঞ্চলকে বিপন্ন করিয়া তুলিল।

প্রত্যুত্তরে লালফৌজ সমগ্র রণক্ষেত্র ব্যাপিয়া পোলদের বিরুদ্ধে পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ করিল। আবার কীয়েভ শহর দখল করা হইল, য়ুক্রেন ও বিয়েলোরুশিয়া হইতে পোলিশ যুদ্ধ নায়কদের তাড়াইয়া দেওয়া হইল। দক্ষিণ রণাঙ্গনে লালফৌজের অত্যুগ্র অগ্রগতির ফলে তাহারা গালিসিয়াতে ল্‌ভোভ্‌ শহরের প্রায় ফটক পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া গেল, আর পশ্চিম রণাঙ্গণে ওয়ারস' শহরের কাছাকাছি পৌঁছিল। পোলিশ সৈন্যদলগুলি চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হইল।

কিন্তু লালফৌজের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্রে ট্রট্‌স্কি ও তাহার অনুচরদের সন্দেহজনক কার্য্যকলাপের ফলে সমস্ত সাফল্য বাতিল হইয়া গেল। ট্রট্‌স্কি ও তুখাচেভ্‌স্কির দোষে পশ্চিম রণাঙ্গনে লালফৌজের ওয়ার্‌স্‌ অভিমুখে অভিযান একেবারে অসংহতভাবে চলিল; বিজিত অঞ্চলে ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠ করার সুযোগ সৈন্যদের দেওয়া হয় নাই, অগ্রগামী দলগুলি অতিরিক্ত দূরে পরিচালিত হইতেছিল, আর মজুদ সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ অনেক পিছনে পড়িয়া রহিল। ফলে অগ্রগামী দলগুলির পক্ষে প্রয়োজন মজুদ সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ তাহারা পাইল না, এবং অন্তহীন রণাঙ্গন সুদূর পরিব্যাপ্ত অবস্থায় রহিল। ইহাতে যুদ্ধাঞ্চলে জোর করিয়া ভাঙ্গন ঘটানো সহজ হইয়া পড়িল। ফলে যখন পোলবাহিনীর সামান্য একাংশ একজায়গায় আমাদের পশ্চিম রণাঙ্গন

ভেদ করিল, তখন যুদ্ধোপকরণের অভাবে আমাদের ফৌজ পিছু হটিতে বাধ্য হইল। দক্ষিণ রণাঙ্গনে লালফৌজ ল্ভোভের ফটক পর্য্যন্ত পৌছিয়া পোল্দের দারুণ বেগ দিতেছিল, কিন্তু "বিপ্লবী সামরিক কাউন্সিলের সভাপতি" নামে কুখ্যাত ট্রট্স্কি তাহাদিগকে ল্ভে্াভ দখল করিতে বারণ করে। দক্ষিণ রণাঙ্গনে প্রধান শক্তি যাহারা, সেই অশ্বারোহী বাহিনীকে ট্রট্স্কি সুদূর উত্তর পূর্ব্বে বদ্লী করার হুকুম দেয়। যদিও সহজে দেখা যায় যে পশ্চিম রণাঙ্গনে সাহায্য পাঠাইবার শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র সম্ভব উপায় হইল ল্ভোভ্ দখল করা, তাহা হইলেও পশ্চিম রণাঙ্গনে সাহায্য পাঠাইবার অজুহাতে এই হুকুম জারি হয়। কিন্তু দক্ষিণ রণাঙ্গন হইতে অশ্বারোহী বাহিনীকে স্থানান্তরিত করিয়া ল্ভোভ্ হইতে সরাইবার প্রকৃত অর্থ হইল এই যে দক্ষিণ রণাঙ্গণেও আমাদের ফৌজকে পিছু হটিতে হইল। এইভাবে ট্রট্স্কি কাজ ভেস্তাইবার যে আদেশ দেয়, তাহার ফলে আমাদের ফৌজকে দক্ষিণ রণাঙ্গণে কিছুই না বুঝিতে পারিয়া সম্পূর্ণ অকারণ পশ্চাদ্গমন করিতে হইল, পোলাণ্ডের ভদ্রলোকরা আহ্লাদে আটখানা হইল।

বাস্তবিক এইরূপ কাণ্ডকারখানায় আমাদের পশ্চিম রাণাঙ্গন সাহায্য পাইল না, সাহায্য পাইল পোলাণ্ডের অভিজাতসম্প্রদায় ও মিত্রশক্তি।

কয়েকদিনের মধ্যে পোলদের অগ্রগতি থামানো গেল এবং আমাদের ফৌজ নূতন পাল্টা-আক্রমণের আয়োজন আরম্ভ করিল। কিন্তু যুদ্ধ চালাইতে অসমর্থ হইয়া এবং লালফৌজের পাল্টা-আক্রমণের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হইয়া, পোলাণ্ড নীপারের পশ্চিমে যুক্রেন এবং বিয়েলোরুশিয়া সম্পর্কে দাবী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল, এবং সন্ধিস্থাপনই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া স্থির করিল। ১৯২০ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে রিগাতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধি অনুসারে পোলাণ্ড গলিসিয়া এবং বিয়েলোরুশিয়ার কিয়দংশ অধিকার করিয়া রাখিল।

পোলাণ্ডের সহিত সন্ধিস্থাপনের পর সোভিয়েট রাষ্ট্র রাংগেলকে উচ্ছেদ করা স্থির করিল। ইংরেজ ও ফরাসীরা তাহাকে কামান, বন্দুক, বর্ম্মশকট, ট্যাঙ্ক, বিমান ও সবচেয়ে নূতন ধরণের গোলাগুলি সরবরাহ করিয়াছিল। প্রধানত উচ্চকর্ম্মচারীদের লইয়া শ্রেষ্ঠ শ্বেতরক্ষী পল্টন তাহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু কুবান্‌ ও ডন্‌ অঞ্চলে যে-সৈন্য সে অবতরণ করায়, তাহাদের সমর্থনে বেশী চাষী ও কসাক্‌কে সে একত্রিত করিতে পারে নাই। তাহা সত্ত্বেও সে দনেৎস্‌ অববাহিকার খুব কাছাকাছি গিয়া পৌঁছায় এবং আমাদের কয়লাখনি অঞ্চলকে বিপন্ন করে। তখন সোভিয়েট সরকারের পক্ষে একটী বিশেষ মুশ্‌কিল ছিল এই যে লালফৌজ অত্যন্ত অবসন্ন ছিল। নিতান্ত দুরূহ অবস্থায় লালফৌজকে আগাইয়া যাইতে হয়; রাংগেলের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে রাংগেলের সহকারী মাখ্‌নোর নৈরাজ্যবাদী দলকেও নিষ্পিষ্ট করার কাজ আসিয়া পড়ে। যুদ্ধসজ্জা বিষয়ে রাংগেলের শক্তি বেশী থাকিলেও, লালফৌজের কোন ট্যাঙ্ক না থাকা সত্ত্বেও, রাংগেলকে ক্রাইমিয়া উপদ্বীপে তাড়াইয়া লইয়া গিয়া সেখানে বোতলবন্দী করিয়া রাখা হয়। ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে লালফৌজ পেরিকোপের দুর্ভেদ্য দুর্গ দখল করে, ক্রাইমিয়ার মধ্যে সবেগে ছড়াইয়া পড়ে, রাংগেলের বাহিনীকে চূর্ণ করিয়া দেয়, ও শ্বেতরক্ষী এবং বিদেশী আক্রমণকারীদের উপদ্বীপ হইতে দূর করে। ক্রাইমিয়া আবার সোভিয়েটদেশের মধ্যে আসে।

পোলাণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী মতলবের অসাফল্য এবং রাংগেলের পরাজয়ের সঙ্গে বিদেশীদের হস্তক্ষেপের অধ্যায় শেষ হয়।

১৯২০ সালের শেষে ট্রান্স্‌ককেশিয়ার মুক্তিসংগ্রাম আরম্ভ হয়; বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী মুসাবাতিস্টদের কবল হইতে আজেরবাইজান মুক্তি লাভ করে; মেন্‌শেভিক্‌ জাতীয়তাবাদীদের হাত থেকে জার্জিয়ান্‌রা মুক্তি

পায় ; দাশ্‌নাকদের কবল হইতে আর্মানীরা মুক্তি পায়। আজেরবাইজান, আর্মীনিয়া ও জার্জিয়াতে সোভিয়েটশক্তি বিজয় মণ্ডিত হইল।

সর্ব্বপ্রকার হস্তক্ষেপ যে এখন শেষ হইল, তাহা নয়। সুদূর প্রাচ্যে জাপানীদের আক্রমণ ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত চলিল। এছাড়া নূতন আক্রমণের চেষ্টাও হইতে লাগিল (প্রাচ্যে আটামান্ [সর্দ্দার] সেমিয়োনোভ এবং ব্যারন্ উঙ্গের্ন্, ১৯২১ সালে কারিলিয়াতে ফিনল্যাণ্ডের শ্বেতরক্ষীরা)। কিন্তু ১৯২০ সালের শেষাশেষি সোভিয়েটদেশের প্রধান শত্রুরা, প্রধান বিদেশী হস্তক্ষেপকারীরা পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বিদেশী হস্তক্ষেপকারী ও রুশ শ্বেতরক্ষীদের সংগ্রাম শেষ হইল সোভিয়েটের বিজয়ে।

সোভিয়েট রাষ্ট্র তাহার স্বাধীনতা বজায় রাখিল।

বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধ শেষ হইল।

সোভিয়েটশক্তির এক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিজয় ঘটিল।

৫। ইংরেজ-ফরাসী-জাপানী-পোলিশ আক্রমণ ও রুশদেশে বুর্জোয়া-জমিদার-শ্বেতরক্ষী-বিপ্লবীবিরোধীদের সমবেত শক্তিকে সোভিয়েট রিপাব্‌লিক কেন এবং কিভাবে পরাজিত করিয়াছিল

আমরা যদি বিদেশী হস্তক্ষেপের যুগে প্রধান ইউরোপীয় ও আমেরিকান খবরের কাগজ ও পত্রিকাদি পড়ি, তাহা হইলে সহজেই দেখিতে পাইব যে এমন একজনও বিশিষ্ট সামরিক বা বে-সামরিক লেখক ছিল না, এমন একজনও সামরিক বিশেষজ্ঞ ছিল না, যে সোভিয়েট সরকার জিতিতে পারে বিশ্বাস করিত। অপরপক্ষে, সমস্ত বিখ্যাত লেখক, সর্ব্বদেশ ও

সর্ব্বজাতির সামরিক বিশেষজ্ঞ ও বিপ্লবের ইতিহাস লেখক, সমস্ত তথাকথিত মনীষীই একবাক্যে প্রচার করিতেছিল যে সোভিয়েটের দিন ফুরাইয়াছে, সোভিয়েটের পরাজয় অনিবার্য্য।

বিদেশী হস্তক্ষেপকারীদের বিজয় সম্বন্ধে তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাসের ভিত্তি হইল এই যে, একদিকে সোভিয়েট রুশের কোন সুসংহত বাহিনী ছিলনা এবং লালফৌজকে বলিতে গেলে অগ্নিবর্ষণের মধ্যেই সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, আর অন্যদিকে হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের হাতে অল্পাধিক সুসংহত বাহিনী মজুদ ছিল।

তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাসের আরও একটী কারণ এই যে লালফৌজে কোন অভিজ্ঞ সামরিক নেতা ছিল না; ঐরূপ অধিকাংশ লোকই বিপ্লব-বিরোধীদের পক্ষে চলিয়া গিয়াছিল। অপব পক্ষে বিদেশী হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের মধ্যে সেরূপ অনেকে ছিল।

ঐ দৃঢ়বিশ্বাসের আরও কারণ হইল এই যে রুশদেশের যুদ্ধশিল্প পশ্চাৎপদ বলিয়া লালফৌজ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলির অনটনে ভুগিতেছিল; লালফৌজের যে-যুদ্ধোপকরণ ছিল তাহা খারাব ধরণের। অবরুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে রুশদেশ একেবারে আটক অবস্থায় ছিল বলিয়া বিদেশ হইতে লালফৌজ সরবরাহ আনাইতেও পারিত না। অন্যদিকে হস্তক্ষেপ-কারী ও শ্বেতরক্ষীদের বাহিনী প্রচুর সরবরাহ পাইত, প্রথম শ্রেণীর অস্ত্র, গোলাগুলি ও যুদ্ধসম্ভার তাহারা বেশ পাইয়া চলিত।

ঐ দৃঢ়বিশ্বাসের কারণ সম্বন্ধে অবশেষে বলা যায় যে হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের বাহিনী রুশদেশের মধ্যে সব চেয়ে সহজ খাদ্যোৎপাদক অঞ্চল-গুলি অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু অপরপক্ষে লালফৌজের, দখলে সেরূপ কোন অঞ্চল ছিল না, খাদ্যসামগ্রীর অভাবে লালফৌজ কষ্ট পাইত।

লালফৌজ যে এইসব অসুবিধা ও অভাব ভোগ করিত, তাহা সত্য।

এই বিষয়ে—কিন্তু শুধু এই বিষয়েই—হস্তক্ষেপকারী ভদ্রলোকদের কথা একেবারে ঠিক।

তাহা হইলে এরূপ গুরুতর অসুবিধা ভোগ করিয়াও, যে-বিদেশী আক্রমণকারী ও শ্বেতরক্ষীদের অনুরূপ অসুবিধা ছিল না, তাহাদিগকে লালফৌজ কেমন করিয়া হারাইতে পারিল ?

১। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ সোভিয়েট সরকারের যে-নীতির পক্ষে লালফৌজ লড়িতেছিল, সে-নীতি ছিল ন্যায়সঙ্গত, জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সে-নীতির সামঞ্জস্য ছিল, এবং জনসাধারণ ঐ নীতিকে ন্যায-সঙ্গত, তাহাদের নীজস্ব নীতি জানিয়া ও বুঝিয়া পুরাপুরি সমর্থন করিত।

বল্‌শেভিক্‌রা জানিত যে অন্যায় নীতির জন্য যে-ফৌজ লড়ে, জনগণের সমর্থন যে নীতির প্রতি নাই, সে-নীতির জন্য যে-ফৌজ লড়ে, সে-ফৌজ জিতিতে পারে না। হস্তক্ষেপকাবী ও শ্বেতরক্ষীদেব ফৌজ ছিল ঐরূপ এক ফৌজ। ইহার ছিল সবই : অভিজ্ঞ সেনাপতি ছিল, প্রথম শ্রেণীর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি, যুদ্ধসম্ভার ও খাদ্যসামগ্রী ছিল। ইহার মাত্র একটী জিনিস ছিল না—রুশদেশের জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল না ; কারণ জনগণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বলিয়া হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষী "শাসকদের" নীতিকে তাহারা সমর্থন করিত না, সমর্থন করিতে পারিত না। এইভাবে বিদেশী হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের বাহিনী পরাজিত হইল।

২। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ জনগণের প্রতি ইহার নিষ্ঠা ও অনুরাগ অবিচলিত ছিল, এইজন্য জনগণ লালফৌজকে ভালবাসিত ও সাহায্য করিত, সত্যই আপন ফৌজ বলিয়া মনে করিত। লালফৌজ জনগণেরই সন্তান ; সন্তান যেমন জননীর প্রতি নিষ্ঠা রাখে, তেমনই লালফৌজ জনগণের প্রতি অনুরক্ত থাকিলে জনগণের সমর্থন ইহা পাইবেই

এবং নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু যে-ফৌজ নিজস্ব জনগণের বিরুদ্ধে যায়, সে-ফৌজ পরাজিত হইবেই।

৩। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ সোভিয়েট সরকার সমগ্র দেশকে যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে, সকলকে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজন মিটাইবার কাজে সুসংগঠিত করিতে পারিয়াছিল। রণাঙ্গনকে সর্ব্বপ্রকারে সমর্থন করার মত শক্তিশালী সংহতি দেশের মধ্যে না থাকিলে যে-কোন ফৌজ হারিয়া যাইতে বাধ্য। বল্‌শেভিক্‌রা ইহা জানিত এবং সেই জন্যই তাহারা দেশটাকে রণাঙ্গনে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি, যুদ্ধসম্ভার, খাদ্যসামগ্রী ও নূতন সৈন্য পাঠানোর জন্য এক সশস্ত্র শিবিরে পরিণত করিয়াছিল।

৪। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ: (ক) লালফৌজের যোদ্ধারা যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে কি তাহা বুঝিত, এবং তাহা যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত জানিত; (খ) যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ন্যায়তা বুঝিত বলিয়া তাহাদের শৃঙ্খলা ও সংগ্রামশক্তি উৎকর্ষ লাভ করিল, এবং (গ) ইহার ফলে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লালফৌজ সর্ব্বক্ষেত্রেই অতুল আত্মোৎসর্গ ও অদৃষ্ট-পূর্ব্ব জনপরাক্রম দেখাইল।

৫। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ রণক্ষেত্রে ও দেশের অভ্যন্তরে ইহার প্রধান প্রাণকেন্দ্র হইল বল্‌শেভিক্‌ পার্টি। এই বল্‌শেভিক্‌ পার্টি ছিল সংহতি ও শৃঙ্খলাদ্বারা ঐক্যবদ্ধ, বিপ্লবী মনোবলে বলীয়ান, জনগণের উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টায় যে-কোন প্রকার আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত, এবং লক্ষ লক্ষ লোককে সংগঠিত করিয়া জটিল পরিস্থিতির মধ্যে যথোচিতভাবে পরিচালিত করার ক্ষমতায় অনতিক্রম্য।

লেনিন বলেন, "কেবল পার্টির সজাগ সতর্কতা ও কঠোর শৃঙ্খলা ছিল বলিয়া; পার্টির কর্ত্তৃত্বে সরকারী বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানগুলি একত্র গ্রথিত ছিল বলিয়া; কেন্দ্রীয় কমিটি হইতে যে-স্লোগান প্রচারিত হইত তাহা

দশে দশে, শতে শতে, হাজারে হাজারে এবং অবশেষে লাখে লাখে লোক সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া অনুসরণ করিত বলিয়া; অবিশ্বাস্য আত্মোৎসর্গ করা হইতেছিল বলিয়া; এই আলৌকিক ঘটনা সম্ভব হইল, এবং আমরা মিত্রশক্তির সাম্রাজ্যবাদীদের ও সমগ্র জগতের বার বার আক্রমণ সত্ত্বেও জয়লাভ করিতে পারিলাম।" (লেনিন, "কলেক্টেড্ ওয়ার্ক্স্" রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৯৬)

৬। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ: (ক) নিজেদের মধ্য হইতে লালফৌজ ফ্রুন্জে, ভরোশিলভ, বুদিয়েনি প্রভৃতির মত নূতন ধরণের সামরিক সেনাপতি হাজির করাইতে পারিল; (খ) লালফৌজের সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে কোটোভ্স্ক্, চাপাইয়েভ্, লাজো, শ্চোর্স, পার্খোমেঙ্কো ও অন্যান্য অনেক প্রতিভাবান বীর জনসাধারণের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়া লড়িলেন; (গ) লালফৌজের রাজনৈতিক শিক্ষার ভার পড়িল লেনিন, স্টালিন, মলোটভ, কালিনিন, স্ভের্দ্দ্লভ্, কাগানোভিচ, অর্জনিকিদ্জে, কিরভ, কুইবিশেভ, মিকোইয়ান, ঝ্দানভ্, আন্দ্রেইয়েভ, পেট্রোভ্স্কি, য়ারোস্লাভ্স্কি, য়েঝভ্, জেরঝিন্স্কি, শ্চাদেন্কো, মেখ্লিস, খ্রুশ্চেভ, শ্ভের্নিক্, শ্কিরিয়াতোভ্ প্রভৃতির মত লোকের হাতে; (ঘ) লাল-ফৌজের সামরিক কমিসাররা সংগঠক ও আন্দোলক হিসাবে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন; ইঁহারা লালফৌজের সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করেন, ফৌজের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সামরিক সাহস সংবর্দ্ধিত করেন, এবং প্রবল, দ্রুত ও নির্ম্মমভাবে কয়েকজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতী কার্য্যকলাপকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে পার্টির ভিতরে ও বাহিরে যে-সব সেনাপতি সোভিয়েট শক্তির প্রতি নিষ্ঠার প্রমাণ দিয়াছিলেন এবং দৃঢ়ভাবে পল্টনকে পরিচালনা করিতে পারিতেন, তাঁহাদের মর্য্যাদা ও খ্যাতিকে অটল ও অকুতোভয় হইয়া সমর্থন করিতেন।

লেনিন বলিতেন যে "এই সামরিক কমিসাররা না থাকিলে আমরা লালফৌজ গড়িতে পারিতাম না।"

৭। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ শ্বেতরক্ষী বাহিনীসমূহের পশ্চাতে, কোল্‌চাক্‌, দেনিকিন, ক্রাস্‌নভ্‌ ও রাংগেলের পশ্চাতে, পার্টির ভিতরে ও বাহিরে অসমসাহসিক বল্‌শেভিক্‌রা গোপনে কাজ করিতেছিলেন, আক্রমণকারী ও শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকের বিদ্রোহ জাগাইতেছিলেন, সোভিয়েট সরকারের যে শত্রু, রণাঙ্গনের পিছন হইতে তাহার সর্ব্বনাশ করিতেছিলেন, এবং এই উপায়ে লালফৌজের অগ্রগতিকে সাহায্য করিতেছিলেন। সকলেই জানে যে য়ুক্রেন, সাইবীরিয়া, সুদূর প্রাচ্য, য়ুরাল্‌, বিয়েলোরুশিয়া এবং ভল্‌গা অঞ্চলের দেশভক্তদল শ্বেতরক্ষী ও আক্রমণকারীদের পিছন হইতে তাহাদের অবস্থা সঙ্গীন করিয়া তুলিয়া লালফৌজের পক্ষে অমূল্য কাজ করিয়াছিলেন।

৮। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ শ্বেতরক্ষী বিপ্লববিরোধ ও বিদেশীহস্তক্ষেপের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে একা লড়িতে হয় নাই, কারণ সোভিয়েট সরকারের সংগ্রাম ও সাফল্য সারা দুনিয়ার সর্ব্বহারাদের সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জ্জন করিল। সাম্রাজ্যবাদীরা যখন হস্তক্ষেপ ও অবরোধ দ্বারা সোভিয়েট রিপাব্‌লিক্‌কে টুঁটি টীপিয়া মারিতে চেষ্টা করে, তখন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমিকরা সোভিয়েটের পক্ষে গেল, সোভিয়েটকে সাহায্য করিল। সোভিয়েট রিপাব্‌লিকের প্রতি যে-সব দেশ শত্রুতা করিতেছিল, সেই সব দেশের ধনিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম অবশেষে সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করাইতে সাহায্য করিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য হস্তক্ষেপকারী দেশের শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিল, আক্রমণকারী ও শ্বেতরক্ষী সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত যুদ্ধসামগ্রী জাহাজে চাপাইতে অস্বীকার করিল, এবং "রুশদেশে হস্তক্ষেপ বন্ধ করো"

বলিয়া শ্লোগানে পরিচালিত হইয়া কাজ করিবার জন্য সংগঠন ("Councils of action") খাড়া করিল।

লেনিন বলিয়াছেন যে "আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণী আমাদের বিরুদ্ধে হাত তুলিলেই তাহাদের নিজের দেশের শ্রমিকরা সে-হাতকে পাকড়াইয়া লইবে।" (ঐ, পৃঃ ৪০৫)

সংক্ষিপ্তসার

অক্টোবব বিপ্লবেব কাছে পবাজিত হইবাব পব জমিদাব ও পুঁজিদাবরা শ্বেতরক্ষী সেনাপতিদেব সঙ্গে মিলিয়া, সোভিয়েটদেশেব উপব একজোট হইয়া সশস্ত্র আক্রমণেব ফলে সোভিয়েট-সরকাবকে উচ্ছেদ কবার মতলবে মিত্রদেশগুলিব সরকাবেব সঙ্গে ষড়যন্ত্র কবিল। রুশদেশেব সীমান্ত অঞ্চলে মিত্রশক্তিব সামবিক হস্তক্ষেপ ও শ্বেতবক্ষীদেব বিদ্রোহেব ভিত্তি এইভাবে স্থাপিত হয। ইহাব ফলে খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামালের উৎপত্তিস্থলগুলি হইতে রুশদেশকে বিচ্ছিন্ন কবিয়া দেওয়া হয়।

জার্মানীব সামবিক পবাজয এবং ইয়োবোপের দুইটী সাম্রাজ্যবাদী সমবায়েব মধ্যে যুদ্ধ শেষ হওয়ায় মিত্রপক্ষ আবও শক্তিশালী হইল, আবও প্রবলভাবে হস্তক্ষেপ চালাইতে লাগিল এবং সোভিয়েট রুশকে নূতন ধবণেব মুশকিলে ফেলিল।

অন্যদিকে জার্মানীতে বিপ্লব ঘটায় এবং ইয়োবোপের নানাদেশে ইনকিলাবী আন্দোলনের উপক্রম দেখা যাওয়ায় সোভিয়েটশক্তিব পক্ষে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আরও অনুকূল হইল এবং সোভিয়েট বিপাব্লিকের সঙ্কট কতকটা কমিল।

বল্‌শেভিক্ পার্টি পিতৃভূমিব জন্য সংগ্রামে, বিদেশী আক্রমণকারী এবং বুর্জোয়া ও জমিদার শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক ও কৃষকদের জাগ্রত

করিল। সোভিয়েট রিপাব্‌লিক এবং ইহার লালফৌজ একে একে কোল্‌চাক্‌, য়ুদেনিচ, দেনিকিন, ক্রাস্‌নভ, রাংগেল প্রভৃতি মিত্রশক্তির হাতের পুতুলকে পরাজিত করিল, য়ুক্রেন ও বিয়েলোরুশিয়া হইতে মিত্রশক্তির আর এক ক্রীড়নক, পিলসুদ্‌স্কিকে তাড়াইল, এবং এইভাবে সকল বিদেশী আক্রমণকারীকেই হারাইয়া সোভিয়েটদেশ হইতে দূর করিয়া দিল।

এইভাবে সোশালিজ্‌মের দেশের উপর আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের প্রথম সশস্ত্র আক্রমণ সম্পূর্ণ পণ্ড হইয়া গেল।

হস্তক্ষেপের যুগে, যে-সমস্ত পার্টিকে বিপ্লব চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল, সেই সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি, মেন্‌শেভিক্‌, নৈরাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদীর দল শ্বেতরক্ষী সেনাপতি ও আক্রমণকারীদের সাহায্য করিল। সোভিয়েটরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিপ্লববিরোধী ষড়যন্ত্র পাকাইল, এবং সোভিয়েট নেতাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসনীতি প্রয়োগ করিল। অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব্বে এই যে সব পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহারা গৃহযুদ্ধের সময় বিপ্লববিরোধী পার্টি হিসাবে জনগণের চোখে সম্পূর্ণ ধরা পড়িয়া গেল।

গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী হস্তক্ষেপের যুগে এই পার্টিগুলির চূড়ান্ত বিপর্য্যয় ঘটিল এবং সোভিয়েটরুশে পরিপূর্ণভাবে কমিউনিস্ট পার্টির জয় জয়কার পড়িয়া গেল।

নবম অধ্যায়

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের শান্তিপূর্ণ কার্য্যক্রমে সংক্রমণের যুগে বল্‌শেভিক্ পার্টি (১৯২১-১৯২৫)

১। হস্তক্ষেপেকারীদের পরাজয় ও গৃহযুদ্ধের অবসানের পর সোভিয়েট রাষ্ট্রের অবস্থা—পুনর্গঠন-যুগের বহু বিঘ্ন

যুদ্ধ শেষ করিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক বিকাশের কাজে মন দিল। যুদ্ধের ক্ষত তখনও শুকায় নাই। দেশের যে অর্থনৈতিক জীবন লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল তাহাকে আবার নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন ছিল ; দেশের শিল্প, রেলপথ ও কৃষিব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু শান্তিপূর্ণ বিকাশের কাজের ভার নিতান্ত দুরূহ অবস্থার মধ্যে লইতে হইল। গৃহযুদ্ধে জয়লাভ সহজে ঘটে নাই। চার বৎসর ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং তিন বৎসর ধরিয়া হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে দেশ উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছিল।

যুদ্ধের পূর্ব্বে, জারের আমলের দারিদ্র্যপ্রপীড়িত রুশ গ্রামাঞ্চলের কৃষি উৎপাদন যত ছিল, ১৯২৫ সালে মোট উৎপাদন হইল মাত্র তাহার **অর্দ্ধেক**। ১৯২০ সালে অনেকগুলি প্রদেশে অজন্মা হওয়ায় অবস্থা আরও খারাব হইল। কৃষি নিদারুণ সঙ্কটাপন্ন হইল।

শিল্পের দুরবস্থা ছিল আরও সাংঘাতিক। শিল্পব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ১৯২০ সালে বড়দরের শিল্পোৎপাদন যুদ্ধের পূর্ব্বের

তুলনায় ছিল **এক-সপ্তমাংশের** সামান্য বেশী। অধিকাংশ কলকারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; কয়লা ও অন্যান্য খনি ধ্বংস করা হইয়াছিল কিংবা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থা ছিল সবচেয়ে সঙ্গীন। ১৯২১ সালে অসংস্কৃত লৌহের উৎপাদন হইল সর্ব্বসমেত ১,১৬,৩০০ টন্‌ [এক টন ২৭ মনের কিছু বেশী], অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্বযুগের তুলনায় শতকরা প্রায় তিন ভাগ মাত্র। জ্বালানির খুব অনটন ছিল। যানবাহনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। দেশে ধাতু ও কাপড়-চোপড়ের ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। রুটী, চর্ব্বি, মাংস, জুতা, কাপড়-জামা, দেশলাই, লবণ, কেরোসিন ও সাবানের মত নিতান্ত প্রয়োজন জিনিসের দারুণ অভাব পড়িয়া গিয়াছিল।

যুদ্ধ যখন চলিতেছিল, তখন জনসাধারণ এই অভাব অনটন সহ্য করিয়া চলিয়াছিল, এমন কি কখনও কখনও সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়া থাকিত। কিন্তু এখন যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা হঠাৎ যেন অনুভব করিল যে এই অভাব অনটন একেবারে অসহ্য, এবং অবিলম্বে ইহার প্রতিকার ঘটাইবার দাবী জানাইল।

কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। গৃহযুদ্ধের আগুনে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে সামরিক ও রাজনৈতিক মৈত্রী গড়িয়া পিটিয়া ইস্পাতের মত কঠিন হইয়াছিল। এই মৈত্রীর একটী সুনির্দ্দিষ্ট ভিত্তি ছিল: কৃষকরা সোভিয়েট-সরকারের কাছে জমি পাইল এবং জমিদার ও কুলাক্‌দের কবল হইতে আশ্রয় পাইল; শ্রমিকরা কৃষকদের কাছ থেকে উৎপন্ন শস্যের বাড়্‌তি অংশ বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা অনুসারে খাদ্যদ্রব্য পাইল।

কিন্তু এখন আর এই ভিত্তি পর্য্যাপ্ত রহিল না।

দেশরক্ষার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্র কৃষকদের কাছ

থেকে উৎপন্ন শস্যের বাড়্তি অংশ বাজেয়াপ্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা বিনা, যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ বিনা, গৃহযুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হইত না। যুদ্ধ ও বিদেশীহস্তক্ষেপের জন্য এ ব্যবস্থা প্রয়োজন হইয়াছিল। যুদ্ধ যতদিন চলিল, ততদিন কৃষকসম্প্রদায় বাড়্তি উৎপাদনের বাজেয়াপ্ত করার এই ব্যবস্থাতে সায় দিয়াছিল এবং পণ্যদ্রব্যের অনটনের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে নাই; কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ হইল এবং জমিদাররা ফিরিবার আশঙ্কা আর ছিল না, তখন কৃষকরা বাড়্তি-উৎপাদন বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা অনুসারে নিজেদের সমস্ত বাড়্তি পণ্য রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেওয়া ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং যথেষ্ট পরিমাণে জিনিসপত্রের সরবরাহ দাবী করিল।

লেনিন দেখাইয়া দিলেন যে যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের ব্যবস্থার সঙ্গে একেবারে কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে সংঘর্ষ আসিয়া পড়িয়াছিল।

অসন্তোষের মনোভাব শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। সর্ব্বহারাশ্রেণী গৃহযুদ্ধের গুরুভার বহন করিয়াছিল, শ্বেতরক্ষী ও বিদেশী পঙ্গপালের এবং অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে তেজস্বিতা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব লইয়া লড়িয়াছিল। শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেণীসচেতন, যাহারা সবচেয়ে সুশৃঙ্খল ও আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত, তাহারা সোশালিস্ট উদ্দীপনায় অনুপ্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর উপরও নিদারুণ অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের প্রভাব পড়িল। যে-কয়েকটী কলকারখানা তখনও চালু ছিল, সেগুলি মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া চলিতেছিল। শ্রমিকেরা বাধ্য হইয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য যাহা পাইত সেই কাজই করিত, সিগারেট জ্বালাইবার কল বানাইত আর গ্রামে গ্রামে খাদ্যসংগ্রহের জন্য সামান্য বস্তু বিনিময় ("থলি-ব্যবসা") করিত। সর্ব্বহারার একাধিপত্যের শ্রেণীভিত্তি এইভাবে

দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল ; শ্রমিকরা ছড়াইয়া পড়িতেছিল, গ্রামে পলাইয়া যাইতেছিল, শ্রমিকসত্তা হারাইতেছিল ও শ্রেণীচ্যুত হইতেছিল। অনাহার ও অবসাদের দরুণ কোন কোন শ্রমিক অসন্তোষের লক্ষণ দেখাইতেছিল।

দেশের অর্থনৈতিক জীবনসংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে নূতন এক কার্য্যক্রমের নীতি যাহা নূতন পরিস্থিতির উপযোগী হইবে, তাহাই নির্দ্ধারণ করার কাজ পার্টির সম্মুখে আসিল।

আর পার্টি অর্থনৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে সেইরূপ এক কার্য্যক্রমের নীতি নির্দ্ধারণের কাজ লইয়া পড়িল।

কিন্তু শ্রেণীশত্রু ঝিমাইয়া পড়ে নাই। সে নিজের মতলব হাসিল করার জন্য কৃষকদের অসন্তোষ এবং সঙ্কটাপন্ন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ লইবার চেষ্টা করিল। শ্বেতরক্ষী ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের চক্রান্তে সাইবীরিয়াতে, যুক্রেন ও ডাম্বভ্ প্রদেশে (আণ্টোনভের বিদ্রোহ) কুলাক্‌দের বিদ্রোহ বাধিয়া গেল। মেন্‌শেভিক্, সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি, নৈরাজ্যবাদী, শ্বেতরক্ষী, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিপ্লববিরোধী দল আবার কাজ আরম্ভ করিল। সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে শত্রু নূতন সংগ্রাম কৌশল অবলম্বন করিল। সে সোভিয়েটেরই পোশাক ধার করিতে লাগিল ; এখন আর তাহার সেই পুরাতন ফতুর স্লোগান রহিল না ; "সোভিয়েট নিপাত যাক্" না বলিয়া সে নূতন আওয়াজ তুলিল, "সোভিয়েটের পক্ষে, কিন্তু কমিউনিস্টদের বিপক্ষে!"

শ্রেণীশত্রুর নূতন কৌশলের এক জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হইল ক্রন্স্‌টাড্‌টে বিপ্লববিরোধীদের বিদ্রোহ। ইহা আরম্ভ হয় ১৯২১ সালের মার্চ মাসে, দশম পার্টি কংগ্রেসের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে। সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি, মেন্‌শেভিক্ ও বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সহিত জুটিয়া শ্বেতরক্ষীরা এই বিদ্রোহে সর্দ্দারী করে। পুঁজিদার ও জমিদারদের ক্ষমতা ও সম্পত্তি

পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে ঢাকিয়া রাখিবার মতলবে বিদ্রোহীরা প্রথমে এক "সোভিয়েট" সাইন-বোর্ড ব্যবহার করে। তাহারা আওয়াজ তুলে: "কমিউনিস্টদের বাদ দিয়া সোভিয়েট চাই!" সোভিয়েট-ছদ্মবেশী স্লোগান তুলিয়া সোভিয়েটের শক্তি উচ্ছেদ করার জন্যই বিপ্লববিরোধীরা পেতি-বুর্জোয়া জনসাধারণের অসন্তোষকে নিজেদের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিল।

জাহাজের নাবিকের মধ্যে অবনতি এবং ক্রন্স্টাড্টে বল্শেভিক্ সংগঠনের দুর্ব্বলতা, এই দুই কারণে ক্রন্স্টাড্টে বিদ্রোহ সহজে বাধিতে পারিল। যে-পুরাতন নাবিকরা অক্টোবর বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলে রণাঙ্গনে থাকিয়া লালফৌজের পক্ষে অসমসাহসে লড়িতেছিল। যাহাদের আনিয়া নৌবাহিনী পরিপূরণ করা হইল, তাহারা নূতন লোক, বিপ্লবের কঠোর শিক্ষা তাহারা পায় নাই। ইহারা ছিল একেবারে আন্কোরা সাধারণ চাষী, এবং বাড়্তি-উৎপাদন-বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাষীদের অসন্তোষ ইহাদের মধ্যে ব্যক্ত হয়। বারবার রণাঙ্গণের জন্য সৈন্য প্রেরণ করার পর ক্রন্স্টাড্টে বল্শেভিক্ সংগঠন রীতিমত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি, মেন্শেভিক্ ও শ্বেতরক্ষীদের পক্ষে সুকৌশলে ক্রন্স্টাড্টে ঢুকিয়া পড়িয়া সেখানে কর্ত্তৃত্ব করা সম্ভব হইয়াছিল।

বিদ্রোহীরা একটী প্রথমশ্রেণীর দুর্গ, নৌবাহিনী এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি হস্তগত করে। আন্তর্জাতিক বিপ্লববিরোধীরা বিজয়ী হইল। কিন্তু তাহাদের স্ফূর্ত্তির ঠিক সময় হয় নাই। শীঘ্রই সোভিয়েট সেনা বিদ্রোহ দমন করিল। ক্রন্স্টাড্ট্ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কমরেড ভরোশিলভের নেতৃত্বে পার্টির শ্রেষ্ঠ সন্তান, দশম কংগ্রেসের ডেলিগেটদের পাঠানো হইল। পাতলা বরফের উপর দিয়া লালফৌজ

ক্রন্স্‌টাড্‌ট্ অভিমুখে অগ্রসর হয়; কোন কোন জায়গায় বরফ গলিয়া যায় ও অনেকে ডুবিয়া মরে। সহসা আক্রমণ করিয়া ক্রন্স্‌টাড্‌টের প্রায় অভেদ্য দুর্গ দখল করা দরকার ছিল; কিন্তু বিপ্লবের প্রতি নিষ্ঠা, নির্ভীকত্ব এবং সোভিয়েটের জন্য জীবন দিবার আগ্রহ শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হইল। লালফৌজের আক্রমণে ক্রন্স্‌টাড্‌ট্ দুর্গের পতন ঘটিল। ক্রন্স্‌টাড্‌ট্ বিদ্রোহ দমন করা হইল।

২। ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে পার্টিতে আলোচনা—দশম পার্টি কংগ্রেস—বিরোধীদের পরাজয়—নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ('নেপ্') গ্রহণ

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ লেনিনপন্থী সভ্য পরিষ্কার দেখিল যে যুদ্ধশেষ এবং অর্থনৈতিক বিকাশের দিকে দেশ ঝুঁকিবার পর আর যুদ্ধ ও অবরোধের ফলস্বরূপ যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিবার কোন কারণ নাই।

কেন্দ্রীয় কমিটি বুঝিল যে বাড়্‌তি উৎপাদন বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন কাটিয়া গিয়াছে, চাষীরা যাহাতে নিজেদের ইচ্ছামত বাড়্‌তি উৎপাদনের অধিকাংশ ব্যবহার করিতে পারে সেজন্য ঐ ব্যবস্থার পরিবর্তে ফসলের একটা অংশ খাজনা হিসাবে ["tax in kind"] লওয়ার বন্দোবস্ত চাই। কেন্দ্রীয় কমিটি বুঝিল যে ইহার ফলে চাষবাসকে আবার উজ্জীবিত করা যাইবে, শিল্পবিকাশের জন্য প্রয়োজন শস্য উৎপাদন বিস্তার করা যাইবে, পণ্যদ্রব্যের চলাচলকে আবার বাঁচানো যাইবে, শহরের সরবরাহ ব্যবস্থাকে উন্নত করা যাইবে, এবং শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রীর নূতন এক অর্থনৈতিক ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি বুঝিল যে প্রধান কাজ হইল শিল্পের পুনরুজ্জীবন, কিন্তু কমিটি মনে করিত যে শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির সমর্থন বিনা ইহা সম্ভব নয়; কমিটি মনে করিত যে বিদেশী হস্তক্ষেপ ও অবরোধের মতই অর্থনৈতিক বিপর্যয় যে জনগণের পক্ষে বিপজ্জনক তাহা দেখাইতে পারিলে শ্রমিকরা একাজে সাহায্য করিবে, এবং রণাঙ্গনে যে-হুকুম দেওয়া প্রকৃতই প্রয়োজন, সেই রকম সামরিক হুকুম না দিয়া বরং যুক্তির সাহায্যে বুঝাইয়া পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি যদি শ্রমিক-শ্রেণীর উপর প্রভাব খাটায়, তাহা হইলে এ কাজে সাফল্যলাভ করা নিশ্চয়ই সম্ভব।

কিন্তু পার্টির সকল সভ্য কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে একমত ছিল না। ট্রট্স্কিবাদী "শ্রমিকদের বিরোধীসংস্থা", "বামপন্থী কমিউনিস্ট", "গণতান্ত্রিক কেন্দ্র-শাসনবাদী" ইত্যাদি ছোট ছোট বিরোধী দল পরস্পর ঝগড়া করিতেছিল, এবং শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক গঠনকার্য্যের ভার লওয়ার পথে বহু বিঘ্ন দেখিয়া সাতপাঁচ ভাবিতেছিল ও নানাপ্রকার দ্বিধা করিতেছিল। মেন্‌শেভিক্, সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি, বুন্দ্ ও বরোটবিস্ট্ দলের অনেক প্রাচীন সভ্য, এবং রুশদেশের সীমান্ত অঞ্চল হইতে অনেক অর্দ্ধ-জাতীয়তাবাদী তখন পার্টিতে ছিল। তাহাদের অধিকাংশ কোন-না-কোন বিরোধীদলের সঙ্গে মিতালি করিত। ইহারা প্রকৃত মার্ক্‌স্‌বাদী ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের বিধান সম্বন্ধে ইহারা ছিল অজ্ঞ, লেনিনপন্থী পার্টির কঠোর শিক্ষা ইহারা পায় নাই; তাহারা কেবল বিরোধীদলগুলির বুদ্ধি বিকৃতি ও অস্থিরমতিকেই বাড়াইয়া তুলিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিত যে যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের কঠোর শাসনকে শিথিল করিয়া দেওয়া ভুল, বরং "স্ক্রু আরও কসিয়া আঁটিতে হইবে"। অপর কেহ কেহ ভাবিত যে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ থেকে পার্টি ও রাষ্ট্র যেন

সরিয়া থাকে, এবং কেবল ট্রেড ইউনিয়নগুলিরই পুরাপুরি এই কাজ করা উচিত।

পরিষ্কার দেখা গেল যে পার্টির মধ্যে কয়েকটা দলে এরূপ বুদ্ধি বিকৃতি থাকিলে, যাহারা বিতণ্ডাপ্রিয় সেই বিভিন্ন প্রকৃতির বিরোধী "নেতারা" নিশ্চয়ই পার্টির উপর জোর করিয়া তর্কবিতর্ক চাপাইবে।

আর ঠিক্ ইহাই ঘটিল।

তখন ট্রেড ইউনিয়নগুলি পার্টির কর্ম্মনীতিসংক্রান্ত প্রধান সমস্যা না হইলেও ট্রেডইউনিয়নের ভূমিকা লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল।

লেনিনের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় কমিটির লেনিনপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আলোচনা আরম্ভ করিল ট্রট্স্কি। পরিস্থিতিকে আরও পাকাইয়া তুলিবার জন্য, ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসের প্রথমে পঞ্চম নিখিল রুশ ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্সে কমিউনিস্ট ডেলিগেটদের এক সভায় ট্রট্স্কি "স্ক্রু আরও কষিয়া আঁটো" এবং "ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নাড়া দাও" বলিয়া সন্দেহজনক স্লোগান প্রচার করিল। ট্রট্স্কির দাবী হইল এই যে ট্রেডইউনিয়নগুলিকে তৎক্ষণাৎ "সরকারী বানাইয়া" দেওয়া হউক। শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে আলোচনায় যুক্তিতর্ক ব্যবহারের সে বিরোধী ছিল, এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সামরিক কায়দা প্রবর্ত্তন করিতে চাহিল। ট্রেড ইউনিয়নে গণতন্ত্রের বিস্তার এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান নির্ব্বাচনের নীতির ট্রট্স্কি বিরোধিতা করিল।

আলোচনা দ্বারা বুঝাইবার যে-পদ্ধতি বিনা শ্রমিকশ্রেণীর কোন সক্রিয় সংগঠন কল্পনাই করা যায় না, তাহার পরিবর্ত্তে ট্রট্স্কিবাদীরা সোজাসুজি জবরদস্তি ও হুকুম চালাইবার প্রস্তাব করিল। যখনই তাহারা ট্রেড-ইউনিয়নে উচ্চপদ অধিকার করিয়া থাকিত, তখনই এই কর্ম্মনীতি প্রয়োগ করিয়া ট্রট্স্কিবাদীরা ইউনিয়নগুলিতে বিবাদ বিসম্বাদ, অনৈক্য ও

আশাভঙ্গের কারণ হইত। তাহাদের কর্ম্মনীতি অনুসরণ করিয়া ট্রট্স্কিবাদীরা পার্টির বাহিরের শ্রমিকসাধারণকে পার্টির বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিত, শ্রমিকশ্রেণীতে ভাঙন ধরাইত।

বাস্তবিক ট্রেডনিয়ন সম্বন্ধে আলোচনা ছিল মাত্র ট্রেড ইউনিয়ন সমস্যার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক। পরবর্ত্তীকালে ১৯২৫ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বল্‌শেভিক্) কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে আসল তর্কের বিষয় ছিল: "যে-কৃষকরা যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এবং পার্টিবহির্ভূত শ্রমিকসাধারণ সম্বন্ধে কি কর্ম্মনীতি গ্রহণ করা হইবে, এবং গৃহযুদ্ধ যখন শেষ হইয়া আসিতেছিল, সেই যুগে জনসাধারণের কাছে পার্টি মোটের উপর কি মনোভাব লইয়া যাইবে?" ("সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বল্‌শেভিক্) প্রস্তাবাবলী", রুশ সংস্করণ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৬৫১)

"শ্রমিকদিগের বিরোধী সংস্থা" (শ্লিয়াপ্‌নিকভ, মেদ্‌ভে, কলোন্তাই প্রভৃতি), "গণতান্ত্রিক কেন্দ্র-শাসনবাদী" (সাপ্রোনোভ, দ্রোব্‌নিস, বাগুস্‌লাভ্‌স্কি, ওসিন্স্‌কি, ভি, স্মির্নভ প্রভৃতি), "বামপন্থী কমিউনিস্ট" (বুখারিন, প্রেওব্রাঝেন্স্‌কি), এই পার্টিবিরোধী দলগুলি ট্রট্স্কির নির্দ্দেশ অনুসরণ করিল।

একটী স্লোগান উঠাইয়া "শ্রমিকদের বিরোধীসংস্থা" দাবী করিল যে জাতির অর্থ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিচালনভার এক "নিখিল রুশ উৎপাদক কংগ্রেসের" হাতে দেওয়া হউক। তাহারা পার্টির ভূমিকাকে একেবারে কমাইয়া দিতে চাহিল এবং অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে সর্ব্বহারার একাধিপত্যের গুরুত্ব অস্বীকার করিল। "শ্রমিকদের বিরোধীসংস্থা" বলিল যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্বার্থ হইল সোভিয়েট রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট

পার্টির স্বার্থের বিরোধী। তাহাদের মতে শ্রমিকশ্রেণী-সংগঠনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা যায় ট্রেড ইউনিয়নে, পার্টিতে নয়। মূলত, "শ্রমিকদের বিরোধীসংস্থা" ছিল এক পার্টিবিরোধী নৈরাজ্যবাদী— সিণ্ডিকালিস্ট দল।

"গণতান্ত্রিক কেন্দ্র-শাসনবাদীরা" (ডিসিস্ট্) দাবী করিল যে সকল দল ও উপদলকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। ট্রট্‌স্কিবাদীদের মত তাহারাও সোভিয়েট ও ট্রেড ইউনিয়নে পার্টির নেতৃত্বকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিল। "গণতান্ত্রিক কেন্দ্র-শাসনবাদীদের" সম্বন্ধে লেনিন বলেন যে ইহারা "চীৎকার দিগ্‌গজ"; তিনি বলেন যে ইহাদের প্রচারমঞ্চ হইল সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি-মেন্‌শেভিক্ প্রচারমঞ্চ।

লেনিন ও পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ট্রট্‌স্কির সহায়তা করে বুখারিন। প্রেওব্রাঝেন্‌স্কি, সেরেব্রিয়াকভ ও সকোল্‌নিকভ্‌কে লইয়া বুখারিন এক "মাঝামাঝি" দল খাড়া করে। এই দলবিভেদ বিশারদদের মধ্যে যাহারা সবচেয়ে দুরাচারী, এই দল সেই ট্রট্‌স্কিবাদীদের পক্ষ সমর্থন করিত ও আশ্রয় দিত। লেনিন বলেন যে বুখারিনের ব্যবহার হইল "মতবাদ ব্যাপারে চরিত্রভ্রংশের চূড়ান্ত।" খুবই শীঘ্র বুখারিনের অনুচরেরা প্রকাশ্যভাবে ট্রট্‌স্কিবাদীদের সঙ্গে মিলিয়া লেনিনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল।

পার্টিবিরোধী দলগুলির মেরুদণ্ড বলিয়া ট্রট্‌স্কিবাদীদের বিরুদ্ধে লেনিন ও লেনিনবাদীরা একাগ্রমনে অগ্নিবর্ষণ করিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও সামরিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তফাৎকে উড়াইয়া দেওয়ার জন্য তাঁহারা ট্রট্‌স্কিবাদীদের তীব্র নিন্দা করিলেন এবং ট্রেড ইউনিয়নে সামরিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে না বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। লেনিন ও লেনিনবাদীরা বিরোধীদলগুলির কার্য্যক্রম হইতে প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিজস্ব এক কার্য্যক্রম স্থির করিলেন। এই কার্য্যক্রম অনুসারে ট্রেড-ইউনিয়নের সংজ্ঞা দেওয়া হইল শাসনশিক্ষার স্থান, তত্ত্বাবধান শিক্ষার

স্থান, সাম্যবাদ শিক্ষার স্থান। সকলকে যুক্তি দিয়া বুঝাইবার পদ্ধতির উপর ট্রেড ইউনিয়নের সমস্ত কাজকর্ম্ম চলিবে স্থির হইল। কেবল তাহা হইলেই ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকসাধারণকে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাগাইতে পারিবে এবং সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের কাজে তাহাদিগকে টানিতে পারিবে।

এই পার্টিবিরোধী দলগুলির সঙ্গে সংগ্রামে পার্টি সংগঠনগুলি লেনিনকে ঘিরিয়া সংহত হইয়া দাঁড়াইল। মস্কো শহরে এই সংগ্রাম বিশেষ প্রবলরূপ লইয়াছিল। রাজধানীর পার্টি সংগঠনকে দখল করিয়া বসার মতলবে বিরোধীরা এখানেই তাহাদের প্রধান শক্তিকে একত্রিত করিল। কিন্তু মস্কোর বল্‌শেভিক্‌দের সতেজ প্রতিরোধের ফলে এই ভেদাভেদ পাকাইবাব চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়া গেল। যুক্রেনের পার্টি সংগঠনগুলিতেও তীব্র সংগ্রাম বাধিয়াছিল। যুক্রেনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তদানীন্তন সম্পাদক, কমরেড মলোটভের নেতৃত্বে যুক্রেনীয় বল্‌শেভিক্‌রা ট্রট্‌স্কি ও স্নিয়াপনিকভের অনুচরদিগকে বিধ্বস্ত করেন। যুক্রেনের কমিউনিস্ট পার্টি লেনিনের পার্টির একনিষ্ঠ সমর্থক হইয়া চলে। বাকু শহরে কমরেড অর্জনিকিদ্‌জের নেতৃত্বে বিরোধীদেব পরাজিত করা হয়। মধ্য এশিয়াতে পার্টিবিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতা ছিলেন কমরেড এল, কাগানোভিচ।

পার্টির সকল প্রধান স্থানীয় সংগঠনগুলি লেনিনের কার্য্যক্রম অনুমোদন করে।

১৯২১ সালের ৮ই মার্চ তারিখে দশম পার্টিকংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। এই কংগ্রেসে আসেন ৭,৩২,৫২১ জন পার্টিসভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ৬৯৪ জন ভোটাধিকারসম্পন্ন ডেলিগেট ; ২৯৬ জন ডেলিগেটের ভোট ছিল না, কিন্তু আলোচনায় যোগ দিবার অধিকার ছিল।

কংগ্রেসে ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে আলোচনার সারাংশ নির্ণীত হইল এবং বিপুল ভোটাধিক্যে লেনিনের কার্য্যক্রম অনুমোদিত হইল।

কংগ্রেস উদ্বোধন করার সময় লেনিন বলিলেন যে কেবল আলোচনা করা হইল একপ্রকার অমার্জনীয় বিলাস। তিনি ঘোষণা করিলেন যে শত্রুপক্ষ পার্টির আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ভেদাভেদের সুযোগ লইয়া মতলব ঠাওরাইয়াছে।

বল্‌শেভিক্ পার্টি এবং সর্ব্বহারার একনায়কত্বের পক্ষে ঘরভাঙা দলাদলি যে কি বিষম বিপজ্জনক, তাহা বুঝিয়া দশম কংগ্রেস **পার্টির মধ্যে ঐক্য** সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিল। এই বিষয়ে রিপোর্ট দিলেন লেনিন। কংগ্রেস সকল বিরোধী দলের তীব্র নিন্দা করিল এবং ঘোষণা করিল যে তাহারা "আসলে সর্ব্বহারা বিপ্লবের শ্রেণীশত্রুদিগকে সাহায্য করিতেছে।"

কংগ্রেস হুকুম দিল যে তখনই সমস্ত ঝগড়াটে দলগুলিকে ভাঙিয়া দেওয়া হউক এবং সমস্ত পার্টি সংগঠনকে নির্দ্দেশ দেওয়া হউক যে যাহাতে আবার দলাদলি না বাধে সেজন্য কঠোর তত্ত্বাবধান করিতে হইবে, এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত না মানিলে তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে পার্টি হইতে বিতাড়িত করা হইবে। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে এই ক্ষমতা দিল যে কমিটির সভ্যদের মধ্যে কেহ শৃঙ্খলাভঙ্গ করিলে, কিংবা আবার দলাদলি বাধাইলে কিংবা দলাদলিকে প্রশ্রয় দিলে, তাহাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি ও পার্টি হইতে বিতাড়ন পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার পার্টিদণ্ড প্রয়োগ করিতে হইবে।

এই সিদ্ধান্তগুলি "পার্টি ঐক্য" সম্বন্ধে একটী বিশেষ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করেন লেনিন, এবং ইহা কংগ্রেসে গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাবে কংগ্রেস সকল পার্টিসভ্যকে মনে করাইয়া দেয় যে যখন দশম কংগ্রেসের সময় অনেকগুলি কারণে দেশের পেতি-বুর্জোয়া [মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত] মহলে দোলায়মান মনোভাব বাড়িয়াছিল, তখন সেই সম্পর্কে পার্টিসভ্যদের ঐক্য ও সংহতি, সর্ব্বহারার মধ্যে যাহারা অগ্রণী তাহাদের মানসিক একনিষ্ঠতা নিতান্ত প্রয়োজন।

প্রস্তাবে বলা হয়:—"ইহা সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে পার্টির ব্যাপক আলোচনা হইবার পূর্ব্বেই পার্টির মধ্যে দলাদলির কয়েকটা লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, যেমন, বিভিন্ন কার্য্যক্রম লইয়া দল গঠন, এবং কতকটা নিজেদের আলাদা করিয়া স্বতন্ত্র শৃঙ্খলা সৃষ্টি। সকল শ্রেণী-সচেতন শ্রমিককে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে, যে-কোন প্রকার দলাদলি অত্যন্ত অনিষ্ট করে এবং তাহাকে কিছুতেই বরখাস্ত করা যায় না, কারণ কাজের ক্ষেত্রে দলাদলির অনিবার্য্য ফল হইল একজোট হইয়া কাজের জোর কমাইয়া দেওয়া। সঙ্গে সঙ্গে দলাদলির অনিবার্য্য ফল এই যে পার্টির যে-শত্রুরা পার্টি দেশ শাসন করিতেছে বলিয়া তাহার সঙ্গে জুটিয়াছে, সেই শত্রুরা বারবার প্রবলভাবে পার্টির মধ্যে ভেদাভেদ বাড়াইয়া বিপ্লববিরোধী মতলব হাসিল করার চেষ্টা করে।"

ঐ প্রস্তাবেই পরে কংগ্রেস বলে:—

"সর্ব্বহারাশ্রেণীর শত্রুরা সম্পূর্ণ সুসঙ্গত কমিউনিস্ট নীতি হইতে প্রত্যেকটী বিচ্যুতির সুযোগ কিভাবে গ্রহণ করে, তাহা ক্রন্‌-টাড্‌ট্‌ বিদ্রোহের ক্ষেত্রেই জাজ্জ্বল্যমান হইয়া দেখা গিয়াছিল। তখন পৃথিবীর সর্ব্বদেশের বুর্জোয়া বিপ্লববিরোধী ও শ্বেতরক্ষীরা অবিলম্বে জানাইয়াছিল যে রুশদেশে সর্ব্বহারার একাধিপত্যের উচ্ছেদ ঘটাইতে পারিলে তাহারা সোভিয়েট ব্যবস্থার স্লোগানগুলি পর্য্যন্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত। তখন সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা এবং মোটের উপর সকল

বিপ্লববিরোধীরাই বাহ্যত সোভিয়েটশক্তির স্বার্থরক্ষার খাতিরেই রুশ-দেশের সোভিয়েটসরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানাইয়া ক্রন্স্‌টাড্‌টে স্লোগান দিতে থাকে। এই সব ঘটনা হইতে পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় যে শ্বেতরক্ষীরা কমিউনিস্ট ছদ্মবেশ পরিবার চেষ্টা করে ও পরিতে পারে, এমনকি তাহারা শুধু রুশদেশে সর্ব্বহারা বিপ্লবের দুর্গকে দুর্ব্বল ও উচ্ছেদ করিবার জন্যই কমিউনিস্টদের চেয়েও "বেশী বামপন্থী" সাজিবার চেষ্টা করে। এইভাবে ক্রন্স্‌টাড্‌ট্ বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে পেট্রোগ্রাডে বিতরিত মেন্‌শেভিক্ ইস্তাহারে দেখা যায় যে বিদ্রোহের বিরোধী ও অত্যন্ত সামান্য অদলবদল ঘটাইয়া সোভিয়েটশক্তির সমর্থক বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াও তাহারা আসলে ক্রন্স্‌টাড্‌টের বিদ্রোহীদের এবং সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও শ্বেতরক্ষী-দের উস্কাইয়া দিয়া সাহায্য করার জন্যই রুশ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে ভেদাভেদ ছিল তাহার সুযোগ লয়।"

প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে প্রচারকালে পার্টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝাইবে যে পার্টি ঐক্যের পক্ষে, এবং সর্ব্বহারার একাধিপত্যের জন্য একেবারে মূলগতভাবে যাহা প্রয়োজন, সেই সর্ব্বহারার অগ্রণীশক্তির সংকল্পমূলক সংহতির পক্ষে দলাদলি নিতান্ত অনিষ্ট ও বিপদের সৃষ্টি করে।

কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হইল যে অপরপক্ষে, সোভিয়েটশক্তির শত্রুরা একেবারে সম্প্রতি যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছে তাহার **বৈশিষ্ট্য** পার্টিকে প্রচারকালে বুঝাইতেই হইবে।

প্রস্তাবে বলা হইল :—"খোলাখুলি শ্বেতরক্ষী পতাকা উড়াইলে নিশ্চয়ই নিরাশ হইতে হইবে বুঝিয়া এই শত্রুরা এখন পার্টির মধ্যে ভেদাভেদের সুযোগ লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, এবং যে-

রাজনৈতিক সংস্থাগুলি বাহ্যত সোভিয়েটশক্তিকে প্রায় স্বীকার করিয়া লয়, তাহাদেরই হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলিয়া দিয়া কোন-না-কোন উপায়ে বিপ্লববিরোধী উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতেছে।" ("সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বল্‌শেভিক্) প্রস্তাবাবলী," রুশ সংস্করণ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৭৩-৭৪)

প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে প্রচারকার্য্যে পার্টিকে নিশ্চয়ই "পূর্ব্বগামী বিপ্লবের শিক্ষা আয়ত্ত করিতে হইবে; যে-বিপ্লবে ইন্‌কিলাবী একাধিপত্যকে উৎখাৎ ও উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে এবং এইভাবে পরে বিপ্লববিরোধী শক্তির, পুঁজিদার ও জমিদারদের সম্পূর্ণ বিজয়ের পথ প্রস্তুত করার জন্য, বিপ্লববিরোধীরা চরম বিপ্লবী পার্টির সবচেয়ে কাছাকাছি যে-সব পেতি-বুর্জোয়াদল দাঁড়াইত, সাধারণত তাহাদিগকেই সমর্থন করিয়াছিল, সেই বিপ্লব হইতে শিক্ষা পাইতে হইবে।"

"পার্টির মধ্যে সিণ্ডিকালিস্ট ও নৈরাজ্যবাদী বিচ্যুতি" সম্বন্ধে যে-প্রস্তাব লেনিন উপস্থাপিত করেন এবং কংগ্রেসে গৃহীত হয়, "পার্টি ঐক্য" বিষয়ক প্রস্তাবের সঙ্গে তাহার খুবই নিকট সম্পর্ক। এই প্রস্তাবে দশম কংগ্রেস তথাকথিত "শ্রমিকদের বিরোধী সংস্থাকে" নিন্দা করে। কংগ্রেস ঘোষণা করে যে নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিকালিস্ট বিচ্যুতিমূলক মতবাদ প্রচার কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যদের পক্ষে অসঙ্গত, এবং তাই পার্টিকে এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সতেজে সংগ্রাম করার আহ্বান জানায়।

বাড়তি-উৎপাদন বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে ফসলের একটা অংশ খাজানা হিসাবে ("tax in kind") লইবার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দশম কংগ্রেসে নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ('নেপ') মধ্যে গৃহীত হইল।

লেনিনের কর্ম্মনীতিতে যে বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি ছিল, তাহা যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ হইতে 'নেপ'-এ রূপান্তর ঘটাইবার ভিতর খুব পরিষ্কারভাবে দেখা গেল।

বাড়তি-উৎপাদন বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থার বদলে ফসলের একাংশ খাজনা হিসাবে লওয়া সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রস্তাবে আলোচনা ছিল। বাড়তি-উৎপাদন বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থায় যেভাবে খাজনা ধার্য্য হইত, এখন তাহার চেয়ে কম খাজনা স্থির হইল। প্রতি বৎসর বসন্তকালে বীজ বপনের পূর্ব্বে মোট খাজনা কত আদায় করা হইবে জানাইয়া দেওয়া হইত। খাজনাস্বরূপ ফসল তুলিয়া দেওয়ার তারিখগুলি স্পষ্ট করিয়া জানানো হইত। খাজনা দিবার পর উদ্বৃত্ত সমস্ত ফসল চাষীর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, যেমন ইচ্ছা তেমনই এই উদ্বৃত্ত বিক্রয় কবার স্বাধীনতা চাষী পাইল। লেনিন তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন যে বাণিজ্যের স্বাধীনতা প্রথমটা দেশে খানিকটা পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটাইবে। ব্যক্তিগতভাবে বাণিজ্য চালানোকে মঞ্জুর করা এবং কারিগরদের ছোটখাট ব্যবসা খুলিবার অনুমতি দেওয়া দরকার হইবে। কিন্তু ইহাতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই। লেনিন মনে করিতেন যে একটু বাণিজ্যের স্বাধীনতা পাইলে চাষী অর্থনৈতিক প্ররোচনা বোধ করিবে, সে আরও বেশী উৎপাদনে প্রণোদিত হইবে, এবং তাড়াতাড়ি চাষবাসে উন্নতি ঘটিবে। তিনি মনে করিতেন যে এই বনিয়াদের উপরই রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বাধীন শিল্পগুলি পুনর্গঠিত হইবে এবং ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ লোপ পাইবে; শক্তি ও সংস্থান সংগৃহীত হওয়ার ফলে সোশালিজ্‌মের অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসাবে বিরাট শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হইবে, এবং তখন দেশে ধনতন্ত্রের লুপ্তাবশেষকে ধ্বংস করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে আক্রমণ চালানো যাইবে।

যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের সময় সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিয়া গ্রামে ও শহরে পুঁজিবাদীশক্তির দুর্গ কাড়িয়া লওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। এই আক্রমণ চালাইতে গিয়া পার্টি অতিরিক্ত দূর আগাইয়া গিয়াছিল, এবং প্রধান কেন্দ্রস্থলের সঙ্গে পার্টির সংযোগ হারাইবার আশঙ্কা ছিল। এখন লেনিন প্রস্তাব করিলেন যে সামান্য পিছু হটা হউক, কিছুকাল পশ্চাদপসরণ করিয়া প্রধান কেন্দ্রস্থলের নিকটে থাকা যাউক, দুর্গ আক্রমণের বদলে ধীরে অবরোধ চালাইবার পদ্ধতি গ্রহণ করা হউক, তাহা হইলেই শক্তিসংগ্রহ করিয়া আবার আক্রমণ করা যাইবে।

ট্রট্স্কির অনুচররা এবং অন্যান্য বিরোধপন্থীরা বলিল যে 'নেপ্' পশ্চাদপসরণ ছাড়া **কিছুই নয়।** এই ব্যাখ্যা তাহাদের মতলবের সঙ্গে খাপ খাইত, কারণ ধনতন্ত্রকে আবার প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাহাদের নীতি। 'নেপের' এই ব্যাখ্যা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর ও লেনিনবাদ-বিরোধী। বস্তুত, 'নেপ্' প্রবর্ত্তনের মাত্র এক বৎসর পরে একাদশ পার্টিকংগ্রেসে লেনিন ঘোষণা করেন যে **পিছু হটার দিন শেষ হইয়াছে,** এবং স্লোগান দেন : **"ব্যক্তিস্বত্বমূলক ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য তৈয়ার হও !"** (লেনিন, "কলেক্টেড্ ওয়ার্ক্স্", রুশ সংস্করণ, সপ্তবিংশ খণ্ড, পৃঃ ২১৩)

বিরোধপন্থীরা ছিল মার্ক্স্বাদী হিসাবে নগণ্য এবং বল্শেভিক্ কর্ম্মনীতিসংক্রান্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে একেবারে নিরেট মূর্খ। তাহারা 'নেপের' অর্থ বুঝিল না, 'নেপ্' প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে পশ্চাদপসরণের প্রকৃতি বুঝিল না। পিছু হটা সম্বন্ধে বলা যায় যে নানারকম ভাবে পিছু হটা যাইতে পারে। এমন সময় আসে যখন যুদ্ধে হারিয়াছে বলিয়া কোন পার্টি বা সৈন্যদলকে পিছু হটিতে হয়। এরূপ অবস্থায় নিজেকে বাঁচাইয়া নূতন যুদ্ধের জন্য শক্তিরক্ষার উদ্দেশ্যেই ঐ পার্টি বা সৈন্যদল

পিছু হটে। 'নেপ্' প্রবর্ত্তনের সময় লেনিন এরূপ কোন পশ্চাদপসরণের প্রস্তাব করেন নাই, কারণ পরাজিত বা অপ্রস্তুত হওয়া দূরে থাকুক, গৃহযুদ্ধে পার্টিই হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের পরাজিত করিয়াছিল। কিন্তু আবার এমনও সময় আসিতে পারে যখন অগ্রসর হইতে গিয়া বিজয়ী পার্টি বা সৈন্যদল পশ্চাদ্দেশে উপযুক্ত ঘাঁটির ব্যবস্থা না করিয়া অতিরিক্ত দূর দৌড়াইয়া যায়। কেন্দ্রস্থলের সঙ্গে যোগাযোগ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া পড়ে, সেজন্য সাধারণত কোন অভিজ্ঞ পার্টি বা সৈন্যবাহিনী ঐরূপ অবস্থায় সামান্য পিছু হটিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা পিছনের ঘাঁটির নিকটে ফিরিয়া যোগাযোগের ব্যবস্থাকে উন্নত করে; এই পশ্চাদপসরণের উদ্দেশ্য সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইবার বন্দোবস্ত করা, এবং তাহার পর আরও ভরসা লইয়া ও সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া নূতন আক্রমণ আরম্ভ করা। নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দিয়া লেনিন এই ধরণের সাময়িক পশ্চাদপসরণেরই ব্যবস্থা করেন। 'নেপ্' প্রবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের চতুর্থ-কংগ্রেসে রিপোর্ট করিবার সময় লেনিন খোলাখুলি বলেন যে "অর্থনীতিক্ষেত্রে আমরা আক্রমণ করিতে গিয়া অতিরিক্ত অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলাম, পশ্চাদ্দেশে উপযুক্ত ঘাঁটি আমরা স্থাপন করি নাই", এবং এইজন্যই সাময়িকভাবে সুরক্ষিত পশ্চাদঞ্চলে হটিয়া যাওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল।

বিরোধপন্থীদের দুর্ভাগ্য যে নিজেদের নির্ব্বুদ্ধির জন্য তাহারা 'নেপ্' ব্যবস্থায় পশ্চাদপসরণের এই বৈশিষ্ট্য বুঝিল না, শেষদিন পর্য্যন্ত বুঝিল না।

নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ফলে সোশালিজ্‌ম্ গড়িবার কাজে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মৈত্রী স্থায়ী ও নিশ্চিত হইল।

কংগ্রেসে আর এক সিদ্ধান্ত, জাতি-সমস্যা বিষয়ে সিদ্ধান্তও এই

প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সাহায্য করিল। জাতি-সমস্যা বিষয়ে রিপোর্ট দেন কমরেড স্টালিন। তিনি বলিলেন যে আমরা জাতিগত অত্যাচার উঠাইয়া দিয়াছি, কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। অতীতের কুৎসিত উত্তরাধিকার, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে জাতিরা অত্যাচারিত হইত, অর্থনীতি রাজনীতি ও সংস্কৃতি ব্যাপারে তাহাদের পশ্চাৎপদ্ অবস্থার অবসান ঘটানো হইল আমাদের কাজ। মধ্যরুশিয়ার সঙ্গে যাহাতে তাহারা পাল্লা দিতে পারে, সেজন্য ঐ জাতিগুলিকে সাহায্য করিতে হইবে।

জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে দুই প্রকার পার্টিবিরোধী বিচ্যুতির কথা কমরেড স্টালিন উল্লেখ করেন: একটী হইল প্রভুজাতিবোধজনিত (গ্রেট্-রাশিয়ান্) উগ্র অহমিকা, আর একটী হইল অঞ্চলবিশেষ লইয়া সঙ্কীর্ণ জাত্যভিমান। উভয় বিচ্যুতিকেই অনিষ্টকর এবং সাম্যবাদ ও সর্ব্বহারা আন্তর্জাতিকতার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া কংগ্রেস উহার নিন্দা করে। সঙ্গে সঙ্গে যে-বিপদ ছিল বড়, সেই প্রবল জাতির উগ্র অহমিকার বিরুদ্ধে, অর্থাৎ গ্রেট্-রাশিয়ান্ জাতিগর্ব্বীরা জারের আমলে রুশ ব্যতীত অন্যান্য জাতিগুলির প্রতি যে মনোভাব দেখাইত সে-মনোভাবের যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহার বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রধান আঘাত হানিয়াছিল।

৩। নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম ফলাফল—একাদশ পার্টিকংগ্রেস—সোভিয়েট ইউনিয়ন স্থাপনা—লেনিনের পীড়া—সমবায় সম্বন্ধে লেনিনের পরিকল্পনা—দ্বাদশ পার্টিকংগ্রেস

পার্টির মধ্যে যাহারা ছিল অস্থিরমতি, তাহারা নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। দুইদিক হইতে এই বিরোধ আসে।

একদিকে ছিল "বামপন্থী" গলাবাজিবিশারদের দল, লোমিনাদ্‌জে, শাৎস্কিন ও অন্যান্য খামখেয়ালী রাজনীতিক; ইহারা যুক্তি দিল যে 'নেপে'র অর্থ হইল অক্টোবর বিপ্লবের অর্জ্জিত ফল পরিত্যাগ করা, ধনতন্ত্রে ফিরিয়া যাওয়া, সোভিয়েটশক্তির পতন ঘটানো। রাজনীতি-ব্যাপারে নিরক্ষর এবং অর্থনৈতিক বিকাশের বিধান সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল বলিয়া তাহারা পার্টির কর্ম্মনীতি বুঝিল না, আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া পড়িল, নৈরাশ্য ও নিরুৎসাহভাব দেখাইল। আবার ট্রট্‌স্কি, রাদেক, জিনোভিয়েভ, সোকল্‌নিকভ, কামেনেভ, শ্লিয়াপ্‌নিকভ, বুখারিন, রাইকভ প্রভৃতির মত অনেকে সোজাসুজি পরাজয় স্বীকারে উদ্‌গ্রীব ছিল। তাহারা বিশ্বাস করিত না যে আমাদের দেশেব সোশালিস্ট বিকাশ সম্ভব, তাহারা ধনতন্ত্রের "সর্ব্বশক্তিমত্তা"কে প্রণতি জানাইত, এবং সোভিয়েটদেশে ধনতন্ত্রের অবস্থাকে দৃঢ়তর করার চেষ্টায় তাহারা দাবী করিত যে স্বদেশে ও বিদেশে ব্যক্তিস্বত্বমূলক ধনতন্ত্রকে সুদূরপ্রসারী সুবিধা দেওয়া হউক, এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে সোভিয়েটশক্তির অনেকগুলি প্রধান ঘাঁটি পুঁজিদারদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হউক, পুঁজিদাররা বিমিশ্র যৌথ কারবার ফাঁদিয়া রাষ্ট্রের দালাল কিংবা অংশীদার হিসাবে কাজ করুক।

এই উভয় দলই মার্ক্‌স্ ও লেনিনের মতবাদের বিরোধিতা করিয়াছিল।

পার্টি উভয়কেই জাহির করিয়া দিল ও কোণঠাসা করিল; যাহারা আতঙ্ক ও পরাজয়স্বীকারে উন্মুখভাব দেখাইত, তাহাদের সম্বন্ধে পার্টি কঠোর সমালোচনা করিল।

পার্টির কর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ আবার স্মরণ করাইয়া দিল যে যাহারা অস্থিরমতি তাহাদিগকে পার্টি হইতে সরাইয়া দেওয়া

সরকার। তাই ১৯২১ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি এক পার্টি-বিশুদ্ধির ('purge') ব্যবস্থা করিল; ইহাতে পার্টির শক্তি যথেষ্ট বাড়িল। প্রকাশ্য সভায়, পার্টি-বহির্ভূত জনগণের উপস্থিতিতে ও সভার কাজে তাহাদিগকে যোগদানের অধিকার দিয়া, এই বিশুদ্ধিকরণ চলিল। লেনিন পরামর্শ দিলেন যে পার্টি হইতে "যাহারা দুর্বৃত্ত, যাহাদের মনোবৃত্তি আমলাতান্ত্রিক, যে-কমিউনিস্টরা অসৎ কিংবা অস্থিরমতি, এবং যে-মেন্‌শেভিক্‌রা 'মুখে' নূতন রং লাগাইলেও মর্ম্মে-মর্ম্মে মেন্‌শেভিক্‌ রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের" ঝাঁটাইয়া দূর করা হউক। (লেনিন, "কলেক্টেড ওয়ার্ক্‌স্‌", রুশ সংস্করণ, সপ্তবিংশ খণ্ড, পৃঃ ১৩)

এই বিশুদ্ধিকরণের ফলে সব-শুদ্ধ প্রায় একলক্ষ সত্তর হাজার, কিংবা মোট সভ্যসংখ্যার শতকরা প্রায় পঁচিশ জনকে পার্টি হইতে বিতাড়িত করা হইল।

বিশুদ্ধিকরণের ফলে পার্টির শক্তি খুবই বাড়িল, পার্টির সামাজিক অন্তর্গঠন উন্নত হইল, পার্টির উপর জনসাধারণের বিশ্বাস বাড়িল, পার্টির প্রতিষ্ঠা বাড়িল। পার্টি আরও নিবিড়ভাবে সুসংহত হইল ও পূর্ব্বের চেয়ে সুশৃঙ্খল হইল।

নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় প্রথম বৎসরেই ইহা যে নির্ভুল তাহা প্রমাণ হইল। এই পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে নূতন ভিত্তিতে শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রী খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিল। সর্ব্বহারার একনায়কত্ব নূতন শক্তি ও সামর্থ্য অর্জ্জন করিল। কুলাক্‌দের দস্যুতা প্রায় সম্পূর্ণ অপনীত হইল। বাড়তি-উৎপাদন বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়ার ফলে মাঝারি চাষীরা কুলাক্‌দলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সোভিয়েট সরকারকে সাহায্য করিল। অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রত্যেকটী প্রধান ঘাঁটি—বৃহৎশিল্প, যাতায়াত ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক, ভূস্বত্ব, আভ্যন্তরীণ ও বিদেশীবাণিজ্য—সোভিয়েট

সরকারের অধিকারে রহিল। অর্থনীতি ব্যাপারে পার্টি সুস্পষ্ট উন্নতি ঘটাইল। শীঘ্রই কৃষিকর্ম অগ্রসর হইতে লাগিল। কারখানা ও রেলপথগুলি তাহাদের প্রথম সাফল্য দেখাইতে পারিল। খুব ধীরগতিতে হইলেও সুনিশ্চিতভাবে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন আরম্ভ হইল। শ্রমিক ও কৃষকরা বুঝিল ও জানিল যে পার্টি ঠিক রাস্তা ধরিয়া চলিতেছে।

১৯২২ সালের মার্চ মাসে পার্টির একাদশ কংগ্রেস বসিল। ৫,৩২,০০০ পার্টিসভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ৫২২ জন ভোটাধিকারসম্পন্ন ডেলিগেট যোগদান করেন। পূর্ব্বের কংগ্রেসের তুলনায় এই সংখ্যা কম। ১৬৫ জন ডেলিগেটের আলোচনায় যোগদানের অধিকার ছিল, ভোট ছিল না। যে পার্টি-শুদ্ধি পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই জন্য সভ্যসংখ্যায় এই হ্রাস ঘটিয়াছিল।

কংগ্রেসে পার্টি নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের ফলাফল পর্য্যালোচনা করে। এই ফলাফল আলোচনার পর লেনিন কংগ্রেসে ঘোষণা করিতে পারেন :—

"এক বৎসর ধরিয়া আমরা পিছু হটিয়াছি। এখন পার্টির নামে গতিরোধের আহ্বান আমাদের জানাইতেই হইবে। পশ্চাদপসরণের যে-উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এই যুগ শেষ হইতেছে কিংবা হইয়াছে। এখন আমাদের উদ্দেশ্য হইল স্বতন্ত্র—আমাদের উদ্দেশ্য নিজেদের শক্তিকে আবার সংহত করা।" (ঐ, পৃঃ ২৩৮)

লেনিন বলেন যে 'নেপে'র অর্থ হইল যে ধনতন্ত্র ও সোশালিজ্‌মের মধ্যে জীবন-মরণ লইয়া সংগ্রাম চলিতেছে। প্রশ্ন হইল এই—"কে জিতিবে?" আমাদের জিতিতে হইলে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে পণ্য বিনিময় যথাসম্ভব বাড়াইয়া শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে এবং সোশালিস্ট শিল্পব্যবস্থা ও কৃষকদের কৃষিকর্ম্মের মধ্যে বন্ধনকে আরও সুদৃঢ়

করিতে হইবে। এইজন্য কাজের তত্ত্বাবধান ও বিচক্ষণভাবে বাণিজ্য করার কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে।

ঐ সময় পার্টি যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল সেই সমস্যাবন্ধনে প্রধান গ্রন্থি ছিল বাণিজ্য। এই সমস্যার সমাধান না হইলে শহর ও গ্রামের মধ্যে পণ্যবিনিময়ের বিকাশ ঘটানো অসম্ভব হইত, শ্রমিক ও কৃষকের অর্থ নৈতিক মৈত্রীকে শক্তিশালী করা অসম্ভব হইত, কৃষিকর্মের উন্নতিসাধন করা কিংবা ভগ্নোন্মুখ দশা হইতে শিল্পকে উদ্ধার করা অসম্ভব হইত।

সোভিয়েট বাণিজ্য তখন নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় ছিল। বাণিজ্যের কলকব্জা যাহা ছিল তাহা একেবারেই যথেষ্ট নয়; কমিউনিস্টরা তখনও বাণিজ্যকৌশল আয়ত্ত করে নাই; তাহারা শত্রু, 'নেপ্‌ওয়ালাকে' চিনে নাই, কেমন করিয়া তাহার সহিত লড়িতে হয় শিখে নাই। ব্যক্তিগতভাবে যাহারা ব্যবসা করিত, সেই 'নেপ্‌ওয়ালারা' সোভিয়েট বাণিজ্যের অপরিণত অবস্থার সুযোগ লইয়া বস্ত্র ও সাধারণের পক্ষে প্রয়োজন অন্যান্য জিনিসের ব্যবসা দখল করিয়া বসিয়াছিল। রাষ্ট্রের উদ্যোগে এবং সমবায়মূলক ব্যবসা নিতান্ত জরুরী ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল।

একাদশ কংগ্রেসের পর অর্থনীতিক্ষেত্রে কাজ দ্বিগুণ উৎসাহে চলিল। সম্প্রতি শস্য উৎপাদন অল্প হওয়ায় যে অসুবিধা ঘটিয়াছিল, সাফল্যের সহিত তাহার উপশম করা হইল। চাষীদের কৃষিকর্ম শীঘ্রই চাঙ্গা হইয়া উঠিল। রেলপথগুলি পূর্ব্বের চেয়ে ভাল কাজ দেখাইল। কলকারখানার সংখ্যা বাড়িল, আবার কাজ আরম্ভ হইল।

১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েট রিপাব্লিক বিজয় উপলক্ষে এক বিপুল উৎসব করিল। শেষ পর্য্যন্ত সোভিয়েট দেশের যে-অংশ

আক্রমণকারীদের কবলে ছিল, সেই ভ্লাডিভস্টক্‌ লালফৌজ ও সুদূর প্রাচ্যের দেশভক্তরা মিলিয়া জাপানীদের দখল হইতে উদ্ধার করিল।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ আয়তন এখন হস্তক্ষেপকারীদের কবলমুক্ত হওয়ায়, এবং সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণ ও দেশরক্ষার জন্য সোভিয়েট জনগণের ঐক্যকে আরও সুসংহত করার প্রয়োজন থাকায়, এখন একটী যুক্তরাষ্ট্রে সোভিয়েট রিপাব্‌লিকগুলিকে নিবিড়ভাবে গ্রথিত করার প্রয়োজন দেখা দিল। সোশালিজ্‌ম্‌ গড়িবার কাজে জনগণের সকল শক্তিকে সম্মিলিত করিতে হইল। দেশকে একেবারে অপরাজেয় করার দরকার ছিল। আমাদের দেশে প্রত্যেক জাতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের অনুকুল অবস্থা সৃষ্টি করার দরকার ছিল। সকল সোভিয়েট জাতিগুলি যাহাতে আরও অন্তরঙ্গভাবে মিলিতে পারে, তাহার প্রয়োজন হইল।

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম অখিল-ইউনিয়ন সোভিয়েট কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এখানে লেনিন ও স্টালিনের প্রস্তাবে সোভিয়েট জাতিগুলি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্র সম্মেলন ঘটাইয়া সোভিয়েট সোশালিস্ট সংযুক্তরাষ্ট্র (ইউ, এস, এস, আর) গঠন করিল। প্রথমে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ছিল রুশ সোভিয়েট সংযুক্ত সোশালিস্ট (আর, এস, এফ, এস, আর), ট্রান্সককেসিয়ান্‌ সোভিয়েট সোশালিস্ট রাষ্ট্র (টি, এস, এফ, এস, আর), যুক্রেনীয়ান্‌ সোভিয়েট সোশালিস্ট রাষ্ট্র (যুক্র, এস, এস, আর), এবং বিয়েলোরুশিয়ান্‌ সোভিয়েট সোশালিস্ট রাষ্ট্র (বি, এস, এস, আর)। কিছুকাল পরে উজ্‌বেক্‌, তুর্কমান, তাজিক্‌, এই তিনটী স্বতন্ত্র সংযুক্ত সোভিয়েট রাষ্ট্র মধ্য এশিয়াতে গঠিত হয়। এখন এই সব রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছা ও সাম্যের ভিত্তিতে এক সংযুক্ত সোভিয়েট রাষ্ট্র—ইউ, এস্‌, এস্‌, আরের মধ্যে মিলিত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়িয়া যাওয়ার অধিকার রহিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন গঠনের অর্থ হইল সোভিয়েট শক্তির সংহতি ও ও জাতি-সমস্যা বিষয়ে বলশেভিক্ পার্টির লেনিনবাদী ও স্টালিনবাদী কর্ম্মনীতির বিপুল সাফল্য।

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে মস্কো সোভিয়েটের এক অধিবেশনে লেনিন যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি পাঁচ বৎসরব্যাপী সোভিয়েট শাসনের পর্য্যালোচনা করেন এবং "নেপ্ রুশ সোশালিস্ট রুশে পরিণত হইবে" বলিয়া তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাসের কথা বলেন। ইহাই হইল দেশের লোকের কাছে লেনিনের শেষ বক্তৃতা। ঐ বৎসর শরৎকালে পার্টির পক্ষে এক দারুণ বিপত্তি ঘটিল; লেনিন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। লেনিনের পীড়া হইল সমগ্র পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এক গভীর ও ব্যক্তিগত বিপদ। সকলেই তাহাদের অতি প্রিয় লেনিনের জীবনের জন্য শঙ্কিত হইয়া রহিল। কিন্তু ব্যাধিসত্ত্বেও লেনিন তাঁহার কাজ থামান নাই। যখন তিনি অত্যন্ত অসুস্থ, তখনই তিনি অনেকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। এই শেষ লেখাগুলিতে তিনি পূর্ব্বকৃত কাজ লইয়া আলোচনা করেন এবং সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের কাজে কৃষকসম্প্রদায়কে লাগাইয়া আমাদের দেশে সোশালিজ্‌ম্ গঠনের এক পরিকল্পনা নক্সা করিয়া দেন। সোশালিজ্‌ম্ গড়ার কাজে কৃষকদের অংশীদারী সুনিশ্চিত করার জন্য তাঁহার সমবায়মূলক পরিকল্পনা এখানে ছিল।

লেনিন মনে করিতেন যে মোটের উপর সমবায় সমিতি, এবং বিশেষতঃ কৃষি সমবায় সমিতি হইল ব্যক্তিস্বত্বের ভিত্তিতে ছোট ছোট ক্ষেতখামার হইতে বড় বড় উৎপাদন-সমবায় বা কৃষি-সমবায়ে রূপান্তর ঘটাইবার একটী উপায়। এই উপায় লক্ষ লক্ষ চাষীর নাগালের মধ্যে, এবং তাহাদের বোধগম্য ও বটে। লেনিন দেখাইলেন যে আমাদের দেশে কৃষির বিকাশ

ঘটাইতে হইলে যে-কর্ম্মনীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, সে-নীতি হইল সমবায় সমিতির মধ্য দিয়া চাষীদের সোশালিজ্‌ম্ গঠনের কাজে টানা, ক্রমে ক্রমে কৃষিকর্ম্মে সমবায়নীতি প্রবর্ত্তন করা, প্রথমে বিক্রয় ব্যাপারে এবং পরে কৃষি উৎপাদনে এই নীতি প্রবর্ত্তন করা। লেনিন বলেন যে সর্ব্বহারার একনায়কত্ব এবং শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীর সঙ্গে সঙ্গে, কৃষকের উপর শ্রমিকদের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এবং সোশালিস্ট শিল্পের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে, লক্ষ লক্ষ চাষীকে লইয়া সুসংগঠিত উৎপাদক-সমবায়-ব্যবস্থা দ্বারাই আমাদের দেশে সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণ করা যাইবে।

১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস বসিল। বল্‌শেভিক্‌রা রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করার পর হইতে এই প্রথম লেনিন কংগ্রেসে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কংগ্রেসে ৩,৮০,০০০ পার্টিসভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ৪০৮ জন ভোটাধিকার সম্পন্ন ডেলিগেট যোগদান করেন। পূর্ব্বের কংগ্রেসের তুলনায় এই সংখ্যা কম হইয়াছিল, কারণ ইতিমধ্যে পার্টিশুদ্ধি চলিতেছিল এবং ফলে পার্টিসভ্যদের একটা বড় অংশ বিতাড়িত হইয়াছিল। ৪১৭ জন ডেলিগেটের ভোট ছিল না, আলোচনায় যোগদানের অধিকার ছিল।

লেনিন তাঁহার সম্প্রতি লিখিত প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে যে-সব সুপারিশ করেন, সেগুলি দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে আকার গ্রহণ করে।

যাহারা মনে করিত যে 'নেপ্' সোশালিস্ট মতবাদ ছাড়িয়া পিছু হটা এবং ধনতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণের সামিল, যাহারা ধনতান্ত্রিক দাসত্বে ফিরিয়া যাওয়ার সমর্থন করিত, কংগ্রেস তাহাদের তীব্র নিন্দা করে। ট্রট্‌স্কির অনুচর রাদেক ও ক্রাসিন্ কংগ্রেসে এই ধরণের প্রস্তাব আনে। তাহারা প্রস্তাব করে যে আমাদের পক্ষে বিদেশী ধনিকদের কৃপা ভিক্ষা

করিয়া আত্মসমর্পণ করা উচিত, শিল্পের যে-সব শাখা সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন সেগুলি 'কন্‌সেশন্‌' হিসাবে ধনিকদের হাতে তুলিয়া দেওয়া উচিত। তাহারা প্রস্তাব করে যে অক্টোবর বিপ্লব জার-সরকারের যে-সব ঋণ নাকচ করিয়া দেয়, আমরা যেন সে-ঋণ পরিশোধ করি। পরাজয় স্বীকারমূলক প্রস্তাবগুলিকে পার্টি বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া অভিহিত করিল। পার্টি যে-কোন প্রকার 'কন্‌সেশন্‌' (সুবিধা) দিবার নীতিকে নাকচ করে নাই, কেবল যে-সব শিল্পে ও যে-পরিমাণে 'কনসেশন্‌' দিলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তাহার পক্ষে ছিল।

বুখারিন ও সোকোল্‌নিকভ্‌ কংগ্রেসের পূর্ব্বেই প্রস্তাব করিয়াছিল যে বিদেশী বাণিজ্যে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার উঠাইয়া দেওয়া হউক। 'নেপ্‌' যে ধনতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণের সামিল, এই ধারণা ছিল প্রস্তাবটীর ভিত্তি। মুনাফালোভী, 'নেপ্‌ওয়ালা' ও কুলাক্‌দের পক্ষসমর্থক বলিয়া লেনিন বুখারিনের নিন্দা করেন। বিদেশী বাণিজ্যে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ভাঙিয়া দিবার সকল চেষ্টা দ্বাদশ কংগ্রেসে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত হইল।

কৃষকদের সম্বন্ধে যে-মারাত্মক নীতি ট্রট্‌স্কি পার্টির উপর চাপাইবার চেষ্টা করে, কংগ্রেস সে-চেষ্টাকেও ব্যাহত করে, এবং জানায় যে দেশে ছোট ছোট ক্ষেতখামারের বিপুল সংখ্যাধিক্যের কথা ভুলিলে চলিবে না। কংগ্রেস প্রবলভাবে ঘোষণা করে যে বৃহৎশিল্পকে ('Heavy Industry') লইয়া সর্ব্বপ্রকার শিল্পের বিকাশ যেন কিছুতেই কৃষক-সাধারণের স্বার্থে আঘাত না করে, সমগ্র শ্রমব্যস্ত জনতার স্বার্থেই কৃষকদের সঙ্গে নিবিড় মৈত্রীর উপর শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ট্রট্‌স্কি প্রস্তাব করিয়াছিল যে কৃষকদের শোষণ করিয়া আমাদের শিল্প গড়িয়া তুলা উচিত; বস্তুত, ট্রট্‌স্কি সর্ব্বহারা ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীর নীতি গ্রহণ করে নাই। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তগুলি ট্রট্‌স্কিকে প্রত্যুত্তর দিল।

তখনই ট্রট্স্কি প্রস্তাব করে যে পুতিলভ, ব্রিয়ান্স্‌ক্ ও অন্যান্য যে বড় বড় কারখানাগুলি দেশরক্ষার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেগুলিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। মিথ্যা অজুহাত দেওয়া হইযাছিল যে কারখানা-গুলিতে লোকসান হইতেছে। কংগ্রেস রুষ্ট হইয়া ট্রট্স্কির প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেয়।

লেনিন যে প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইযাছিলেন, সেই প্রস্তাব অনুসারে দ্বাদশ কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধান কমিশন এবং শ্রমিক ও কৃষকদের পর্যাবেক্ষণ সমিতিকে ('workers' and peasants' inspection') একটী প্রতিষ্ঠানে ঐক্যবদ্ধ করে। পার্টির ঐক্যকে নিখুঁত অবস্থায় বজায় রাখা পার্টি ও দেশের মধ্যে দৃঢ় শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করা, এবং সর্ব্বপ্রকার উপায়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎকর্ষ ঘটানো, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া হয।

কংগ্রেসের কর্ম্মসূচীতে জাতি-সমস্যা ছিল একটী বিশেষ জরুরী ব্যাপার। কমরেড স্টালিন এ বিষযে রিপোর্ট দেন। জাতি-সমস্যা সম্পর্কে আমাদের কর্ম্মনীতির আন্তর্জাতিক তাৎপর্য্যের কথা তিনি জোর করিয়া বলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অত্যাচারিত জনগণের কাছে জাতি-সমস্যার সমাধান ও জাতিগত অত্যাচারের অবসান বিষযে সোভিয়েট ইউনিয়নই হইল আদর্শ। তিনি দেখাইলেন যে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অসাম্য দূর করার জন্য সোৎসাহে ব্যবস্থা করা প্রযোজন। জাতি-সমস্যা সম্পর্কে যে-বিচ্যুতি দেখা দিয়াছিল, সেই গ্রেট-রাশিয়ান্ উগ্র অহমিকা এবং অঞ্চলবিশেষ লইয়া বুর্জোয়া জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সংগ্রামের জন্য তিনি পার্টিকে আহ্বান করিলেন।

জাতি-সমস্যা বিষয়ে বিপথগামী এবং সংখ্যাল্প জাতিগুলির প্রতি

তাহাদের প্রভুজাতিসুলভ কর্ম্মনীতির মুখোস কংগ্রেসে জাহির হইয়া গেল। তখন মদিভানি ও অন্যান্য জর্জিয়ান জাতীয়তাবাদী বিপথগামী, পার্টির বিরোধিতা করিতেছিল। তাহারা ট্রান্সককেশিয়ান্ যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং ট্রান্সককেশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে বন্ধুতা বর্দ্ধনের বিরুদ্ধে ছিল। এই বিপথগামীদের ব্যবহারে জর্জিয়ার অন্যান্য জাতি-উপজাতির প্রতি নিছক প্রভুজাতিসুলভ উগ্র অহমিকা দেখা গিয়াছিল। তাহারা টিফ্লিস্ শহর হইতে যাহারা জর্জিয়ান্ নয় তাহাদের সকলকে, এবং বিশেষত আর্মানীদের তাড়াইয়া দিতেছিল; তাহারা এক আইন পাশ করিয়া জানায় যে কোন জর্জিয়ান্ স্ত্রীলোক জর্জিয়ান্ নয় এমন কোন পুরুষকে বিবাহ করিলে জর্জিয়ার নাগরিক অধিকার হারাইবে। ট্রট্স্কি, রাদেক, বুখারিন, স্ক্রিপ্‌নিক ও রাকোভ্‌স্কি জর্জিয়ান্ জাতীয়তাবাদী বিপথগামীদের সমর্থন করে।

কংগ্রেসের কিছুকাল পরে জাতি-সমস্যা আলোচনার জন্য জাতীয় রাষ্ট্রগুলি হইতে পার্টিকর্ম্মীদের ডাকিয়া এক বিশেষ সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এখানে সুলতান গালিব প্রভৃতি একদল তাতার বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী এবং ফৈজুল্লাহ্ খোজাইয়েভ প্রভৃতি একদল উজ্‌বেক জাতীয়তাবাদী বিপথগামীর আসল চেহারা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসে গত দুই বৎসর ধরিয়া নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ইহাতে যথেষ্ট উৎসাহের হেতু ছিল, এবং চরম বিজয়ে বিশ্বাস আবার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

কংগ্রেসে কমরেড স্টালিন ঘোষণা করেন: "আমাদের পার্টি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; বিরাট এক আবর্ত্তের পরীক্ষায় পার্টি উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং এখন বিজয়ধ্বজা উড়াইয়া অগ্রসর হইতেছে।"

৪। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দুরূহতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—লেনিনের অসুখের সুযোগ লইয়া ট্রট্স্কিবাদীরা কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করিল—পার্টিতে নূতন আলোচনা—ট্রট্স্কিবাদীদের পরাজয়—লেনিনের মৃত্যু—লেনিনের স্মৃতিতে পার্টির নূতন সভ্যসংগ্রহ—ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেস

জাতীয অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনেব সংগ্রাম প্রথম কয়েক বৎসবেই স্থাযী সুফল উৎপাদন কবিল। ১৯২৪ সালেব মধ্যেই সর্ব্বক্ষেত্রে প্রগতি লক্ষ্য কবা গেল, ১৯২১ হইতে শস্যোৎপাদন ভূমির আযতন খুব বাড়িযাছিল এবং কৃষকদেব চাষবাসে নিযমিত উন্নতি ঘটিয়াছিল। সোশালিস্ট শিল্প বাড়িতেছিল ও বিস্তাব পাইতেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর খুবই সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল। পাবিশ্রমিকেব হাব বাড়িয়াছিল। ১৯২০ ও ১৯২১ সালেব তুলনায় শ্রমিক ও কৃষকদেব পক্ষে জীবন আবও সহজ ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইযাছিল।

কিন্তু অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের ফলাফল তখনও অনুভূত হইতেছিল। শিল্প তখনও যুদ্ধপূর্ব্ব যুগেব তুলনায অনেকটা পিছনেব স্তরে ছিল, শিল্পের বিকাশ তখনও দেশের চাহিদার অনেক পিছনে পড়িযাছিল। ১৯২৩ সালেব শেষে বেকারেব সংখ্যা ছিল প্রায দশ লক্ষ; এই বেকারদের কাজে টানিবাব পক্ষে জাতীয় অর্থনীতি ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। যে 'নেপ্'ওযালা ও 'নেপ্'ওয়ালাধরণের লোক আমাদের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছিল, তাহাবা দেশেব লোকের উপব শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের যে অতিরিক্ত উচ্চমূল্য চাপাইতেছিল, তাহাতে বাণিজ্যের অগ্রগতি ব্যাহত হইল। এই কারণে সোভিযেট 'রুব্লের' [মুদ্রা] দাম কমিয়া

গেল, 'রুব্‌লের' বাজার কখনও তেজী কখনও মন্দা হইতে লাগিল। এই রকম ব্যাপারের ফলে শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থার উন্নতির ব্যাঘাত সৃষ্টি হইল।

১৯২৩ সালের শরৎকালে আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি সোভিয়েটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতিকে লঙ্ঘন করায় অর্থনৈতিক ব্যাপারে মুশ্‌কিল খানিকটা বাড়িয়া যায়। শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের দাম ছিল খুবই বেশী। শিল্পব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্য অতিরিক্ত খরচের ভার পডার দরুণ জিনিসপত্রের দর বাড়িয়া যায। শস্যের দাম হিসাবে চাষীরা যে টাকা পাইল, তাহার মূল্য তাডাতাড়ি কমিয়া গেল। অবস্থাকে আরও ঘোরালো করিবার মতলবে ট্রট্‌স্কিবাদী পিয়াতাকোভ্‌ তখন জাতীয় অর্থনীতি ব্যাপারে সর্ব্বোচ্চ কাউন্সিলে থাকিয়া অত্যন্ত নিন্দার্হভাবে তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালকদেব নির্দ্দেশ দেয় যে কারখানাজাত দ্রব্য বিক্রয় হইতে যথাসম্ভব বেশী মুনাফা যেন তাহাবা পেষণ করিয়া লয় এবং শিল্পবিকাশেব অজুহাতে দাম যথাসম্ভব বাড়াইয়া দেয়। আসলে এই 'নেপ্‌'ওয়ালাসুলভ প্রবৃত্তির ফলে শিল্পের বনিয়াদ সঙ্কীর্ণ হইযা গেল ও রীতিমত জখম হইল। কৃষকদের পক্ষে কারখানাজাত দ্রব্য ক্রয় করা লোকসানের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল বলিয়া তাহারা কেনা বন্ধ করিল। ফলে বিক্রয ব্যাপারে এক সঙ্কট দেখা দিল, শিল্পব্যবস্থা ঘায়েল হইল। পারিশ্রমিক লইয়া গোলমাল শুরু হইল। শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ জাগরূক হইল। কযেকটী কারখানায শ্রমিকদের মধ্যে যাহাদের চেতনা কম, তাহারা কাজ বন্ধ করিল।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই সব অসুবিধা ও অসঙ্গতি দূর করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। বিক্রয় সংক্রান্ত সঙ্কট সমাধানের জন্য চেষ্টা হইল। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন দ্রব্যাদির মূল্য কমানো হইল।

মুদ্রাব্যবস্থা সংস্কার এবং 'চের্ভোনেৎস্' নামে মুদ্রা দৃঢ় ও স্থায়ীভাবে প্রবর্ত্তন করা স্থির হইল। নিয়মিত পারিশ্রমিক প্রদান আবার চলিল। ব্যক্তিগত ভাবে যাহারা ব্যবসা করিত এবং যাহারা ছিল মুনাফালোভী তাহাদিগকে সরাইবার জন্য, এবং রাষ্ট্র ও সমবায় সমিতিগুলির মধ্যস্থতায় বাণিজ্যের বিকাশ ঘটাইবার ব্যবস্থা নির্ণীত হইল।

এখন প্রয়োজন হইল যে প্রত্যেকে যেন সমবেত প্রচেষ্টায় যোগদান করে, আব কোমর বাঁধিয়া সোৎসাহে কাজে লাগে। পার্টির প্রতি যাহারা অনুরক্ত, তাহারা সকলে ইহাই ভাবিল ও কাজ করিল। কিন্তু ট্রট্স্কিবাদীদের কথা স্বতন্ত্র। গুরুতর ব্যাধিতে লেনিন অশক্ত হইয়া পড়ায় ট্রট্স্কিবাদীরা তাহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইযা পার্টি ও পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে নূতন আক্রমণ চালাইল। তাহাবা স্থির করিল যে পার্টিকে চূর্ণ করা ও পার্টিব নেতাদেব উচ্ছেদ ঘটাইবার অনুকূল মুহূর্ত্ত তখন উপস্থিত। তাহারা যাহা পাইল তাহাই পার্টিব বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহাব কবিল: ১৯২৩ সালের শরৎকালে জার্মানী ও বুলগেরিয়াতে বিপ্লবের পরাজয়, দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক মুশকিল, এবং লেনিনের পীড়া তাহারা এই ভাবে ব্যবহার করিল। পার্টির নেতা যখন রোগশয্যায়, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে ট্রট্স্কি বল্‌শেভিক্ পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করিল। পার্টির মধ্যে যাহারা লেনিনের বিরুদ্ধবাদী ছিল তাহাদিগকে একজোট করিয়া পার্টি, পার্টির নেতৃত্ব ও কর্ম্মনীতিকে বাধা দিবার জন্য সে এক বিরোধী সংস্থা বানাইল। এই সংস্থা ৪৬ জন বিরুদ্ধবাদীর ঘোষণা প্রচার করিল। ট্রট্স্কিবাদী, গণতান্ত্রিক-মধ্যপন্থী, এবং "বামপন্থী কমিউনিস্ট" ও "শ্রমিকদের বিরোধীদলের" যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের লইয়া সকল বিরোধী সংস্থা লেনিনপন্থী পার্টির সহিত সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইল।

লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে দশম পার্টি কংগ্রেস যে দল ভাঙাভাঙি নিষেধ করিয়া দিয়াছিল, আবার তাহারই পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এই সংগ্রাম চলিল।

কৃষি বা শিল্পের উন্নতি, উৎপন্ন দ্রব্যাদি দেশের সর্ব্বত্র সঞ্চালন ব্যাপারে উন্নতি, কিংবা শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি ঘটাইবার জন্য ট্রট্স্কিবাদীরা একটীও সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব করে নাই। এই সব ব্যাপারে তাহাদের কোন ঔৎসুক্য ছিল না। একটীমাত্র ব্যাপার লইয়া তাহারা মাথা ঘামাইত, এবং তাহা হইল লেনিনের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া পার্টির মধ্যে আবার দলাদলি বাধাইয়া পার্টির বনিয়াদ ও কেন্দ্রীয় কমিটিকে ভাঙিয়া দেওয়া।

৪৬ জনের ঘোষণার পর ট্রট্স্কির এক চিঠি প্রকাশ হইল; ইহাতে সে পার্টিকর্ম্মীদের নিন্দা করিল এবং পার্টির বিরুদ্ধে নূতন দুর্ণাম রটাইয়া অভিযোগ আনিল। এই চিঠিতে ট্রট্স্কি যে পুরাতন মেন্শেভিক্ সুর বাজাইল, তাহা পার্টি তাহার গলায় পূর্ব্বে বহুবার শুনিয়াছিল।

প্রথমেই ট্রট্স্কিবাদীরা পার্টির কর্ম্মপরিচালনাযন্ত্রকে আক্রমণ করিল। তাহারা জানিত যে শক্তিশালী পরিচালনাযন্ত্র বিনা পার্টি বাঁচিতে পারে না, কাজ চালাইতে পারে না। বিরোধী সংস্থা পার্টির এই যন্ত্রকে জখম করিয়া নষ্ট করিতে চেষ্টা করিল, পার্টিসভ্যদিগকে ইহার বিরুদ্ধবাদী করিতে এবং তরুণ সভ্যদিগকে পার্টির প্রাচীন মহারথীদের বিরুদ্ধে লাগাইতে চেষ্টা করিল। ছাত্রেরা এবং যে-তরুণ পার্টি সভ্যেরা ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে পার্টির সংগ্রাম সম্বন্ধে কিছু জানিত না, তাহাদিগকে দলে টানিবার চেষ্টা ট্রট্স্কি এই চিঠিতে করে। ছাত্রদের সমর্থন বাগাইবার মতলবে "পার্টির সব চেয়ে সুনিশ্চিত মানযন্ত্র" বলিয়া ট্রট্স্কি তাহাদের খোশামোদ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিল যে লেনিনপন্থী প্রাচীন মহারথীদের

অধঃপতন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের নেতাদের অধোগতির কথা বলিয়া সে এই কুৎসিত বক্রোক্তি করে যে প্রাচীন বল্‌শেভিক ধুরন্ধররা সেই পথেই চলিযাছে। পার্টির অধোগতি সম্বন্ধে এই সোরগোল তুলিযা ট্রট্‌স্কি নিজেরই অধঃপতন এবং পার্টিবিরোধী চক্রান্ত লুকাইবার চেষ্টা করিযাছিল।

ট্রট্‌স্কিবাদীরা জেলাগুলিতে এবং পার্টির ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে ৪৬ জনের ঘোষণা এবং ট্রট্‌স্কির চিঠি, এই দুই পার্টিবিরোধী দলিল প্রচার করিল, এবং পার্টিসভ্যেরা যাহাতে ইহা লইযা আলোচনা করে তাহার চেষ্টা করিল।

তাহারা পার্টিকে আলোচনাযুদ্ধে আহ্বান করিল।

এইভাবে ট্রট্‌স্কিবাদীরা দশম পার্টি কংগ্রেসের পূর্ব্বে ট্রেড ইউনিয়ন সমস্যা লইযা বাদানুবাদের সময় যেমন করিযাছিল, ঠিক তেমনই এখন পার্টির উপর জোর করিয়া এই বাকবিতণ্ডা চাপাইয়া দিল।

দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বেশী গুরুতর সমস্যা লইয়া ব্যস্ত থাকিলেও পার্টি তর্কযুদ্ধে এই আহ্বান গ্রহণ করিল এবং আলোচনা আরম্ভ করিল।

এই আলোচনাতে সমগ্র পার্টি জড়িত ছিল। সংগ্রাম নিতান্ত তিক্ত ধরণের হইয়াছিল। রাজধানীতে পার্টিসংগঠন দখল করার জন্য ট্রট্‌স্কিবাদীরা সর্ব্বোপরি চেষ্টা করিযাছিল বলিয়া মস্কোতে সংগ্রাম সব চেয়ে বেশী উৎকট হইযাছিল। কিন্তু আলোচনার ফলে ট্রট্‌স্কিবাদীদের কোন সুবিধা হয নাই, বরং তাহাদের অপমানই ঘটিয়াছিল। মস্কোতে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যত্র তাহারা সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত হইল। কেবল বিশ্ববিদ্যালয এবং অফিসগুলিতে অল্প কয়েকটী ছোট ছোট দল ট্রট্‌স্কিবাদীদের পক্ষে ভোট দিল।

১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে পার্টির ত্রয়োদশ সম্মেলন বসিল। সংক্ষেপে আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে কমরেড স্টালিনের রিপোর্ট সম্মেলন শুনিল। সম্মেলন ট্রট্স্কিবাদীদের বিরোধপন্থার নিন্দা করিল এবং ইহাকে মার্ক্স্‌বাদ হইতে **পেতি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি** বলিয়া ঘোষণা করিল। পরে ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের পঞ্চম কংগ্রেসে সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদিত হয়। সকল দেশের কমিউনিস্ট সর্ব্বহারার দল ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বল্‌শেভিক্ পার্টিকে সমর্থন করে।

কিন্তু ট্রট্স্কিবাদীরা তাহাদের ধ্বংসমূলক কাজ থামায় নাই। ১৯২৪ সালের শরৎকালে "অক্টোবরের শিক্ষা" নাম দিয়া ট্রট্স্কি যে প্রবন্ধ লেখে তাহাতে লেনিনবাদের স্থানে ট্রট্স্কিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়। ইহা হইল পার্টি ও পার্টির নেতা লেনিনের উপর সোজাসুজি অপবাদ আরোপ করার সামিল। এই কুৎসিত প্রচার পত্রকে সাম্যবাদ ও সোভিয়েট সরকারের শত্রুরা লুফিয়া লইল। বল্‌শেভিজ্‌মের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীকে এই অসৎ উপায়ে বিকৃত করিয়া দেখানো পার্টির কাছে অসহ্য মনে হইল। কমরেড স্টালিন লেনিনবাদের স্থানে ট্রট্স্কিবাদকে বসাইবার জন্য ট্রট্স্কির এই চেষ্টার তীব্র নিন্দা করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে "ট্রট্স্কিবাদ মতবাদব্যাপারে যে ধারা আনিয়াছে তাহাকে সমাধিস্থ করা পার্টির কর্ত্তব্য।"

মতবাদের দিক হইতে ট্রট্স্কিবাদের পরাজয় এবং লেনিনবাদের সমর্থন সম্পর্কে ১৯২৪ সালে প্রকাশিত কমরেড স্টালিনের তত্ত্বমূলক গ্রন্থ "লেনিনবাদের বনিয়াদ" খুব কাজ দেয়। এই গ্রন্থে লেনিনবাদের অনুপম ব্যাখ্যা এবং গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রমাণ আছে। ইহা তখন এবং এখনও পৃথিবীর সর্ব্বত্র বল্‌শেভিক্‌দের হাতে মার্ক্স্‌বাদ-লেনিনবাদের এক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র হইয়া রহিল।

ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমরেড স্টালিন কেন্দ্রীয় কমিটির চারিদিকে সমগ্র পার্টিকে একত্র করেন এবং আমাদের দেশে সোশালিজ্‌মের বিজয় সংঘটন করার প্রচেষ্টায় পার্টিকে সুসংহত করেন। কমরেড স্টালিন প্রমাণ করিয়া দেন যে সোশালিজ্‌মের পথে বিজয়ী অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করিতে হইলে মূলনীতিবিষয়ক যুক্তি দিয়া ট্রট্স্কিবাদকে ধ্বংস করিতে হইবে।

কমরেড স্টালিন ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই যুগকে পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া বলেন :—

"ট্রট্স্কিবাদ পরাজিত না হইলে নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরিবেশে বিজয় লাভ সম্ভব নয়, বর্ত্তমান রুশদেশকে সোশালিস্ট রুশদেশে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়।"

কিন্তু পার্টির লেনিনপন্থী নীতির সাফল্যকে তখন পার্টি ও শ্রমিক-শ্রেণীর উপর এক অত্যন্ত দুঃসহ দুর্ব্বিপাকের আঘাত যেন তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া দিল। ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে আমাদের নেতা, আমাদেব গুরু, বল্‌শেভিক্ পার্টির স্রষ্টা লেনিন মস্কোর নিকট গোর্কি গ্রামে দেহত্যাগ করিলেন। সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণী লেনিনের তিরোভাবে নিদারুণ আঘাত পাইল। লেনিনের সমাধিদিবসে সকল দেশের সর্ব্বহারা-শ্রেণী পাঁচ মিনিট কাজ থামাইবে বলিয়া ঘোষণা করিল। রেলগাড়ী ও কলকারখানা তখন বন্ধ হইয়া রহিল। লেনিনকে যখন তাঁহার সমাধিস্থানে লইয়া যাওয়া হয়, তখন সারা দুনিয়ায় শ্রমিক শোকজর্জ্জর মনে যেন তাহাদের পিতা ও গুরু, তাহাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও রক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিল।

লেনিনের মৃত্যুতে সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী লেনিনপন্থী পার্টির চারিদিকে আরও দৃঢ়সংকল্প হইয়া ব্যূহগঠন করিল। সেই দুঃখের

দিনে প্রত্যেক শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকই লেনিনের আদেশের উত্তরসাধক কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাহার মনোভাব সুস্পষ্ট করিল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি হাজার হাজার শ্রমিকের কাছ থেকে পার্টিতে ঢুকিবার জন্য দরখাস্ত পাইল। এই আন্দোলনে সাড়া দিয়া কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করিল যে রাজনীতিব্যাপারে প্রগতিশীল শ্রমিকদের দলে দলে পার্টিতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। পার্টিতে যোগ দিবার জন্য শ্রমিকরা হাজারে হাজারে দল বাঁধিয়া আসিল; তাহারা পার্টির জন্য, লেনিনের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। অল্পকালের মধ্যেই ২,৪০,০০০ শ্রমিক বল্‌শেভিক্ পার্টিতে যোগ দিল। ইহারা হইল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাগ্রগামী, ইহারা হইল সব চেয়ে শ্রেণী-সচেতন ও বিপ্লবী, সব চেয়ে সাহসী ও সুশৃঙ্খল। ইহাকেই বলা হয় **লেনিনের স্মৃতিতে নূতন সভ্য-সংগ্রহ**।

জনগণের সঙ্গে আমাদের পার্টির সম্পর্ক যে কত নিবিড়, শ্রমিকদের মনে লেনিনপন্থী পার্টি যে কি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা লেনিনের মৃত্যুর পর এই সাড়া পড়িয়া যাওয়াতে স্পষ্ট প্রতিভাত হইল।

লেনিনের মৃত্যুতে যখন সারা দেশ শোকাচ্ছন্ন তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসে, কমরেড স্টালিন পার্টির নামে এক সুগভীর প্রতিশ্রুতি প্রচার করেন। তিনি বলেন:

"আমরা কমিউনিস্টরা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া মানুষ। আমাদের গঠনে আছে এক বিশেষ উপাদান। সর্ব্বহারার সংগ্রামনীতিনিপুণ, মহাপুরুষ কমরেড লেনিনের বাহিনীতে আমরাই আছি। এই বাহিনীতে থাকার চেয়ে বড় সম্মান আর কিছু নাই। যে-পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা হইলেন কমরেড লেনিন, সেই পার্টির সভ্য হওয়ার চেয়ে সম্মানকর উপাধি আর কিছু নাই।...

"আমাদের ছাড়িয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন যে পার্টির সভ্যপদের যে বিপুল সম্মান, তাহার শুচিতাকে যেন আমরা রক্ষা করি ও তাহার ধ্বজা উড্ডীন রাখি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমরা সসম্মানে তোমার আদেশ পালন করিব…।

"আমাদের ছাড়িয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন যে পার্টির ঐক্যকে যেন আমাদের নয়নমণির মত রক্ষা করিয়া চলি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমরা সসম্মানে তোমার এই আদেশ পালন করিব··!

"আমাদের ছাড়িয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন যে সর্ব্বহারার একনায়কত্বকে আমরা যেন বাঁচাইয়া রাখি, শক্তিশালী করিয়া তুলি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তোমার এই আদেশও সসম্মানে পালন করিতে চেষ্টার ক্রটি আমরা করিব না…!

"আমাদের ছাড়িয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন যে আমরা যেন সর্ব্বশক্তি দিয়া শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীকে শক্তিশালী করিয়া তুলি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তোমার এই আদেশও আমরা সসম্মানে পালন করিব…!

"কমরেড লেনিন আমাদের অক্লান্তভাবে বুঝাইয়াছেন যে আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতির স্বেচ্ছায় সুগঠিত ঐক্য বজায় রাখা এবং ইউনিয়নের কাঠামোর মধ্যে তাহাদের পরস্পর সৌহার্দ্দ্য ও সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের ছাড়িয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন যে গণতন্ত্রগুলির ইউনিয়নকে যেন আমরা সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত করি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তোমার এই আদেশও আমরা সসম্মানে পালন করিব…!

"একাধিকবার কমরেড লেনিন আমাদের নির্দ্দেশ দেন যে লালফৌজকে

শক্তিশালী করা এবং ইহার ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা পার্টির সবচেয়ে জরুরী একটী কাজ। ...কমরেডরা, আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে আমাদের লালফৌজ ও লাল নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করিতে আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিব না... !

"আমাদের ছাড়িয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন যে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের মূলনীতিতে আমাদের বিশ্বাস যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের সংঘ—কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালকে সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত করার কাজে প্রাণপাত করিতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করিব না !"

বল্‌শেভিক্‌ পার্টি যাহার নেতা লেনিনের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। যুগ যুগ ধরিয়া লেনিনের স্মৃতি অমর হইয়া থাকিবে।

১৯২৪ সালের মে মাসে পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেস বসে। ৭,৩৫,৮৮১ জন পার্টি সভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ৭৪৮ জন ডেলিগেট যোগ দেয়। পূর্ব্বতন কংগ্রেসের তুলনায় এই বিশেষ সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হইল লেনিনের স্মৃতিতে নূতন সভ্যসংগ্রহে ২,৫০,০০০ সভ্যের যোগদান। এছাড়া ৪১৬ জন ডেলিগেটের জন্য ভোট না থাকিলেও আলোচনায় যোগ দিবার অধিকার ছিল।

কংগ্রেস একবাক্যে ট্রট্স্কিবাদী বিরোধপন্থীদের প্রচার কার্য্যের নিন্দা করিল, তাহাদের কাণ্ডকারখানাকে মার্ক্‌স্‌বাদ হইতে পেতি-বুর্জোয়া-সুলভ বিচ্যুতি বলিয়া ঘোষণা করিল, এবং "পার্টির অবস্থা" ও "আলোচনার ফলাফল" শীর্ষক ত্রয়োদশ পার্টি কনফারেন্সের প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করিল।

শহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগকে সুদৃঢ় করিবার জন্য কংগ্রেস নির্দ্দেশ দিল যে শিল্প, এবং বিশেষ করিয়া 'হাল্‌কা' দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কলকারখানা ("light industries") আরও বাড়ানো

হউক, এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের দ্রুত বিকাশ যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা জোর করিয়া বলিল।

কংগ্রেস অন্তর্বাণিজ্য পরিচালনার জন্য জনগণের কমিসারিয়াট গঠন অনুমোদন করিল এবং বাণিজ্যসংস্থানগুলিকে জানাইল যে বাজার দখল করিয়া বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে ব্যক্তিগত পুঁজিদারীকে দূর করা তাহাদের কাজ।

গ্রাম অঞ্চল হইতে সুদখোর মহাজনদের খেদাইবার জন্য অল্প সুদে চাষীদের বেশী কর্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করার নির্দ্দেশ কংগ্রেস দিল।

চাষীদের মধ্যে সমবায় আন্দোলনকে যথাসম্ভব বাড়ানো যে গ্রাম অঞ্চলে সব চেয়ে বড় কাজ, তাহা কংগ্রেস জানাইল।

সর্ব্বশেষে কংগ্রেস জোর করিয়া বলিল যে লেনিনের স্মৃতিতে নূতন সভ্যসংগ্রহের গভীর গুরুত্ব রহিয়াছে, এবং তরুণ পার্টি সভ্যেরা ও বিশেষ করিয়া যাহারা লেনিনের স্মৃতিতে সভ্যসংগ্রহের চেষ্টার ফলে পার্টিতে যোগ দিয়াছে, লেনিনবাদের মূলনীতি বিষয়ে তাহারা যাহাতে শিক্ষা পায়, সেদিকে বিশেষ প্রযত্ন করার জন্য পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

৫। পুনর্গঠনযুগের শেষদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের অবস্থা—সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণ এবং আমাদের দেশে সোশালিজ্‌মের বিজয় বিষয়ক প্রশ্ন—জিনোভিয়েভ কামেনেভের "নূতন বিরোধীসংস্থা"—চতুর্দ্দশ পার্টি কংগ্রেস—দেশে সোশালিস্ট শিল্পব্যবস্থা প্রবর্ত্তন নীতি

চার বৎসরেরও উপর বল্‌শেভিক্ পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণী 'নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' লইয়া বিপুল পরিশ্রম করিয়াছিল। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অসমসাহসিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি নিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছিল।

এই সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর জনগণের প্রথম বিপ্লবী আক্রমণের ধাক্কা ধনতন্ত্র সাম্‌লাইয়া উঠিয়াছিল। জার্মানী, ইতালী, বুলগেরিয়া, পোলাণ্ড ও অন্যান্য বহুদেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে চূর্ণ করা হইয়াছিল। আপোসপন্থী সোশাল-ডেমক্রাটিক পার্টিগুলির নেতারা এইকাজে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সাহায্য করিয়াছিল। বিপ্লবের প্রবাহে সাময়িকভাবে ভাঁটা পড়িয়া গেল। পশ্চিম ইউরোপে সাময়িক ও আংশিকভাবে ধনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠ হইতে লাগিল, ধনতন্ত্রের অবস্থা খানিকটা সুদৃঢ় হইল। কিন্তু যে-মৌলিক অসামঞ্জস্য ধনিকসমাজকে বিদীর্ণ করিয়া রাখে, তাহা ধনতন্ত্রের সাময়িক সংস্থিতিতে অপসৃত হইল না। অপরপক্ষে, শ্রমিক ও ধনিক, সাম্রাজ্যবাদ ও পরাধীন জাতিসমূহ, এবং বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদীদলের মধ্যে যে অসঙ্গতি তাহা ধনতন্ত্রের আংশিক প্রতিষ্ঠার দরুণ আরও প্রকট হইয়া পড়িল। ধনতন্ত্রের সংস্থিতিই অসামঞ্জস্যের এক নূতন বিস্ফোরণ, ধনিকদেশগুলিতে নূতন এক সঙ্কটের উদ্যোগ সম্পূর্ণ করিতে লাগিল।

ধনতন্ত্রের সংস্থিতির পাশাপাশি সোভিয়েট ইউনিয়নেও সংস্থিতি চলিতে লাগিল। কিন্তু এই দুই সংস্থিতির ধরণ ছিল একেবারে আলাদা। ধনিক সংস্থিতি নূতন এক ধনিকসঙ্কটের সঙ্কেত জানাইল। সোভিয়েট ইউনিয়নের সংস্থিতির অর্থ হইল সোশালিস্ট দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি।

পশ্চিমে বিপ্লবের পরাজয়সত্ত্বেও, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন আরও শক্তিশালী হইয়া চলিল, যদিও অবশ্য এই শক্তিবৃদ্ধির গতিবেগ কমিয়া গেল।

১৯২২ সালে ইতালীর জেনোয়া শহরে এক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে সোভিয়েট ইউনিয়ন নিমন্ত্রিত হয়। জেনোয়া সম্মেলনে

সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি ধনিক দেশসমূহে বিপ্লবের পরাজয়ে সাহস পাইয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রের উপর কূটনীতির দিক হইতে নূতন চাপ দিবার চেষ্টা করে। সাম্রাজ্যবাদীরা নির্লজ্জভাবে সোভিয়েটের কাছে কয়েকটী দাবী পেশ করে। তাহারা চায় যে অক্টোবর বিপ্লবে যে-সব কলকারখানা জাতীয় সম্পত্তি হইয়াছে, সেগুলি বিদেশী ধনিকদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হউক; তাহারা দাবী করে যে জার-সরকারের যে-দেনা ছিল তাহা পরিশোধ করা হউক। এই দাবীর বদলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েট সরকারকে কিছু তুচ্ছ টাকা ধার দিবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

সোভিয়েট সরকার এই দাবীগুলি নামঞ্জুর করে।

জেনোয়া সম্মেলন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া যায়।

১৯২৩ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব লর্ড কার্জন এক চরমপত্রে যে আবার সোভিয়েটের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ভয় দেখায়, তাহারও পাল্‌টা জবাবে সমুচিত ধমক দেওয়া হয়।

সোভিয়েট সরকারের শক্তিপরীক্ষা করিয়া তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে মনস্থির করার পর ধনিক রাষ্ট্রগুলি একে একে আমাদের দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে লাগিল। ১৯২৪ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও ইতালীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

স্পষ্ট দেখা গেল যে সোভিয়েট ইউনিয়ন নিঃশ্বাস ফেলিবার মত দীর্ঘ এক সময় পাইতে পারিয়াছে, শান্তিতে কাটাইবার সময় পাইয়াছে।

দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বল্‌শেভিক্‌ পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃষকরা আত্মোৎসর্গ করিয়া যে-প্রচেষ্টায় নামিয়াছিল, তাহা ফলপ্রসূ হইল। জাতীয় অর্থনীতিব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ সুস্পষ্ট হইল। ১৯২৪-২৫ সালে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন প্রায় প্রাক্‌যুদ্ধযুগের স্তরে পৌঁছিয়া গেল, যুদ্ধের পূর্ব্বে যে-উৎপাদন

হইত, শতকরা তাহার ৮৭ ভাগ এখন উৎপন্ন হইল। ১৯২৫ সালে সোভিয়েটের বড় বড় কারখানাতে প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের শিল্পোৎপাদনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ উৎপন্ন হইতেছিল। ১৯২৪-২৫ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন নূতন সংগঠনমূলক কার্য্যের জন্য ৩৮ কোটী ৫০ লক্ষ 'রুবল' মূলধন হিসাবে খাটাইতে পারিয়াছিল। দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি চালাইবার পরিকল্পনা সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতেছিল। জাতীয় অর্থনীতিব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্রগুলিতে সোশালিজ্‌ম্ সুপ্রতিষ্ঠ হইল। শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যক্তিগত পুঁজিদারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জ্জিত হইল।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনযাত্রাব ব্যবস্থায় আরও উন্নতি আসিল। শ্রমিকশ্রেণী দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছিল। শ্রমিকদেব মজুরী বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেব উৎপাদন-শক্তিও বাড়িতে লাগিল। কৃষকদের জীবনধাবায় প্রভূত উন্নতি দেখা গেল। গরীব চাষীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ১৯২৪-২৫ সালে শ্রমিক-কৃষকের সরকাব প্রায় ২৯ কোটী 'রুবল' মজুদ করিয়া রাখিতে পারিল। শ্রমিক ও কৃষকের জীবনধারা উন্নত হওয়ার ফলে জনগণেব রাজনৈতিক কার্য্যক্রম বাড়িয়া উঠিল। সর্ব্বহারার একনায়কত্ব এখন আরও অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। বল্‌শেভিক পার্টির মর্য্যাদা ও প্রভাব বাড়িয়া উঠিতেছিল।

জাতীয় অর্থনীতিব্যবস্থা পুনর্গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হইযা আসিল। কিন্তু যে-সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণ চলিতেছিল, সেখানে কেবল পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা এবং কেবল প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের স্তরে পৌছানো একেবারেই যথেষ্ট ছিল না। যুদ্ধের পূর্ব্বে অর্থনীতিব্যবস্থা যে-স্তরে ছিল, সে-স্তর হইল এক পশ্চাৎপদ্ দেশের অবস্থা। সেখান থেকে আরও বহুদূর অগ্রগতি প্রয়োজন ছিল। তাই সোভিয়েট

রাষ্ট্র যে দীর্ঘ অবসর পাইল, তাহা আরও আগাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করিল।

কিন্তু ইহাতে সনির্ব্বন্ধ প্রশ্ন উঠিল: আমাদের সমাজ নির্ম্মাণের পরিপ্রেক্ষিত কি, তাহার অগ্রগতির প্রকৃতি কি, সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজ্‌মের ভবিষ্যৎই বা কেমন? সোভিয়েট ইউনিয়নে অর্থনৈতিক বিকাশ কোন্‌পথে চলিবে—সোশালিজ্‌মের দিকে, না অন্য কোন পথে? সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা গঠন করিতে আমরা কি পারি, গঠন করা কি আমাদের পক্ষে উচিত? কিংবা, আমাদের ভাগ্য কি এই যে, আমরা আর এক অর্থনীতিব্যবস্থা, ধনিক অর্থনীতিব্যবস্থার জন্যই শুধু ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়া তুলিব? সোভিয়েটে সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা গঠন করা কি একেবারেই সম্ভব? আর তাই যদি হয় তো ধনিক দেশগুলিতে বিপ্লবের বিলম্ব সত্ত্বেও, সেখানে ধনতন্ত্র কায়েম হইয়া বসা সত্ত্বেও, ইহা কি সম্ভব? যে "নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা" সর্ব্বপ্রকারে দেশে সোশালিজ্‌মের শক্তিবৃদ্ধি ও বিস্তার করিলেও একরকম পুঁজিবাদের বিকাশই ঘটাইতেছিল, সেই পরিকল্পনার পথে কি সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা গঠন করা একেবারেই সম্ভব? সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা কেমন করিয়া গড়িতে হইবে, সমাজ নির্ম্মাণ কোথায়ই বা আরম্ভ করিতে হইবে?

পুনর্গঠনযুগের শেষদিকে পার্টির সামনে এই সব প্রশ্ন উঠিল। এগুলি আর তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় রহিল না, এগুলি হইল কাজের কথা, দৈনন্দিন অর্থনীতিসম্পর্কিত সমস্যা।

এই সব প্রশ্নের সহজ, সোজাসুজি জবাব দেওয়া দরকার ছিল। তাহা হইলে শিল্প ও কৃষিকর্ম্মের বিকাশে নিযুক্ত আমাদের পার্টিসভ্য ও মোটের উপর জনসাধারণও কোন্ দিকে কাজ করিতে হইবে, সোশালিজ্‌মের দিকে, না ধনতন্ত্রের দিকে, তাহা বুঝিতে পারিত।

এই সব প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব না দিলে সমাজ নির্ম্মাণ ব্যাপারে আমাদের আসল কাজ দিশাহারা হইয়া পড়িত, অন্ধকারে কাজ হইত, বৃথাই খাটিতে হইত।

পার্টি এই সব প্রশ্নের সোজাসুজি ও সুস্পষ্ট জবাব দিল।

পার্টি জবাব দিল, হাঁ, আমাদের দেশে সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা গড়া উচিত, গড়িতে আমরা পারি, কারণ সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা গঠনের জন্য, সম্পূর্ণ সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজন সব কিছুই আমাদেব আছে। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে শ্রমিকশ্রেণী নিজস্ব রাজনৈতিক একনায়কত্ব স্থাপন করিয়া **রাজনীতির দিক হইতে** ধনতন্ত্রকে পরাজিত করিয়াছিল। তখন থেকে সোভিয়েট সরকার ধনতন্ত্রের অর্থ নৈতিক ক্ষমতা চূর্ণ করার জন্য ও সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা গঠনের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। এই উপায়গুলি হইল: পুঁজিদার ও জমিদারদের উচ্ছেদ; জমি, কলকারখানা, রেলপথ, ও ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা; নূতন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ; বাষ্ট্রের অধীন সোশালিস্ট শিল্পব্যবস্থা গঠন; এবং সমবায় ব্যাপারে লেনিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা। এখন প্রধান কাজ হইল দেশের সর্ব্বত্র নূতন, সোশালিস্ট অর্থনীতি ব্যবস্থা নির্ম্মাণে অগ্রসর হওয়া, এবং এইভাবে **অর্থনীতির দিক হইতেও** ধনতন্ত্রকে চূর্ণ করা। আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক ও অন্যান্য কাজকে এই প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োগ করিতেই হইল। শ্রমিকশ্রেণী একাজ করিতে পারিত এবং করিল। এই বিপুল কর্ত্তব্যপালন করিতে প্রথমেই দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। দেশকে সোশালিস্ট শিল্পপ্রধান করিয়া তুলা হইল নির্ম্মাণ-শৃঙ্খলের প্রধান গ্রন্থি; ইহার সঙ্গে সঙ্গে সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা-

গঠন নিশ্চযই আবম্ভ হইবে। পশ্চিমে বিপ্লব ঘটায বিলম্ব, কিংবা সোভিযেট ছাড়া অন্যান্য দেশে ধনতন্ত্রেব আংশিক সংস্থিতি সোশালিজ্‌মেব পথে আমাদেব অগ্রগতিকে আটকাইতে পাবিল না। নূতন "অর্থনৈতিক পবিকল্পনা" শুধু এই পথকে সুগম কবিযা দিল, কাবণ আমাদেব অর্থনীতি ব্যবস্থার জন্য সোশালিস্ট ভিত্তিস্থাপনকে সহজ কবাই ঐ পবিকল্পনা প্রবর্ত্তনেব সময পার্টিব সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল।

আমাদের দেশে সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণেব বিজয সম্ভব কি না, এই প্রশ্নেব উত্তব পার্টি এইভাবে দিল।

কিন্তু পার্টি জানিত যে একদেশে সোশালিজ্‌মেব বিজয় সংক্রান্ত সমস্যা ঐখানেই শেষ হয নাই। সোভিযেট ইউনিযনে সোশালিস্ট সমাজগঠন হইবে মানবজাতির ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিসূচক ঘটনা, সোভিযেটেব মজুবকৃষকের জয দুনিয়ার ইতিহাসে নূতন অধ্যায সৃষ্টি কবিবে। কিন্তু ইহা হইল সোভিয়েট ইউনিয়নেবই আভ্যন্তবীণ ব্যাপাব, এবং সোশালিজ্‌মেব বিজয সম্পর্কিত সমস্যার একাংশমাত্র। সমস্যাব অপবাংশ হইল ইহাব আন্তর্জাতিক দৃষ্টিমার্গ। সোশালিজ্‌ম্ একদেশে বিজযী হইতে পারে এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ কবাব সময কমবেড স্টালিন বাববাব দেখাইযাছেন যে এই প্রশ্নকে দুই দিক হইতে, আভ্যন্তবীণ ও আন্তর্জাতিক দিক হইতে, আলোচনা কবা দবকাব। সমস্যাব আভ্যন্তরীণ রূপ, অর্থাৎ দেশেব মধ্যে শ্রেণীগুলিব পবস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে বলা যায যে সোভিযেটেব শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-সম্প্রদায তাহাদেব নিজস্ব বুর্জোযাশ্রেণীকে **অর্থনীতিব্যাপারে** পরাজিত কবিযা সম্পূর্ণ সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণে খুবই সমর্থ। কিন্তু ঐ প্রশ্নেব আন্তর্জাতিক দিকও আছে, অর্থাৎ পররাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক, সোভিযেট ইউনিয়নেব সঙ্গে ধনিকদেশগুলির যোগাযোগ, সোভিযেট জনসাধাবণের

সঙ্গে, যে-আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণী সোভিয়েট ব্যবস্থাকে ঘৃণা করিত এবং আবার সোভিয়েট ইউনিয়নে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সুযোগ খুঁজিতেছিল ও সোভিয়েটে ধনতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নূতন চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের সম্পর্ক। সোভিয়েট ইউনিয়নই একমাত্র সোশালিস্ট দেশ এবং অন্যান্য সকল দেশ ধনতান্ত্রিক হইয়া থাকায়, সোভিয়েট ধনিক-পৃথিবীদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিল, এবং যতদিন এই ধনিক-পরিবেষ্টন চলিবে ততদিন ধনিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কাও টিকিয়া থাকিল। সোভিয়েট জনসাধারণ কি নিজেদের চেষ্টায় বিদেশ হইতে সোভিয়েটে ধনিক-হস্তক্ষেপের এই বিপদ দূর করিতে পারিত? না, তাহারা পারিত না। তাহারা পারিত না, কারণ ধনিকহস্তক্ষেপের বিপদ দূব করিতে হইলে ধনিক-পরিবেষ্টনকেই নষ্ট করা দরকার, এবং এই ধনিক-পরিবেষ্টন কেবল অন্তত কয়েকটী দেশে বিজয়ী সর্ব্বহারা বিপ্লবের ফলেই নষ্ট হইতে পারে। সুতরাং ধনিক অর্থনীতিব্যবস্থা বিনাশে এবং সোশালিস্ট অর্থনীতি-ব্যবস্থা নির্ম্মাণে সোশালিজ্‌মের যে জয় সোভিয়েটে প্রকাশ পায়, তাহাকে **চূড়ান্ত** বিজয় মনে করা চলিত না, কারণ বিদেশীদেব সশস্ত্র হস্তক্ষেপ এবং ধনতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠাব চেষ্টাব যে বিপদ তাহা দূর করা হয় নাই, এবং এই বিপদের বিরুদ্ধে আমাদের সোশালিস্ট দেশের কোন নিশ্চিত ভরসা ছিল না। বিদেশী ধনিকদের হস্তক্ষেপস্বরূপ বিপদকে নষ্ট করিতে হইলে ধনিক পরিবেষ্টনকেও ভাঙিতে হইবে।

অবশ্য সোভিয়েট সরকার যতদিন নির্ভুলনীতি অনুসরণ করিবে, ততদিন সোভিয়েট জনসাধারণ ও লালফৌজ ঠিক যেমন ১৯১৮-২০ সালে প্রথম ধনিকহস্তক্ষেপকে পরাজিত করিয়াছিল তেমনই নূতন বিদেশী ধনিকহস্তক্ষেপকে পরাজিত করিতে পারিবে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে নূতন ধনিকহস্তক্ষেপের আশঙ্কা দূরীভূত হইবে। প্রথম হস্তক্ষেপের

পরাজয় নূতন হস্তক্ষেপের বিপদকে দূর করে নাই, কারণ হস্তক্ষেপের আশঙ্কার যে-উৎস, সেই ধনিক-পরিবেষ্টন টিকিয়া রহিল। ধনিক-পরিবেষ্টন যদি চলিতে থাকে তো নূতন হস্তক্ষেপের পরাজয়েও হস্তক্ষেপের বিপদ নষ্ট হইবে না।

সুতরাং ধনিক দেশগুলিতে সর্ব্বহারা বিপ্লবের জয় সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইয়া রহিল।

আমাদের দেশে সোশালিজ্‌মের বিজয় সম্পর্কিত সমস্যা বিষয়ে ইহাই হইল পার্টির নির্দ্দেশ।

কেন্দ্রীয় কমিটি চাহিল যে এই নীতি লইয়া আগামী চতুর্দ্দশ পার্টি সম্মেলনে আলোচনা হউক এবং ইহা পার্টি নীতি হিসাবে অনুমোদিত ও গৃহীত হউক, পার্টির এই বিধান সকল পার্টি সভ্যের **অবশ্যপালনীয়** হউক।

সর্ব্বোপরি বিরোধপন্থীদের কাছে পার্টির এই নির্দ্দেশ বজ্রপাতের মত মনে হইল, কারণ পার্টি ইহাকে এক সুনির্দ্দিষ্ট, ব্যবহারিক রূপ দিয়াছিল, দেশকে সোশালিস্ট শিল্পবহুল করার কার্য্যকরী পরিকল্পনার সঙ্গে ইহাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিল, এবং ইহাকে পার্টির বিধান বলিয়া সুব্যবস্থিত এবং চতুর্দ্দশ পার্টি সম্মেলনের প্রস্তাব হিসাবে সকল পার্টিসভ্যের অবশ্য প্রতিপাল্য করিতে চাহিল।

ট্রট্স্কিবাদীরা এই পার্টিনীতির বিরোধিতা করিল এবং ইহার বিরুদ্ধে মেন্‌শেভিক্‌ "নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লববাদ" ("theory of permanent revolution") খাড়া করিল। এই "নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লববাদকে" মার্ক্‌স্‌বাদী তত্ত্ব বলিলে মার্ক্‌স্‌বাদেরই অপমান করা হয়; ইহা সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করিল।

বুখারিনের অনুচরেরা প্রকাশ্যভাবে পার্টিনীতির বিরোধিতা করিতে সাহস পায় নাই। কিন্তু তাহারা লুকাইয়া ইহার বিরুদ্ধে তাহাদের নিজস্ব "মতবাদ" প্রচার করিল এবং বলিল যে বুর্জোয়াশ্রেণী শান্তিপূর্ণ উপায়ে সোশালিজ্‌মে পৌঁছিতে পারে, "বড়লোক বনিয়া যাও!" বলিয়া এক "নূতন" শ্লোগান দিয়া এই মতবাদ বিশ্লেষণ করিল। বুখারিনপন্থীদের মতে সোশালিজ্‌মের বিজয়ের অর্থ হইল বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরিপোষণ করা ও সমৃদ্ধ করা, ধ্বংস করা নয়।

জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ সাহস করিয়া বলিয়া বসিল যে সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজ্‌মের বিজয় অসম্ভব, কারণ দেশ অর্থনীতি ও শিল্পবিজ্ঞানব্যাপারে পশ্চাৎপদ, কিন্তু শীঘ্রই তাহারা এ মত ছাড়িয়া গোপনে পিছাইয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিল।

চতুর্দ্দশ পার্টি সম্মেলন (এপ্রিল ১৯২৫) প্রকাশ্য ও ছদ্মবেশী বিরোধপন্থীদের এই সব পরাজয় স্বীকারোন্মুখ "মতবাদের" নিন্দা করিল এবং একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সোভিয়েটে সোশালিজ্‌মের বিজয়ের জন্য খাটিয়া চলা সম্পর্কে পার্টিনীতি পুনঃপ্রচার করিল।

নিরুপায় হইয়া জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিল। কিন্তু পার্টি জানিত যে তাহারা কেবল ঝগড়া মুলতুবী করিয়া রাখিল এবং চতুর্দ্দশ পার্টি কংগ্রেসে "পার্টির সঙ্গে যুদ্ধং দেহি" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। তাহারা লেনিনগ্রাদে অনুচর সংগ্রহ এবং তথাকথিত "নূতন বিরোধীসংস্থা" গঠন করিতে লাগিল।

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে চতুর্দ্দশ পার্টি কংগ্রেস বসিল।

পার্টির মধ্যে পরিস্থিতি তখন দুরূহ ও সঙ্কটজনক। পার্টির ইতিহাসে কখনও এমন ঘটে নাই যে লেনিনগ্রাদের মত একটী প্রধান পার্টিকেন্দ্র

হইতে সমগ্র প্রতিনিধিদলই তাহাদের সাধারণ কমিটির বিরোধিতা করার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল।

কংগ্রেসে ৬৬৫ জন ভোটাধিকারসম্পন্ন ডেলিগেট আসে, আর ৬৪১ জনের ভোট ছিল না, আলোচনায় যোগ দিবার অধিকার ছিল। তাহারা ছিল ৬,৪৩,০০০ জন সভ্য এবং ৪,৪৫,০০০ জন সভ্য পদপ্রার্থীর প্রতিনিধি। পূর্ব্বের কংগ্রেসের তুলনায় এই সংখ্যা কিছু কম। এই সংখ্যাহ্রাসের কারণ হইল যে পার্টিসভ্যদের একাংশকে পরীক্ষা করিয়া অনুপযুক্তদের সরাইয়া দেওয়া হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও অফিসগুলিতে পার্টিবিরোধীরা ঢুকিয়া পড়ায় সেখানকার পার্টিসংগঠনকে শুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়।

কমরেড স্টালিন কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট দেন। তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির এক জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করেন। সোভিয়েট অর্থনীতি ব্যবস্থার উৎকর্ষের ফলে তুলনামূলকভাবে দেখিতে গেলে অল্পকালের মধ্যে শিল্প ও কৃষি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যুদ্ধের পূর্ব্বযুগের স্তরে পৌছিতেছিল। কিন্তু এই ফলাফল আশাপ্রদ হইলেও কমরেড স্টালিন প্রস্তাব করেন যে ঐখানে বিশ্রাম করা আমাদেব অনুচিত, কারণ উন্নতি সত্ত্বেও আমাদের দেশ যে তখনও পশ্চাৎপদ্‌ ও কৃষিনির্ভব তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব। দেশের মোট উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ আসিয়াছিল কৃষিকর্ম্ম হইতে, এবং মাত্র এক-তৃতীয়াংশ আসিয়াছিল শিল্প হইতে। কমরেড স্টালিন বলেন যে এখন আমাদের দেশ শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইয়া অর্থনীতিব্যাপারে ধনিক দেশগুলির উপর নির্ভর যাহাতে না করে, সে-ব্যবস্থা অবলম্বন করার সমস্যাই একেবারে পার্টির সম্মুখে উপস্থিত। আমাদের এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করা যায় এবং করিতেই হইবে। এখন পার্টির প্রধান কাজ হইল সোশালিজ্‌মের বিজয়ের জন্য দেশে সোশালিস্ট শিল্পব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা।

কমরেড স্টালিন বলিলেন, "আমাদের দেশকে কৃষিনির্ভর দেশ হইতে নিজস্ব চেষ্টায় প্রয়োজনমত কলকব্জা উৎপাদনে সমর্থ, শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা—ইহাই আমাদের সাধারণ নীতির মূলকথা ও ভিত্তিভূমি।"

দেশকে শিল্পপ্রধান করিলে তাহার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন সুনিশ্চিত হইবে, আত্মরক্ষার শক্তি বাড়িবে, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজ্‌মের বিজয়ের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হইবে।

জিনোভিয়েভের অনুচরবর্গ পার্টির মূলনীতির বিরোধিতা করিল। সোশালিস্ট শিল্পব্যবস্থা সম্পর্কে স্টালিনের পরিকল্পনার বিপক্ষে জিনো-ভিয়েভপন্থী সোকোল্‌নিকোভ্‌ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের মধ্যে তখন যে মতলব ছিল সেই অনুযায়ী এক বুর্জোয়া প্রস্তাব উপস্থাপিত করে। এই পরিকল্পনা অনুসারে সোভিয়েট ইউনিয়ন কৃষিনির্ভর দেশ হইয়াই থাকিত, প্রধানত কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করিত, সেগুলি রপ্তানী করিত এবং নিজে যে কলকব্জা তৈয়ার করা তাহার উচিত নয় তাহা আমদানী করিত। ১৯২৫ সালে অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে ইহা সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর শিল্পব্যাপারে অগ্রসর বিদেশী শক্তিদের অর্থনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের সামিল ছিল। ধনিক দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী হাঙ্গরদের লাভের খাতিরে শিল্পব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চাৎপদ্‌ অবস্থাকে কায়েম করারই ইহা মতলব ছিল।

এই পরিকল্পনা গৃহীত হইলে আমাদের দেশ ধনিক-পৃথিবীর এক প্রধান কৃষিনির্ভর লেজুড়ে পরিণত হইত, পরিবেষ্টনকারী ধনিক দেশগুলির বিরুদ্ধে সোভিয়েট দুর্ব্বল, আত্মরক্ষায় অসমর্থ অবস্থায় থাকিত, এবং অবশেষে সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজ্‌মের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যাইত।

কংগ্রেস জিনোভিয়েভপন্থীদের অর্থনৈতিক "পরিকল্পনাকে" সোভিয়েটকে দাসত্ববন্ধনে বাঁধিবার মতলব বলিয়া নিন্দা করিল।

"নূতন বিরোধীসংস্থার" অন্যান্য কার্য্যকলাপও ঐরূপ বিফল হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে যখন তাহারা (লেনিনের মতকে উড়াইয়া দিয়া) বলিল যে আমাদের রাষ্ট্রপরিচালিত শিল্পগুলি সোশালিস্ট শিল্প নয়, কিংবা যখন তাহারা (আবার লেনিনের মত অগ্রাহ্য করিয়া) বলিল যে সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণে মাঝারি অবস্থার চাষী শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হইতে পারে না, তখন তাহারা সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই।

"নূতন বিরোধীসংস্থার" এই লেনিনবাদবিরোধী কাণ্ডকারখানাকে কংগ্রেস দূষণীয় বলিয়া প্রচার করিল।

"নূতন বিরোধীসংস্থার" আসল ট্রট্‌স্কিবাদী-মেন্‌শেভিক্ চেহারা কমরেড স্টালিন জাহির করিয়া দিলেন। তিনি দেখাইলেন যে লেনিন পার্টির যে শত্রুদের বিরুদ্ধে নির্ম্মম সংগ্রাম চালাইযাছিলেন, কেবল তাহাদেরই পুরানো সুর জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ বাজাইতেছে।

স্পষ্ট দেখা গেল যে জিনোভিয়েভের অনুচররা প্রচ্ছন্ন ট্রট্‌স্কিবাদী ছাড়া কিছু নয়, তাহাদের ছদ্মবেশও খুব নিপুণ নয়।

কমরেড স্টালিন বিশেষ জোর দিয়া বুঝাইলেন যে সোশালিজ্‌ম্ গঠনের কাজে শ্রমিকশ্রেণী ও মাঝারি চাষীর মধ্যে সুদৃঢ় মৈত্রী বজায় রাখা আমাদের পার্টির প্রধান কাজ। তিনি দেখাইলেন যে তখন পার্টির মধ্যে কৃষকসমস্যা লইয়া দুইপ্রকার বিচ্যুতি দেখা যায়; উভয় বিচ্যুতিই এই মৈত্রীকে বিপন্ন করিতেছিল। প্রথম বিচ্যুতি হইল 'কুলাক্‌দের' (ধনী চাষী) লইয়া বিপদকে কম মনে করিয়া অগ্রাহ্য করা, দ্বিতীয় বিচ্যুতি হইল কুলাক্‌দের ভয়ে কম্পমান হইয়া মাঝারি চাষীর ভূমিকার যথার্থ মূল্য না দেওয়া। কোন্ বিচ্যুতিটা বেশী খারাব, এই প্রশ্নের উত্তরে কমরেড স্টালিন বলেন: "দুইটাই সমান খারাব। আর যদি আমরা এই বিচ্যুতিগুলি বাড়িতে দিই, তো পার্টিতে ভাঙন ধরিবে, পার্টি ধ্বংস

হইবে। সুখের বিষয় এই যে আমাদের পার্টির এমন শক্তি আছে যে উভয় বিচ্যুতিকেই দূর করা যাইবে।”

পার্টি উভয় বিচ্যুতি, “বামপন্থী” ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকে পরাজিত করিল, পার্টি নিজেই মুশ্‌কিলের আসান করিল।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রশ্নের আলোচনাকে সংক্ষেপে জানাইয়া চতুর্দ্দশ পার্টি কংগ্রেস একবাক্যে বিরুদ্ধবাদীদের পরাজয় স্বীকারোন্মুখ পরিকল্পনার নিন্দা করিল এবং ইহার অধুনা প্রসিদ্ধ প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিল :

“অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাপারে কংগ্রেসের অভিমত এই যে আমাদের দেশে, সর্ব্বহারার একনায়কত্বের দেশে, ‘সম্পূর্ণ সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজন সব কিছুই’ আছে (লেনিন)। কংগ্রেস মনে করে যে সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের বিজয়ের জন্য সংগ্রাম করা আমাদের পার্টির প্রধান কাজ।”

চতুর্দ্দশ পার্টিকংগ্রেসে পার্টির নূতন কানুন গৃহীত হইল।

চতুর্দ্দশ কংগ্রেসের সময় হইতে আমাদের পার্টির নামকরণ হইয়াছে ‘সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বল্‌শেভিক্)’—সি, পি, এস, ইউ (বি)।

কংগ্রেসে পরাজিত হইয়াও জিনোভিয়েভের দলবল পার্টির বশ্যতা স্বীকার করে নাই। তাহারা চতুর্দ্দশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করিল। কংগ্রেস শেষ হইতে না হইতেই জিনোভিয়েভ কমিউনিস্ট যুবসংঘের (ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ) লেনিনগ্রাদ প্রাদেশিক কমিটির এক সভা আহ্বান করিল। জিনোভিয়েভ, জ্‌লুৎস্কি, বিকাইয়েভ, য়েভ্‌দোকিমভ, কুক্‌লিন, সাফারভ ও অন্যান্য ছলনাবিশারদ সেখানে নেতৃত্ব করার মত একটী দলকে পার্টির লেনিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি

বিজাতীয় ঘৃণা শিখাইয়াছিল। এই সময় লেনিনগ্রাদ প্রাদেশিক কমিটি যে-প্রস্তাব পাশ করে, কমিউনিস্ট যুবসংঘের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই ; ইহা চতুর্দ্দশ পার্টিকংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে অস্বীকার করে।

কিন্তু লেনিনগ্রাদ কমিউনিস্ট যুবসংঘের (ওয়াই, সি, এল) জিনোভিয়েভপন্থী নেতারা লেনিনগ্রাদের কমিউনিস্ট যুবসংঘের সাধারণ সভ্যদের মতের প্রতিফলন একেবারেই করে নাই। সুতরাং তাহারা সহজেই পরাজিত হইল এবং শীঘ্রই কমিউনিস্ট যুবসংঘে লেনিনগ্রাদ প্রতিষ্ঠান তাহার উপযুক্ত স্থান ফিরিয়া পাইল।

চতুর্দ্দশ কংগ্রেসের শেষ দিকে কংগ্রেসের ডেলিগেটদের মধ্যে মলোটভ, কিরভ, ভরোশিলভ, কালিনিন, আন্দ্রেইয়েভ ও অন্যান্য একদল কমরেডকে লেনিনগ্রাদে পাঠানো হয়। তাঁহাদের কাজ হয় লেনিনগ্রাদ পার্টি প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইয়া দেওয়া যে লেনিনগ্রাদের ডেলিগেটরা মিথ্যা ভান করিয়া প্রতিনিধিত্বের অধিকার জোগাড় করিয়া কংগ্রেসে যে বল্‌শেভিক-বিরোধী মনোভাব দেখাইযাছিল তাহা নিতান্ত দূষণীয়। যে-সভাগুলিতে কংগ্রেস সম্বন্ধে রিপোর্ট করা হয়, সেখানে খুবই গোলযোগ হয়। লেনিনগ্রাদ পার্টিপ্রতিষ্ঠানের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। সেখানে লেনিনগ্রাদের পার্টিসভ্যদের অধিকাংশ (শতকরা ৯৭-এরও বেশী) বিপুল ভোটাধিক্যে চতুর্দ্দশ পার্টিকংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে সম্পূর্ণ মানিয়া লয় এবং জিনোভিয়েভের পার্টিবিরোধী "নূতন বিরোধীসংস্থার" নিন্দা করে।

লেনিনগ্রাদের বল্‌শেভিক্‌রা লেনিন-স্টালিনের পার্টির পুরোভাগে রহিলেন।

চতুর্দ্দশ পার্টিকংগ্রেসের ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কমরেড স্টালিন লেখেন :—

"সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দ্দশ কংগ্রেসের

ঐতিহাসিক গুরুত্ব হইল এই যে ইহা নূতন বিরোধীসংস্থার ভুলভ্রান্তির মূল পর্য্যন্ত জাহির করিয়া দিতে পারিল, তাহাদের অবিশ্বাস ও ছিঁচকাঁদুনী-ভাবকে কংগ্রেস ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিল, সোশালিজমের জন্য সংগ্রাম আরও চালাইবার রাস্তা এখানে পরিষ্কার দেখাইয়া দেওয়া হইল, পার্টির সম্মুখে বিজয়ের সম্ভাবনা কংগ্রেস খুলিয়া দিল, এবং এইভাবে সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণ ব্যাপারে বিজয়লাভ সম্বন্ধে সর্ব্বহারাশ্রেণীকে অপরাজেয় আশ্বাসের অস্ত্র আনিযা দিল।" (স্টালিন, "লেনিনবাদ", ইংরেজী সংস্করণ)

সংক্ষিপ্তসার

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনেব শান্তিপূর্ণ কার্য্যক্রমে পৌছিবার সময়টা বলশেভিক পার্টিব ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুগ। সঙ্কটকালেই পার্টি যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ নীতি হইতে নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে পরিবর্ত্তন ঘটাইবার দুরূহ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিল। শ্রমিক ও কৃষকেব মৈত্রীকে নূতন অর্থনৈতিক বনিযাদে বসাইয়া পার্টি আরও সুদৃঢ় করিল। সোভিয়েট সোশালিস্ট রিপাবলিকগুলির যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইল।

নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলে দেশের অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠন করার কাজে বড়দরের সাফল্য দেখা গেল। সোভিয়েট ইউনিয়ন অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের যুগে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া বাহির হইল, এবং দেশকে শিল্পপ্রধান করার নূতন যুগে প্রবেশ করিল।

গৃহযুদ্ধ হইতে শান্তিপূর্ণ সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের যুগে উপনীত হইবার পূর্ব্বে, দেশকে বিশেষত প্রথম দিকে প্রভূত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। বলশেভিজমের যাহারা শত্রু, সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) মধ্যেই যে পার্টিবিরোধীরা ছিল, তাহারা এই সময় কেবলই

লেনিনবাদী পার্টির বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া লড়িতেছিল। এই পার্টিবিরোধী দলগুলির নেতা ছিল ট্রট্স্কি। এই সংগ্রামে কামেনেভ, জিনোভিয়েভ ও বুখারিন ছিল তাহার অনুচর। লেনিনের মৃত্যুর পর বিরুদ্ধবাদীরা ভরসা করিয়াছিল যে বল্‌শেভিক্ পার্টির মধ্যে ভাঙন ধরিবে, পার্টির ঐক্য টুটিয়া যাইবে, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজ্‌মের বিজয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবিশ্বাস পার্টির মধ্যে সংক্রমিত হইয়া পড়িবে। বাস্তবিকই ট্রট্স্কিবাদীরা সোভিয়েট ইউনিয়নে আর একটী পার্টি, নূতন বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে এক পার্টি, ধনতান্ত্রিক পুনর্গঠনের এক পার্টি খাড়া করিতে চেষ্টা করিল।

লেনিনের পতাকাতলে পার্টি লেনিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমরেড স্টালিনকে ঘিরিয়া একজোট হইল, ট্রট্স্কিবাদীদের পরাজিত করিল এবং লেনিনগ্রাদে তাহাদের নূতন বন্ধু জিনোভিয়েভ-কামেনেভের "নূতন বিরোধী-সংস্থাকে" পরাজিত করিল।

শক্তি ও সামর্থ্য সংগ্রহ করিয়া বল্‌শেভিক্ পার্টি ইতিহাসে নূতন এক স্তর, সোশালিস্ট শিল্পপ্রধান স্তরে দেশকে পৌঁছাইয়া দিল।

দশম অধ্যায়

দেশকে সোশালিস্ট শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্‌শেভিক্ পার্টি (১৯২৬-২৯)

১। সোশালিস্ট শিল্পগঠনের যুগের বাধাবিপত্তি ও তাহাদের অতিক্রম করার জন্য সংগ্রাম—ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের অনুচরদের পার্টিবিরোধী সংস্থা গঠন—সংস্থায় সোভিয়েটবিরোধী কার্য্যকলাপ—সংস্থার পরাজয়

চতুর্দ্দশ কংগ্রেসের পর পার্টি সোভিয়েট সরকারের সাধারণ নীতি, দেশে সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠাকে সফল করার জন্য সতেজে সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

পুনর্গঠনের যুগে সব কিছুর আগে কৃষিকর্ম্মকে আবার সুব্যবস্থিত করাই ছিল কাজ। কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য জোগাড় করা, শিল্পকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ও যে-কলকারখানাগুলি ছিল সেগুলিকে চালাইবার জন্য এ কাজ দরকার ছিল।

তুলনামূলকভাবে দেখিতে গেলে সোভিয়েট সরকার এই কাজ সহজে সমাধা করিল।

কিন্তু পুনর্গঠনের যুগে তিনটী প্রধান ত্রুটী ঘটিয়াছিল।

প্রথমত, কলকারখানাগুলি ছিল পুরানো, কারখানার কলকব্জা জীর্ণ ও অপ্রচলিতধরণের বলিয়া শীঘ্রই অকেজো হইয়া পড়িতে পারিত।

আন্‌কোরা নূতন ধরণেব কলকব্জা বসাইয়া কাবখানাগুলিকে চালু করা হইল প্রধান কাজ।

দ্বিতীয়ত, পুনর্গঠনেব যুগে শিল্প প্রতিষ্ঠিত ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বনিয়াদেব উপর, দেশের পক্ষে যাহা ছিল সম্পূর্ণ অপবিহার্য্য, সেই কলকব্জা প্রস্তুত কবাব যন্ত্রপাতি ছিল না। এগুলি না থাকিলে কোন দেশই প্রকৃতপক্ষে শিল্পপ্রধান হইতে পাবে না বলিযা বহু শত কারখানা গডিতে হইল। এখন কাজ দাঁডাইল এই সব কাবখানা গডা এবং সেখানে নূতন ধবণেব কলকব্জা বসানো।

তৃতীযত, এই সমযেব শিল্প ছিল প্রধানত হাল্‌কা ধরণের ["light industries"], এগুলিকে বাডাইযা সুপ্রতিষ্ঠ কবা হইল। কিন্তু একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা পাব হইলে হাল্‌কা ধবণেব শিল্পবিকাশেব পথেও বৃহৎশিল্পেব ["heavy industries"] দুর্ব্বলতা এক বাধা হইয়া দাঁডাইল। বলা বাহুল্য যে দেশের পক্ষে অন্যান্য অনেক জিনিস প্রয়োজন ছিল, যাহা শুধু সুপরিণত বৃহৎশিল্পই মিটাইতে পাবিত। এখন তাই কাজ দাঁডাইল বৃহৎশিল্পেব অনুকূলে দাঁডিপাল্লায ভাব বাডাইযা দেওযা।

সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানীতি অনুসারে এই সব নূতন কর্ত্তব্য সমাধা কবিতে হইল।

জারের আমলে রুশদেশে যাহার অস্তিত্বই ছিল না, এমন অনেক নূতন নূতন শিল্প, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, মোটর, রাসাযনিক দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত বানাইবার কাবখানা—খাডা করার দরকাব ছিল, ইঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক শক্তিব আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি উৎপাদনের সুব্যবস্থা করা এবং ধাতু ও কযলা খনি বাডাইবাব দরকার ছিল। সোভিযেট ইউনিয়নে সোশালিজ্‌মেব বিজয়ের পক্ষে ইহা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা নির্ম্মাণ করা দরকার ছিল, কামান, গোলা,

এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক ও মেশিনগান বানাইবার নূতন কারখানা দরকার ছিল। ধনিক-পৃথিবী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল বলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের আত্মরক্ষার জন্যই ইহা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

আধুনিক কৃষিযন্ত্র নির্ম্মাণের জন্য ও কৃষিব্যবস্থাতে এই যন্ত্রাদি ব্যবহারের জন্য ট্র্যাক্টর ও অন্যান্য কলকব্জা বানাইবার কারখানা দরকাব ছিল। ইহার সহায়তায় লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ক্ষেতখামার হইতে বড়দরের যৌথ-কৃষিব্যবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব হইল। গ্রাম অঞ্চলে সোশালিজ্‌মের বিজয়ের পক্ষে ইহা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

দেশকে শিল্পপ্রধান করার নীতির ফলে এই সব ব্যাপার সম্পন্ন হইল, ইহাই ছিল দেশে সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠার অর্থ।

অবশ্য স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই বিপুল নির্ম্মাণকার্য্যের জন্য কোটী কোটী 'রুব্‌ল্‌' খাটাইবার দরকার ছিল। বিদেশ হইতে ঋণের উপর নির্ভর করার কথাই উঠে নাই, কারণ ধনিকদেশগুলি ঋণদানে অস্বীকার করে। সম্পূর্ণ নিজেদের ক্ষমতায় নির্ভর করিয়া বিদেশীদের কিছুমাত্র সাহায্য না লইয়া আমাদের এই নির্ম্মাণকার্য্যে নামিতে হইল। কিন্তু তখন আমাদের দেশ ছিল গরীব।

আমাদের এক প্রধান মুশ্‌কিল হইল তাহাই।

সাধারণত ধনিকদেশগুলিতে বৃহৎশিল্প গঠিত হয় বিদেশ হইতে সংগৃহীত অর্থ দিয়া, হয় বিদেশ জয় ও লুণ্ঠন করিয়া, কিংবা পরাজিত জাতিসমূহের কাছে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া কিংবা বিদেশীদের কাছে ধার লইয়া। নীতির দিক হইতে সোভিয়েট ইউনিয়ন বিজিতদেশ বা পরাজিত জাতিকে লুণ্ঠন করিয়া অর্থসংগ্রহের মত জঘন্য কৌশল অবলম্বন করিতে পারিত না। বিদেশীদের কাছে ঋণগ্রহণ সম্বন্ধে বলা যায় যে ধনিকদেশগুলি কিছু ধার

দিতে গররাজী হওয়ায় সে-পথও বন্ধ হইয়া গেল।. দেশের **মধ্যেই** টাকা খুঁজিয়া বাহির করা দরকার হইল।

টাকা খুঁজিয়া পাওযাও গেল। সোভিযেট ইউনিয়নে এমন সব ভাণ্ডার হইতে টাকা বাহির করা যাইল, যাহা কোন ধনিকদেশে সম্ভব ছিল না। অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লব ধনিকদের কবল হইতে যে-সব কলকারখানা ও জমি ছিনাইয়া লইয়াছিল, তাহা সমস্তই সোভিযেট রাষ্ট্র হাতে তুলিয়া লইযাছিল, যানবাহনের সকল উপকরণ, ব্যাঙ্ক এবং স্বদেশ ও বিদেশের বাণিজ্যব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে ছিল। রাষ্ট্রের অধীনে যে সব কলকারখানা ছিল এবং যানবাহনব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য ছিল, তাহার উপার্জ্জিত লাভ এখন শিল্পবিকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইল. পরগাছা ধনিকশ্রেণীর পকেটে যায় নাই।

জার-সরকারের যে ঋণ বাবদে জনসাধারণকে প্রতি বৎসর শুধু সুদ হিসাবেই কোটী কোটী স্বর্ণ 'রুব্‌ল্‌' দিতে হইত, সেই ঋণ সোভিয়েট সরকার নাকচ করিয়া দিয়াছিল। জমির উপর জমিদারের স্বত্ব উঠাইয়া দিয়া সোভিয়েট সরকার কৃষকসম্প্রদায়কে খাজনা হিসাবে বৎসরে প্রায় ৫০ কোটী স্বর্ণ 'রুব্‌ল্‌' দিবার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছিল। এই দায়মুক্ত হইয়া কৃষকদের পক্ষে এক নূতন ও শক্তিশালী শিল্পগঠন করা সম্ভব হয়। ট্র্যাক্টর এবং অন্যান্য কৃষিযন্ত্র সংগ্রহে কৃষকদের বিশেষ স্বার্থ ছিল।

এই সব রাজস্বের উৎস ছিল সোভিয়েট সরকারের হাতে। বৃহৎ শিল্পগঠনের কাজে এগুলি হইতে কোটী কোটী 'রুব্‌ল্‌' পাওয়া গেল। এখন শুধু প্রয়োজন ছিল ব্যবসায়নৈপুণ্য, অর্থব্যাপারে কঠোর মিতব্যয়িতা, শিল্পব্যবস্থায় পদ্ধতির উৎকর্ষ ("rationalisation"), উৎপাদনের খরচ কমানো, অনুৎপাদক অর্থব্যয় বন্ধ করা, ইত্যাদি।

এই ধরণের কার্য্যক্রমই সোভিয়েট সরকার গ্রহণ করিল।

কঠোর মিতব্যয়িতার কল্যাণে, শিল্পের মূলধন বাড়াইবার জন্য প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়া চলিল। ইহাতে নীপার হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক পাওয়ার স্টেশন, তুর্কিস্তান-সাইবীরিয়ান্ রেলপথ, স্টালিনগ্রাদ ট্র্যাক্টর কারখানা, অনেকগুলি কলকব্জার কারখানা, "এমো" ('জিস্') মোটর কারখানা ও অন্যান্য বিরাট শিল্পসংগঠন নির্ম্মাণ আরম্ভ করা সম্ভব হয়।

১৯২৬-২৭ সালে শিল্পব্যাপারে প্রায় ১০০ কোটী 'রুব্ল্' খাটিতেছিল; অপরপক্ষে তিন বৎসর পরে দেখা গেল যে ৫০০ কোটী 'রুব্ল্' খাটানো সম্ভব।

দেশকে শিল্পপ্রধান করার চেষ্টা অবারিতবেগে অগ্রসর হইতেছিল।

ধনিক দেশগুলি সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থার ক্রমবর্দ্ধমানশক্তি ধনতন্ত্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন করিতেছে মনে করিল। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি সর্ব্বপ্রকারে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল যাহাতে সোভিয়েটের উপর চাপ ফেলা যায়, দেশে একটা অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তির ভাব দেখা যায়, এবং সোভিয়েটে শিল্পপ্রতিষ্ঠার কাজ ব্যর্থ হইয়া যায় কিংবা অন্তত বাধা পায়।

১৯২৭ সালের মে মাসে ইংরেজ রক্ষণশীল নাছোড়বান্দারা মন্ত্রিসভায় ছিল। তাহারা (গ্রেট ব্রিটেনে সোভিয়েট বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান) "আর্কসের" উপর হানা দিয়া ঝগড়া বাধাইতে চায়। ২৬শে মে, ১৯২৭, তারিখে ইংরেজ রক্ষণশীল সরকার সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত কূটনীতি ও বাণিজ্যগত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেয়।

৭ই জুন, ১৯২৭, তারিখে ওয়ার্সতে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত কমরেড ভইকভ্কে একজন রুশ শ্বেতরক্ষী হত্যা করে। খুনী পোলাণ্ডে বাস করিয়া সেখানকার নাগরিকত্ব পাইয়াছিল।

এই সময়টা খাস সোভিয়েট ইউনিয়নেও ব্রিটিশ গোয়েন্দারা গোলমাল পাকাইবার মতলবে লেনিনগ্রাদে এক পার্টি ক্লাবের সভায় বোমা ফেলে। প্রায় ত্রিশজন জখম হয়, কাহারও কাহারও আঘাত গুরুতর হইয়াছিল।

১৯২৭ সালের গ্রীষ্মকালে প্রায় একই সময়ে বার্লিন, পিকিং, শাংহাই ও তিয়েন্ত্‌সিনে সোভিয়েট দূতাবাস ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপর হানা হয়।

ইহার ফলে সোভিয়েট সরকারের পক্ষে নূতন মুশ্‌কিল আসিয়া উপস্থিত হয়।

কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন কিছুতেই আতঙ্কিত হইতে অস্বীকার করে, এবং সাম্রাজ্যবাদী ও তাহাদের দালালরা ঝগড়া বাধাইবার যে চেষ্টা করিতেছিল, তাহাকে সহজে প্রতিহত করে।

ট্রট্‌স্কিপন্থী ও অন্যান্য বিরোধীদলের ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপের ফলে পার্টি ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে কম মুশ্‌কিল হয় নাই। সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে "চেম্বারলেন হইতে আরম্ভ করিয়া ট্রট্‌স্কি পর্য্যন্ত এক সম্মিলিত ফ্রণ্ট যেন গড়া হইতেছে", কমরেড স্টালিনের এই কথা খুবই সঙ্গত। চতুর্দ্দশ পার্টিকংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এবং বিরোধীদের মুখে রাষ্ট্রের প্রতি অনুরাগ প্রচারসত্ত্বেও এই বিরোধীদল তাহাদের অস্ত্র ত্যাগ করে নাই। বরং তাহারা পার্টিতে ভাঙন ধরাইয়া সর্ব্বনাশ করার চেষ্টা আরও বাড়াইয়াছিল।

১৯২৬ সালের গ্রীষ্মকালে ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভের অনুচরেরা মিলিয়া এক পার্টিবিরোধী দল গঠন করে, সমস্ত পরাজিত বিরোধী সংস্থার মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহাদিগকে একত্র করে। তাহাদের গোপন লেনিনবিরোধী পার্টির ভিত্তিস্থাপন করিয়া তাহারা পার্টির নিয়মকানুন, এবং ঘরভাঙা দলগঠন নিষেধ করিয়া পার্টিকংগ্রেস যে

নির্দ্দেশ দিয়াছিল, সেই নিয়মকানুন ও নির্দ্দেশকে নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই বলিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেয় যে কুখ্যাত মেন্‌শেভিক্ "আগস্ট ব্লকের" অনুরূপ এই পার্টি-বিরোধী সংস্থা ভাঙিয়া না দিলে ইহার পক্ষপাতীদের খুবই দুর্ভোগ আছে। কিন্তু ঐ সংস্থার সমর্থকরা কাজে ক্ষান্ত হয় নাই।

ঐ বৎসর শরৎকালে, পঞ্চদশ পার্টিকংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্ব্বে, তাহারা মস্কো, লেনিনগ্রাদ ও অন্যান্য শহরে কারখানাগুলিতে পার্টি সভায় ঢুকিয়া এক আলোচনা পার্টির উপর চাপাইবার চেষ্টা করে। তাহারা পার্টিসভ্যদের দিয়া যে বিষয়ে আলোচনা করাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইল পূর্ব্বাভ্যস্ত ট্রট্স্কিবাদী-মেন্‌শেভিক্ লেনিনবিরোধী বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি। পার্টিসভ্যেরা বিরোধীদের কঠোরভাবে ধমক দেয়, এবং কোন কোন স্থানে সোজাসুজি তাহাদিগকে সভা হইতে বিতাড়িত করে। কেন্দ্রীয় কমিটি আবার ঐ সংস্থার সমর্থকদের সাবধান করিয়া দিয়া বলে যে পার্টি আর তাহাদের ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপ সহ্য করিয়া চলিবে না।

বিরোধীদল তখন কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ও সোকোলনিকোভের স্বাক্ষরসম্বলিত এক বিবৃতি পেশ করে। ইহাতে তাহাদের নিজেদের দলভাঙাভাঙির নিন্দা করা হয় এবং তাহারা যে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের বাধ্য থাকিবে সে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু তবুও ঐ সংস্থা রহিয়া গেল এবং ইহার পক্ষাবলম্বীরা গোপনে পার্টির বিরুদ্ধে কাজ চালানো থামায় নাই। তাহারা নিজেদের লেনিনবিরোধী দলকে একজোট করিয়া চলিল, বে-আইনীভাবে এক ছাপাখানা খুলিল, সমর্থকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করিল এবং প্রচারপত্র ছড়াইতে লাগিল।

ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভের অনুচরদের আচরণ দেখিয়া পঞ্চদশ পার্টি সম্মেলন (নভেম্বর ১৯২৬) এবং কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বৃহত্তর অধিবেশনে (ডিসেম্বর ১৯২৬) ট্রট্‌স্কি, জিনোভিয়েভের অনুচরদের সংস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং এই সংস্থার সমর্থকদের দলভাঙাভাঙিতে নিপুণ ও সোজাসুজি মেন্‌শেভিজ্‌মের প্রচারক বলিয়া নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কিন্তু ইহাতেও তাহাদের বোধ সঞ্চার করা গেল না। ১৯২৭ সালে যখন ইংরেজ রক্ষণশীলরা সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনীতি ও বাণিজ্যসম্পর্ক রদ করিল, তখনই ঐ সংস্থা নূতন তেজে পার্টিকে আক্রমণ করিল। ইহারা তথাকথিত "৮৩ জনেব কার্য্যক্রম" নাম দিয়া এক নূতন লেনিনবিরোধী প্রচারমঞ্চ বানাইল এবং পার্টিসভ্যদের মধ্যে এই কার্য্যক্রম বিতরণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে দাবী করিল যে কেন্দ্রীয় কমিটি যেন সাধারণভাবে পার্টিসভ্যদের মধ্যে নূতন এক আলোচনা আরম্ভ করে।

সমস্ত বিরোধীসংস্থার প্রচারের মধ্যে ইহাই বোধ হয় সব চেয়ে চাতুর্য্যপূর্ণ ও হাস্যকর।

তাহাদের প্রচারমঞ্চ হইতে ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভের অনুচররা বলিল যে পার্টির সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে তাহাদের কোনই আপত্তি নাই, এবং তাহারা সকলেই পার্টির অনুরাগী, কিন্তু কাজের বেলায় তাহারা নির্লজ্জভাবে পার্টির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিল এবং পার্টি ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশ মানিয়া অনুরাগ প্রকাশ করার কথাকেই হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

তাহাদের প্রচারমঞ্চ হইতে তাহারা বলিল যে পার্টির ঐক্য সম্পর্কে তাহাদের কোনই আপত্তি নাই, এবং তাহারা পার্টির মধ্যে দলভাঙা-

ভাঙির বিরুদ্ধবাদী, কিন্তু কাজের বেলায় তাহারা নির্লজ্জভাবে পার্টি ঐক্য লঙ্ঘন করিল। দলভাঙাভাঙির জন্য খাটিল, এবং তখনই নিজস্ব বে-আইনী লেনিনবিরোধী যে-পার্টি খাড়া করিল, তাহাতে সোভিয়েট-বিরোধী, বিপ্লববিরোধী পার্টির সকল লক্ষণ ছিল।

তাহাদের প্রচারমঞ্চ হইতে তাহারা বলিল যে দেশকে শিল্পপ্রধান করার নীতি তাহারা সমর্থন করে, এমনকি তাহারা কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিল যে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শিল্পপ্রতিষ্ঠার কাজ চলিতেছে না, কিন্তু আসলে তাহারা কেবল সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজ্‌মের বিজয় সম্বন্ধে পার্টির প্রস্তাব লইয়া নিন্দা করিতে থাকিল, সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানীতিকে বিদ্রুপ করিল, অনেকগুলি কলকারখানা যাহাতে বিদেশীদের হাতে সুবিধাজনক শর্ত্তে তুলিয়া দেওয়া হয় এই বলিয়া দাবী করিল, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে বিদেশী ধনিকদের কর্ত্তৃত্বে বাণিজ্যস্থাপনের উপর প্রধানত ভরসা করিয়া রহিল।

তাহাদের প্রচারমঞ্চ হইতে তাহারা বলিল যে কৃষিসমবায় আন্দোলনের পক্ষে তাহারা সকলে, এমনকি তাহারা কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিল যে কৃষিসমবায় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে যথাসম্ভব শীঘ্র অগ্রসর হওয়া যাইতেছে না, কিন্তু আসলে তাহারা সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণে কৃষকদের সাহায্য লওয়ার নীতিকে উপহাস করিল, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে "এমন বিবাদ যাহার নিষ্পত্তি অসম্ভব", এই ধারণা প্রচার করিল, এবং গ্রামাঞ্চলে "শিক্ষিত ইজারাদার" অর্থাৎ প্রধানত কুলাক্‌দের উপর ভরসা করিয়া রহিল।

বিরোধীসংস্থার প্রচারে ইহাই ছিল সবচেয়ে ঝুটা।

পার্টিকে ঠকানো ছিল ইহার মতলব্।

কেন্দ্রীয় কমিটি তখনই আলোচনা শুরু করিতে অস্বীকার করে।

কমিটি বিরোধীদের জানাইয়া দেয় যে কেবল পার্টির নিয়ম অনুযায়ী, অর্থাৎ পার্টি কংগ্রেসের দুই মাস পূর্ব্বে সাধারণভাবে আলোচনা আরম্ভ হইতে পারে।

১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে, অর্থাৎ পঞ্চদশ কংগ্রেসের দুইমাস পূর্ব্বে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করিল যে সাধারণভাবে পার্টির মধ্যে আলোচনা হইবে। এইভাবে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভের অনুচরদলের পক্ষে ফল সত্যই শোচনীয় হইল; কেন্দ্রীয় কমিটির নীতির পক্ষে ভোট দিল ৭,২৪,০০০ পার্টিসভ্য; ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদের পক্ষে ভোট দিল ৪০০০, অর্থাৎ শতকরা একজনেরও কম। পার্টিবিরোধী সংস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইল। বিপুল ভোটাধিক্যে পার্টিসভ্যেরা একবাক্যে বিরোধীসংস্থার প্রচারমঞ্চকে বাতিল করিয়া দিল।

ইহাই হইল স্পষ্ট প্রকাশিত মনোভাব। বিরোধপন্থীরা পার্টির কাছেই চরম বিচারের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল।

কিন্তু বিরোধীসংস্থার সমর্থকদের কাছে এই শিক্ষাও নিরর্থক হইয়া গেল। পার্টির ইচ্ছা মানিয়া লওয়ার পরিবর্ত্তে তাহারা ইহাকে ব্যাহত করার সিদ্ধান্ত করিল। এমন কি, আলোচনা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই, অপমানজনক অসাফল্য সুনিশ্চিত বুঝিয়া তাহারা স্থির করিল যে পার্টি ও সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে আরও কঠোর সংগ্রামপদ্ধতি তাহারা অবলম্বন করিবে এবং মস্কো ও লেনিনগ্রাদে প্রকাশ্যে প্রতিবাদসূচক বিক্ষোভ জানাইবে। বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য তাহারা বাছিল ৭ই নভেম্বর তারিখ, যেদিন হইল অক্টোবর বিপ্লবের বার্ষিকী, যেদিন সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমব্যস্ত জনসাধারণ প্রতি বৎসর সারাদেশ ব্যাপিয়া বিপ্লবী মিছিল ইত্যাদির অনুষ্ঠান করে। এইভাবে ট্রট্স্কি

ও জিনোভিয়েভের অনুচররা এক প্রতিদ্বন্দ্বী মিছিলের মতলব করিল। যেমন আশা করা গিয়াছিল তেমনই বিরোধীসংস্থার সমর্থকরা রাস্তায় অতি অল্প কয়েকজন অনুচরকে বাহির করিতে পারিল। জনসাধারণের বিরাট মিছিল এই অনুচরদল ও তাহাদের মুরুব্বীদের অভিভূত করিয়া দিল, রাস্তা হইতে যেন ঝাঁটাইয়া বাহির করিয়া দিল।

এখন আর কোন সন্দেহ রহিল না যে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীরা সুনিশ্চিতভাবে সোভিয়েটের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পার্টির মধ্যে ব্যাপক আলোচনার সময় তাহারা কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে পার্টির কাছে আপীল করিয়াছিল; এখন তাহাদের তুচ্ছ মিছিলের সময় তাহারা পার্টি ও সোভিয়েটরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় শ্রেণীগুলির কাছে আবেদন জানাইয়াছিল। একবার তাহারা বল্‌শেভিক্ পার্টির সর্ব্বনাশ ঘটাইতে চাহিল বলিয়া সোভিয়েটরাষ্ট্র ধ্বংস করা পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া তাহাদের পক্ষে অনিবার্য্য ছিল, কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নে বল্‌শেভিক্ পার্টি ও রাষ্ট্রের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এইজন্য ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদের সংস্থার যাহারা সর্দ্দার, তাহারা পার্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। কারণ যাহারা সোভিয়েটবিরোধী কার্য্যকলাপ চালাইবার মত নীচস্তরে নামিয়াছিল, তাহাদিগকে আর বল্‌শেভিক্ পার্টির সভ্যদের মধ্যে বরদাস্ত করা সম্ভব রহিল না।

১৯২৭ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংসদের ('সেণ্ট্রাল কণ্ট্রোল কমিশন') মিলিত সভায় ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভকে পার্টি হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল।

২। সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠার অগ্রগতি—কৃষিকর্ম্ম পিছাইয়া পড়িল—পঞ্চদশ পার্টিকংগ্রেস—কৃষিসমবায় গঠননীতি—ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদের সংস্থা বিধ্বস্ত—রাজনৈতিক কপটতা

১৯২৭ সাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানীতি যে চরম সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহাতে আর কোন ভুল রহিল না। "নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার" আমলে অল্পকালের মধ্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠার কাজে প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। (কাঠ ও মাছের ব্যবসা ধরিয়া) শিল্প ও কৃষিকর্ম্মের মোটামুটি উৎপাদন পরিমাণে প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের স্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছিল, এমন কি অতিক্রমও করিয়াছিল। দেশের মোট উৎপাদনের মধ্যে শতকরা ৪২ ভাগ হইল শিল্পোৎপাদন; ইহাই ছিল যুদ্ধের আগের সময়কার অনুপাত।

শিল্পের সোশালিস্টক্ষেত্র তাড়াতাড়ি বাড়িয়া চলিতেছিল, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইতেছিল। সোশালিস্ট শিল্পোৎপাদন ১৯২৪-২৫ সালে ছিল শতকরা ৮১ ভাগ, ১৯২৬-২৭ সালে হইল শতকরা ৮৬ ভাগ; ঐ সময়ে ব্যক্তিগত ব্যবসার উৎপাদন শতকরা ১৯ হইতে ১৪ পর্য্যন্ত নামিয়া গেল।

ইহার অর্থ এই যে সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্পবিকাশ সুনির্দ্দিষ্ট সোশালিস্ট রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল। সোশালিস্ট উৎপাদনব্যবস্থার বিজয় অভিমুখে শিল্প অগ্রসর হইতেছিল, এবং শিল্পব্যাপারে বলা যায় যে "কে জিতিবে?" এই প্রশ্নের উত্তর তখনই সোশালিজ্‌মের অনুকূলে স্থির হইয়া গিয়াছিল।

বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে ব্যবসাদারকে সরাইবার কাজও কম তাড়াতাড়ি হয় নাই। খুচরা বাজারে ১৯২৪-২৫ সালে তাহার অংশ ছিল শতকরা ৪২,

১৯২৬-২৭ সালে এই অনুপাত বত্রিশে নামিল। পাইকারী বাজারের কথা তো বলাই বাহুল্য; সেখানে ব্যক্তিগত ব্যবসাদারের অংশ ঐ সময়ে শতকরা নয় হইতে পাঁচে নামিয়াছিল।

বিপুলকায় সোশালিস্ট শিল্পের বিকাশের হার আরও দ্রুত বাড়িল; ১৯২৭ সালে, পুনর্গঠনযুগের **পরে** প্রথম বৎসরেই ইহার উৎপাদন পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় শতকরা আঠারো ভাগ বাড়িয়াছিল। এমন উন্নতি একেবারে অপূর্ব্ব, সবচেয়ে অগ্রসর ধনিকদেশগুলিতেও বড়দরের শিল্প এ স্তরে পৌছিতে পারিত না।

কিন্তু কৃষিকর্ম্মে, বিশেষত শস্য উৎপাদন ব্যাপারে যে-ছবি দেখা গেল তাহা বিভিন্ন ধরণের। মোটের উপর কৃষিকর্ম্ম প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের স্তর অতিক্রম করিয়া থাকিলেও ইহার সব চেয়ে জরুরী অংশ, অর্থাৎ শস্যোৎপাদন মোটামুটি প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের তুলনায় শতকরা ৯১ ভাগ হইল, আর উৎপন্ন শস্যের মধ্যে যে অংশ আলাদা রাখার কথা ছিল, অর্থাৎ শহরে সরবরাহের জন্য যে পরিমাণ শস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল, তাহা প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের তুলনায় মাত্র শতকরা ৩৭ পর্য্যন্ত কোনক্রমে উঠিয়াছিল। এছাড়া সবরকম লক্ষণ দেখিয়া জানা গেল যে বাজারে পাঠাইবার মত শস্যের পরিমাণ ভবিষ্যতে আরও কমিবার বিপদ রহিয়াছে।

ইহার অর্থ এই যে পূর্ব্বে যে বড় খামারগুলি বাজার সরবরাহের জন্য উৎপাদন করিত সেগুলিকে ছোট ক্ষেত্রে ভাগ করিয়া দেওয়া, এবং ছোট ক্ষেতগুলিকে একেবারে বামনাকৃতি ক্ষেতে ভাগ করিয়া দেওয়ার যে পদ্ধতি ১৯১৮ সালে আরম্ভ হয়, তাহা তখনও চলিতেছিল। এই নিতান্ত ছোট বামনাকৃতি কৃষিক্ষেত্রগুলি আসলে প্রায় অর্থনীতির আদিম সংস্থানে ফিরিতেছিল এবং বাজারে পাঠাইবার মত শস্য অত্যন্ত নগণ্য পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিত। তাই ১৯২৭ সালে শস্যোৎপাদন প্রাক্‌যুদ্ধ

যুগের তুলনায় অতি সামান্য কম হইলেও বাজারে পাঠাইবার মত শহরে সরবরাহের উপযোগী বাড়্‌তি উৎপাদন তখন প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের বাজারে পাঠাইবার মত বাড়্‌তি শস্যের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী ছিল।

কোনই সন্দেহ ছিল না যে শস্যোৎপাদন ব্যাপারে এই অবস্থা চলিলে সৈন্যবাহিনী ও শহরের অধিবাসীরা বহুকালস্থায়ী দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইয়া পড়িবে।

শস্যোৎপাদনে এই যে সঙ্কট ঘটিল, তাহার পর নিশ্চয়ই পশুপালন ও সংবর্দ্ধন ব্যাপারে সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইত।

এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হইল চাষের ধরণ বদ্‌লাইয়া বিরাট ক্ষেতখামার গড়া। সেখানে ট্র্যাক্টর ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করা এবং বাজারে পাঠাইবার মত বাড়্‌তি শস্যের পরিমাণ কয়েকগুণ বাড়ানো সম্ভব। দেশের সম্মুখে মাত্র দুইটী পথ ছিল; হয় বড়দরের **পুঁজিদারী** কৃষিব্যবস্থা অবলম্বন করা, যাহার অর্থ হইল কৃষকসাধারণের উচ্ছেদ, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের পরস্পর মৈত্রী বিনাশ, কুলাক্‌দের শক্তিবৃদ্ধি, এবং গ্রামাঞ্চলে সোশালিজ্‌ম্‌ ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করা; নয়, ছোট ছোট ক্ষেতখামারগুলিকে একজোট করিয়া **সোশালিস্ট** ব্যবস্থায় বড় বড় খামার করা, কৃষিসমবায় গড়া, যেখানে শস্যোৎপাদন তাড়াতাড়ি বাড়াইবার জন্য এবং বাজারে পাঠাইবার মত বাড়্‌তি শস্যের পরিমাণ তাড়াতাড়ি বাড়াইবার জন্য ট্র্যাক্টর ও অন্যান্য আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা চলিবে।

বল্‌শেভিক্‌ পার্টি ও সোভিয়েট রাষ্ট্র যে কেবল এই দ্বিতীয় পথ অনুসরণ করিতে পারিত, কৃষিকর্ম্মে বিকাশ ঘটাইবার জন্য কৃষিসমবায় পদ্ধতি অবলম্বন করিত, তাহা সুস্পষ্ট।

ছোট ছোট ক্ষেতখামার ছাড়িয়া বড়দরের সমবায় এবং সংঘবদ্ধভাবে কৃষিকর্ম্ম চালাইবার প্রয়োজন সম্বন্ধে লেনিনের নিম্নলিখিত উপদেশ অনুসারে পার্টি এই ব্যাপারে পরিচালিত হইল :

(ক) "ছোট ছোট ক্ষেতখামারের পক্ষে দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ নাই" (লেনিন, "সিলেক্টেড্ ওয়ার্ক্‌স্", ইংরেজী সংস্করণ, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১৯৫)

(খ) "স্বাধীন ভূমিতে স্বাধীন নাগরিক হইয়াও যদি আমরা পূর্ব্বের মত ছোট ছোট ক্ষেতখামার চালাইতে থাকি, তো নিশ্চয়ই আমরা অনিবার্য্য ধ্বংসের সম্মুখীন হইব।" (ঐ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৭০)

(গ) "কৃষকদের চাষবাসে যদি বিকাশ ঘটাইতে হয়, তো পরবর্ত্তী স্তরে ইহার রূপান্তরের ব্যবস্থা আমাদিগকে সুদৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করিতেই হইবে। এই পরবর্ত্তী স্তর এমন হইতে বাধ্য যে তখন সব চেয়ে কম লাভের ও সব চেয়ে পশ্চাৎপদ্ ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ক্ষেতখামারকে ক্রমে ক্রমে একজোট করিয়া বড়দরের কৃষিসমবায় গঠন করা যাইবে।" (ঐ, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৫১)

(ঘ) "যদি আমরা কাজের ক্ষেত্রে কৃষকদের বুঝাইতে পারি যে সকলে মিলিয়া একজোট হইয়া সমবেতভাবে বিরাট কৃষিক্ষেত্র করিলে আমাদের সুবিধা, যদি আমরা সমবায় ও সংযুক্ত কৃষিকর্ম্ম দিয়া চাষীকে সাহায্য করিতে পারি, কেবল তাহা হইলেই রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী শ্রমিকশ্রেণী সত্যই কৃষকদের বুঝাইতে পারিবে যে আমাদের নীতি নির্ভুল, কোটী কোটী কৃষক তখন প্রকৃতই স্থায়ীভাবে শ্রমিকশ্রেণীর নির্দ্দেশ মানিবে।" (ঐ, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮)

পঞ্চদশপার্টি কংগ্রেসের পূর্ব্বে ইহাই ছিল অবস্থা।

১৯২৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পঞ্চদশপার্টি কংগ্রেস বসিল। ৮,৮৭,২২৩

জন পার্টিসভ্য ও ৩,৪৮,৯৫৭ জন ক্যাণ্ডিডেট-মেম্বারদের প্রতিনিধি হিসাবে ভোটাধিকার সম্পন্ন ৮৯৮ জন ডেলিগেট যোগ দিল, এ ছাড়া ৭৭১ জন ডেলিগেটের ভোট না থাকিলেও আলোচনার অধিকার ছিল।

কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে রিপোর্ট দিবার সময় কমরেড স্টালিন শিল্পবিকাশের সুফল এবং সোশালিস্ট শিল্পেব দ্রুত বিস্তারের কথা বলিলেন। তিনি পার্টিকে এই কাজের নির্দ্দেশ দিলেন :—

"শহরে ও গ্রামে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান সোশালিস্ট ঘাঁটিগুলিকে বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করা হউক, দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থা হইতে পুঁজিদারী ধারাকে সমূলে উৎপাটিত করা হউক।"

বিচ্ছিন্নভাবে কৃষিকর্ম্ম পরিচালনাব ফলে আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহার না করিতে পাবায় কৃষিকর্ম্ম এবং বিশেষ কবিয়া শস্যোৎপাদন যে পশ্চাৎপদ, তাহা বলিয়া এবং শিল্প ও কৃষিকর্ম্মেব মধ্যে তুলনা করিয়া কমবেড স্টালিন জোর দিয়া বলেন যে কৃষিব্যবস্থায় এই অমঙ্গলজনক অবস্থা সমগ্র জাতির অর্থনীতিকে বিপন্ন করিতেছে।

"এ অবস্থায় উপায় কি হইতে পারে?" কমরেড স্টালিন প্রশ্ন করিলেন।

তিনি বলিলেন, "ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন কৃষিক্ষেত্রকে সমবেতভাবে চাষের ভিত্তিতে বিরাট সম্মিলিত কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা, নূতন ও উন্নততর কৌশলে সকলে মিলিয়া চাষের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা। উপায় হইল ক্রমে ক্রমে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে, চাপ না দিয়া, বরং দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ও ধীরভাবে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া, ছোট ছোট বামনাকৃতি কৃষিক্ষেত্রগুলিকে বড বড় ক্ষেত্রে পরিণত করা। এই বড় বড় ক্ষেত্রে কৃষিযন্ত্র, ট্র্যাক্টর এবং খুবই ভাল করিয়া চাষের উপযোগী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সকলে সমবেত হইয়া জমি চাষ করিবে। এ ছাড়া আর কোন রাস্তা নাই।"

কৃষিকর্মে **সমবেতভাবে** খাটিয়া পূর্ণ বিকাশ ঘটাইবার জন্য আহ্বান জানাইয়া পঞ্চদশপার্টি কংগ্রেসে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন কৃষিক্ষেত্রগুলিকে বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করার এক নক্সা কংগ্রেসে স্থির হয়। কৃষিব্যাপারে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সংগ্রামে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ইহাতে ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নির্দ্দেশ দিল: "কুলাক্‌দের বিরুদ্ধে আক্রমণকে আরও বাড়ানো হউক, এমন অনেকগুলি নূতন উপায় অবলম্বন করা হউক, যাহাতে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদের প্রসার বন্ধ হইবে এবং চাষবাসের ব্যবস্থা সোশালিজ্‌মের দিকে পরিচালিত হইবে।" ("সি, পি, এস, ইউ, (বি)-র প্রস্তাবাদি", রুশ সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২৬০)

অবশেষে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তখন বেশ শিকড় গাড়িয়াছিল বলিয়া, এবং সমগ্র অর্থনীতিক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ধারার বিরুদ্ধে সুব্যবস্থিত সোশালিস্ট আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে, কংগ্রেস দেশের আর্থিক অবস্থার বিকাশ ঘটাইবার জন্য **প্রথম পঞ্চবর্ষ সংকল্পের** মুসাবিদা করার ভার যথোচিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর দিল।

সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণ সম্পর্কিত সমস্যা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কংগ্রেস ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদের সংস্থাকে নিষ্কাসিত করা লইয়া আলোচনা করিল।

কংগ্রেস জানাইল যে, "বিরোধপন্থীরা মূলনীতির দিক হইতে লেনিনবাদকে ছাড়িয়া গিয়াছে, একটা মেন্‌শেভিক্‌ দলে তাহাদের অবনতি ঘটিয়াছে, দেশের ও বিদেশের বুর্জোয়াশক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করার কার্য্যক্রম তাহারা লইয়াছে, এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বহারা একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবশত্রুদেরই হুকুমবরদারী করিতেছে।" ("সি, পি, এস, ইউ (বি)-র প্রস্তাবাদি", রুশ সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২৩২)

কংগ্রেস দেখিল যে পার্টি ও বিরোধপন্থীদের মধ্যে যে মতভেদ তাহা কার্য্যক্রম লইয়া মতভেদে দাঁড়াইয়াছে এবং ট্রট্স্কিবাদী বিরোধীদল সোভিয়েটশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ লইয়াছে। কংগ্রেস তাই ঘোষণা করিল যে ট্রট্স্কিকে অনুসরণ করিয়া যাহারা পার্টির বিরোধিতা করিবে এবং নিজেদের মত প্রচার করিবে, তাহাদের ব্যবহাব বল্‌শেভিক্ পার্টিসভ্যের পক্ষে অসঙ্গত।

ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভকে পার্টি হইতে বিতাড়িত করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিযন্ত্রণ সংসদ সম্মিলিত সভায যে সিদ্ধান্ত করে, তাহা কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়। কংগ্রেস স্থির করে যে রাদেক, প্রেওব্রাঝেন্স্কি, রাকোভ্স্কি, পিযাতাকোভ, সেরেব্রিয়াকোভ, আই, স্মির্নোভ, কামেনেভ, সার্কিস, সাফারোভ, লিফ্শিৎস, মিদিভানি, স্মিল্‌গা এবং সমগ্র "গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রশাসন" দলের মত (সাপ্রোনোভ, ভি, স্মির্নোভ, বোগুস্লাভ্স্কি, দ্রোবিন্স্ প্রভৃতি) ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থী সংস্থার সকল সক্রিয় সভ্যকে বিতাড়িত করা হউক।

মূলনীতি ও সংগঠনেব দিক হইতে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া ট্রট্স্কি ও জিনোভিযেভ-পন্থীদের সংস্থার যাহারা সমর্থক, তাহারা জনসাধারণের উপর শেষ প্রভাব হারাইল।

পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের অল্পকাল পরে ট্রট্স্কিবাদ্ প্রত্যাহার করিয়া এবং পার্টিতে আবার স্থান পাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়া বিতাড়িত লেনিনবিরোধীরা বিবৃতি পেশ করিতে লাগিল। অবশ্য তখনও পার্টির পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না যে ট্রট্স্কি, রাকোভ্স্কি, রাদেক, ক্রেস্তিন্স্কি, সোকোল্‌নিকোভ প্রভৃতি বহুদিন ধরিয়া জনসাধারণের শত্রুতা করিতেছিল, পার্টি জানিত না যে তাহারা ছিল বিদেশী গোয়েন্দাবিভাগের বেতনভোগী গুপ্তচর, পার্টি জানিত না যে কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, পিয়াতাকোভ প্রভৃতি

তখনই সোভিয়েট জনগণের বিরুদ্ধে "সহযোগিতার" উদ্দেশ্যে ধনিক-দেশগুলিতে সোভিয়েটের শত্রুদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতেছিল। কিন্তু পার্টি ঠেকিয়া শিখিয়াছিল যে যাহারা প্রায়ই লেনিনের বিরোধিতা করিয়াছিল এবং সব চেয়ে সঙ্কট মুহূর্ত্তে লেনিনবাদী পার্টিকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদের পক্ষে যে কোনপ্রকার প্রতারণা সম্ভব। পার্টিতে আবার স্থান পাইবার মতলবে দরখাস্তে যে সব বিবৃতি তাহারা দিয়াছিল, সেগুলি সম্বন্ধে তাই পার্টির বিশেষ ভরসা ছিল না। প্রথমে তাহাদের আন্তরিকতা পরীক্ষা করার জন্য বলা হয় যে নিম্নলিখিত শর্ত্তগুলি পূরণ করিলে তাহাদিগকে পার্টিতে আবার জায়গা দেওয়া হইবে :

(ক) তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে ট্রট্স্কিবাদকে মূলনীতি হিসাবে বল্‌শেভিক্‌বিরোধী ও সোভিয়েটবিরোধী বলিয়া নিন্দা করিতে হইবে।

(খ) তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে হইবে যে পার্টিনীতিই হইল একমাত্র নির্ভুল নীতি।

(গ) পার্টি ও ইহার প্রতিষ্ঠানগুলির সিদ্ধান্তকে বিনাশর্ত্তে মানিয়া চলিতেই হইবে।

(ঘ) কিছুকাল তাহাদিগকে শিক্ষানবিশী করিতে হইবে; এই সময় পার্টি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবে, এবং নির্দ্দিষ্ট সময় ফুরাইলে পার্টি সভ্যপদে পুনঃপ্রবেশার্থী প্রত্যেক আবেদনকারীর দরখাস্তকে আলাদাভাবে বিবেচনা করিবে, তাহাদের পরীক্ষার ফলাফলের উপর সিদ্ধান্ত নির্ভর করিবে।

পার্টি মনে করিল যে অন্তত বিতাড়িতের দল প্রকাশ্যভাবে এই সব শর্ত্ত গ্রহণ করিলে পার্টিরই মঙ্গল, কারণ ইহাতে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদের দলে ভাঙন ধরিবে, তাহাদের আত্মবিশ্বাস নির্ম্মূল হইবে, আর একবার পার্টির শক্তি ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার প্রমাণিত

হইবে, এবং আবেদনকারীরা যদি কপট না হয় তো প্রাচীন কর্ম্মীদের পার্টি আবার জায়গা দিতে পারিবে। যদি তাহারা কপট হয় তো লোকচক্ষুর সমক্ষে তাহাদের মুখোস খুলিয়া দেওয়া যাইবে; আর তাহাদিগকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত বলিলে চলিবে না, তাহাদিগকে নীতিজ্ঞানবর্জ্জিত আত্মসর্ব্বস্ব খ্যাতিকামী বলিয়া দেখানো যাইবে, তাহারা যে শ্রমিকশ্রেণীকে ঠকাইতে চায়, তাহারা এমন প্রতারক যে কিছুতেই তাহাদিগকে সংশোধন করা চলে না, একথা বলিতে হইবে।

বিতাড়িতদের মধ্যে অধিকাংশ পার্টিতে পুনঃপ্রবেশের শর্ত্ত মানিয়া লইল এবং সেই অনুসারে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিল।

তাহাদের প্রতি দয়া দেখাইতে চাহিয়া, এবং আবার তাহাদিগকে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর সেবক হিসাবে কাজ করার সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে, পার্টি তাহাদের সভ্যদলে পুনঃপ্রবেশের অনুমতি দিল।

কিন্তু সময়ে দেখা গেল যে কয়েকজনকে বাদ দিলে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের অনুচরদের মধ্যে যাহারা "প্রধান", তাহাদের পূর্ব্ব-মত প্রত্যাখ্যান আগাগোড়া মিথ্যা ও শঠতায় পরিপূর্ণ।

শীঘ্রই দেখা গেল যে দরখাস্ত দাখিল করার পূর্ব্ব হইতেই এই ভদ্রলোকগুলি জনসাধারণের কাছে আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য প্রস্তুত কোন রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা নীতিজ্ঞানবর্জ্জিত আত্মসর্ব্বস্বের দলে পরিণত হইয়াছিল, তাহারা নিজস্ব মতের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল প্রকাশ্যে তাহাকে পদদলিত করিতে তৈয়ার ছিল, যে পার্টির তাহারা বিরোধী প্রকাশ্যে সেই পার্টিরই স্তুতিবাদে তাহারা ব্যগ্র ছিল, এবং শুধু যদি তাহারা শ্রমিকশ্রেণী ও পার্টিসভ্যদের মধ্যে নিজেদের স্থান বজায় রাখিয়া শ্রমিকশ্রেণী ও

তাহার পার্টির অনিষ্টসাধন করিতে পারিত, তাহা হইলে বহুরূপীর মত যে কোন রঙেই দেখা দিতে পারিত।

ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদের মিলিত সংস্থায় যাহারা "মহারথী", তাহারা যে রাজনীতি ব্যাপারে প্রতারণা ও মিথ্যাচার করে তাহা প্রমাণ হইল।

প্রতারক রাজনীতিকরা সাধারণত মিথ্যা ভান লইয়া কাজ আরম্ভ করে এবং জনসাধারণ, শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে ঠকাইয়া তাহাদের কু-মতলব হাঁসিল করিতে থাকে। কিন্তু প্রতারক রাজনীতিকদের শুধু হাম্‌বড়া মনে করিলে চলিবে না। প্রতারক রাজনীতিকরা হইল নীতিজ্ঞানবর্জ্জিত আত্মসর্ব্বস্ব খ্যাতিকামীর দল; তাহারা বহুপূর্ব্বেই জনসাধারণের বিশ্বাস হারাইয়া আবার মিথ্যা ভান করিয়া সেই বিশ্বাস কোনক্রমে ফিরাইয়া পাইবার চেষ্টা করে, শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নিজেদের নাম বজায় রাখিবার জন্য তাহারা বহুরূপীর মত রং বদ্‌লায়, জুয়াচুরি করে, যে-কোন উপায় অবলম্বন করে। প্রতারক রাজনীতিকরা হইল এমন এক নীতিজ্ঞানবর্জ্জিত আত্মসর্ব্বস্বের দল যে তাহারা যে কোন স্থানে সমর্থন খুঁজিবার জন্য প্রস্তুত থাকে; এমন কি সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তরে যাহারা কলঙ্কস্বরূপ, যাহারা পাপকর্ম্মে পটু, যাহারা জনসাধারণের পরম শত্রু, তাহাদের মধ্যেও সমর্থক খোঁজে, কারণ শুধু তাহা হইলেই তাহারা "শুভ" মুহূর্ত্তে আবার রাজনৈতিক মঞ্চে আরোহণ করিতে পারে, আবার জনসাধারণের পিঠে চড়িয়া তাহাদের "শাসক" বনিয়া যাইতে পারে।

ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদের মিলিত সংস্থায় "মহারথীরা" ছিল একেবারে এই ধরণের প্রতারক রাজনীতিকের দল।

৩। কুলাক্‌দের বিরুদ্ধে আক্রমণ—বুখারিন-রাইকভের পার্টিবিরোধী দল—প্রথম পঞ্চবর্ষ সংকল্প গ্রহণ—সোশালিস্ট পরস্পর প্রতিযোগিতা—ব্যাপকভাবে কৃষিসমবায় আন্দোলনের আরম্ভ

পার্টিনীতির বিরুদ্ধে, সোশালিস্ট সমাজ গঠনের বিরুদ্ধে, এবং কৃষিসমবায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভের অনুচরদের মিলিত সংস্থা যে আন্দোলন, এবং যে বুখারিন্‌-পন্থীরা বলিত যে কৃষিসমবায়গুলি হইতে কিছুই মিলিবে না, যাহারা বলিত যে কুলাক্‌দের ঘাঁটানো উচিত নয়, কারণ তাহারা নিজেরাই সোশালিজ্‌মে "পৌছিয়া" যাইবে, যাহারা বলিত যে বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐশ্বর্য্য সোশালিজ্‌মের পক্ষে কোন বিপদই নয়, তাহাদের আন্দোলনে দেশের মধ্যে যে পুঁজিদারী ধারা, সর্ব্বোপরি কুলাক্‌দের মধ্যে ছিল, তাহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া সাড়া দিল। সংবাদপত্রে টীকাটিপ্পনী দেখিয়া কুলাক্‌রা এখন জানিল যে তাহারা আর একা নয়, ট্রট্‌স্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন, রাইকভ প্রভৃতি লোক তাহাদের সমর্থক, তাহাদের পক্ষে ওকালতি করিতেছে। স্বভাবতই ইহাতে সোভিয়েট সরকারের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে কুলাক্‌দের প্রতিরোধ মনোভাব আরও সতেজ না হইয়া পারিল না। আর কাজের ক্ষেত্রে কুলাক্‌দের প্রতিরোধ ক্রমেই অটল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রভূত মজুদ্‌ আট্‌কাইয়া রাখিয়া তাহারা সদলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কাছে বাড়্‌তি শস্য বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিল। কৃষিসমবায়ের কর্ম্মী, পার্টিকর্ম্মী ও গ্রামাঞ্চলে সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে তাহারা খুনখারাবী আরম্ভ করিল, এবং কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রের শস্যভাণ্ডার পুড়াইয়া দিতে লাগিল।

পার্টি বুঝিয়াছিল যে যতদিন কুলাক্‌দের প্রতিরোধ চূর্ণ না হইতেছে, যতদিন তাহারা কৃষকদের চোখের সম্মুখে প্রকাশ্য লড়াইয়ে হারিয়া না যায়, ততদিন শ্রমিকশ্রেণী ও লালফৌজকে খাদ্যাভাবে ভুগিতে হইবে, ততদিন চাষীদের মধ্যে সমবেতভাবে কৃষিব্যবস্থায় আন্দোলন ব্যাপক রূপপরিগ্রহ করিতে পারিবে না।

পঞ্চদশ পার্টি-কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে পার্টি কুলাক্‌দের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প হইয়া আক্রমণ আরম্ভ করিল, এবং 'দরিদ্র কৃষকদের উপর নির্ভর করো, মাঝারি অবস্থার চাষীদের সঙ্গে বন্ধুতাকে সুদৃঢ় করো, এবং কুলাক্‌দের বিরুদ্ধে অটলভাবে সংগ্রাম চালাও,' এই শ্লোগানকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিল। নির্দ্দিষ্টমূল্যে রাষ্ট্রের কাছে বাড়্‌তি খাদ্যশস্য বিক্রয় করিতে কুলাক্‌রা গররাজী হওয়ার জবাবে পার্টি ও সরকার কুলাক্‌দের বিরুদ্ধে অনেকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিল, ফৌজদারী বিধির যে ধারা নির্দ্দিষ্ট মূল্যে রাষ্ট্রের কাছে বাড়্‌তি খাদ্যশস্য বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইলে কুলাক্‌ ও মুনাফালোভীদের নিকট হইতে তাহা বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা আদালতের হাতে দিয়াছিল, সেই ১০৭ নং ধারা প্রয়োগ করিল, এবং গরীব চাষীদের অনেকগুলি বিশেষ সুবিধা দিল, কুলাক্‌দের নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত-করা খাদ্যশস্যের শতকরা ২৫ ভাগ তাহাদের হাতে তুলিয়া দিল।

এই বিশেষ ব্যবস্থাতে ফল মিলিল; গরীব ও মাঝারি অবস্থার চাষী কুলাকের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প হইয়া সংগ্রামে লাগিল; কুলাক্‌রা কোণঠেসা হইয়া পড়িল, কুলাক্‌ ও মুনাফালোভীদের প্রতিরোধ ভাঙিয়া গেল। ১৯২৮ সাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের হাতে যথেষ্ট খাদ্যশস্য জমা হইল, এবং সুনিশ্চিত পদক্ষেপে কৃষিসমবায় আন্দোলন অগ্রসর হইতে লাগিল।

ঐ একই বৎসরে দনেৎস্‌ কয়লাখনি অঞ্চলে শাখ্‌তি জেলায় বুর্জোয়া

বিশেষজ্ঞদের লইয়া ধ্বংসকারীদের একটা বড় সংগঠন ধরা পড়ে। খনির পুরাতন মালিক—রুশ ও বিদেশী পুঁজিদারদের সঙ্গে এবং এক বিদেশী সামরিক গোয়েন্দাবিভাগের সঙ্গে শাখ্‌তির এই ধ্বংসকারীরা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাহাদের মতলব হইল সোশালিস্ট শিল্পের অগ্রগতিকে নষ্ট করা এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতে সাহায্য করা। কয়লার উৎপাদন কমাইবার জন্য ধ্বংসকারীরা ইচ্ছাপূর্ব্বক খনির তত্ত্বাবধানে গাফিলি করে, কলকব্জা ও আলোহাওয়া চলাচলের ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দেয়, ছাদ ভাঙিয়া পড়া ও বিস্ফোরণ ঘটায, এবং খাদ্য, যন্ত্রাদি ও বৈদ্যুতিক সরবরাহের কলে আগুন ধরাইয়া দেয়। শ্রমিকদের থাকিবার ও কাজ করিবার ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে এই ধ্বংসকারীরা ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা দিয়াছিল এবং শ্রমিকের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে সোভিয়েটের আইন অমান্য করিযাছিল।

ধ্বংসকারীদের বিচার ও উপযুক্ত শাস্তি হইল।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রত্যেক পার্টিসংগঠনকে শাখ্‌তির কাণ্ড হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, সে-অনুসারে কাজ করিবার নির্দ্দেশ দিল। কমরেড স্টালিন ঘোষণা করিলেন যে বল্‌শেভিক্ কর্ত্তৃপক্ষীয়রা যেন নিজেরাই উৎপাদনপদ্ধতি সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জ্জন করেন, তাহা হইলে আর তাঁহারা বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ধ্বংসকারীদের হাতে ঠকিবেন না। তিনি বলিলেন যে শীঘ্রই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য হইতে উৎপাদনকৌশলে নিপুণ নূতন একদলকে শিখাইয়া তোলার কাজে জোর দিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে টেক্‌নিকাল কলেজগুলিতে তরুণ বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাব্যাপারে উন্নতি হইল। হাজারে হাজারে পার্টিসভ্য, কমিউনিস্ট যুবসংঘের সভ্য ও পার্টির বাহিরে শ্রমিকশ্রেণীর অনুরাগী অনেককে এই শিক্ষার জন্য একত্র করা হইল।

কুলাক্‌দের বিরুদ্ধে পার্টি আক্রমণ শুরু করার পূর্ব্বে, পার্টি যখন ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভের অনুচরদের সংস্থা ভাঙিয়া দিবার কাজে ব্যস্ত, তখন বুখারিন-রাইকভের দল অল্পাধিক গা ঢাকিয়া ছিল ; তাহারা পার্টিবিরোধী শক্তিরই পক্ষে নিজেদের মজুদ রাখিয়াছিল, যদিও তাহারা প্রকাশ্যে ট্রট্‌স্কিবাদীদের সমর্থন করিতে সাহস পাইত না এবং মাঝে মাঝে ট্রট্‌স্কিবাদীদের বিরুদ্ধে পার্টির সঙ্গে মিলিয়া কাজও করিত। কিন্তু পার্টি যখন কুলাক্‌দের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করিল এবং সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিল, তখন বুখারিন-রাইকভের দল মুখোস্ খুলিয়া ফেলিল ও প্রকাশ্যে পার্টিনীতির উপর আক্রমণ শুরু করিল। তাহারা দাবী করিল যে বিশেষ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হউক , সরলবুদ্ধি লোকদের তাহারা এই যুক্তি দিয়া ভয় দেখাইল যে প্রত্যাহার করা না হইলে কৃষিকর্ম্মে "ভাঙন" ধরিবে, এমন কি বলিল যে ভাঙন তখনই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কৃষিসংগঠনের উচ্চতর স্তর কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রপরিচালিত ক্ষেত্রের অগ্রগতি বিষয়ে অন্ধ থাকিয়া এবং কুলাক্‌দের চাষবাস ভাঙিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহারা কুলাক্‌দের ভাঙনকে কৃষিকর্ম্মের অবনতি বলিয়াই প্রচার করিল। নিজেদের বক্তব্যের অনুকূলে মতবাদগত সমর্থন সংগ্রহ করিবার জন্য "শ্রেণীসংগ্রামের উপশম" সম্বন্ধে এক অদ্ভুত মত খাড়া করিল, এবং ইহার জোরে বলিল যে পুঁজিদারী ধারার বিরুদ্ধে সোশালিজ্‌মের প্রত্যেক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীসংঘর্ষ আরও নরম হইয়া যাইবে, আরও বলিল যে শীঘ্রই শ্রেণীসংগ্রামের সম্পূর্ণ উপশম ঘটিবে, শ্রেণীশত্রু বিনা যুদ্ধে সব ঘাঁটি ছাড়িয়া দিবে এবং ফলে কুলাক্‌দের উপর আক্রমণ চালাইবার কোন প্রয়োজন থাকিবে না। এইভাবে তাহারা নিজেদের জীর্ণ বুর্জোয়া মতবাদকে মাজিয়া ঘষিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিল যে কুলাক্‌রা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সোশালিজ্‌মে পৌঁছিয়া যাইবে। সোশালিজ্‌মের বিকাশ

যতই তাহার দাঁড়াইবার জমি পর্য্যন্ত কাটিয়া সরাইয়া ফেলিবে ততই শ্রেণীশত্রুর প্রতিরোধ বাড়িবে, এবং কেবল শ্রেণীশত্রু ধ্বংস হওয়ার পরই শ্রেণীসংগ্রামের "উপশম" হইবে, লেনিনবাদের এই সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তের তাহারা একেবারে অমর্য্যাদা করিল।

সহজেই দেখা গেল যে পার্টির সমক্ষে বুখারিন-রাইকভের অনুগামীরা ছিল এমন একটা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীর দল, যাহার সহিত ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদের মিলিত সংস্থার পার্থক্য ছিল কেবল বাহিরের চেহারায়; তফাৎ ছিল এই যে ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থী পরাজয়-স্বীকারোন্মুখের দল তাহাদের আসল প্রকৃতিকে "চিরস্থায়ী বিপ্লব" সম্বন্ধে বামপন্থী, বিপ্লবী গলাবাজির মুখোস্‌ পরাইবার সুযোগ পাইয়াছিল, অপরপক্ষে বুখারিন-রাইকভের দল কুলাক্‌দের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য পার্টির বিরোধিতা করিতেছিল বলিয়া কোনক্রমে তাহাদের পরাজয়-স্বীকারোন্মুখ প্রকৃতিকে ছদ্মবেশ পরাইতে পারে নাই, আমাদের দেশে যাহারা প্রগতিবিরোধী, তাহাদের এবং বিশেষ করিয়া কুলাক্‌দের পক্ষে প্রকাশ্যে, মুখোস্‌ বা ছদ্মবেশ না পরিয়া তাহাদিগকে প্রচার করিতে হইল।

পার্টি বুঝিয়াছিল যে শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে বুখারিন-রাইকভের দল নিশ্চয়ই পার্টির বিরুদ্ধে একজোট হইয়া কাজ চালাইবার জন্য ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদের সংস্থার সঙ্গে হাত মিলাইত।

রাজনৈতিক নির্দ্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুখারিন-রাইকভের দল তাহার অনুচরদের একত্র করিয়া সংগঠনের জন্য "পরিশ্রম" করিল। বুখারিনের মধ্যস্থতায় তাহারা শ্লেপ্‌কভ, মারেৎস্কি, আইখেনভাল্‌দ্‌, গোল্ডেনবের্গের মত বুর্জোয়া যুবককে একত্র করিল; টম্‌স্কির মধ্যস্থতায় ট্রেড ইউনিয়নগুলি হইতে বড় বড় কর্ম্মচারীকে (মেল্‌নিচান্‌স্কি, দোগাদভ

প্রভৃতি) সংগ্রহ করিল ; রাইকভের মধ্যস্থতায় সোভিয়েটের কয়েকজন হতাশ্বাস উচ্চকর্ম্মচারীদের (এ, স্মির্ণোভ, আইস্‌মণ্ট্, ভি, শ্‌মিদ্‌ট্ প্রভৃতি) দলে পাইল। এই দল সহজেই এমন লোকদের আকৃষ্ট করিল যাহাদের রাজনীতি ব্যাপারে অবনতি ঘটিয়াছিল এবং যাহারা নিজেদের পরাজয়-স্বীকারোন্মুখ মনোভাবকে লুকাইয়া রাখিত না।

প্রায় এই সময়ে বুখারিন-রাইকভের দল মস্কো পার্টিসংগঠনের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কার্য্যনির্ব্বাহকের (উগ্‌লানোভ, কোতোভ, উখানোভ, রিয়ুটিন, য়াগোদা, পোলোন্স্‌কি প্রভৃতি) সমর্থন পাইল। দক্ষিণপন্থীদের একদল নিজেদের উপর আচ্ছাদন চাপাইয়া ছিল, প্রকাশ্যভাবে পার্টিনীতির উপর তাহারা আক্রমণ করিত না। মস্কোর পার্টি পত্রিকাতে ও পার্টি সভাতে বলা হয় যে কুলাক্‌দের কিছু সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত, কুলাক্‌দের উপর মোটা খাজনা চাপানো যুক্তিযুক্ত নয়, দেশকে শিল্পপ্রধান করিতে গিয়া জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হইয়াছে, এবং বৃহৎশিল্পের বিকাশ ঘটাইবার চেষ্টা অসময়ে হইয়াছে। উগ্‌লানোভ নীপার হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক পরিকল্পনার বিরোধিতা করে এবং বৃহৎ শিল্প হইতে সরাইয়া হাল্‌কা শিল্পে টাকা খরচ করা হউক বলিয়া দাবী করে। উগ্‌লানোভ ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী পরাজয়স্বীকারোন্মুখের দল বলে যে মস্কো শহরে হাল্‌কাধরণের শিল্প ছিল ও থাকিবে, সেখানে আর ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা বানাইবার দরকার নাই।

মস্কো পার্টিসংগঠন উগ্‌লানোভ ও তাহার অনুচরদের মুখোস্ খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে এক চরম সাবধানবাণী জানাইল, এবং পূর্ব্বের চেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সহিত মিলিয়া রহিল। ১৯২৮ সালে পার্টির মস্কো কমিটির সকলকে লইয়া এক সভাতে কমরেড স্টালিন বলেন যে দুই ফ্রণ্টে সংগ্রাম চালাইতে হইবে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে

আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। কমরেড স্টালিন বলেন যে দক্ষিণপন্থীরা পার্টির মধ্যে কুলাক্‌দের দালাল।

"আমাদের পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির সাফল্য ঘটিলে পুঁজিবাদের শক্তি মুক্তি পাইবে, সর্ব্বহারার বিপ্লবী সংস্থিতির সর্ব্বনাশ হইবে, এবং আমাদের দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা বাড়িয়া উঠিবে।" একথা বলেন কমরেড স্টালিন। (স্টালিন, "লেনিনবাদ", 'সি, পি, এস, ইউ (বি)-তে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি', ইংরেজী সংস্করণ)

১৯২৯ সালের প্রথমে ধরা পড়িল যে দক্ষিণপন্থী পরাজয়স্বীকারোন্মুখ-দের অনুমতি লইয়া বুখারিন কামেনেভের মধ্যস্থতায় ট্রট্‌স্কিবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল এবং তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মিটমাটের শর্ত্ত লইয়া কথাবার্ত্তা চালাইতেছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি দক্ষিণপন্থীদের এই নিন্দনীয় কার্য্যকলাপ জাহির করিয়া দিল এবং এই বলিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিল যে এরূপ কাণ্ডের অবসান বুখারিন, রাইকভ, টম্‌স্কি প্রভৃতির পক্ষে শোচনীয় হইতে পারে। কিন্তু দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণোন্মুখের দল এই সাবধানবাণী শুনিল না। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় তাহারা নূতন এক পার্টিবিরোধী মতবাদ প্রচার করিতে গিয়া যে ঘোষণা প্রকাশ করিল কমিটি তাহার নিন্দা করিল। ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভের অনুচরদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া কেন্দ্রীয় কমিটি আবার তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিল। ইহা সত্ত্বেও বুখারিন-রাইকভের দল পার্টিবিরোধী কাণ্ডকারখানা চালাইয়া চলিল। রাইকভ, টম্‌স্কি এবং বুখারিন কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করিল; তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে ইহাতে পার্টির বদ্‌নাম হইবে। পদত্যাগ করিয়া ধ্বংসমূলক নীতি অনুসরণ করার এই চেষ্টাকে কেন্দ্রীয় কমিটি নিন্দা করিল। শেষকালে, ১৯২৯ সালের নবেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির এক পূর্ণ

অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের মতপ্রচারের সঙ্গে পার্টিসভ্য হইয়া থাকার কোন সঙ্গতি নাই। এই সভায় স্থির হয় যে দক্ষিণপন্থী পরাজয়স্বীকারোন্মুখ দলের প্ররোচক ও নেতা হিসাবে বুখারিনকে কেন্দ্রীয় কমিটির 'পলিট্‌ব্যুরো' হইতে সরাইয়া দেওয়া হইবে, এবং রাইকভ, টম্‌স্কি ও অন্যান্য বিরোধপন্থীদিগকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে।

অবস্থার শোচনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বুঝিয়া দক্ষিণপন্থী পরাজয়-স্বীকারোন্মুখ দলের বড়কর্ত্তারা এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া নিজেদের ভুল এবং পার্টির রাজনীতির নির্ভুলতা স্বীকার করিল।

একেবারে বিপর্য্যয়ের হাত থেকে নিজেদের দলকে বাঁচাইবার মতলবে দক্ষিণপন্থীরা এইভাবে কিছুকালের জন্য পিছু হটা স্থির করিল।

দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণোদ্যত দলের বিরুদ্ধে পার্টির সংগ্রামের প্রথম স্তর এইভাবে শেষ হইল।

পার্টির ভিতর এই নূতন মতভেদের খবর সোভিয়েট ইউনিয়নের পরদেশী শত্রুদের চোখ এড়াইয়া যায় নাই। পার্টিতে এই "নূতন বিসম্বাদ" দুর্ব্বলতারই লক্ষণ বিশ্বাস করিয়া তাহারা আবার সোভিয়েটকে যুদ্ধে জড়াইবার চেষ্টা করিল এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠার কাজ যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বেই তাহাকে ব্যাহত করিতে চাহিল। ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মকালে সাম্রাজ্যবাদীরা চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে এক বিবাদ বাধাইয়া দিল, চীনা জঙ্গীবাদীদের দিয়া চাইনীজ ঈস্টার্ণ রেলওয়ে (ইহা সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পত্তি) দখল করাইল এবং চীনা বিপ্লবশত্রুদের সৈন্যবাহিনী দিয়া আমাদের সুদূরপ্রাচ্যসীমান্তরক্ষী ফৌজকে আক্রমণ করাইল। কিন্তু চীনা জঙ্গীবাদীদের এই উপদ্রব শীঘ্রই থামাইয়া দেওয়া হইল, লালফৌজের কাছে নাজেহাল হইয়া জঙ্গীবাদীরা পলাইল এবং

মাঞ্চুরিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শান্তিপ্রস্তাব স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়ার নিষ্পত্তি হইল।

সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া, বিদেশী শত্রুদের চক্রান্ত এবং পার্টির মধ্যে "বিসম্বাদ" সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তিমূলক নীতি আর একবার বিজয়ী হইল।

ইহার অল্পকাল পরেই, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মধ্যে যে কূটনীতি ও বাণিজ্য সম্পর্ক ব্রিটিশ রক্ষণশীলদল ভাঙিয়া দিয়াছিল, তাহা আবার স্থাপিত হইল।

বিদেশী শত্রু ও আভ্যন্তরীণ শত্রুর আক্রমণ সাফল্যসহকারে প্রতিহত করার সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎশিল্পবিকাশ, সোশালিস্ট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রপরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগঠন, এবং সবশেষে, জাতির অর্থনীতিব্যবস্থার বিকাশের জন্য প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্প গ্রহণ ও সংসাধন প্রভৃতি কাজ লইয়া পার্টি বিশেষ ব্যস্ত ছিল।

১৯২৯ সালের এপ্রিলমাসে পার্টির ষোড়শ সম্মেলন বসিল, কর্ম্মসূচীতে প্রধান ব্যাপার হইল প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্প। দক্ষিণপন্থী পরাজয়-স্বীকারোন্মুখ দল পঞ্চবর্ষসংকল্পের যে "লঘুতম" ("minimal") সংস্করণ প্রস্তাব করিল, তাহাকে বাতিল করিয়া সম্মেলন তাহার "প্রকৃষ্টতম" ("optimal") সংস্করণ গ্রহণ করিল, যে কোন অবস্থায় ইহাই অবশ্য পালনীয় বলিয়া ঘোষণা করিল।

পার্টি এইভাবে সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের জন্য প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্পের অনুষ্ঠান করিল।

পঞ্চবর্ষসংকল্প অনুসারে স্থির হইল যে ১৯২৮-৩৩ এই কয় বৎসরে জাতীয় অর্থনীতি ব্যবস্থাতে পুঁজি হিসাবে খাটানো হইবে ৬,৪০০ কোটী 'রুব্‌ল্'; ইহার মধ্যে শিল্প ও বৈদ্যুতিক শক্তি বাড়াইবার জন্য খাটানো

হইবে ১,৯৫০ কোটী 'রুব্‌ল্', যানবাহন ব্যবস্থার বিকাশের জন্য খাটানো হইবে ১০০০ কোটী 'রুব্‌ল্'; এবং কৃষিকর্ম্মে খাটিবে ২,৩২০ কোটী 'রুব্‌ল্'।

আধুনিক যন্ত্রাদি লইয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের শিল্প ও কৃষিব্যবস্থাকে সুসমৃদ্ধ করার এই বিরাট পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল।

কমরেড স্টালিন বলিলেন, "পঞ্চবর্ষসংকল্পের মূলগত কাজ হইল আমাদের দেশে এমন এক শিল্পব্যবস্থা সৃষ্টি করা, যাহা সোশালিজ্‌মের বনিয়াদে কেবল সমগ্র শিল্প নয়, যানবাহন ও কৃষিকর্ম্মকে নূতন করিয়া সাজাইয়া গড়িতে পারিবে।" (স্টালিন, "লেনিনবাদের বিভিন্ন সমস্যা," রুশ সংস্করণ, পৃঃ ৪৮৫)

পরিকল্পনা বিরাট হইলেও ইহা বল্‌শেভিক্‌দের হতভম্ব বা আশ্চর্য্য করিয়া দেয় নাই। শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও কৃষিসমবায় গঠনের সমগ্র গতি দ্বারা ইহার পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে আবার শ্রমিক ও কৃষকদের মাতাইয়া শ্রম সম্বন্ধে উদ্দীপনার তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছিল, **সোশালিস্ট প্রতিযোগিতায়** ইহার প্রকাশ দেখা গেল।

সোশালিস্ট প্রতিযোগিতাকে আরও আগাইয়া লইয়া যাইবার জন্য শ্রমব্যস্ত সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান জানাইয়া ষোড়শ পার্টি সম্মেলন এক আবেদন প্রচার করিল।

সোশালিস্ট প্রতিযোগিতার ফলে শ্রমব্যাপারে অসমসাহসিকতার বহু দৃষ্টান্ত মিলিল। শ্রমব্যাপারে নূতন মনোভাব দেখা গেল। অনেক কারখানা, কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রপরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও সংঘবদ্ধ কৃষকরা রাষ্ট্রের পরিকল্পনার চেয়ে বেশী উৎপাদন করিবার জন্য **পাল্টা পরিকল্পনা** খাড়া করিল। শ্রমব্যাপারে তাহারা যথার্থ বীরত্ব প্রদর্শন করিল। পার্টি ও সরকার সোশালিস্ট বিকাশের যে

পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিল, তাহারা সে-পরিকল্পনাকে শুধু সম্পূর্ণ করিল না, অতিক্রম করিয়া গেল। শ্রমব্যাপারে মনোভাব বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল। পুঁজিবাদী আমলে যাহা অনিচ্ছায় কারাদণ্ড ভোগের মত ছিল, তাহা এখন "একটা সম্মানের, গৌরবের, তেজস্বিতা ও বিক্রমের ব্যাপার" (স্টালিন) হইয়া দাঁড়াইল।

দেশের সর্ব্বত্র বিপুলবেগে নূতন শিল্পস্থাপন অগ্রসর হইল। নীপার হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক পরিকল্পনা [নদীর জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি-সংগ্রহ] পুরাদমে চলিল। ক্রামাটর্স্‌ক্‌ ও গর্লোভ্‌কা লৌহ ও ইস্পাত কারখানা নির্ম্মাণ এবং দনেৎস্‌ অববাহিকাতে লুগান্স্‌ক্‌ ইঞ্জিন কারখানাকে অবার গড়িয়া তোলার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। নূতন কয়লাখনি ও লৌহকারখানায় হাপর দেখা গেল। য়ুরাল্‌ অঞ্চলে 'মেশিন্‌' বানাইবার কারখানা এবং বেরেজ্‌নিকি ও সোলিকাম্‌স্ক্‌ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করার কারখানা নির্ম্মাণ চলিল। মাগ্‌নি-টোগর্স্কে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গড়িবার কাজ আরম্ভ হইল। মস্কো ও গোর্কিতে বড় বড় মোটর কারখানা বানাইবার কাজ বেশ আগাইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ডন্‌ নদীতীরে রস্টভ্‌ শহরে ট্র্যাক্টর 'হার্ভেস্টার কম্বাইন্‌' ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্র উৎপাদনের জন্য অতিকায় কারখানা খাড়া হইতে লাগিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের কয়লা উৎপাদনের দ্বিতীয় কেন্দ্র কুজ্‌নেৎস্কে খনিগুলি বাড়ানো হইল। স্টালিনগ্রাদের নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে এগারো মাসের মধ্যে বিরাট ট্র্যাক্টব কারখানা তৈয়ার হইয়া গেল। নীপার হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক স্টেশন ও স্টালিন-গ্রাদ ট্র্যাক্টর কারখানা নির্ম্মাণে শ্রমিকরা উৎপাদনব্যাপারে দুনিয়ার সেরা শ্রমনিপুণদের হার মানাইল।

ইতিহাসে কখনও এরূপ সুবিশাল শিল্পনির্ম্মাণ, শিল্পবিস্তারে এরূপ

উদ্দীপনা, শ্রমব্যাপারে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের এরূপ অসমসাহস দেখা যায় নাই।

সোশালিস্ট প্রতিযোগিতা দ্বারা প্ররোচিত ও উদ্দীপ্ত হইয়া শ্রমোৎসাহের এক প্রকৃত উন্মাদনা দেখা গেল।

এইবার কৃষকরা শ্রমিকদের পিছনে পড়িয়া থাকে নাই। যে কৃষকরা দলে দলে তাহাদের কৃষিসমবায় সংগঠন করিতেছিল তাহাদের মধ্যেও শ্রমব্যাপারে এই উদ্দীপনা ছড়াইতে আরম্ভ হইল। কৃষকরা সুনির্দ্দিষ্টভাবে সমবেত কৃষিকর্ম্মের দিকে ঝুঁকিতে লাগিল। রাষ্ট্র-পরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠান ও ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলি একাজে খুবই জরুরী অংশ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রপরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানে ও মেশিন ও ট্র্যাক্টর স্টেশনে চাষীরা ভিড় করিয়া আসিত। ট্র্যাক্টর ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্র কেমন করিয়া চলে দেখিত ও তারিফ করিত, এবং তখনই সেখানে সংকল্প করিত, "এসো, আমরা সকলে কৃষিসমবায়ে যোগদান করি।" আলাদা ও ঐক্যহীনভাবে প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষুদ্র বামনাকৃতি ক্ষেত্র ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত হইত। উপযুক্ত কৃষিযন্ত্রাদির সম্পূর্ণ অভাব ছিল, অনেক অকর্ষিত জমি ভাঙ্গিয়া চাষ করার উপায় তাহাদের ছিল না, নিজেদের ক্ষেতখামারে উন্নতির কোন আশা থাকিত না, দারিদ্র্যভারে নিপীড়িত হইয়া তাহারা অসহায় হইয়া পড়িত। এই চাষীরা অবশেষে দুরবস্থা হইতে বাহির হইবার একটী রাস্তা খুঁজিয়া পাইল, উন্নততর জীবনের পথ দেখিতে পাইল; তাহাদের ছোট খামারগুলিকে একজোট করিয়া সমবায়ব্যবস্থা, সংঘবদ্ধভাবে ক্ষেত্রপরিচালনা, যে কোন "পাথুরে" অকর্ষিত জমিকে চষিবার মত ট্র্যাক্টরে তাহারা এই পথ দেখিল; কৃষিযন্ত্র, অর্থ, লোকবল ও পরামর্শ দিয়া রাষ্ট্র তাহাদিগকে যে সাহায্য দিল, যে কুলাকরা খুবই

সম্প্রতি সোভিয়েট সরকারের হাতে পরাস্ত হইয়াছিল এবং যাহারা ভূতলশায়ী হইতে বাধ্য হওয়ায় লক্ষ লক্ষ কৃষক আহ্লাদিত হইয়াছিল, সেই কুলাকদের বন্ধন হইতে নিজেদের মুক্ত করার সুবিধার মধ্যে তাহারা এই পথের সন্ধান পাইল।

এই বনিয়াদের উপর ব্যাপকভাবে কৃষিসমবায় আন্দোলন আরম্ভ হইল; পরে, বিশেষত ১৯২৯ সালের শেষদিকে, ইহা দ্রুত বৃদ্ধি পাইল, এমন কি সোশালিস্ট শিল্পের কাছেও যাহা অজানা, এমন অভূতপূর্ব্ব বেগে অগ্রসর হইয়া চলিল।

১৯২৮ সালে কৃষিসমবায়গুলির মোট শস্যোৎপাদন ভূমির পরিব্যাপ্তি ছিল ১৩,৯০,০০০ 'হেক্টার'; ১৯২৯ সালে হইল ৪২,৬২,০০০ 'হেক্টার', আর ১৯৩০ সালে কৃষিসমবায়গুলির পরিকল্পনা অনুসারেই ১,৫০,০০,০০০ 'হেক্টার' চাষের জমি ঠিক হইল।

কৃষিসমবায় সম্বন্ধে "বিরাট পরিবর্ত্তনে পূর্ণ একটী বৎসর" (১৯২৯) শীর্ষক প্রবন্ধে কমরেড স্টালিন বলিলেন, "স্বীকার করিতেই হইবে যে অগ্রগতির এরূপ প্রচণ্ড বেগের তুলনা আমাদের বড় বড় সোশালিস্ট কলকারখানাতেও মেলে না, যদিও আমাদের শিল্প মোটের উপর বাড়্‌তির মুখে অসাধারণ বেগে অগ্রসর হয় বলিয়াই পরিচিত।"

কৃষিসমবায় আন্দোলনের বিকাশে ইহা একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সূচনা করিল।

ব্যাপকভাবে কৃষিসমবায় আন্দোলন এইভাবে আরম্ভ হইল।

"বিরাট পরিবর্ত্তনে পূর্ণ একটী বৎসর" শীর্ষক প্রবন্ধে কমরেড স্টালিন প্রশ্ন করিলেন: "চাষীদের কৃষিসমবায় আন্দোলনের নূতন বৈশিষ্ট্য কি?" উত্তরে তিনি বলিলেন:

"বর্ত্তমানে কৃষিসমবায় আন্দোলনের নূতন ও চরম বৈশিষ্ট্য হইল

এই যে চাষীরা আর পূর্ব্বের মত স্বতন্ত্রভাবে কৃষিসমবায়ে যোগ দিতেছে না, সারা গ্রাম আসিয়া যোগ দিতেছে, এমনকি সারা 'ভোলোস্ত্' (গ্রামাঞ্চল), সারা জেলা, এমন কি সারা এলাকার সকলে আসিয়া যোগ দিতেছে। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ হইল এই যে **মাঝারি অবস্থার চাষী কৃষিসমবায় আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে।** কৃষিকর্ম্মের অগ্রগতিতে যে-মৌলিক পরিবর্ত্তন হইল সোভিয়েট সরকারের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য, ইহাই সেই পরিবর্ত্তনের বনিয়াদ।"

ইহার অর্থ এই যে সুদৃঢ় সংঘবদ্ধতার ভিত্তিতে কুলাকদের শ্রেণী-হিসাবে উচ্ছেদ করার সময় সুপরিণত হইয়া আসিতেছিল কিংবা তখনই আসিয়াছিল।

সংক্ষিপ্তসার

১৯২৬-২৯, এই সময়ে দেশে সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পার্টি স্বদেশে, বিদেশে অনেক নিদারুণ প্রতিবন্ধকের সঙ্গে লড়াই করিয়া সেগুলিকে অতিক্রম করিল। পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর চেষ্টার ফলে সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠা-নীতির বিজয় ঘটিল।

সবচেয়ে বড় কথা হইল এই যে দেশকে শিল্পপ্রধান করা সম্বন্ধে একটী দুরুহতম সমস্যা, অর্থাৎ বৃহৎ শিল্পগঠনের জন্য অর্থসংগ্রহের সমস্যার সমাধান হইয়াছিল। দেশের সমগ্র অর্থনীতি ব্যবস্থাকে আবার সাজাইয়া তুলিবার মত সমৃদ্ধ বৃহৎ শিল্পের ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল।

সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের জন্য প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্প গৃহীত হইয়াছিল। নূতন কারখানা, রাষ্ট্রপরিচালিত কৃষিক্ষেত্র ও কৃষিসমবায় বিপুল আয়তনে বাড়ানো হইল।

সোশালিজ্‌মের দিকে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম এবং পার্টির মধ্যে সংঘর্ষ আরও তীব্র হইয়া উঠিল। এই সংগ্রামের প্রধান ফল হইল এই যে কুলাক্‌দের প্রতিরোধ চূর্ণ হইল, ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভপন্থীদের মিলিত সংস্থা সোভিয়েটবিরোধী বলিয়া জাহির হইয়া গেল, দক্ষিণপন্থী পরাজয়-স্বীকারোন্মুখ দল কুলাকদের দালাল হিসাবে ধরা পড়িল, ট্রট্‌স্কিবাদীরা পার্টি হইতে বিতাড়িত হইল, এবং ঘোষণা করা হইল যে ট্রট্‌স্কিবাদী ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বল্‌শেভিক্) পার্টির সভ্যপদে থাকা অসঙ্গত।

মতবাদমূলক সংগ্রামে বল্‌শেভিক্ পার্টির হাতে পরাস্ত হইয়া, এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সকল সমর্থন হারাইয়া, ট্রট্‌স্কিবাদীদের আর রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে অস্তিত্ব রহিল না, এবং তাহারা এক নীতিজ্ঞানহীন, আত্মসর্ব্বস্ব, কুচক্রী, দু-মুখো, প্রবঞ্চক রাজনীতিকের দলে পরিণত হইল।

বৃহৎ শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করিয়া পার্টি সোভিয়েট ইউনিয়নের সোশালিস্ট পুনর্গঠনের জন্য প্রথম পঞ্চবর্ষ সংকল্প সাধনের উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়কে সুসংহত করিল। সারা দেশ ব্যাপিয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমব্যস্ত জনগণের মধ্যে সোশালিস্ট প্রতিযোগিতার মনোভাব ছড়াইয়া পড়িল, শ্রমব্যাপারে উদ্দীপনার এক বিপুল তরঙ্গ বহিয়া গেল এবং এক নূতন শ্রমশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটিল।

এই যুগ বিরাট পরিবর্ত্তনে পূর্ণ একটী বৎসরে শেষ হইল, শিল্পব্যাপারে সোশালিজ্‌মের বিপুল বিজয় সূচিত হইল, কৃষিকর্ম্মে প্রথম প্রধান সাফল্য দেখা গেল, মাঝারি অবস্থার চাষীরা কৃষিসমবায়ের দিকে ঝুঁকিল, এবং ব্যাপকভাবে কৃষিসমবায় আন্দোলন আরম্ভ হইল।

একাদশ অধ্যায়

যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সংগ্রামে বল্‌শেভিক্ পার্টি (১৯৩০-৩৪)

১। ১৯৩০-৩৪ সালে আভ্যন্তরীণ অবস্থা—ধনিক দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সঙ্কট—জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার—জার্মানীতে ফ্যাশিজ্‌মের রাষ্ট্রশক্তি দখল—যুদ্ধের দুইটী এলাকা

সোভিয়েট ইউনিয়নে যখন দেশকে সোশালিস্ট শিল্পপ্রধান করার কাজ রীতিমত অগ্রসর হইতেছিল এবং শিল্পব্যবস্থা দ্রুত বিকাশ পাইতেছিল, তখন ১৯২৯ সালের শেষভাগে ধনিকদেশসমূহে এক অভূত-পূর্ব্ব আয়তনের মারাত্মক বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট আরম্ভ হইল এবং পরবর্ত্তী তিনবৎসরে ক্রমান্বয়ে বাড়িতে লাগিল। শিল্পসঙ্কটের ভিতর কৃষিসঙ্কট যেন এক বুনানির মধ্যে ঢুকিয়া থাকায় সর্ব্বত্র অবস্থা আরও মন্দ হইয়া পড়িল।

তিন বৎসর ধরিয়া যখন অর্থনৈতিক সঙ্কট চলিল (১৯৩০-৩৩), তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোৎপাদন কমিয়া ১৯২৯ সালের উৎপাদনের তুলনায় শতকরা ৬৫ ভাগে দাঁড়াইয়াছিল, ব্রিটেনে শতকরা ৮৬, জার্মানীতে শতকরা ৬৬ এবং ফ্রান্সে শতকরা ৭৭ ভাগে নামিয়াছিল। কিন্তু এই সময়ই সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্পোৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশী বাড়িল, ১৯৩৩ সালে ১৯২৯-এর উৎপাদনের তুলনায় শতকরা ২০১ ভাগে উঠিয়াছিল।

ধনিক অর্থনীতি ব্যবস্থার চেয়ে সোশালিস্ট অর্থনীতি ব্যবস্থার উৎকর্ষ ইহাতে নূতন করিয়া প্রমাণ হইল। ইহা দেখাইল যে সোশালিজ্‌মের দেশ হইল সারা দুনিয়ায় অর্থ নৈতিক সঙ্কটের আশঙ্কামুক্ত একমাত্র দেশ।

বিশ্বব্যাপী অর্থ নৈতিক সঙ্কটের ফলে ২ কোটী ৪০ লক্ষ লোক বেকার হইয়া উপবাস, দারিদ্র্য ও কষ্টের দুর্ভোগে পড়িল। কৃষিসঙ্কটে কোটী কোটী চাষীর দুর্দ্দশা ঘটিল।

বিশ্বব্যাপী অর্থ নৈতিক সঙ্কট সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে, বিজয়ী ও পরাজিত দেশগুলির মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক, পরাধীন দেশগুলির মধ্যে, শ্রমিক ও ধনিকদের মধ্যে, কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে অসামঞ্জস্যগুলিকে তীব্রতর করিয়া তুলিল।

ষোড়শ পার্টিকংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে রিপোর্ট দিতে গিয়া কমরেড স্টালিন দেখাইয়া দিলেন যে বুর্জোয়াশ্রেণী একদিকে ফ্যাশিস্ট একাধিপত্য, অর্থাৎ সব চেয়ে প্রগতিবিরোধী, সব চেয়ে যুদ্ধ-প্ররোচক, সবচেয়ে সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিকদের একাধিপত্য দ্বারা অর্থ নৈতিক সঙ্কটের সমাধান খুঁজিবে, অপরদিকে আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় দীন দেশগুলিকে নিঃস্ব করিয়া উপনিবেশ ও প্রভাবস্থাপনের এলাকাগুলিকে ভাগ করিবার মতলবে যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টা করিবে।

ঠিক্ এই ব্যাপারই তখন ঘটিয়াছিল।

১৯৩২ সালে জাপান যুদ্ধের বিপদকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। অর্থ নৈতিক সঙ্কটের দরুণ ইয়োরোপের শক্তিপুঞ্জ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পুরাপুরি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছে বুঝিয়া জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা স্থির করিল যে ঐ সুযোগ লইবে এবং চীন দেশ জয় করিয়া সেখানে প্রভুত্ব করার উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় দুর্ব্বল

চীনের উপর চাপ দিবে। নিজেরাই "স্থানীয় ঘটনা" বাধাইয়া দিয়া জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা নির্লজ্জভাবে তাহার সুযোগ লইল এবং চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই দস্যুর মত মাঞ্চুরিয়াতে সৈন্যবাহিনী লইয়া ঢুকিল। জাপানী বাহিনী সমগ্র মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিল, এবং এই উপায়ে সেখানে উত্তরচীন দখলের জন্য এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য যুদ্ধের আয়োজনের এক সুবিধাজনক ঘাঁটি তৈয়ার করিল। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইবার জন্য জাপান জাতিসংসদের ('লীগ অফ নেশন্‌স্') সভ্যপদ ছাড়িয়া দিল এবং নিদারুণ বেগে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল।

ইহাতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স সুদূর প্রাচ্যে তাহাদের নৌবল বাড়াইতে প্ররোচিত হইল। বেশ সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল যে জাপান চীনকে পদদলিত করার জন্য এবং ঐ দেশ হইতে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবৃন্দকে খেদাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহারা অস্ত্রবল বাড়াইয়া ইহার জবাব দিল।

কিন্তু জাপানের আরও একটী উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সোভিয়েট সুদূরপ্রাচ্য হস্তগত করার উদ্দেশ্য ছিল। স্বভাবতই সোভিয়েট ইউনিয়ন এই বিপদ সম্বন্ধে চোখ বুজিয়া থাকিতে পারিল না, বরং সুদূরপ্রাচ্য অঞ্চলকে খুবই শক্তিশালী করিতে লাগিল।

এইভাবে সুদূরপ্রাচ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের কল্যাণে যুদ্ধের প্রথম এলাকা দেখা দিল।

কিন্তু কেবল সুদূর প্রাচ্যেই অর্থনৈতিক সঙ্কট ধনতন্ত্রের অসঙ্গতিগুলিকে প্রকট করিয়া তোলে নাই। ইয়োরোপেও সেগুলি বিষম বাড়িয়া উঠিল। শিল্প ও কৃষিব্যাপারে বহুদিনব্যাপী সঙ্কট, বেকার

সমস্যার বিপুল পরিমাণ, এবং দরিদ্রশ্রেণীর জীবনযাত্রায় ক্রমবর্দ্ধমান্ অনিশ্চয়তার ভাব শ্রমিক ও কৃষকদের অসন্তোষকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল। শ্রমিকশ্রেণীর বিরাগ বিপ্লবী অসন্তোষে পরিণত হইল। যে-জার্ম্মানী যুদ্ধের জন্য বিজয়ী ইংরেজ ও ফরাসীদের ক্ষতিপূরণসূচক টাকা দিয়া এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে অর্থনীতি ব্যাপারে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল, এবং যেখানকার শ্রমিকশ্রেণী স্বদেশী ও বিদেশী, ইংরেজ ও ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, বিশেষত সেই জার্ম্মানীতে এই অবস্থা দেখা গেল। ফ্যাশিস্টরা রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া বসিবার পূর্ব্বে 'রাইখ্‌স্টাগের' (জার্ম্মান পার্লামেণ্ট) বিশেষ নির্ব্বাচনের সময় জার্ম্মান কমিউনিস্ট পার্টি যে ৬০ লক্ষ ভোট পাইয়াছিল, তাহা এই অসন্তোষের ব্যাপকতা সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতেছে। জার্ম্মান বুর্জোয়ারা বুঝিল যে জার্মানীতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখিলে নিজেরাই বিশ্রীভাবে ঠকিয়া যাইবে। শ্রমিকশ্রেণী এই অধিকারগুলি কাজে লাগাইয়া বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার ঘটাইতে পারে। তাহারা তাই স্থির করিল যে বুর্জোয়াশ্রেণীকে কর্ত্তৃপক্ষ হিসাবে জার্ম্মানীতে বাঁচাইয়া রাখার একটীমাত্র রাস্তা আছে; সে রাস্তা হইল বুর্জোয়া অধিকারগুলি উঠাইয়া দেওয়া, রাইখ্‌স্টাগ্‌কে নামমাত্রে পরিণত করা, এবং যে সন্ত্রাসবাদী বুর্জোয়া জাতীয়তাসর্ব্বস্ব একাধিপত্যের শক্তি শ্রমিক-শ্রেণীকে দমন করিতে পারিবে এবং পেতি-বুর্জোয়া জনসাধারণের মধ্যে যাহারা যুদ্ধে জার্ম্মানীর পরাজয়ের প্রতিশোধ চায়, তাহাদের উপর নির্ভর করিতে পারিবে, সেই শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠ করা। সুতরাং যে-ফ্যাশিস্ট পার্টি জনগণের চোখে ধুলা দিবার জন্য নিজেদের নামকরণ করিয়াছিল জাতীয়তাবাদী-**সোশালিস্ট** পার্টি, তাহারা সেই ফ্যাশিস্টদের রাষ্ট্রশক্তির আসনে আহ্বান করিল। তাহারা বেশ জানিত যে ফ্যাশিস্টরা

প্রথমত সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যাহারা সবচেয়ে প্রগতিবিরোধী এবং শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে বড় শত্রু, তাহাদেরই প্রতিনিধি, এবং দ্বিতীয়ত, ফ্যাশিস্টরা পার্টি হিসাবে যুদ্ধের প্রতিশোধ সম্বন্ধে সবচেয়ে জোর গলায় প্রচার করিত ও লক্ষ লক্ষ জাতীয়তাবাদী পেতি-বুর্জোয়াকে মুগ্ধ করিতে পারিত। জার্মান সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির যে-নেতারা আপোসনীতি অনুসরণ করিয়া ফ্যাশিজ্‌মের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সেই বিশ্বাসঘাতকরা এই কাজে জার্মান বুর্জোয়াদের সাহায্য করে।

এই অবস্থায় ১৯৩৩ সালে জার্মান ফ্যাশিস্টরা রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া বসে।

সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে জার্মানীর ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া কমরেড স্টালিন তাঁহার রিপোর্টে বলেন :

"জার্মানীতে ফ্যাশিজ্‌মের জয়কে শুধু শ্রমিকশ্রেণীর দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ, এবং যে-সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি ফ্যাশিজ্‌মের পথ প্রস্তুত করিয়াছে, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সেই পার্টির বিশ্বাসঘাতকতার ফল মনে করিলেই চলিবে না ; ইহাকে বুর্জোয়াশ্রেণীর দৌর্ব্বল্যের লক্ষণও মনে করিতে হইবে। বুর্জোয়ারা যে আর পুরাতন পার্লামেণ্টমার্কা এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন চালাইতে পারে না এবং ফলে বাধ্য হইয়া স্বরাষ্ট্র ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদী শাসন পদ্ধতি অবলম্বন করে, ইহারও লক্ষণ মনে করিতে হইবে···।" (স্টালিন, "সি, পি, এস, ইউ'র সপ্তদশ কংগ্রেস," 'পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট', ইংরেজী সংস্করণ, পৃঃ ১৭)

জার্মান ফ্যাশিস্টরা রাইখ্‌স্টাগে আগুন লাগাইয়া, নৃশংসভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে দমন করিয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর সকল সংগঠনকে ধ্বংস করিয়া, এবং বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অধিকার বাতিল করিয়া তাহাদের স্বরাষ্ট্রনীতির পত্তন করিল। জাতি-সংসদ হইতে সরিয়া আসিয়া, এবং জার্মানীর

অনুকূলে **জোর করিয়া** ইয়োরোপীয় দেশগুলির সীমান্তরেখা বদ্‌লাইবার মতলবে যুদ্ধের প্রকাশ্য আয়োজন করিয়া, তাহারা তাহাদের পররাষ্ট্রনীতির পত্তন করিল।

এইভাবে, জার্মান ফ্যাশিস্টদের কল্যাণে, ইয়োরোপের মধ্যস্থলে, যুদ্ধের দ্বিতীয় এলাকা দেখা দিল।

স্বভাবতই, সোভিয়েট ইউনিয়ন এই গুরুতর ঘটনা সম্বন্ধে চোখ বুজিয়া থাকিতে পারিল না, এবং পশ্চিমে যাহা ঘটিতেছে সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিল এবং পশ্চিম সীমান্তে আত্মরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করিতে লাগিল।

২। কুলাকদের নিয়ন্ত্রণ করার নীতি হইতে শ্রেণীহিসাবে তাহাদের উচ্ছেদ ঘটাইবার নীতি অবলম্বন—যৌথ কৃষি-আন্দোলন সম্পর্কে পার্টিনীতির বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম—সর্ব্বক্ষেত্রে পুঁজিদারদের উপর আক্রমণ—ষোড়শ পার্টিকংগ্রেস

পার্টি ও সরকার পূর্ব্বে মোট যে-কাজ করিয়াছিল তাহার ফলেই ১৯২৯ ও ১৯৩০ সালে চাষীরা দলে দলে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগ দেয়। যে-সোশালিস্ট শিল্প সংবর্দ্ধিত হইয়া ব্যাপকভাবে ট্র্যাক্টর ও কৃষিযন্ত্রাদি উৎপাদন আরম্ভ করিয়াছিল; ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে শস্যক্রয় সংক্রান্ত আন্দোলনে কুলাক্‌দের বিরুদ্ধে যে-প্রচণ্ড ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল; যে-কৃষিসমবায়সমিতিগুলি প্রসারলাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে চাষীদের সমবেত কৃষিকর্ম্মে অভ্যস্ত করিয়াছিল; প্রথম যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র পরিচালিত

কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলির কাজের সুফল—এই সব মিলিয়া সুদৃঢ়ভাবে যৌথ কৃষি-ব্যবস্থার পথ প্রস্তুত করিয়াছিল, এবং তখন সমগ্র গ্রাম, জেলা ও এলাকায় চাষীরা যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়াছিল।

যৌথ কৃষিব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠ করার কাজ বেশ নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন হয় নাই। দলে দলে চাষীরা সোজাসুজি আসিযা কৃষিসমবায়ে যোগ দেয় নাই। কুলাক্‌দের বিরুদ্ধে কৃষকসাধারণেব সংগ্রাম চলিযাছিল। সুদৃঢ়ভাবে যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্ত্তনেব অর্থ হইল এই যে গ্রামাঞ্চলের যেখানে কৃষিসমবায় স্থাপিত হইল সেখানকার সমস্ত জমি ঐ কৃষিসমবায়েব অধিকারে গেল। কিন্তু এই জমিব অনেকটা কুলাক্‌দেব দখলে বলিযা তাহাদিগকে জমি থেকে তাডাইযা, গৃহপালিত পশু ও যন্ত্রাদি কাডিযা লইযা, এবং সোভিযেট কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা কুলাক্‌দেব গ্রেপ্তাব করাইযা জেলা হইতে দূর করার কাজ চাষীদেব উপর পডিল।

সুতরাং সুদৃঢভাবে যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের অর্থ হইল কুলাক্‌দের উচ্ছেদ। ইহা হইল সুদৃঢ়ভাবে যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ভিত্তিতে, শ্রেণীহিসাবে কুলাক্‌দের উচ্ছেদ করাব নীতি।●

এই সময়ের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিযনের বাস্তব শক্তি এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে তাহার উপর নির্ভর করিযা কুলাক্‌দেব নিঃশেষ করা, তাহাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করা, শ্রেণীহিসাবে তাহাদের উচ্ছেদ ঘটানো এবং কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রচালিত কৃষি-প্রতিষ্ঠানের জোরে কুলাক্‌দের কৃষিকর্ম্ম উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব হইল।

১৯২৭ সালে কুলাক্‌রা তখনও ৬০ কোটী 'পুডের'ও বেশী শস্য উৎপাদন করিত; ইহার মধ্যে প্রায় ১৩ কোটী 'পুড' বিক্রয়ের জন্য মিলিত। ঐ বৎসর কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি হইতে মাত্র সাড়ে তিন কোটী 'পুড' শস্য বিক্রয়ের জন্য পাওয়া গিয়াছিল।

১৯২৯ সালে রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠান ও কৃষিসমবায়ের সংবর্দ্ধন সম্পর্কে বল্‌শেভিক্ পার্টির অটল কর্ম্মপন্থার গুণে এবং তদনুরূপ গ্রামাঞ্চলে ট্র্যাক্টর ও কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহ ব্যাপারে সোশালিস্ট শিল্পের প্রগতির ফলে, কৃষি-সমবায় ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লইয়াছিল। ঐ বৎসরই, কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি অন্যূন ৪০ কোটী 'পুড' খাদ্যশস্য উৎপাদন করে; ইহার মধ্যে ১৩ কোটীরও বেশী বাজারে সরবরাহ করা হয়। ১৯২৭ সালে কুলাক্‌রা যে-পরিমাণ শস্য বাজারে পাঠায়, সে-তুলনায় ইহা অধিক। আর ১৯৩০ সালে কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বাজারের জন্য উৎপাদন করিতে বলা হইল ৪০ কোটী 'পুডের'ও বেশী, তাহারা সেই পরিমাণ উৎপাদনও করিল; ১৯২৭ সালে কুলাক্‌রা যাহা বাজারে পাঠায়, তাহার চেয়ে ইহা এত বেশী যে তুলনাই চলে না।

এইভাবে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে শ্রেণীশক্তির পরস্পরসম্পর্কে পরিবর্ত্তনের ফলে, এবং কুলাক্‌দের শস্যোৎপাদনের পরিবর্ত্তে কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পক্ষে প্রয়োজন বাস্তব ভিত্তি থাকায়, বল্‌শেভিক্ পার্টি কুলাক্‌দের **নিয়ন্ত্রিত** করার নীতি হইতে নূতন এক নীতি, সুদৃঢ়ভাবে সমবেত কৃষিকর্ম্ম প্রবর্ত্তনের বনিয়াদের উপর **শ্রেণী হিসাবে তাহাদের উচ্ছেদ** করিবার নীতিতে উপনীত হইতে পারিল।

১৯২৯ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সোভিয়েট সরকার কুলাক্‌দের কাজকর্ম্মকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। কুলাক্‌দের উপর উচ্চতর হারে খাজনা চাপানো হয়, নির্দ্দিষ্ট দরে রাষ্ট্রের কাছে শস্য বিক্রয়ে তাহাদের বাধ্য করা হয়; জমির খাজনা সম্বন্ধে আইন দিয়া কুলাক্‌দের ব্যবহার্য্য জমির আয়তনকে বাঁধিয়া দেওয়া হয়; ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ক্ষেতখামারে ঠিকা মজুর খাটানো সম্বন্ধে আইন দিয়া কুলাকের জমির

ব্যাপ্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। কিন্তু, তখনও সরকার কুলাক্‌দের উচ্ছেদ ঘটাইবার নীতি অনুসরণ করে নাই, কারণ জমির ইজারা লওয়া ও মজুর খাটানো সম্পর্কে আইন তাহাদের কাজ চালাইবার অনুমতি দিয়াছিল, এমন কি তাহাদের উচ্ছেদ নিষেধ করিয়া দিয়া এ ব্যাপারে তাহাদিগকে এক প্রকার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। এই নীতির ফলে কুলাক্‌শ্রেণীর সংবর্দ্ধন প্রতিহত হইল, কুলাক্‌দের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় নিয়ন্ত্রণের ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া ব্যবসা হইতে বিদূরিত হইল ও ভাঙিয়া পড়িল। কিন্তু এই নীতি কুলাক্‌দের শ্রেণীগত অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ভাঙে নাই, কুলাক্‌দের উচ্ছেদ ঘটাইবার দিকেও ঝোঁকে নাই। এ নীতি কুলাক্‌দের নিয়ন্ত্রণ করার নীতি ছিল, উচ্ছেদের নীতি নয়। একটা সময় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যতদিন কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি দুর্ব্বল রহিল ও শস্যোৎপাদনে কুলাক্‌দের জায়গা দখল করিতে পারে নাই, ততদিন এ নীতি অপরিহার্য্য ছিল।

১৯২৯ সালের শেষে, কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলির সংবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট সরকার চট্‌ করিয়া এই নীতি ছাড়িয়া কুলাক্‌দের উচ্ছেদ করা, শ্রেণীহিসাবে তাহাদের সর্ব্বনাশ করার নীতি গ্রহণ করিল। সরকার জমি ইজারা লওয়া ও ঠিকা মজুর খাটানো সম্বন্ধে আইন রদ করিল, এবং এইভাবে কুলাক্‌দের জমি ও ঠিকা মজুর কাড়িয়া লইল। কুলাক্‌দের উচ্ছেদ নিষেধ করিয়া যে-আইন ছিল তাহা বাতিল হইল। কৃষিসমবায়ের কল্যাণের জন্য কুলাক্‌দের কাছ থেকে গৃহপালিত পশু, যন্ত্রাদি ও খামারের অন্যান্য সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়ার অধিকার চাষীদের দেওয়া হইল। কুলাক্‌দের উচ্ছেদ করা হইল। ১৯১৮ সালে পুঁজিদারদের যেমন শিল্প ব্যবস্থা হইতে উচ্ছেদ করা হইয়াছিল, ঠিক তেমনই কুলাক্‌দের উচ্ছেদ করা হইল; শুধু এই প্রভেদ ছিল যে কুলাক্‌দের উৎপাদনের

উপকরণসমূহ রাষ্ট্রের হাতে যাইল না, কৃষিসমবায়ে সংঘবদ্ধ চাষীদের হাতে গেল।

ইহা হইল বিরাট এক বিপ্লব, সমাজের প্রাচীন গুণবাচক অবস্থা হইতে নূতন এক গুণবাচক অবস্থায় অতিক্রমণ ঘটিয়া গেল; ইহার ফলাফল ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবেরই সমতুল্য।

এই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা রাষ্ট্রের উদ্যোগে **উপর হইতে** চাপের ফলে সম্পন্ন হইল, এবং যে-কোটী কোটী কৃষক কুলাক্‌দের দাসত্ববন্ধন ভাঙিবার জন্য ও কৃষিসমবায়গুলিতে স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সংগ্রাম করিতেছিল, তাহারা **নীচের দিক হইতে** একাজে প্রত্যক্ষ সাহায্য করিল।

এই বিপ্লব এক আঘাতে সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের তিনটী মূলগত সমস্যার সমাধান করিল:

(ক) ইহা আমাদেব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষকশ্রেণী, ধনিক পুনর্গঠনের প্রধান অবলম্বন, কুলাক্‌শ্রেণীর উচ্ছেদ ঘটাইল।

(খ) ইহা আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবীশ্রেণী, অর্থাৎ কৃষক-শ্রেণীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে যে-কৃষিব্যবস্থা পুঁজিবাদের জন্ম দেয়, সেই পথ ছাড়িয়া সমবেত, সংঘবদ্ধ, সোশালিস্ট কৃষিকর্ম্মের দিকে লইয়া যাইল।

(গ) ইহা সোভিয়েট শাসনকে কৃষিব্যাপারে সোশালিস্ট বনিয়াদ গড়িয়া দিল; দেশের অর্থনীতিব্যবস্থায় ইহা সবচেয়ে বিস্তীর্ণ ও একান্ত প্রয়োজন হইলেও এ পর্য্যন্ত খুব কমই অগ্রসর হইয়াছিল।

দেশের মধ্যে পুঁজিবাদ আবার প্রতিষ্ঠিত করার শেষ কলকাঠিটি ইহা নষ্ট করিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা গঠনের অনুকূল নূতন ও চূড়ান্ত অবস্থা সৃষ্টি করিল।

শ্রেণীহিসাবে কুলাক্‌দের উচ্ছেদ করার নীতি গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া, সুদৃঢ়ভাবে যৌথ কৃষিপ্রথা স্থাপনের জন্য কৃষকদের গণ-আন্দোলনের ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া, কমরেড স্টালিন ১৯২৯ সালে লেখেন :

"সকল দেশের যে-ধনিকরা সোভিয়েট ইউনিয়নে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেছে—'ব্যক্তিগত স্বত্বের পবিত্র নীতিকে' আবার কায়েম করার স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহাদের শেষ আশা ভাঙিয়া পড়িতেছে ও অন্তর্হিত হইতেছে। যে-চাষীদের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা ছিল যে তাহারা ধনতন্ত্রের পক্ষে ক্ষেত্র উর্ব্বর করার উপাদান, সেই চাষীরা দলে দলে 'ব্যক্তিগত স্বত্বের' বহুপ্রশংসিত পতাকা পরিত্যাগ করিতেছে, সংঘবদ্ধতার পন্থা, সোশালিজ্‌মের পন্থা অবলম্বন করিতেছে। ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার শেষ আশা চূর্ণ হইয়া যাইতেছে।" (স্টালিন, "লেনিনবাদ", 'বিপুল পরিবর্ত্তনে পরিপূর্ণ এক বৎসর', ইংরেজী সংস্করণ)

১৯৩০ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বল্‌শেভিক্) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত "সমবায়ীকরণের গতি ও যৌথ কৃষিব্যবস্থার বিকাশে সাহায্যার্থে রাষ্ট্রের বিধান" সংক্রান্ত ইতিহাসবিখ্যাত প্রস্তাবে শ্রেণীহিসাবে কুলাক্‌দের উচ্ছেদ-বিষয়ক নীতি একত্র বিন্যস্ত হইয়াছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থার তারতম্য, এবং কোন্ অঞ্চল কতটা সমবায়ীকরণের পক্ষে সুপরিণত ছিল সে বিষয়ে এই সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল।

সমবায়ীকরণের গতিবেগের বিভিন্ন হার নিরূপিত হইল ; এইজন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলকে তিনটী মণ্ডলীতে বিভক্ত করিল।

প্রথম মণ্ডলীতে ছিল প্রধান শস্যোৎপাদক অঞ্চলগুলি : যেমন, উত্তর

ককেশস্ (কুবান্, ডন্ ও টেরেক), মধ্য ভল্‌গা ও নিম্ন ভল্‌গা অঞ্চল, যেখানে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় ট্র্যাক্টর, সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠান এবং পূর্ব্বে শস্যক্রয়-আন্দোলনের ভিতরে কুলাক্‌দের সঙ্গে লড়াইয়ের সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞতা কৃষকদের ছিল বলিয়া সমবায়ীকরণের পক্ষে অবস্থা সবচেয়ে সুপরিণত ছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি প্রস্তাব করে যে এই শস্যোৎপাদক অঞ্চলগুলির মণ্ডলীতে ১৯৩১ সালের বসন্তকালে সমবায়ীকরণ মোটের উপর সম্পূর্ণ করা হইবে।

শস্যোৎপাদক অঞ্চলের দ্বিতীয় মণ্ডলী—য়ুক্রেন, কালো জমির মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল, সাইবীরিয়া, য়ুরাল্‌স্, কাজাকস্তান প্রভৃতি—মোটের উপর ১৯৩২ সালের বসন্তকালে সমবায়ীকরণ সম্পূর্ণ করা হইবে।

অন্যান্য প্রদেশ, এলাকা ও রিপাব্‌লিকগুলি (মস্কো প্রদেশ, ট্রান্স্-ককেশস্, মধ্য এশিয়ার সাধারণতন্ত্রগুলি প্রভৃতি) প্রথম পঞ্চবর্ষ সংকল্পের শেষ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৩৩ পর্য্যন্ত, সমবায়ীকরণের পদ্ধতি চালাইয়া যাইতে পারিবে।

সমবায়ীকরণের গতিবেগ বাড়িতে থাকায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করিল যে ট্র্যাক্টর, হার্ভেস্টার-কম্বাইন্, ট্র্যাক্টর চালিত যন্ত্রাদি উৎপাদনের জন্য কারখানা নির্ম্মাণের কাজ আরও জোরে চালানো দরকার। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি দাবী করিল যে "কৃষিসমবায় আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থাতে লাঙ্গল টানিবার কাজে ঘোড়ার দরকার কম মনে করার দিকে যে-ঝোঁক পড়িয়াছে, এবং যাহার ফলে না বুঝিয়া সুঝিয়া ঘোড়া বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইতেছে, সেই প্রবৃত্তিকে অটলভাবে বাধা দিতে হইবে।"

মূল পরিকল্পনার তুলনায় কৃষিসমবায়গুলিকে ১৯২৯-৩০ সালে দ্বিগুণেরও বেশী ঋণ (৫০০ কোটী 'রুব্‌ল্') রাষ্ট্র হইতে দেওয়া হইল।

জমি জরিপ ও জমির সীমা নির্দ্দেশ সম্পর্কে সমস্ত ব্যয়ভার রাষ্ট্র বহন করিল।

প্রস্তাবে একটী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দ্দেশ ছিল যে একটী বিশেষ স্তরে যৌথ কৃষি-আন্দোলনের **মুখ্য রূপ** কেবল "আর্টেল্" হইতে পারে; ইহাতে শুধু উৎপাদনের **প্রধান** উপকরণগুলিকে সাধারণ সম্পত্তি করা হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টিসংগঠনগুলিকে খুবই গুরুতরভাবে সাবধান করিয়া দিল যে উপর হইতে "হুকুম চালাইয়া জোর করিয়া যৌথ কৃষি-আন্দোলন যেন চাপাইয়া দেওয়া না হয়; তাহা হইলে যৌথ কৃষিসংগঠনে যথার্থ সোশালিস্ট প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে ছদ্ম-সমবায়ীকরণের বিপদ দেখা দিতে পারে।" (সি, পি, এস, ইউ'র (বি) প্রস্তাবাদি, রুশ সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৬৬২)

এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় কমিটি কিভাবে গ্রামাঞ্চলে পার্টির নূতন নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল।

শ্রেণীগতভাবে কুলাক্‌দের উচ্ছেদ এবং সুদৃঢ় সমবায়ীকরণের নীতি এক শক্তিশালী যৌথকৃষি আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। সমগ্র গ্রাম ও জেলার কৃষকরা যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিল, তাহাদের পথ হইতে কুলাক্‌দের ঝাঁটাইয়া দূর করিল এবং কুলাক্‌দের বন্ধনপাশ হইতে নিজেদের মুক্ত করিল।

কিন্তু সমবায়ীকরণের এই সুবিপুল সাফল্যসত্ত্বেও পার্টিকর্ম্মীদের কয়েকটী দোষ এবং যৌথ কৃষি-আন্দোলন সম্পর্কে পার্টি নীতির কিছু বিকৃতি শীঘ্রই ধরা পড়িল। সমবায়ীকরণের সাফল্যে গা ভাসাইয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি সতর্কবাণী জানাইলেও অনেকে কৃত্রিম উপায়ে সমবায়ীকরণের গতিবেগ বাড়াইতে লাগিল, স্থানকালের প্রকৃতি এবং যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগদান ব্যাপারে চাষীদের মনের প্রস্তুতির দিকে লক্ষ্য রাখিল না।

দেখাগেল যে **স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত** হইয়া যৌথপ্রতিষ্ঠান গঠনের নীতি লঙ্ঘন করা হইতেছিল, এবং অনেকগুলি জেলাতে চাষীদের **জোর করিয়া** বে-দখল করা, ভোট কাড়িয়া লওয়া ইত্যাদি ভয় দেখাইয়া যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানে ঢুকিতে বাধ্য করা হইতেছিল।

অনেকগুলি জেলাতে সমবায়ীকরণ সম্বন্ধে পার্টি নীতির মূলকথা ধীরভাবে বুঝাইয়া উদ্যোগ সম্পূর্ণ করার বদলে উপর হইতে আমলাতান্ত্রিক ধরণে হুকুম চালানো হইতেছিল, যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান গঠন সম্পর্কে অতিরঞ্জিত, কল্পিত সংখ্যা দেওয়া হইতেছিল, কৃত্রিম উপায়ে সমবায়ীকরণের অনুপাতকে বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছিল।

যৌথ কৃষি-আন্দোলনের মুখ্য রূপ হইবে কৃষি-'আর্টেল্', যেখানে শুধু উৎপাদনের প্রধান উপকরণগুলি সাধারণ সম্পত্তি, কেন্দ্রীয় কমিটি স্পষ্ট করিয়া একথা জানাইয়া দিলেও অনেক জায়গায় নির্ব্বোধের মত 'আর্টেলের' উপর দিয়া ঝাঁপাইয়া সোজাসুজি 'কমিউন্' স্থাপনের চেষ্টা হয়, বাসগৃহ, দুগ্ধবতী গাভী, ছোট ছোট গৃহপালিত পশু, মুরগী ইত্যাদি যেগুলি বাজারের জন্য ব্যবহৃত হয় না, সেগুলিকেও সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়।

সমবায়ীকরণের প্রথম সাফল্যের আহ্লাদে আটখানা হইয়া কোন কোন অঞ্চলের কর্ত্তৃপক্ষ সময় ও গতিবেগের সীমানির্দ্দেশ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির সুস্পষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করে। সংখ্যাকে ফাঁপাইবার উৎসাহে মস্কো অঞ্চলের নেতারা তাহাদের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের যে-ইঙ্গিত দিয়াছিল, তাহার ফলে অন্যূন তিন বৎসর (১৯৩২ সালের শেষ পর্য্যন্ত) সময় এই কাজের জন্য পাইয়াও তাহারা ১৯৩০ সালের বসন্তকালের মধ্যে সমবায়ীকরণ সম্পূর্ণ করিল। ট্রান্সককেশিয়া ও মধ্য এশিয়াতে ইহার চেয়েও অতিমাত্রায় কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশ অমান্য করা হইল।

নিজেদের স্বার্থে ঝগড়া বাধাইবার মতলব হাসিল করার জন্য কুলাক্‌রা ও তাহাদের চাটুকারেরা পার্টিনীতির এই বিকৃতির সুযোগ লইয়া প্রস্তাব করিল যে কৃষি-'আর্টেলের' বদলে 'কমিউন্‌' গঠন করা হউক, এবং অবিলম্বে বাসগৃহ, ছোট ছোট গৃহপালিত পশু, মুরগী ইত্যাদি সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করা হউক। কুলাক্‌রা আবার চাষীদের প্ররোচনা করিল যে তাহারা যেন যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিবার আগে নিজেদের পশুগুলিকে বধ করে, কারণ "যাহাই হউক না কেন, সেগুলিকে কাড়িয়া লওয়া হইবেই।"

শ্রেণীশত্রু হিসাব করিয়া দেখিল যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সমবায়ী-করণের পদ্ধতিতে বিকৃতি ও ভুলভ্রান্তি করিলে কৃষকরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে ও সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্ররোচনা করিবে।

পার্টিসংগঠনগুলির ভুলভ্রান্তি এবং শ্রেণীশত্রুর নির্লজ্জ প্ররোচনার ফলে ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষার্দ্ধে লক্ষ্য করা গেল যে মোটের উপর সমবায়ীকরণ নিঃসন্দেহে সফল হওয়া সত্ত্বেও অনেকগুলি জেলায় চাষীদের মধ্যে গুরুতর অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। এমন কি কোন কোন স্থানে কুলাক্ ও তাহাদের দালালেরা সোজাসুজি সোভিয়েটবিরোধী কাজে কৃষকদের প্ররোচিত করিতে পারিয়াছিল।

পার্টিনীতির যে-বিকৃতি সমবায়ীকরণকে বিপন্ন করিতে পারে, সেই বিকৃতি বিষয়ে অনেকগুলি আশঙ্কাজনক লক্ষণ পাইয়া পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি অবিলম্বে এই দুরবস্থার নিরাকরণের কাজে অগ্রসর হইল এবং পার্টিকর্মীদের যতশীঘ্র সম্ভব ভুলচুক্‌গুলি শুধরাইবার কাজ দিল। ১৯৩০ সালের ২রা মার্চ তারিখে, কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, "সাফল্যে মস্তিষ্কঘূর্ণন" শীর্ষক কমরেড স্টালিনের প্রবন্ধ প্রকাশ হইল। যাহারা সমবায়ীকরণের সাফল্যে অতিরিক্ত উৎসাহবোধ করিয়া অনেক বিশ্রী ভুল করিয়া বসিয়াছিল

ও পার্টিনীতি হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, যাহারা জোর করিয়া চাষীদের যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, এই প্রবন্ধ তাহাদের সকলকে সতর্ক করিয়া দিল। প্রবন্ধে এই নীতির উপর যথাসম্ভব বেশী জোর দেওয়া হয় যে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান গঠন স্বেচ্ছামূলক হইতেই হইবে, এবং সমবায়ীকরণের গতি ও পদ্ধতি স্থির করার সময় সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থাভেদের জন্য যথাযথ অদলবদলের প্রয়োজন রহিয়াছে। কমরেড স্টালিন আবার বলিলেন যে যৌথ কৃষি-আন্দোলনের মুখ্য রূপ হইল কৃষি-'আর্টেল্', এবং ইহাতে প্রধানত শস্যোৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত দরকারী উপকরণগুলিকেই শুধু সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করা হইবে, আর গৃহস্থের জমি ও বাসগৃহ, গরু প্রভৃতি পশুধনের একাংশ, ছোট ছোট গৃহপালিত পশু, মুরগী প্রভৃতিকে সাধারণ সম্পত্তি করা হইবে না।

কমরেড স্টালিনের প্রবন্ধের বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। ইহা পার্টিসংগঠনগুলিকে তাহাদের ভুলচুক শুধ্রাইতে সাহায্য করিল, এবং সোভিয়েট সরকারের যে শত্রুরা পার্টিনীতির বিকৃতিব সুযোগ লইয়া সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্ররোচিত করার আশা পোষণ করিতেছিল, তাহাদের উপর এক কঠোর আঘাত লাগাইল। ব্যাপকভাবে কৃষকসাধারণ এখন দেখিল যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্বোধ "বামপন্থী" বিকৃতির সঙ্গে বল্‌শেভিক্ পার্টিনীতির কোন সম্বন্ধ নাই। এই প্রবন্ধ কৃষকদের মনে শান্তি আনিয়া দিল।

বিকৃতি ও ভুলভ্রান্তি শুদ্ধ করিয়া লইবার যে-কাজ কমরেড স্টালিনের প্রবন্ধে আরম্ভ হইয়াছিল, সে-কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ঐ ভুলভ্রান্তির বিরুদ্ধে আবার আঘাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল, এবং ১৯৩০ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে "যৌথ কৃষি-আন্দোলনে পার্টিনীতির

বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার পদ্ধতি" শীর্ষক প্রস্তাব প্রকাশ করিল।

যে-সব ভুল হইয়াছিল, সে-সম্বন্ধে এই প্রস্তাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ছিল ; ইহা দেখাইল যে ভুল হইয়াছে পার্টির লেনিন-স্টালিনপন্থী নীতি হইতে বিচ্যুতির ফলে, পার্টির নির্দ্দেশকে নির্লজ্জভাবে অমান্য করার ফলে।

কেন্দ্রীয় কমিটি দেখাইয়া দিল যে এই "বামপন্থী" বিকৃতিগুলি শ্রেণীশত্রুকেই প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দ্দেশ দিল যে "যাহারা পার্টিনীতি হইতে বিচ্যুতির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে **বরখাস্ত** করিয়া **অপর লোককে** তাহাদের কাজে বসাইতে হইবে।" ('সি, পি, এস, ইউ (বি)-র প্রস্তাবাদি', দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৬৬৩)

যে কয়েকটা অঞ্চল ও প্রদেশের সাংগঠনিক নেতারা (মস্কো প্রদেশ, ট্রান্সককেশিয়া) রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি করিয়াছিল এবং তাহা শুধ্রাইবার ক্ষমতা দেখাইতে পারে নাই, কেন্দ্রীয় কমিটি সেই সব নেতাদের সরাইয়া দিল।

১৯৩০ সালের ৩রা এপ্রিল তারিখে কমরেড স্টালিনের "যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানের কমরেডদের জবাব" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ হইল। ইহাতে তিনি দেখাইলেন যে কৃষকসমস্যা সম্পর্কে ভুলভ্রান্তি এবং যৌথ কৃষি-আন্দোলন লইয়া প্রধান ভুলগুলির **মূল কারণ** রহিয়াছে—মাঝারি অবস্থার চাষীর প্রতি ভ্রান্ত মনোভাবে, যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান গঠন যে সকলের স্বেচ্ছাপ্রসূত হইবে এই লেনিনবাদী নীতির লঙ্ঘনে, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার অবস্থার তারতম্য অনুসারে অদল বদল মানিয়া লওয়ার প্রয়োজন বিষয়ে লেনিনবাদী নীতির লঙ্ঘনে, এবং একলম্ফে 'আর্টেল্' ব্যবস্থা পার হইয়া একেবারে 'কমিউনে' পৌছিয়া যাইবার চেষ্টায়।

এই সব ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে অনেকগুলি জেলায় স্থানীয় পার্টিকর্ম্মীরা নীতিকে বিকৃত করিয়া যে-ভুল করে, তাহার সংশোধন পার্টি করিয়া লইল।

সাফল্যের আহ্লাদে আটখানা হইয়া পার্টিকর্ম্মীদের মধ্যে অনেকে যে দ্রুত পার্টিনীতি হইতে বিচ্যুত হইতেছিল, অবিলম্বে তাহাদের ভ্রমসংশোধন করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে যথেষ্ট দৃঢ়তা ও **স্রোতের বিরুদ্ধে** যাওয়ার ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল।

যৌথ কৃষি-আন্দোলনে পার্টিনীতির বিকৃতিকে শুদ্ধ করিয়া লওয়ার কাজে পার্টি সাফল্যলাভ করিল।

ইহার ফলে যৌথ কৃষি-আন্দোলনের সাফল্যকে সুপ্রতিষ্ঠ করা সম্ভব হইল।

ইহার ফলে যৌথ কৃষি-আন্দোলনের নূতন ও শক্তিশালী অগ্রগমনও সম্ভব হইল।

শ্রেণীহিসাবে কুলাক্‌দের উচ্ছেদ করিবার নীতি পার্টি গ্রহণ করার পূর্ব্বে প্রধানত শহরগুলিতে সমস্ত পুঁজিবাদী ধারাকে বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে শিল্পক্ষেত্রে সতেজে আক্রমণ চলিতেছিল। এ পর্য্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কৃষিকর্ম্ম শহরগুলির পিছনে পড়িয়াছিল, শিল্পের পিছনে পড়িয়াছিল। ফলে ঐ আক্রমণের কোন বহুমুখী, সম্পূর্ণ ও ব্যাপকরূপ ছিল না। কিন্তু এখন গ্রামাঞ্চলের পশ্চাৎপদতা অতীতের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, এখন কুলাক্-শ্রেণীর উচ্ছেদের জন্য কৃষকদের সংগ্রাম সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করিয়াছিল, পার্টি কুলাক্‌শ্রেণীকে উচ্ছেদ করার নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতে পুঁজিবাদী ধারার বিরুদ্ধে আক্রমণ ব্যাপকরূপ পরিগ্রহ করিল। আংশিক আক্রমণ বাড়িয়া সর্ব্বক্ষেত্র ব্যাপিয়া আক্রমণে পরিণত হইল। ষোড়শ

পার্টিকংগ্রেস যখন আহুত হইল তখন সর্ব্বত্রই পুঁজিবাদী ধারার বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ চলিতেছিল।

১৯৩০ সালের ২৬শে জুন তারিখে ষোড়শ পার্টিকংগ্রেস বসিল। ১২,৬০,৮৭৪ পার্টিসভ্য ও ৭,১১,৬০৯ ক্যাণ্ডিডেট-সভ্যের প্রতিনিধিরূপে ভোটাধিকার সম্পন্ন ১,২৬৮ জন ডেলিগেট এবং ভোট না থাকিলেও আলোচনার অধিকার পাইয়া ৮৯১ জন ডেলিগেট যোগ দিল।

"**সর্ব্বক্ষেত্র ব্যাপিয়া** সোশালিজ্‌মের প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইবার কংগ্রেস, শ্রেণীহিসাবে কুলাকদের উচ্ছেদ ঘটাইবার কংগ্রেস, সুদৃঢ় ভিত্তিতে কৃষিসমবায় ব্যবস্থা স্থাপনের কংগ্রেস" (স্টালিন) বলিয়া পার্টির ইতিহাসে ষোড়শ পার্টিকংগ্রেসের খ্যাতি।

কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট দিতে গিয়া কমরেড স্টালিন দেখান যে সোশালিস্ট আক্রমণকে জয়যুক্ত করার কাজে বল্‌শেভিক্‌ পার্টি বিরাট সাফল্য লাভ করিয়াছে।

দেশকে সোশালিস্ট শিল্পপ্রধান করার কাজ এখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে দেশের মোট উৎপাদনে শিল্পের অনুপাত এখন কৃষিকর্ম্মের চেয়ে অধিক হইয়া দাড়াইয়াছিল। ১৯২৯-৩০ সালেই দেশের মোট উৎপাদনে শিল্পের ভাগ ছিল শতকরা অন্যূন ৫৩, আর কৃষির ভাগ ছিল প্রায় ৪৭।

১৯২৬-২৭ সালে, পঞ্চদশ পার্টিকংগ্রেসের সময়, শিল্পের **মোট** উৎপাদন যুদ্ধপূর্ব্ব যুগের তুলনায় ছিল শতকরা মাত্র ১০২.৫ ; ১৯২৯-৩০ সালে, ষোড়শ কংগ্রেসের সময়, ঐ অনুপাত ছিল শতকরা ১৮০।

বৃহৎশিল্প—অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদন, কলকব্জা তৈয়ার করা—ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল।

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে কমরেড স্টালিন ঘোষণা করেন, "আমরা

আমাদের দেশকে **কৃষিপ্রধান** হইতে **শিল্পপ্রধান** দেশে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছি।"

কিন্তু কমরেড স্টালিন বুঝাইয়া বলেন যে এখনও শিল্পবিকাশের **অনুপাত** এবং শিল্পবিকাশের **স্তরকে** এক মনে করা চলিবে না। সোশালিস্ট শিল্পবিকাশের অভূতপূর্ব্ব গতিবেগ সত্ত্বেও আমরা তখনও শিল্পবিকাশের **স্তরের** দিক হইতে অগ্রসর ধনিক দেশগুলির তুলনায় বহু পশ্চাতে পড়িয়া ছিলাম। সোভিয়েট ইউনিয়নে বৈদ্যুতিক শক্তি ছড়াইয়া দেওয়া ব্যাপারে প্রভূত উন্নতি ঘটিলেও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে আমরা পশ্চাৎপদ ছিলাম। ধাতব উৎপাদনেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। পরিকল্পনা অনুসারে ১৯২৯-৩০ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে ৫৫ লক্ষ টন অসংস্কৃত লৌহ উৎপাদনের কথা ছিল; তখন ১৯২৯ সালে জার্মানীতে অসংস্কৃত লৌহ উৎপন্ন হইত ১ কোটী ৩৪ লক্ষ টন, আর ফ্রান্সে এক কোটী সাড়ে চার লক্ষ টন। যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে যন্ত্র ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদতার ক্ষতিপূরণ করিতে হইলে আমাদের শিল্পবিকাশের অনুপাতকে আরও বাড়ানো দরকার ছিল, এবং যে-সুবিধাবাদীরা সোশালিস্ট শিল্পবিকাশের হারকে কমাইবার জন্য ব্যস্ত ছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করা দরকার ছিল।

কমরেড স্টালিন বলেন, "যাহারা আমাদের শিল্পবিকাশের অনুপাতকে **কমাইবার** কথা বলে, তাহারা সোশালিজ্‌মের শত্রু, তাহারা আমাদের শ্রেণীশত্রুদের দালাল" (স্টালিন, "লেনিনবাদ", 'ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট', ইংরেজী সংস্করণ)

প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্পের প্রথম বর্ষের কর্ম্মসূচী সুসম্পন্ন হওয়ার পর, কর্ম্মসূচীতে যাহা ছিল তাহারও অধিক সাফল্য ঘটার পর, জনসাধারণের

মধ্যে এক শ্লোগান উঠিল—**"চার বৎসরে পঞ্চবর্ষসংকল্পকে সুসম্পন্ন করো।"** শিল্পের অনেকগুলি শাখা (তৈল, 'পীট', ব্যাপকভাবে কলকব্জা তৈয়ার করা, কৃষিযন্ত্র, বৈদ্যুতিক বিকাশ) এরূপ সাফল্যের সহিত তাহাদের কর্ম্মসূচীকে সুসম্পন্ন করে যে তাহাদের পক্ষে আড়াই বা তিন বৎসরে পঞ্চবর্ষসংকল্প পূর্ণ করা সম্ভব ছিল। ইহাতে প্রমাণ হইল যে "চার বৎসরে পাঁচ বৎসরের কাজ" শেষ করার শ্লোগান বেশ যুক্তিযুক্ত; যে-অবিশ্বাসীর দল এ ব্যাপারে সন্দেহ করিত, তাহাদের সুবিধাবাদ জাহির হইয়া গেল।

ষোড়শ কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে নির্দ্দেশ দিল যে "সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের **সতেজ বল্‌শেভিক্ গতিবেগ** যেন কিছুতেই ঢিলা না হয়, এবং **পঞ্চবর্ষসংকল্প যেন বাস্তবিকই চার বৎসরে সম্পূর্ণ হয়।**"

ষোড়শ পার্টি কংগ্রেস বসিবার পূর্ব্বেই সোভিয়েট ইউনিয়নে কৃষি-ব্যবস্থার বিকাশে বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ব্যাপকভাবে কৃষক সাধারণ সোশালিজ্‌মের দিকে তাকাইয়াছিল। ১৯৩০ সালের ১লা মে তারিখে প্রধান শস্যোৎপাদক অঞ্চলগুলিতে মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ কৃষিসমবায়ে যোগ দিয়াছিল (১৯২৮ সালের বসন্তকালে এই অনুপাত ছিল দুই হইতে তিনের মধ্যে)। যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলির শস্যক্ষেত্রের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ৬০ লক্ষ 'হেক্টার'।

সুতরাং ১৯৩০ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে যে বর্দ্ধিত কর্ম্মসূচী (৩ কোটী 'হেক্টার') নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, উৎপাদন হইল তাহার চেয়েও বেশী। যৌথ কৃষিব্যবস্থার সংবর্দ্ধন বিষয়ে পাঁচ বৎসরের কর্ম্মসূচী দুই বৎসরেরই মধ্যে দেড়গুণেরও বেশী সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

তিন বৎসরের যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি হইতে বাজারে প্রেরিত শস্যের পরিমাণ চল্লিশগুণেরও বেশী বাড়িয়াছিল। ১৯৩০ সালেই দেশের বাজারগুলিতে যে-শস্য আসিল, তাহার অর্দ্ধেকেরও বেশী আসিল যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান হইতে। রাষ্ট্রপরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি যে শস্য উৎপাদন করিত, তাহা একেবারে স্বতন্ত্র।

ইহার অর্থ এই যে এখন হইতে কৃষিকর্ম্মের ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ করিবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে চাষীদের ক্ষেতখামার নয়, নির্দ্দেশ করিবে কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠান।

যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলিতে চাষীরা দলে দলে যোগ দিবার পূর্ব্বে সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রধানত সোশালিস্ট শিল্পের উপরই নির্ভর করিত; এখন কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানের উপর, অর্থাৎ কৃষি-ব্যাপারে দ্রুতবর্দ্ধমান সোশালিস্ট সংস্থিতির উপর সোভিয়েটরাষ্ট্র নির্ভর করিতে আরম্ভ করিল।

ষোড়শ পার্টিকংগ্রেসের একটী প্রস্তাবে বলা হয় যে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের চাষীরা "বাস্তবিকই সোভিয়েট শক্তির সুদৃঢ় অবলম্বন" হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩। দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থার সকল বিভাগকে পুনর্গঠন করার নীতি—কর্ম্মকৌশলের গুরুত্ব—যৌথ কৃষি-আন্দোলনের প্রসার বৃদ্ধি—মেশিন্ ও ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলির রাজনৈতিক বিভাগ গঠন—চার বৎসরে পঞ্চবর্ষসংকল্প সম্পাদনের ফল—সর্ব্বক্ষেত্রে সোশালিজ্‌মের বিজয়—সপ্তদশ পার্টিকংগ্রেস

যখন বৃহৎশিল্প এবং বিশেষ করিয়া কলকব্জা বানাইবার কারখানাগুলি নির্ম্মিত হইল ও দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল, এবং যখন ইহাও

স্পষ্ট দেখা গেল যে সেগুলি বেশ দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিতেছে তখন পার্টির সম্মুখে পরবর্তী কাজ হইল আধুনিক, অভিনব পদ্ধতিতে দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থায় সকল বিভাগকে পুনর্গঠিত করা। জ্বালানিশিল্প, ধাতুশোধন শিল্প, হাল্কা শিল্পসমূহ, খাদ্যশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা, যানবাহন ব্যবস্থা এবং কৃষিকর্মের জন্য আধুনিক শিল্পবিজ্ঞান ও আধুনিক কলকব্জা সরবরাহ করা দরকার ছিল। কৃষিজাত পণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে উৎপাদনের সকল শাখাতে উৎপাদনের পরিমাণকে দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কলকারখানাগুলি, রাষ্ট্রপরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠান ও কৃষিসমবায়সমূহের কাছে যথেষ্ট যন্ত্রপাতি সরবরাহ না করিলে ইহা সম্ভব ছিল না, কারণ পুরাতন যন্ত্রপাতি লইয়া প্রয়োজন মাফিক উৎপাদন পাওয়া যাইত না।

দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থায় প্রধান শাখাসমূহ পুনর্গঠিত না হইলে দেশ ও তাহার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নূতন ও ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটানো সম্ভব ছিল না।

পুনর্গঠন না হইলে সর্ব্বক্ষেত্রে সোশালিজমের আক্রমণ সম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না, কারণ তখনও শহর ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী ধারার সঙ্গে লড়িয়া উহাকে হারাইয়া দেওয়া দরকার ছিল। কেবল শ্রম ও সম্পত্তি ব্যবস্থায় নূতন সংগঠন দ্বারা নয়, নূতন শিল্পকৌশল, শিল্পবিজ্ঞানে উৎকর্ষ দ্বারাও তাহাকে পরাজিত করা প্রয়োজন ছিল।

পুনর্গঠন না হইলে শিল্পকৌশল ও অর্থনীতিক্ষেত্রে অগ্রসর ধনিক দেশগুলিকে ধরিয়া ফেলিয়া অতিক্রম করিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ শিল্পবিকাশের অনুপাতের দিক হইতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধনিক দেশগুলিকে হারাইয়া দিলেও শিল্পবিকাশের স্তরের দিক হইতে,

শিল্পোৎপাদনের পরিমাণের দিক হইতে তাহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া ছিল।

পিছন হইতে আগাইয়া ধনিক দেশগুলিকে ধরিয়া ফেলিতে হইলে উৎপাদনের প্রত্যেক শাখাকেই নূতন শিল্পকৌশলে সমৃদ্ধ করা এবং আধুনিকতম শিল্পপদ্ধতিতে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন ছিল।

শিল্পকৌশলের প্রশ্ন তাই চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইল।

প্রধান প্রতিবন্ধক যে আধুনিক যন্ত্রাদি ও কলকব্জার অভাব খুব বেশী ছিল তাহা নয়, কারণ আমাদের কলকব্জা বানাইবার কারখানাগুলি আধুনিক শিল্পসজ্জা উৎপাদন করিতেছিল, কিন্তু প্রতিবন্ধক হইল শিল্পকৌশল সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের ভ্রান্ত মনোভাব। পুনর্গঠনের যুগে শিল্পকৌশলেব গুরুত্বেব অল্পমূল্য দেওয়া ও তুচ্ছজ্ঞান করার প্রবৃত্তি তাহাদেব ছিল। তাহাদের মতে শিল্পবিজ্ঞানসংক্রান্ত ব্যাপার হইল "বিশেষজ্ঞদের" কাজ, তাহার গুরুত্ব মাঝামাঝি রকমের, "বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের" হাতে ছাড়িযা দেওয়া উচিত; তাহাদের মতে কমিউনিস্ট কর্ম্মপরিচালকদের পক্ষে উৎপাদনের শিল্পবিজ্ঞানসংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই; যাহা সত্যই গুরুত্বপূর্ণ, সেই শিল্পের "সাধারণ" পরিচালনার দিকে তাহাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

সুতরাং উৎপাদন ব্যাপারে "বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের" সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইল, আর কমিউনিস্ট কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা "সাধারণ" পরিচালনার কাজ, কাগজপত্র স্বাক্ষর করার কাজ নিজেদের হাতে রাখিল।

বলাই বাহুল্য যে এরূপ মনোভাব থাকায় "সাধারণ" পরিচালনার অবনতি ঘটিয়া পরিচালনার এক হাস্যকর অনুকরণ মাত্রে দাঁড়াইল, অকারণ কাগজপত্র লইয়া বহ্বাড়ম্বরে পর্য্যবসিত হইল।

কমিউনিস্ট কার্য্যাধ্যক্ষেরা যদি শিল্পকৌশলসংক্রান্ত ব্যাপারে

তাচ্ছিল্যের মনোভাব দেখাইয়াই চলিত, তো নিশ্চয়ই আমরা কখনও অগ্রসর ধনিক দেশগুলিকে অতিক্রম করা দূরে থাক্, তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দিতেও পারিতাম না। বিশেষ করিয়া পুনর্গঠনের যুগে এই মনোভাবে আমাদের দেশকে পশ্চাৎপদ অবস্থায় থাকার দণ্ডভোগ করিতে হইত, আমাদের অগ্রগতির অনুপাত হ্রাস পাইত। বাস্তবিকই যে একশ্রেণীর কমিউনিস্ট কার্য্যাধ্যক্ষের গোপন ইচ্ছা ছিল শিল্পবিকাশের গতিবেগে বাধা দিয়া কমাইয়া দেওয়া, যাহাদের ইচ্ছা ছিল এইভাবে উৎপাদনের দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদের ঘাড়ে ঠেলিয়া দিয়া "আরামে" থাকিতে পারা, তাহাদের ইচ্ছার উপর শিল্পকৌশলসংক্রান্ত ব্যাপারে এই মনোভাব একটা আবরণ, একটা মুখোসের সামিল হইয়া ছিল।

কমিউনিস্ট কার্য্যাধ্যক্ষদের মনোযোগ শিল্পবিজ্ঞানবিষয়ক ব্যাপারে প্রয়োগ করা এবং শিল্পকৌশল আয়ত্ত করা প্রয়োজন ছিল, তাহাদের দেখানো দরকার ছিল যে বল্‌শেভিক্ কর্ম্মকর্ত্তারা যেন নিশ্চয়ই আধুনিক শিল্পকৌশলে পারদর্শিতা লাভ করে, নতুবা আমাদের দেশের পক্ষে পশ্চাৎপদ ও নিশ্চল হইয়া থাকার দণ্ডভোগের আশঙ্কা রহিয়াছে।

এই সমস্যা সমাধান না হইলে আরও আগাইয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না।

এই সম্পর্কে ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিল্পব্যাপারে কর্ম্মকর্ত্তাদের প্রথম সম্মেলনে কমরেড স্টালিন যে-বক্তৃতা করেন তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কমরেড স্টালিন বলেন, "কখনও কখনও প্রশ্ন উঠে যে গতিবেগকে সামান্য কমানো সম্ভব কি না, আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় কি না। না, কমরেড, তাহা সম্ভব নয়! গতিবেগ কিছুতেই

কমানো উচিত নয়!···গতিবেগকে শিথিল করার অর্থ হইল পিছনে পড়িয়া থাকা। আর যাহারা পিছনে পড়িবে, তাহারা পরাজিত হইবে। কিন্তু আমরা পরাজিত হইতে চাই না। না, পরাজিত হইতে আমরা একেবারেই নারাজ!

"কথাপ্রসঙ্গে বলা যায় যে পুরাতন রাশিয়ার ইতিহাস হইল পিছনে পড়িয়া থাকার ফলে অবিরাম মার খাইয়া যাওয়ার এক বৃত্তান্ত মাত্র। মোঙ্গল খান্‌রা রাশিয়াকে মারিয়াছে। তুর্কী বে-রা মারিয়াছে। সুইডেনের জায়গীরদাররা মারিয়াছে। পোলাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার ভদ্রলোকেরা মারিয়াছে। ইংরেজ ও ফরাসী পুঁজিদাররা মারিয়াছে। জাপানী 'ব্যারণ্‌রা' মারিয়াছে। রাশিয়া পশ্চাৎপদ বলিয়া সকলেই তাহাকে পরাভূত করিয়াছে···

"অগ্রসর দেশগুলির তুলনায় আমরা ৫০ কি ১০০ বৎসর পিছনে রহিয়াছি। দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের এই ব্যবধান দূর করিতে হইবে। হয় আমরা ইহা করিব, নয় তাহারা আমাদের চূর্ণ করিয়া দিবে···

"বড় জোর দশবৎসরের মধ্যে আমরা অগ্রসর ধনিক দেশসমূহের যতদূর পিছনে রহিয়াছি, সেই ব্যবধান নিশ্চয়ই দূর করিব। ইহার জন্য প্রয়োজন "বাস্তব" সুযোগ আমাদের সবই আছে। আমাদের একমাত্র অভাব হইল এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার সামর্থ্য। আর ইহা আমাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে। **কেবল** আমাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে! এই সুযোগগুলি ব্যবহার কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা শিখিবার সময় উপস্থিত। উৎপাদনব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার জঘন্য নীতি পরিহার করার সময় আসিয়া গিয়াছে। নূতন এক নীতি, সময়োপযোগী নীতি—সর্ব্বব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার নীতি

অবলম্বনের সময় উপস্থিত। আপনি যদি কারখানার কর্ম্মকর্ত্তা হন, তো কারখানার সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন, সব জিনিস দেখাশুনা করুন, কোন কিছুই যেন আপনার চোখ এড়াইয়া না যায়, বার বার শিক্ষা করুন। **পুনর্গঠনের যুগে শিল্পকৌশলই সব কিছু নির্ণয় করিয়া দেয়।**" (স্টালিন, "লেনিনবাদ", 'কার্য্যাধ্যক্ষদের কর্ত্তব্য', ইংরেজী সংস্করণ)

কমরেড স্টালিনের বক্তৃতার ঐতিহাসিক গুরুত্ব হইল এই যে ইহা শিল্পকৌশলসংক্রান্ত ব্যাপারে কমিউনিস্ট কর্ম্মকর্ত্তাদের তাচ্ছিল্যের ভাবকে দূর করিল, তাহাদিগকে সোজাসুজি শিল্পকৌশলসংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হইতে বাধ্য করিল, বল্‌শেভিক্‌রা যাহাতে নিজেরাই শিল্পকৌশল আয়ত্ত করে সেজন্য সংগ্রামের নূতন এক অধ্যায় খুলিয়া দিল, এবং এইভাবে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ চালাইতে সাহায্য করিল।

তখন হইতে শিল্পকৌশলসংক্রান্ত জ্ঞান আর বুর্জোয়া "বিশেষজ্ঞদের" একচেটিয়া ব্যাপার হইয়া রহিল না; ইহা বল্‌শেভিক্‌ কর্ম্মকর্ত্তাদেরই কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল। আর "বিশেষজ্ঞ" কথাটী নিন্দাসূচক আখ্যা হইয়া রহিল না, শিল্পকৌশলে পারদর্শী বল্‌শেভিক্‌দেরই সম্মানজনক উপাধি হইয়া দাঁড়াইল।

তখন হইতে দলে দলে হাজার হাজার কমিউনিস্ট "বিশেষজ্ঞের" দেখা পাওয়া অবশ্যম্ভাবী হইল, দেখা পাওয়াও গেল; শিল্পকৌশল আয়ত্ত করিয়া এই বিশেষজ্ঞেরা শিল্পপরিচালনায় পারদর্শী হইলেন।

ইহাই হইল নূতন, সোভিয়েট, শিল্পকুশলী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, ইঁহারা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবী, এবং ইঁহারাই এখন আমাদের শিল্পপরিচালনার প্রধান শক্তি।

এই সমস্ত ব্যাপারে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনেব উৎকর্ষ অবশ্যম্ভাবী হইল, বাস্তবিকই উৎকর্ষ ঘটিল।

পুনর্গঠন কেবল শিল্প ও যানবাহন ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ ছিল না। কৃষিব্যাপাবে ইহা আরও দ্রুত অগ্রসর হইল। ইহার কারণ খুঁজিয়া পাইতে বিলম্ব হয় না; অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কৃষিকর্ম্মে যন্ত্র ব্যবহার কম হইত বলিয়া এখানে অন্যান্য ক্ষেত্রেব তুলনায আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইত। আর এখন কৃষিসমবায়ের সংখ্যা মাস হইতে মাস ও সপ্তাহ হইতে সপ্তাহ বাড়িয়া চলিতেছিল বলিয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ট্র্যাক্টর ও কৃষিযন্ত্রের চাহিদা বাড়িতেছিল বলিযা আধুনিক কৃষিযন্ত্রের সরবরাহ বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন হইল।

১৯৩১ সালে কৃষিসমবায় আন্দোলন আরও অগ্রসর হইল। প্রধান শস্যোৎপাদক অঞ্চলগুলিতে মোট ক্ষেতখামাবগুলির মধ্যে শতকরা আশীরও বেশী তখনই একজোট হইয়া যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিল। এখানে মোটের উপর বেশ দৃঢ়ভাবে কৃষিসমবাযীকরণ সাধিত হইযাছিল। তুলনায অপ্রধান শস্যোৎপাদক অঞ্চলগুলিতে, এবং যে-সব জেলায় খাদ্যশস্য ভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজন অন্যান্য কৃষিফসল উৎপন্ন হইত, সেখানে খামাবগুলির মধ্যে শতকরা প্রায় পঞ্চাশটি কৃষিসমবাযে যোগ দিয়াছিল। এখন দুইলক্ষ যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান ও চার হাজার রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠান ছিল, এগুলিকে একত্র ধরিলে দেখা যায় যে ইহারা দেশের মোট কর্ষণক্ষেত্রেব দুই-তৃতীয়াংশে চাষবাস করিত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে চাষীরা কেবল এক-তৃতীয়াংশের উপর চাষ করিত।

গ্রামাঞ্চলে ইহা সোশালিজ্‌মের বিপুল বিজয় সূচিত করিল।

কিন্তু তখনও যৌথ কৃষি-আন্দোলন পরিমাপ করিতে গেলে দেখা যায় যে ইহা বিস্তারে বাড়িয়াছে, গভীরতার দিক দিয়া তেমন বাড়ে নাই। যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান সংখ্যায় বাড়িতেছিল, এক জেলা হইতে অন্য জেলায় বিস্তৃত হইতেছিল, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কাজে কিংবা পরিচালকদের নৈপুণ্যে সেই অনুপাতে উন্নতি হয় নাই। ইহার কারণ এই যে যৌথ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্ব করার উপযুক্ত লোক ও শিক্ষিত কর্ম্মকর্তার সংখ্যাবৃদ্ধি ধাপে ধাপ মিলাইতে পারে নাই। ফলে নূতন কৃষিসমবায়গুলির কাজ সব সময় সন্তোষজনক হইত না, এবং তখনও কৃষিসমবায়গুলির মধ্যে দৌর্ব্বল্য রহিয়া যাইল। যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের কাজ চালাইবার পক্ষে যাহারা অপরিহার্য্য, গ্রামাঞ্চলে সেইরূপ শিক্ষিত লোকের (হিসাবরক্ষক, ভাণ্ডারতত্ত্বাবধায়ক, সম্পাদক প্রভৃতি) অভাব, এবং অতিকায় সমবেত সংস্থা পরিচালনায় কৃষকদের অভিজ্ঞতার অভাবও অগ্রগতিকে আটকাইয়া রাখিল। সেদিন পর্য্যন্ত যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের কৃষকরা একা চাষবাস করিত; ছোট ছোট ভূখণ্ডে চাষ করার অভিজ্ঞতা তাহাদের ছিল, কিন্তু বড় কৃষি-সমবায় চালাইবার অভিজ্ঞতা ছিল না। একদিনেই এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা সম্ভব ছিল না।

সুতরাং কৃষিসমবায়ের কাজ প্রথম স্তরে গুরুতর ত্রুটী থাকার দরুণ শ্রীভ্রষ্ট হইল। দেখা গেল যে সেখানে কাজের বন্দোবস্ত তখনও খারাব; শ্রমশৃঙ্খলা শিথিল। অনেক যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের আয় পরিবারে পোষ্য যে-কয়জন, সেই অনুপাতে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল, যে কয়দিন কাজ করা হইয়াছে সেই অনুপাতে হয় নাই। ইহাতে প্রায়ই পরিশ্রমী বিবেকপরায়ণ কৃষকদের চেয়ে যাহারা কাজে গাফিলি করে তাহারাই বেশী উপার্জ্জন করিল। কৃষিসমবায়গুলির

পরিচালনায় এই ত্রুটীর জন্য সভ্যদের কাজে উৎসাহ কমিয়া গেল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেল যে মরশুমের সময়ও সভ্যেরা কাজে অনুপস্থিত হইল, শীতকালে বরফ পড়ার সময় পর্য্যন্ত ফসলের একাংশ গোলায় তুলিয়া ফেলা হইল না, এবং এমন অযত্ন করিয়া ফসল কাটা হইল যে অনেক পরিমাণে শস্য নষ্ট হইয়া গেল। যন্ত্রাদি, ঘোড়া, এবং মোটের উপর সব রকম কাজেই ব্যক্তিগত দায়িত্ব না থাকায় কৃষিসমবায়গুলি দুর্ব্বল হইয়া গেল, তাহাদের আযও কমিল।

যেখানেই আগের যুগের কুলাক্ ও তাহাদের চাটুকাররা কোনক্রমে কৌশল করিয়া যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে ঢুকিযাছিল ও সেখানে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দখল করিয়া বসিয়াছিল, সেখানেই অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইল। প্রায়ই এই প্রাক্তন কুলাক্‌রা যে-সব জেলায় তাহারা অজ্ঞাত সেই সব জেলায যাইত, এবং ধ্বংসকায্য ও অনিষ্ট করিবার পরিষ্কার মতলব লইয়া যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে কোনক্রমে ঢুকিয়া পড়িত। কখনও কখনও পার্টিকর্ম্মী ও সোভিয়েট সরকারের কর্ম্মচারীদের অসাবধানতার দরুণ তাহারা নিজেদেব জেলাতেও যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে ঢুকিত। তাহাদের কৌশল আগাগোড়া বদ্‌লাইয়াছিল বলিয়া এই প্রাক্তন কুলাক্‌দের পক্ষে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে ঢুকিয়া পডা আগের চেযে সহজ হইয়াছিল। পূর্ব্বে কুলাক্‌রা প্রকাশ্যে কৃষিসমবায়ের বিরুদ্ধে লড়িত, কৃষিসমবাযের নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী ও প্রধান কৃষকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত, ঘৃণিত উপায়ে তাহাদিগকে হত্যা করিত, তাহাদের বাসগৃহ ও গোলাবাড়ী জ্বালাইয়া দিত। তাহারা মনে করিয়াছিল যে এই উপায়ে কৃষকদের ভয় দেখাইয়া যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগদানে নিবৃত্ত করিবে। কিন্তু যৌথ কৃষিব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম বিফল হওয়াতে তাহারা নিজেদের কৌশল পরিবর্ত্তন করে। তাহারা বন্দুক

রাখিয়া দিয়া শান্তিপ্রিয়তার মুখোস পরিল, এমন নির্দ্দোষভাব দেখাইল যেন তাহারা একটা মাছিকেও মারিতে পারে না। সোভিয়েটের একনিষ্ঠ সমর্থক বলিয়া তাহারা ভান করিল। কিন্তু একবার কৃষি-সমবায়ে ঢুকিয়া পড়িবার পর তাহারা গোপনে ধ্বংসকার্য্য চালাইতে লাগিল। ভিতর হইতে সংগঠনকে বিকল করার চেষ্টায় তাহারা লাগিল, শ্রমশৃঙ্খলা ভাঙিয়া দিবার এবং শস্যসংগ্রহের ও কাজের হিসাবে গোলমাল করিয়া দিবার চেষ্টা করিল। ঘোড়াগুলির দেহে গলাফোলা, চুলকনা ইত্যাদি সংক্রামক রোগের বীজ ঢুকাইয়া দিয়া, কিংবা অবহেলা বা অন্য উপায়ে তাহাদের অকেজো করিয়া দিয়া নষ্ট করা এই কুলাক্‌দের বদমায়েসী মতলবের মধ্যে ছিল; এ মতলব হাসিল করায় তাহারা প্রায়ই সফল হইয়াছিল। ট্র্যাক্টর এবং কৃষিযন্ত্রাদিও তাহারা জখম করিল।

কৃষিসমবায়গুলি তখনও দুর্ব্বল এবং কর্ম্মকর্ত্তারা অনভিজ্ঞ বলিয়া কুলাক্‌রা প্রায়ই অবলীলাক্রমে কৃষকদের চোখে ধুলা দিয়া ধ্বংসকার্য্য চালাইতে পারিত।

কুলাক্‌দের ধ্বংসকার্য্যের অবসান ঘটাইতে হইলে এবং তাড়াতাড়ি কৃষিসমবায়গুলিকে শক্তিশালী করিতে হইলে লোক দিয়া, পরামর্শ দিয়া, নেতৃত্ব দিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহায্য দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বল্‌শেভিক্ পার্টি এই সাহায্য দিল। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে কৃষিসমবায়গুলিকে যাহারা সরবরাহ করে, সেই মেশিন্ ও ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলিতে **রাজনৈতিক বিভাগ** সংগঠন করিতে হইবে। এই রাজনৈতিক বিভাগে কাজ করা এবং কৃষিসমবায়গুলিকে সাহায্য করার জন্য প্রায় ১৭,০০০ পার্টিসভ্যকে গ্রামাঞ্চলে প্রেরণ করা হইল।

এই সাহায্যের খুবই সুফল হইল।

দুই বৎসরে (১৯৩৩ ও ১৯৩৪) মেশিন ও ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলির রাজনৈতিক বিভাগ সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ কৃষকের দল গড়া, যৌথ কৃষি-ব্যবস্থার দোষত্রুটী দূর করা, প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা এবং শত্রু কুলাক্ ও ধ্বংসকারীদের বিতাড়িত করাব কাজ লইয়া অনেক কিছুই করে।

রাজনৈতিক বিভাগগুলি সসম্মানে তাহাদের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিল, সংগঠন ও নৈপুণ্যের দিক হইতে তাহারা কৃষিসমবায়গুলির শক্তিবৃদ্ধি করিল, পারদর্শী কর্ম্মকর্ত্তাদের শিক্ষিত করিয়া তুলিল, তত্ত্বাবধানব্যাপারে উন্নতি ঘটাইল এবং কৃষিসমবাযেব সভ্যদেব বাজনীতিবুদ্ধির স্তরকে উচ্চতব করিয়া দিল।

কৃষিসমবায়গুলিকে শক্তিশালী করাব কাজে কৃষকদের উৎসাহ উদ্দীপ্ত করা ব্যাপারে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানেব তুফান-কর্ম্মীদের ('shock workers') প্রথম নিখিল-ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন এবং সেখানে কমরেড স্টালিনের বক্তৃতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রামাঞ্চলে পুরাতন প্রাক্-কৃষিসমবায় যুগের কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে যৌথ কৃষিপদ্ধতির তুলনা করিয়া কমরেড স্টালিন বলেন :

"প্রাচীন ব্যবস্থায় চাষীরা প্রত্যেকে আলাদা কাজ করিত, পূর্ব্বপুরুষদের পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণ করিত, অপ্রচলিত কৃষি-উপকরণ ব্যবহার করিত; তাহারা খাটিয়া মরিত জমিদার ও পুঁজিদারদের জন্য, কুলাক্ ও মুনাফাখোরদের জন্য; তাহারা অপরকে সমৃদ্ধ করিত, কিন্তু নিজেরা দারিদ্র্যে দিন কাটাইত। নূতন, কৃষিসমবায় ব্যবস্থাতে চাষীরা একত্র, সমবেতভাবে, ট্র্যাক্টর ও কৃষিযন্ত্র লইয়া আধুনিক উপকরণের সাহায্যে কাজ করে; তাহারা খাটে নিজেদের জন্য ও কৃষিসমবায়ের জন্য;

তাহাদের জীবনে জমিদার, পুঁজিদার নাই, কুলাক্‌, মুনাফাখোর নাই; তাহারা প্রতিদিনই নিজেদের সুখসুবিধা ও নিজেদের সংস্কৃতিকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করে।" (স্টালিন, "লেনিনবাদের প্রশ্ন", রুশ সংস্করণ, পৃঃ ৫২৮)

চাষীরা কৃষিসমবায় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কি সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহা কমরেড স্টালিন তাঁহার বক্তৃতায় দেখান। বল্‌শেভিক্‌ পার্টি লক্ষ লক্ষ গরীব কৃষককে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে ও কুলাক্‌দের দাসত্ব হইতে পরিত্রাণ পাইতে সাহায্য করিয়াছিল। কৃষি-সমবায়ে যোগ দিয়া এবং সবচেয়ে ভাল জমি ও উৎপাদনোপকরণ পাইয়া যে-লক্ষ লক্ষ গরীব কৃষক পূর্ব্বে দুর্দ্দশাভোগ করিত তাহারা এখন সংঘবদ্ধ কৃষকহিসাবে মাঝারি অবস্থার চাষীদের পর্য্যায়ে উঠিল এবং নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিল।

যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানবিকাশে ইহা হইল প্রথম স্তর, প্রথম সাফল্য।

কমরেড স্টালিন বলিলেন যে পরের ধাপ হইল সংঘবদ্ধ কৃষকদের, আগেকার মাঝারি অবস্থায় চাষী ও গরীব চাষী, উভয়কেই আরও উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা, সকল সংঘবদ্ধ কৃষককেই শ্রীমন্ত ও সকল যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানকে বল্‌শেভিক্‌ করা।

তিনি বলিলেন, "সংঘবদ্ধ কৃষককে শ্রীমন্ত করিতে হইলে এখন একটীমাত্র জিনিস দরকার, আর এই জিনিস হইল তাহাদের সকলেরই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কৃষিসমবায়ে কাজ করা, ট্র্যাক্টর ও কৃষিযন্ত্রাদির প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা, ভারবাহী পশুগুলির সদ্ব্যবহার করা, ভাল করিয়া জমি চাষ করা, এবং কৃষিসমবায়ের সম্পত্তিকে সযত্নে রক্ষা করা।" (ঐ, পৃঃ ৫৩২-৩)

কমরেড স্টালিনের বক্তৃতা লক্ষ লক্ষ সংঘবদ্ধ কৃষকের মনে বিরাট

প্রভাব বিস্তার করিল এবং কৃষিসমবায়গুলির পক্ষে এক রাজনৈতিক কর্ম্মসূচীতে পরিণত হইল।

১৯৩৪ সাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই কৃষিসমবায়গুলি শক্তিশালী ও অপরাজেয় হইয়া উঠে। তখনই সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল কৃষক-পরিবারের তিন-চতুর্থাংশ এবং মোট শস্যোৎপাদনভূমির শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ এই সমবায়গুলির মধ্যে ছিল।

১৯৩৪ সালেই ২,৮১,০০০ ট্র্যাক্টর ও ৩২,০০০ 'হার্ভেস্টার-কম্বাইন্' লইয়া সোভিয়েটদেশের গ্রামাঞ্চলে কাজ চলিতেছিল। ঐ বৎসর ১৯৩৩ সালের তুলনায় পনেরো হইতে বিশ দিন পূর্ব্বেই বসন্তকালের বীজবপন সম্পূর্ণ হইয়া যায়, আর রাষ্ট্রের কাছে শস্যসরবরাহের পরিকল্পনা ১৯৩২ সালের তুলনায় তিন মাস পূর্ব্বেই সুসম্পন্ন হয়।

ইহাতে দেখা গেল যে দুই বৎসরের মধ্যে কৃষিসমবায়গুলি অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পার্টি ও শ্রমিককৃষকের রাষ্ট্র যে বিপুল সাহায্য করিয়াছিল, তাহাই ইহার কারণ।

যৌথ কৃষিব্যবস্থায় এই সুদৃঢ় সাফল্য এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্ম্মের উৎকর্ষ ঘটিবার ফলে সোভিয়েট সরকার রুটি ও অন্যান্য সমস্ত জিনিসের রেশনিং বন্ধ করিতে পারিল এবং খাদ্যদ্রব্যের অবাধ বিক্রয় প্রবর্ত্তন করিতে পারিল।

মেশিন ও ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলির রাজনৈতিক বিভাগ যে-উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল, সে-উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার দরুণ কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করিল যে সেগুলিকে স্থানীয় জেলা পার্টি কমিটির অন্তর্ভূত করিয়া সাধারণ পার্টিপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে।

প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্পের সম্পূর্ণ সাফল্যের জন্য শিল্প ও কৃষিব্যাপারে এই সব দুঃসাধ্যসাধন সম্ভব হইয়াছিল।

১৯৩৩ সাল আরম্ভ হওয়ার সময় স্পষ্ট দেখা গেল যে প্রথম পঞ্চবর্ষ-সংকল্প তখনই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ হইয়াছে, চার বৎসর তিন মাসে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা এক বিপুল, যুগান্তকারী বিজয় হইল।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ-সংসদের সংযুক্ত বৈঠকে রিপোর্ট দিতে গিয়া কমরেড স্টালিন প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্পের ফলাফল পর্য্যালোচনা করেন। রিপোর্টে পরিষ্কার দেখা গেল যে পার্টি ও সোভিয়েট সরকার যে সময়ে প্রথম পঞ্চবর্ষ-সংকল্প সম্পূর্ণ হয়, তখন নিম্নলিখিত প্রধান কয়েকটী সুফল অর্জ্জন করিয়াছে :

(ক) সোভিয়েট ইউনিয়ন কৃষিপ্রধান দেশ হইতে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছিল। কারণ, দেশের মোট উৎপাদনে শিল্পোৎপাদনের অনুপাত বাড়িয়া শতকরা ৭০ ভাগে দাঁড়াইয়াছে।

(খ) সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা শিল্পব্যাপারে পুঁজিবাদী ধারা উচ্ছেদ করিয়াছে এবং শিল্পে একমাত্র অর্থনীতি ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(গ) সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা কৃষিব্যাপার হইতে শ্রেণীহিসাবে কুলাকদের বিদূরিত করিয়াছে, এবং কৃষিক্ষেত্রে প্রধানশক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(ঘ) যৌথ কৃষিব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য ও অনটনের অবসান ঘটাইয়াছে, এবং কোটী কোটী গরীব চাষী নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাত্রানির্ব্বাহের স্তরে উঠিয়াছে।

(ঙ) শিল্পে সোশালিস্ট ব্যবস্থা বেকারসমস্যা বিলুপ্ত করিয়াছে,

এবং আট-ঘণ্টা মজুরী বজায় রাখিয়াও অনেকগুলি শাখাতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে দিনে সাত-ঘণ্টা মজুরী ও অস্বাস্থ্যকর উপজীবিকার ক্ষেত্রে দিনে ছয়-ঘণ্টা মজুরীর প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

(চ) দেশের অর্থনীতিব্যবস্থার সর্ব্ব শাখায় সোশালিজ্‌মের বিজয়ের ফলে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ আর রহিল না।

প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্প সাধনের সারকথা হইল এই যে শ্রমিক ও কৃষক শোষণব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইল এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে সকল শ্রমজীবীর পক্ষেই সমৃদ্ধ ও সুসংস্কৃত জীবনের পথ খুলিয়া গেল।

১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেস বসিল। ১৮,৭৪,৪৮৮ জন পার্টিসভ্য ও ৯,৩৫,২৯৮ জন ক্যাণ্ডিডেট সভ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ ভোটাধিকারসম্পন্ন ১,২২৫ জন ডেলিগেট এবং ভোট না থাকিলেও আলোচনার অধিকার লইয়া ৭৩৬ জন ডেলিগেট যোগদান করে।

কংগ্রেসে বিগত কংগ্রেসের পর হইতে পার্টির কাজ লইয়া আলোচনা হয়। অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল বিভাগে সোশালিজ্‌মের চূড়ান্ত ফলাফল সম্বন্ধে কংগ্রেসে আলোচনা হয়। সর্ব্বক্ষেত্র ব্যাপিয়া পার্টির সাধারণ নীতি যে জয়যুক্ত হইয়াছে, একথা কংগ্রেস লিপিবদ্ধ করে।

সপ্তদশ পার্টিকংগ্রেস "বিজেতাদের কংগ্রেস" নামে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে গিয়া কমরেড স্টালিন দেখান যে আলোচ্য সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে কয়েকটী মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

"এই সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন আগাগোড়া বদ্‌লাইয়া গিয়াছে এবং পশ্চাৎপদতা ও মধ্যযুগীয় মনোভাবের আবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে।

কৃষিপ্রধান দেশ হইতে সোভিয়েট ইউনিয়ন শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে। ছোট ছোট স্বতন্ত্র কৃষিক্ষেত্রের দেশ হইতে বড় বড় সংঘবদ্ধ যন্ত্রচালিত কৃষিকর্ম্মের দেশে পরিণত হইয়াছে। নির্ব্বোধ, বর্ণজ্ঞানহীন, অসংস্কৃত দেশ হইতে সোভিয়েট ইউনিয়নের নানাজাতির নিজস্ব ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য উচ্চ, মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের বিপুল সমাবেশসমৃদ্ধ এক সুশিক্ষিত ও সুসংস্কৃত দেশে পরিণত হইয়াছে, কিংবা হইতেছে।" (স্টালিন, "সি, পি, এস, ইউ'র সপ্তদশ কংগ্রেস"; 'সি, পি, এস, ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট', ইংরেজী সংস্করণ, পৃঃ ৩০.)

এই সময় দেশের শিল্পের শতকরা ৯৯ ভাগ ছিল সোশালিস্ট শিল্প। দেশের মোট শস্যোৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ছিল সোশালিস্ট কৃষিকর্ম্ম—যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিক্ষেত্রের কর্ত্তৃত্বে। বাণিজ্য সম্বন্ধে বলা যায় যে এই ক্ষেত্রে পুঁজিদারী ধারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল।

"নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা" প্রবর্ত্তনের সময় লেনিন বলেন যে আমাদের দেশে পাঁচ প্রকার অর্থব্যবস্থা প্রচলিত থাকার লক্ষণ দেখা যায়। প্রথম হইল পিতৃশাসিত ("Patriarchal") ধারা; ইহা এক রকম প্রাকৃতিক অর্থব্যবস্থা, অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য কোন বাণিজ্য তখন হইত না। দ্বিতীয় হইল সামান্য পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা; যে-চাষীরা তাহাদের ছোট ছোট ক্ষেতের শস্য বিক্রয় করিত, তাহাদের অধিকাংশ, এবং কারিগররা ছিল এই ব্যবস্থার প্রতিনিধি। "নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা" চলিবার প্রথম দিকে জনসংখ্যার অধিকাংশই এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৃতীয় হইল ব্যক্তিস্বত্বের ভিত্তিতে পুঁজিদারীব্যবস্থা; ইহা 'নেপের' প্রথম যুগে আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়া-

ছিল। চতুর্থ হইল রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত পুঁজিদারী ব্যবস্থা ("State Capitalism"), ইহা বিশেষ বিকাশলাভ করে নাই এবং ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সরকারের কাছে বাণিজ্যসম্পর্কে সুবিধা সংগ্রহ করা। পঞ্চম হইল সোশালিজ্‌ম্‌: সোশালিস্ট শিল্প অবশ্য তখনও দুর্ব্বল ছিল, 'নেপ্‌' আরম্ভ হওয়ার সময় রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠান ও যৌথ কৃষিক্ষেত্র তখনও অর্থনীতির দিক হইতে তুচ্ছ ব্যাপার ছিল, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য ও সমবায় সমিতিসমূহও তখন দুর্ব্বল ছিল।

লেনিন বলেন যে এইসব ব্যবস্থার মধ্যে সোশালিস্ট ব্যবস্থাই প্রাধান্য লাভ করিবে।

সোশালিস্ট অর্থব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিজয় ঘটানোই ছিল "নূতন অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার" উদ্দেশ্য।

সপ্তদশ পার্টিকংগ্রেস বসিবার সময় এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া গিয়াছিল।

কমরেড স্টালিন বলেন, "আমরা এখন বলিতে পারি যে [লেনিন যে পাঁচটী অর্থব্যবস্থার কথা বলেন, তাহাদের ভিতর] প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ অর্থব্যবস্থার আর কোনও অস্তিত্ব নাই; দ্বিতীয়টীকে গৌণ অবস্থায় ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে; আর পঞ্চম অর্থব্যবস্থা—সোশালিস্ট সংস্থিতি—এখন অবাধ আধিপত্য ভোগ করিতেছে, ইহাই এখন জাতীয় অর্থব্যবস্থায় একমাত্র নিয়ন্ত্রণশক্তিরূপে রহিয়াছে।" (ঐ, পৃঃ ৩৩)

কমরেড স্টালিনের রিপোর্টে মূলনীতি সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমস্যা গুরুত্বপূর্ণস্থান লইয়াছিল। তিনি পার্টিকে সতর্ক করিয়া দেন যে নানারঙের ও নানাঢঙের সুবিধাবাদী ও জাতীয়তাসর্ব্বস্ব বিপথগামী প্রভৃতি পার্টির শত্রুরা পরাজিত হইলেও তাহাদের মতবাদের ধ্বংসাবশেষ কোন কোন পার্টিসভ্যের মনে এখনও রহিয়াছে এবং মাঝে মাঝে জাহির

হইয়া পড়িতেছে। অর্থনৈতিক জীবনে ও বিশেষত মানুষের মনে পুঁজিবাদের অবশিষ্টাংশ লুকাইয়া থাকিলে পরাজিত লেনিনবিরোধী দলগুলির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। জনসাধারণের মনোবৃত্তির বিকাশ সব সময় তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে ধাপে ধাপ রাখিয়া চলে না। ফলে মানুষের মনে তখনও বুর্জোয়া আদর্শ রহিয়া গিয়াছিল, অর্থব্যবস্থা হইতে ধনতন্ত্র বিলুপ্ত হইলেও রহিয়া যাইবে। এ ছাড়া মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের চারিদিকে যে পুঁজিদারী দুনিয়ার বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই আমাদের বারুদ তৈয়ার রাখিতে হইতেছে, সেই দুনিয়া এই সব ধ্বংসাবশেষকে জিয়াইয়া রাখিতে ও তাহার সংবর্দ্ধন ঘটাইতে ব্যস্ত আছে।

কমরেড স্টালিন আরও দেখাইলেন যে জাতি-সমস্যা বিষয়ে মানুষের মনে পুঁজিবাদী ধারা টিকিয়া রহিয়াছে, এবং খুবই নাছোড়বান্দা হইয়া রহিয়াছে। বল্‌শেভিক্ পার্টিকে দুই ফ্রণ্টে লড়িতে হইতেছে—গ্রেট-রাশিয়ান জাতিগর্ব্বী বিচ্যুতি এবং স্থানবিশেষ অঞ্চলবিশেষ লইয়া সঙ্কীর্ণ জাতিবাদী বিচ্যুতি, উভয়েরই বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছে। অনেকগুলি রিপাব্‌লিকে (য়ুক্রেন, বিয়েলোরুশিয়া প্রভৃতি) পার্টিসংগঠনগুলি স্থানীয় জাতিবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শৈথিল্য দেখাইয়াছে এবং এতদূর বাড়িতে দিয়াছে যে ইহা শত্রুশক্তি, বিদেশী হস্তক্ষেপকারী শক্তির সঙ্গে মিলিত হইয়া রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদ সৃষ্টি করিয়াছে। জাতি-সমস্যা সম্পর্কে কোন্ বিচ্যুতিটি প্রধান, এই প্রশ্নের উত্তরে কমরেড স্টালিন বলেন :

"যে-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম থামাইয়াছি, যাহাকে আমরা রাষ্ট্রের পক্ষে এক বিপদে পরিণত হইতে দিয়াছি, সেই বিচ্যুতিই প্রধান বিচ্যুতি।" (ঐ, পৃঃ ৮১)

কমরেড স্টালিন পার্টিকে মূল রাষ্ট্রনীতিগত কাজে আরও অবহিত

হইতে আহ্বান করিলেন, নিয়মিতভাবে শত্রুশ্রেণীর ও লেলিন্‌বাদবিরোধীদের মতবাদ ও তাহার ধ্বংসাবশেষের আসল রূপ জাহির করিয়া দিতে বলিলেন।

তিনি রিপোর্টে আরও দেখাইলেন যে নির্ভুলসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেই কোন এক ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হয় না। সাফল্যকে সুনিশ্চিত করিতে হইলে **যোগ্য লোককে যথাযোগ্য স্থানে** বসাইয়া দেওয়া দরকার, যাহারা কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করিতে পারে এবং **সিদ্ধান্ত পূরণের দিকে নজর রাখে,** এমন লোককে বসাইয়া দেওয়া দরকার। এই সাংগঠনিক ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে আশঙ্কা ছিল যে সিদ্ধান্তগুলি বাস্তব জীবন হইতে বিচ্যুত কয়েক টুকরো কাগজ মাত্র হইয়া থাকিবে। এই কথার সমর্থনে কমরেড স্টালিন উদ্ধৃত করিলেন লেলিনের বিখ্যাত অনুশাসন যে সাংগঠনিক ব্যাপারে প্রধান জিনিস হইল **কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজের দিকে লক্ষ্য রাখা।** কমরেড স্টালিন বলিলেন যে আমাদের আসল কাজে প্রধান দোষ হইল একদিকে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও অন্যদিকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংগঠনিক কাজ ও সেদিকে লক্ষ্য রাখার মধ্যে প্রভেদ।

পার্টি ও সরকারের সিদ্ধান্ত পূরণ ব্যাপারে আরও জোর নজর রাখার জন্য সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে এক পার্টি নিয়ন্ত্রণসংসদ ('কন্‌ট্রোল কমিশন'), এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের পীপ্‌ল্‌স্ কমিসার্স্ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে এক সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণসংসদ ('কন্‌ট্রোল কমিশন') খাড়া করিল। যে-কাজের জন্য দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেস সংযুক্ত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণসংসদ এবং শ্রমিক ও কৃষকদের তত্ত্বাবধায়ক-সঙ্ঘ খাড়া করিয়াছিল, সে-কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় এখন তাহার স্থলে নূতন নিয়ন্ত্রণসংসদ দুইটি প্রতিষ্ঠিত হইল।

নূতন পরিস্থিতিতে পার্টির সাংগঠনিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কমরেড স্টালিন নির্দ্দেশ দিলেন :

(১) আমাদের সাংগঠনিক কাজকে পার্টির রাজনৈতিক পদ্ধতির পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহার সহিত খাপ খাওয়াইতে হইবে।

(২) সাংগঠনিক নেতৃত্বকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্তরে উন্নীত করিতে হইবে।

(৩) সাংগঠনিক নেতৃত্ব যাহাতে পার্টির রাজনৈতিক শ্লোগান ও সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হয়, তাহা সুনিশ্চিত করিতে হইবে।

উপসংহারে কমরেড স্টালিন পার্টিকে সাবধান করিয়া দেন যে যদিও সোশালিজ্‌ম্‌ বিপুল সাফল্য লাভ করিয়াছে, যদিও আমাদের পক্ষে এই সাফল্যে গর্ব্ব অনুভব করা যুক্তিযুক্ত, তবুও আমরা যেন কিছুতেই আহ্লাদে 'আটখানা' না হইয়া পড়ি, কিছুতেই যেন আমাদের "অহমিকা" না আসে, কিছুতেই যেন সাফল্য আমাদের ঘুম পাড়াইয়া না দেয়।

কমরেড স্টালিন বলেন, "···আমরা কিছুতেই পার্টিকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিব না, বরং পার্টির সতর্কতাকে আরও শানিত করিয়া রাখিব ; আমরা পার্টিকে ঘুম না পাড়াইয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রাখিব ; পার্টিকে নিরস্ত্র না করিয়া অস্ত্রে সুসজ্জিত করিব ; পার্টিকে ভাঙিয়া না দিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্প পরিপূরণের জন্য সুসংহত করিয়া রাখিব।" (ঐ, পৃঃ ৯৬)

জাতীয় অর্থ ব্যবস্থার বিকাশ উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্প সম্পর্কে সপ্তদশ কংগ্রেস মলোটভ ও কুইবিশেভের রিপোর্ট শুনিল। দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্পের কর্ম্মসূচী প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্পের চেয়েও বিরাট। ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্পের সময় শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের তুলনায় শিল্পোৎপাদন প্রায় আটগুণ বাড়াইবার কথা ছিল। মূলধন

বাড়াইবার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্পের যুগে সকল শাখায় মোট ১৩,৩০০ কোটী 'রুব্‌ল্' খাটাইবার কথা হইল; এই জায়গায় প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্পের যুগে খাটে ৬,৪০০ কোটী 'রুব্‌লের' কিছু বেশী।

নূতন মূল নির্ম্মাণসূচক কাজের এই বিপুল ব্যাপ্তির ফলে জাতীয় অর্থ ব্যবস্থার সকল শাখাকে সম্পূর্ণ শিল্পসজ্জায় সজ্জিত করা নিশ্চিত হইল।

দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্পে প্রধানত কৃষিকর্ম্মে যন্ত্র প্রবর্ত্তনের কাজ সম্পূর্ণ করার কথা ছিল। মোট ট্র্যাক্টর-শক্তি ১৯৩২ সালে ২২,৫০,০০০ অশ্বশক্তি হইতে ১৯৩৭ সালে আশী লক্ষাধিক অশ্বশক্তিতে বাড়াইবার কথা ছিল। পরিকল্পনা অনুসারে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপদ্ধতি (নির্ভুলভাবে পালা বদ্‌লাইয়া ফসল বোনা, বাছাই করা বীজ ব্যবহার, শরৎকালে চাষের ব্যবস্থা ইত্যাদি) ব্যাপকভাবে প্রযোগ করার কথা ছিল।

যানবাহন ও সংবাদ আদানপ্রদানেব পদ্ধতিকে যন্ত্র ব্যবহার কারয়া পুনর্গঠনের জন্য এক বিরাট পরিকল্পনার নক্সা করা হয়।

শ্রমিক ও কৃষকের বাস্তব জীবনযাত্রার ধারাকে আরও উন্নত করার জন্য এবং সংস্কৃতির সুযোগ বাডাইবার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্পে এক ব্যাপক কর্ম্মসূচী ছিল।

সপ্তদশ কংগ্রেস সাংগঠনিক ব্যাপারে খুবই মনোযোগ দিল এবং কমরেড কাগানোভিচের রিপোর্ট সম্পর্কে পার্টি ও সোভিয়েটগুলির কাজ লইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। পার্টির সাধারণ নীতি জয়যুক্ত হইয়াছিল এবং লক্ষ লক্ষ মজুর কৃষকের অভিজ্ঞতা দিয়া পার্টিনীতি পরীক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া সাংগঠনিক সমস্যাগুলির গুরুত্ব এখন খুবই বাড়িয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্পের নূতন ও জটিল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে সর্ব্বক্ষেত্রে কাজের গুণকে আরও বাড়ানো দরকার হইল।

সাংগঠনিক সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে বলা হয়: "দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্পের প্রধান কাজগুলি, অর্থাৎ পুঁজিবাদী ধারার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা, অর্থনৈতিক জীবনে এবং মানুষের মনে পুঁজিবাদের ধ্বংসাবশেষকে পরাভূত করা, আধুনিক শিল্পবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমগ্র জাতীয় অর্থব্যবস্থা পুনর্গঠন সম্পূর্ণ করা, নূতন শিল্পসজ্জা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা শিক্ষা করা, কৃষিকর্ম্মে যন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়া তাহার উৎপাদনশক্তি সংবর্দ্ধন করা— এই কাজগুলি অত্যন্ত জরুরীভাবে ও নির্ব্বন্ধসহকারে আমাদের সম্মুখে **সর্ব্বক্ষেত্রে কাজে উন্নতি দেখানো, এবং সর্ব্বাগ্রে কর্ম্মক্ষেত্রে সাংগঠনিক নেতৃত্বকে উন্নত করার** সমস্যাকে উপস্থাপিত কবিতেছে।" ("সি, পি, এস, ইউ (বি)-র প্রস্তাবাদি", রুশ সংস্করণ, দ্বিতীয ভাগ, পৃঃ ৫৯১)।

সপ্তদশ পার্টিকংগ্রেসে পুরাতন কানুন হইতে বিভিন্ন নূতন পার্টিবিধি গৃহীত হয়। প্রথম তফাৎ হইল এই যে নূতন কানুনে একটা মুখবন্ধ রহিল। এই মুখবন্ধে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃতি সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ, এবং সর্ব্বহারার সংগ্রামে ও সর্ব্বহারা একাধিপত্যের বিন্যাসে পার্টির ভূমিকা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ। নূতন বিধিতে পার্টিসভ্যদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সবিশেষ ব্যাখ্যা ছিল। নূতন সভ্যকে পার্টিতে ঢুকিবার অধিকার সম্পর্কে কড়াকড়ি ব্যবস্থা ছিল এবং পার্টির প্রতি যাঁহারা সহানুভূতিশীল তাঁহাদের সম্পর্কে একটা ধারা ছিল। নূতন বিধিতে পার্টির সাংগঠনিক রূপ সম্বন্ধে সুনির্ণীত ব্যাখ্যা ছিল, এবং পার্টিব বীজবাচক প্রতিষ্ঠানগুলি ("nuclei") সম্বন্ধে কানুন নূতন করিয়া ব্যবস্থা করে। সপ্তদশ পার্টিকংগ্রেসের সময় হইতে এগুলিকে প্রাথমিক সংগঠন বলা হয়। পার্টির ভিতর গণতন্ত্রনীতি ও পার্টিশৃঙ্খলাবিষযক ধারাগুলিরও নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

৪। বুখারিনপন্থীদের প্রতারক রাজনীতিকের দলে অধঃপতন—শ্বেতরক্ষী খুনী ও গোয়েন্দার দলে ট্রট্স্কিবাদী প্রতারকের অধঃপতন—এস, এম, কিরোভকে জঘন্যভাবে হত্যা—বল্‌শেভিক্‌ সতর্কতাকে তীব্রতর করার জন্য পার্টির চেষ্টা

আমাদের দেশে সোশালিজ্‌মের বিষয় শুধু পার্টি এবং শ্রমিক ও সংঘবদ্ধ কৃষকদের কাছে নয়, আমাদের সোভিয়েট বুদ্ধিজীবী ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল সৎ নাগরিকেরই কাছে আনন্দের কারণ হইল।

কিন্তু পরাজিত শোষকশ্রেণীর যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের কোনও আনন্দের কারণ হয় নাই; বরং তাহারা যতই সময় কাটিল, ততই আরও ক্রুদ্ধ হইতে লাগিল।

সোশালিজ্‌মের বিজয়ে পরাজিত শ্রেণীগুলির পদলেহী বুখারিন ও ট্রট্স্কির অনুচরদের হীন অবশিষ্টাংশ রুষ্ট হইয়া উঠিল।

শ্রমিক ও সংঘবদ্ধ কৃষকদের এই দুঃসাধ্যসাধনের মূল্য নির্ণয় করিবার সময় 'ভদ্রলোকরা' যে-জনসাধারণ এই বিজয়কে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাইয়াছিল, সেই জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখে নাই, শুধু তাহাদের নিজস্ব যে জঘন্য ও পূতিগন্ধময় দল বাস্তব জীবনের সকল সম্পর্ক হারাইয়াছিল, তাহারই স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখে। আমাদের দেশে সোশালিজ্‌মের বিজয়ের অর্থ পার্টিনীতির বিজয় ও তাহাদের নিজস্ব নীতির সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্যতা বলিয়া এই 'ভদ্রলোকেরা' প্রত্যক্ষ যাহা ঘটিতেছে তাহা মানিয়া লওয়ার বদলে এবং জনসাধারণের যাহা লক্ষ্য সেই লক্ষ্যসাধনের কাজে যোগদানের পরিবর্ত্তে নিজেদের অসাফল্য ও অন্তঃসার-

শূন্যতার জন্য পার্টি ও জনসাধারণের উপর প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিল ; শ্রমিক ও সমবেত কৃষকদের উদ্দেশ্যকে পণ্ড করিবার জন্য তাহারা নোংরামি ও ধ্বংসকার্য্য আরম্ভ করিল ; খনির ভিতর বিস্ফোরণ ঘটাইল, কারখানায় আগুন ধরাইল, কৃষিসমবায়ে ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানে ধ্বংসকার্য্য চালাইল ; তাহাদের মতলব ছিল শ্রমিক ও সমবেত কৃষকদের কৃতকর্ম্মকে নিস্ফল করিয়া দেওয়া এবং সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ উদ্রেক করা। আর এই কাজে লাগিয়া থাকার সময় তাহাদের ছোট দলের চেহারা জাহির হওয়া ও তাহা হইতে বিনষ্ট হওয়ার বিপদ এড়াইবার জন্য তাহারা পার্টির প্রতি নিষ্ঠার ভান করিল, পার্টির সুখ্যাতি করিল, তোষামোদ করিল, ক্রমেই আরও কাকুতিমিনতি করিল, কিন্তু আসলে শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে তাহাদের গোপন ধ্বংসকার্য্য চালাইতে লাগিল।

সপ্তদশ পার্টিকংগ্রেসে বুখারিন্, রাইকভ ও টম্স্কি অনুতাপসূচক বর্ক্তৃতা করিল, পার্টির সুখ্যাতি করিল ও পার্টির সাফল্য লইয়া স্তুতি করিল। কিন্তু কংগ্রেস তাহাদের বর্ক্তৃতায় কাপট্য ও প্রতারণার সুর ছিল বলিয়া সন্দেহ করিল ; পার্টি সভ্যদের কাছ থেকে পার্টির সাফল্য সম্বন্ধে স্তুতিবাদ ও চারণগান শুনিতে চায় না, পার্টি চায় সোশালিস্ট কর্ম্মক্ষেত্রে যথাবিহিত কর্ত্তব্যপালন। বহুকাল ধরিয়া ইহারই কোন লক্ষণ বুখারিনের অনুচররা দেখায় নাই। পার্টি দেখিল যে এই ভদ্রলোকদের ফাঁকা বক্তৃতায় আসল লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের বাহিরে তাহাদের সমর্থকদের দিকে ; এই বক্তৃতাগুলি তাহাদিগকে প্রতারণা শিক্ষা দিল, অস্ত্র পরিহার না করার আহ্বান জানাইল।

ট্রট্স্কিবাদী জিনোভিয়েভ ও কামেনেভও সপ্তদশ কংগ্রেসে বক্তৃতা করে। তাহারা নিজেদের পূর্ব্বকৃত ভ্রান্তির জন্য কশাঘাত করে এবং

পার্টির সাফল্য লইয়া ঐরূপ অপরিমিত ভাষায় স্তুতিবাদ করে। কিন্তু কংগ্রেস না দেখিয়া পারে নাই যে তাহাদের ন্যক্কারজনক আত্মনিগ্রহ ও পার্টির উদ্দেশ্যে চাটুকারী স্তুতিবাদ, এই দুইয়েরই উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের উদ্বিগ্ন ও কলুষিত বিবেককে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা। কিন্তু পার্টি তখনও জানিত না বা সন্দেহ করিত না যে এই ভদ্রলোকেরা কংগ্রেসে চিনিগোলা বক্তৃতা করার সময়ই এস্, এম, কিরোভের জীবননাশের জন্য জঘন্য চক্রান্ত পাকাইতেছিল।

১৯৩৪ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে লেলিন্‌গ্রাদে স্মোল্‌নিতে রিভল্‌ভারের গুলিতে এস্, এম, কিরোভকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

খুনী হাতে-নাতে ধরা পড়ে। দেখা যায় যে লেলিন্‌গ্রাদে জিনোভিয়েভপন্থী একদল সোভিয়েটবিরোধীকে লইয়া যে-গোপন বিপ্লববিরোধী সংস্থা গড়িয়া উঠে, খুনী তাহারই একজন সভ্য।

এস, এম, কিরোভকে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণী ভালবাসিত। জনগণ তাঁহার মৃত্যুতে নিদারুণ বিক্ষুব্ধ হইল, সারা দেশে রোষ ও গভীর দুঃখের তরঙ্গ বহিয়া গেল।

অনুসন্ধানের ফলে নির্ণীত হইল যে ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে জিনোভিয়েভপন্থী বিরোধীসংস্থায় পুরাতন সভ্যদেব লইয়া এবং এক তথাকথিত "লেলিনগ্রাদ কেন্দ্রের" নেতৃত্বে এক গোপন বিপ্লববিরোধী সন্ত্রাসবাদী দল গঠিত হইয়াছিল। এই দলের মতলব ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের হত্যা করা। প্রথম বলি হিসাবে এস, এম, কিরোভকে তাহারা বাছিয়া লয়। এই বিপ্লববিরোধী দলের সভ্যদের সাক্ষ্য হইতে প্রমাণ হয় যে তাহারা বিদেশী ধনিকরাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিত ও তাহাদের কাছে টাকা পাইত।

এই সংগঠনের যে-সদস্যেরা ধরা পড়ে, তাহাদিগকে সোভিয়েট

ইউনিয়নের সর্ব্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগ চরম দণ্ডে দণ্ডিত করে; তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারা হয়।

কিছুকাল পরেই "মস্কো কেন্দ্র" নামে এক গোপন বিপ্লববিরোধী সংগঠনের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। প্রাথমিক অনুসন্ধান এবং বিচারে দেখা গেল যে জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, ইয়েভ্‌দেমিকোভ ও এই সংগঠনের অন্যান্য নেতারা তাহাদের অনুচরদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী মনোবৃত্তি বিকাশ করাইতে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েট সরকারের সভ্যদের হত্যা করার চক্রান্তে অতি দুর্বৃত্তের মত অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

এই লোকগুলি প্রতারণা ও বদ্‌মায়েসির এরূপ নিম্নস্তরে নামিয়াছিল যে, যে-জিনোভিয়েভ স্বয়ং এস, এম, কিরোভের হত্যার একজন সংগঠক ও প্ররোচক এবং যে খুনীকে তাড়াতাড়ি তাহার অপকার্য্য শেষ করিবার জন্য অনুযোগ করিয়াছিল, সেই জিনোভিয়েভই কিরোভের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ লিখিল, তাঁহার বহু স্তুতিবাদ করিল এবং দাবী করিল যে এ প্রবন্ধ ছাপা হউক।

জিনোভিয়েভেব অনুচররা আদালতে ভান করিল যে তাহারা অনুতপ্ত; কিন্তু আসামীর কাঠগড়াতেও তাহারা মুখে এক মনে আর হইয়া রহিল। তাহারা ট্রট্‌স্কির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ককে লুকাইয়া রাখিল। তাহারা যে ট্রট্‌স্কিবাদীদের সঙ্গে মিলিয়া ফ্যাশিষ্ট গোয়েন্দাবিভাগের কাছে আত্মবিক্রয় করিয়াছে, এ খবরটা গোপন করিল। তাহারা নিজেদের গোয়েন্দাগিরি ও ধ্বংসকার্য্যের কথা চাপিয়া গেল। তাহারা বুখারিনপন্থীদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক এবং ট্রট্‌স্কি-বুখারিনের নেতৃত্বে একদল ফ্যাশিষ্ট ভাড়াটিয়ার অস্তিত্ব আদালতের কাছে লুকাইয়া রাখিল।

পরে জানা গেল যে কমরেড কিরোভের হত্যা হইল ট্রট্‌স্কি-বুখারিনের অনুচরদলের কাজ।

তখনই, ১৯৩৫ সালে, স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল যে জিনোভিয়েভের দল একটা ছদ্মবেশী শ্বেতরক্ষী সংগঠন, এবং ইহার সভ্যদের সঙ্গে ব্যবহার সম্পূর্ণই শ্বেতরক্ষী হিসাবে করা উচিত।

এক বৎসর পরে জানা গেল যে বাস্তবিকই কিরোভ-হত্যার আসল ও প্রত্যক্ষ সংগঠক ছিল ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ও পাপের পথে তাহাদের অন্যান্য সঙ্গী। ইহারা কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সভ্যকে খুন করার উদ্যোগও সম্পূর্ণ করিয়াছিল। জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বাকাইয়েভ, য়েভ্‌দোকিমোভ, পিকেল, আই, এন, স্মির্নোভ, ম্রাচ্‌কোভ্‌স্কি, তের্-ভাগানিয়ান, রাইন্‌গোল্‌ড্‌ প্রভৃতিকে বিচারের জন্য চালান দেওয়া হইল। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে প্রকাশ্য আদালতে স্বীকার করিতে হইল যে তাহারা কেবল কিরোভ-হত্যারই বন্দোবস্ত করে নাই, পার্টি ও সরকারের অন্যান্য নেতাদের হত্যার জন্যও তাহারা মতলব করিয়াছিল। পরে অনুসন্ধানের ফলে নির্ণীত হইল যে এই বদমায়েসরা গোয়েন্দাগিরি এবং প্ররোচনাকার্য্যে লিপ্ত ছিল। এই লোকগুলির দানবীয় নৈতিক ও রাষ্ট্রিক অধঃপতন, তাহাদের জঘন্য বদমায়েসি ও বিশ্বাসঘাতকতাকে কিভাবে পার্টির প্রতি ভণ্ড অনুরাগ-প্রকাশের পিছনে গোপন রাখা হইত, তাহা ১৯৩৬ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিচারে জাহির হইয়া যায়।

এই খুনী ও গোয়েন্দার দলের প্রধান প্ররোচক ও সর্দ্দার ছিল বিশ্বাসঘাতক ট্রট্স্কি। জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ও তাহাদের ট্রট্স্কিবাদী অনুচররা ছিল বিপ্লববিরোধী নির্দ্দেশপালনে ট্রট্স্কির সহকারী ও দালাল। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি আক্রমণ করিলে সোভিয়েট ইউনিয়ন যাহাতে পরাজিত হয়, সেজন্য তাহারা উদ্যোগ করিতেছিল; শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাব হার মানিয়া লওয়ার মনোভাব; তাহারা

জার্মান ও জাপানী ফ্যাশিষ্টদের ঘৃণ্য হাতিয়ার ও দালাল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এস, এম, কিরোভের মৃত্যুতে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার হইতে পার্টি সংগঠনগুলি এই প্রধান শিক্ষা পাইল যে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে নিজেদের রাজনৈতিক অন্ধতা ও অসতর্কতা পরিহার করিতে হইবে, তাহাদের এবং সকল পার্টি সভ্যের সতর্কতা বাড়াইতে হইবে।

এস, এম, কিরোভের নৃশংস হত্যা সম্পর্কে পার্টি সংগঠসমূহের কাছে এক সার্কুলার চিঠি পাঠাইয়া পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জানায়:

"(ক) আমরা শক্তিশালী হইলেই শত্রু পোষ মানিয়া যাইবে ও চুপ্‌চাপ বসিয়া যাইবে মনে করা ভুল; এই ভুল ধারণা যে সুবিধাবাদী আত্মতুষ্টি জাগায়, তাহার অবসান ঘটাইতেই হইবে। এই ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। যে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি নির্ব্বিশেষে সকলকে জানাইত যে আমাদের শত্রুরা আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়া সোশালিজ্‌মে পৌঁছিয়া যাইবে এবং শেষে প্রকৃত সোশালিস্ট বনিয়া যাইবে, ইহা সেই বিচ্যুতিরই পুনরাবির্ভাব। কৃতকর্ম্মের সাফল্য লইয়া তুষ্ট হইয়া থাকা বল্‌শেভিকের কাজ নয়; কর্ম্মক্ষেত্রে নিদ্রা যাওয়া তাহাদের কাজ নয়। আমাদের প্রয়োজন আত্মতুষ্টি নয়, আমাদের প্রয়োজন সতর্কতা, প্রকৃত বল্‌শেভিক্ বিপ্লবী সতর্কতা। মনে রাখা উচিত যে শত্রুদের অবস্থা যতই নৈরাশ্যজনক হয়, ততই তাহারা আরও উদগ্রীব হইয়া "চরম উপায়" আঁকড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা করে, সোভিযেট শক্তির বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রামের পরাজয় নিশ্চিত বলিয়া ইহাই তাহাদের একমাত্র করণীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের এই কথা মনে রাখিয়া সতর্ক থাকিতে হইবে।

"(খ) পার্টিসভ্যদের কাছে পার্টির ইতিহাস শিখাইবার ব্যবস্থা আমাদের করিতেই হইবে। আমাদের পার্টির ইতিহাসে সর্ব্বপ্রকার পার্টি-

বিরোধী দল, পার্টি নীতির বিরুদ্ধে তাহাদের লড়িবার কায়দা, তাহাদের কৌশল এবং—যে কথা আরও দরকারী—পার্টিবিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে লড়িতে আমাদের পার্টির কৌশল ও পদ্ধতি, যে-কৌশল ও পদ্ধতি আমাদের পার্টিকে এই দলগুলিকে হারাইয়া বিনষ্ট করিতে সমর্থ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। পার্টি যেমন করিয়া কন্‌স্‌টিট্যুশনাল-ডেমোক্রাট, সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি, মেন্‌শেভিক্ ও নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে লড়িয়াছে ও পরাজিত করিয়াছে, পার্টিসভ্যদের পক্ষে কেবল ইহাই জানিলে চলিবে না, কেমন করিয়া ট্রট্স্কিবাদী, "গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রশাসনবাদী", "শ্রমিকদের বিরোধীসংস্থা", জিনোভিয়েভপন্থী, দক্ষিণপন্থী বিপথগামী, দক্ষিণ-বামপন্থী আজব বিচ্যুতি প্রভৃতিকে পার্টি কেমন করিয়া লড়িয়া হারাইয়াছিল, তাহা জানিতে হইবে। কখনও ভুলিলে চলিবে না যে আমাদের পার্টির ইতিহাস জানা ও বুঝা পার্টিসভ্যদের বিপ্লবী সতর্কতাকে সুনিশ্চিত করার পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর ও প্রয়োজন ব্যাপার।"

১৯৩৩ সাল হইতে পার্টির ভিতর যে সব বাহিরের লোক ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে দূর করিয়া পার্টিশুদ্ধীকরণ এই সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিশেষত এস, এম, কিরোভের নৃশংস হত্যার পর পার্টিসভ্যদের কাজের হিসাব সযত্নে পরীক্ষা করা এবং পুরাতন পার্টিকার্ড পাল্‌টাইয়া নূতন কার্ড দেওয়া খুবই জরুরী ব্যাপার।

পার্টিসভ্যদের কাজের হিসাব সযত্নে পরীক্ষা করার পূর্ব্বে অনেক পার্টিসংগঠনে পার্টিকার্ড লইয়া দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অবহেলা চলিতেছিল। অনেকগুলি সংগঠনে দেখা গেল যে **কমিউনিস্টদের তালিকা প্রণয়নে** একেবারে অসহনীয় গণ্ডগোল রহিয়াছে; শত্রুরা তাহাদের কু-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই অবস্থার সুযোগ লইল, গোয়েন্দাগিরি,

ধ্বংসকার্য্য প্রভৃতির জন্য পার্টিকার্ড ব্যবহার করিল। পার্টিসংগঠনের বহু নেতা নূতন সভ্যসংগ্রহ ও পার্টিকার্ড দেওয়ার কাজ নিম্নতন কর্ম্মচারীদের হাতে, এমন কি যে সব পার্টিসভ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার কোন পরীক্ষা হয় নাই তাহাদের হাতে প্রায়ই রাখিয়া দিত।

১৯৩৩ সালের ১৩ই মে তারিখে পার্টিকার্ডের হিসাব ও নিরাপদ স্থানে রাখা এবং পার্টিকার্ড দেওয়ার কাজ সম্বন্ধে সকল সংগঠনকে এক সার্কুলার চিঠিতে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দ্দেশ দেয় যে পার্টিসভ্যদের কাজের হিসাব সযত্নে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং "আমাদের নিজস্ব পার্টিগৃহে বল্‌শেভিক্ শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হইবে।"

পার্টিসভ্যদের কাজের হিসাব সাবধানে পরীক্ষা করার প্রভূত রাজনৈতিক মূল্য ছিল। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড য়েঝভের রিপোর্ট সম্পর্কে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫, তারিখে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাতে বলা হয় যে পার্টির সভ্যদের শক্তিবৃদ্ধির কাজে এই পরীক্ষা সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

পার্টিসভ্যদের কাজের হিসাব পরীক্ষা এবং পার্টিকার্ড পাল্‌টাইয়া দিবার পর পার্টির নূতন সভ্যসংগ্রহ আবার আরম্ভ হইল। এই সম্পর্কে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দাবী করিল যে দলে দলে নূতন সভ্যকে ঢুকিতে দেওয়া হইবে না, কেবল "যাহারা সত্যই প্রগতিশীল এবং শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রকৃত অনুরাগ পোষণ করে, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ লোক, যাহারা সর্ব্বোপরি শ্রমিকদের মধ্য হইতে এবং কৃষক ও কর্ম্মঠ বুদ্ধিজীবীদের মধ্য হইতে আসিয়াছে, যাহারা সোশালিজ্‌মের সংগ্রামের নানাক্ষেত্রে বারবার পরীক্ষিত হইয়াছে," কেবল ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের পার্টিতে প্রবেশাধিকার দেওয়ার ভিত্তিতে কাজ করিতে হইবে।

পার্টিতে নূতন সভ্যদের ঢুকিতে দেওয়ার কাজ আবার আরম্ভ করার সময় কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টিসংগঠনগুলিকে নির্দেশ দিল যে শত্রুপক্ষীয়েরা জেদ করিয়া কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সুকৌশলে ঢুকিয়া পড়ার যে-চেষ্টা করিতে থাকিবে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুতরাং :

"প্রত্যেক পার্টিসংগঠনের কর্ত্তব্য হইল বল্‌শেভিক্ সতর্কতা যথাসম্ভব বাড়ানো, লেনিনবাদী পার্টির পতাকা উন্নত রাখা, এবং শত্রুভাবাপন্ন বাহিরের লোককে পার্টির মধ্যে ঢুকিতে না দেওয়ার ব্যবস্থা করা।" (২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬, তারিখে সি, পি, এস, ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব, "প্রাভ্‌দাতে" প্রকাশিত, ২৭০ সংখ্যা, ১৯৩৬)

পার্টিকে পরিশুদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া, পার্টির শত্রুবৃন্দকে ধ্বংস করিয়া, এবং পার্টিনীতির বিকৃতির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া বল্‌শেভিক্ পার্টি পূর্ব্বাপেক্ষা সুসংহত হইয়া কেন্দ্রীয় কমিটিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে পার্টি ও সোভিয়েট দেশ এখন নূতন এক স্তরে অগ্রসর হইল---শ্রেণীহীন সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার দিকে অগ্রসর হইল।

সংক্ষিপ্তসার

১৯৩০-৩৪, এই কয় বৎসবে বল্‌শেভিক্ পার্টি যে ঐতিহাসিক সমস্যা সমাধান করিল, তাহা রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের পরই সর্ব্বহাবা বিপ্লবেব সবচেয়ে দুরূহ সমস্যা ছিল। ইহা হইল লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট ক্ষেতেব মালিক চাষীকে কৃষিসমবায়েব পথ, সোশালিজ্‌মেব পথ অবলম্বন করাইবাব সমস্যা।

শোষকশ্রেণীর মধ্যে যাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই কুলাক্‌দের উচ্ছেদ, এবং অধিকাংশ কৃষক কর্ত্তৃক যৌথ কৃষিব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে দেশে পুঁজিবাদের শেষ শিকড় নষ্ট হইল, কৃষি ব্যাপারে সোশালিজ্‌মেব বিজয় ঘটিল, গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েট শক্তি সম্পূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠ হইল।

সাংগঠনিক ব্যাপারে অনেকগুলি মুশ্‌কিল কাটাইয়া যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইল।

প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্পেব ফল হইল প্রথম শ্রেণীব সোশালিস্ট বৃহৎ শিল্প ও সংঘবদ্ধ যন্ত্রচালিত কৃষিব্যবস্থাব আকারে আমাদের দেশে সোশালিস্ট অর্থব্যবস্থাব অটল ভিত্তিস্থাপন, বেকার সমস্যাব অবসান, মানুষেব উপব মানুষেব শোষণ ব্যবস্থাব শেষ, এবং আমাদেব শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের বাস্তব ও সংস্কৃতিগত জীবনধাবাকে ক্রমে উন্নত কবাব পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি।

পার্টি ও সবকারের সাহসী, বিপ্লবী ও দূবদর্শী নীতির কল্যাণে আমাদের দেশেব শ্রমিকশ্রেণী, সংঘবদ্ধ কৃষকরা, এবং মোটেব উপব শ্রমব্যস্ত জনসাধাবণ এই বিপুল সাফল্য অর্জ্জন কবিয়াছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তিকে বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট কবাব চেষ্টায় লাগিয়া থাকিয়া সোভিয়েটেব চাবিদিকে যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ছিল, তাহাবা দ্বিগুণ তেজে সোভিয়েট দেশেব ভিতর খুনী, ধ্বংসকাবী ও গোয়েন্দাব দল সংগঠন কবিল। পরিবেষ্টক ধনতান্ত্রিকদেব এই শত্রুতাসূচক কার্য্যাবলী জার্মানী ও জাপানে ফ্যাশিজ্‌ম্‌ কর্তৃক বাষ্ট্রশক্তি অধিকাবেব সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠিল। ট্রটস্কিবাদী ও জিনোভিয়েভপন্থীদেব মধ্যে ফ্যাশিজ্‌ম্‌ পবম বাধ্য ভৃত্য খুঁজিয়া পাইল, ইহাবা গোয়েন্দাগিবি, ধ্বংসকার্য্য, সন্ত্রাসবাদী ও প্ররোচক কাজকর্ম্ম কবিতে প্রস্তুত ছিল এবং ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাব জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নেব পবাজয় ঘটাইবাব কাজে লাগিতে তৈয়ার ছিল।

সোভিয়েট সবকাবেব বজ্রমুষ্টি এই দুর্বৃত্তদেব দণ্ড দিল, নির্দ্দয়ভাবে জনগণের এই শত্রুদের আঘাত করিল, দেশের প্রতি যাহাবা বিশ্বাসঘাতকতা করিল তাহাদের শাস্তি দিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করার কাজে বল্‌শেভিক্ পার্টি—নূতন শাসনবিধি প্রবর্ত্তন (১৯৩৫-৩৭)

১। ১৯৩৫-৩৭ সালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি—সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক সঙ্কট লাঘব—নূতন অর্থনৈতিক প্রারম্ভ—ইতালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া দখল—স্পেনে জার্ম্মান ও ইতালিয়ানদের হস্তক্ষেপ—মধ্যচীনে জাপানী আক্রমণ—দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আরম্ভ

ধনিক দেশসমূহে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট ১৯২৯ সালের শেষার্দ্ধে আরম্ভ হয় তাহা ১৯৩৩ সালের শেষ পর্য্যন্ত চলিল। তাহার পর শিল্পের অধোগতি থামিয়া যাইল, সঙ্কটের পর নিশ্চল অবস্থা আসিল, এবং তাহার পর একপ্রকার পুনরুজ্জীবন, একপ্রকার উর্দ্ধাভিমুখী ধারা দেখা গেল। কিন্তু এই উর্দ্ধগতি নূতন ও উচ্চতর ভিত্তিতে শিল্পের মরশুম সঙ্গে করিয়া আনার মত ছিল না। ছুনিয়ার পুঁজিবাদী শিল্প ১৯২৯ সালের স্তর পর্য্যন্তও পৌঁছিতে পারিল না, ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি সেই স্তরের শতকরা ৯৫-৯৬ ভাগ পর্য্যন্ত পৌঁছিল। ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয়ার্দ্ধেই নূতন এক অর্থনৈতিক সঙ্কট আরম্ভ হইল এবং প্রথমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রেখাপাত করিল। ১৯৩৭ সাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা আবার এক কোটীতে উঠিল। ব্রিটেনেও বেকারসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্কটের উৎপাতের পর প্রকৃতিস্থ হওয়ার পূর্ব্বেই ধনিক-দেশসমূহ আবার নূতন এক অর্থ নৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইল।

ফলে বুর্জোয়া ও সর্ব্বহারাদের মধ্যে যেমন, তেমনই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে অসঙ্গতি আরও বেশী তীব্র হইয়া উঠিল। ফলে আততায়ী রাষ্ট্রগুলি স্বদেশে অর্থ নৈতিক সঙ্কটজনিত ক্ষতি অন্যান্য আত্মরক্ষাব্যাপারে দুর্ব্বল দেশের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া পূরণ করার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে লাগিল। জার্মানী ও জাপান, এই দুই কুখ্যাত আততায়ী রাষ্ট্রের সঙ্গে এখন তৃতীয় রাষ্ট্র ইতালী যোগ দিল।

১৯৩৫ সালে ফ্যাশিস্ট ইতালী অ্যাবিসীনিয়া আক্রমণ করিয়া বশীভূত করিল। ইতালী আক্রমণ করিল বিনা কারণে, "আন্তর্জাতিক আইনের" চোখে এই আক্রমণের কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল না; ফ্যাশিস্টদের অধুনাতন অভ্যাসমত দস্যুর মত যুদ্ধঘোষণা না করিয়া আক্রমণ করিল। ইহা শুধু অ্যাবিসীনিয়ার উপর আঘাত নয়, ইহা হইল ব্রিটেনের উপরও আঘাত, ইয়োরোপ হইতে ভারতবর্ষ ও সাধারণভাবে এশিয়া যাওয়ার পক্ষে ব্রিটেনে সামুদ্রিক রাস্তাগুলির উপরও আঘাত। অ্যাবিসীনিয়াতে জাঁকিয়া বসিতে ইতালীকে বাধা দিতে ব্রিটেনের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। পরে হাত খোলসা রাখার জন্য ইতালী জাতিসংসদ হইতে সরিয়া গেল এবং অপরিমিতভাবে অস্ত্রসজ্জা আরম্ভ করিল।

এইভাবে ইয়োরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সোজা সমুদ্রপথের উপর যুদ্ধের নূতন এক গ্রন্থি লাগানো হইল।

ফ্যাশিস্ট জার্মানী একাই ভের্সাই সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং

গায়ের জোরে নূতন করিয়া ইউরোপের মানচিত্র স্থির করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। জার্মান ফ্যাশিস্টরা গোপন করে নাই যে তাহারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে পদানত করিতে, কিংবা অন্তত যে-সব অঞ্চলে জার্মানরা বাস করিত সেই সব অঞ্চল দখল করিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাই তাহারা মতলব করিল যে প্রথমে অস্‌ট্রিয়া দখল করিবে, তাহার পর চেকোস্লোভাকিয়াকে আঘাত করিবে, তাহার পর বোধ হয় পোলাণ্ড—যে পোলাণ্ডেও এক সুসংহত অঞ্চলে জার্মানরা জার্মানীব সীমান্তের কাছে বাস করে—আর তাহার পর···আচ্ছা, তখন "দেখা যাইবে।"

১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মকালে জার্মানী ও ইতালী স্প্যানিশ রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপ আরম্ভ করিল। স্প্যানিশ ফ্যাশিস্টদেব সাহায্য করার ছদ্মবেশে তাহারা গোপনে ফ্রান্সের পিছনে স্প্যানিশ-অধিকৃত অঞ্চলে সৈন্য জমাইবার সুযোগ লইল, এবং দক্ষিণে বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ ও জিব্রা-টার, পশ্চিমে আতলান্তিক মহাসাগর, এবং উত্তরে বিস্কে উপসাগর, এই সীমার মধ্যবর্ত্তী মণ্ডলে স্প্যানিশ-কর্ত্তৃত্বাধীন সাগরে তাহাদের নৌবাহিনী জড় করার সুযোগ লইল। ১৯৩৮ সালের প্রথমে জার্মান ফ্যাশিস্টরা অস্‌ট্রিয়া কাড়িয়া লইল, এইভাবে দানিয়ুব নদীর মধ্যঅঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিল এবং ইউরোপের দক্ষিণে আদ্রিয়াতিক সাগরের দিকে অগ্রসর হইল।

জার্মান ও ইতালিযান ফ্যাশিস্টরা স্পেনে তাহাদের হস্তক্ষেপ আরও বাড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে জগৎকে আশ্বাস দিল যে তাহারা স্প্যানিশ 'কমিউনিস্টদের' বিরুদ্ধে লড়িতেছে এবং তাহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু এই কাঁচা ও ফাঁপা ভণিতা কেবল নির্ব্বোধদেরই ঠকাইতে পারিত। আসলে তাহারা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সমুদ্র দিয়া

আফ্রিকা ও এশিয়াতে তাহাদের বিপুল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলিতে যাতায়াতের পথরোধ করিয়া বসিবার জন্য আঘাত হানিতেছিল।

অস্ট্রিয়া দখল করা সম্বন্ধে অন্তত কিছুতেই ওজর দেওয়া গেল না যে ইহা হইল ভের্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জার্মানী যে-সব অঞ্চল হারাইয়াছিল আবার তাহা ফিরাইয়া আনিয়া জার্মানীর "জাতীয়" স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টার ইহা একটী অংশ। যুদ্ধের পূর্ব্বে বা পরে অস্ট্রিয়া জার্মানীর মধ্যে একাংশ হইয়া ছিল না। **জবরদস্তি** করিয়া অস্ট্রিয়া দখল সাম্রাজ্যবাদী কেতায় বিদেশ কাড়িবার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত। পশ্চিম ইউরোপখণ্ডে প্রভুত্বস্থাপন করা যে ফ্যাশিস্ট জার্মানীর মতলব, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রহিল না।

সর্ব্বোপরি ইহা হইল ফ্রান্স ও ব্রিটেনের স্বার্থের বিরুদ্ধে আঘাত।

এইভাবে, দক্ষিণ ইয়োরোপে, অস্ট্রিয়া ও আড্রিয়াতিক সাগর মণ্ডলে, এবং ইয়োরোপের সুদূর পশ্চিম অঞ্চলে, স্পেন ও তাহার উপকূলবাহী সামুদ্রিক মণ্ডলে, যুদ্ধের নূতন গ্রন্থি বাঁধা হইল।

১৯৩৭ সালে জাপানী ফ্যাশিস্ট জঙ্গীবাদীরা পাইপিং কাড়িয়া লইল, মধ্যচীনে আক্রমণ করিল এবং শাংহাই দখল করিয়া বসিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাঞ্চুরিয়ার জাপানী আক্রমণের মত এবারও অভ্যস্ত জাপানী কায়দায়, দস্যুর মত, নিজেরাই কল টিপিয়া অনেক "স্থানীয় ঘটনা" ঘটাইয়া অসদুপায়ে তাহার সুযোগ লইয়া, এবং সকল "আন্তর্জাতিক আদর্শ", সন্ধিপত্র, চুক্তি ইত্যাদি লঙ্ঘন করিয়া মধ্যচীন আক্রমণ করা হইল। তিয়েন্ত্সিন্ ও শাংহাই দখল করার ফলে চীনের বিপুল বাজারের চাবিকাঠি জাপানের হাতে পড়িল। যতদিন জাপান তিয়েন্ত্সিন্ ও শাংহাই দখলে রাখে, ততদিন সে-কোন

মুহূর্ত্তে ব্রিটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যচীন হইতে জাপান ভাগাইয়া দিতে পারে, আর মধ্যচীনে ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রচুর টাকা খাটে।

অবশ্য জাপানী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে চীনের জনগণ ও ফৌজের অসমসাহসিক সংগ্রাম, চীনে বিরাট জাতীয় জাগরণ, লোকসংখ্যা ও সুপরিব্যাপ্ত দেশ লইয়া চীনের বিপুল শক্তি, আর সর্ব্বশেষে, চীন-ভূমি হইতে আক্রমণকারীকে সম্পূর্ণ বিদূরিত না করা পর্য্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া সম্বন্ধে চীনের জাতীয় সরকারের সংকল্প, এই সব ব্যাপারে নিঃসন্দেহে দেখা যায় যে চীনে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের ভবিষ্যৎ নাই, আর কখনও থাকিবে না।

কিন্তু তাহা হইলেও একথা সত্য যে সাময়িকভাবে চীনদেশের বাণিজ্যের কর্ত্তৃত্ব জাপানের হাতে, এবং চীনের বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ আসলে ব্রিটেন ও আমেরিকার স্বার্থের উপর এক প্রচণ্ড আঘাত।

এইভাবে, প্রশান্ত মহাসাগরে, চীন মণ্ডলে, যুদ্ধের আর এক গ্রন্থি বাঁধা হইল।

এই সব ঘটনা হইতে দেখা যায় যে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তখনই বাধিয়া গিয়াছিল। এই যুদ্ধ বিনা ঘোষণায় অলক্ষিতে আরম্ভ হইয়া গেল। রাষ্ট্র ও জাতিসমূহ যেন নিজেদের অগোচরেই দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আবর্ত্তে পড়িয়া গেল। পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে ঐ তিনটী আততায়ী রাষ্ট্র—জার্ম্মানী, ইতালী ও জাপানের ফ্যাশিস্ট শাসকগোষ্ঠী—যুদ্ধ লাগাইয়া দিল। ইহা জিব্রাল্টার হইতে শাংহাই পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত বিপুল প্রসারিত অঞ্চলে চলিতেছে। ৫০ কোটী লোক ইতিমধ্যেই এই যুদ্ধের গ্রহপথে পড়িয়াছে। চরম বিশ্লেষণের ফলে

দেখা যায় যে আততায়ী রাষ্ট্রসমূহের অনুকূলে এবং তথাকথিত গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের লোকসান ঘটাইয়া দুনিয়াকে নূতন করিয়া ভাগাভাগি এবং নানা স্থানে প্রভাবকেন্দ্র স্থাপন ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া ইহা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার পুঁজিবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হইল।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্য হইল এই যে এ পর্য্যন্ত ইহা আততায়ী রাষ্ট্রগুলিই চালাইতেছে ও ছড়াইয়া দিতেছে, আর অপর শক্তিপুঞ্জ, অর্থাৎ যে "গণতান্ত্রিক" শক্তিবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহারা এই বলিয়া মনকে চোখ ঠারিতেছে যে তাহারা এযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট নয়, তাহারা এব্যাপারে হাত ধুইয়া মুছিয়া সরাইয়া লইয়াছে, শান্তিপ্রিয়তার জন্য তাহারা গর্ব্ব করে, ফ্যাশিস্ট আততায়ী-দের তাহারা তিরস্কার করে, এবং…একটু একটু করিয়া আততায়ীদের হাতে নিজেদের ঘাঁটি ছাড়িয়া দিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলিতেছে যে তাহারা প্রতিরোধের আয়োজন চালাইতেছে।

এই যুদ্ধের প্রকৃতি যে অনেকটা অদ্ভুত ও একদেশদর্শী, তাহা দেখা যাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া অ্যাবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনের আত্মরক্ষাব্যাপারে দীনহীন জনগণকে লুণ্ঠন করিয়া নির্লজ্জভাবে পর-রাজ্যজয়ের জন্য নৃশংস যুদ্ধ ছাড়া ইহা অন্য কিছু ছিল না।

যুদ্ধের এই একদেশদর্শী প্রকৃতির কারণ "গণতান্ত্রিক" রাষ্ট্রগুলির সামরিক কিংবা আর্থিক দৌর্ব্বল্য মনে করিলে ভুল হইবে। "গণ-তান্ত্রিক" রাষ্ট্রসমূহ অবশ্যই ফ্যাশিস্ট রাষ্ট্রসমূহের চেয়ে শক্তিশালী। ক্রমবর্দ্ধমান বিশ্বযুদ্ধের একদেশদর্শী প্রকৃতির কারণ হইল ফ্যাশিস্ট শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে "গণতান্ত্রিক" রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত ফ্রণ্টের অভাব।

অবশ্য তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ফ্যাশিস্ট রাষ্ট্রসমূহের "বাড়াবাড়ি" পছন্দ করে না এবং তাহাদের শক্তিবৃদ্ধিতে ভয় পায়। কিন্তু তাহারা ইউরোপে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে এবং এশিয়াতে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনকে আরও বেশী ভয় করে, এবং এই সব "বিপজ্জনক" আন্দোলনের পক্ষে ফাশিজ্‌মকে একটা "চমৎকার ঔষধ" মনে করে। এইজন্য "গণতান্ত্রিক" রাষ্ট্রসমূহের শাসকগোষ্ঠী, এবং বিশেষ করিয়া ব্রিটেনের রক্ষণশীলরা কেবল মদগর্ব্বী ফ্যাশিস্ট শাসকদের কাছে "অতিরিক্ত দূর না যাওয়ার" জন্য অনুনয়বিনয়েই নিজেদের সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে, আর সঙ্গে সঙ্গে জানায় যে তাহারা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি ফ্যাশিস্টদের প্রগতি বিরোধী মনোভাব বেশ "ভাল করিয়া বোঝে" ও মোটের উপর সহানুভূতিও পোষণ করে। জারের আমলে যে রুশ-লিবারল রাজ-তন্ত্রবাদী বুর্জোয়ারা জার-সরকারের নীতিতে "বাড়াবাড়ি" দেখিয়া ভয় পাইলেও জনসাধারণকে আরও বেশী ভয় করিত এবং ফলে জারের কাছে অনুনয়বিনয়ের নীতি গ্রহণ করিত ও জারের সঙ্গে মিলিয়া জনগণের বিরুদ্ধে **ষড়যন্ত্র** করিত। এবিষয়ে ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠী অনেকটা তাহাদেরই কৌশল অনুসরণ করিতেছিল। আমরা জানি যে এই দু-মুখো নীতির জন্য রাশিয়ার লিবারল-রাজতন্ত্রবাদী বুর্জোয়া-শ্রেণীকে বেজায় চড়াদাম দিতে হইয়াছিল। ধরিয়া লওয়া যায় যে ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠী এবং ফ্রান্স ও আমেরিকাতে তাহাদের বন্ধুদের কাছেও ইতিহাস প্রতিশোধ আদায় করিবে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এই পরিবর্ত্তন এবং এই আশঙ্কাজনক ঘটনাবলীর দিকে স্পষ্টই সোভিয়েট ইউনিয়ন চোখ বুজিয়া থাকিতে পারিত না। যত ছোটদরেরই হউক, আততায়ীদের দ্বারা আরব্ধ যে

কোন যুদ্ধই শান্তিপ্রিয় দেশগুলির পক্ষে বিপজ্জনক। যে-দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এরূপ "অগোচরে" জাতিসমূহের উপর হানা দিয়াছে, এবং যাহা পাঁচ কোটীরও অধিক লোককে জড়িত করিয়াছে, সে-যুদ্ধ সকল জাতির পক্ষেই এবং প্রথমত সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে বিশেষ গুরুতর একটা বিপদ হইয়া উঠা অবশ্যম্ভাবী। জার্মানী, ইতালী ও জাপান যে "কমিউনিস্টবিরোধী সংস্থা" গঠন করিল, তাহা ইহারই সুপরিব্যক্ত প্রমাণ। সুতরাং আমাদের দেশ শান্তির নীতি অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা এবং লাল-ফৌজ ও নৌবাহিনীর যুদ্ধপরিচালনশক্তিকে আরও সুদৃঢ় করিবার কাজে প্রবৃত্ত হইল। ১৯৩৪ সালের শেষভাগে সোভিয়েট ইউনিয়ন জাতিসংসদে ('লীগ্ অফ নেশন্স্') যোগ দিল। ইহার দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও জাতিসংসদ এমন একটা স্থান হিসাবে কাজ দিতে পারে যেখানে আততায়ীশক্তিদের আসল চেহারা জাহির করা যায়, এবং ক্ষীণবল হইলেও যুদ্ধের প্রাদুর্ভাবে বাধা দিবার পক্ষে একপ্রকার হাতিয়ার হিসাবে কাজ দিতে পারে জানিয়া সোভিয়েট জাতিসংসদে যোগদান করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন মনে করে যে ঐরূপ সময়ে জাতিসংসদের মত নিস্তেজ আন্তর্জাতিক সংগঠনকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। ১৯৩৫ সালের মে মাসে ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে আততায়ী কর্ত্তৃক সম্ভাব্য আক্রমণ ঘটিলে পরস্পর সাহায্যমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যেও অনুরূপ চুক্তি একই সময় স্থাপিত হয়। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন মোঙ্গোলিয়ান্ জনগণের রাষ্ট্রের সহিত এক পরস্পর সাহায্যমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করে, এবং ১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসে চীন সাধারণতন্ত্রের সহিত অনাক্রমণচুক্তি স্থাপন করে।

২। সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্প ও কৃষিকর্ম্মের ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রগতি—দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্প নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সুসম্পন্ন—কৃষিব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সমবায়ীকরণের সমাপ্তি—কর্ম্মীদের গুণবত্তার গুরুত্ব—স্তাখানোভ্ আন্দোলন—জনসাধারণের কল্যাণব্যবস্থার উন্নতি—সোভিয়েট বিপ্লবের শক্তি

একদিকে যেমন ১৯৩০-৩৩ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পর ধনিক দেশসমূহে নূতন এক সঙ্কট আরম্ভ হইল, তেমনই অপরদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নে **পুরো এই সময়েতেই** শিল্পের বিকাশ অটলভাবে অগ্রসর হইল। একদিকে পৃথিবীর ধনিকশিল্প মোটের উপর ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি ১৯২৯ সালের উৎপাদনের অনুপাতে শতকরা ৯৫-৯৬ ভাগের স্তরে কোনক্রমে উঠিয়াছিল, এবং আবার ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয়ার্দ্ধে নূতন এক সঙ্কটের যন্ত্রণায় পড়িল; অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্পের ক্রমোপচয়ী বিকাশ অটলগতিতে চলিয়া ১৯৩৭ সালের শেষাশেষি ১৯২৯ সালের উৎপাদন অনুপাতে শতকরা ৪২৮ ভাগ, কিংবা প্রাক্-যুদ্ধযুগের উৎপাদন অনুপাতে শতকরা সাত শতেরও বেশী ফল দেখাইল।

পার্টি ও সরকার একাগ্রভাবে যে পুনর্গঠননীতি অনুসরণ করিয়াছিল এই সাফল্য তাহারই প্রত্যক্ষ ফল।

এই সব সাফল্যের ফলে শিল্পবিষয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্প নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সুসম্পন্ন হইল। ইহা হইল ১লা এপ্রিল, ১৯৩৭, তারিখে, অর্থাৎ চার বৎসর তিন মাসে।

সোশালিজ্‌মের পক্ষে ইহা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজয়।

কৃষিকর্ম্মে অগ্রগতির ছবিও প্রায় একই ধরণের। সর্ব্বপ্রকার শস্যোৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ভূমির পরিমাপ ১৯১৩ সালে (প্রাক্‌-যুদ্ধ-যুগ) ১০½ কোটি 'হেক্টর' হইতে ১৯৩৭ সালে ১৩ কোটী 'হেক্টরে' দাঁড়াইল। উৎপন্ন খাদ্য শস্যের পরিমাণ ১৯১৩ সালে ৪৮০ কোটী 'পুড়্' হইতে ১৯৩৭ সালে ৬৮০ কোটী 'পুডে' উঠিল, কাপাস ৪ কোটী ৪০ লক্ষ 'পুড' হইতে ১৫ কোটী ৪০ লক্ষ 'পুডে' উঠিল, শণ (তন্তু) উৎপন্ন হইল ১৯১৩ সালের ১ কোটী ৯০ লক্ষ 'পুড' হইতে বাড়িয়া ১৯৩৭ সালে ৩ কোটী ১০ লক্ষ 'পুড', চিনির জন্য বীটপালম বাড়িয়া ৬৫ কোটী ৪০ লক্ষ 'পুড' হইতে ১৩১ কোটি ১০ লক্ষ 'পুডে' উঠিল, এবং সরিষা প্রভৃতি তৈল-শস্য ১২ কোটী ৯০ লক্ষ 'পুড' হইতে ৩০ কোটী ৬০ লক্ষ 'পুডে' উঠিল।

বলা উচিত যে ১৯৩৭ সালে শুধু যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি (রাষ্ট্র-পরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বাদ দিয়া) বাজারে পাঠাইবার উপযোগী ১৭০ কোটী 'পুডেরও' বেশী বাড়তি খাদ্যশস্য উৎপাদন করিয়াছিল। ১৯১৩ সালে জমিদার, কুলাক্ ও চাষীরা মিলিয়া বাজারে যাহা পাঠায়, তাহার তুলনায় ইহা অন্তত ৪০ কোটী 'পুড' বেশী।

কৃষিকর্ম্মের কেবল একটি বিভাগ—পশুধন সংবর্দ্ধনের ব্যবস্থা—তখনও প্রাক্‌-যুদ্ধযুগের তুলনায় পিছনে পড়িয়াছিল এবং অতি মন্দগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কৃষিসমবায়ীকরণ সম্বন্ধে বলা যায় যে ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালের মধ্যে যে কৃষিপরিবারগুলি যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগদান করে, তাহাদের সংখ্যা হইল ১ কোটি ৮৫ লক্ষ, অর্থাৎ কৃষিপরিবারের মোট সংখ্যার শতকরা ৯৩ ভাগ; আর যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি যে জমিতে

খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতেছিল, তাহার পরিমাপ মোট শস্যোৎপাদন ভূমির শতকরা ৯৯ ভাগ।

কৃষিব্যবস্থায় পুনর্গঠন এবং ট্র্যাক্টর ও কৃষিযন্ত্রাদির বিস্তৃত বিতরণের ফল এখন সুস্পষ্ট হইল।

শিল্প ও কৃষি পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে জাতীয় অর্থব্যবস্থা এখন যথেষ্ট পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর শিল্পকৌশল সমৃদ্ধ হইল। শিল্প, কৃষি, যানবাহন ব্যবস্থা এবং ফৌজ বিপুল পরিমাণে আধুনিক শিল্পযন্ত্র পাইল—কলকব্জা, ট্র্যাক্টর ও কৃষিযন্ত্রাদি, মোটর ও স্টীমার, কামান ও ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ও যুদ্ধজাহাজ পাইল। হাজারে হাজারে লাখে লাখে সুশিক্ষিত লোক এখন দরকার হইল, যাহারা এই শিল্পযন্ত্রকে কাজে লাগাইয়া যথাসম্ভব সুফল উৎপাদন করিতে পারে, এমন লোকের দরকাব পড়িল। ইহা না পাইলে, শিল্পকৌশল আযত্ত করিয়াছে এমন লোক যথেষ্ট সংখ্যায় না মিলিলে, আশঙ্কা ছিল যে যন্ত্রগুলি কেবল অব্যবহৃত, নির্জীব ধাতু হইয়া পড়িয়া থাকিবে। এই আশঙ্কা খুবই গুরুতর হইয়াছিল; ইহার কারণ এই যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা, যন্ত্রকে কাজে লাগাইতে, যন্ত্রের পূর্ণ ব্যবহার করিতে সমর্থ কর্ম্মীসংখ্যার বৃদ্ধি যন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে **পা মিলাইয়া চলে নাই, বরঞ্চ অনেক পিছনে পড়িয়া ছিল।** শিল্পব্যাপারে আমাদের অনেক কর্ম্মকর্ত্তা এই বিপদের কথা ভাবে নাই এবং যন্ত্র "আপনা হইতেই কাজ সারিয়া দিবে" বিশ্বাস করিত বলিয়া অবস্থা আরও জটিল হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে যেমন তাহারা যন্ত্রের গুরুত্বকে যথাযোগ্য মূল্য দেয় নাই বরং যন্ত্র সম্বন্ধে অবজ্ঞাই দেখাইয়াছিল, এখন আবার তাহারা যন্ত্রের অতিরিক্ত মূল্য দিল, যন্ত্রকে যেন মাথায় করিয়া লইয়া নাচিতে লাগিল। তাহারা বুঝিল না যে যন্ত্রকৌশল যাহারা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহাদের বাদ দিলে যন্ত্র একটা নির্জীব বস্তুমাত্র। তাহারা বুঝিল না যে যন্ত্রকে রীতিমত

সুফলপ্রসূ করিতে হইলে যন্ত্রকৌশল যাহারা আয়ত্ত করিয়াছে তাহাদের দরকার পড়ে।

এইভাবে শিল্পকুশলী কর্ম্মী সংগ্রহের সমস্যা নিতান্ত গুরুতর হইয়া উঠিল।

যে কর্ম্মকর্ত্তারা যন্ত্রবিষয়ে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইতেছিল এবং ফলে শিল্পকুশলী কর্ম্মীদের গুরুত্বকে অল্পমূল্য দিল, তাহাদের মনোযোগ শিল্পকৌশল অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করার দিকে আকর্ষণ করা দরকার হইল, এবং বহুসংখ্যক কর্ম্মীকে শিল্পযন্ত্র কাজে লাগাইয়া যথাসম্ভব সুফল উৎপাদন করিতে সমর্থ করার জন্য সব কিছু ব্যবস্থা যে প্রয়োজন তাহা বুঝাইতে হইল।

পূর্ব্বে পুনর্গঠনযুগের প্রথম দিকে দেশ যখন শিল্পযন্ত্রের অভাবে ভুগিতেছিল, তখন পার্টি শ্লোগান দেয়, "পুনর্গঠনের যুগে শিল্পকৌশল দ্বারাই সব কিছু নির্ণীত হয়;" এখন, প্রভূত শিল্পযন্ত্র হাজির থাকায়, পুনর্গঠন যখন প্রধানত সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং দেশ কর্ম্মীর অভাব নিদারুণভাবে অনুভব করিতেছে, তখন পার্টির পক্ষে নূতন শ্লোগান প্রচার অবশ্য কর্ত্তব্য হইল, এমন শ্লোগান দেওয়া দরকার হইল যাহা সকলের মনোযোগকে একস্থানে নিবদ্ধ করিবে, শিল্পযন্ত্রের চেয়ে মানুষের উপর, যন্ত্রের যথাসম্ভব সুব্যবহারে সমর্থ কর্ম্মীদের উপর নিবদ্ধ করিবে।

এই বিষয়ে ১৯৩৫ সালের মে মাসে কমরেড স্টালিন রেড আর্মি বিদ্যায়তনের উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা করেন, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কমরেড স্টালিন বলেন: "পূর্ব্বে আমরা বলিতাম যে 'শিল্পযন্ত্রই সব কিছু নির্ণয় করে'। এই শ্লোগান আমাদিগকে শিল্পযন্ত্রের অভাব পূরণ করিতে এবং আমাদের জনগণকে প্রথমশ্রেণীর শিল্পসজ্জা লইয়া প্রত্যেক কর্ম্মবিভাগের জন্য বিপুল যান্ত্রিক বনিয়াদ সৃষ্টি

করিতে সাহায্য করিয়াছিল। ইহা খুবই ভাল কথা। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নয়, ইহা যথেষ্টের চেয়ে অনেক কম। শিল্পযন্ত্রকে চালাইয়া যথাসম্ভব তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইলে আমাদের প্রয়োজন এমন লোক যাহারা শিল্পকৌশল আয়ত্ত করিয়াছে, আমাদের প্রয়োজন এমন কর্ম্মী যাহারা শিল্পবিজ্ঞানের রীতি অনুযায়ী শিল্পকৌশল আয়ত্ত করিয়া যথাসম্ভব তাহার সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ। শিল্পবিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়াছে এমন লোক বিনা শিল্পবিজ্ঞান প্রাণহীন। যাহারা শিল্পবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছে তাহাদের হাতে যন্ত্র অসাধ্যসাধন করিতে পারে ও করা উচিত। যদি আমাদের প্রথমশ্রেণীর কলকারখানাতে, আমাদের রাষ্ট্রচালিত কৃষিক্ষেত্রে ও যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে, আমাদের লালফৌজে যথেষ্ট সংখ্যায় এমন কর্ম্মী থাকিত, যাহারা এই শিল্পবিজ্ঞানকে কাজে লাগাইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের দেশ বর্ত্তমানের তুলনায় তিন-চারগুণ বেশী সুফল পাইত। এইজন্য এখন মানুষের উপর, কর্ম্মীর উপর, শিল্পকুশলী শ্রমিকদের উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে। এইজন্য পুরাতন যে স্লোগান অতীত এক যুগের অবস্থায় প্রতিফলন স্বরূপ ছিল, যে যুগে আমরা শিল্পযন্ত্রের অভাবে ভুগিয়াছি—'শিল্পযন্ত্রই সব কিছু নির্ণয় করে'—এই স্লোগানকে বদ্‌লাইয়া নিশ্চয়ই নূতন এক স্লোগান—**'কর্ম্মীদের গুণবত্তাই সব কিছু নির্ণয় করে'**—এই স্লোগান গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই এখন প্রধান ব্যাপার···

"আজ বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে দুনিয়ার সব চেয়ে দামী পুঁজি হইল মানুষ—সবচেয়ে মূল্যবান সবচেয়ে সংশয়চ্ছেদী মূলধন হইল মানুষ, হইল কর্ম্মী। বুঝিতেই হইবে যে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় **'কর্ম্মীদের গুণবত্তাই সব কিছু নির্ণয় করে'**। শিল্প, কৃষিকর্ম্ম, যানবাহনব্যবস্থা ও সৈন্যবাহিনীতে আমরা যদি অনেক ভাল কর্ম্মী পাই, তো আমাদের

দেশ অপরাজেয়। সেরূপ কর্ম্মী আমাদের না থাকিলে আমাদের দুই পা খোঁড়া হইয়া থাকিবে।"

সুতরাং এখন প্রধান কর্ত্তব্য হইল দ্রুত শিল্পকুশলী কর্ম্মী শিক্ষিত করিয়া তোলা, এবং শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিকে সতত বর্দ্ধমান করিতে হইলে দ্রুত নূতন শিল্পকৌশল আয়ত্ত করা।

এইরূপ কর্ম্মীসংখ্যাবৃদ্ধি, আমাদের জনগণ কর্ত্তৃক নূতন শিল্পকৌশল শিক্ষা, এবং শ্রমের উৎপাদিকাশক্তিকে ক্রমাগত বাড়াইয়া চলার, সবচেয়ে জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ হইল স্তাখানোভ্ আন্দোলন। দনেৎস্ অববাহিকা অঞ্চলে কয়লাখনিতে প্রথম ইহার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে ; শিল্পের অন্যান্য শাখায়, রেলপথে এবং তাহার পর কৃষিকর্ম্মে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। স্তাখানোভ্ আন্দোলনের নামকরণ হয় ইহার জন্মদাতা, মধ্য ইর্মিনো কয়লাখনির (দনেৎস্ অববাহিকা) শ্রমিক আলেক্সাই স্তাখানোভের নামে। স্তাখানোভের পূর্ব্বে নিকিতা ইজোতোভ্ কয়লা খোদার কাজে পূর্ব্বতন সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন সাফল্যকে হার মানাইয়াছিল। ১৯৩৫ সালের ৩১শে আগস্ট তারিখে স্তাখানোভ্ এক পালাতে ১০২ টন কয়লা খুদিয়া প্রমাণ উৎপাদনের চৌদ্দগুণ পূরণ করেন। এই কৃতিত্ব উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং উৎপাদিকা শক্তির নূতন অগ্রগতির দিকে শ্রমিক ও সংঘবদ্ধ কৃষকদের ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা করিল। মোটরশিল্পে বুসিগিন্, জুতার কারখানায় স্মেতানিন্, রেলপথে ক্রিভোনোস্, কাষ্ঠশিল্পে মুসিন্‌স্কি, বস্ত্রশিল্পে এভ্‌দোকিয়া ভিনোগ্রাদোভা এবং মারিয়া ভিনোগ্রাদোভা, কৃষিকর্ম্মে মারিয়া দেম্‌চেঙ্কো, মারিয়া গ্‌নাতেঙ্কো, পি, এঙ্গোলিনা, পোলাগুতিন্, কোলেসো, বোরিন্ ও কোভার্দাক—ইহারা হইলেন স্তাখানোভ আন্দোলনের পথিপ্রদর্শক।

ইহাদের পরে দলে দলে অন্যান্য পুরোগামীরা আসিলেন, পুরাতন পুরোগামীদের উৎপাদিকাশক্তি অতিক্রম করিয়া চলিলেন।

১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে ক্রেম্‌লিনে যে স্তাখানোভপন্থীদের প্রথম নিখিল-ইউনিয়ন সম্মেলন হয়, এবং সেখানে কমরেড স্টালিন যে বক্তৃতা করেন, তাহা স্তাখানোভ্ আন্দোলনে প্রচণ্ড উদ্দীপনা আনে।

এই বক্তৃতায় কমরেড স্টালিন বলেন : "স্তাখানোভ্ আন্দোলন সোশালিস্ট প্রতিযোগিতায় এক নূতন তরঙ্গের প্রকাশ, সোশালিস্ট প্রতিযোগিতায় এক নূতন ও উচ্চতর স্তর...পূর্ব্বে, প্রায় তিনবৎসর পূর্ব্বে, সোশালিস্ট প্রতিযোগিতা যখন প্রথম স্তরে ছিল, তখন সোশালিস্ট প্রতিযোগিতার সঙ্গে আধুনিক শিল্পকৌশলের কোন অবিভেদ্য সম্পর্ক ছিল না। বাস্তবিক তখন আমাদের কোন আধুনিক শিল্পযন্ত্রই ছিল না। অপরপক্ষে, সোশালিস্ট প্রতিযোগিতার বর্ত্তমান স্তর, স্তাখানোভ্ আন্দোলনের সঙ্গে আধুনিক শিল্পযন্ত্রের অনিবার্য্য সম্পর্ক রহিয়াছে। নূতন ও উচ্চতর শিল্পকৌশল বিনা স্তাখানোভ্ আন্দোলন কল্পনা করা চলে না। আমাদের সম্মুখে রহিয়াছেন স্তাখানোভ্, বুসিগিন্, স্মেতালিন্, ক্রিভোনোস্, ভিনোগ্রাদোভা ভগ্নীদ্বয়, ও অন্যান্য কমরেড; ইঁহারা নূতন মানুষ, নূতন স্ত্রী ও পুরুষশ্রমিক, ইঁহারা নিজেদের কর্ম্মকৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছেন, কাজে লাগাইয়াছেন এবং অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন। প্রায় তিনবৎসর পূর্ব্বে এই ধরণের লোকই আমাদের ছিল না।...স্তাখানোভ্ আন্দোলনের তাৎপর্য্য হইল এই যে যথেষ্ট নয় বলিয়া পুরাতন প্রামাণিক উৎপাদনকে ইহা ছাপাইয়া যাইতেছে; অনেকক্ষেত্রে ইহা শ্রেষ্ঠ ধনিকদেশগুলির উৎপাদিকাশক্তিকে অতিক্রম করিতেছে, এবং এইভাবে আমাদের দেশে সোশালিজ্‌ম্‌কে আরও সুসংস্থাপিত করার বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি

করিতেছে, আমাদের দেশকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করিতেছে।"

স্তাখানোভ্‌পন্থীদের কার্য্যপদ্ধতি বর্ণনা করিয়া এবং আমাদের দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে স্তাখানোভ্‌ আন্দোলনের বিরাট গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া কমরেড স্টালিন আরও বলেন :

"আমাদের স্তাখানোভ্‌পন্থী কমরেডদের দিকে আরও নিকট হইতে তাকাইয়া দেখুন। ইঁহারা কি ধরণের মানুষ? প্রধানত ইঁহারা তরুণ বা মধ্যবয়সী স্ত্রী ও পুরুষশ্রমিক, ইঁহারা সংস্কৃতি ও শিল্পকৌশলসম্পন্ন, ইঁহারা কাজে বিশুদ্ধি ও সূক্ষ্মতার উদাহরণ দেখাইতেছেন, কাজে সময়ের মূল্য ইঁহারা বোঝেন, এবং শুধু মিনিট নয় সেকেণ্ড পর্য্যন্ত গণনা করিতে শিখিয়াছেন। ইঁহাদের অধিকাংশ নিম্নতম শিল্পবিজ্ঞান-শিক্ষা পাইয়াছেন এবং এখন শিল্পশিক্ষা চালাইয়া যাইতেছেন। একধরণের ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রবিদ্যাবিশারদ ও কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে যে রক্ষণশীল ও নিশ্চলভাব আছে, ইঁহারা তাহা হইতে মুক্ত; ইঁহারা সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, অপ্রচলিত শিল্পাদর্শকে চূর্ণ করিতেছেন এবং নূতন ও উচ্চতর আদর্শ সৃষ্টি করিতেছেন; আমাদের শিল্পের নেতারা যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সামর্থ্যের পরিমাপ স্থির করিতেছেন, ইঁহারা তাহাতে সংগঠন প্রবর্ত্তন করিতেছেন; ইঞ্জিনিয়ার ও শিল্পবিদ্যাবিশারদরা যাহা বলেন, ইঁহারা প্রায়ই তাহা পরিপূরণ কিংবা সংশোধন করিয়া দেন, ইঁহারা প্রায়ই তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন ও অগ্রগমনে প্ররোচিত করেন, কারণ ইঁহারা নিজেদের কর্ম্মকৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছেন এবং শিল্পযন্ত্রের ব্যবহার হইতে যথাসম্ভব বেশী ফল নিংড়াইয়া বাহির করিতে পারেন। আজ স্তাখানোভ্‌পন্থীদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু কে জানে না যে কাল এই সংখ্যা দশগুণ বাড়িবে?

একথা কি পরিষ্কার নয় যে স্তাখানোভ্‌পন্থীরা আমাদের শিল্পে নূতন পথ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, স্তাখানোভ্‌ আন্দোলন আমাদের শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ করে, শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও শিল্পকৌশলগত ক্রমোন্নতির বীজ এই আন্দোলনে রহিয়াছে, সোশালিজ্‌ম্ হইতে কমিউনিজ্‌মে রূপান্তর ঘটাইতে হইলে এবং মানসিক ও দৈহিক শ্রমের মধ্যে প্রভেদ দূর করিতে হইলে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তির যে উচ্চ অনুপাত অবশ্যপ্রয়োজন, তাহা সুসাধিত করিবার পথ ইঁহারাই আমাদের সম্মুখে খুলিয়া দিতেছেন।”

স্তাখানোভ্‌ আন্দোলনের বিস্তার ও সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্প সংসাধনের ফলে শ্রমব্যস্ত জনগণের সুখসুবিধা ও সংস্কৃতির স্তরে নূতন উন্নতির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হইল।

দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্পের যুগে শ্রমিক ও অফিস কর্ম্মচারীদের প্রকৃত বেতন (“Real wages”) দ্বিগুণেরও বেশী বাড়িল। ১৯৩৩ সালে ৩৪০০ কোটী রুব্‌ল্ হইতে মোট মাহিনার পরিমাণ ১৯৩৭ সালে ৮১০০ কোটীতে উঠিল। রাষ্ট্রপরিচালিত সামাজিক বীমাভাণ্ডার (“Social insurance fund”) ৪৬০০ কোটী রুব্‌ল্ হইতে ঐ সময়ের মধ্যে ৫৬০০ কোটীতে উঠিল। এক ১৯৩৮ সালেই শ্রমিক ও বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের বীমা, বাসব্যবস্থা উন্নত করা, সংস্কৃতি-ব্যাপারে প্রয়োজন মিটানো, স্বাস্থ্যনিবাস, বিশ্রামনিবাস, চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি বাবদে প্রায় ১০০০ কোটী রুব্‌ল্ খরচ করা হয়।

গ্রামাঞ্চলে কৃষিসমবায় ব্যবস্থা সুনির্দ্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের তুফান কর্ম্মীদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত “কৃষি-‘আর্টেলের’ বিধি” এবং যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্ষিত ভূমির উপর “কায়েমী স্বত্ব” প্রদানের ফলে

ইহা যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিল। কৃষিসমবায়ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে দারিদ্র্য ও জীবনযাত্রাব্যাপারে আশঙ্কার অবসান ঘটিল। পূর্ব্বে, প্রায় তিনবৎসর পূর্ব্বে, প্রতিদিনের কাজ বাবদে সংঘবদ্ধ কৃষকরা এক বা দুই 'কিলোগ্রাম' খাদ্যশস্য পাইত; আর এখন শস্যোৎপাদক অঞ্চলে অধিকাংশ সংঘবদ্ধ কৃষক পাঁচ হইতে বারো 'কিলোগ্রাম' পাইল, এমনকি অনেকে প্রতিদিনের কাজ বাবদে বিশ 'কিলোগ্রাম' পর্য্যন্ত পাইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উৎপন্নদ্রব্য ও কিছু অর্থও উপার্জ্জন করিল। শস্যোৎপাদক অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান এখন বাৎসরিক উপার্জ্জন হিসাবে ৫০০ হইতে ১,৫০০ 'পুড্' শস্য পাইল, আর যেখানে তুলা, চিনি, বীটপালম, শণ, পশুধন, আঙুর, লেবু এবং ফল ও আনাজ উৎপন্ন হয় সেইসব অঞ্চলে বৎসরে হাজার হাজার রুব্ল্ রোজগার করিল। যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সংঘবদ্ধ কৃষকদের বাড়ীতে এখন নূতন গোলা ও ভাণ্ডার বানানো জরুরী হইয়া পড়িল, কারণ পুরাতন গোলায় বৎসরের সামান্য সঞ্চয় রাখিবার জায়গা থাকিত, এখন আর সেখানে গৃহস্থালীর পক্ষে দরকারী জিনিসের এক-দশমাংশও ধরিত না।

১৯৩৬ সালে জনসাধারণের কল্যাণব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে সরকার গর্ভপাত নিষেধ করিয়া আইন পাশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতি গৃহ, শিশুমঙ্গলপ্রতিষ্ঠান, দুগ্ধবিতরণ কেন্দ্র ও ক্রীড়াচ্ছলে শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান ('কিণ্ডার গার্টেন্') নির্ম্মাণের ব্যাপক কর্ম্মসূচী গ্রহণ করিল। এইজন্য ১৯৩৬ সালে ২১৭ কোটী ৪০ লক্ষ রুব্ল্ খরচ হইবে ধরা হয়; ১৯৩৫ সালে ৮৭ কোটী ৫০ লক্ষ রুব্ল্ খরচ হইয়াছিল। বড় পরিবারগুলিকে রীতিমত অর্থসাহায্য করা

সম্বন্ধে আইন বাহাল হয়। এই আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে মোট ১০০ কোটীরও বেশী রুব্‌ল্ খরচ করা হয়।

বাধ্যতামূলকভাবে সকলের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন ও বিদ্যালয় নির্ম্মাণের ফলে জনগণের দ্রুত সাংস্কৃতিক প্রগতি দেখা গেল। সারা দেশের সর্ব্বত্র বহুসংখ্যক বিদ্যালয় নির্ম্মিত হইল। প্রাথমিক ও মধ্যম বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সংখ্যা ১৯১৪ সালে ৮০ লক্ষ হইতে ১৯৩৬-৩৭ সালে ২ কোটী ৮০ লক্ষে উঠিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ঐ সময়ে ১,১২,০০০ হইতে ৫,৪২,০০০ পর্য্যন্ত উঠিল।

সংস্কৃতিব্যাপারে ইহা বাস্তবিকই এক বিপ্লব।

জনগণের কল্যাণ ও সংস্কৃতিব্যাপারে উৎকর্ষ আমাদের সোভিয়েট বিপ্লবের শক্তি, সামর্থ্য ও অপরাজেয়তার প্রতিফলন। পূর্ব্বে বিপ্লব নিষ্ফল হইয়াছিল কারণ জনসাধারণকে স্বাধীনতা দিয়াও তখন তাহাদের প্রকৃত অবস্থা ও সংস্কৃতিতে কোন যথার্থ উন্নতি সম্ভব হয় নাই। এখানেই ছিল অতীতযুগে বিপ্লবের প্রধান দৌর্ব্বল্য। সকল বিপ্লব হইতে আমাদের বিপ্লবের প্রভেদ এইখানে যে আমাদের বিপ্লব শুধু জনসাধারণকে জারতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের কবলমুক্ত করে নাই, জনগণের কল্যাণ ও সংস্কৃতিগত অবস্থাতেও মৌলিক উন্নতি আনিয়া দিয়াছে। এখানেই রহিয়াছে আমাদের বিপ্লবের শক্তি ও অপরাজেয়তা।

স্তাখানোভ্‌পন্থীদের প্রথম নিখিল-ইউনিয়ন সম্মেলনে কমরেড স্টালিন বলেন: "আমাদের সর্ব্বহারা বিপ্লব হইল পৃথিবীর ইতিহাসে সেই একমাত্র বিপ্লব যাহা জনগণকে শুধু রাজনৈতিক ফলাফল নয়, বাস্তব জীবনে সাফল্য দেখাইবারও সুযোগ পাইয়াছে। শ্রমিকদের বিপ্লবের মধ্যে একমাত্র একটীকেই আমরা জানি, যাহা রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিতে পারিয়াছিল। এই বিপ্লব হইল 'প্যারিস কমিউন্'। কিন্তু ইহা

বেশীদিন টিকিতে পারে নাই। অবশ্য ইহা পুঁজিবাদের শিকল চূর্ণ করার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু চূর্ণ করার মত সময় ইহা পায় নাই, জনগণকে বিপ্লবের মঙ্গলকর বাস্তব ফলাফল দেখাইবার সময় তো একেবারেই পায় নাই। আমাদের বিপ্লব হইল সেই একমাত্র বিপ্লব, যাহা কেবল পুঁজিবাদের শিকল ভাঙিয়া জনগণের স্বাধীনতা আনে নাই, জনগণের সমৃদ্ধ জীবনের পক্ষে প্রয়োজন বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করিতেও সমর্থ হইয়াছে। এখানেই আমাদের বিপ্লবের শক্তি ও অপরাজেয়তা রহিয়াছে।"

৩। অষ্টম সোভিয়েট কংগ্রেস—সোভিয়েট ইউনিয়নের নূতন শাসনবিধি প্রণয়ন

১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েট ইউনিয়নের সপ্তম সোভিয়েট কংগ্রেস ১৯২৪ সালে গৃহীত সোভিয়েট শাসনবিধি পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করিল। ১৯২৪ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম শাসনবিধি গৃহীত হওয়ার পর সোভিয়েট ইউনিয়নের জীবনে যে বিপুল পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল, তাহারই ফলে শাসনবিধিতে পরিবর্ত্তন অবশ্য প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই সময়ে দেশের ভিতর শ্রেণীশক্তির পরস্পর সম্পর্ক সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল; নূতন সোশালিস্ট শিল্প সৃষ্টি করা হইয়াছিল, কুলাক্‌রা চূর্ণ হইয়াছিল, যৌথ কৃষিব্যবস্থা জয়যুক্ত হইয়াছিল, এবং সোভিয়েট সমাজের ভিত্তিস্বরূপ জাতীয় অর্থব্যবস্থার সকল বিভাগে উৎপাদনের উপকরণে সোশালিস্ট স্বত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। সোশালিজ্‌ম্‌ বিজয়ী হওয়ায় নির্ব্বাচন ব্যবস্থাকে আরও গণতন্ত্রমূলক করা এবং গোপন ব্যালটে সার্ব্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোট দিবার অধিকার প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইয়াছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের নূতন শাসনবিধির মুসাবিদা করে কমরেড স্টালিনের নেতৃত্বে ঐ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত এক শাসনবিধিবিষয়ক 'কমিশন'। মুসাবিদা লইয়া দেশব্যাপী অবাধ আন্দোলন সাড়ে পাঁচমাস ধরিয়া চলিল। পরে ইহা সোভিয়েট কংগ্রেসের অষ্টম বিশেষ অধিবেশনে উপস্থাপিত হইল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের নূতন শাসনবিধির পাণ্ডুলিপি গ্রহণীয় কিংবা অগ্রাহ্য স্থির করার বিশেষ উদ্দেশ্যে অষ্টম সোভিয়েট কংগ্রেস আহূত হইয়া ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে বসিল।

নূতন শাসনবিধির পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে কংগ্রেসের কাছে রিপোর্ট করিবার সময় কমরেড স্টালিন ১৯২৪ সালের শাসনবিধি গ্রহণের পর হইতে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রধান যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করেন।

১৯২৪ সালের শাসনবিধি 'নেপ্' যুগের প্রথম দিকে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সোভিয়েট সরকার তখনও সোশালিজ্‌মের অগ্রগতির পাশাপাশি পুঁজিবাদের বিকাশে বাধা দেয় নাই। সোভিয়েট সরকারের উদ্দেশ্য ছিল যে পুঁজিদারী ও সোশালিস্ট এই দুই ব্যবস্থার প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া অর্থনীতিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের উপর সোশালিজ্‌মের বিজয়কে সুগঠিত ও সুনিশ্চিত করা হইবে। "কে জিতিবে?" এ প্রশ্নের তখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। প্রাচীন ও প্রয়োজনের অনুপাতে অযথেষ্ট শিল্পসজ্জা লইয়া শিল্প তখনও প্রাক্‌যুদ্ধ স্তরেও পৌছায় নাই। কৃষি-ব্যবস্থায় চিত্র ছিল আরও শোচনীয়। রাষ্ট্রচালিত কৃষিক্ষেত্র ও যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিস্বত্বমূলক কৃষিক্ষেত্রের সীমাহীন সমুদ্রে কায়েকটী দ্বীপমাত্র হইয়াছিল। প্রশ্ন তখন হইল কুলাক্‌দের উচ্ছেদ

করা নয়, কেবল তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করা। দেশের বাণিজ্যে সোশালিস্ট পদ্ধতি শতকরা মাত্র পঞ্চাশভাগে প্রচলিত ছিল।

১৯৩৬ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের চিত্র হইল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তখন দেশের অর্থনৈতিক জীবনে আগাগোড়া অদলবদল আসিয়া গিয়াছিল। পুঁজিদারী ধারা একেবারে উচ্ছেদ হইয়াছিল আর অর্থনৈতিক জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সোশালিজ্‌ম্ জয়যুক্ত হইয়াছিল। তখন যে শক্তিশালী সোশালিস্ট শিল্প দেখা গেল, তাহা প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের স্তরের তুলনায় উৎপাদন সাতগুণ বাড়াইয়াছিল এবং ব্যক্তিস্বত্বমূলক শিল্পকে সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়াছিল। আধুনিকতম যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হইয়া এবং পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ব্যাপকভাবে পরিচালিত হইয়া যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিক্ষেত্রের রূপে যান্ত্রিক সোশালিস্ট কৃষিব্যবস্থা জয়যুক্ত হইয়াছিল। ১৯৩৬ সালের ভিতর শ্রেণীহিসাবে কুলাকরা উচ্ছেদ হইয়া যায়, একা চাষ করিয়া যাহারা চালাইত তাহারা আর দেশের অর্থনৈতিক জীবনে কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান লইয়া রহিল না। বাণিজ্য সম্পূর্ণই রাষ্ট্র ও সমবায়সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হইল। মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার চিরতরে বিলুপ্ত হইল। অর্থনৈতিক জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে নূতন, সোশালিস্ট ব্যবস্থার অটল ভিত্তিস্বরূপ উৎপাদনের উপকরণে সাধারণ, সোশালিস্ট স্বত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নূতন, সোশালিস্ট সমাজে সঙ্কট, দারিদ্র্য, বেকার ও কাঙালীদের লইয়া সমস্যা চিরতরে অবলুপ্ত হইয়াছিল। সোভিয়েট সমাজের সকল লোকের জন্য সমৃদ্ধ ও সুসংস্কৃত জীবনের পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

কমরেড স্টালিন রিপোর্টে বলেন যে সোভিয়েট ইউনিয়নের লোকসংখ্যার শ্রেণীগত রূপ সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল। গৃহযুদ্ধের

যুগেই জমিদারশ্রেণী ও পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী মহাবিত্ত সম্প্রদায় উচ্ছেদ হইয়াছিল। সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের সময় কয়েক বৎসরে পুঁজিদার, ব্যবসাদার, কুলাক্‌, মুনাফাখোর—এই সব শোষকের দল উচ্ছেদ হইল। শুধু অবলুপ্ত শোষকশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ রহিয়া গেল, আর তাহাদেরও সম্পূর্ণ উচ্ছেদ খুবই শীঘ্র ঘটিবে জানা গেল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমব্যস্ত জনসাধারণ—শ্রমিক, কৃষক ও [redacted]জীবীরা—সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের যুগে বিরাট পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছিল।

শ্রমিকশ্রেণী আর পুঁজিবাদী আমলের মত উৎপাদনের উপকরণে বঞ্চিত, শোষিতশ্রেণী রহিল না। শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদকে উঠাইয়া দিয়াছিল, পুঁজিদারদের কবল হইতে উৎপাদনের উপকরণ ছিনাইয়া লইয়াছিল, এবং ঐ উপকরণকে সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছিল। শ্রমিকশ্রেণীকে আর বাক্যটীর প্রাচীন, প্রকৃত অর্থে 'সর্ব্বহারা' বলা চলিত না। সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব্বহারাশ্রেণী রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিয়া সম্পূর্ণ নূতন এক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। সর্ব্বহারা এখন শোষণমুক্ত শ্রমিকশ্রেণী, এমন এক শ্রমিকশ্রেণী যাহা ধনিক অর্থব্যবস্থা বিলুপ্ত করিয়াছে এবং উৎপাদনের উপকরণে সোশালিস্ট স্বত্ব স্থাপিত করিয়াছে। সুতরাং মানুষের ইতিহাসে পূর্ব্বে কখনও এমন শ্রমিকশ্রেণীর দেখা পাওয়া যায় নাই।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষকদের অবস্থাতে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পূর্ব্বে সংখ্যায় দুই কোটীরও অধিক, বিচ্ছিন্ন, ছোট ও মাঝারি আকারের, ব্যক্তিস্বত্বমূলক কৃষিক্ষেত্রে নিজেদের ছোট চৌহদ্দীর মধ্যে আলাদাভাবে চাষবাস চলিত, পুরাতন, অপ্রচলিত কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করা হইত। জমিদার, কুলাক্‌, ব্যবসাদার, মুনাফাখোর, সুদখোর

প্রভৃতি তাহাদের শোষণ করিত। এখন সোভিয়েট ইউনিয়নে সম্পূর্ণ নূতন এক কৃষকসম্প্রদায় গজাইয়া উঠিয়াছিল। চাষীদের শোষণ করিবার জন্য আর জমিদার, কুলাক্, ব্যবসাদার ও সুদখোর রহিল না। কৃষক-পরিবারের মধ্যে প্রায় সকলে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়াছিল; এগুলি ব্যক্তিস্বত্বের উপর না হইয়া উৎপাদনের উপকরণে যৌথস্বত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে যৌথস্বত্ব যৌথশ্রম হইতে বিকাশ পাইয়াছিল, তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা হইল নূতন ধরণের কৃষকশ্রেণী, সর্ব্বপ্রকার শোষণমুক্ত কৃষকশ্রেণী। মানুষের ইতিহাসে পূর্ব্বে কখনও এই ধরণের কৃষকশ্রেণীর দেখা পাওয়া যায় নাই।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। প্রধানত ইহা হইল সম্পূর্ণ নূতন এক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। ইহার অধিকাংশ শ্রমিক ও কৃষক পরিবার হইতে উদ্ভূত। ইহা প্রাক্তন বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মত পুঁজিবাদের সেবা করিত না, সেবা করিল সোশালিজ্‌মের। এই শ্রেণী সোশালিস্ট সমাজে সমান অধিকার পাইল, শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে মিলিয়া নূতন, সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণে লাগিল। এই নূতন কেতার বুদ্ধিজীবীশ্রেণী জনসাধারণের সেবা করিল, সর্ব্বপ্রকাব শোষণ হইতে মুক্তি পাইল। মানুষের ইতিহাসে পূর্ব্বে কখনও এমন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দেখা পাওয়া যায় নাই।

এইভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রাচীন শ্রেণীগত সীমানির্দ্দেশক রেখাগুলি অবলুপ্ত হইয়াছিল, পুরাতন শ্রেণী-মর্য্যাদামূলক স্বাতন্ত্র্য তিরোধান করিয়াছিল। শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসামঞ্জস্যগুলি কমিয়া গিয়া বিলুপ্ত হইয়াছিল। সমাজের নৈতিক ও রাষ্ট্রিক ঐক্যের বনিয়াদ সৃষ্টি হইয়াছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের জীবনে এই মৌলিক পরিবর্ত্তন, সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজ্‌মের এই চূড়ান্ত সাফল্য, নূতন শাসনবিধিতে প্রতিফলিত হইল।

নূতন শাসনবিধি অনুসারে সোভিয়েট সমাজে আছে দুইটী মিত্রশ্রেণী—শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী; ইহাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ এখনও রহিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন হইল শ্রমিক ও কৃষকদের সোশালিস্ট রাষ্ট্র।

কর্ম্মব্যস্ত জনগণের প্রতিনিধিমূলক সোভিয়েটগুলি হইল সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রিক বনিয়াদ; জমিদার ও পুঁজিদারদের উচ্ছেদ এবং সর্ব্বহারার একাধিপত্য স্থাপনের ফলে এই সোভিয়েটগুলি বিকাশ পাইয়াছিল, শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নে সকল রাষ্ট্রশক্তি হইল শহর ও গ্রামের শ্রমব্যস্ত জনগণের সম্পত্তি; কর্ম্মব্যস্ত জনগণের প্রতিনিধিমূলক সোভিয়েটগুলি এই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নে রাষ্ট্রশক্তির সর্ব্বোচ্চ প্রতীক হইল সোভিয়েট ইউনিয়নের 'সুপ্রীম সোভিয়েট'।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম্ সোভিয়েটে সমান অধিকারসম্পন্ন দুইটী অংশ আছে; ইউনিয়নের সোভিয়েট (Soviet of the Union) এবং জাতিসমূহের সোভিয়েট (Soviet of Nationalities)। গোপন 'ব্যালট্' ব্যবহার করিয়া সার্ব্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোট দিবার অধিকারের ভিত্তিতে সুপ্রীম সোভিয়েট চার বৎসরের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল নাগরিক কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়।

কর্ম্মব্যস্ত জনগণের প্রতিনিধিমূলক সোভিয়েটগুলির মত সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটের নির্ব্বাচনও সার্ব্বজনীন। ইহার অর্থ এই যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেক নাগরিক আঠারো বৎসর বয়সে

পৌঁছাইলেই জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, শিক্ষার পরিমাপ, নিবাস, সামাজিক উদ্ভব, সম্পত্তিগত অবস্থা কিংবা প্রাক্তন চরিত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিনিধিনির্ব্বাচনে ভোট দিবার ও নিজে নির্ব্বাচিত হইবার অধিকার সম্ভোগ করে। এই অধিকার হইতে বাদ পড়ে কেবল যাহারা উন্মাদ কিংবা যাহারা কোন আদালতের হুকুমে নির্ব্বাচন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হয় **সমান** অধিকারের ভিত্তিতে। ইহার অর্থ এই যে প্রত্যেক নাগরিকের একটী ভোট আছে, এবং সকল নাগরিকই সমান অধিকারের ভিত্তিতে নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হয় **প্রত্যক্ষ** ভাবে। ইহার অর্থ এই যে গ্রামে ও শহরে কর্ম্মব্যস্ত জনগণের প্রতিনিধিমূলক সোভিয়েট হইতে আরম্ভ করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থপ্রীম সোভিয়েট পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে ভোট দিয়া নাগরিকরা নির্ব্বাচন করে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থপ্রীম সোভিয়েটের দুই শাখার সংযুক্ত অধিবেশনে স্থপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতিমণ্ডলী এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের 'কাউন্সিল অফ্ পীপ্ল্স্ কমিসার্স্' (জনগণের কর্ম্মাধ্যক্ষমণ্ডলী) নির্ব্বাচিত হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বনিয়াদ হইল সোশালিস্ট অর্থব্যবস্থা এবং উৎপাদনের উপকরণে সোশালিস্ট স্বত্বপ্রতিষ্ঠা। "প্রত্যেকের কাছ থেকে সামর্থ্য অনুসারে, প্রত্যেককে কাজ অনুসারে", এই সোশালিস্ট নীতি সোভিয়েট ইউনিয়নে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল নাগরিককে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে তাহাদের কাজ পাইবার অধিকার, বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বৃদ্ধ বয়সে এবং রুগ্ন ও অসমর্থ হইলে প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার আছে।

জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে মেয়েদের পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল নাগরিকের সমান অধিকার হইল অটুট, অপরিবর্ত্তনীয় বিধান।

সকল নাগরিকেরই বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্ম্মবিরোধী প্রচারের স্বাধীনতা স্বীকৃত।

সোশালিস্ট সমাজকে শক্তিশালী করার জন্য শাসনবিধিতে প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে যে সকলেরই বক্তৃতা, মুদ্রাযন্ত্র ও সভাসমিতি সম্পর্কে অধিকার, একত্র মিলিয়া সাধারণ সংগঠনের অধিকার, শারীরিক নিরাপত্তার অধিকার, আবাস ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার, কর্ম্মব্যস্ত জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য কিংবা বৈজ্ঞানিক কার্য্যকলাপের জন্য কিংবা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জন্য লাঞ্ছিত বিদেশী নাগরিকের আশ্রয়লাভের অধিকার স্বীকৃত।

নূতন শাসনবিধি সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল নাগরিকের উপর গুরুতর কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত করিল: আইন মানিয়া চলা, শ্রমশৃঙ্খলা বজায় রাখা, সাধারণের কাজ সদুপায়ে সম্পন্ন করা, সোশালিস্ট সমাজের নিয়মকানুন মানিয়া চলা, সাধারণ সোশালিস্ট সম্পত্তিকে বাঁচাইয়া রাখা ও শক্তিশালী করা, এবং সোশালিস্ট পিতৃভূমি রক্ষা করা।

"পিতৃভূমি রক্ষা করা সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র কর্ত্তব্য।"

বিভিন্ন সমিতিতে নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ হইবার অধিকার সম্পর্কে শাসনবিধির একটি ধারায় আছে:—

"শ্রমিকশ্রেণী ও কর্ম্মব্যস্ত জনসাধারণের অন্যান্য অংশে যে-কর্ম্মনিষ্ঠ ও রাজনীতি ব্যাপারে সচেতন নাগরিকরা আছে, তাহারা সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে (বল্‌শেভিক্‌) সংঘবদ্ধ হয়। সোশালিস্ট

ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাইতে ও তাহাকে শক্তিশালী করার সংগ্রামে শ্রমিক-শ্রেণীর পুরোধা হইল এই পার্টি। কর্ম্মব্যস্ত জনগণের সাধারণ ও রাষ্ট্রিক সংগঠনসমূহের প্রধান মর্ম্মস্থল হইল এই পার্টি।"

অষ্টম সোভিয়েট কংগ্রেস সর্ব্বসম্মতিক্রমে নূতন শাসনবিধির পাণ্ডুলিপি মঞ্জুর করিল ও গ্রহণ করিল।

এইভাবে সোভিয়েট দেশ সোশালিজ্‌ম্ এবং শ্রমিক ও কৃষকদেব নিজস্ব গণতন্ত্রের বিজয়সূচক নূতন শাসনবিধি অর্জ্জন করিল।

সোভিয়েট ইউনিয়ন যে অগ্রগতির নূতন এক স্তবে প্রবেশ কবিযাছে, সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করিয়া যে-কমিউনিস্ট সমাজে জীবন ব্যবস্থার নিযন্ত্রণনীতি হইল—"প্রত্যেকেব কাছে সামর্থ্য অনুসারে, প্রত্যেককে প্রয়োজন অনুসাবে"—সেই সমাজে ক্রমে রূপান্তরিত হওযার স্তরে সোভিয়েট প্রবেশ কবিযাছে, এই যুগান্তকাবী ঘটনাকে শাসনবিধি এইভাবে আইন ব্যবস্থার মধ্যে মুক্ত কবিল।

৪। বুখারিন-ট্রট্স্কির অনুচর গোয়েন্দা, ধ্বংসকারী, দেশদ্রোহীদলের অবশিষ্টাংশের বিলোপসাধন—সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব্বোচ্চ (সুপ্রীম) সোভিয়েট নির্ব্বাচনের আয়োজন—পার্টির ভিতর কার্য্যপরিচালনায় ব্যাপক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি—ইউনিয়নের সোভিয়েট নির্ব্বাচন

১৯৩৭ সালে বুখারিন-ট্রট্স্কির বদমায়েস অনুচবদের শয়তানী সম্বন্ধে নূতন খবর জানা গেল। পিয়াতাকোভ, রাদেক প্রভৃতির বিচার,

তুখাচেভ্‌স্কি, য়াকির প্রভৃতির বিচার, এবং সবশেষে বুখারিন, রাইকভ, ক্রেস্‌তিন্স্‌কি, রোজেনগোল্‌ৎস্ প্রভৃতির বিচারকালে দেখা গেল যে বুখারিন ও ট্রট্‌স্কির অনুচররা বহুদিন পূর্ব্বে "দক্ষিণপন্থী ও ট্রট্‌স্কিবাদীদের মিলিত সংস্থা" হিসাবে জনসাধারণের শত্রুদের একত্র করিয়াছিল।

বিচারের সময় দেখা গেল যে এই নরাধমেরা ট্রট্‌স্কি, জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের মত জনগণের শত্রুদের সহিত মিলিয়া অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবের প্রথম যুগ হইতেই লেনিন, পার্টি ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। ১৯১৮ সালের প্রথমদিকে ব্রেস্ট্‌-লিটভ্‌স্ক্ সন্ধি ভেস্তাইয়া দিবার চতুর চেষ্টা, লেনিনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত এবং ১৯১৮ সালের বসন্তকালে লেনিন, স্টালিন ও স্‌ভের্দ্দ্‌লভ্‌কে গ্রেপ্তার ও খুন করার জন্য "বামপন্থী" সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র, ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে "বামপন্থী" সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের "বিদ্রোহ", ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে যে পিশাচের গুলিতে লেনিন জখম হন, ভিতর হইতে লেনিনের নেতৃত্ব উচ্ছেদ ও উৎপাটিত করার উদ্দেশ্যে ১৯২১ সালে পার্টির মধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক মতভেদ বাড়াইয়া তোলা, লেনিনের অসুখের সময় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর পার্টি-নেতৃত্বকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা, রাষ্ট্রের গোপন তথ্য ফাঁক করিয়া দেওয়া এবং বিদেশী গোয়েন্দাবিভাগসমূহের কাছে গোপনীয় সংবাদ সরবরাহ করা, কিরোভকে জঘন্য উপায়ে হত্যা করা, ধ্বংসকার্য্য, প্ররোচনা ও বিস্ফোরণ ঘটানো, মেন্‌ঝিন্স্‌কি, কুইবিশেভ ও গোর্কিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা, বিশ বৎসর ধরিয়া এই সব ও অনুরূপ যে দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির গোয়েন্দাবিভাগের হুকুমে, ট্রট্‌স্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন, রাইকভ ও তাহাদের অনুচরদের পরিচালনায় কিংবা সহযোগিতায় ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা গেল।

বিচারের ফলে জানা গেল যে ট্রট্স্কি-বুখারিনপন্থী বদমায়েসরা যে-বিদেশী রাষ্ট্রের গোয়েন্দাবিভাগ ছিল তাহাদের প্রভু, সেই গোয়েন্দাবিভাগের হুকুম তামিল করিতে গিয়া পার্টি ও সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিতে, দেশের আত্মরক্ষাশক্তি নিঃশেষ করিতে, বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপে সাহায্য করিতে, লালফৌজের পরাজয়ের পথ প্রস্তুত করিতে, সোভিয়েট ইউনিয়নকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে, জাপানীদের হাতে সোভিয়েট সামুদ্রিক (সুদূর প্রাচ্য) অঞ্চল তুলিয়া দিতে, পোল্‌দের হাতে সোভিয়েট বিয়েলো রুশিয়া ও জার্মানদের হাতে সোভিয়েট যুক্রেন তুলিয়া দিতে, শ্রমিক ও সংঘবদ্ধ কৃষকদের সাফল্যের বিনাশ ঘটাইতে, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে ধনিক দাসত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিয়াছিল।

এই খর্ব্বকায় শ্বেতরক্ষীদের শক্তি মশকেব শক্তির চেয়ে বেশী ছিল না, কিন্তু নিশ্চয়ই তাহারা এই বলিয়া নিজেদের পরিতুষ্ট করে যে তাহারাই দেশের মালিক ; তাহারা কল্পনা করিত যে বাস্তবিকই তাহাদের যুক্রেন, বিয়েলোরুশিয়া ও সামুদ্রিক অঞ্চল বিক্রয় কিংবা দান করার ক্ষমতা আছে।

এই শ্বেতরক্ষী কীটের দল ভুলিয়া গিয়াছিল যে সোভিয়েট দেশের মালিক হইল সোভিয়েট জনগণ, তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল যে রাইকভ, বুখারিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ইত্যাদি কেবল রাষ্ট্রের অধীনে সাময়িকভাবে কর্ম্মচারী হইয়া ছিল, যে কোন মুহূর্ত্তে রাষ্ট্র তাহাদিগকে অকেজো জঞ্জাল হিসাবে ঝাঁটাইয়া দূর করিতে পারে।

ফ্যাশিস্টদের এই জঘন্য ভৃত্যেরা ভুলিয়া গিয়াছিল যে সোভিয়েট জনগণ একটু আঙ্গুল নাড়াইলেই তাহাদের চিহ্নমাত্র থাকিবে না।

সোভিয়েট আদালত হুকুম দিল যে বুখারিন-ট্রট্স্কিপন্থী নরাধমদের গুলি করিয়া মারা হউক।

স্বরাষ্ট্রব্যাপারে জনগণের কর্ত্তৃপক্ষ এই দণ্ড প্রদান করিল।

সোভিয়েট জনগণ বুখারিন-ট্রট্স্কির অনুচরদলের নিঃশেষে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পরবর্ত্তী কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিল।

পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য হইল সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েট নির্ব্বাচনের আয়োজন ও সুব্যবস্থা করা।

নির্ব্বাচনের আয়োজনে পার্টি সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিল। পার্টি মনে করিল যে সোভিয়েট ইউনিয়নের নূতন শাসনবিধি অনুসারে কাজ আরম্ভ হইলে দেশের রাজনৈতিক জীবনে নূতন পর্য্যায় সূচিত হইবে। এই পর্য্যায়ের অর্থ হইল নির্ব্বাচন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্ত্তন, নিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকারের স্থলে সার্ব্বজনীন ভোটের অধিকার প্রদান, ভোটব্যাপারে অসাম্যের স্থলে সাম্য, পরোক্ষ নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন, প্রকাশ্যে ভোট দেওয়ার বদলে গোপন 'ব্যালট'।

নূতন শাসনবিধি প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে পুরোহিত, প্রাক্তন শ্বেতরক্ষী ও কুলাক্, এবং সমাজের পক্ষে প্রয়োজন কাজে যাহারা ব্যস্ত নয়, তাহাদের ভোট দেওয়ার অধিকারে বাঁধাবাঁধি ছিল। প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সার্ব্বজনীন করিয়া নূতন শাসনবিধি এই ধরণের নাগরিকদের ভোট দিবার অধিকার হইতে সকল বাঁধাবাঁধি সরাইয়া দিল।

পূর্ব্বে প্রতিনিধিনির্ব্বাচন হইত অসমান পদ্ধতিতে, কারণ শহর ও গ্রামের অধিবাসীদের জন্য প্রতিনিধিত্বের মাপকাঠি ছিল আলাদা। কিন্তু এখন সমান ভোটাধিকার সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধির কারণ আর না থাকার দরুণ সকল নাগরিককেই সাম্যের ভিত্তিতে নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হইল।

পূর্ব্বে সোভিয়েট শক্তির মধ্যম ও উচ্চতর স্তরে পরোক্ষ নির্ব্বাচন হইত। কিন্তু এখন, নূতন শাসনবিধি অনুসারে, গ্রাম ও শহরের সোভিয়েট

হইতে সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েট পর্য্যন্ত সকল সোভিয়েটই প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে স্থির হইল।

পূর্ব্বে, সোভিয়েটে প্রতিনিধিরা প্রকাশ্য 'ব্যালটে' ['মতজ্ঞাপন'] নির্ব্বাচিত হইত, এবং পদপ্রার্থীদের তালিকার উপর ভোট দেওয়া হইত। কিন্তু এখন, প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য ভোট লওয়া লইল গোপন 'ব্যালট্' পদ্ধতিতে; ভোট আর তালিকামাফিক দেওয়া হইল না, প্রত্যেক নির্ব্বাচনক্ষেত্রে যে বিভিন্ন পদপ্রার্থী মনোনীত হয়, তাহাদেরই ভোট দেওয়া স্থির হইল।

দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা এক সুনির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন সূচনা করিল।

নূতন নির্ব্বাচন ব্যবস্থার ফলে জনগণের রাজনৈতিক উৎসাহ বৃদ্ধি, সোভিয়েটশক্তির প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর জনগণের কর্ত্তৃত্ববৃদ্ধি, এবং জনগণের প্রতি এই প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ববৃদ্ধি অনিবার্য্য ছিল, এবং বাস্তবিকই তাহা হইল।

এই পরিবর্ত্তনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকিতে হইলে পার্টিকেই ইহার পরিচালনশক্তি হিসাবে কাজ করিতে হইল, এবং আসন্ন নির্ব্বাচনে পার্টির নেতৃত্বমূলক ভূমিকাকে একেবারে সুনিশ্চিত করার দরকার হইল। কিন্তু ইহা করিতে হইলে পার্টিসংগঠনগুলিকেই দৈনন্দিন কাজে পুরাপুরি গণতান্ত্রিক হওয়া দরকার ছিল, পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে পার্টির কানুন অনুযায়ী গণতান্ত্রিক কেন্দ্রশাসননীতি সম্পূর্ণ মানিয়া চলা দরকার ছিল, পার্টির সকল প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানই নির্ব্বাচিত হওয়া দরকার ছিল, পার্টির মধ্যে সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটানো দরকার ছিল, পার্টিসভ্যদের প্রতি পার্টিপ্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ববোধ সম্পূর্ণ করা দরকার ছিল, এবং সকল পার্টিসভ্যেরই সম্পূর্ণ সক্রিয় হওয়া দরকার ছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটে নির্ব্বাচনের জন্য পার্টি-সংগঠনগুলিকে প্রস্তুত করা বিষয়ে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে কমরেড ঝ্‌দানোভ্ যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে অনেকগুলি পার্টিসংগঠন ক্রমাগত পার্টিকানুন লঙ্ঘন করিতেছিল, দৈনন্দিন কাজে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রশাসননীতি লঙ্ঘন করিতেছিল, নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রতিষ্ঠানে ঢুকাইয়া লইতেছিল ('কো-অপ্‌শন্'), স্বতন্ত্রভাবে নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের পক্ষে ভোটের ব্যবস্থা না করিয়া তালিকামাফিক ভোটের ব্যবস্থা করিতেছিল, গোপন 'ব্যালটের' বদলে প্রকাশ্যে মতজ্ঞাপন পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছিল, ইত্যাদি। স্পষ্টই দেখা গেল যে সংগঠনে এরূপ কাণ্ডকারখানা চলিতে থাকিলে তাহারা সুপ্রীম সোভিয়েট নির্ব্বাচন সংক্রান্ত কর্ত্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করিতে পারিত না। সুতরাং প্রথমেই প্রয়োজন হইল পার্টিসংগঠন সমূহে গণতন্ত্রবিরোধী অভ্যাস পরিহার করা এবং ব্যাপক গণতান্ত্রিক রীতিতে পার্টির কাজকে নূতন করিয়া সংগঠিত করা।

কমরেড ঝ্‌দানোভের রিপোর্ট শুনিবার পর কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে তাই সিদ্ধান্ত হইল :

"(ক) পার্টির কানুন মাফিক পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতি বিনাশর্ত্তে সম্পূর্ণ মানিয়া চলার ভিত্তিতে পার্টির কাজকে আবার সুব্যবস্থিত করা।

"(খ) পার্টিকমিটিতে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সভ্য হিসাবে গ্রহণ ('কো-অপ্‌শন্') করার বদলে, পার্টির কানুন মাফিক পার্টিসংগঠনের পরিচালকমণ্ডলীকে নির্ব্বাচন করার নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

"(গ) পার্টিপ্রতিষ্ঠানগুলির নির্ব্বাচনে তালিকা মাফিক ভোট দেওয়া নিষেধ করা; ব্যক্তিগতভাবে নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের ভোট দেওয়া উচিত,

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের সম্পর্কে আপত্তি জানানো এবং তাহাদের সমালোচনা করার সম্পূর্ণ অবাধ অধিকার সকল পার্টিসভ্যকে দিতেই হইবে।

"(ঘ) পার্টিপ্রতিষ্ঠানসমূহে নির্ব্বাচনের সময় গোপন 'ব্যালট্' ব্যবহার করা।

"(ঙ) প্রাথমিক পার্টিসংগঠন হইতে অঞ্চল ও প্রদেশের কমিটি এবং দেশব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কেন্দ্রীয় কমিটি পর্য্যন্ত সকল পার্টিসংগঠনেই নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা; এই নির্ব্বাচন শেষ হইতে ২০শে মে তারিখ যেন পার হইয়া না যায়।

"(চ) সকল পার্টিসংগঠনকে কড়াকড়িভাবে জানাইয়া দেওয়া যে পার্টিপ্রতিষ্ঠানে সভ্যদের মেয়াদ সম্পর্কে পার্টিকানুন মানিয়া চলিতে হইবে: অর্থাৎ, প্রাথমিক পার্টিসংগঠনে প্রতি বৎসর একবার নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, জেলা ও শহরের সংগঠনে বৎসরে একবার, প্রদেশ, অঞ্চল ও রিপাব্লিকের সংগঠনে আঠারো মাসে একবার।

"(ছ) কারখানার সাধারণ সভাতে পার্টি কমিটি নির্ব্বাচন প্রথা পার্টিসংগঠনগুলিকে কড়াকড়িভাবে মানিতে হইবে; এই সাধারণ সভার বদলে প্রতিনিধি সম্মেলন বসাইলে চলিবে না।

"(জ) অনেক প্রাথমিক সংগঠনে যে সাধারণ সভা প্রকৃতপক্ষে বিলোপ পাইযাছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে 'শপ্ মিটিং' বা 'ডেলিগেট কনফারেন্স' বসাইবার প্রথা দেখা দিয়াছে তাহার অবসান ঘটাইতে হইবে।"

এইভাবে পার্টি আসন্ন নির্ব্বাচনের আয়োজন আরম্ভ করিল।

কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিপুল রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। ইহার তাৎপর্য্য শুধু এই নয় যে সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েট নির্ব্বাচনে পার্টির উদ্যোগ ('ক্যাম্পেন') আরম্ভ হইল, ইহার তাৎপর্য্য

হইল প্রধানত এই যে পার্টিসংগঠনগুলি কাজের পুনর্ব্যবস্থায় পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রমূলক নীতি প্রয়োগে এবং সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া সুপ্রীম সোভিয়েট নির্ব্বাচনের সম্মুখীন হওয়াতে সাহায্য পাইল।

পার্টি স্থির করিল যে নির্ব্বাচনের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে হইলে কমিউনিস্ট এবং পার্টি-বহির্ভূত জনসাধারণকে লইয়া নির্ব্বাচনের জন্য এক সংস্থা গঠন ইহার কর্ম্মনীতির প্রধান সুর হইবে। নির্ব্বাচন-অঞ্চলে পার্টি বহির্ভূত জনসাধারণের সঙ্গে একজোট হইয়া মিলিত নির্ব্বাচনপ্রার্থী খাড়া করা হইবে স্থির করিয়া পার্টি নির্ব্বাচনযুদ্ধে পার্টি-বহির্ভূত জনসাধারণের সঙ্গে হাত মিলাইয়া এক সংস্থা লইয়া প্রবেশ করিল। বুর্জোয়া দেশে নির্ব্বাচনে এরূপ ব্যাপার অভূতপূর্ব্ব ও একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশে শত্রুশ্রেণীর অস্তিত্ব আর নাই বলিয়া এবং জনসাধারণের সর্ব্বাংশে নৈতিক ও রাষ্ট্রিক ঐক্য অবিসম্বাদী সত্য বলিয়া কমিউনিস্ট ও পার্টি-বহির্ভূত জনসাধারণের মিলিত সংস্থা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার।

১৯৩৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নির্ব্বাচক-দের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক বিবৃতিতে জানায়:

"১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্ম্মব্যস্ত জনসাধারণ আমাদের সোশালিস্ট শাসনবিধির ভিত্তিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটে তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে। বল্‌শেভিক্ পার্টি এক **মিলিত সংস্থা** লইয়া নির্ব্বাচনে প্রবেশ করিতেছে, পার্টির বাহিরে যে শ্রমিক, কৃষক, অফিস-কর্ম্মচারী ও বুদ্ধিজীবীরা আছে তাহাদের সহিত **মিলন** স্থাপন করিয়াছে।... বল্‌শেভিক্ পার্টি বেড়া লাগাইয়া পার্টি-বহির্ভূত জনসাধারণ হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে না, বরং নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে পার্টি-বহির্ভূত জনসাধারণের

সহিত মিলিত সংস্থা লইয়া প্রবেশ করে, শ্রমিক ও অফিস-কর্ম্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট যুবসংঘ ও অন্যান্য পার্টি-বহির্ভূত সংগঠন ও সমিতির সহিত মিলিত হইয়া নির্ব্বাচনক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সুতরাং নির্ব্বাচনপ্রার্থীরা হইবে কমিউনিস্ট ও পার্টি-বহির্ভূত জনসাধারণের যুগ্ম-নির্ব্বাচনপ্রার্থী, একজন কমিউনিস্ট প্রতিনিধি যেমন পার্টি-বহির্ভূত জনসাধারণেরও প্রতিনিধির কাজ করিবে, তেমনই পার্টির বাহিরের কোন প্রতিনিধি কমিউনিস্টদেরও প্রতিনিধিত্ব করিবে।"

কেন্দ্রীয় কমিটির আমন্ত্রণের শেষে নির্ব্বাচকদের লক্ষ্য করিয়া নিম্নোদ্ধৃত আবেদনটী ছিল :

"সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বল্‌শেভিক্) কেন্দ্রীয় কমিটি সকল কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট-দরদীদের আহ্বান জানাইতেছে যে তাহারা কমিউনিস্ট নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের মতই অ-কমিউনিস্ট নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের পক্ষেও যেন একবাক্যে ভোট দেয়।

"সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বল্‌শেভিক্) কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি-বহির্ভূত সকল নির্ব্বাচকদের আহ্বান জানাইতেছে যে তাহারা পার্টি-বহির্ভূত নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের মতই যেন একবাক্যে কমিউনিস্ট নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেয়।

"সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বল্‌শেভিক্) কেন্দ্রীয় কমিটি সকল নির্ব্বাচককেই আহ্বান জানাইতেছে যে তাহারা যেন একজোট হইয়া ১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে ভোট দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয় এবং সংঘ-সোভিয়েট ('Soviet of the Union') ও জাতিক সোভিয়েটে ('Soviet of Nationalities') তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে।

"এমন একজনও নির্ব্বাচক যেন না থাকে, যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের

সর্ব্বোচ্চ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সম্মানজনক অধিকার ব্যবহার না করে।

"এমন একজনও উদ্যোগী নাগরিক যেন না থাকে, যে মনে করে না যে তাহার নাগরিক কর্ত্তব্য হইল সকল নির্ব্বাচকেরই সুপ্রীম সোভিয়েট নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা।

"১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে লেনিন ও স্টালিনের বিজয়ী পতাকার চতুষ্পার্শ্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল জাতির কর্ম্ম-ব্যস্ত জনগণের ঐক্য প্রচারের জন্য বিপুল এক উৎসবের দিন।"

যে অঞ্চলে কমরেড স্টালিন নির্ব্বাচনের জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন, সেখানকার নির্ব্বাচকদের উদ্দেশ্যে, ১৯৩৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি এক বাণী প্রেরণ করেণ, এবং জনগণ সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটে যাহাদের নির্ব্বাচিত করিবে, তাহাদের পক্ষে কি প্রকৃতির জনসেবক হওয়া উচিত, বর্ণনা করেন। কমরেড স্টালিন বলেন:

"নির্ব্বাচকরা—জনসাধারণ—নিশ্চয়ই দাবী করিবে যে তাহাদের প্রতিনিধিদিগকে কাজের উপযুক্ত হইতে হইবে; কর্ত্তব্যপালন করিতে গিয়া রাজনীতি ব্যাপারে সঙ্কীর্ণচেতার স্তরে তাহাদের নামিলে চলিবে না; কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদিগকে লেনিনের ধরণে জনসেবক হইতে হইবে; জনসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাহাদের লেনিনেরই মত সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা পোষণ করিতে হইবে; লেনিনেরই মত তাহাদের সংগ্রামে নির্ভীক ও জনগণের শত্রুদের প্রতি নির্ম্মম হইতে হইবে; দিক্‌মণ্ডলে যখন কোন বিপদের আবির্ভাব হয়, যখন পরিস্থিতি জটিল হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে, তখন লেনিন যেমন আতঙ্কের সামান্য আভাস হইতেও মুক্ত ছিলেন, তেমনই তাহাদেরও সকল আকস্মিক আতঙ্ক, সকল আতঙ্কের আভাস হইতে মুক্ত থকিতে হইবে; জটিল পরিস্থিতিতে

লেনিন যেমন ব্যাপক দৃষ্টিমার্গ ব্যবহার করিয়া এবং ব্যাপকভাবে স্বপক্ষ ও বিপক্ষের যুক্তি বিচার করিয়া নিপুণ পরিণামদর্শীভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, তাহাদেরও তেমনই হইতে হইবে; লেনিনের মত তাহাদেরও ঋজু ও শুদ্ধমতি হইতে হইবে; লেনিনের মত তাহাদেরও জনগণকে ভালবাসিতে হইবে।"

সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েট নির্ব্বাচন ১২ই ডিসেম্বর তারিখে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে সংঘটিত হইল। এ নির্ব্বাচন শুধু নির্ব্বাচনই রহিল না; সোভিয়েট জনগণের বিজয়, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির প্রগাঢ় মৈত্রী অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে এক বিরাট উৎসব সেদিন হইল।

৯ কোটী ৪০ লক্ষ নির্ব্বাচকের মধ্যে শতকরা ৯৬.৮ ভাগ, ৯ কোটী ১০ লক্ষেরও বেশী ভোট দেয়। এই সংখ্যার মধ্যে ৮ কোটী ৯৯ লক্ষ ৪০ হাজার, কিংবা শতকরা ৯৮.৬ ভাগ, কমিউনিস্ট ও পার্টি-বহির্ভূত জনসাধারণের মিলিত সংস্থার পক্ষে ভোট দেয়। মাত্র ৬ লক্ষ ৩২ হাজার লোক, অর্থাৎ শতকরা একজনেরও কম, কমিউনিস্ট ও পার্টি-বহির্ভূত জনসাধারণের মিলিত সংস্থার বিপক্ষে ভোট দেয়। সংস্থার প্রত্যেক নির্ব্বাচনপ্রার্থী নির্ব্বাচিত হয়, কেহই বাদ পড়ে নাই।

এইভাবে নয় কোটী লোক একবাক্যে সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজ্‌মের বিজয়কে সপ্রমাণ করিল।

কমিউনিস্ট ও পার্টি-বহির্ভূত জনগণের মিলিত সংস্থার পক্ষে ইহা হইল এক অপূর্ব্ব বিজয়।

বলশেভিক্ পার্টির জয় জয়কার পড়িয়া গেল।

অক্টোবর বিপ্লবের বিংশ বার্ষিকী উপলক্ষে কমরেড মলোটভ যে ইতিহাসপ্রখ্যাত বক্তৃতায় সোভিয়েট জনগণের নৈতিক ও রাষ্ট্রিক ঐক্যের কথা উল্লেখ করেন, সেই ঐক্যের ভাস্বর প্রমাণ দৃঢ়ীভূত হইল।

উপসংহার

বল্‌শেভিক্‌ পার্টি যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে আমরা কি কি প্রধান সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করি ?

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বল্‌শেভিক) পার্টির ইতিহাস আমাদের কি শিক্ষা দেয় ?

(১) পার্টির ইতিহাস সর্ব্বাগ্রে আমাদের শিক্ষা দেয় যে সুবিধাবাদ হইতে মুক্ত, আপোসপন্থী ও পরাজয়স্বীকারোন্মুখদের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপনে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত, এবং বুর্জোয়াশ্রেণী ও ইহার রাষ্ট্রশক্তির প্রতি মনোভাবে বিপ্লবী; সর্ব্বহারাশ্রেণীর ক্রান্তিকারী পার্টি বিনা সর্ব্বহারা বিপ্লবের বিজয়, সর্ব্বহারার একাধিপত্যের বিজয় অসম্ভব।

পার্টির ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে সর্ব্বহারাশ্রেণীকে ঐরূপ পার্টি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখার অর্থ হইল ইহাকে বিপ্লবী নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত করা ; আর বিপ্লবী নেতৃত্বে বঞ্চিত করার অর্থ হইল সর্ব্বহারা বিপ্লবের উদ্দেশ্য পণ্ড করা।

পার্টির ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে নাগরিক জীবনে শান্তির আবহাওয়ায় লালিত, সুবিধাবাদীদের অনুগামী, "সমাজসংস্কারের" স্বপ্নে বিভোর, সমাজবিপ্লব ব্যাপারে শঙ্কাকুল, পশ্চিম-ইয়োরোপীয় ধরণের প্রচলিত সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি ঐরূপ পার্টি হইতে পারে না।

পার্টির ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে কেবল এক নূতন ধরণের পার্টি, সমাজবিপ্লবকামী মার্ক্‌স্‌-লেনিনপন্থী পার্টি, বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের আয়োজন এবং সর্ব্বহারাবিপ্লবের বিজয় সংগঠনে সমর্থ পার্টিই শুধু ঐরূপ পার্টি হইতে পারে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বল্‌শেভিক্‌ পার্টি ঠিক ঐরূপ এক পার্টি।

কমরেড স্টালিন বলেন, "প্রাক্‌-বিপ্লব যুগে, অল্পাধিক শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগে, যখন শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের পার্টিগুলি ছিল প্রধানতম শক্তি এবং সংগ্রামের পার্লামেণ্টারী চেহারাই প্রকৃষ্ট রূপ বলিয়া পরিগণিত হইত, তখন পার্টির পক্ষে পরে প্রকাশ্য বিপ্লবী সংগ্রামের আবহাওয়াতে যে-বিপুল ও চূড়ান্ত গুরুত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল, সে-গুরুত্ব পার্টির ছিল না, থাকিতে পারিত না। দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে আক্রমণ ঠেকাইতে গিয়া কাউট্‌স্কি বলেন যে দ্বিতীয় ইণ্টার-ন্যাশনালের পার্টিসমূহ সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল না, তাহারা ছিল শান্তির উপকরণ, এবং ঠিক এইজন্যই তাহারা যুদ্ধের সময়, সর্ব্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী কার্য্যকলাপের যুগে, কোন গুরুতর কার্য্যক্রম অবলম্বনে অসমর্থ হইল। একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের পার্টিগুলি সর্ব্বহারার বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে অনুপযুক্ত, তাহারা রাষ্ট্রশক্তি অধিকারে শ্রমিকদের পরিচালনায় সমর্থ সর্ব্বহারাশ্রেণীর সংগ্রামশীল পার্টি নয়, তাহারা পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন আর পার্লামেণ্টে তর্কবিতর্কের উপযোগী নির্ব্বাচন যন্ত্র মাত্র। বাস্তবিকই এইজন্য, যখন দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের সুবিধাবাদীরা সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল, তখন পার্টি না হইয়া বরং পার্লামেণ্টারী দলই ছিল সর্ব্বহারার প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন। একথা সকলেই জানে যে তখন পার্টি ছিল পার্লামেণ্টারী দলেরই লেজুড়, পার্লামেণ্টারী দলেরই কর্ত্তৃত্বাধীন। বলাই বাহুল্য যে এমন অবস্থায় ও ঐরূপ পার্টি যখন কর্ণধার, তখন বিপ্লবের জন্য সর্ব্বহারা-শ্রেণীকে প্রস্তুত করার প্রশ্নই উঠে না।

"কিন্তু নূতন যুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার মূলগত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নূতন যুগ হইল প্রকাশ্যে শ্রেণীসংঘর্ষের যুগ, সর্ব্বহারা বিপ্লবী

কর্ম্মকাণ্ডের যুগ, সর্ব্বহারা বিপ্লবেরই যুগ, এমন এক যুগ যখন সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ও সর্ব্বহারা কর্ত্তৃক রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের জন্য প্রত্যক্ষভাবে শক্তিসমাবেশ হইল। এই যুগে সর্ব্বহারাশ্রেণীর সম্মুখে আসে নূতন কর্ত্তব্য ; অভিনব, বিপ্লবী ধারায় পার্টির সকল কাজ ঢালিয়া গড়ার কর্ত্তব্য ; রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের জন্য বিপ্লবী সংগ্রামের মনোবৃত্তিতে শ্রমিকদের শিক্ষিত করার কর্ত্তব্য ; মজুদ যোদ্ধাদের প্রস্তুত রাখা ও প্রয়োজন মত সম্মুখে আনার কর্ত্তব্য ; প্রতিবেশী দেশগুলির সর্ব্বহারাদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের কর্ত্তব্য ; উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধন সুব্যবস্থিত করার কর্ত্তব্য প্রভৃতি। পার্লামেণ্টারী ভাবধারার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় লালিত, প্রাচীন সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলি এই নূতন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবে মনে করার অর্থ হইল নিজেকে একান্ত নৈরাশ্য ও অনিবার্য্য পরাজয়ের দণ্ডে দণ্ডিত করা। এইরূপ কর্ত্তব্য বহন করিতে গিয়া সর্ব্বহারাশ্রেণী যদি প্রাচীন পার্টিগুলির কর্ত্তৃত্বাধীন রহিয়া যায় তো ইহা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও আত্মরক্ষা ব্যাপারে নিরুপায় হইয়া পড়িবে। বলাই বাহুল্য যে সর্ব্বহারা কখনও ঐরূপ অবস্থা মানিয়া লইবে না।

"তাই প্রয়োজন নূতন এক পার্টি, সংগ্রামশীল পার্টি, ইন্‌কিলাবী পার্টি, এমন এক পার্টি যাহা রাষ্ট্রশক্তি অধিকারে সর্ব্বহারার সংগ্রামে নেতৃত্ব করার মত সাহস রাখে, যাহা বিপ্লবী পরিস্থিতির জটিলতার মধ্যে নিজের স্থান নির্ণয় করার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রাখে, যাহা লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার পথে যে পাথর লুকাইয়া রহিয়াছে তাহাকে কাটাইয়া চলিবার মত যথেষ্ট নমনশীলতা দেখাইতে পারে।

"ঐরূপ পার্টি না থাকিলে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ এবং সর্ব্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্তা করাই নিষ্ফল।

"এই নূতন পার্টি হইল লেনিনবাদের পার্টি।" (স্টালিন, "লেনিনবাদ", ইংরেজী সংস্করণ)।

(২) পার্টির ইতিহাস আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের প্রগতিমূলক মতবাদ, মার্ক্‌স্‌বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আত্মস্থ না করিতে পারিলে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি শ্রেণীর নেতৃত্ব করার ভূমিকা লইতে পারে না, সর্ব্বহারা বিপ্লবের সংগঠক ও পরিচালকের ভূমিকা লইতে পারে না।

মার্ক্‌স্‌বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্তের শক্তি হইল এই যে ইহা পার্টিকে কোন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে যথাযথ দৃষ্টিমার্গের সন্ধান পাইবার ক্ষমতা দেয় ; বর্ত্তমান ঘটনাবলীর মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক বুঝাইয়া দেয় ; ঘটনার গতি পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্য করা, এবং শুধু বর্ত্তমানে ঘটনা কেমন ভাবে ও কোন্‌দিকে বিকাশ পাইতেছে তাহা নয়, ভবিষ্যতেও কেমন ভাবে ও কোন্‌দিকে বিকাশ পাইবে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা দেয।

মার্ক্‌স্‌বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত যে পার্টি আত্মস্থ করিয়াছে, কেবল সেই পার্টি আত্মবিশ্বাসের জোরে অগ্রসর হইতে পারে, শ্রমিকশ্রেণীকে আগাইয়া লইতে পারে।

অপরপক্ষে, যে-পার্টি মার্ক্‌স্‌বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করে নাই, সে-পার্টি বাধ্য হইয়া পথ হাত্‌ড়াইয়া চলে, নিজের কাজে ভরসা হারাইয়া ফেলে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে আগাইয়া লইতে অসমর্থ হয়।

মনে হইতে পারে যে মার্ক্‌স্‌বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করিতে হইলে মার্ক্‌স্‌, এঙ্গেল্‌স্‌ ও লেনিনের গ্রন্থাবলী হইতে বাছাইকরা সিদ্ধান্ত ও সংজ্ঞা সযত্নে কণ্ঠস্থ করিয়া সুযোগমত সেগুলি উদ্ধৃত করিতে শিখিয়া ক্ষান্ত হওয়া, এবং প্রত্যেক পরিস্থিতি ও উপলক্ষেই এই কণ্ঠস্থ সিদ্ধান্ত ও সংজ্ঞা প্রয়োগ কবা চলিবে আশা করা যথেষ্ট। কিন্তু মার্ক্‌স্‌বাদী-

লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত বিষয়ে এরূপ ধারণা একেবারে ভুল। মার্ক্‌স্‌বাদী লেনিনবাদী সিদ্ধান্তকে কোনমতে কয়েকটী নির্দ্দেশক ('dogma') উপদেশসংগ্রহ মনে করিলে চলিবে না, সূত্রানুবদ্ধ বিধি বা অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক মনে করা চলিবে না; মার্ক্‌স্‌বাদীদের পাণ্ডিত্যাভিমানী ও নিষ্ঠাসর্ব্বস্ব মনে করিলে চলিবে না। মার্ক্‌স্‌বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত হইল সমাজবিকাশের তত্ত্ব, শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের তত্ত্ব, সর্ব্বহারা বিপ্লবের তত্ত্ব, কমিউনিস্ট সমাজ নির্ম্মাণের বিজ্ঞান। এবং বিজ্ঞান হিসাবেই ইহা একস্থানে নিশ্চল হইয়া থাকে না, থাকিতে পারে না, বরং ইহা ক্রমশ বিকাশ পায় ও নিজেকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলে। এই বিকাশের মধ্যে নূতন অভিজ্ঞতা ও নূতন জ্ঞানে এই সিদ্ধান্ত সমৃদ্ধ হইবেই, ইহার কয়েকটী সংজ্ঞা ও নির্দ্দেশ সময় কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লাইতে বাধ্য, নূতন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নূতন সিদ্ধান্ত ও সংজ্ঞা পুরাতনের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য।

মার্ক্‌স্‌বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করার অর্থ একেবারেই নয় যে সূত্র ও ধারণা কণ্ঠস্থ করা এবং সেগুলির প্রত্যেক অক্ষরটীকে আঁকড়াইয়া থাকা দরকার। মার্ক্‌স্‌বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করিতে হইলে প্রথমেই আমাদিগকে ইহার আক্ষরিক অর্থ ও মর্ম্মার্থের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে শিখিতে হইবে।

মার্ক্‌স্‌বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করার অর্থ হইল এই সিদ্ধান্তের **মর্ম্মার্থ** আত্মস্থ করা, এবং সর্ব্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের পরিবর্ত্তনশীল পরিস্থিতিতে বিপ্লবী আন্দোলনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের কাজে ইহা ব্যবহার করিতে শিখিতে হইবে।

মার্ক্‌স্‌বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করার অর্থ হইল বিপ্লবী আন্দোলনের নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন সংজ্ঞা ও নূতন ধারণা দিয়া ইহাকে

সমৃদ্ধ করিতে পারা, ইহার অর্থ হইল যে সব সংজ্ঞা ও ধারণা অপ্রচলিত হইয়া পড়ে, সিদ্ধান্তের মর্ম্মবস্তু অনুযায়ী নূতন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া সেগুলির স্থলে নূতন সংজ্ঞা ও ধারণা দিয়া অসঙ্কোচে ইহার **বিকাশ ও প্রগতি** ঘটাইতে পারা।

মার্ক্‌স্‌বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশক সূত্র নয়, ইহা কাজের ক্ষেত্রে পথ দেখাইয়া দেয়।

দ্বিতীয় রুশ বিপ্লবের (ফেব্রুয়ারী ১৯১৭) পূর্ব্বে সকল দেশের মার্ক্‌স্‌বাদীরা ধরিয়া লইত যে ধনতন্ত্র হইতে সোশালিজ্‌মে রূপান্তরের যুগে সমাজের রাষ্ট্রিক সংগঠনের সবচেয়ে উপযোগী আকৃতি হইল পার্লামেণ্ট-মার্কা গণতান্ত্রিক রিপাব্‌লিক। ইহা সত্য যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে মার্ক্‌স্‌ বলিয়াছিলেন যে সর্ব্বহারার একাধিপত্যের সব চেয়ে উপযোগী রূপ হইল পার্লামেণ্ট-মার্কা রিপাব্‌লিক নয়, প্যারিস কমিউনের মত রাষ্ট্রিক সংগঠন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মার্ক্‌স্‌ তাঁহার রচনাবলীতে এ বিষয়ে আর বিশেষ আলোচনা করেন নাই, এবং ইহা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। ইহার উপর, ১৮৯১ সালে 'এরফুর্ট কর্ম্মসূচীর' পাণ্ডুলিপির সমালোচনায় এঙ্গেল্‌স্‌ যখন প্রামাণিকভাবে বলেন যে "গণতান্ত্রিক রিপাব্‌লিক··· সর্ব্বহারার একাধিপত্যের বিশিষ্টরূপ," তখন আর সন্দেহ রহিল না যে মার্ক্‌স্‌বাদীরা সর্ব্বহারা একাধিপত্যের রাষ্ট্রিক রূপ হিসাবে গণতান্ত্রিক রিপাব্‌লিককেই ধরিয়া রহিল। এঙ্গেল্‌সের নির্দ্দেশ পরে লেনিনপ্রমুখ সকল মার্ক্‌বাদীর কাছেই পথপ্রদর্শনকারী নীতি বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু ১৯০৫ সালের রুশবিপ্লব, এবং বিশেষ করিয়া ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব সমাজের রাষ্ট্রিক সংগঠনের নূতন একরূপ—শ্রমিক ও কৃষকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েট—লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিল। ঐ দুই রুশবিপ্লবের অভিজ্ঞতা অনুশীলনের

ফলে লেনিন মার্ক্স্বাদী চিন্তাধারার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে সর্ব্বহারার একাধিপত্যের প্রকৃষ্ট রাষ্ট্রিক গঠন পার্লামেণ্টমার্কা গণতান্ত্রিক রিপাব্লিক নয়, সোভিয়েট রিপাব্লিক। এই সিদ্ধান্ত হইতে অগ্রসর হইয়া ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে, বুর্জোয়া হইতে সোশালিস্ট বিপ্লবে রূপান্তরের সময়ে, লেনিন সর্ব্বহারার একাধিপত্যের পক্ষে প্রকৃষ্ট রাষ্ট্রিক গঠন বলিয়া সোভিয়েট রিপাব্লিকের শ্লোগান দিলেন। সবদেশের সুবিধাবাদীরা পার্লামেণ্টারী রিপাব্লিক আঁকড়াইয়া রহিল এবং লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে তিনি মার্ক্স্বাদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন ও গণতন্ত্রের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। কিন্তু মার্ক্স্বাদী সিদ্ধান্ত আত্মস্থ করিয়া প্রকৃত মার্ক্স্বাদী ছিলেন, অবশ্য লেনিন, সুবিধাবাদীরা নয়; লেনিন নূতন অভিজ্ঞতা দিয়া মার্ক্স্বাদী সিদ্ধান্তকে সমৃদ্ধ করিতেছিলেন, আগাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন, আর অপরপক্ষে, সুবিধাবাদীরা মার্ক্স্বাদকে পিছনে টানিতেছিল এবং ইহার একটা বক্তব্যকে অলঙ্ঘ্য শাস্ত্রবাক্যে পরিণত করিতেছিল।

লেনিন যদি মার্ক্স্বাদের আক্ষরিক বিশুদ্ধির কথা ভাবিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া পড়িতেন, মার্ক্স্বাদের প্রাচীন যে এক সিদ্ধান্তের নির্দ্দেশ এঙ্গেল্স্ দিয়াছিলেন, নূতন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া সোভিয়েট রিপাব্লিক সম্বন্ধে নূতন এক সিদ্ধান্ত তাহার পরিবর্ত্তে উপস্থাপিত করার সাহস যদি লেনিনের না থাকিত, তাহা হইলে পার্টির কি হইত, আমাদের বিপ্লবের কি হইত, মার্ক্স্বাদের কি হইত? পার্টি তাহা হইলে অন্ধকারে হাতড়াইতে থাকিত, সোভিয়েটগুলি লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত, আমরা সোভিয়েট রাষ্ট্রশক্তি স্থাপিত করিতে পারিতাম না, মার্ক্স্বাদী বিচার বিষম আঘাত পাইত। সর্ব্বহারাশ্রেণী পরাজিত হইত, সর্ব্বহারার শত্রুরা বিজয়ী হইত।

প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদীযুগের ধনতন্ত্র আলোচনার ফলে এঙ্গেল্স্ ও মার্ক্স্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এককভাবে লইলে একদেশে সোশালিস্ট বিপ্লব বিজয়ী হইতে পারে না, সবদেশে কিংবা অধিকাংশ সভ্যদেশে একই সময়ে আঘাত করিলেই বিজয় সম্ভব হয়। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কথা। পরে এই সিদ্ধান্ত সকল মার্ক্স্বাদীর পক্ষে একটা অনুশাসন হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রে পরিণত হইল, বর্দ্ধিষ্ণু ধনতন্ত্র মুমূর্ষু ধনতন্ত্রে দাঁড়াইল। সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্র আলোচনার ফলে লেনিন মার্ক্স্বাদী বিচারের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে এঙ্গেল্স্ ও মার্ক্সের প্রাচীন নির্দ্দেশের সঙ্গে নূতন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির আর সামঞ্জস্য নাই, এবং এককভাবে লইলেও একদেশে সোশালিস্ট বিপ্লবের বিজয় খুবই সম্ভব। সবদেশের সুবিধাবাদীরা মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্সের প্রাচীন নির্দ্দেশ আঁকড়াইয়া রহিল ও লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে তিনি মার্ক্স্বাদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। কিন্তু লেনিনই হইলেন প্রকৃত মার্ক্স্বাদী, সুবিধাবাদীরা নয়; মার্ক্স্বাদকে তিনি আত্মস্থ করিযাছিলেন, নূতন অভিজ্ঞতা দিয়া মার্ক্স্বাদী সিদ্ধান্তকে আগাইয়া লইতেছিলেন, আর অন্যদিকে সুবিধাবাদীরা মার্ক্স্বাদকে পিছনে টানিতেছিল, যেন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মৃতদেহকে শুকাইয়া রাখিয়াছিল।

লেনিন যদি মার্ক্স্বাদের আক্ষরিক বিশুদ্ধির কথা ভাবিয়া ভয়াকুল হইয়া পড়িতেন, নিজের বিচার বুদ্ধিবলে বিশ্বাসের ফলে মার্ক্স্বাদের প্রাচীন এক সিদ্ধান্ত পরিহার করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে এককভাবে লইলেও একদেশে সোশালিজ্মের বিজয় সম্ভব বলিয়া নূতন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সহিত সুসমঞ্জস নূতন সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করার সাহস যদি

তাঁহার না থাকিত, তাহা হইলে পার্টির কি হইত, আমাদের বিপ্লবের কি হইত, মার্ক্‌স্‌বাদের কি হইত? পার্টি অন্ধকারে হাত্‌ড়াইয়া চলিত, সর্ব্বহারা বিপ্লব নেতৃত্বে বঞ্চিত হইত, এবং মার্ক্‌স্‌বাদী বিচার ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করিত। সর্ব্বহারাশ্রেণী পরাজিত হইত, এবং সর্ব্বহারার শত্রুরা জয়ী হইত।

সুবিধাবাদের অর্থ সর্ব্বদাই মার্ক্‌স্‌বাদী বিচার কিংবা ইহার কোন সংজ্ঞা বা সিদ্ধান্তের অপলাপ নয়। মাঝে মাঝে সুবিধাবাদ প্রকাশ পায় মার্ক্‌স্‌বাদের কতকগুলি অপ্রচলিত সিদ্ধান্ত আঁকড়াইয়া থাকার চেষ্টায়, এগুলিকে অলঙ্ঘ্য শাস্ত্রবাক্যে পরিণত করার চেষ্টায়; ইহার ফলে মার্ক্‌স্‌বাদের ক্রমবিকাশ বাধা পায়, সর্ব্বহারার বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়।

অত্যুক্তির ভয় না করিয়া বলা যাইতে পারে যে এঙ্গেল্‌সের মৃত্যুর পর তত্ত্ববিশারদ লেনিন, এবং লেনিনের পর স্টালিন ও লেনিনের অন্যান্য শিষ্যই হইলেন একমাত্র মার্ক্‌স্‌বাদী, যাঁহারা মার্ক্‌স্‌বাদের সংবর্দ্ধন ঘটাইয়াছেন এবং সর্ব্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের নূতন পরিস্থিতিতে নূতন অভিজ্ঞতা দিয়া মার্ক্‌স্‌বাদকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

আর লেনিন এবং লেনিনবাদীরা মার্ক্‌স্‌বাদের সংবর্দ্ধন ঘটাইয়াছেন বলিয়াই লেনিনবাদ হইল মার্ক্‌স্‌বাদের ক্রমবিকশিত রূপ; সর্ব্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের নূতন পরিস্থিতিতে, সাম্রাজ্যবাদ ও সর্ব্বহারা বিপ্লবের যুগে, পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে সোশালিজ্‌মের বিজয়ের যুগের মার্ক্‌স্‌বাদ হইল লেনিনবাদ।

১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে বল্‌শেভিক্‌ পার্টি জয়লাভ করিতে পারিত না, যদি পার্টির অগ্রণীরা মার্ক্‌স্‌বাদী বিচার আয়ত্ত না করিত, যদি তাহারা এই বিচারকে কর্ম্মক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক মনে করিতে না শিখিত,

যদি সর্ব্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের নূতন অভিজ্ঞতা দিয়া মার্ক্‌স্‌বাদকে সমৃদ্ধ করিয়া অগ্রগতির পথে লইতে তাহারা না জানিত।

আমেরিকায় যে-জার্মান মার্ক্‌স্‌বাদীরা আমেরিকান শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে নায়কত্বের ভার লইয়াছিল, তাহাদের কাজের সমালোচনা করিয়া এঙ্গেল্‌স্‌ লেখেন :

"আমেরিকান জনগণকে চাড়া দিয়া চলন্ত করিয়া তুলিবার কাজে মতবাদকে কেমন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয় তাহা এই জার্মানরা বুঝে নাই ; তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ নিজেরাই এই মতবাদ বুঝে না এবং মনে করে যে ইহাকে অটল বিধি ও শাস্ত্রবাক্যের মত দেখিলে চলিবে, কয়েকটী ব্যাপার কণ্ঠস্থ করিয়া লইলে আর বিনা আয়াসে সেগুলি প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করা চলিবে। তাহাদের কাছে ইহা শাস্ত্রবাক্য বিশেষ, কাজের ক্ষেত্রে পথ-নির্দ্দেশক নয়।" (জর্গ্যের প্রতি পত্র, ২৯শে নভেম্বর, ১৮৮৬)

কামেনেভ ও অন্যান্য যে কয়জন প্রাক্তন বল্‌শেভিক্‌ ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে বিপ্লবী আন্দোলন যখন অগ্রসর হইয়া সোশালিস্ট বিপ্লবে রূপান্তরিত হওয়ার দাবী করিতেছিল, তখন সর্ব্বহারা ও কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একাধিপত্য সম্বন্ধে প্রাচীন মূল আঁকড়াইয়া ছিল বলিয়া তাহাদের সমালোচনা করিয়া লেনিন লেখেন :

"আমাদের শিক্ষা অলঙ্ঘ্য শাস্ত্রবাক্য নয়, আমাদের শিক্ষা কর্ম্মক্ষেত্রে পথের নির্দ্দেশ দেয়। এই কথাই মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ সর্ব্বদা বলিতেন, এবং যাহারা কয়েকটী "সূত্র" আয়ত্ত করিয়া কেবল পুনরাবৃত্তি করিত, তাহাদের লইয়া বিদ্রূপ করিতেন। এই সূত্রগুলি সম্বন্ধে এ কথার চেয়ে বেশী বলা যায় না যে সেগুলি কেবল **সাধারণভাবে** কাজের মোটামুটি বর্ণনা দিতে পারে ; ঐতিহাসিক ধারায় প্রত্যেক স্বতন্ত্র **পর্য্যায়ের**

বাস্তব আর্থিক ও রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি অনিবার্য্যভাবে এই কাজের রূপভেদ ঘটায়।...এই অবিসম্বাদী সত্য প্রত্যক্ষ করা একান্ত প্রয়োজন যে মার্ক্‌স্‌বাদীকে বাস্তব জীবন, প্রকৃত **তথ্যের** অনুশীলন করিতে হইবে, গতকল্যের মতবাদ আঁকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না।" (লেনিন, "কলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌," রুশ সংস্করণ, বিংশ খণ্ড, পৃঃ ১০০-১০১)

(৩) পার্টির ইতিহাস আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে পেতি-বুর্জোয়া যে-সব দল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বেশ উদ্যোগী এবং যাহারা বুর্জোয়াদের বাহুবন্ধনে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যাহারা পশ্চাৎপদ তাহাদের ঠেলিয়া দেয় ও এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যকে ভাঙিয়া দেয়, তাহাদিগকে চূর্ণ করিতে না পারিলে সর্ব্বহারা বিপ্লবের বিজয় অসম্ভব।

আমাদের পার্টির ইতিহাস হইল সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি, মেন্‌শেভিক্‌, নৈরাজ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি পেতি-বুর্জোয়া দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও এই সব দলের সম্পূর্ণ পরাজয়ের ইতিহাস। পরাজিত হইয়া শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য হইতে এই সব দল বিতাড়িত না হইলে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য সাধিত হইত না; আর শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ না হইলে সর্ব্বহারা বিপ্লবের বিজয় সংঘটন অসম্ভব হইত।

এই যে দলগুলি প্রথমে ধনতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল এবং পরে, অক্টোবর বিপ্লবের পরে, ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাহিযাছিল, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত না করিলে সর্ব্বহারার একাধিপত্য বজায় রাখা, বিদেশীদের সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে পর্য্যুদস্ত করা ও সোশালিজ্‌ম্‌ স্থাপন করা অসম্ভব হইত।

এই যে সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি, মেন্‌শেভিক্‌, ও জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি পেতি-বুর্জোয়া দল জনগণকে ঠকাইবার মতলবে নিজেদের "বিপ্লবী" ও "সোশালিস্ট" দল বলিয়া নামকরণ করিয়াছিল, অক্টোবর

সোশালিস্ট বিপ্লবের পূর্ব্বেই যে তাহারা বিপ্লববিরোধী দলে পরিণত হইল এবং পরে বিদেশী বুর্জোয়া গোয়েন্দাবিভাগের বেতনভোগী একদল গুপ্তচর, ধ্বংসকারী, প্ররোচক, খুনী ও দেশদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল, তাহা শুধু একটা আকস্মিক ঘটনা নয়।

লেনিন বলিয়াছেন: "সমাজবিপ্লবের যুগে সর্ব্বহারার ঐক্য সাধন করিতে পারে কেবল মার্ক্‌স্‌বাদী চরম বিপ্লবী পার্টি, এবং কেবল অন্যান্য সকল পার্টির বিরুদ্ধে নির্ম্মম সংগ্রামের ফলে।" (লেনিন, "কলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক্‌স্‌," রুশ সংস্করণ, ষড়বিংশ খণ্ড, পৃঃ ৫০)

(৪) পার্টির ইতিহাস আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি দলমধ্যে সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে নির্ম্মম সংগ্রাম না চালাইলে, নিজেদের মধ্যে যাহারা আত্মসমর্পণের জন্য উন্মুখ তাহাদের চূর্ণ না করিলে, নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় না রাখিতে পারিলে, সর্ব্বহারা বিপ্লবের সংগঠক ও পরিচালকরূপে, কিংবা নূতন, সোশালিস্ট সমাজ নির্ম্মাণে নিজস্ব ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে না।

আমাদের পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনবিকাশের ইতিহাসে হইল "অর্থনীতিবাদী," মেন্‌শেভিক্‌, ট্রট্‌স্কিবাদী, বুখারিনপন্থী ও জাতীয়তাবাদী বিপথগামী প্রভৃতি পার্টির মধ্যে যে সব সুবিধাবাদী দল ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও তাহাদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের ইতিহাস।

পার্টির ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে আত্মসমর্পণোন্মুখ এই সব দল ছিল বাস্তবিকই পার্টির ভিতর মেনশেভিজ্‌মের দালাল, মেনশেভিজ্‌মের উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনা, মেনশেভিজ্‌মকে জীয়াইয়া রাখার দল। মেন্‌শেভিক্‌দের মত তাহারা ছিল পার্টির ভিতর এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাবের বাহন। সুতরাং পার্টির ভিতর হইতে এই সব দলকে

দূর করার লড়াই হইল মেনশেভিজ্‌ম দূর করার লড়াই চালাইয়া যাওয়ার সামিল।

যদি আমরা "অর্থনীতিবাদী" ও মেন্‌শেভিক্‌দের পরাজিত না করিতাম, তো আমরা পার্টি গড়িতে পারিতাম না ও শ্রমিকশ্রেণীকে সর্ব্বহারা বিপ্লবের পথে পরিচালিত করিতে পারিতাম না।

যদি আমরা ট্রট্‌স্কিবাদী ও বুখারিনপন্থীদের পরাজিত না করিতাম, তো সোশালিজ্‌ম্‌ প্রতিষ্ঠার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন পরিস্থিতি সংঘটন করাইতে পারিতাম না।

যদি আমরা নানা রঙের ও ঢঙের জাতীয়তাবাদী বিপথগামীকে পরাজিত না করিতাম, তো আমরা আন্তর্জাতিকতার মনোবৃত্তিতে জনসাধারণকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিতাম না, আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নের বহু জাতির বিরাট মৈত্রীর পতাকা বজায় রাখিতে পারিতাম না, আমরা সোভিয়েট সোশালিস্ট রিপাব্‌লিকের ইউনিয়ন (যুক্তরাষ্ট্র) গঠন কারতে পারিতাম না।

কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে বল্‌শেভিক্‌রা পার্টির মধ্যে সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অতিরিক্ত সময় নিয়োগ করিয়াছিল ও ইহার গুরুত্বের অতিরিক্ত মূল্য দিয়াছিল। কিন্তু একথা একেবারে ভুল। আমাদের মধ্যে সুবিধাবাদ হইল সুস্থ শরীরে ক্ষতের মত; কিছুতেই ইহাকে বরদাস্ত করা চলে না। পার্টি হইল শ্রমিকশ্রেণীর সর্ব্বাগ্রগামী বাহিনী, ইহার সর্ব্বাগ্রস্থিত দুর্গ, ইহার সেনাপতিমণ্ডল। শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালকবর্গের মধ্যে অবিশ্বাসী, সুবিধাবাদী, পরাজয় স্বীকারোন্মুখ ও দেশদ্রোহীদের বরদাস্ত করা যায় না। বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে জীবনমরণের সংগ্রাম চালাইবার সময় যদি নিজস্ব পরিচালকবর্গের মধ্যে, নিজস্ব দুর্গের মধ্যে, পরাজয় স্বীকারোন্মুখ ও দেশদ্রোহীরা থাকে, তো শ্রমিকশ্রেণী সম্মুখ

ও পশ্চাৎ এই দুই দিক হইতে আগুনের মধ্যে ধরা পড়িবে। এরূপ সংগ্রাম যে পরাজয়ে পর্য্যবসিত হইবে তাহা সুস্পষ্ট। কোন দুর্গ দখল করিতে হইলে সবচেয়ে সহজ উপায় হইল ভিতর হইতে আক্রমণ করা। বিজয় লাভ করিতে হইলে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে প্রথমেই ইহার পরিচালকবর্গ ও ইহার সর্ব্বাগ্রস্থিত দুর্গ হইতে পরাজয় স্বীকারোন্মুখ, পলাতক, বদমায়েস ও বিশ্বাসঘাতকদের দূর করিতে হইবে।

যে ট্রট্স্কিবাদী, বুখারিনপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী বিপথগামীরা লেনিন ও পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহারা যে ঠিক মেন্‌শেভিক্ ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি দলের মতই হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ ফ্যাশিস্ট গোয়েন্দাবিভাগের দালাল, গুপ্তচর, ধ্বংসকারী, খুনী, প্ররোচক ও দেশদ্রোহী বনিয়া যায়, তাহাকে একটা আকস্মিক ব্যাপার মনে করা যাইবে না।

লেনিন বলিয়াছেন: "আমাদের মধ্যে সংস্কারবাদী ও মেন্‌শেভিক্ থাকিলে সর্ব্বহারা বিপ্লব সংসাধন করা **অসম্ভব**, বিপ্লবকে বজায় রাখা **অসম্ভব**। নীতির দিক হইতে একথা খুবই স্পষ্ট, আর রাশিয়া ও হাঙ্গেরী দুই দেশেরই অভিজ্ঞতা ইহাকে পরিষ্কারভাবে সমর্থন করিতেছে।··· রাশিয়াতে **বহুবার** এমন দুরূহ অবস্থা আসিয়াছে, যখন আমাদের পার্টির মধ্যে মেন্‌শেভিক্, সংস্কারবাদী ও পেতি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকরা থাকিলে সোভিয়েট শাসন **নিশ্চয়ই** ধ্বংস হইয়া যাইত।" (লেনিন "কলেক্টেড্ ওয়ার্ক্‌স্," রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৪৬২-৬৩)

কমরেড স্টালিন বলেন: "আমাদের পার্টি আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও দলের মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব সংহতি সাধনে সমর্থ হইয়াছে, প্রধানত এই কারণে যে পার্টি যথাসময়ে সুবিধাবাদী কলঙ্ক হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিয়াছিল, কারণ দলের ভিতর হইতে লিকুইডেটর ও মেন্‌শেভিক্‌দের বিতাড়িত

করিয়া পার্টি শক্তিশালী হইয়াছিল। সর্ব্বহারার পার্টি বিকাশ পায় ও শক্তিশালী হয় নিজেদের মধ্য হইতে সুবিধাবাদী ও সংস্কারপন্থী, এবং যাহারা সোশালিজ্‌মের নাম লইয়া প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ব্যাকুলতা, সঙ্কীর্ণ দেশাভিমান ও শান্তিবাদী, তাহাদের সকলকে নিষ্কাসিত করিয়া দিয়া। সুবিধাবাদীদের সংস্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া পার্টি শক্তি সংগ্রহ করে।" (স্টালিন, "লেনিনবাদ", ইংরেজী সংস্করণ)

(৫) পার্টির ইতিহাস আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে সাফল্যের আহ্লাদে আটখানা হইয়া উদ্ধত হইয়া পড়িলে, নিজের কাছে ভুলচুক আর লক্ষ্য করিতে না পারিলে, ভুল স্বীকার করিতে ভয় পাইলে এবং যথাসময়ে সুস্পষ্ট ও অকপটভাবে ভুল সংশোধন না করিতে পারিলে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ কবিতে পারে না।

পার্টি যদি সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনাকে ভয় না করে, পার্টি যদি কাজে ক্রুটী ও ভুলচুককে উড়াইয়া না দেয়, পার্টি যদি কাজে ভুলভ্রান্তি হইতে শিক্ষা পাইয়া কর্ম্মীদের তাহা বুঝাইয়া দেয়, পার্টি যদি যথাসময়ে ভুল সংশোধন করিতে জানে, তো পার্টি হয় অপরাজেয়।

পার্টি যদি ভুলচুক লুকাইয়া ফেলে, পার্টি যদি দুরুহ সমস্যার উপর জৌলস চাপাইয়া যাহা হউক একটা ব্যাখ্যা করিয়া দেয়, সব কিছু ভালই চলিতেছে ভান করিয়া যদি পার্টি দোষক্রুটী ঢাকিয়া ফেলে, পার্টি যদি সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা বরদাস্ত না করিতে পারে, যদি পার্টি আত্মতুষ্টি ও অহমিকার বশীভূত হইয়া পড়ে, পার্টি যদি পূর্ব্বার্জ্জিত সাফল্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তো পার্টির বিনাশ অনিবার্য্য।

লেনিন বলিয়াছেন: "পার্টি কতদূর একাগ্রচিত্ত এবং বাস্তবিকই নিজস্ব শ্রেণী এবং কর্ম্মব্যস্ত জনগণের প্রতি ইহার দায়িত্ব কতদূর প্রতিপালন করিতেছে, তাহা বিচার করার এক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুনিশ্চিত উপায়

হইল নিজেদের ভুলচুক সম্বন্ধে রাজনৈতিক পার্টির মনোভাব। প্রকৃত পার্টির লক্ষণ হইল সোজাসুজি ভুল স্বীকার করা, ভুলের কারণ নির্দ্ধারণ করা, কি অবস্থায় ভুল ঘটিল তাহার বিশ্লেষণ করা এবং ভুল সংশোধনের উপায় সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করা ; এইভাবে পার্টি নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবে, নিজস্ব **শ্রেণী** এবং তাহার পর **জনগণকে** শিক্ষিত করিয়া তুলিবে।" (লেনিন, "কলেক্টেড্ ওয়ার্ক্স্," রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ খণ্ড, পৃঃ ২০০)

পরে তিনি আরও বলিয়াছেন :

"এ পর্য্যন্ত যে সব বিপ্লবী পার্টি নষ্ট হইয়াছে, সেগুলি নষ্ট হইবার কারণ হইল এই যে তাহারা উদ্ধত হইয়া পড়ে, কোথায় তাহাদের শক্তি তাহা দেখিতে পায় নাই, আর **নিজেদের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া বলিতে ভয় পায়।** কিন্তু আমরা কখনও বিনষ্ট হইব না, কারণ আমরা নিজেদের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া বলিতে ভয় পাই না, এবং আমরা ঐ দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে শিখিব।" (ঐ, সপ্তবিংশ খণ্ড, পৃঃ ২৬০-৬১)

(৬) পার্টির ইতিহাস অবশেষে আমাদের শিক্ষা দেয় যে জনগণের সহিত পার্টির ব্যাপক সংযোগ না থাকিলে, এই সংযোগকে পার্টি সর্ব্বদাই আরও শক্তিশালী না করিলে, জনগণের কণ্ঠস্বর কেমন করিয়া শুনিতে হয় ও তাহাদের জরুরী দাবী কেমন করিয়া বুঝিতে হয় তাহা পার্টি না জানিলে, জনগণকে শুধু শিক্ষা দেওয়া নয় তাহাদের কাছে শিক্ষা পাইবার জন্যও পার্টি প্রস্তুত না থাকিলে, শ্রমিকশ্রেণীর কোন পার্টি কখনও প্রকৃত গণ-পার্টি হয় না, কোটী কোটী শ্রমিক ও সকল কর্ম্মব্যস্ত জনসাধারণকে পরিচালনা করার উপযুক্ত হয় না।

পার্টি হয় অপরাজেয় যদি, লেনিনের ভাষায়, ইহা "শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের সঙ্গে ব্যাপকতমভাবে সংযোগ রাখিতে পারে—প্রধানত

সর্ব্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে হইলেও সর্ব্বহারা ছাড়াও কর্ম্মব্যস্ত জনসাধারণের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে এবং প্রয়োজন বুঝিলে কতকটা তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।" (লেনিন, "কলেক্টেড্ ওয়ার্ক্স্," রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ খণ্ড, পৃঃ ১৭৪)

পার্টি ধ্বংস হইয়া যায় যদি ইহা নিজের সঙ্কীর্ণ পার্টি খোলার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে, যদি ইহা জনগণ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, যদি ইহা নিজেকে আমলাতান্ত্রিক জং-ধরা হইয়া পড়িতে দেয়।

কমরেড স্টালিন বলিয়াছেন :

"আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে যতদিন বল্শেভিক্রা ব্যাপকভাবে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিবে, ততদিন তাহাদের পরাজয় অসম্ভব। আর অপরপক্ষে, যেদিনই বল্শেভিক্রা জনগণ হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে, জনগণের সঙ্গে যেদিনই তাহারা সম্পর্ক হারায়, যেদিনই তাহাদের উপর আমলাতান্ত্রিক মরিচা পড়িয়া যাইবে, সেদিনই তাহারা সর্ব্বশক্তি হারাইয়া শূন্য মাত্রে পরিণত হইবে।

প্রাচীন গ্রীকদের পুরাণে আন্টিয়ুস্ নামে এক প্রসিদ্ধ বীরের কথা আছে। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি ছিলেন সমুদ্রদেবতা পোসিডন্ ও পৃথ্বীদেবী গাইয়ার পুত্র। যে মাতা তাঁহাকে জন্ম দিয়াছিলেন, স্তন্যপান করাইয়াছিলেন, লালন-পালন করিয়াছিল, আন্টিয়ুস্ সেই মাতার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তখন এমন কোন বীর ছিল না যিনি আন্টিয়ুসের কাছে পরাজিত হন নাই। অপরাজেয় বীর বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার এই শক্তির উৎস কোথায় ছিল? এই শক্তির কারণ এই যে যখনই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সংগ্রামে প্রতিহত হইতেন, তখনই তিনি যে পৃথ্বীমাতা তাঁহাকে জন্মদান করেন ও লালন করিয়াছিলেন, সেই মাতাকে স্পর্শ করিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে নূতন শক্তি পাইতেন। কিন্তু তাঁহারও একটা

ভয়স্থান ছিল—কোনক্রমে তাঁহাকে মাটীর সংস্পর্শ হইতে বিচ্যুত করিলেই তাঁহার বিপদ। আন্টিয়ুসের শত্রুরা একথা জানিত ও ইহারই অপেক্ষা করিত। একদিন এক শত্রু আসিয়া তাঁহার এই আক্রমণীয় স্থলে আঘাত দিল। এই শত্রুর নাম হারক্যুলিস্। হারক্যুলিস্ কেমন করিয়া আন্টিয়ুসকে পরাজিত করে? হারক্যুলিস্ মাটী হইতে আন্টিয়ুস্কে তুলিয়া কিছুক্ষণ হাওয়ায় টাঙ্গাইয়া রাখেন, আর আন্টিয়ুস্ মাটী স্পর্শ করিতে পারেন না, ও কণ্ঠরোধ করিয়া তাঁহাকে মারা হয়।

"আমার মনে হয় যে বল্‌শেভিক্‌রা গ্রীক পুরাণের বীর আন্টিয়ুসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আন্টিয়ুসের মত বল্‌শেভিক্‌রাও শক্তিশালী, কারণ তাহারা তাহাদের মাতা—অর্থাৎ যে জনগণ তাহাদিগকে জন্ম দিয়াছে, বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, লালন-পালন কবিয়াছে, সেই জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় বাখে। আর যতদিন তাহারা তাহাদের জননী, এই জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবে, ততদিন তাহাদের অপরাজেয় থাকার পূর্ণ সম্ভাবনা রহিবে।

"ইহাই হইল বল্‌শেভিক্ নেতাদের অপরাজেয়ত্বের মূলসূত্র।" (স্টালিন, "পার্টির কাজে ত্রুটী")।

বল্‌শেভিক্ পার্টি যে ইতিহাস প্রখ্যাত পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে আমরা প্রধান এই কয়েকটী শিক্ষা পাই।

পরিশিষ্ট

বাংলা প্রতিশব্দ

Autocracy.	স্বৈরতন্ত্র
Bloc.	সংযুক্ত সংস্থা
Boom.	মরশুম
Cadres.	কর্ম্মী
Capitulators.	আত্মসমর্পণোন্মুখ, পরাজয় স্বীকারোন্মুখ
Centrist.	মধ্যবর্ত্তী
Chauvinism.	যুদ্ধোন্মুখ জাতিদর্প, জঙ্গীবাদ, 'শোভিনিজ্‌ম্‌'
Civil War.	গৃহযুদ্ধ
Collective farm.	যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান, কৃষিসমবায়
Collectivisation.	সমবায়ীকরণ
Composition.	গঠন
Consciousness.	চৈতন্য, চেতনা
Constituent Assembly.	গণপরিষদ্‌
Contradictions.	অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, পরস্পর বিরোধ
Coup d'etat.	আকস্মিক রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তন
Crisis.	সঙ্কট
Deviation.	বিচ্যুতি, বিপথগামিতা
Dialecties.	'ডায়লেকটিক'

Dictatorship.	একাধিপত্য, একনায়কত্ব
Dual Power.	দ্বিধাবিভক্ত শক্তি
Economism.	অর্থনীতিবাদ
Empirc-Criticism.	এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিজ্‌ম্
Ententes.	মিত্রশক্তি
Fellow traveller.	সহযাত্রী
Fideism.	দৈববাদ
Fraternisation.	ভ্রাতৃভাবপ্রদর্শন
God builders.	ঈশ্বরনির্ম্মাতা, ঈশ্বরস্রষ্টা
God-seekers.	ঈশ্বর-অন্বেষক
Idea.	কল্পনা, ভাব, ধারণা, মানস
Idealism.	ভাববাদ, আদর্শবাদ, বিজ্ঞানবাদ
Industrialisation.	শিল্পপ্রধান করা
Initiatives.	উদ্যোগ
Intelligentsia.	বুদ্ধিজীবী শ্রেণী
Intervention.	হস্তক্ষেপ
Khvostism.	'লেজুড়' হইয়া থাকার নীতি
Labour Aristocracy.	শ্রমিকদের মধ্যে অভিজাত
Liberal Bourgeoisie.	'লিবারল' বুর্জোয়াশ্রেণী, উদারনৈতিক, বুর্জোয়া
Liquidators.	'লিকুইডেটর'
Mandates.	নির্দ্দেশ
Matter.	বস্তু
Materialism.	বস্তুবাদ

Materialism, Dialectical.	দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ
Materialism, Historical.	ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
Metaphysics.	অধ্যাত্মদর্শন, অধ্যাত্মবাদ
Monopoly.	একচেটিয়া অধিকার
Mysticism.	গূঢ়ার্থবাদ
Nationality.	জাতি
Nodes.	সংক্রমণ-বিন্দু
Objectives.	বাস্তব, বস্তুনিষ্ঠ
Opportunist.	সুবিধাবাদী
Otzovists.	'অট্সোভিস্ট'
Peasant Communes.	কৃষকপঞ্চায়েৎ, চাষীদের 'কমিউন্'
Perception.	ইন্দ্রিয়ানুভূতি, উপলব্ধি
Perceptual.	মানসিক, উপলব্ধিমূলক
Primitive Communal System.	আদিম যৌথসমাজ ব্যবস্থা
Production, Instruments of	উৎপাদনের উপকরণ, উৎপাদনযন্ত্র
Production, Relation of.	উৎপাদন সম্পর্ক
Productive forces.	উৎপাদিকা শক্তি
Productivity.	উৎপাদন শক্তি
Propaganda.	প্রচার, 'প্রোপাগ্যাণ্ডা'
Provisional Government.	অস্থায়ী সরকার
Purge.	বিশুদ্ধীকরণ
Qualitative.	গুণবাচক
Quantitative.	পরিমাণ বাচক
Reconstruction.	পুনর্গঠন

Restoration.	পুনঃপ্রতিষ্ঠা
Revisionism.	সংস্কারবাদ
Revival.	পুনরুজ্জীবন, পুনরুত্থান
Semi-Proletarian.	আধা-সর্ব্বহারা
Sensation.	ইন্দ্রিয়ানুভূতি
Serf.	ভূমিদাস
Spheres of Influence.	প্রভাবকেন্দ্র
Spontaneous.	স্বতঃস্ফূর্ত্ত
Stagnation.	নিশ্চলতা
Subjective.	মনোনিষ্ঠ, ভাবনিষ্ঠ
Surplus-appropriation.	বাড়্তি উৎপাদন বাজেয়াপ্ত
Tactics.	কৌশল
Terrorism.	সন্ত্রাসবাদ
Theory.	তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত
Things-in-themselves.	বস্তুসত্তা
Uneven development.	অসমান বিকাশ
Vanguard.	অগ্রণী, অগ্রগামী দল
War Communism.	যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ
Soviet of the Union.	ইউনিয়নের সোভিয়েট
Soviet of Nationalities.	জাতিক সোভিয়েট
Supreme Soviet.	সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েট, 'সুপ্রীম' সোভিয়েট
Technique.	শিল্পবিজ্ঞান, শিল্পকৌশল